বিষ্ণুপুরাণম্।

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত।

মূল ও বঙ্গানুবাদ।

ভট্টপল্লীনিবাসী

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন

সম্পাদিত।

কলিকাতা,

৩৮।২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, "বঙ্গবাসী-ইলেক্ট্রো-মেসিন-যন্ত্রে"

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৩১৪ সাল।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

ভূমিকা।
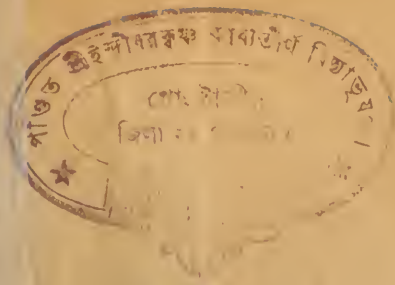
বিষ্ণুপুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণ মধ্যে অত্যুৎকৃষ্ট মহাপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ সর্ব্ব-শিষ্ট-সম্মত বিসংবাদশূন্য মহাপুরাণ। মহর্ষি পরাশর এই মহাপুরাণের প্রথম বক্তা। মহর্ষি বেদ-ব্যাস তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া বর্ত্তমান আকারে প্রচারিত করেন। মূল বিষ্ণুপুরাণ সাতবার পাঠ করিলে সংস্কৃত-জ্ঞানশূন্য সাধারণ ব্যক্তিরও সংস্কৃত ভাষায় অধিকার জন্মে। ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য না পড়িলেও একমাত্র বিষ্ণুপুরাণের সাহায্যে শব্দশাস্ত্রে অধিকার হয়। বিষ্ণুপুরাণ অভ্যাস করিলে, স্মার্ত্ত, দার্শনিক এবং প্রগাঢ় ঐতিহাসিক হইতে পারা যায়। বিষ্ণুপুরাণ পাঠের ফলে, অভক্ত মানবও ভক্তিরসের আস্বাদ গ্রহণে সমর্থ হয়। সেই সর্ব্ব-[illegible]প্রদ মহাপুরাণের মৎসম্পাদিত বঙ্গানুবাদ মূল-নিম্নে সংযোজিত করিয়া অধিকারী পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। ইহা পাঠে তন্মধ্যে কোন ব্যক্তি কিঞ্চিৎ উপকার প্রাপ্ত হইলেও শ্রমসাফল্য জ্ঞান করিব। ইতি।

সম্পাদক

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন,

ভট্টপল্লী।

বিষ্ণুপুরাণের সূচী পত্র।

প্রথম অংশ।

দ্বিতীয় অংশ।

তৃতীয় অংশ।

চতুর্থ অংশ।

পঞ্চম অংশ।

ষষ্ঠ অংশ।

সূচী পত্র সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

প্রথমাংশঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

জিতং তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন।
নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ মহাপুরুষপূর্ব্বজ ॥
সদক্ষরং ব্রহ্ম য ঈশ্বরঃ পুমান্
গুণোর্ম্মিসৃষ্টিস্থিতিকালসংলয়ঃ।
প্রধান-বুদ্ধ্যাদি-জগৎপ্রপঞ্চ-সূঃ
স নোঽস্তু বিষ্ণুর্ম্মতি-ভূতি-মুক্তিদঃ ॥ ২

প্রথম অধ্যায়।

হে পুণ্ডরীকাক্ষ আদিপুরুষ! তোমার জয় হউক। হে বিশ্বোৎপাদক! তোমাকে নমস্কার। হে হৃষীকেশ মহাপুরুষ! তোমাকে নমস্কার।১। যে নিত্যস্বরূপ অক্ষর ব্রহ্ম-পুরুষ ঈশ্বররূপে সত্ত্বাদিগুণের ক্ষোভ-জনিত সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের আশ্রয়, প্রধান বুদ্ধ্যাদি * জগৎবিস্তৃতির

* প্রধান (মূল প্রকৃতি মায়া) হইতে বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব), তাহা হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র (শব্দস্পর্শাদি পাঁচটী সূক্ষ্ম ভূত) এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। সৃষ্টি প্রকরণ এইরূপ। "প্রকৃতের্ম্মহান্ মহতোঽহঙ্কারঃ অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি পঞ্চতন্মাত্রেভ্যশ্চ পঞ্চ মহাভূতানি।"

প্রণম্য বিষ্ণুং বিশ্বেশং ব্রহ্মাদীন্ প্রণিপত্য চ।
গুরুং প্রণম্য বক্ষ্যামি পুরাণং বেদসম্মিতম্ ॥ ৩
ইতিহাসপুরাণজ্ঞং বেদবেদাঙ্গপারগম্।
ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞং বসিষ্ঠতনয়াত্মজম্ ॥ ৪
পরাশরং মুনিবরং কৃতপূর্ব্বাহ্নিকক্রিয়ম্।
মৈত্রেয়ঃ পরিপপ্রচ্ছ প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ ॥ ৫
ত্বত্তো হি বেদাধ্যয়নমধীতমখিলং গুরো।
ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি বেদাঙ্গানি যথাক্রমম্ ॥ ৬
ত্বৎপ্রসাদান্মুনিশ্রেষ্ঠ মামন্যে নাকৃতশ্রমম্।

প্রসবিতা, সেই বিষ্ণু আমাদিগের মতিভূতিমুক্তিপ্রদ * হউন।২। বিশ্বেশ্বর বিষ্ণু, ব্রহ্মাদি দেবতা এবং গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া বেদতুল্য পুরাণ বলিব। ইতিহাসপুরাণজ্ঞ, বেদবেদাঙ্গপারগ, ধর্ম্মশাস্ত্রাদি-তত্ত্বজ্ঞ, পূর্ব্বাহ্নিক ক্রিয়া সমাপনান্তে আসীন, বসিষ্ঠপৌত্র মুনিশ্রেষ্ঠ পরাশরকে প্রণাম ও অভিবাদন করিয়া মৈত্রেয় বলিলেন,—গুরুদেব! আপনার নিকট যথাক্রমে অখিল বেদ বেদান্ত এবং সকল ধর্ম্ম-

* মতি (উত্তমা বুদ্ধি), ভূতি (ঐশ্বর্য্য) এবং মুক্তি প্রদায়ক। অথবা, মতিভূতি অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানোদ্রেক দ্বারা মুক্তিপ্রদায়ক।

বক্ষ্যন্তে সর্ব্বশাস্ত্রেষু প্রায়শো যেঽপি বিদ্বিষঃ॥ ৭
সোঽহমিচ্ছামি ধর্ম্মজ্ঞ শ্রোতুং ত্বত্তো যথা জগৎ।
বভূব ভূয়শ্চ যথা মহাভাগ ভবিষ্যতি॥ ৮
যন্ময়ঞ্চ জগদ্‌ব্রহ্মন্ যতশ্চৈতচ্চরাচরম্।
লীনমাসীত্তথা যত্র লয়মেষ্যতি যত্র চ॥ ৯
যৎপ্রমাণানি ভূতানি দেবাদীনাঞ্চ সম্ভবম্।
সমুদ্রপর্ব্বতানাঞ্চ সংস্থানঞ্চ তথা ভুবঃ॥ ১০
সূর্য্যাদীনাঞ্চ সংস্থানং প্রমাণং মুনিসত্তম।
দেবাদীনাং তথা বংশান্ মনূন্ মন্বন্তরাণি চ॥ ১১
কল্পান্ কল্পবিকল্পাংশ্চ চতুর্যুগবিকল্পিতান্।
কল্পান্তস্য স্বরূপঞ্চ যুগধর্ম্মাংশ্চ কৃৎস্নশঃ॥ ১২
দেবর্ষিপার্থিবানাঞ্চ চরিতং যন্মহামুনে।
বেদশাখাপ্রণয়নং যথাবদ্ব্যাসকর্ত্তৃকম্॥ ১৩
ধর্ম্মাংশ্চ ব্রাহ্মণাদীনাং তথা চাশ্রমবাসিনাম্।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং সর্ব্বং ত্বত্তো বাসিষ্ঠনন্দন॥ ১৪
ব্রহ্মন্ প্রসাদপ্রবণং কুরুষ্ব ময়ি মানসম্।
যেনাহমেতজ্জানীয়াং ত্বৎপ্রসাদান্মহামুনে॥ ১৫

পরাশর উবাচ।

সাধু মৈত্রেয় ধর্ম্মজ্ঞ স্মারিতোঽস্মি পুরাতনম্।
পিতুঃ পিতা মে ভগবান্ বসিষ্ঠো যদুবাচ হ॥ ১৬
বিশ্বামিত্রপ্রযুক্তেন রক্ষসা ভক্ষিতো ময়া।
শ্রুতস্তাতস্ততঃ ক্রোধো মৈত্রেয়াসীন্মমাতুলঃ॥ ১৭
ততোঽহং রক্ষসাং সত্রং বিনাশায় সমারভম্।
ভস্মীকৃতাশ্চ শতশস্তস্মিন্ সত্রে নিশাচরাঃ॥ ১৮
ততঃ সংক্ষীয়মাণেষু তেষু রক্ষঃস্বশেষতঃ।
মামুবাচ মহাভাগো বসিষ্ঠো মৎপিতামহঃ॥ ১৯
অলমত্যন্তকোপেন তাত মন্যুমিমং জহি।
রাক্ষসা নাপরাধ্যন্তে পিতুস্তে বিহিতং তথা॥ ২০
মূঢ়ানামেষ ভবতি ক্রোধো জ্ঞানবতাং কুতঃ।
হন্যতে তাত কঃ কেন যতঃ স্বকৃতভুক্ পুমান্॥ ২১
সঞ্চিতস্যাপি মহতো বৎস ক্লেশেন মানবৈঃ।
যশসস্তপসশ্চৈব ক্রোধো নাশকরঃ পরঃ॥ ২২
সর্গাপবর্গব্যাসেধ-কারণং পরমর্ষয়ঃ।
বর্জ্জয়ন্তি সদা ক্রোধং তাত মা তদ্বশো ভব॥ ২৩

শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। হে মুনিবর! আপনার অনুগ্রহে “আমি শাস্ত্রে পরিশ্রম করি নাই” এ কথা পণ্ডিতেরা বলেন না, এমন কি, শত্রুপক্ষেও আমাকে কৃতশ্রম বলিয়া থাকেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! জগৎ যেরূপে হইয়াছে, পুনশ্চ যে প্রকারে হইবে, তোমার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি। হে ব্রহ্মন! জগতের উপাদান যাহা, এই চরাচর যাহা হইতে উৎপন্ন, যাহাতে লীন ছিল এবং যাহাতে লয় প্রাপ্ত হইবে; আকাশাদির পরিমাণ, দেবাদির উৎপত্তি, সমুদ্র পর্ব্বত ও পৃথিবীর স্থিতি, সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহের সংস্থান ও পরিমাণ, দেবতাদিগের বংশ, মনু ও মন্বন্তর সকলের বিবরণ, চতুর্যুগবিকল্পিত কল্প, কল্পবিকল্প, কল্পান্তের স্বরূপ, সম্পূর্ণ যুগধর্ম্ম, দেবর্ষি ও রাজাদিগের চরিত্র, ব্যাসদেবকর্ত্তৃক বেদের শাখাপ্রণয়ন এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমবাসিগণের ধর্ম্ম সমুদয়, হে মহাভাগ শক্ত্রিতনয়! আপনার নিকট শুনিতে অভিলাষ হয়। হে ব্রহ্মন্! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; যাহাতে আপনার প্রসাদে এই সকল বিষয় জানিতে পারি। ৩—১৫। পরাশর কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ মৈত্রেয়! পুরাতন বিষয় ভাল স্মরণ করাইলে! পিতামহ ভগবান্ বসিষ্ঠ যাহা বলিয়াছিলেন, সেই সকল বিষয় আমার মনে পড়িল। মৈত্রেয়! বিশ্বামিত্রের প্রেরিত রাক্ষস, পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছে, শুনিয়া আমার অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিল। তখন আমি রাক্ষসদিগের বিনাশের জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করায় তাহাতে শত শত নিশাচর ভস্মীভূত হইতে লাগিল। এইরূপে অসংখ্য রাক্ষস ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে পিতামহ মহাভাগ বসিষ্ঠ আমাকে বলিয়াছিলেন, “বৎস! অত্যন্ত কোপ করা ভাল নহে, ক্রোধ সংবরণ কর। রাক্ষসগণের অপরাধ নাই, তোমার পিতার ভাগ্যই এইরূপ ছিল। মূঢ় ব্যক্তিদিগেরই ক্রোধ হইয়া থাকে, জ্ঞানবানেরা এরূপ হন না। হে প্রিয়! কেহ কাহাকে বধ করে না; কারণ সকলে আপনাপন কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে। আর দেখ, মনুষ্য অত্যন্ত ক্লেশে যশ ও তপস্যা সঞ্চয় করিয়া থাকেন, কিন্তু ক্রোধে সহজেই নষ্ট হয়; এজন্য পরমর্ষিগণ স্বর্গ ও মোক্ষের প্রতিবন্ধক স্বরূপ

অলং নিশাচরৈর্দগ্ধৈর্দীনৈরনপকারিভিঃ।
সত্রং তে বিরমত্বেতং ক্ষমাসারা হি সাধবঃ ॥ ২৪
এবং তাতেন তেনাহমনুনীতো মহাত্মনা।
উপসংহৃতবান্ সত্রং সদ্যস্তদ্বাক্যগৌরবাৎ ॥ ২৫
ততঃ প্রীতঃ স ভগবান্ বসিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ।
সংপ্রাপ্তশ্চ তদা তত্র পুলস্ত্যো ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥ ২৬
পিতামহেন দত্তার্ঘ্যঃ কৃতাসনপরিগ্রহঃ।
মামুবাচ মহাভাগো মৈত্রেয় পুলহাগ্রজঃ ॥ ২৭
বৈরে মহতি যদ্বাক্যাদ্‌গুরোরস্যাশ্রিতা ক্ষমা।
ত্বয়া তস্মাৎ সমস্তানি ভবান্ শাস্ত্রাণি বেৎস্যতি ॥২৮
সন্ততের্ন মম চ্ছেদঃ ক্রুদ্ধেনাপি যতঃ কৃতঃ।
ত্বয়া তস্মান্মহাভাগ দদাম্যন্যং মহাবরম্ ॥ ২৯
পুরাণসংহিতাকর্ত্তা ভবান্ বৎস ভবিষ্যতি।
দেবতাপরমার্থঞ্চ যথাবদ্ বেৎস্যতে ভবান্ ॥ ৩০
প্রবৃত্তে চ নিবৃত্তে চ কর্ম্মণ্যস্তমলা মতিঃ।
মৎপ্রসাদাদসন্দিগ্ধা তব বৎস ভবিষ্যতি ॥ ৩১
ততশ্চ ভগবান্ প্রাহ বসিষ্ঠো মৎপিতামহঃ।
পুলস্ত্যেন যদুক্তং তে সর্ব্বমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥৩২
ইতি পূর্ব্বং বসিষ্ঠেন পুলস্ত্যেন চ ধীমতা।
যদুক্তং তৎ স্মৃতিং যাতং ত্বৎপ্রশ্নাদখিলং মম ॥ ৩৩
সোঽহং বদাম্যশেষং তে মৈত্রেয় পরিপৃচ্ছতে।
পুরাণসংহিতাং সম্যক্ তাং নিবোধ যথাযথম্ ॥ ৩৪
বিষ্ণোঃ সকাশাৎ সম্ভূতং জগৎ তত্রৈব সংস্থিতম্।
স্থিতিসংযমকর্ত্তাসৌ জগতোঽস্য জগচ্চ সঃ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।
অবিকারায় শুদ্ধায় নিত্যায় পরমাত্মনে।
সদৈকরূপরূপায় বিষ্ণবে সর্ব্বজিষ্ণবে ॥ ১

ক্রোধকে পরিত্যাগ করেন। বৎস! ক্রোধের বশীভূত হইও না। অনপকারী দীন নিশাচর সকলকে দগ্ধ করা বিফল, অতএব তোমার এই যজ্ঞ নিবৃত্ত হউক, কেননা, ক্ষমাই সাধুদিগের সারবস্তু।" মহোদয় পিতামহ এই প্রকারে উপদেশ করিলে আমি তাঁহার বাক্যের গৌরব জন্য তৎক্ষণাৎ যজ্ঞের উপসংহার করিলাম। ১৬—২৫। তদনন্তর মুনিসত্তম বসিষ্ঠদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং ইতিমধ্যে ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য তথায় উপস্থিত হইলেন। পিতামহ তাঁহাকে অর্ঘ্যাদি দান করিলে, হে মৈত্রেয়! মহাভাগ পুলস্ত্য আসন পরিগ্রহ করিয়া আমাকে কহিলেন, "অত্যন্ত বৈরভাব হইলেও তুমি যে গুরুজনের বাক্যে ক্ষমা অবলম্বন করিয়াছ, তাহাতে তুমি সমস্ত শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিবে এবং ক্রুদ্ধ হইয়াও তুমি আমার বংশের উচ্ছেদ কর নাই, তজ্জন্য তোমাকে অন্য এক প্রধান বর দিতেছি। বৎস! তুমি পুরাণ-সংহিতার কর্ত্তা হইবে; দেবতা ও পরমার্থতত্ত্ব যথাবৎ জানিতে পারিবে এবং আমার প্রসাদে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিধায়ক কর্ম্মে * তোমার বুদ্ধি নির্ম্মল অসন্দিগ্ধ হইবে।" অনন্তর মৎপিতামহ ভগবান্ বসিষ্ঠ কহিলেন, "পুলস্ত্য তোমাকে যাহা বলিলেন, সমস্ত ঘটিবে।" হে মৈত্রেয়! পূর্ব্বে বসিষ্ঠদেব ও বুদ্ধিমান্ পুলস্ত্য এইরূপে যাহা কহিয়াছিলেন, সম্প্রতি তোমার প্রশ্নে তৎসমস্ত আমার স্মরণ হইল। সেই আমি তোমার জিজ্ঞাসিত সেই পুরাণ সংহিতা সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি, যথাবৎ শ্রবণ কর। বিষ্ণু হইতে জগৎ উৎপন্ন ও তাঁহাতেই সংস্থিত, বিষ্ণু এই জগতের স্থিতি-সংযমের কর্ত্তা এবং তিনিই জগৎ। ২৬—৩৫।

প্রথমাংশে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, অবিকার, শুদ্ধ, কালত্রয়ে অবিনাশী, পরমাত্মা, সর্ব্বদা একরূপ, সর্ব্ববিজয়ী

---

* ইহ বা পরলোকের কামনা-বিষয়ক কর্ম্মকে প্রবৃত্তিজনক ও জ্ঞান-বৈরাগ্যপূর্ব্বক কর্ম্মকে নিবৃত্তিজনক কহে।

নমো হিরণ্যগর্ভায় হরয়ে শঙ্করায় চ ।
বাসুদেবায় তারায় সর্গস্থিত্যন্তকারিণে ॥ ২
একানেকস্বরূপায় স্থূলসূক্ষ্মাত্মনে নমঃ ।
অব্যক্তব্যক্তভূতায় বিষ্ণবে মুক্তিহেতবে ॥ ৩
সর্গস্থিতিবিনাশানাং জগতোহস্য জগন্ময়ঃ ।
মূলভূতো মনস্তস্মৈ বিষ্ণবে পরমাত্মনে ॥ ৪
আধারভূতং বিশ্বস্যাপ্যণীয়াংসমণীয়সাম্ ।
প্রণম্য সর্ব্বভূতস্থমচ্যুতং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৫
জ্ঞানস্বরূপমত্যন্ত-নির্ম্মলং পরমার্থতঃ ।
তমেবার্থস্বরূপেণ ভ্রান্তিদর্শনতঃ স্থিতম্ ॥ ৬
বিষ্ণুং গ্রসিষ্ণুং বিশ্বস্য স্থিতিসর্গে তথা প্রভুম্ ।
প্রণম্য জগতামীশমজমক্ষরমব্যয়ম্ ॥ ৭
কথয়ামি যথা পূর্ব্বং দক্ষাদ্যৈর্মুনিসত্তমৈঃ ।
পৃষ্টঃ প্রোবাচ ভগবানব্জযোনিঃ পিতামহঃ ॥ ৮
তৈশ্চোক্তং পুরুকুৎসায় ভূভুজে নর্ম্মদাতটে ।
সারস্বতায় তেনাপি মম সারস্বতেন চ ॥ ৯
পরঃ পরাণাং পরমঃ পরমাত্মাত্মসংস্থিতঃ ।
রূপবর্ণাদিনির্দ্দেশ-বিশেষণবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১০
অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামর্দ্ধিজন্মভিঃ ।
বর্জ্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলম্ ॥ ১১
সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ ।
ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে ॥ ১২
তদ্‌ব্রহ্ম পরমং নিত্যমজমক্ষয়মব্যয়ম্ ।
একস্বরূপঞ্চ সদা হেয়াভাবাচ্চ নির্ম্মলম্ ॥ ১৩
তদেতৎ সর্ব্বমেবাসীদ্‌ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপবৎ ।
তথা পুরুষরূপেণ কালরূপেণ চ স্থিতম্ ॥ ১৪
পরস্য ব্রহ্মণো রূপং পুরুষঃ প্রথমং দ্বিজ ।
ব্যক্তাব্যক্তে তথৈবান্যে রূপে কালস্তথাপরম্ ॥ ১৫
প্রধানপুরুষব্যক্ত-কালানং পরমং হি যৎ ।
পশ্যন্তি সূরয়ঃ শুদ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ১৬
প্রধানপুরুষব্যক্ত-কালাস্তু প্রবিভাগশঃ ।
রূপাণি স্থিতিসর্গান্ত-ব্যক্তিসদ্ভাবহেতবঃ ॥ ১৭

বিষ্ণু, হরি হিরণ্যগর্ভ ও শিব নামে অভিহিত, সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশকারী বাসুদেব বিষ্ণুকে নমস্কার। একানেকস্বরূপ, স্থূলসূক্ষ্মময়, কার্য্যকারণীভূত, মুক্তিদাতা বিষ্ণুকে নমস্কার। এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের মূলীভূত জগন্ময় পরমাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কার। বিশ্বাধার, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম, সর্ব্বপ্রাণিস্থিত, অক্ষর, পুরুষোত্তম, জ্ঞানস্বরূপ, বাস্তবিক অত্যন্ত নির্ম্মল কিন্তু ভ্রান্তিদর্শনে দৃশ্যরূপে প্রকাশিত, কালস্বরূপ, বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিকর্ত্তা, জন্মশূন্য, অচ্যুত, জগদীশ্বর বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া, দক্ষাদি মুনিশ্রেষ্ঠগণকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পদ্মযোনি ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বে যে প্রকার কহিয়াছিলেন, আমি তাহা যথাবৎ বলিতেছি। ১—৮। দক্ষাদি মুনিগণ নর্ম্মদাতটে পুরুকুৎস রাজাকে পিতামহের কথা সকল বলিয়াছিলেন, তিনি সারস্বতকে কহেন, আমি আবার সারস্বতের নিকট শুনিয়াছি। পরাৎপর, শ্রেষ্ঠ আত্মসংস্থিত পরমাত্মা, রূপবর্ণাদি-নির্দ্দেশবর্জ্জিত, অপক্ষয়-বিনাশ-পরিণাম-বৃদ্ধি-জন্মবর্জ্জিত, যাঁহাকে 'সর্ব্বদা আছেন' এইমাত্র বলা যায়, তিনি এই জগতে সর্ব্বত্র এবং সমস্তই তাঁহাতে বাস করিতেছে, এজন্য বিদ্বানেরা তাঁহাকে বাসুদেব * কহিয়া থাকেন। তিনিই জন্মশূন্য, নিত্যস্বরূপ, অক্ষয়, অব্যয়, পরমব্রহ্ম; সর্ব্বদা একরূপ এবং হেয়াংশের অভাব জন্য † নির্ম্মল। ব্যক্ত (মহদাদি), অব্যক্ত (মায়া), পুরুষ (বেদোক্ত ঈক্ষণাদিকর্ত্তা) ও কাল এই চতুর্ব্বিধ রূপাত্মক সেই ব্রহ্মই এই সমস্ত। হে দ্বিজ! পরব্রহ্মের প্রথম রূপ পুরুষ, দ্বিতীয় তৃতীয় রূপ ব্যক্ত ও অব্যক্ত এবং চতুর্থ রূপ কাল। জ্ঞানিগণ এই চারিটীর যে শুদ্ধ পরম বস্তু অবলোকন করেন, তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ বা পরম রূপ। বিভাগানুসারে পূর্ব্বোক্ত প্রধানাদি রূপ সকল সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের উদ্ভব ও প্রকাশের হেতু।

---

* তিনি সমুদয় বস্তুতেই বাস করেন এবং সমুদয় বস্তুই তাঁহাতে বাস করে, অতএব বাসু এবং দ্যোতন অর্থাৎ প্রকাশ স্বরূপ, অতএব দেব। যিনি বাসু এবং দেব, তিনিই বাসুদেব অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণু।

† হেয় অর্থাৎ মায়া ও তৎকার্য্য; তদভাবে।

ব্যক্তং বিষ্ণুস্তথাব্যক্তং পুরুষঃ কাল এব চ।
ক্রীড়তো বালকস্যেব চেষ্টাং তস্য নিশাময় ॥ ১৮
অব্যক্তং কারণং যৎ তৎ প্রধানমৃষিসত্তমৈঃ।
প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা নিত্যং সদসদাত্মকম্ ॥১৯
অক্ষয়ং নান্যদাধারমমেয়মজরং ধ্রুবম্।
শব্দস্পর্শবিহীনং তদ্ রূপাদিভিরসংহতম্ ॥ ২০
ত্রিগুণং তজ্ জগদ্‌যোনিরনাদি প্রভবাপ্যয়ম্।
তেনাগ্রে সর্ব্বমেবাসীদ্‌ব্যাপ্তং বৈ প্রলয়াদনু ॥ ২১
বেদবাদবিদো বিদ্বান্ নিয়তা ব্রহ্মবাদিনঃ।
পঠন্তি বৈ তমেবার্থং প্রধানপ্রতিপাদকম্ ॥ ২২
নাহো ন রাত্রির্ন নভো ন ভূমি-
র্নাসীং তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্যং।
শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যানুপলভ্যমেকং
প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীং ॥ ২৩
বিষ্ণোঃ স্বরূপাৎ পরতো হি তেঽন্যে
রূপে প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্র।
তস্যৈব তেঽন্যেন ধৃতে বিযুক্তে
রূপেণ যৎ তদ্ দ্বিজ কালসংজ্ঞম্ ॥ ২৪

প্রকৃতৌ সংস্থিতং ব্যক্তমতীতপ্রলয়ে তু যৎ।
তস্মাৎ প্রাকৃতসংজ্ঞোঽয়মুচ্যতে প্রতিসঞ্চরঃ ॥ ২৫
অনাদির্ভগবান্ কালো নান্তোঽস্য দ্বিজ বিদ্যতে।
অব্যুচ্ছিন্নাস্ততস্ত্বেতে সর্গস্থিত্যন্তসংযমাঃ ॥ ২৬
গুণসাম্যে ততস্তস্মিন্ পৃথক্ পুংসি ব্যবস্থিতে।
কালস্বরূপরূপং তদ্ বিষ্ণোর্মৈত্রেয় বর্ত্ততে ॥ ২৭
ততস্তৎ পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মা জগন্ময়ঃ।
সর্ব্বগঃ সর্ব্বভূতেশঃ সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরঃ ॥ ২৮
প্রধানং পুরুষঞ্চাপি প্রবিশ্যাত্মেচ্ছয়া হরিঃ।
ক্ষোভয়ামাস সম্প্রাপ্তে সর্গকালে ব্যয়াব্যয়ৌ ॥ ২৯
যথা সন্নিধিমাত্রেণ গন্ধঃ ক্ষোভায় জায়তে।
মনসো নোপকর্তৃত্বাৎ তথাসৌ পরমেশ্বরঃ ॥ ৩০
স এব ক্ষোভকো ব্রহ্মন্ ক্ষোভ্যশ্চ পুরুষোত্তমঃ।
স সঙ্কোচবিকাশাভ্যাং প্রধানত্বেঽপি চ স্থিতঃ ॥ ৩১
বিকারাণুস্বরূপৈশ্চ ব্রহ্মরূপাদিভিস্তথা।
ব্যক্তস্বরূপশ্চ তথা বিষ্ণুঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ ॥ ৩২

বিষ্ণু যে পুরুষাদিরূপে প্রকাশিত হন, তাহা ক্রীড়া-প্রবৃত্ত বালকের চেষ্টার ন্যায় জানিবে। ঋষিসত্তমেরা কার্য্যকারণ-শক্তিযুক্ত ও সদেকরূপ অব্যক্তকে কারণ প্রধান এবং সূক্ষ্মা প্রকৃতি কহিয়া থাকেন। সেই অব্যক্ত অক্ষয়, অনন্যাশ্রয়, ইয়ত্তাশূন্য, অজর, নিশ্চল, শব্দস্পর্শবিহীন, রূপাদিরহিত, ত্রিগুণ, অনাদি এবং জগতের উৎপত্তিস্থান ও কার্য্য সকলের লয়স্থান। সৃষ্টির পূর্ব্বে অতীত প্রলয়ের পর সমস্তই তদ্দ্বারা ব্যাপ্ত ছিল। ৯—২১। হে বিদ্বন্! বেদজ্ঞ ব্রহ্মবাদিগণ সেই প্রধানকেই লক্ষ্য করিয়া উহার প্রতিপাদক পশ্চাল্লিখিত শ্লোক পাঠ করেন। প্রলয়কালে দিবা, রাত্রি, আকাশ, ভূমি, অন্ধকার, আলোক বা অন্য কোনও বস্তু ছিল না; তখন কেবল প্রধান, ব্রহ্ম এবং পুরুষ মাত্র ছিলেন। হে দ্বিজ! প্রধান ও পুরুষ এই দুই রূপ, নিরুপাধি বিষ্ণুর স্বরূপ হইতে পৃথক্। তাঁহার অন্য যে রূপ কর্ত্তৃক এই উভয় রূপ সৃষ্টি সময়ে পরস্পর সংযোজিত এবং প্রলয়কালে বিযুক্ত হয়, তাহার নাম কাল। মহাপ্রলয়ের সময় বিশ্ব, প্রকৃতিতে লীন থাকে, এজন্য উহাকে প্রাকৃত প্রলয় বলা যায়। কালরূপ ভগবান্ অনাদি ও অনন্ত বলিয়া এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ও অব্যুচ্ছিন্ন অর্থাৎ প্রবাহরূপে যথাক্রমে হইতেছে। হে মৈত্রেয়! প্রলয়কালে গুণসাম্য (সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের নিষ্ক্রিয় অবস্থা) ঘটে এবং পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত হন। তখনও বিষ্ণুর সেই কালস্বরূপ রূপ বর্ত্তমান থাকে। তদনন্তর সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে পরমব্রহ্ম পরমাত্মা জগন্ময় সর্ব্বগামী সর্ব্বভূতেশ্বর সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর ইচ্ছানুসারে পরিণামী অপরিণামী প্রকৃতি ও পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ক্ষোভিত অর্থাৎ সৃষ্টিকরণে উন্মুখ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোনও ক্রিয়াবত্তা নাই; যেমন গন্ধ নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র মনের চঞ্চলতা জন্মে, পরমেশ্বরের এই ক্ষোভ (জনকতা) ও সেইরূপ। ২২—৩০। সেই পুরুষোত্তমই সঙ্কোচ ও বিকাশ দ্বারা ক্ষোভ্য ও ক্ষোভক এবং তিনিই প্রধানরূপে স্থিত। আকাশাদি ভূত ও ব্রহ্মাদি জীবরূপে তিনিই

গুণসাম্যাৎ ততস্তস্মাৎ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতান্মুনে।
গুণব্যঞ্জনসম্ভূতিঃ সর্গকালে দ্বিজোত্তম ॥ ৩৩ ॥
প্রধানতত্ত্বমুদ্ভূতং মহান্তং তৎ সমাবৃণোৎ।
সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান্।
প্রধানতত্ত্বেন সমং ত্বচা বীজমিবাবৃতম্ ॥৩৪
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চৈব তামসঃ।
ত্রিবিধোঽয়মহঙ্কারো মহত্তত্ত্বাদজায়ত ॥ ৩৫
ভূতেন্দ্রিয়াণাং হেতুঃ স ত্রিগুণত্বান্মহামুনে।
যথা প্রধানেন মহান্ মহতা স তথাবৃতঃ ॥ ৩৬
ভূতাদিস্তু বিকুর্ব্বাণঃ শব্দতন্মাত্রিকং ততঃ।
সসর্জ্জ শব্দতন্মাত্রাদাকাশং শব্দলক্ষণম্।
শব্দমাত্রং তথাকাশং ভূতাদিঃ স সমাবৃণোৎ ॥ ৩৭
আকাশস্তু বিকুর্ব্বাণঃ স্পর্শমাত্রং সসর্জ্জ হ।
বলবানভবদ্বায়ুস্তস্য স্পর্শো গুণো মতঃ ॥ ৩৮
আকাশং শব্দমাত্রস্তু স্পর্শমাত্রং সমাবৃণোৎ।
ততো বায়ুর্ব্বিকুর্ব্বাণো রূপমাত্রং সসর্জ্জ হ।
জ্যোতিরুৎপদ্যতে বায়োস্তদ্রূপগুণমুচ্যতে।
স্পর্শমাত্রস্তু বৈ বায়ূ রূপমাত্রং সমাবৃণোৎ ॥ ৩৯
জ্যোতিশ্চাপি বিকুর্ব্বাণং রসমাত্রং সসর্জ্জ হ।
সম্ভবন্তি ততোঽম্ভাংসি রসাধারাণি তানি চ।
রসমাত্রাণি চাম্ভাংসি রূপমাত্রং সমাবৃণোৎ।
বিকুর্ব্বাণানি চাম্ভাংসি গন্ধমাত্রং সসর্জ্জিরে।
সংঘাতো জায়তে তস্মাৎ তস্য গন্ধো গুণো মতঃ ॥
তস্মিংস্তস্মিংস্তু তন্মাত্রা তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা ॥ ৪১
তন্মাত্রাণ্যবিশেষাণি অবিশেষাস্ততো হি তে।
ন শান্তা নাপি ঘোরাস্তে ন মূঢ়াশ্চাবিশেষণাঃ ॥৪২
ভূততন্মাত্রসর্গোঽয়মহঙ্কারাৎ তু তামসাৎ।
তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যাহুর্দ্দেবা বৈকারিকা দশ ॥ ৪৩
একাদশং মনশ্চাত্র দেবা বৈকারিকাঃ স্মৃতাঃ।

ব্যক্তস্বরূপ, এবং সর্ব্বেশ্বরের ঈশ্বর। হে দ্বিজোত্তম! পরে সৃষ্টিকালে পুরুষাধিষ্ঠিত সেই গুণসাম্য হইতে গুণব্যঞ্জন অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইল। মহত্তত্ত্ব ত্রিবিধ, সাত্ত্বিক রাজস ও তামস। বীজ যেমন ত্বক্ দ্বারা আবৃত থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত গুণসাম্য (প্রধান তত্ত্ব) কর্তৃক এই মহত্তত্ত্ব আবৃত হইল, অর্থাৎ প্রধানতত্ত্ব মহতত্ত্বের ব্যাপক হইয়া থাকিল। মহত্তত্ত্ব হইতে বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক, তৈজস অর্থাৎ রাজস ও ভূতাদি অর্থাৎ তামস এই ত্রিবিধ অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তি। অহঙ্কার ত্রিগুণাত্মক বলিয়া ভূতেন্দ্রিয়দেবতার উদ্ভবের হেতু। যেমন প্রধান তত্ত্ব দ্বারা মহতত্ত্ব আবৃত, মহতত্ত্ব দ্বারা অহঙ্কার তত্ত্বও সেইরূপ আবৃত হইল। তামস অহঙ্কার ক্ষুভিত অর্থাৎ কর্য্যোন্মুখ হইয়া শব্দতন্মাত্র ও শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশের সৃষ্টি করিল এবং উভয়কে আবৃত করিয়া থাকিল। আকাশ ক্ষুভিত হইয়া স্পর্শতন্মাত্রের সৃষ্টি করিল, তাহা হইতে স্পর্শগুণবিশিষ্ট বলবান্ বায়ু জন্মিল এবং আকাশ বায়ুকে আবৃত করিল। তদনন্তর বায়ু ক্ষুভিত হওয়ায় রূপমাত্র ও জ্যোতি উৎপন্ন হয়, জ্যোতির গুণ রূপ; জ্যোতি বায়ু দ্বারা আবৃত হইল। জ্যোতিঃ ক্ষুভিত হওয়ায় রসমাত্র জন্মিল, তাহা হইতে রসগুণবিশিষ্ট জলের জন্ম, ইহা জ্যোতি দ্বারা আবৃত। জল ক্ষুভিত হইয়া গন্ধমাত্রের সৃষ্টি করিল, তাহা হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি, ইহার গুণ গন্ধ। ৩১—৪০। তত্তদ্বস্তুতে তন্মাত্রা আছে, তাহাতে উহাদের তন্মাত্রতা কহা যায়। তন্মাত্র সকল অবিশেষ এজন্য আকাশাদিও অবিশেষ অর্থাৎ কেহই শান্ত (প্রকাশক অথবা সুখহেতু), ঘোর (প্রবৃত্তিজনক অথবা দুঃখহেতু), মূঢ় (নিয়মনকারী অথবা মোহহেতু) বিশেষণযুক্ত নহে। ইহা কেবল তামস অহঙ্কার হইতে ভূততন্মাত্রের সৃষ্টি মাত্র। দশ ইন্দ্রিয়কে তৈজস অর্থাৎ রাজস-অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন এবং ইন্দ্রিয়গণের দশ দেবতাকে * বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকেন। একাদশ ইন্দ্রিয় মন (অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারি অংশে বিভক্ত অন্তঃকরণ) এবং চন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, মনের এই

---

* দিক্, বাত, অর্ক, প্রচেতা, অশ্বিনীকুমার, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি এই দশ দেবতা দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী।

ত্বক্ চক্ষুর্নাসিকা জিহ্বা শ্রোত্রমত্র চ পঞ্চমম্।
শব্দাদীনামবাপ্ত্যর্থং বুদ্ধিযুক্তানি বৈ দ্বিজ ॥ ৪৪
পায়ূপস্থৌ করৌ পাদৌ বাক্ চ মৈত্রেয় পঞ্চমী।
বিসর্গশিল্পগত্যুক্তিঃ কর্ম্ম তেষাঞ্চ কথ্যতে ॥ ৪৫
আকাশবায়ুতেজাংসি সলিলং পৃথিবী তথা।
শব্দাদিভির্গুণৈর্ব্রহ্মন সংযুক্তান্যুত্তরোত্তরৈঃ ॥ ৪৬
শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ বিশেষাস্তেন তে স্মৃতাঃ ॥৪৭
নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্‌ভূতাস্ততস্তে সংহতিং বিনা।
নাশক্নুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ ॥ ৪৮
সমেত্যান্যোন্যসংযোগং পরস্পরসমাশ্রয়াঃ।
একসঙ্ঘাতলক্ষ্যাশ্চ সম্প্রাপ্যৈক্যমশেষতঃ ॥ ৪৯
পুরুষাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ প্রধানানুগ্রহেণ চ।
মহদাদ্যা বিশেষান্তা হ্যণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে ॥ ৫০
তৎক্রমেণ বিবৃদ্ধন্ত জলবুদ্‌বুদবৎ সমম্।
ভূতেভ্যোঽণ্ডং মহাবুদ্ধে বৃহৎ তদুদকেশয়ম্।
প্রাকৃতং ব্রহ্মরূপস্য বিষ্ণোঃ সংস্থানমুত্তমম্ ॥ ৫১
তত্রাব্যক্তস্বরূপোঽসৌ ব্যক্তরূপী জগৎপতিঃ।
বিষ্ণুর্ব্রহ্মস্বরূপেণ স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫২
মেরুরুল্বমভূৎ তস্য জরায়ুশ্চ মহীধরাঃ।
গর্ভোদকং সমুদ্রাশ্চ তস্যাসন্ সুমহাত্মনঃ ॥ ৫৩
সাদ্রিদ্বীপসমুদ্রাস্ত সজ্যোতির্লোকসংগ্রহঃ।
তস্মিন্নণ্ডেঽভবদ্বিপ্র সদেবাসুরমানুষঃ ॥ ৫৪
বারিবহ্ন্যনিলাকাশৈস্ততো ভূতাদিনা বহিঃ।
বৃতং দশগুণৈরণ্ডং ভূতাদির্মহতা তথা ॥ ৫৫
অব্যক্তেনাবৃতো ব্রহ্মংস্তৈঃ সর্ব্বৈঃ সহিতো মহান্
এভিরাবরণৈরণ্ডং সপ্তভিঃ প্রাকৃতৈর্বৃতম্।
নারিকেলফলস্যান্তর্বীজং বাহ্যদলৈরিব ॥ ৫৬
জুষন্ রজোগুণং তত্র স্বয়ং বিশ্বেশ্বরো হরিঃ।
ব্রহ্মা ভূত্বাস্য জগতো বিসৃষ্টৌ সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ৫৭
সৃষ্টঞ্চ পাত্যনুযুগং যাবৎ কল্পবিকল্পনা।
সত্ত্বভৃগ্‌ভগবান্ বিষ্ণুরপ্রমেয়পরাক্রমঃ ॥ ৫৮
তমোদ্রেকী চ কল্পান্তে রুদ্ররূপী জনার্দ্দনঃ।
মৈত্রেয়াখিলভূতানি ভক্ষয়ত্যতিভীষণঃ ॥ ৫৯

বৈকারিক দেবতা। হে দ্বিজ! শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় শব্দাদি গ্রহণের নিমিত্ত বুদ্ধিযুক্ত। মৈত্রেয়! পায়ু, উপস্থ, কর, পাদ ও বাক্ এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য যথাক্রমে বিসর্গ (মলমূত্রাদি ত্যাগ), শিল্প, গতি ও উক্তি। হে ব্রহ্মন্! আকাশ, বায়ু, তেজ, সলিল ও পৃথিবী উত্তরোত্তর শব্দাদি গুণযুক্ত। ইহারা শান্ত, ঘোর, মূঢ় হওয়ায় ইহাদিগকে বিশেষ কহা যায়। ইহারা নানাবীর্য্য ও পৃথগ্‌ভূত বলিয়া সংহতি বিনা সম্পূর্ণ মিলন না হওয়ায় প্রজা সৃষ্টি করিতে অক্ষম। অন্যান্যসংযোগ এবং পরস্পর সমাশ্রয় জন্য সম্পূর্ণ ঐক্যপ্রাপ্ত এবং এক-সঙ্ঘাতের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পুরুষের অধিষ্ঠান এবং প্রধানের অনুগ্রহ বশত ঐ মহদাদি বিশেষান্ত সকলে (অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব হইতে মহাভূত পর্য্যন্ত) মিলিত হইয়া অণ্ড (ব্রহ্মাণ্ড) উৎপাদন করে। ।৪১—৫০। হে মহাবুদ্ধে! ব্রহ্মরূপ বিষ্ণুর (হিরণ্যগর্ভরূপীর) উত্তম সংস্থানভূত, জলবুদ্‌বুদবৎ বর্ত্তুলাকার, উদকেশয় ঐ বৃহৎ প্রাকৃত অণ্ড, ভূতগণের সাহায্যে ক্রমে বিবৃদ্ধ হইল। অব্যক্তরূপ জগৎপতি বিষ্ণু ব্যক্তরূপী হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ ঐ অণ্ডে ব্যবস্থিত হইলেন। মেরু (সুমেরু) তাঁহার উল্ব (গর্ভবেষ্টন-চর্ম্ম), অন্যান্য মহীধর জরায়ু এবং সমুদ্র সকল মহাত্মার গর্ভোদক হইল। হে বিপ্র! ঐ অণ্ডে সপর্ব্বত দ্বীপ সকল, সমুদ্র সকল এবং সদেবাসুর মানুষ, সজ্যোতিঃ লোকসংগ্রহ সমুদয়ই উৎপন্ন হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা দশ দশ গুণ অধিক বারি, বহ্নি, অনিল, আকাশ ও ভূতাদি (তামস অহস্কার) দ্বারা ঐ অণ্ড উত্তরোত্তর বহির্ভাগে আবৃত হইল। ভূতাদি আবার মহত্তত্ত্ব দ্বারা আবৃত। ব্রহ্মন্! ঐ সমস্ত সহিত মহত্তত্ত্ব, অব্যক্ত দ্বারা আবৃত হইল। নারিকেল ফলের অন্তর্ব্বর্ত্তী বীজ যেমন বাহ্যদলসমূহে আবৃত থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ড ঐ সপ্ত প্রাকৃত আবরণে আবৃত; বিশ্বেশ্বর হরি তথায় রজোগুণাবলম্বনে স্বয়ং ব্রহ্মা হইয়া এই জগতের সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। অপ্রমেয়পরাক্রম ভগবান্ বিষ্ণু, সত্ত্বগুণাবলম্বন করিয়া কল্পবিকল্পনা (ব্রাহ্ম দিনাবসান) পর্য্যন্ত সৃষ্ট সকলকে যুগে যুগে পালন করেন।

স ভক্ষয়িত্বা ভূতানি জগত্যেকার্ণবীকৃতে।
নাগপর্য্যঙ্কশয়নে শেতে চ পরমেশ্বরঃ॥ ৬০
প্রবুদ্ধশ্চ পুনঃ সৃষ্টিং করোতি ব্রহ্মরূপধৃক্॥ ৬১
সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণাদ্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাম্।
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবান্ এক এব জনার্দ্দনঃ॥ ৬২
স্রষ্টা সৃজতি চাত্মানং বিষ্ণুঃ পাল্যশ্চ পাতি চ।
উপসংহ্রিয়তে চান্তে সংহর্ত্তা চ স্বয়ং প্রভুঃ॥ ৬৩
পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ান্তঃকরণং পুরুষাখ্যং হি যজ্জগৎ॥ ৬৪
স এব সর্ব্বভূতেশো বিশ্বরূপো যতোঽব্যয়ঃ।
সর্গাদিকং ততোঽস্যৈব ভূতস্থমুপকারকম্॥ ৬৫
স এব সৃজ্যঃ স চ সর্গকর্ত্তা
স এব পাত্যত্তি চ পাল্যতে চ।
ব্রহ্মাদ্যবস্থাভিরশেষমূর্ত্তি-
র্বিষ্ণুর্ব্বরিষ্ঠো বরদো বরেণ্যঃ॥ ৬৬

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

হে মৈত্রেয়! কল্পান্তে তমোদ্রেকী জনার্দ্দন, অতিভীষণ রুদ্ররূপী হইয়া অখিলভূতকে ভক্ষণ করেন। সমস্ত ভূতভক্ষণান্তে জগৎ একার্ণবীকৃত হইলে পরমেশ্বর নাগপর্য্যঙ্ক-শয়নে শয়ন করেন। প্রবুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মরূপধারী পুনশ্চ সৃষ্টি করেন। ঐ একমাত্র ভগবান্ জনার্দ্দনই সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণ জন্য ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। প্রভু বিষ্ণুই স্রষ্টা হইয়া আপনাকে সৃজন করেন, পালক ও পাল্য হইয়া আপনাকেই পালন করেন এবং শেষে সংহর্ত্তা ও উপসংহার্য্য হইয়া স্বয়ংই উপসংহৃত হন। যেহেতু, পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, সর্ব্বেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ ইত্যাদিরূপ জগৎ সমস্তই পুরুষাখ্য। যখন ঐ অব্যয় হরিই সর্ব্বভূতেশ এবং বিশ্বরূপ তখন ভূতস্থ সর্গাদি তাঁহারই উপকারক (তদ্বিভূতির বিস্তারহেতু)। তিনিই সৃজ্য, তিনিই সর্গকর্ত্তা, তিনিই পালন ও ভক্ষণ করিতেছেন। তিনিই প্রতিপালিত হইতেছেন এবং তিনিই ব্রহ্মাদি অবস্থায় অশেষ মূর্ত্তি! অতএব বিষ্ণুই বরিষ্ঠ, বরদ এবং বরেণ্য। ৫১—৬৬।

প্রথমাংশে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।

নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ।
কথং সর্গাদিকর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে॥ ১

পরাশর উবাচ।

শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা॥ ২
তন্নিবোধ যথা সর্গে ভগবান্ সম্প্রবর্ত্ততে॥ ৩
নারায়ণাখ্যো ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
উৎপন্নঃ প্রোচ্যতে বিদ্বন্ নিত্য এবোপচারতঃ॥ ৪
নিজেন তস্য মানেন হ্যায়ুর্ব্বর্ষশতং স্মৃতম্।
তৎপরাখ্যং তদর্দ্ধঞ্চ পরার্দ্ধমভিধীয়তে॥ ৫
কালস্বরূপং বিষ্ণোশ্চ যন্ময়োক্তং তবানঘ।

তৃতীয় অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন, নির্গুণ, অপ্রমেয়, শুদ্ধ ও অমলাত্মা ব্রহ্মের সর্গাদিকর্ত্তৃত্ব কিরূপে স্বীকার করা যায়? পরাশর কহিলেন, যেহেতু সমস্ত ভাব পদার্থের শক্তি সকল, অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর*। অতএব হে তপস্বিশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মেরও সেই সর্গাদিশক্তি, পাবকের উষ্ণতার ন্যায় স্বভাবসিদ্ধ। ভগবান্ সৃষ্টিকার্য্যে যেরূপে প্রবৃত্ত হন, তাহা শ্রবণ কর। হে বিদ্বন্! নারায়ণাখ্য নিত্য ভগবান্ লোকপিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন; এইরূপ যে বলা হয়, ইহা উপচার অর্থাৎ স্বেচ্ছায় আবির্ভাব সত্ত্বেও উৎপত্তির সাদৃশ্য হেতু উৎপন্ন বলিয়া কথিত হন। স্বকীয় পরিমাণের শত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ুঃ; তাহার নাম পর, তদর্দ্ধের নাম পরার্দ্ধ। হে অনঘ! তোমাকে বিষ্ণুর যে কাল স্বরূপের কথা বলিয়াছি, তদ্দ্বারা

---

* যে জ্ঞানে তর্ক সহে না অর্থাৎ তর্ক চলে না, তাহাকে অচিন্ত্যজ্ঞান কহে। অগ্ন্যাদি ভাব পদার্থের যে দাহকত্বাদি শক্তি আছে, এবিষয়ে কিছু তর্ক নাই।

তেন তস্য নিবোধ ত্বং পরিমাণোপপাদনম্।
অন্যেষাঞ্চৈব জন্তূনাং চরাণামচরাশ্চ যে।
ভূর্ভূভূবঃসাগরাদীনামশেষাণাঞ্চ সত্তম॥ ৬
কাষ্ঠা পঞ্চদশ খ্যাতা নিমেষা মুনিসত্তম।
কাষ্ঠাস্ত্রিংশৎ কলাস্তাস্ত ত্রিংশৎ মৌহূর্ত্তিকো বিধিঃ
তাবৎসংখ্যৈরহোরাত্রং মুহূর্ত্তৈর্মানুষং স্মৃতম্।
অহোরাত্রাণি তাবন্তি মাসঃ পক্ষদ্বয়াত্মকঃ॥ ৮
তৈঃ ষড়্ভিরয়নং বর্ষং দ্বেঽয়নে দক্ষিণোত্তরে।
অয়নং দক্ষিণং রাত্রির্দেবানামুত্তরং দিনম্॥ ৯
দিব্যৈর্বর্ষসহস্রৈস্ত কৃতত্রেতাদিসংজ্ঞিতম্।
চতুর্যুগং দ্বাদশভিস্তদ্বিভাগং নিবোধ মে॥ ১০
চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈকং কৃতাদিষু যথাক্রমম্।
দিব্যাব্দানাং সহস্রাণি যুগেষাহুঃ পুরাবিদঃ॥ ১১
তৎপ্রমাণৈঃ শতৈঃ সন্ধ্যা পূর্ব্বা তত্রাভিধীয়তে।
সন্ধ্যাংশকশ্চ তত্তুল্যো যুগস্যানন্তরো হি সঃ॥ ১২
সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশয়োরন্তর্যঃ কালো মুনিসত্তম।
যুগাখ্যঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ কৃতত্রেতাদিসংজ্ঞিতঃ॥১৩
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগম্।
প্রোচ্যতে তৎসহস্রঞ্চ ব্রহ্মণো দিবসং মুনে॥ ১৪
ব্রহ্মণো দিবসে ব্রহ্মন্ মনবশ্চ চতুর্দশ।
ভবন্তি পরিমাণঞ্চ তেষাং কালকৃতং শৃণু॥ ১৫
সপ্তর্ষয়ঃ সুরাঃ শক্রো মনুস্তৎসূনবো নৃপাঃ।
এককালে হি সৃজ্যন্তে সংহ্রিয়ন্তে চ পূর্ব্ববৎ॥১৬
চতুর্যুগানাং সংখ্যাতা সাধিকা হ্যেকসপ্ততিঃ।
মন্বন্তরং মনোঃ কালঃ সুরাদীনাঞ্চ সত্তম॥ ১৭
অষ্টৌ শতসহস্রাণি দিব্যয়া সংখ্যয়া গতিঃ।
দ্বাপঞ্চাশৎ তথান্যানি সহস্রাণ্যধিকানি চ॥ ১৮
ত্রিংশৎকোট্যস্ত সম্পূর্ণাঃ সংখ্যাতাঃ সংখ্যয়া দ্বিজ
সপ্তষষ্টিস্তথান্যানি নিযুতানি মহামুনে।
বিংশতিশ্চ সহস্রাণি কালোঽয়মধিকং বিনা।
মন্বন্তরস্য সংখ্যেয়ং মানুষৈর্ব্বৎসরৈর্দ্বিজ॥ ১৯
চতুর্দশগুণো হ্যেষ কালো ব্রাহ্মমহঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকো নাম তস্যান্তে প্রতিসঞ্চরঃ॥২০
তদা হি দহ্যতে সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং ভূর্ভুবাদিকম্।
জনং প্রয়ান্তি তাপার্ত্তা মহর্লোকনিবাসিনঃ॥ ২১
একার্ণবে তু ত্রৈলোক্যে ব্রহ্মা নারায়ণাত্মকঃ।

ব্রহ্মা, অন্যান্য জন্তু ও ভূ, ভূর্ভুবঃ, সাগরাদি সমস্ত চরাচরের পরিমাণের নিরূপণ শ্রবণ কর। হে মুনিসত্তম! পঞ্চদশ নিমেষকে কাষ্ঠা কহে, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা হয়, ত্রিংশৎ কলাতে এক ঘটিকা ও দুই ঘটিকায় এক মুহূর্ত্ত হয়। ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে মনুষ্য লোকের অহোরাত্র হয়, ত্রিংশৎ অহোরাত্রে পক্ষদ্বয়াত্মক মাস হয়। ছয় মাসে এক অয়ন এবং দক্ষিণ উত্তর এই দুই অয়নে এক বর্ষ। দক্ষিণায়ন দেবগণের রাত্রি ও উত্তরায়ণ দিবা। দেবপরিমাণের দ্বাদশ সহস্র বৎসরে সত্য ত্রেতাদি নামক চতুর্যুগ হইয়া থাকে। তাহাদের বিভাগ শ্রবণ কর। ১—১০। পুরাবিদ্গণ সত্যাদি চারি যুগের পরিমাণ যথাক্রমে চারি, তিন, দুই ও এক সহস্র বৎসর কহেন। প্রতিযুগের পূর্ব্ব সন্ধ্যার পরিমাণ যথাক্রমে চারি, তিন, দুই ও এক শত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও (যুগের অনন্তরবর্ত্তী সময়) তৎতুল্য। সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের অন্তর্ব্বর্ত্তী যে কাল, তাহাই কৃত (সত্য) ত্রেতাদি যুগ বলিয়া জানিবে। হে মুনে! কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চতুর্যুগের সহস্র পরিমাণ অর্থাৎ চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন কথিত হয়। ব্রহ্মার এক দিনে চতুর্দ্দশ মনু হন, তাঁহাদের কালকৃত পরিমাণ শ্রবণ কর। সপ্তর্ষি, সুরগণ, ইন্দ্র, মনু এবং তৎপুত্র নৃপ সকল এককালেই সৃষ্ট (অধিকার প্রাপ্ত) ও এককালেই সংহৃত (হৃতাধিকার) হন। হে ব্রহ্মন্! কিঞ্চিদধিক দুই শত পঞ্চাশীতি যুগ, মনু ও সুরাদিগণের কাল। ইহারই নাম মন্বন্তর। দিব্য সংখ্যায় মন্বন্তরের পরিমাণ অষ্টলক্ষ দ্বাপঞ্চাশৎ সহস্র বৎসর। মানুষ বৎসরের গণনায় উহার পরিমাণ ত্রিংশৎকোটী সপ্তষষ্টিলক্ষ বিংশতিসহস্র বৎসর। এই কালের চতুর্দ্দশ গুণ ব্রাহ্ম দিন নামে কথিত। তদন্তে ব্রাহ্ম নৈমিত্তিক (ব্রহ্ম-নিদ্রা নিমিত্ত) প্রতিসঞ্চর অর্থাৎ প্রলয় হইয়া থাকে। তৎকালে ভূর্ভুবাদি সর্ব্ব ত্রৈলোক্য দগ্ধ হইতে থাকে, মহর্লোক-নিবাসিগণ তাপার্ত্ত

ভোগিশয্যাগতঃ শেতে ত্রৈলোক্যগ্রাসবৃংহিতঃ ॥ ২২
জনস্থৈর্যোগিভির্দেবশ্চিন্ত্যমানোঽব্জসম্ভবঃ।
তৎপ্রমাণাং হি তাং রাত্রিং তদন্তে সৃজ্যতে পুনঃ
এবং তু ব্রহ্মণো বর্ষমেবং বর্ষশতঞ্চ তৎ।
শতং হি তস্য বর্ষাণাং পরমায়ুর্মহাত্মনঃ ॥ ২৪
একমস্য ব্যতীতন্তু পরার্দ্ধং ব্রহ্মণোঽনঘ।
তস্যান্তেঽভূন্মহাকল্পঃ পাদ্ম ইত্যভিধীয়তে।
দ্বিতীয়স্য পরার্দ্ধস্য বর্তমানস্য বৈ দ্বিজ।
বরাহ ইতি কল্পোঽয়ং প্রথমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৫

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।
ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যোঽসৌ কল্পাদৌ ভগবান্ যথা।
সসর্জ্জ সর্ব্বভূতানি তদাচক্ষ্ব মহামুনে ॥ ১

পরাশর উবাচ।
প্রজাঃ সসর্জ্জ ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণাত্মকঃ।
প্রজাপতিপতির্দ্দেবো যথা তন্মে নিশাময় ॥ ২
অতীতকল্পাবসানে নিশাসুপ্তোত্থিতঃ প্রভুঃ।
সত্ত্বোদ্রিক্তস্তথা ব্রহ্মা শূন্যং লোকমবৈক্ষত ॥ ৩
নারায়ণঃ পরোঽচিন্ত্যঃ পরেষামপি স প্রভুঃ।
ব্রহ্মস্বরূপী ভগবাননাদিঃ সর্ব্বসম্ভবঃ ॥ ৪
ইমং চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি।
ব্রহ্মস্বরূপিণং দেবং জগতঃ প্রভবাপ্যয়ম্ ॥ ৫
আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ৬
তোয়ান্তঃ স মহীং জ্ঞাত্বা জগত্যেকার্ণবে প্রভুঃ।
অনুমানাৎ তদুদ্ধারং কর্ত্তুকামঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৭
অকরোৎ স তনূমন্যাং কল্পাদিষু যথা পুরা।
মৎস্যকূর্ম্মাদিকাং তদ্বৎ বারাহং বপুরাস্থিতঃ ॥ ৮
বেদযজ্ঞময়ং রূপমশেষজগতঃ স্থিতৌ।
স্থিতঃ স্থিরাত্মা সর্ব্বাত্মা পরমাত্মা প্রজাপতিঃ ॥ ৯
জনলোকগতৈঃ সিদ্ধৈঃ সনকাদ্যৈরভিষ্টুতঃ।

হইয়া জনলোকে গমন করেন। তদনন্তর ত্রৈলোক্য একার্ণব হইলে নারায়ণাত্মক ব্রহ্মা ত্রৈলোক্য-গ্রাস-বৃংহিত (প্রপঞ্চগ্রাসে সমৃদ্ধ-ব্রহ্মানন্দ) এবং শেষ-শয্যাগত হইয়া তাহাতে শয়ন করেন। জনলোকস্থ যোগিবৃন্দ কর্তৃক চিন্ত্যমান অব্জসম্ভব (ব্রহ্মা) এইরূপে তৎ-প্রমাণা (ব্রহ্মাহঃপরিমিতা) রাত্রি যাপন করেন। তদন্তে পুনর্ব্বার সৃষ্টি হয়। এইরূপ অহোরাত্র পক্ষমাসাদি গণনায় ব্রহ্মার বর্ষ। এইরূপ শতবর্ষ সেই মহাত্মার পরমায়ু। হে অনঘ দ্বিজ! এই ব্রহ্মার এক পরার্দ্ধ অতীত এবং ঐ পরার্দ্ধের অন্তে পাদ্ম নামে অভিহিত মহাকল্প হইয়া গিয়াছে। বর্তমান দ্বিতীয় পরার্দ্ধের এই প্রথম কল্প বরাহ নামে পরিকীর্ত্তিত। ১১—২৫।

প্রথমাংশে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে মহামুনে! এই নারায়ণাখ্য ভগবান্ ব্রহ্মা, কল্পের আদিতে যেরূপে সর্ব্বভূতের সৃষ্টি করিলেন, তাহা বলুন। পরাশর কহিলেন, প্রজাপতিপতি দেব নারায়ণাত্মক ব্রহ্মা যে প্রকারে প্রজাসৃষ্টি করিলেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। অতীত কল্পের অবসানে নিশাসুপ্তোত্থিত এবং সত্ত্বোদ্রিক্ত প্রভু ব্রহ্মা, লোক শূন্য অবলোকন করিলেন। তিনিই নারায়ণ, পর, অচিন্ত্য, শ্রেষ্ঠ, সকলের প্রভু, ব্রহ্মস্বরূপী, ভগবান্, অনাদি এবং সর্ব্বসম্ভব। জগতের প্রভবাপ্যয় (উৎপত্তি ও লয়স্থান) দেব ব্রহ্মস্বরূপ নারায়ণের প্রতি পণ্ডিতেরা এই শ্লোক উদাহরণ দিয়া থাকেন। অপকে নার কহা যায়, যেহেতু অপ (জল) নর (পুরুষোত্তম) হইতে উৎপন্ন; সেই নার তাঁহার পূর্ব্ব অয়ন (আশ্রয়), এজন্য তিনি নারায়ণ নামে স্মৃত। জগৎ একার্ণব হইলে সেই প্রভু প্রজাপতি পৃথিবীকে অনুমানে তোয়ান্তর্ব্বর্ত্তিনী জানিয়া তদুদ্ধার কামনা করিলেন এবং অশেষ-জগতের স্থিতি কার্য্যে স্থিত, স্থিরাত্মা, সর্ব্বাত্মা, পরমাত্মা, আত্মাধার, ধরাধর, প্রজাপতি, পূর্ব্বকল্পাদিতে যেমন

প্রবিবেশ তদা তোয়মাত্মাধারো ধরাধরঃ ॥ ১০
নিরীক্ষ্য তং তদা দেবী পাতালতলমাগতম্।
তুষ্টাব প্রণতা ভূত্বা ভক্তিনম্রা বসুন্ধরা ॥ ১১

পৃথিব্যুবাচ।

নমস্তে সর্ব্বভূতায় তুভ্যং শঙ্খগদাধর।
মামুদ্ধরাস্মাদদ্য ত্বং ত্বত্তোঽহং পূর্ব্বমুত্থিতা ॥ ১২
ত্বত্তোঽহমুদ্ধৃতা পূর্ব্বং ত্বন্ময়াহং জনার্দ্দন।
তথান্যানি চ ভূতানি গগনাদীন্যশেষতঃ ॥ ১৩
নমস্তে পরমাত্মাত্মন্ পুরুষাত্মন্ নমোঽস্তু তে।
প্রধানব্যক্তভূতায় কালভূতায় তে নমঃ ॥ ১৪
ত্বং কর্ত্তা সর্ব্বভূতানাং ত্বং পাতা ত্বং বিনাশকৃৎ।
সর্গাদিষু প্রভো ব্রহ্ম-বিষ্ণুরুদ্রাত্মরূপধৃক্ ॥ ১৫
সংভক্ষয়িত্বা সকলং জগত্যেকার্ণবীকৃতে।
শেষে ত্বমেব গোবিন্দ চিন্ত্যমানো মনীষিভিঃ ॥ ১৬
ভবতো যৎ পরং তত্ত্বং তন্ন জানাতি কশ্চন।
অবতারেষু যদ্রূপং তদর্চ্চন্তি দিবৌকসঃ ॥ ১৭
ত্বামারাধ্য পরং ব্রহ্ম যাতা মুক্তিং মুমুক্ষবঃ।
বাসুদেবমনারাধ্য কো মোক্ষং সমবাপ্স্যতি ॥ ১৮
যৎ কিঞ্চিন্মনসা গ্রাহ্যং যদ্গ্রাহ্যং চক্ষুরাদিভিঃ।
বুদ্ধ্যা চ যৎ পরিচ্ছেদ্যং তদ্রূপমখিলং তব ॥ ১৯
ত্বন্ময়াহং ত্বদাধারা ত্বৎসৃষ্টা ত্বামুপাশ্রিতা।
মাধবীমিতি লোকোঽয়মভিধত্তে ততো হি মাম্ ॥২০
জয়াখিলজ্ঞানময় জয় স্থূলময়াব্যয়।
জয়ানন্ত জয়াব্যক্ত জয় ব্যক্তময় প্রভো ॥ ২১
পরাপরাত্মন্ বিশ্বাত্মন্ জয় যজ্ঞপতেঽনঘ।
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কারস্ত্বমোঙ্কারস্ত্বমগ্নয়ঃ ॥ ২২
ত্বং বেদাস্ত্বং তদঙ্গানি ত্বং যজ্ঞপুরুষো হরে।
সূর্য্যাদয়ো গ্রহাস্তারা নক্ষত্রাণ্যখিলং জগৎ ॥ ২৩
মূর্ত্তামূর্ত্তমদৃশ্যঞ্চ কঠিনং পুরুষোত্তম।
যচ্চোক্তং যচ্চ নৈবোক্তং ময়াত্র পরমেশ্বর।

মৎস্য-কূর্ম্মাদি রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বেদ-যজ্ঞময় বরাহ দেহ অবলম্বন পূর্ব্বক জন-লোকগত সনকাদি সিদ্ধ পুরুষ কর্ত্তৃক অভিষ্টুত (সম্যক্ স্তুত) হইয়া জল মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ১—১০। তখন বসুন্ধরা দেবী তাঁহাকে-পাতালতলে আগত দেখিয়া প্রণতা ও ভক্তিনম্রা হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। পৃথিবী কহিলেন, হে সর্ব্বভূত! তোমাকে নমস্কার, হে শঙ্খগদা-ধর! তোমাকে নমস্কার। আমি পূর্ব্বে তোমা হইতে উত্থিত অদ্য এই পাতালতল হইতে আমাকে উদ্ধার কর। হে জনার্দ্দন! তুমি আমাকে পূর্ব্বে উদ্ধার করিয়াছ, আমি এবং গগনাদি অন্যান্য সমস্ত বস্তুই ত্বন্ময়। হে পর-মাত্মন্! তোমাকে নমস্কার, হে পুরুষাত্মন্! তোমাকে নমস্কার; তুমি প্রধান ও ব্যক্তস্বরূপ এবং কালস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। প্রভো! সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাত্মক রূপধৃক্ তুমিই সর্ব্বভূতের কর্ত্তা, তুমিই পাতা এবং তুমিই বিনাশকারী। হে গোবিন্দ! জগৎ একার্ণবী-কৃত হইলে সকল সংভক্ষণপূর্ব্বক তুমিই মনীষি-গণ কর্ত্তৃক চিন্ত্যমান হইয়া শয়ন করিতে থাক। তোমার যে পরম তত্ত্ব, তাহা কেহই জানে না; অবতারে যেরূপ প্রকাশিত হয়, দেবতা সকলও তাহারই অর্চ্চনা করেন। পরব্রহ্ম তোমাকে আরাধনা করিয়া মুমুক্ষুগণ মুক্তিলাভ করেন; বাসুদেবের আরাধনা না করিয়া কে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়? যাহা কিছু মনের গ্রাহ্য, যাহা কিছু চক্ষুরাদির গ্রাহ্য এবং যাহা বুদ্ধির পরিচ্ছেদ্য (অর্থাৎ যে কিছু সম্বন্ধে বুদ্ধি খাটান যায়), তৎসমস্তই তোমার রূপ। আমি ত্বন্ময়, ত্বদাধার, ত্বৎসৃষ্ট ও ত্বদাশ্রিত; এজন্য লোকে আমাকে মাধবী * কহিয়া থাকে। হে অখিলজ্ঞানময়! তোমার জয় হউক, হে স্থূলময় অব্যয়! তোমার জয় হউক, জয় অনন্ত! জয় অব্যক্ত! জয় ব্যক্তময়! প্রভো পরমাত্মন্! বিশ্বাত্মন্! জয়-যুক্ত হও। হে অনঘ যজ্ঞপতে! তুমি যজ্ঞ, তুমি বষট্কার, তুমি ওঙ্কার, তুমি অগ্নিস্বরূপ; হে হরে! তুমি বেদ, তুমি তদঙ্গ, তুমিই যজ্ঞপুরুষ। সূর্য্যাদি গ্রহ, তারা, নক্ষত্রাদিময় অখিল জগৎ তুমি। হে পুরুষোত্তম! আমি এস্থলে মূর্ত্তা-মূর্ত্ত, অদৃশ্য ও কঠিন যাহা কিছু বলিলাম, কিংবা

---

* মাধবস্য ইয়ং—মাধবী। ইহা মাধবের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের, এই অর্থে—মাধবী।

তৎসর্ব্বং ত্বং নমস্তুভ্যং ভূয়ো ভূয়ো নমো নমঃ॥
পরাশর উবাচ।
এবং সংস্তূয়মানস্তু পৃথিব্যা পৃথিবীধরঃ।
সামস্বরধ্বনিঃ শ্রীমান জগর্জ্জ পরিঘর্ঘরম্॥ ২৫
ততঃ সমুৎক্ষিপ্য ধরাং স্বদংষ্ট্রয়া
মহাবরাহঃ স্ফুটপদ্মলোচনঃ।
রসাতলাদুৎপলপত্রসন্নিভঃ
সমুত্থিতো নীল ইবাচলো মহান্॥ ২৬
উত্তিষ্ঠতা তেন মুখানিলাহতং
তৎসংপ্লবাম্ভো জনলোকসংশ্রয়ান্।
প্রক্ষালয়ামাস হি তান্ মহাদ্যুতীন্
সনন্দনাদীনপকল্মষান্ মুনীন্॥ ২৭
প্রয়ান্তি তোয়ানি ক্ষুরাগ্রবিক্ষতে
রসাতলেঽধঃকৃতশব্দসন্ততি।
শ্বাসানিলাস্তাঃ পরতঃ প্রয়ান্তি
সিদ্ধা জনে যে নিয়তং বসন্তি॥ ২৮
উত্তিষ্ঠতস্তস্য জলার্দ্র কুক্ষে-
র্ম্মহাবরাহস্য মহীং বিধার্য্য।
বিধুন্বতো বেদময়ং শরীরং
রোমান্তরস্থা মুনয়ো জুষন্তি॥ ২৯

তং তুষ্টুবুস্তোষপরীতচেতসো
লোকে জনে যে নিবসন্তি যোগিনঃ।
সনন্দনাদ্যা নতিনম্রকন্ধরা
ধরাধরং ধীরতরোদ্ধতেক্ষণম্॥ ৩০
জয়েশ্বরাণাং পরমেশ কেশব
প্রভো গদাশঙ্খধরাসিচক্রধৃক্।
প্রসূতিনাশস্থিতিহেতুরীশ্বর-
স্ত্বমেব নান্যৎ পরমঞ্চ যৎ পরম্॥ ৩১
পাদেষু বেদাস্তব যূপদংষ্ট্র
দন্তেষু যজ্ঞাশ্চিতয়শ্চ বক্ত্রে।
হুতাশজিহ্বোঽসি তনূরুহাণি
দর্ভাঃ প্রভো যজ্ঞপুমাংস্ত্বমেব॥ ৩২
বিলোচনে রাত্র্যহনী মহাত্মন্
সর্ব্বাশ্রয়ং ব্রহ্মপদং শিরস্তে।
সূক্তান্যশেষাণি শটাকলাপো
ঘ্রাণং সমস্তানি হবীংষি দেব॥ ৩৩
স্রুক্তুণ্ড সামস্বরধীরনাদ
প্রাগ্বংশকায়াখিলসত্রসন্ধে।
পূর্ত্তেষ্টধর্ম্মশ্রবণোঽসি দেব
সনাতনাত্মন্ ভগবন্ প্রসীদ॥ ৩৪

না বলিলাম, তৎ সমস্তই তুমি, তোমাকে নমস্কার; হে পরমেশ্বর! ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার। ১১—২৪। পরাশর কহিলেন, পৃথিবী কর্ত্তৃক এইরূপে সংস্তূয়মান, সামস্বরধ্বনি শ্রীমান ধরণীধর পরিঘর্ঘর শব্দে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তদনন্তর উৎপলপত্রসন্নিভ (স্নিগ্ধ শ্যাম) প্রফুল্লপদ্মলোচন মহাবরাহ নিজ দন্ত দ্বারা ধরাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া রসাতল হইতে মহান্ নীলাচলের ন্যায় উত্থিত হইলেন। উঠিবার সময় সেই সংপ্লববারি তাঁহার মুখনিঃসৃত বায়ু দ্বারা আহত হইয়া জনলোকস্থিত সনন্দনাদি বিগতপাপ মুনি সকলকে প্রক্ষালিত করিল। জলরাশি অধোদিকে ক্ষুরাগ্রবিক্ষত রসাতল প্রবেশ করিল এবং জনলোকে যে সকল সিদ্ধ বাস করেন, তাঁহারা তাঁহার শ্বাসবায়ুর বেগে ক্ষিপ্ত হইয়া বিচলিত হইলেন। মহীকে ধারণ করিয়া উত্তিষ্ঠমান জলার্দ্রকুক্ষি ও কম্পিতকায় সেই মহাবরাহের রোমাচ্ছাদিত হইয়া মুনিগণ তাঁহার বেদময় শরীরকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। আনন্দপূর্ণান্তঃকরণ জনলোকনিবাসী সনন্দনাদি যোগিগণ নতিনম্রকন্ধরে সেই নির্ব্বিশঙ্ক উদারলোচন ধরাধরের স্তব করিতে লাগিলেন; হে ব্রহ্মাদি ঈশ্বরের পরমেশ! গদাশঙ্খ অসিচক্রধারিন্! প্রভো! কেশব! তোমার জয় হউক! তুমিই সৃষ্টি, নাশ এবং স্থিতির হেতু ঈশ্বর; পরমপদও তোমা ভিন্ন অন্য নহে। হে যূপদংষ্ট্র! প্রভো! তুমি যজ্ঞপুরুষ; তোমার পাদচতুষ্টয়ে বেদ, দন্তে যজ্ঞ, ও বক্ত্রে চিতি (অগ্নিস্থান); তোমার জিহ্বা হুতাশন এবং লোম সকল দর্ভ (কুশ)। মহাত্মন্! তোমার চক্ষুর্দ্বয় রাত্রিদিবা, মস্তক সর্ব্বাশ্রয় ব্রহ্মপদ, শটাকলাপ (স্কন্ধকেশররাজি) অশেষ সূক্ত (পুরুষ সূক্ত প্রভৃতি) এবং ঘ্রাণ সমস্ত হবিঃ। হে স্রুক্তুণ্ড! সামস্বর-ধীরনাদ! প্রাগ্বংশকায়! অখিলসত্রসন্ধে! তোমার শ্রবণযুগল

পদক্রমক্রান্তভুবং ভবন্তম্
আদিস্থিতিঞ্চাক্ষর বিশ্বমূর্ত্তে।
বিশ্বস্য বিদ্বঃ পরমেশ্বরোঽসি
প্রসীদ নাথোঽসি চরাচরস্য॥
দংষ্ট্রাগ্রবিন্যস্তমশেষমেতদ্-
ভূমণ্ডলং নাথ বিভাব্যতে তে
বিগাহতঃ পদ্মবনং বিলগ্নং
সরোজিনীপত্রমিবোঢ়পঙ্কম্॥ ৩৬
দ্যাবাপৃথিব্যোরতুলপ্রভাব
যদন্তরং তদ্ বপুষা তবৈব।
ব্যাপ্তং জগদ্ব্যাপ্তিসমর্থদীপ্তে
হিতায় বিশ্বস্য বিভো ভবন্তম্॥ ৩৭
পরমার্থস্ত্বমেবৈকো নান্যোঽস্তি জগতঃ পতে।
তবৈষ মহিমা যেন ব্যাপ্তমেতচ্চরাচরম্॥ ৩৮

যদেতদ্ দৃশ্যতে মূর্ত্তমেতজ্ জ্ঞানাত্মনস্তব।
ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্যন্তি জগদ্রূপমযোগিনঃ॥ ৩৯
জ্ঞানস্বরূপমখিলং জগদেতদবুদ্ধয়ঃ।
অর্থস্বরূপং পশ্যন্তো ভ্রাম্যন্তে মোহসংপ্লবে॥ ৪০
যে তু জ্ঞানবিদঃ শুদ্ধচেতসস্তেঽখিলং জগৎ।
জ্ঞানাত্মকং প্রপশ্যন্তি ত্বদ্রূপং পরমেশ্বর॥ ৪১
প্রসীদ সর্ব্ব সর্ব্বাত্মন্ ভবায় জগতামিমাম্।
উদ্ধরোর্ব্বীমমেয়াত্মন্ শং নো দেহ্যব্জলোচন॥ ৪২
সত্ত্বোদ্রিক্তোঽসি ভগবন্ গোবিন্দ পৃথিবীমিমাম্।
সমুদ্ধর ভবায়েশ শং নো দেহ্যব্জলোচন॥ ৪৩
সর্গপ্রবৃত্তির্ভবতো জগতামুপকারিণী।
ভবত্বেষা নমস্তেঽস্তু শং নো দেহ্যব্জলোচন॥ ৪৪
পরাশর উবাচ।
এবং সংস্তূয়মানোঽথ পরমাত্মা মহীধরঃ।
উজ্জহার ক্ষিতিং ক্ষিপ্রং ন্যস্তবাংশ্চ মহার্ণবে॥ ৪৫
তস্যোপরি সমুদ্রস্য মহতী নৌরিব স্থিতা।
বিততত্বাচ্চ দেহস্য ন মহী যাতি সংপ্লবম্॥ ৪৬

ইষ্টাপূর্ত্তধর্ম্ম; হে দেব সনাতনাত্মন ভগবন্! প্রসন্ন হও *। ২৫—৩৪। হে অক্ষর বিশ্বমূর্ত্তে! তোমার পদক্রমে পৃথিবী ব্যাপ্ত, আমরা তোমাকে বিশ্বের আদি ও স্থিতি বলিয়া জানি। হে নাথ! তোমার দন্তাগ্রস্থিত এই অশেষ ভূমণ্ডল, পদ্মবন-বিলোড়নকারী গজেন্দ্রের দন্ত-সংলগ্ন পঙ্কলিপ্ত সরোজিনী-পত্রের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। হে অতুলপ্রভাব! দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যস্থ অন্তরীক্ষ তোমারই শরীরে ব্যাপ্ত, হে জগদ্ব্যাপ্তিসমর্থদীপ্তি বিভো! তুমি বিশ্বের হিতের নিমিত্ত হও। হে জগৎপতে! তুমিই একমাত্র পরমার্থ, অন্য কেহ নাই। এই চরাচর যদ্দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহা তোমারই মহিমা। তুমি জ্ঞানাত্মা; এই যে মূর্ত্তরূপ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা তোমার জ্ঞানময় রূপ; কিন্তু অজ্ঞেরা জগৎকে ভূতময় দেখিতেছে। অবুদ্ধিগণ জ্ঞানস্বরূপ এই অখিল জগৎকে অর্থরূপে (স্থূলরূপে) অবলোকন করত মোহসংপ্লবে (সংসারসাগরে) ভ্রমণ করিতেছে। হে পরমেশ্বর! যাহারা জ্ঞানবিৎ শুদ্ধচেতা, তাঁহারা অখিল জগৎকে তোমার জ্ঞানাত্মক রূপ বলিয়া দেখেন। হে সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্ব! প্রসন্ন হও; হে অমেয়াত্মন্! অব্জলোচন! জগতের নিবাসের নিমিত্ত এই পৃথিবীর উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে সুখ দান কর। হে ভগবন্ গোবিন্দ! তুমি সত্ত্বোদ্রিক্ত হইয়াছ, উদ্ভবের নিমিত্ত এই পৃথিবীকে উদ্ধার কর; হে অব্জলোচন ঈশ্বর! আমাদিগকে কল্যাণ দাও। তোমার সৃষ্টিপ্রবৃত্তি জগতের উপকারিণী হউক। হে অব্জলোচন! তোমাকে নমস্কার, আমাদিগকে সুখী কর। ৩৫—৪৪। পরাশর কহিলেন, পরমাত্মা মহীধর এইরূপে সংস্তূয়মান হইয়া, ক্ষিতিকে শীঘ্র উত্থাপিত এবং

---

*। স্রুক্তুণ্ড—স্রুক্ (হোমের কুশী) যাহার তুণ্ড (ঠোঁট)। সামস্বর—সাম (সামবেদের স্বর) যাহার স্বর। প্রাগ্‌বংশকায়—প্রাগ্‌বংশ (যজ্ঞাগ্নি স্থানের অগ্রভাগ) যাহার কায়া (শরীরের মধ্যভাগ, অখিল সত্র সন্ধি সমস্ত সত্র (দ্বাদশাহাদি যজ্ঞ সকল) যাহার সন্ধি (শরীর-গ্রন্থি বা গাঁট)। ইষ্টাপূর্ত্তকর্ম্ম—ইষ্ট—বেদ-বিহিত কর্ম্ম, পূর্ত্ত—স্মৃতিবিহিত কর্ম্ম।

ততঃ ক্ষিতিং সমাং কৃত্বাপৃথিব্যাং সোঽচিনোদ্‌গিরীন্‌
যথাবিভাগং ভগবাননাদিঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৪৭
প্রাক্‌সর্গদগ্ধানখিলান্‌ পর্ব্বতান্‌ পৃথিবীতলে।
অমোঘেন প্রভাবেণ সসর্জ্জামোঘবাঞ্ছিতঃ ॥ ৪৮
ভূবিভাগং ততঃ কৃত্বা সপ্তদ্বীপং যথাতথম্‌।
ভুবাদ্যাংশ্চতুরো লোকান্‌ পূর্ব্ববৎ সমকল্পয়ৎ ॥৪৯
ব্রহ্মরূপধরো দেবস্ততোঽসৌ রজসা বৃতঃ।
চকার সৃষ্টিং ভগবাংশ্চতুর্ব্বক্ত্রধরো হরিঃ ॥ ৫০
নিমিত্তমাত্রমেবাসীৎ সৃজ্যানাং সর্গকর্ম্মণি।
প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ সৃজ্যশক্তয়ঃ ॥ ৫১
নিমিত্তমাত্রং মুক্ত্বৈকং নান্যৎ কিঞ্চিদবেক্ষতে।
নীয়তে তপতাং শ্রেষ্ঠ স্বশক্ত্যা বস্তু বস্তুতাম্‌ ॥ ৫২

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।

যথা সসর্জ্জ দেবোঽসৌ দেবর্ষিপিতৃদানবান্‌।
মনুষ্যতির্য্যগ্‌বৃক্ষাদীন্‌ ভূব্যোমসলিলৌকসঃ ॥ ১
যদ্‌গুণং যৎস্বরূপঞ্চ যৎস্বভাবং জগদ্‌ দ্বিজ।
সর্গাদৌ সৃষ্টবান্‌ ব্রহ্মা তান্‌ সমাচক্ষ তত্ত্বতঃ ॥ ২

পরাশর উবাচ।

মৈত্রেয় মথয়াম্যেষ শৃণুষ্ব সুসমাহিতঃ।
যথা সসর্জ্জ দেবোঽসৌ দেবাদীনখিলান্‌ প্রভুঃ ॥৩
সৃষ্টিং চিন্তয়তস্তস্য কল্পাদিষু যথা পুরা।
অবুদ্ধিপূর্ব্বকঃ সর্গঃ প্রাদুর্ভূতস্তমোময়ঃ ॥ ৪
তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রো হ্যন্ধসংজ্ঞিতঃ।
অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ ॥ ৫
পঞ্চধাবস্থিতঃ সর্গো ধ্যায়তোঽপ্রতিবোধবান্‌।
বহিরন্তোঽপ্রকাশশ্চ সংবৃতাত্মা নগাত্মকঃ ॥ ৬

মহার্ণবে ন্যস্ত করিলেন। দেহের বিস্তৃতির জন্য পৃথিবী নিমগ্না না হইয়া সেই সমুদ্রের উপর মহতী নৌকার ন্যায় ভাসিতে লাগিল। তদনন্তর অনাদি পরমেশ্বর পৃথিবীকে সমান করিয়া, যথাবিভাগে পর্ব্বত সকল স্থাপিত করিলেন। সেই অমোঘবাঞ্ছিত, অমোঘ প্রভাবে, পূর্ব্ব সৃষ্টিতে দগ্ধ অখিল পর্ব্বতকে পৃথিবীতলে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অনন্তর সপ্তদ্বীপে যথাতথ ভূ বিভাগ করিয়া পূর্ব্ববৎ ভুবাদি চতুর্লোক কল্পনা করিলেন। এই ব্রহ্মরূপধারী দেব রজোগুণাবৃত ভগবান চতুর্ম্মুখ হরি, তৎপরে সৃষ্টি করিলেন। তিনি সৃজ্য সকলের সৃষ্টিকর্ম্মে নিমিত্ত মাত্র হইলেন, যেহেতু সৃজ্য বস্তুর শক্তিই সৃজন বিষয়ে প্রধান কারণীভূত। হে তপস্বিশ্রেষ্ঠ! সৃজন কার্য্যে নিমিত্ত মাত্র ভিন্ন অন্য কিছুরই অপেক্ষা দেখা যায় না। বস্তু সকল স্ব শক্তি দ্বারাই বস্তুতা প্রাপ্ত হয় ৪৫—৫২।

প্রথমাংশে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে দ্বিজ! দেব ব্রহ্মা যেরূপে দেবর্ষি, পিতৃ, দানব, মনুষ্য, তির্য্যক্‌, ও বৃক্ষাদি ভূ-ব্যোম-সলিলবাসীদিগকে সৃষ্টি করিলেন এবং সর্গের আদিতে জগৎকে যদ্‌গুণ, যৎস্বরূপ ও যৎস্বভাব করিয়া সৃজন করিয়াছেন,তাহা আমাকে তত্ত্বতঃ বলুন। পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! এই দেব প্রভু যে প্রকারে দেবাদি সকলের সৃষ্টি করিলেন, তাহা বলিতেছি, সুসমাহিত হইয়া শ্রবণ কর। পুরাকালে কল্পাদিতে যেরূপ সৃষ্টি ছিল, তিনি তাহা চিন্তা করিতে করিতে অবুদ্ধিপূর্ব্বক তমোময় সর্গ প্রাদুর্ভূত হইল। অর্থাৎ তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র, এই পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যা প্রাদুর্ভূত হইল *। তিনি সৃষ্টি বিষয়ে ধ্যান করায়

---

* তমঃ—দেহাদিতে আত্মাভিমান। মোহ—পুত্রাদিতে স্বাম্যভিমান। মহামোহ—শব্দাদি-ভোগস্পৃহা। তামিস্র—তৎপ্রতিঘাতে ক্রোধ। অন্ধতামিস্র—বিনাশশঙ্কায় নিত্য তদ্‌রক্ষণে অভিনিবেশ।

মুখ্যা নগা যতশ্চোক্তা মুখ্যসর্গস্ততস্ত্বয়ম্।
তং দৃষ্ট্বাসাধকং সর্গমমন্যদপরং পুনঃ॥ ৭
তস্যাভিধ্যায়তঃ সর্গং তির্য্যক্স্রোতাভ্যবর্ত্তত।
যস্মাৎতির্য্যক্প্রবৃত্তঃ স তির্য্যক্স্রোতাস্ততঃস্মৃতঃ॥
পশ্বাদয়স্তে বিখ্যাতাস্তমঃপ্রায়া হ্যবেদিনঃ।
উৎপথগ্রাহিণশ্চৈব তেঽজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ॥ ৯
অহঙ্কৃতা অহম্মানা অষ্টাবিংশদ্বধাত্মকাঃ।
অন্তপ্রকাশাস্তে সর্ব্বে আবৃতাশ্চ পরস্পরম্॥ ১০
তমপ্যসাধকং মত্বা ধ্যায়তোঽন্যস্ততোঽভবৎ।
ঊর্দ্ধস্রোতাস্তৃতীয়স্তু সাত্ত্বিকোর্দ্ধমবর্ত্তত॥ ১১
তে সুখপ্রীতিবহুলা বহিরন্তস্ত্বনাবৃতাঃ।
প্রকাশা বহিরন্তশ্চ ঊর্দ্ধস্রোতোভবাঃ স্মৃতাঃ॥ ১২
তুষ্টাত্মনস্তৃতীয়স্তু দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ।
তস্মিন্ সর্গেঽভবৎ প্রীতির্নিষ্পন্নে ব্রহ্মণস্তদা॥ ১৩
ততোঽন্যং স তদা দধ্যৌ সাধকং সর্গমুত্তমম্।
অসাধকাংস্তু তান্ জ্ঞাত্বা মুখ্যসর্গাদিসম্ভবান্॥ ১৪
তথাভিধ্যায়তস্তস্য সত্যাভিধ্যায়িনস্ততঃ।
প্রাদুর্ব্বভূব চাব্যক্তাদর্ব্বাক্স্রোতস্তু সাধকম্॥ ১৫
যস্মাদর্ব্বাক্ প্রবর্ত্তন্তে ততোঽর্ব্বাক্স্রোতসস্তু তে।
তে চ প্রকাশবহুলাস্তমোদ্রিক্তা রজোঽধিকাঃ॥ ১৬
তস্মাৎ তে দুঃখবহুলা ভূয়োভূয়শ্চ কারিণঃ।
প্রকাশা বহিরন্তশ্চ মনুষ্যাঃ সাধকাশ্চ তে॥ ১৭
ইত্যেতে কথিতাঃ সর্গাঃ ষড়ত্র মুনিসত্তম।
প্রথমো মহতঃ সর্গো বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মণস্তু সঃ॥ ১৮
তন্মাত্রাণাং দ্বিতীয়শ্চ ভূতসর্গস্তু স স্মৃতঃ।
বৈকারিকস্তৃতীয়স্তু সর্গ ঐন্দ্রিয়কঃ স্মৃতঃ॥ ১৯
ইত্যেষ প্রাকৃতঃ সর্গঃ সম্ভূতো বুদ্ধিপূর্ব্বকঃ।
মুখ্যসর্গশ্চতুর্থস্তু মুখ্যা বৈ স্থাবরাঃ স্মৃতাঃ॥ ২০
তির্য্যক্স্রোতাস্তু যঃ প্রোক্তস্তৈর্য্যগ্যোন্যঃ সউচ্যতে
ঊর্দ্ধস্রোতাস্ততঃ ষষ্ঠো দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ॥ ২১
ততোঽর্ব্বাক্স্রোতসঃ সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মানুষঃ।
অষ্টমোঽনুগ্রহঃ সর্গঃ সাত্ত্বিকস্তামসশ্চ সঃ॥ ২২
পঞ্চৈতে বৈকৃতাঃ সর্গাঃ প্রাকৃতাস্তু ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।

অপ্রতিবোধবান্, বহিরন্তঃপ্রকাশক ও সংবৃতাত্মা (মূঢ়স্বভাব) নগাত্মক সৃষ্টি পঞ্চধা অবস্থিত হইল। নগ (স্থাবর) সকল মুখ্য (ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি), এজন্য ইহার নাম মুখ্য সর্গ। তাহাকে অসাধক দেখিয়া পুনঃ অন্য সর্গধ্যান করিলেন; তাহাতে তির্য্যক্স্রোতা উৎপন্ন হইল। এই সর্গ তির্য্যক্প্রবৃত্ত (আহারসঞ্চারে জীবিত) বলিয়া তির্য্যক্স্রোতা নামে খ্যাত। তাহারা সকলেই তমঃপ্রায়, অবেদী (অনুসন্ধানশূন্য), উৎপথগ্রাহী, অজ্ঞানে জ্ঞানমানী, অহঙ্কৃত, অহম্মান, অষ্টাবিংশবধাত্মক, অন্তঃপ্রকাশ এবং পরস্পর আবৃত পশ্বাদি। ১—১০। তাহাদিগকেও অসাধক বিবেচনা করিয়া অন্য সৃষ্টি ধ্যান করিলে ঊর্দ্ধবাসী ঊর্দ্ধস্রোতা সাত্ত্বিক তৃতীয় সর্গ হইল। তাহারা সুখপ্রীতিবহুল, বহিরন্তঃ অনাবৃত (অতএব) বহিরন্তঃ প্রকাশ। এই সর্গ তুষ্টাত্মা ব্রহ্মার তৃতীয় দেব-সর্গ নামে স্মৃত; তাহা নিষ্পন্ন হইলে ব্রহ্মার প্রীতি জন্মিয়াছিল। তদনন্তর তিনি মুখ্য সর্গাদিসম্ভব সকলকে অসাধক জানিয়া অপর উত্তম সাধক সর্গ ধ্যান করিলেন। সত্যাভিধ্যায়ী তিনি এইরূপ ধ্যান করিলে অব্যক্ত (মায়া) হইতে অর্ব্বাক্স্রোতা সাধক (মনুষ্য) প্রাদুর্ভূত হইল। অর্ব্বাক্ (অধঃপ্রবিষ্ট আহারে জীবিত) বলিয়া অর্ব্বাক্স্রোত বলা যায়। তাহারা প্রকাশবহুল, তমোদ্রিক্ত ও রজোধিক; এই হেতু মনুষ্যেরা দুঃখবহুল, ভূয়োভূয়ঃ কর্ম্মকারী, বহিরন্তঃপ্রকাশ ও সাধক। হে মুনিসত্তম! এই ষড়্বিধ সৃষ্টি কথিত হইল। মহত্তত্ত্ব ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি বলিয়া বিজ্ঞেয়। তন্মাত্রা সকলের সৃষ্টি দ্বিতীয়, তাহা ভূতসর্গ নামে স্মৃত। বৈকারিক তৃতীয় সর্গ, ঐন্দ্রিয়িক শব্দে কথিত। এই ত্রিবিধ সর্গ অবুদ্ধিপূর্ব্বক (অবিদ্যাখ্য প্রকৃতিসম্ভূত)। মুখ্য স্থাবর সর্গ চতুর্থ। তির্য্যক্স্রোতা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা তৈর্য্যক্যোনি নামে কথিত পঞ্চম সর্গ। তৎপরে ঊর্দ্ধস্রোতা ষষ্ঠ; তাহা দেব সর্গ বলিয়া খ্যাত। তদনন্তর অর্ব্বাক্স্রোতা মানুষ সর্গ সপ্তম। অষ্টম সর্গের নাম অনুগ্রহ, ইহা সাত্ত্বিক ও তামস। এই পঞ্চ সর্গ বৈকৃত এবং পূর্ব্বোক্ত সর্গত্রয় প্রাকৃত;

প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চৈব কৌমারো নবমঃ স্মৃতঃ ॥২৩
ইত্যেতে বৈ সমাখ্যাতা নব সর্গাঃ প্রজাপতেঃ।
প্রাকৃতা বৈকৃতাশ্চৈব জগতো মূলহেতবঃ।
সৃজতো জগদীশস্য কিমন্যং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ২৪
মৈত্রেয় উবাচ।
সংক্ষেপাৎ কথিতঃ সর্গো দেবাদীনাং মুনে ত্বয়া।
বিস্তরাৎ শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো মুনিবরোত্তম ॥ ২৫
পরাশর উবাচ।
কর্ম্মভির্ভাবিতাঃ পূর্ব্বৈঃ কুশলাকুশলৈস্তু তাঃ।
খ্যাত্যা তয়া হ্যনির্মুক্তাঃ সংহারে হ্যপসংহৃতাঃ ॥২৬
স্থাবরান্তাঃ সুরাদ্যাস্তু প্রজা ব্রহ্মংশ্চতুর্ব্বিধাঃ।
ব্রহ্মণঃ কুর্ব্বতঃ সৃষ্টিং জজ্ঞিরে মানসাস্তু তাঃ ॥২৭
ততো দেবাসুরপিতৄন্ মানুষাংশ্চ চতুষ্টয়ম্।
সিসৃক্ষুরম্ভাংস্যেতানি স্বমাত্মানমযূযুজৎ ॥ ২৮
যুক্তাত্মনস্তমোমাত্রা উদ্রিক্তাভূৎ প্রজাপতেঃ।
সিসৃক্ষোর্জ্জঘনাৎ পূর্ব্বমসুরা জজ্ঞিরে ততঃ ॥২৯
উৎসসর্জ্জ ততস্তাস্তু তমোমাত্রাত্মিকাং তনুম্।
সা তু ত্যক্তা ততস্তেন মৈত্রেয়াভূদ্বিভাবরী ॥ ৩০
সিসৃক্ষুরন্যদেহস্থঃ প্রীতিমাপ ততঃ সুরাঃ।
সত্ত্বোদ্রিক্তাঃ সমুদ্ভূতা মুখতো ব্রহ্মণো দ্বিজ ॥ ৩১
ত্যক্তা সা তু তনুস্তেন সত্ত্বপ্রায়মভূদ্ দিনম্।
ততো হি বলিনো রাত্রাবসুরা দেবতা দিবা ॥ ৩২
সত্ত্বমাত্রাত্মিকামেব ততোহন্যাং জগৃহে তনুম্।
পিতৃবন্মন্যমানস্য পিতরস্তস্য জজ্ঞিরে ॥ ৩৩
উৎসসর্জ্জ পিতৄন্ সৃষ্ট্বা ততস্তামপি স প্রভুঃ।
সা চোৎসৃষ্টাভবৎ সন্ধ্যা দিননক্তান্তরস্থিতিঃ ॥ ৩৪
রজোমাত্রাত্মিকামন্যাং জগৃহে স তনুং ততঃ।
রজোমাত্রোৎকটা জাতা মনুষ্যা দ্বিজসত্তম ॥ ৩৫
তামপ্যাশু স তত্যাজ তনুং সদ্যঃ প্রজাপতিঃ।
জ্যোৎস্না সমভবৎ সাপি প্রাক্‌সন্ধ্যা যাভিধীয়তে॥
জ্যোৎস্নায়ামেব বলিনো মনুষ্যাঃ পিতরস্তথা।
মৈত্রেয় সন্ধ্যাসময়ে তস্মাদেতে ভবন্তি বৈ ॥ ৩৭

প্রাকৃত ও বৈকৃত যোগে সর্গ অষ্টবিধ। তোমার সনৎকুমারাদি সর্গ নবম। এই সকল সর্গ, জগতের মূল হেতু। প্রজাপতির এই নব সর্গ সমাখ্যাত হইল, জগদীশ্বরের সৃজনের বিষয় অন্য কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ১১—২৪। মৈত্রেয় কহিলেন, হে মুনিবরোত্তম! আপনি সংক্ষেপে দেবাদির সৃষ্টি কহিলেন, কিন্তু আপনার নিকট বিস্তার রূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। পরাশর কহিলেন, প্রজা, সকল কুশলাকুশল প্রাক্তন কর্ম্মে অভিভাবিত, এজন্য তাহারা সংহার কালে উপসংহৃত হইলেও সেই খ্যাতি (তত্তৎ কর্ম্মানুসারিণী বুদ্ধি) তাহাদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করে না। হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মার সৃষ্টিকালে সুরাদি ও স্থাবরান্ত চতুর্ব্বিধ প্রজা পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধি (সংস্কার) সহ উৎপন্ন হইল। ইহারা সকলেই মানস; কারণ ব্রহ্মার ধ্যানমাত্রে ইহাদের উৎপত্তি হয়। অনন্তর তিনি দেব, অসুর, পিতৃ ও মানুষ অন্তঃ সংজ্ঞক এই প্রজাচতুষ্টয়ের সিসৃক্ষু হইয়া সৃষ্টিকার্য্যে স্বকীয় শরীর যোজনা করিলেন। প্রজাপতি এইরূপে যুক্তাত্মা হইলে (সৃষ্ট সকলের অদৃষ্ট বশতঃ) তমোমাত্রা উদ্রিক্ত হইল এবং সিসৃক্ষুর জঘন হইতে প্রথমে অসুরগণ জন্মিল। হে মৈত্রেয়! তদনন্তর তিনি সেই তমোমাত্রাত্মিকা তনু (তমোময় ভাব) ত্যাগ করিলেন, সেই তমোমাত্র পরিত্যক্ত হইয়া বিভাবরী হইয়া গেল। হে দ্বিজ! তখন সিসৃক্ষু ব্রহ্মা অন্য দেহস্থ (সাত্ত্বিক ভাবে স্থিত) হইয়া প্রীত হইলেন। তাহাতে তাঁহার মুখ হইতে সত্ত্বোদ্রিক্ত সুরগণ সমুদ্ভূত হইল। তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সেই তনু সত্ত্বপ্রায় দিন হইয়া গেল। এইজন্য অসুরেরা রাত্রিতে ও দেবতাগণ দিবায় বলবান্। অনন্তর সত্ত্বমাত্রাত্মিকা অন্য তনু গ্রহণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার পার্শ্ব হইতে পিতৃগণ জন্মিলেন। প্রভু, পিতৃগণের সৃষ্টি করিয়া সেই তনু ত্যাগ করিলে, উহা পরিত্যক্ত হইয়া দিবারাত্রির অন্তর্বর্ত্তিনী সন্ধ্যা হইয়া গেল। হে দ্বিজসত্তম! তখন তিনি রজোমাত্রাত্মিকা অন্য তনু গ্রহণ করিলেন, তাহাতে রজোমাত্রোৎকট মনুষ্যেরা জন্মিল। প্রজাপতি সেই দেহকে সদ্য ত্যাগ করিলেন। তাহা জ্যোৎস্না হইয়া গেল, যাহাকে প্রাক্‌সন্ধ্যা (প্রাতঃকাল) বলা হয়। হে মৈত্রেয়!

জ্যোৎস্না রাত্র্যহনী সন্ধ্যা চত্বার্য্যেতানি বৈ প্রভোঃ।
ব্রহ্মণস্তু শরীরাণি ত্রিগুণোপাশ্রয়াণি তু॥ ৩৮
রজোমাত্রাত্মিকামেব ততোহন্যাং জগৃহে তনুম্।
ততঃ ক্ষুদ্‌ব্রহ্মণো জাতা জজ্ঞে কোপস্তয়া ততঃ॥
ক্ষুৎক্ষামানন্ধকারেহথ সোহসৃজদ্ ভগবাংস্ততঃ।
বিরূপাঃ শ্মশ্রুলা জাতাস্তেহভ্যধাবংস্ততঃ প্রভুম্॥
মৈবং ভো রক্ষ্যতামেষ যৈরুক্তং রাক্ষসাস্তু তে।
উচুঃ খাদাম ইত্যন্যে যে তে যক্ষাস্তু যক্ষণাৎ॥ ৪১
অপ্রিয়ানথ তান্ দৃষ্ট্বা কেশাঃ শীর্য্যন্ত বেধসঃ।
হীনাশ্চ শিরসো ভূয়ঃ সমারোহন্ত তচ্ছিরঃ॥ ৪২
সর্পণাৎ তেহভবন সর্পা হীনত্বাদহয়ঃ স্মৃতাঃ।
ততঃ ক্রুদ্ধো জগৎস্রষ্টা ক্রোধাত্মনো বিনির্ম্মমে ৪৩
বর্ণেন কপিশেনোগ্রো ভূতাস্তে পিশিতাশনাঃ।
ধয়ন্তো গাং সমুৎপন্না গন্ধর্ব্বাস্তস্য তৎক্ষণাৎ॥ ৪৪
পিবন্তো জজ্ঞিরে বাচং গন্ধর্ব্বাস্তেন তে দ্বিজ।
এতানি সৃষ্ট্বা ভগবান্ ব্রহ্মা তচ্ছক্তিনোদিতঃ॥৪৫
ততঃ স্বচ্ছন্দতোহন্যানি বয়াংসি বয়সোহসৃজৎ।
অবয়ো বক্ষসশ্চক্রে মুখতোহজাঃ স সৃষ্টবান্॥৪৬
সৃষ্টবানুদরাদ্ গাশ্চ পার্শ্বাভ্যাঞ্চ প্রজাপতিঃ।
পদ্‌ভ্যামশ্বান সমাতঙ্গান্ শরভান্ গবয়ান্ মৃগান্॥
উষ্ট্রানশ্বতরাংশ্চৈব ন্যঙ্কূনন্যাংশ্চ জাতয়ঃ।
ওষধ্যঃ ফলমূলিন্যো রোমভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে॥ ৪৮
ত্রেতাযুগমুখে ব্রহ্মা কল্পস্যাদৌ দ্বিজোত্তম।
সৃষ্ট্বা পশ্বোষধীঃ সম্যগ্‌যুযোজ স তদাধ্বরে॥ ৪৯
গৌরজঃ পুরুষা মেষা অশ্বা অশ্বতরাঃ খরাঃ।
এতান্ গ্রাম্যান্ পশূন্ প্রাহুরারণ্যাংশ্চ নিবোধ মে
শ্বাপদো দ্বিখুরো হস্তী বানরঃ পক্ষিপঞ্চমঃ।
ঔদকাঃ পশবঃ ষষ্ঠাঃ সপ্তমাস্তু সরীসৃপাঃ॥ ৫১
গায়ত্রঞ্চ ঋচশ্চৈব ত্রিবৃৎস্তোমং রথন্তরম্।
অগ্নিষ্টোমঞ্চ যজ্ঞানাং নির্ম্মমে প্রথমান্মুখাৎ॥ ৫২
যজূংষি ত্রৈষ্টুভং ছন্দস্তোমং পঞ্চদশং তথা।
বৃহৎ সাম তথোক্থঞ্চ দক্ষিণাদসৃজন্মুখাৎ॥ ৫৩

এইজন্যই মনুষ্য সকল প্রাতঃকালে ও পিতৃগণ সন্ধ্যার সময় বলশালী হন। ত্রিগুণোপাশ্রয় জ্যোৎস্না, রাত্রি, অহঃ ও সন্ধ্যা এই চারিটী প্রভু ব্রহ্মার শরীর। ২৫—৩৮। তাহার পর রজোমাত্রাত্মিকা অন্য তনু গ্রহণ করিলে ব্রহ্মার ক্ষুধা ও কোপ জন্মিল; সেই ভগবান্ ক্ষুধাব্যাপ্ত হইয়া অন্ধকারে ক্ষুৎক্ষামদিগের সৃষ্টি করিলেন। তাহারা বিরূপ, শ্মশ্রুল ও প্রভুকে ভক্ষণ করিতে ধাবমান হইল। তন্মধ্যে যাহারা কহিল; ওহে এরূপ করিও না, ইহাকে রক্ষা কর, তাহারা রাক্ষস এবং যাহারা বলিল, খাইতেছি, তাহারা যক্ষণ (ভক্ষণাধ্যবসায়) জন্য যক্ষ নামে খ্যাত। সেই অপ্রিয় সকলকে দেখিয়া বেধার কেশ সকল শিরোহীন হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার মস্তকে আরোহণ করিল। সর্পণ (শিরঃসমারোহণ) জন্য তাহারা সর্প হইল এবং হীনত্ব হেতু উহাদের নাম অহি; তখন জগৎস্রষ্টা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে ক্রোধাত্মক করিলেন। উহারা কপিশবর্ণ, উগ্র ও মাংসাশী। তৎপরে তাঁহার শরীর হইতে তৎক্ষণাৎ গন্ধর্ব্বের উৎপত্তি হইল; হে দ্বিজ! ইহারা গো (বাক্য বা গীতি) ধয়ন (উচ্চারণ বা গান) করিতে করিতে জন্মিল বলিয়া গন্ধর্ব্ব নামে অভিহিত। ভগবান ব্রহ্মা তৎশক্তি প্রেরিত হইয়া এই সকলের সৃজনপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দতঃ (তত্তৎকর্ম্মবশোৎপন্না বুদ্ধি দ্বারা) বয়ঃ হইতে বয়ঃ (পক্ষিজাতি), বক্ষঃ হইতে অবয় (মেষজাতি) ও মুখ হইতে অজের সৃষ্টি করিলেন। প্রজাপতি উদর ও পার্শ্বদ্বয় হইতে গোজাতি এবং পদদ্বয় হইতে অশ্ব, মাতঙ্গ, শরভ, গবয়, মৃগ, উষ্ট্র, অশ্বতর, ন্যঙ্কু ও অন্যান্য তির্য্যক্ জাতির সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার লোম হইতে ফলমূলশালী ওষধি জন্মিল। হে দ্বিজোত্তম! তিনি কল্পাদিতে পশ্বোষধীর সৃজন করিয়া পরে ত্রেতাযুগ মুখে (আরম্ভকালে) উহাদিগকে যজ্ঞে যোজনা করিলেন। গো, অজ, মেষ, অশ্ব, অশ্বতর ও খর এই সকলকে গ্রাম্যপশু কহা যায়। আরণ্যগণের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর; শ্বাপদ (ব্যাঘ্রাদি), দ্বিক্ষুর, হস্তী, বানর, পক্ষী, ঔদক (কূর্ম্মাদি) ও সরীসৃপ। ৩৯—৫১। প্রথম মুখ হইতে গায়ত্রী, ঋক্, ত্রিবৃৎস্তোম, রথন্তর ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ নির্ম্মাণ করিলেন। দক্ষিণ মুখ হইতে যজুঃ, পঞ্চদশ ত্রৈষ্টুভচ্ছন্দ-

সামানি জগতীছন্দঃস্তোমং সপ্তদশং তথা।
বৈরূপমতিরাত্রঞ্চ পশ্চিমাদসৃজন্মুখাৎ॥ ৫৩
একবিংশমথর্ব্বাণমাপ্তোর্যামাণমেব চ।
অনুষ্টুভং স বৈরাজম্ উত্তরাদসৃজন্মুখাৎ॥ ৫৫
উচ্চাবচানি ভূতানি গাত্রেভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে।
দেবাসুরপিতৃন্ সৃষ্ট্বা মনুষ্যাংশ্চ প্রজাপতিঃ॥ ৫৬
ততঃ পুনঃ সসর্জ্জাদৌ স কল্পস্য পিতামহঃ।
যক্ষান্ পিশাচান্ গন্ধর্ব্বাংস্তথৈবাপ্সরসাংগণান্॥৫৭
নরকিন্নররক্ষাংসি বয়ঃপশুমৃগোরগান্।
অব্যয়ঞ্চ ব্যয়ঞ্চৈব যদিদং স্থাণুজঙ্গমম্॥ ৫৮
তৎ সসর্জ্জ তদা ব্রহ্মা ভগবানাদিকৃদ্ বিভুঃ।
তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্‌সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে
তান্যেব তে প্রপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃপুনঃ।
হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।
তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাৎ তৎ তস্য রোচতে॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু ভূতেষু শরীরেষু চ স প্রভুঃ।
নানাত্বং বিনিয়োগঞ্চ ধাতৈব ব্যসৃজৎ স্বয়ম্॥৬১
নাম রূপঞ্চ ভূতানাং কৃত্যানাঞ্চ প্রপঞ্চনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাঞ্চকার সঃ॥ ৬২
ঋষীণাং নামধেয়ানি যথা বেদশ্রুতানি বৈ।
যথানিয়োগযোগ্যানি সর্ব্বেষামপি সোঽকরোৎ॥৬৩
যথর্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু॥ ৬৪
করোত্যেবংবিধাং সৃষ্টিং কল্পাদৌ স পুনঃপুনঃ।
সিসৃক্ষাশক্তিযুক্তোঽসৌ সৃজ্যশক্তিপ্রচোদিতঃ॥৬৫

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥৫॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।
অর্ব্বাক্‌স্রোতস্তু কথিতো ভবতা যস্তু মানুষঃ।
ব্রহ্মন্ বিস্তরতো ব্রূহি ব্রহ্মা তমসৃজদ্ যথা॥ ১
যথা চ বর্ণানসৃজদ্ যদ্‌গুণাংশ্চ মহামুনে।
যচ্চ তেষাং স্মৃতং কর্ম্ম বিপ্রাদীনাং তদুচ্যতাম্॥২

স্তোম, বৃহৎসাম ও উক্‌থ সৃজন করিলেন; পশ্চিম মুখ হইতে সকল সাম সপ্তদশ জগতীচ্ছন্দস্তোম, বৈরূপ ও অতিরাত্র সৃজন করিলেন। উত্তর মুখ হইতে একবিংশ অনুষ্টুভছন্দস্তোম, অথর্ব্ববেদ, সোমসংস্থা ও বৈরাজ সৃজন করিলেন। তাঁহার গাত্র হইতে সমস্ত উচ্চাবচ ভূতের উদ্ভব হইয়াছে। আদিকৃৎ ভগবান্ বিভু প্রজাপতি দেব, অসুর, পিতৃ ও মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়া কল্পের আদিতে পুনর্ব্বার যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, নর, কিন্নর, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, মৃগ ও উরগ প্রভৃতি প্রবাহ-রূপে নিত্য বা অনিত্য স্থাণুজঙ্গমময় এই সমুদয় জগতের সৃজন করিয়াছেন। প্রাক্ সৃষ্টিতে যাহার যাহা কর্ম্ম ছিল, পুনঃপুনঃ সৃজ্যমান হইয়াও সে তাহাই প্রাপ্ত হইতে লাগিল; হিংস্রাহিংস্র, মৃদুক্রূর, ধর্ম্মাধর্ম্ম, ঋতানৃত প্রভৃতি ভাব প্রাপ্ত হইল, এজন্য সেই সেই ভাবেই তাহাদের অভিরুচি। এইরূপে সেই বিধাতাই ইন্দ্রিয়ার্থ (আহারাদি) ভূত (জীব) ও শরীরের বিষয় নানাত্ব বিনিয়োগ করিলেন। তিনি বেদানুসারে দেবাদি ভূতের নাম ও কার্য্যাবভাগ নিরূপণ করিলেন; ঋষি সকলকে যথা নিয়োগ-যোগ্য ও যথা বেদশ্রুত নাম দিলেন। ঋতুর পর্য্যায় (পুনরাবৃত্তি) হইলে যেমন পূর্ব্ববৎ ঋতু-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, যুগাদিতে দেবাদি ভাবের উৎপত্তিও সেইরূপ। সিসৃক্ষু-শক্তিযুক্ত ব্রহ্মা কল্পাদিতে সৃজ্যশক্তিপ্রেরিত হইয়া এই প্রকার সৃষ্টি করিয়া থাকেন॥ ৫২—৬৫॥

প্রথমাংশে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে মহামুনে ব্রহ্মন্! আপনি অর্ব্বাক্‌স্রোতা মানুষের কথা কহিলেন; তাহাকে ব্রহ্মা যে প্রকারে সৃষ্টি করিলেন, তাহা বিস্তারপূর্ব্বক বলুন। যে যে গুণবিশিষ্ট করিয়া বর্ণ সকলের সৃজন করিয়াছেন এবং সেই বিপ্রাদি

পরাশর উবাচ।
সত্যাভিধ্যায়িনঃ পূর্ব্বং সিসৃক্ষোর্ব্রহ্মণো জগৎ।
অজায়ন্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ সত্ত্বোদ্রিক্তা মুখাৎ প্রজাঃ॥ ৩
বক্ষসো রজসোদ্রিক্তাস্তথা বৈ ব্রহ্মণোঽভবন্।
রজসা তমসা চৈব সমুদ্রিক্তাস্তথোরুজাঃ॥ ৪
পদ্ভ্যামন্যাঃ প্রজা ব্রহ্মা সসর্জ্জ দ্বিজসত্তম।
তমঃপ্রধানাস্তাঃ সর্ব্বাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যমিদং ততঃ॥ ৫
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
পাদোরুবক্ষঃস্থলতো মুখতশ্চ সমুদ্গতাঃ॥ ৬
যজ্ঞনিষ্পত্তয়ে সর্ব্বমেতদ্ ব্রহ্মা চকার বৈ।
চাতুর্ব্বর্ণ্যং মহাভাগ যজ্ঞসাধনমুত্তমম্॥ ৭
যজ্ঞৈরাপ্যায়িতা দেবা বৃষ্ট্যুৎসর্গেণ বৈ প্রজাঃ।
আপ্যায়য়ন্তে ধর্ম্মজ্ঞ যজ্ঞাঃ কল্যাণহেতবঃ॥ ৮
নিষ্পাদ্যন্তে নরৈস্তৈস্তু স্বধর্ম্মাভিরতৈস্ততঃ।
বিশুদ্ধাচরণোপেতৈঃ সদ্ভিঃ সন্মার্গগামিভিঃ॥ ৯
স্বর্গাপবর্গৌ মানুষ্যাৎ প্রাপ্নুবন্তি নরা মুনে।
যথাভিরুচিতং স্থানং তদ্‌যান্তি মনুজা দ্বিজ॥ ১০
প্রজাস্তা ব্রহ্মণা সৃষ্টাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থিতৌ।
সম্যক্‌শ্রদ্ধাসমাচার-প্রবণা মুনিসত্তম॥ ১১
যথেচ্ছাবাসনিরতাঃ সর্ব্ববাধাবিবর্জ্জিতাঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণাঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বানুষ্ঠাননির্ম্মলাঃ॥ ১২
শুদ্ধে চ তাসাং মনসি শুদ্ধেঽন্তঃসংস্থিতে হরৌ।
শুদ্ধং জ্ঞানং প্রপশ্যন্তি বিষ্ণ্বাখ্যং যেন তৎপদম্॥১
ততঃ কালাত্মকো যোঽসৌ স চাংশঃ কথিতো হরেঃ
স পাতয়ত্যঘং ঘোরমল্পমল্পাল্পসারবৎ॥ ১৪
অধর্ম্মবীজসম্ভূতং তমোলোভসমুদ্ভবম্।
প্রজাসু তাসু মৈত্রেয় রাগাদিকমসাধকম্॥ ১৫
ততঃ সা সহজা সিদ্ধিস্তেষাং নাতীব জায়তে।
রসোল্লাসাদয়শ্চান্যাঃ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ ভবন্তি যাঃ॥১৬
তাসু ক্ষীণাস্বশেষাসু বর্দ্ধমানে চ পাতকে।
দ্বন্দ্বাভিভবদুঃখার্ত্তাস্তা ভবন্তি ততঃ প্রজাঃ॥ ১৭
ততো দুর্গাণি তাশ্চক্রুর্ব্বার্ক্ষং পার্ব্বতমৌদকম্।
কৃত্রিমঞ্চ তথা দুর্গং পুরং খর্ব্বটকাদিকম্॥ ১৮
গৃহাণি চ যথান্যায়ং তেষু চক্রুঃ পুরাদিষু।
শীতাতপাদিবাধানাং প্রশমায় মহামুনে॥ ১৯
প্রতীকারমিদং কৃত্বা শীতাদেস্তাঃ প্রজাঃ পুনঃ।

বর্ণের যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা বলুন। পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সত্যাভিধ্যায়ী জগৎ-সিসৃক্ষু ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রথমে রজোদ্রিক্ত প্রজাগণ জন্মিয়াছে। বক্ষঃ হইতে রজোদ্রিক্ত প্রজা সকল উৎপন্ন, রজঃ ও তম-উদ্রিক্তেরা উরুজ।১-৪। হে দ্বিজসত্তম! ব্রহ্মা পাদদ্বয় হইতে তমঃপ্রধান অন্য প্রজার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহা-তেই এই চাতুর্ব্বর্ণ্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—মুখ, বক্ষঃস্থল, উরু ও পাদ হইতে সমু-দ্গত। হে মহাভাগ! ব্রহ্মা যজ্ঞনিষ্পত্তির নিমিত্তই এই উত্তম যজ্ঞসাধন চাতুর্ব্বর্ণ্য করিয়া-ছেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! দেবগণ যজ্ঞে আপ্যায়িত হইয়া বৃষ্ট্যুৎসর্গ দ্বারা প্রজা সকলকে আপ্যায়িত করেন, যজ্ঞ কল্যাণের হেতু। স্বধর্ম্মনিরত বিশুদ্ধাচরণোপেত সন্মার্গগামী সৎ নরগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞ নিষ্পাদিত হয়। হে মুনে! যজ্ঞ হইতে মনুষ্য স্বর্গাপবর্গ প্রাপ্ত হয়েন এবং যথাভিরুচিত স্থানে গমন করিয়া থাকেন। হে মুনিসত্তম! ব্রহ্মা চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থিতির নিমিত্ত সম্যক্ শ্রদ্ধা-চারসম্পন্ন, যথেচ্ছাবাসনিরত, সর্ব্ববাধাবিবর্জ্জিত, শুদ্ধান্তঃকরণ শুদ্ধ ও সর্ব্বানুষ্ঠানে নির্ম্মল সেই প্রজার সৃষ্টি করিয়াছেন; তাহাদের মন শুদ্ধ হইলে এবং শুদ্ধান্তঃকরণে হরি সংস্থিত হইলে শুদ্ধজ্ঞান জন্মে; তদ্দ্বারা তাঁহারা বিষ্ণুর বিষ্ণ্বাখ্য পদ দেখিতে পান। হে মৈত্রেয়! তদনন্তর হরির যে-কালাত্মক অংশের কথা বলা হইয়াছে, সে এই সকল প্রজাতে, অল্পাল্পসারবৎ অধর্ম্মবীজসম্ভূত তমোলোভসমুদ্ভব অসাধক রাগাদি ঘোর পাপের নিক্ষেপ (সঞ্চার) করে। ৫—১৫। তাহাতে তাহাদের সেই সহজ সিদ্ধি এবং রসোল্লাসাদি অষ্টসিদ্ধি সম্যক্ রূপে জন্মে না। সিদ্ধি সকল ক্ষীণ ও পাতক বর্দ্ধমান হইলে প্রজা সকল দ্বন্দ্বাভিভব দুঃখে আর্ত্ত হয়। হে মহামুনে! তৎপরে তাহারা বার্ক্ষ, পার্ব্বত, ঔদক, আদি স্বাভাবিক ও প্রাকা-রাদি কৃত্রিম দুর্গ, পুর, খর্ব্বটক প্রভৃতি স্থাপিত এবং শীতাতপাদি বাধা প্রশমের জন্য তাহাতে যথান্যায়ে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিল। প্রজাগণ

বার্ত্তোপায়ং ততশ্চক্রুর্হস্তসিদ্ধিঞ্চ কর্ম্মজাম্॥ ২০
ব্রীহয়শ্চ যবাশ্চৈব গোধূমা অণবস্তিলাঃ।
প্রিয়ঙ্গবো হ্যুদারাশ্চ কোরদূষাঃ সচীণকাঃ॥ ২১
মাষা মুদ্গা মসূরাশ্চ নিষ্পাবাঃ সকুলত্থকাঃ।
আঢ়ক্যশ্চণকাশ্চৈব শণাঃ সপ্তদশ স্মৃতাঃ॥ ২২
ইত্যেতাশ্চৌষধীনান্তু গ্রাম্যাণাং জাতয়ো মুনে।
ওষধ্যো যজ্ঞিয়াশ্চৈব গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দ্দশ॥ ২৩
ব্রীহয়ঃ সযবা মাষা গোধূমা অণবস্তিলাঃ।
প্রিয়ঙ্গুসপ্তমা হ্যেতা অষ্টমাস্তু কুলত্থকাঃ॥ ২৪
শ্যামাকাস্ত্বথ নীবারা জর্ত্তিলাঃ সগবেধুকাঃ।
তথা বেণুযবাঃ প্রোক্তাস্তদ্বন্মর্কটকা মুনে॥ ২৫
গ্রাম্যারণ্যাঃ স্মৃতা হ্যেতা ওষধ্যস্তু চতুর্দ্দশ।
যজ্ঞনিষ্পত্তয়ে যজ্ঞস্তথাসাং হেতুরুত্তমঃ॥ ২৬
এতাশ্চ সহ যজ্ঞেন প্রজানাং কারণং পরম্।
পরাপরবিদঃ প্রাজ্ঞাস্ততো যজ্ঞান্ বিতন্বতে॥ ২৭
অহন্যহন্যনুষ্ঠানং যজ্ঞানাং মুনিসত্তম।
উপকারকরং পুংসাং ক্রিয়মাণস্য শান্তিদম্॥ ২৮
যেষান্তু কালরূপোঽসৌ পাপবিন্দুর্মহামতে।
চেতঃসু ববৃধে চক্রুস্তে ন যজ্ঞেষু মানসম্॥ ২৯
বেদবাদাংস্তথা বেদান্ যজ্ঞনিষ্পাদকঞ্চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং নিন্দমানাস্তে যজ্ঞব্যাসেধকারিণঃ॥ ৩০
প্রবৃত্তিমার্গব্যুচ্ছিত্তি-কারিণো বেদনিন্দকাঃ।
দুরাত্মানো দুরাচারা বভূবুঃ কুটিলাশয়াঃ॥ ৩১
সংসিদ্ধায়ান্তু বার্ত্তায়াং প্রজাঃ সৃষ্ট্বা প্রজাপতিঃ।
মর্য্যাদাং স্থাপয়ামাস যথাস্থানং যথাগুণম্॥ ৩২
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মান্ ধর্ম্মভৃতাং বর।
লোকাংশ্চ সর্ব্ববর্ণানাং সম্যগ্ ধর্ম্মানুপালিনাম্॥৩৩
প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাং স্মৃতং স্থানং ক্রিয়াবতাম্।
স্থানমৈন্দ্রং ক্ষত্রিয়াণাং সংগ্রামেষনিবর্ত্তিনাম্॥৩৪
বৈশ্যানাং মারুতং স্থানং স্বধর্ম্মমনুবর্ত্তিনাম্।
গান্ধর্ব্বং শূদ্রজাতীনাং পরিচর্য্যানুবর্ত্তিনাম্॥ ৩৫
অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
স্মৃতং তেষাং মরুৎস্থানং তদেব গুরুবাসিনাম্॥৩৬
সপ্তর্ষীণান্তু যৎ স্থানং স্মৃতং তদ্ বৈ বনৌকসাম্।
প্রাজাপত্যংগৃহস্থানাং ন্যাসিনাংব্রহ্মসংজ্ঞিতম্॥৩৭
যোগিনামমৃতং স্থানং যদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।

শীতাদির এইরূপ প্রতীকার করিয়া কর্ম্মজাত বর্ত্তোপায় (কৃষ্যাদি) ও হস্তসিদ্ধি (ভৃতি-জীবিকার) সৃষ্টি করিয়াছে। হে মুনে! ব্রীহি, যব, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু,উদার, কোরদূষ, চীনক, মাষ, মুদ্গ, মসূর, নিষ্পাব (শিজ্যা) কুলত্থক, আঢ়ক্য, চণক ও শণ এই সপ্তদশ জাতীয় ওষধী গ্রাম্য। ব্রীহি, যব, মাষ, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু, কুলত্থক, শ্যামাক, নীবার, জর্ত্তিল, গবেধুক, বেণুযব ও মর্কটক গ্রামারণ্য এই চতুর্দ্দশ ওষধী যজ্ঞীয় (যজ্ঞনিষ্পত্তির নিমত্ত স্মৃত) এবং যজ্ঞ ইহাদের হেতু (বৃষ্টি দ্বারা উৎপাদক)। ১৬—২৬। ইহারা যজ্ঞের সহিত প্রজাগণের পরম কারণ (বৃদ্ধিহেতু), এজন্য পরাবরবিদ প্রাজ্ঞেরা যজ্ঞবিস্তার করিয়া থাকেন। হে মুনিসত্তম! যজ্ঞ সকলের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান, মনুষ্যগণের উপকারক এবং ক্রিয়মাণ পঞ্চসূনারূপ পাপের শান্তিপ্রদ! হে মহামতে! যাহাদের অন্তঃকরণে এই কালরূপ পাপবিন্দুর বৃদ্ধি হয়, তাহারা যজ্ঞে মনোযোগ করে না। বেদ বেদবাদ ও যজ্ঞনিষ্পাদক অন্যান্য কর্ম্মের নিন্দা করত তাহারা যজ্ঞব্যাঘাতকারী, প্রবৃত্তিমার্গের উচ্ছেদকর্ত্তা, বেদনিন্দক, দুরাত্মা, দুরাচার এবং কুটিলাশয় হইয়াছে। প্রজা সৃষ্টি করিয়া বার্ত্তা (জীবিকা) সংসিদ্ধ হইলে, প্রজাপতি যথাস্থান ও যথাগুণ মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন, হে ধর্ম্মভৃতাংবর! বর্ণ ও আশ্রম সকলের ধর্ম্ম এবং সম্যক্ ধর্ম্মানুপালক সর্ব্ববর্ণের লোক ও (স্থান) নিরূপণ করিলেন। প্রাজাপত্য লোক, ক্রিয়াবান্ ব্রাহ্মণদিগের স্থান স্মৃত হইল। সংগ্রামে অনিবর্ত্তী ক্ষত্রিয়দিগের স্থান ঐন্দ্রলোক। স্বধর্ম্মানুবর্ত্তী বৈশ্যদিগের স্থান দেবলোক। পরিচর্য্যানুবর্ত্তী শূদ্রজাতির স্থান গন্ধর্ব্বলোক। মরুৎস্থান (জনলোক) অষ্টাশীতি সহস্র ঊর্দ্ধরেতা মুনির স্থান বলিয়া কথিত আছে, তাহাই গুরুবাসী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদিগের স্থান হইল। সপ্তর্ষি মণ্ডলের যে স্থান (তপোলোক), তাহাই বনৌকস্ (বানপ্রস্থ) দিগের স্থান। গৃহস্থগণের স্থান প্রাজাপত্য লোক। ন্যাসীদিগের স্থান ব্রহ্ম

একান্তিনঃ সদা ব্রহ্মধ্যায়িনো যোগিনো হি যে ॥
তেষাং তৎ পরমং স্থানং যৎ তু পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে দ্বাদশাক্ষরচিন্তকাঃ ॥ ৩৯
তামিস্রমন্ধতামিস্রং মহারৌরবরৌরবৌ।
অসিপত্রবনং ঘোরং কালসূত্রমবীচিমৎ ॥ ৪০
বিনিন্দকানাং বেদস্য যজ্ঞব্যাঘাতকারিণাম্।
স্থানমেতৎ সমাখ্যাতং স্বধর্ম্মত্যাগিনশ্চ যে ॥ ৪১

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

ততোঽভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসীঃ প্রজাঃ।
তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কার্য্যৈস্তৈঃ কারণৈঃ সহ ॥ ১
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ।
তে সর্ব্বে সমবর্ত্তন্ত যে ময়া প্রাগুদীরিতাঃ ॥ ২
দেবাদ্যাঃ স্থাবরান্তাশ্চ ত্রৈগুণ্যবিষয়ে স্থিতাঃ।
এবম্ভূতানি সৃষ্টানি চরাণি স্থাবরাণি চ ॥ ৩
যদাস্য তাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা ন ব্যবর্দ্ধন্ত ধীমতঃ।
অথান্যান্ মানসানপুত্রান্সদৃশানাত্মনোঽসৃজৎ ॥ ৪
ভৃগুং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুমঙ্গিরসং তথা।
মরীচিং দক্ষমত্রিঞ্চ বসিষ্ঠঞ্চৈব মানসম্ ॥ ৫
নব ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ।
সনন্দনাদয়ো যে চ পূর্ব্বং সৃষ্টাস্তু বেধসা ॥ ৬
ন তে লোকেষসজ্জন্ত নিরপেক্ষাঃ প্রজাসু তে।
সর্ব্বে তে হ্যাগতজ্ঞানা বীতরাগা বিমৎসরাঃ ॥ ৭
তেষ্বেবং নিরপেক্ষেষু লোকসৃষ্টৌ মহাত্মনঃ।
ব্রহ্মণোঽভূন্মহাক্রোধস্ত্রৈলোক্যদহনক্ষমঃ ॥ ৮
তস্য ক্রোধাৎ সমুদ্ভূত-জ্বালামালাবিদীপিতম্।
ব্রহ্মণোঽভূৎ তদা সর্ব্বং ত্রৈলোক্যমখিলং মুনে ॥
ভ্রূকুটীকুটিলাৎ তস্য ললাটাৎ ক্রোধদীপিতাৎ।
সমুৎপন্নস্তদা রুদ্রো মধ্যাহ্নার্কসমপ্রভঃ ॥ ১০

সংজ্ঞিত। যোগীদিগের স্থান অমৃত, যাহা বিষ্ণুর পরম পদ। যাহারা একান্তী, সদা ব্রহ্মধ্যায়ী যোগী, তাহাদের সেই পরম স্থান; যাহা জ্ঞানিগণ অবলোকন করেন। চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহ যাইতেছে ও আসিতেছে, কিন্তু দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র (অর্থাৎ ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় এই মন্ত্র) চিন্তকগণের অদ্যাপি পুনরাবৃত্তি নাই। তামিস্র, অন্ধতামিস্র, মহারৌরব, রৌরব, অসিপত্রবন, ঘোর, কালসূত্র, অবীচিমৎ, এই সকল নরক— বেদবিনিন্দক, যজ্ঞব্যাঘাতকারী ও যাহারা স্বধর্ম্মত্যাগী তাহাদের স্থান বলিয়া সমাখ্যাত।২৭—৪১।

প্রথমাংশে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

সপ্তম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, তাঁহার ধ্যানে তৎশরীরোৎপন্ন কার্য্যকারণ (দেহেন্দ্রিয়) সহ মানসী প্রজা সকল জন্মিয়াছে। সেই ধীমানের গাত্র হইতে ত্রৈগুণ্য-বিষয়স্থিত দেবাদি ও স্থাবরান্ত ক্ষেত্রজ্ঞ সকল উৎপন্ন হইয়াছে, যাহাদের বিষয় আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। চরাচর সৃষ্টি এবম্ভূত। যখন বুদ্ধিমানের সেই সকল প্রজা (পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল না, তখন তিনি ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বসিষ্ঠ নামে আত্মসদৃশ অন্য মানস পুত্রগণের সৃজন করিলেন। এই নয় জন পুরাণে ব্রহ্মা বলিয়া নিশ্চিত। বিধাতার পূর্ব্বসৃষ্ট সনন্দনাদি সকল, লোকে অনাসক্ত, প্রজাবিষয়ে নিরপেক্ষ, আগতজ্ঞান (প্রাপ্তজ্ঞান) বীতরাগ এবং বিমৎসর। তাঁহারা প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে এইরূপ নিরপেক্ষ হইলে মহাত্মা ব্রহ্মার ত্রৈলোক্য দহনক্ষম মহা ক্রোধ উৎপন্ন হইল। হে মহামুনে! তৎকালে অখিল ত্রৈলোক্য তাহার ক্রোধসমুদ্ভূত জ্বালামালায় বিদীপিত হইয়া উঠিল। তাঁহার ক্রোধদীপিত ভ্রূকুটী-কুটিল ললাট হইতে মধ্যাহ্নার্কসমপ্রভ অর্দ্ধনারীনরবপু অতি শরীরবান্ প্রচণ্ড রুদ্র সমুৎপন্ন হইলেন এবং ব্রহ্মা তাঁহাকে "আত্মাকে বিভাগ কর"

অৰ্দ্ধনারীনরবপুঃ প্রচণ্ডোঽতিশরীরবান্।
বিভজাত্মানমিত্যুক্ত্বা তং ব্রহ্মান্তর্দ্দধে ততঃ॥ ১১
অথোক্তোঽসৌ দ্বিধা স্ত্রীত্বং পুরুষত্বং তথাকরোৎ।
বিভেদ পুরুষত্বঞ্চ দশধা চৈকধা চ সঃ॥ ১২
সৌম্যাসৌম্যৈস্তথা শান্তাশান্তৈঃ স্ত্রীত্বঞ্চ স প্রভুঃ
বিভেদ বহুধা দেবঃ স্বরূপৈরসিতৈঃ সিতৈঃ॥ ১৩
ততো ব্রহ্মাত্মসম্ভূতং পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবং প্রভুঃ।
আত্মানমেব কৃতবান্ প্রজাপাল্যে মনুং দ্বিজ॥১৪
শতরূপাঞ্চ তাং নারীং তপোনির্দ্ধূতকল্মষাম্।
স্বায়ম্ভুবো মনুর্দ্দেবঃ পত্নীত্বে জগৃহে বিভুঃ॥ ১৫
তস্মাচ্চ পুরুষাদ্দেবী শতরূপা ব্যজায়ত।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ প্রসূত্যাকূতিসংজ্ঞিতম্॥১৬
কন্যাদ্বয়ঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞ রূপৌদার্য্যগুণান্বিতম্।
দদৌ প্রসূতিং দক্ষায় তথাকূতিং রুচেঃ পুরা॥১৭
প্রজাপতিঃ স জগ্রাহ তয়োর্যজ্ঞঃ সদক্ষিণঃ।
পুত্রো জজ্ঞে মহাভাগ দাম্পত্যং মিথুনং ততঃ॥১৮
যজ্ঞস্য দক্ষিণায়াস্তু পুত্রা দ্বাদশ জজ্ঞিরে।
যামা ইতি সমাখ্যাতা দেবাঃ স্বায়ম্ভুবে মনৌ॥ ১৯
প্রসূত্যাঞ্চ তথা দক্ষশ্চতস্রো বিংশতিস্তথা।
সসর্জ্জ কন্যাস্তাসাস্তু সম্যঙ্‌নামানি মে শৃণু॥ ২০
শ্রদ্ধা লক্ষ্মীর্ধৃতিস্তুষ্টিঃ পুষ্টির্মেধা ক্রিয়া তথা।
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিঃ সিদ্ধিঃ কীর্ত্তিস্ত্রয়োদশ॥২১
পত্ন্যর্থং প্রতিজগ্রাহ ধর্ম্মো দাক্ষায়ণীঃ প্রভুঃ।
তাভ্যঃ শিষ্টা যবীয়স্য একাদশ সুলোচনাঃ॥ ২২
খ্যাতিঃ সত্যথ সম্ভূতিঃ স্মৃতিঃ প্রীতিঃ ক্ষমা তথা।
সন্নতিশ্চানসূয়া চ উর্জ্জা স্বাহা স্বধা তথা॥ ২৩
ভৃগুর্ভবো মরীচিশ্চ তথা চৈবাঙ্গিরা মুনিঃ।
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব ক্রতুশ্চর্ষিবরস্তথা॥ ২৪
অত্রির্ব্বসিষ্ঠো বহ্নিশ্চ পিতরশ্চ যথাক্রমম্।
খ্যাত্যাদ্যা জগৃহুঃ কন্যা মুনয়ো মুনিসত্তম॥ ২৫
শ্রদ্ধা কামং চলা দর্পং নিয়মং ধৃতিরাত্মজম্।
সন্তোষঞ্চ তথা তুষ্টির্লোভং পুষ্টিরসূয়ত॥ ২৬
মেধাশ্রুতং ক্রিয়া দণ্ডং নয়ং বিনয়মেব চ।
বোধং বুদ্ধিস্তথা লজ্জা বিনয়ং বপুরাত্মজম্॥ ২৭
ব্যবসায়ং প্রজজ্ঞে বৈ ক্ষেমং শান্তিরসূয়ত।
সুখং সিদ্ধির্যশঃ কীর্ত্তিরিত্যেতে ধর্ম্মসূনবঃ॥ ২৮
কামান্নন্দা সুতং হর্ষং ধর্ম্মপৌত্রমসূয়ত।

বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। ১—১০। তিনি এইরূপ উক্ত হইয়া স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্বরূপে আপনাকে দ্বিধা করিলেন এবং সৌম্যাসৌম্য, শান্তাশান্তরূপে পুরষত্বকে একাদশ বিভাগে ও স্ত্রীত্বকে স্বকীয় সিতাসিতরূপে বহুধা বিভক্ত করিলেন। হে দ্বিজ! তদনন্তর ব্রহ্মা প্রজাপালনার্থ আপনাকেই আত্মসম্ভূত মনু করিলেন। বিভু দেব স্বায়ম্ভুব মনু, তপোনির্দ্ধূতকল্মষা সেই শতরূপা নারীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! শতরূপা দেবী সেই পুরুষ হইতে প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ নামে পুত্রদ্বয় এবং প্রসূতি, আকূতি নামে রূপৌদার্য্যগুণান্বিত কন্যাদ্বয় প্রসব করেন। দক্ষকে প্রসূতি এবং রুচিকে আকূতিকে দান করা হয়। রুচি আকূতিকে গ্রহণ করেন, তাহাতে যজ্ঞ ও দক্ষিণা নামে দাম্পত্য মিথুন জন্মে। দক্ষিণার গর্ভে যজ্ঞের দ্বাদশ পুত্রের জন্ম হয়। তাহারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যাম নামে খ্যাত, দেব সকল। দক্ষ প্রসূতিতে চতুর্ব্বিংশতি কন্যা উৎপাদন করেন; আমার নিকট তাহাদের নাম শ্রবণ কর। ১১—২০। শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি এবং কীর্ত্তি এই ত্রয়োদশ দাক্ষায়ণীকে (দক্ষকন্যাকে) প্রভু ধর্ম্ম, পত্ন্যর্থে গ্রহণ করিয়াছেন এবং খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নীতি, অনসূয়া, উর্জ্জা, স্বাহা ও স্বধা এই একাদশ কনিষ্ঠ কন্যা তাহাদিগের অপেক্ষা শিষ্ট। হে মুনিসত্তম! ভৃগু, ভব, মরীচি, অঙ্গিরা মুনি, পুলস্ত্য, পুলহ, ঋষিবর ক্রতু অত্রি, বসিষ্ঠ, বহ্নি এবং পিতৃগণ, ইঁহারা যথাক্রমে খ্যাতাদি কন্যা গ্রহণ করেন। শ্রদ্ধা কামকে, চলা (লক্ষ্মী) দর্পকে প্রসব করেন। ধৃতির আত্মজ নিয়ম। সন্তোষ ও লোভের প্রসূতি তুষ্টি ও পুষ্টি। মেধায় শ্রুত, ক্রিয়ায় দণ্ড, নয় ও বিনয়ের উৎপত্তি। বোধের জননী বুদ্ধি, বিনয়ের জননী লজ্জা, বপুর আত্মজ ব্যবসায়। শান্তিতে ক্ষেম,

হিংসা ভার্য্যা ত্বধর্ম্মস্য তস্যাং জজ্ঞে তথানৃতম্।
কন্যা চ নিকৃতিস্তাভ্যাং ভয়ং নরকমেব চ॥ ২৯
মায়া চ বেদনা চৈব মিথুনন্ত্বিদমেতয়োঃ।
তয়োর্জ্জজ্ঞেহথ বৈ মায়া মৃত্যুং ভূতাপহারিণম্॥৩০
বেদনা স্বসুতঞ্চাপি দুঃখং জজ্ঞেহথ রৌরবাৎ।
মৃত্যোর্ব্যাধিজরাশোকতৃষ্ণাক্রোধাশ্চ জজ্ঞিরে॥৩১
দুঃখোত্তরাঃ স্মৃতা হেতে সর্ব্বে চাধর্ম্মলক্ষণাঃ।
নৈষাং ভার্য্যাস্তি পুত্রো বা তে সর্ব্বে হ্যূর্দ্ধরেতসঃ॥
রৌদ্রাণি তানি রূপাণি বিষ্ণোর্মুনিবরাত্মজ।
নিত্যপ্রলয়হেতুত্বং জগতোহস্য প্রয়ান্তি বৈ॥ ৩৩
দক্ষো মরীচিরত্রিশ্চ ভৃগ্বাদ্যাশ্চ প্রজেশ্বরাঃ।
জগত্যত্র মহাভাগ নিত্যসর্গস্য হেতবঃ॥ ৩৪
মনবো মনুপুত্রাশ্চ ভূপা বীর্য্যধনাশ্চ যে।
সন্মার্গাভিরতাঃ শূরাস্তে নিত্যস্থিতিকারিণঃ॥ ৩৫

মৈত্রেয় উবাচ।

যেয়ং নিত্যা স্থিতির্ব্রহ্মন্ নিত্যসর্গস্তথেরিতঃ।
নিত্যাভাবাশ্চ তেষাং বৈ স্বরূপং মম কথ্যতাম্॥৩৬

পরাশর উবাচ।

সর্গস্থিতিবিনাশাংশ্চ ভগবান্ মধুসূদনঃ।
তৈস্তৈরূপৈরচিন্ত্যাত্মা করোত্যব্যাহতান্ বিভুঃ॥ ৩৭
নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈবাত্যন্তিকো দ্বিজ।
নিত্যশ্চ সর্ব্বভূতানাং প্রলয়োহয়ং চতুর্ব্বিধঃ॥ ৩৮
ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকস্তত্র যচ্ছেতে জগতঃ পতিঃ।
প্রয়াতি প্রাকৃতে চৈব ব্রহ্মাণ্ডং প্রকৃতৌ লয়ম্॥৩৯
জ্ঞানাদাত্যন্তিকঃ প্রোক্তো যোগিনঃ পরমাত্মনি।
নিত্যঃ সদৈব জাতানাং যো বিনাশো দিবানিশম্॥
প্রসূতিঃ প্রকৃতের্যা তু সা সৃষ্টিঃ প্রাকৃতী স্মৃতা।
দৈনন্দিনী তথা প্রোক্তা যান্তরপ্রলয়াদনু॥ ৪১
ভূতান্যনুদিনং যত্র জায়ন্তে মুনিসত্তম।
নিত্যঃ সর্গঃ স তু প্রোক্তঃ পুরাণার্থবিচক্ষণৈঃ॥৪২
এবং সর্ব্বশরীরেষু ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
সংস্থিতঃ কুরুতে বিষ্ণুরুৎপত্তিস্থিতিসংযমান্॥ ৪৩
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তয়ঃ সর্ব্বদেহিষু।
বৈষ্ণব্যঃ পরিবর্ত্তন্তে মৈত্রেয়াহর্নিশং সদা॥ ৪৪

সিদ্ধিতে সুখ এবং কীর্ত্তিতে যশের জন্ম। ধর্ম্মের পুত্র এই সকল। কামের পত্নী নন্দা, ধর্ম্মের পৌত্র হর্ষকে প্রসব করেন। অধর্ম্মের ভার্য্যা হিংসা; তাহাতে অনৃত ও নিকৃতি নামে পুত্র-কন্যা জন্মে। এই উভয় হইতে ভয় ও নরক এবং ভয় ও নরকের পত্নী মায়া ও বেদনার জন্ম হয়। ইহার মধ্যে মায়া ভূতাপহারী মৃত্যুকে প্রসব করে। ২১—৩০। বেদনাও রৌরব হইতে স্বসুত দুঃখকে প্রসব করে। মৃত্যু হইতে ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা ও ক্রোধ জন্মিল। ইহারা দুঃখোত্তর বলিয়া স্মৃত; যেহেতু সকলেই অধর্ম্মলক্ষণ। ইহাদের ভার্য্যা বা পুত্র নাই, সকলেই ঊর্দ্ধরেতা। হে মুনিবরাত্মজ! বিষ্ণুর সেই সকল ঘোররূপ এই জগতের নিত্যপ্রলয়-হেতুত্ব প্রাপ্ত হয়। হে মহাভাগ! দক্ষ, মরীচি, অত্রি ও ভৃগ্বাদি প্রজেশ্বরগণ এই জগতের নিত্যসর্গের হেতু। সমস্ত মনু ও মনুপুত্র রাজ-গণ, যাঁহারা বীর্য্যধন, সন্মার্গাভিরত এবং শূর, তাঁহারা নিত্যস্থিতিকারী। মৈত্রেয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই যে নিত্যস্থিতি, নিত্যসর্গ ও নিত্যাভাবের কথা বলা হইল, তাহাদের স্বরূপ আমাকে বলুন। পরাশর কহিলেন, অচিন্ত্যাত্মা ভগবান্ মধুসূদন, সেই দক্ষাদি মন্বাদি রূপ দ্বারা অব্যাহত রূপে সর্গ স্থিতি বিনাশ করিয়া থাকেন। হে দ্বিজ! সর্ব্বভূতের প্রলয় চতু-র্ব্বিধ; নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, আত্যন্তিক এবং নিত্য। ব্রাহ্মপ্রলয় নৈমিত্তিক, যাহাতে জগৎ-পতি শয়ন করেন। প্রাকৃত প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান হেতু যোগি-গণের পরমাত্মাতে লয়, আত্যন্তিক শব্দে প্রোক্ত এবং জাতদিগের যে দিবানিশি সর্ব্বদা বিনাশ তাহাই নিত্য প্রলয়। প্রকৃতি হইতে যে মহ-দাদি প্রসূতি, তাহা প্রাকৃতী সৃষ্টি; অবান্তর প্রলয়ের পর যে, চরাচরসৃষ্টি তাহা দৈনন্দিনী নামে কথিত। হে মুনিসত্তম! যাহাতে ভূত-গণ অনুদিন জন্মায়, পুরাণার্থবিচক্ষণেরা তাহাকে নিত্য সর্গ বলেন। ভগবান্ ভূতভাবন বিষ্ণু এইরূপে সর্ব্বশরীরে সংস্থিত হইয়া উৎপত্তি স্থিতি সংযম করিয়া থাকেন। বিষ্ণুর সৃষ্টিস্থিতি-

গুণত্রয়ময়ং হ্যেতদ্ব্রহ্মন্ শক্তিত্রয়ং মহৎ।
যোঽত্যেতি স যাত্যেব পরং নাবর্ত্ততে পুনঃ ॥৪৫

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।
কথিতস্তামসঃ সর্গো ব্রহ্মণস্তে মহামুনে।
রুদ্রসর্গং প্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ১
কল্পাদাবাত্মনস্তুল্যং সুতং প্রধ্যায়তস্ততঃ।
প্রাদুরাসীৎ প্রভোরঙ্কে কুমারো নীললোহিতঃ ॥ ২
রুদন্ বৈ সুস্বরং সোঽথ দ্রবংশ্চ দ্বিজসত্তম।
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং প্রত্যুবাচ হ ॥৩
নাম দেহীতি তং সোঽথ প্রত্যুবাচ প্রজাপতিম্।
রুদ্রস্ত্বং দেব নাম্নাসি মা রোদীর্ধৈর্য্যমাবহ ॥ ৪
এবমুক্তঃ পুনঃ সোঽথ সপ্তকৃত্বো রুরোদ বৈ।
ততোঽন্যানি দদৌ তস্মৈ সপ্ত নামানি বৈ প্রভুঃ ॥
স্থানানি চৈষামষ্টানাং পত্নীঃ পুত্রাংশ্চ বৈ প্রভুঃ ॥৫
ভবং শর্ব্বং মহেশানং তথা পশুপতিং দ্বিজ।
ভীমমুগ্রং মহাদেবমুবাচ স পিতামহঃ ॥ ৬
চক্রে নামান্যথৈতানি স্থানান্যেষাং চকার সঃ।
সূর্য্যো জলং মহী বহ্নির্বায়ুরাকাশমেব চ।
দীক্ষিতো ব্রাহ্মণঃ সোম ইত্যেতাস্তনবঃ ক্রমাৎ ॥ ৭
সুবর্চ্চলা তথৈবোমা সুকেশী চাপরা শিবা।
স্বাহা দিশস্তথা দীক্ষা রোহিণী চ যথাক্রমম্ ॥ ৮
সূর্য্যাদীনাং নরশ্রেষ্ঠ রুদ্রাদ্যৈর্নামভিঃ সহ।
পত্ন্যঃ স্মৃতা মহাভাগ তদপত্যানি মে শৃণু।
যেষাং সূতিপ্রসূতৈর্বা ইদমাপূরিতং জগৎ ॥ ৯
শনৈশ্চরস্তথা শুক্রো লোহিতাঙ্গো মনোজবঃ।
স্কন্দঃ স্বর্গোঽথ সন্তানো বুধশ্চানুক্রমাৎ সুতাঃ ॥১০
এবম্প্রকারো রুদ্রোঽসৌ সতীং ভার্য্যামবিন্দত।
দক্ষকোপাচ্চ তত্যাজ সা সতী স্বং কলেবরম্ ॥১১

বিনাশশক্তি সর্ব্বদেহীর মধ্যে অহর্নিশি সদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। হে ব্রহ্মন্! যে ব্যক্তি গুণত্রয়ময় এই শক্তিত্রয় অতিক্রম করে, সেই পরম পদ প্রাপ্ত হয়; পুনরাবৃত্ত হয় না। ৩১—৪৫।

প্রথমাংশে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, হে মহামুনে! ব্রহ্মার তামস সর্গ তোমাকে বলা হইল; রুদ্রসর্গও বলিব, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। কল্পাদিতে আত্মতুল্য পুত্র চিন্তা করিতে করিতে প্রভুর অঙ্কে কুমার নীললোহিত প্রাদুর্ভূত হইলেন। হে দ্বিজসত্তম! তিনি রোদন ও দ্রবণ করিতে করিতে জন্মিয়াছিলেন। ব্রহ্মা, তদবস্থাপন্ন তাঁহাকে কহিলেন, "কিজন্য রোদন করিতেছ?" তিনি প্রজাপতিকে কহিলেন, "আমাকে নাম দেও" তৎপরে প্রজাপতি বলিলেন, "হে দেব! তুমি রুদ্রনামা হইলে, রোদন করিও না, ধৈর্য্যাবলম্বন কর।" এইরূপ উক্ত হইয়া তিনি পুনঃপুনঃ সাতবার রোদন করিয়াছিলেন। তদনন্তর প্রভু তাঁহাকে অন্য সপ্তনাম এবং এই অষ্টনামানুসারে স্থান, পত্নী ও পুত্র প্রদান করিলেন। পিতামহ তাঁহাকে ভব, সর্ব্ব, মহেশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র ও মহাদেব এই অপর সপ্তনাম দিলেন এবং সূর্য্য, জল, মহী, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, দীক্ষিত ব্রাহ্মণ ও সোম এই আটটীকে পূর্ব্বোক্ত অষ্টনামের স্থান (তনুস্বরূপ) করিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ মহাভাগ! সুবর্চ্চলা, উমা, সুকেশী, অপরা-শিবা, স্বাহা, দিক্, দীক্ষা এবং রোহিণী ইহারা যথাক্রমে, রুদ্রাদিনামযুক্ত সূর্য্যাদি তনুর পত্নী বলিয়া স্মৃত। তাঁহাদের অপত্যের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর, যাহাদের সূতি প্রসূতি দ্বারা এই জগৎ আপূরিত। শনৈশ্চর, শুক্র, লোহিতাঙ্গ, মনোজব, স্কন্দ, সর্গ, সন্তান ও বুধ যথাক্রমে উহাঁদের সুত। ১—১০। এবম্প্রকার ঐ রুদ্র সতীনাম্নী ভার্য্যা প্রাপ্ত হন। সেই সতী, দক্ষকোপ হেতু কলেবর ত্যাগ করিয়া মেনকার

হিমবদ্দুহিতা সাভূৎ মেনায়াং দ্বিজসত্তম।
উপযেমে পুনশ্চোমামনন্যাং ভগবান্ ভবঃ॥১২
দেবৌ ধাতাবিধাতারৌ ভৃগোঃ খ্যাতিরসূয়ত।
শ্রিয়ঞ্চ দেবদেবস্য পত্নী নারায়ণস্য যা॥ ১৩

মৈত্রেয় উবাচ।

ক্ষীরাব্ধৌ শ্রীঃ সমুৎপন্না শ্রূয়তেঽমৃতমন্থনে।
ভৃগোঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্নেত্যেতদাহ কথংভবান্॥১৪

পরাশর উবাচ।

নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী।
যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম॥ ১৫
অর্থো বিষ্ণুরিয়ং বাণী নীতিরেষা নয়ো হরিঃ।
বোধো বিষ্ণুরিয়ং বুদ্ধির্ধর্ম্মোঽসৌ সৎক্রিয়াত্বিয়ম্॥
স্রষ্টা বিষ্ণুরিয়ং সৃষ্টিঃ শ্রীর্ভূমির্ভূধরো হরিঃ।
সন্তোষো ভগবান্ লক্ষ্মীস্তুষ্টির্মৈত্রেয় শাশ্বতী॥ ১৭
ইচ্ছা শ্রীর্ভগবান্ কামো যজ্ঞোঽসৌ দক্ষিণা তু সা
আদ্যাহুতিরসৌ দেবী পুরোডাশো জনার্দ্দনঃ॥ ১৮
পত্নীশালা মুনে লক্ষ্মীঃ প্রাগ্বংশো মধুসূদনঃ।
চিতির্লক্ষ্মীর্হরির্যূপঃ ইধ্মা শ্রীর্ভগবান্ কুশঃ॥ ১৯
সামস্বরূপী ভগবান উদ্গীতিঃ কমলালয়া।
স্বাহা লক্ষ্মীর্জগন্নাথো বাসুদেবো হুতাশনঃ॥ ২০
শঙ্করো ভগবান্ শৌরির্ভূতির্গৌরী দ্বিজোত্তম।
মৈত্রেয় কেশবঃ সূর্য্যস্তৎপ্রভা কমলালয়া॥ ২১
বিষ্ণুঃ পিতৃগণঃ পদ্মা স্বধা শাশ্বততুষ্টিদা।
দ্যৌঃ শ্রীঃ সর্ব্বাত্মকো বিষ্ণুরবকাশোঽতিবিস্তরঃ॥
শশাঙ্কঃ শ্রীধরঃ কান্তিঃ শ্রীস্তস্যৈবানপায়িনী।
ধৃতির্লক্ষ্মীর্জ্জগচ্চেষ্টা বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো হরিঃ॥ ২৩
জলধির্দ্বিজ গোবিন্দস্তদ্বেলা শ্রীর্মহামতে।
লক্ষ্মীস্বরূপমিন্দ্রাণী দেবেন্দ্রো মধুসূদনঃ॥ ২৪
যমশ্চক্রধরঃ সাক্ষাদ্ধূমোর্ণা কমলালয়া।
ঋদ্ধিঃ শ্রীঃ শ্রীধরো দেবঃ স্বয়মেব ধনেশ্বরঃ॥ ২৫
গৌরী লক্ষ্মীর্মহাভাগা কেশবো বরুণঃ স্বয়ম্।
শ্রীর্দেবসেনা বিপ্রেন্দ্র দেবসেনাপতির্হরিঃ॥ ২৬
অবিষ্টম্ভো গদাপাণিঃ শক্তির্লক্ষ্মীর্দ্বিজোত্তম।
কাষ্ঠা লক্ষ্মীর্নিমেষোঽসৌ মুহূর্ত্তোঽসৌকলাত্বসা॥
জ্যোৎস্না লক্ষ্মীঃপ্রদীপোঽসৌসর্ব্বঃসর্ব্বেশ্বরো হরি
লতাভূতা জগন্মাতা শ্রীর্বিষ্ণুর্দ্রুমসংস্থিতঃ॥ ২৮

গর্ভে হিমবদ্দুহিতা হইয়াছিলেন এবং ভগবান্ ভব অনন্যা উমাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করেন। ভৃগুর পত্নী খ্যাতি ধাতা বিধাতা নামে দুই দেব ও লক্ষ্মীকে প্রসব করেন, যিনি দেবদেব নারায়ণের পত্নী। মৈত্রেয় কহিলেন, লক্ষ্মী, অমৃতমন্থন সময়ে ক্ষীরাব্ধিতে উৎপন্না শুনিতে পাওয়া যায়, আপনি ভৃগু হইতে খ্যাতির গর্ভে উৎপন্না কিরূপে বলিতেছেন? পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! জগন্মাতা অনপায়িনী বিষ্ণুপত্নী শ্রী নিত্যা হইলেও বিষ্ণু যেমন সর্ব্বগত, ইনিও সেইরূপ! বিষ্ণু অর্থ, ইনি বাণী। ইনি নীতি, হরি নয়। বিষ্ণু বোধ, ইনি বুদ্ধি, বিষ্ণু ধর্ম্ম ইনি সৎক্রিয়া, হে মৈত্রেয়! বিষ্ণু স্রষ্টা ইনি সৃষ্টি। শ্রী ভূমি, হরি ভূধর। ভগবান্ সন্তোষ, লক্ষ্মী শাশ্বতী তুষ্টি। শ্রী ইচ্ছা, ভগবান কাম। ইনি যজ্ঞ, উনি দক্ষিণা। এই দেবী আজ্যাহুতি, জনার্দ্দন পুরোডাশ। হে মুনে! লক্ষ্মী পত্নীশালা, মধুসূদন প্রাগ্বংশ। লক্ষ্মী চিতি, হরি যূপ। শ্রী ইধ্মা, ভগবান্ কুশ। ভগবান্ সামস্বরূপী, কমলালয়া উদ্গীতি। লক্ষ্মী, স্বাহা, জগন্নাথ বাসুদেব হুতাশন। হে দ্বিজোত্তম! মৈত্রেয়! ভগবান্ শৌরি শঙ্কর, ভূতি গৌরী। কেশব সূর্য্য, কমলালয়া তৎপ্রভা। ১১—২১। বিষ্ণু পিতৃগণ, পদ্মা শাশ্বততুষ্টিদা স্বধা। শ্রী দ্যৌ (আকাশ), সর্ব্বাত্মক বিষ্ণু অতি বিস্তর অবকাশ। শ্রীধর শশাঙ্ক, অনপায়িনী শ্রী তাঁহার কান্তি। লক্ষ্মী ধৃতি ও জগচ্চেষ্টা, হরি সর্ব্বত্রগ বায়ু। হে মহামতে দ্বিজ! গোবিন্দ জলধি, শ্রী অব্দেলা। লক্ষ্মী স্বরূপ ইন্দ্রাণী, মধুসূদন দেবেন্দ্র। চক্রধর সাক্ষাৎ যম, কমলালয়া ধূমোর্ণা। শ্রী ঋদ্ধি, দেব শ্রীধর স্বয়ং ধনেশ্বর। হে বিপ্রেন্দ্র! মহাভাগা লক্ষ্মী গৌরী, কেশব স্বয়ং বরুণ। শ্রী দেবসেনা, হরি দেবসেনাপতি। হে দ্বিজোত্তম! গদাপাণি অবষ্টম্ভ, লক্ষ্মী শক্তি। লক্ষ্মী কাষ্ঠা, উনি নিমেষ। বিষ্ণু মুহূর্ত্ত, ইনি কলা। লক্ষ্মী জ্যোৎস্না, সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ব হরি প্রদীপ। জগন্মাতা শ্রী লতাভূতা, বিষ্ণু দ্রুমসংস্থিত। শ্রী

বিভাবরী শ্রীর্দিবসো দেবশ্চক্রগদাধরঃ।
বরপ্রদো বরোবিষ্ণুর্বধূঃ পদ্মবনালয়া ॥ ২৯
নদস্বরূপী ভগবান্ শ্রীর্নদীরূপসংস্থিতিঃ।
ধ্বজশ্চ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পতাকা কমলালয়া ॥ ৩০
তৃষ্ণা লক্ষ্মীর্জ্জগৎস্বামী লোভো নারায়ণঃ পরঃ।
রতিরাগৌ চ ধর্ম্মজ্ঞ লক্ষ্মীর্গোবিন্দ এব চ ॥ ৩১
কিঞ্চাতিবহুনোক্তেন সংক্ষেপেণেদমুচ্যতে।
দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদৌ পুংনাম্নি ভগবান্ হরিঃ।
স্ত্রীনাম্নি লক্ষ্মীর্মৈত্রেয় নানয়োর্বিদ্যতে পরম্ ॥ ৩২

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

ইদঞ্চ শৃণু মৈত্রেয় যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া।
শ্রীসম্বন্ধং ময়া হ্যেতৎ শ্রুতমাসীৎ মরীচিতঃ ॥ ১
দুর্ব্বাসাঃ শঙ্করস্যাংশশ্চচার পৃথিবীমিমাম্।
স দদর্শ স্রজং দিব্যাং ঋষির্বিদ্যাধরীকরে ॥ ২
সন্তানকানামখিলং যস্যা গন্ধেন বাসিতম্।
অতিসেব্যমভূদ্ব্রহ্মন্ তদ্বনং বনচারিণাম্ ॥ ৩
উন্মত্তব্রতধৃগ্বিপ্রস্তাং দৃষ্ট্বা শোভনাং স্রজম্।
তাং যযাচে বরারোহাং বিদ্যাধরবধূং ততঃ ॥ ৪
যাচিতা তেন তন্বঙ্গী মালাং বিদ্যাধরাঙ্গনা।
দদৌ তস্মৈ বিশালাক্ষী সাদরং প্রণিপত্য চ ॥ ৫
তামাদায়াত্মনো মূর্দ্ধ্নি স্রজমুন্মত্তরূপধৃক্।
কৃত্বা স বিপ্রো মৈত্রেয় পরিবভ্রাম মেদেনীম্ ॥ ৬
স দদর্শ সমায়ান্তং উন্মত্তৈরাবতস্থিতম্।
ত্রৈলোক্যাধিপতিং দেবং সহ দেবৈঃ শচীপতিম্ ॥
তামাত্মনঃ স শিরসঃ স্রজমুন্মত্তষট্পদাম্।
আদায়ামররাজায় চিক্ষেপোন্মত্তবন্মুনিঃ ॥ ৮
গৃহীত্বামররাজেন স্রগৈরাবতমূর্দ্ধনি।
ন্যস্তা ররাজ কৈলাসশিখরে জাহ্নবী যথা ॥ ৯
মদান্ধকারিতাক্ষোঽসৌ গন্ধাকৃষ্টেন বারণঃ।
করেণাঘ্রায় চিক্ষেপ তাং স্রজং ধরণীতলে ॥ ১০

বিভাবরী চক্রগদাধর দেব দিবস। বরপ্রদ বিষ্ণু বর, পদ্মবনালয়া বধূ। ভগবান নদস্বরূপী, শ্রী নদীরূপসংস্থিতি। পুণ্ডরীকাক্ষ ধ্বজ, কমলালয়া পতাকা। লক্ষ্মী তৃষ্ণা, জগৎস্বামী পর নারায়ণ লোভ। হে ধর্ম্মজ্ঞ! লক্ষ্মী-গোবিন্দই রতি ও রাগ। অতি বহূক্তির ফল কি, সংক্ষেপে এই বলিতেছি যে, দেবতির্য্যঙ্‌-মনুষ্যাদির মধ্যে পুরুষ নামে ভগবান্ হরি এবং স্ত্রীনামে লক্ষ্মী দেবী। উভয় ভিন্ন আর কিছুই নাই। ২২—৩২।

প্রথমাংশে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! তুমি এ স্থলে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, এই শ্রীসম্বন্ধ (ইতিহাস) আমি মরীচির নিকট শুনিয়াছি, শ্রবণ কর। হে ব্রহ্মন্! শঙ্করাংশ দুর্ব্বাসা ঋষি এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন বিদ্যাধরীর হস্তে সন্তানক পুষ্পের একটী দিব্য মালা দেখিতে পাইলেন; তাহার গন্ধে বাসিত হইয়া সেই বন বনচারিগণের অতি সেব্য হইয়াছিল। উন্মত্তব্রতধৃক্ বিপ্র মালাটী অতিশোভন দেখিয়া সেই বরারোহা বিদ্যাধরবধূর নিকট প্রার্থনা করেন। বিশালাক্ষী তন্বঙ্গী বিদ্যাধরাঙ্গনা যাচিত হইয়া সাদরে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহাকে মালা অর্পণ করিল। উন্মত্তরূপধৃক্ সেই বিপ্র মালাগ্রহণ ও মস্তকে স্থাপন করিয়া মেদিনী পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময় উন্মত্ত ঐরাবতস্থিত, ত্রৈলোক্যাধিপতি বেদ শচীপতিকে দেবগণের সহিত আসিতে দেখিলেন। উন্মত্তবৎ সেই মুনি স্বমস্তক হইতে ঐ উন্মত্তষট্পদা মালা গ্রহণপূর্ব্বক ক্ষেপণ করিয়া অমররাজকে দিলেন। মালা অমররাজ কর্ত্তৃক ঐরাবতমস্তকে ন্যস্ত হইয়া কৈলাসশিখরে জাহ্নবীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মদান্ধকারিতচক্ষু সেই হস্তী, গন্ধাকৃষ্ট শুণ্ড দ্বারা আঘ্রাণ করিয়া সেই স্রক্ ধরণীতলে ফেলিয়া

ততশ্চুক্রোধ ভগবান্ দুর্ব্বাসা মুনিসত্তমঃ।
মৈত্রেয় দেবরাজং তং ক্রুদ্ধশ্চৈতদুবাচ হ॥ ১১
ঐশ্বর্য্যমত্ত দুষ্টাত্মন্ অতিস্তব্ধোঽসি বাসব।
শ্রিয়ো ধাম স্রজং যস্ত্বং মদ্দত্তাং নাভিনন্দসি॥১২
প্রসাদ ইতি নোক্তন্তে প্রণিপাতপুরঃসরম্।
হর্ষোৎফুল্লকপোলেন ন চাপি শিরসা ধৃতা॥ ১৩
ময়া দত্তামিমাং মালাং যস্মান্ন বহু মন্যসে।
ত্রৈলোক্যশ্রীরতো মূঢ় বিনাশমুপযাস্যতি॥ ১৪
মাং মন্যতেঽন্যৈঃ সদৃশং নূনং শক্র ভবান্ দ্বিজৈঃ
অতোঽবমানমস্মাকং মানিনা ভবতা কৃতম্॥ ১৫
মদ্দত্তা ভবতা যস্মাৎ ক্ষিপ্তা মালা মহীতলে।
তস্মাৎ প্রনষ্টলক্ষ্মীকং ত্রৈলোক্যং তে ভবিষ্যতি॥
যস্য সংজাতকোপস্য ভয়মেতি চরাচরম্।
যং ত্বং মামতিগর্ব্বেণ দেবরাজাবমন্যসে॥ ১৭

পরাশর উবাচ।

মহেন্দ্রো বারণস্কন্ধাদবতীর্য্য ত্বরান্বিতঃ।
প্রসাদয়ামাস তদা দুর্ব্বাসসমকল্মষম্॥ ১৮
প্রসাদ্যমানঃ স তদা প্রণিপাতপুরঃসরম্।
প্রত্যুবাচ সহস্রাক্ষং দুর্ব্বাসা মুনিসত্তমঃ॥ ১৯
নাহং কৃপালুহৃদয়ো ন চ মাং ভজতে ক্ষমা।
অন্যে তে মুনয়ঃ শক্র দুর্ব্বাসসমবেহি মাম্॥ ২০
গৌতমাদিভিরন্যৈস্ত্বং গর্ব্বমাপাদিতো মুধা।
অক্ষান্তিসারসর্ব্বস্বং দুর্ব্বাসসমবেহি মাম্॥ ২১
বসিষ্ঠাদ্যৈর্দয়াসারৈঃ স্তোত্রং কুর্ব্বদ্ভিরুচ্চকৈঃ।
গর্ব্বং গতোঽসি যেনৈবং মামপ্যদ্যাবমন্যসে॥ ২২
জ্বলজ্জটাকলাপস্য ভৃকুটীকুটিলং মুখম্।
নিরীক্ষ্য কস্ত্রিভুবনে মম যো ন গতো ভয়ম্॥ ২৩
নাহং ক্ষমিষ্যে বহুনা কিমুক্তেন শতক্রতো।
বিড়ম্বনামিমাং ভূয়ঃ করোষ্যনুনয়াত্মিকাম্॥ ২৪

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ বিপ্রো দেবরাজোঽপি তং পুনঃ।
আরুহ্যৈরাবতং ব্রহ্মন্ প্রযযাবমরাবতীম্॥ ২৫
ততঃ প্রভৃতি নিঃশ্রীকং সশক্রং ভুবনত্রয়ম্।
মৈত্রেয়াসীদপধ্বস্তং সংক্ষীণৌষধিবীরুধম্॥ ২৬

দিল। ১—১০। হে মৈত্রেয়! তদনন্তর মুনিসত্তম ভগবান্ দুর্ব্বাসা ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া দেবরাজকে কহিলেন, "ঐশ্বর্য্যমত্ত! দুরাত্মন্! বাসব! তুমি অতি গর্ব্বিত হইয়াছ যে, আমার দেওয়া লক্ষ্মীর নিবাসভূতা মালাকে অভিনন্দন করিতেছ না। তুমি প্রণিপাত পুরঃসর "ইহা প্রসাদ" এ কথা বলিলে না এবং হর্ষোৎফুল্লকপোলে ইহাকে মস্তকে ধারণও করিলে না। রে মূঢ়! তুমি মদ্দত্ত এই মালাকে বহু বিবেচনা করিলে না, অতএব তোমার ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। শক্র! আমাকে নিশ্চয়ই অন্যান্য ব্রাহ্মণের সদৃশ বিবেচনা করিতেছ, এজন্যই আমার অবমাননা করা হইল। মদ্দত্ত মালা মহীতলে ক্ষিপ্ত হইল, এইজন্য তোমার ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী নষ্ট হইবে। হে দেবরাজ! আমার কোপে চরাচর ভয় প্রাপ্ত হয়, তুমি সেই আমাকে অবমাননা করিতেছ। পরাশর কহিলেন, মহেন্দ্র ত্বরান্বিত হইয়া বারণস্কন্ধ হইতে অবতীর্ণ হওত প্রণিপাত পুরঃসর নিষ্পাপ দুর্ব্বাসাকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। তখন প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রসাদ্যমান হইয়া মুনিসত্তম সেই দুর্ব্বাসা সহস্রাক্ষকে কহিলেন, আমি কৃপালুহৃদয় নহি, ক্ষমা আমাকে ভজনা করে না; হে শক্র! (যাহারা ক্ষমা করে) তাহারা অন্য মুনি; আমাকে দুর্ব্বাসা বলিয়া জানিও। তুমি গৌতমাদি অন্যান্য মুনিকর্তৃক বৃথাগর্ব্ব প্রাপিত হইয়াছ; আমাকে অক্ষান্তিসারসর্ব্বস্ব দুর্ব্বাসা বলিয়া জানিও। ১১—২১। বশিষ্ঠাদি দয়াসার ঋষির উচ্চস্তবে তুমি গর্ব্বিত হইয়াছ, তাহাতেই আমারও অদ্য অবমাননা করিতেছ। ত্রিভুবনে এমন কে আছে, যে আমার জ্বলজ্জটাকলাপ, ভৃকুটিকুটিল মুখ নিরীক্ষণ করিয়া ভয় প্রাপ্ত না হয়? শতক্রতো! অধিক বলিয়া কি হইবে, আমি ক্ষমা করিব না; তুমি পুনঃপুন অনুনয় করিতেছ, ইহা বিড়ম্বনা মাত্র। পরাশর কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! বিপ্র ইহা কহিয়া চলিয়া গেলেন, দেবরাজও ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক অমরাবতী গমন করিলেন। হে মৈত্রেয়! তদবধি শক্রসহিত ভুবনত্রয় নিঃশ্রীক, অপধ্বস্ত এবং

ন যজ্ঞাঃ সংপ্রবর্ত্তন্তে ন তপস্যন্তি তাপসাঃ।
ন চ দানাদিধর্ম্মেষু মনশ্চক্রে তদা জনঃ॥ ২৭
নিঃসত্ত্বাঃ সকলা লোকা লোভাদ্যুপহতেন্দ্রিয়াঃ।
স্বল্পেঽপি হি বভূবুস্তে সাভিলাষা দ্বিজোত্তম॥ ২৮
যতঃ সত্ত্বং ততো লক্ষ্মীঃ সত্ত্বং ভূত্যনুসারি চ।
নিঃশ্রীকাণাং কুতঃ সত্ত্বং বিনা তেন গুণাঃ কুতঃ ২৯
বলশৌর্য্যাদ্যভাবশ্চ পুরুষাণাং গুণৈর্ব্বিনা।
লঙ্ঘনীয়ঃ সমস্তস্য বলশৌর্য্যবিবর্জ্জিতঃ॥ ৩০
ভবত্যপধ্বস্তমতির্লঙ্ঘিতঃ প্রথিতঃ পুমান্।
এবমত্যন্তনিঃশ্রীকে ত্রৈলোক্যে সত্ত্ববর্জ্জিতে॥ ৩১
দেবান্ প্রতি বলোদ্যোগং চক্রুর্দ্দৈতেয়দানবাঃ।
লোভাভিভূতা নিঃশ্রীকা দৈত্যাঃ সত্ত্ববিবর্জ্জিতাঃ॥
শ্রিয়া বিহীনৈর্নিঃসত্ত্বৈর্দ্দেবৈশ্চক্রুস্ততো রণম্।
বিজিতাস্ত্রিদশা দৈত্যৈরিন্দ্রাদ্যাঃ শরণং যযুঃ॥ ৩৩
পিতামহং মহাভাগং হুতাশনপুরোগমাঃ।
যথাবৎ কথিতো দেবৈর্ব্রহ্মা প্রাহ ততঃ সুরান্॥ ৩৪

ব্রহ্মোবাচ।

পরাপরেশং শরণং ব্রজধ্বমসুরার্দ্দনম্।
উৎপত্তিস্থিতিনাশানামহেতুং হেতুমীশ্বরম্॥ ৩৫
প্রজাপতিপতিং বিষ্ণুমনন্তমপরাজিতম্।
প্রধানপুংসোরজয়োঃ কারণং কার্য্যভূতয়োঃ॥ ৩৬
প্রণতার্ত্তিহরং বিষ্ণুং স বঃ শ্রেয়ো বিধাস্যতি।
এবমুক্ত্বা সুরান্ সর্ব্বান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
ক্ষীরোদস্যোত্তরং তীরং তৈরেব সহিতো যযৌ॥৩৭
স গত্বা ত্রিদশৈঃ সর্ব্বৈঃ সমবেতঃ পিতামহঃ।
তুষ্টাব বাগ্‌ভিরিষ্টাভিঃ পরাপরপতিং হরিম্॥ ৩৮

ব্রহ্মোবাচ।

নমাম সর্ব্বং সর্ব্বেশমনন্তমজমব্যয়ম্।
লোকধামধরাধারমপ্রকাশমভেদিনম্॥ ৩৯
নারায়ণমণীয়াংসমশেষাণামণীয়সাম্।
সমস্তানাং গরিষ্ঠং যদ্‌ভূরাদীনাং গরীয়সাম্॥ ৪০
যত্র সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বমুৎপন্নং সংপুরঃসরম্।
সর্ব্বভূতশ্চ যো দেবঃ পরাণামপি যঃ পরঃ॥ ৪১
পরঃ পরস্মাৎ পুরুষাৎ পরমাত্মস্বরূপধৃক্।
যোগিভিশ্চিন্ত্যতে যোঽসৌ মুক্তিহেতুর্ম্মুমুক্ষুভিঃ॥

ওষধি ও লতা বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষীণ হইল। যজ্ঞ-সংপ্রবর্ত্ত হয় না, তাপসগণ তপস্যা করেন না, কোনও ব্যক্তি দানাদি ধর্ম্মে মনোযোগ করে না। হে. দ্বিজোত্তম! লোভাদি দ্বারা উপহতেন্দ্রিয় হইয়া সকল লোক নিঃসত্ত্ব এবং স্বল্প বিষয়ে সাভিলাষ হইতে লাগিল। যেখানে সত্ত্ব অর্থাৎ ধৈর্য্য, সেই স্থানেই লক্ষ্মী, ধৈর্য্য লক্ষ্মীরই অনুগামী, যাহারা নিঃশ্রীক তাহাদের সত্ত্ব কোথায়? আর সত্ত্ব ব্যতিরেকে গুণ সকলই বা কোথায় হইতে পারে? গুণ ব্যতিরেকে পুরুষের বল-শৌর্য্যাদির অভাব হয়, বলশৌর্য্যাদিবিবর্জ্জিত ব্যক্তি, সকলের লঙ্ঘনীয়। ২২—৩০। প্রথিত ব্যক্তিও লজ্বিত হইলে ছন্নমতি হইয়া পড়ে। ত্রৈলোক্য এইরূপ অত্যন্ত নিঃশ্রীক ও সত্ত্ব-বর্জ্জিত হইলে পর, দানবগণ দেবতাদের প্রতি বলোদ্‌যোগ করিতে লাগিল। তদনন্তর লোভাভি-ভূত নিঃশ্রীক সত্ত্ববর্জ্জিত দৈত্য সকল, শ্রীহীন নিঃসত্ত্ব দেবগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল এবং ইন্দ্রাদি ত্রিদশেরা দৈত্যদিগের দ্বারা বিজিত হইয়া হুতাশনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া মহাভাগ পিতামহের শরণ লইলেন। দেবতা সকল যথাবৎ বিবরণ কহিলে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা পরাপরেশ, অসুরার্দ্দন, উৎ-পত্তি-স্থিতি-নাশের হেতু, স্বয়ং অহেতু, ঈশ্বর, প্রজাপতি-পতি, অনন্ত, অপরাজিত, (অজ-কার্য্যভূত-প্রধান পুরুষের) কারণ ও প্রণতার্ত্তিহর বিষ্ণুর শরণাপন্ন হও। তিনি তোমাদের শ্রেয় বিধান করিবেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা সুর-বর্গকে এইরূপ কহিয়া তাঁহাদের সহিত ক্ষীরোদ-সিন্ধুর উত্তরতীরে গমন করেন। সেখানে গিয়া সমস্ত ত্রিদশসমবেত পিতামহ ইষ্টবাক্যে পরাপরপতি হরির স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, সমস্ত গরীয়ান্ বস্তুর গরীয়ান্, অণীয়ানের অণীয়ান্ নারায়ণ, অভেদী, অপ্রকাশ জগৎস্থিত প্রভাবশালীদিগের আধার, অজ, অব্যয়, অনন্ত, সর্ব্বেশ সর্ব্বকে আমরা নমস্কার করি। ৩১—৪০। যাঁহাতে সমস্ত, যাঁহা হইতে সংপুরঃসর সমস্ত উৎপন্ন, যে দেব সর্ব্বভূতময়, যিনি পর সকলের পর, পরপুরুষ

সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ।
স শুদ্ধঃ সর্ব্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু॥ ৪৩
কলাকাষ্ঠানিমেষাদিকালসূত্রস্য গোচরে।
যস্য শক্তির্ন শুদ্ধস্য প্রসীদতু স নো হরিঃ॥ ৪৪
প্রোচ্যতে পরমেশো হি যঃ শুদ্ধোঽপ্যপচারতঃ।
প্রসীদতু স নো বিষ্ণুরাত্মা যঃ সর্ব্বদেহিনাম্॥ ৪৫
যঃ কারণঞ্চ কার্য্যঞ্চ কারণস্যাপি কারণম্।
কার্য্যস্যাপি চ যঃ কার্য্যং প্রসীদতু স নো হরিঃ॥
কার্য্যকার্য্যস্য যঃ কার্য্যং তৎকার্য্যস্যাপি যঃ স্বয়ম্।
তৎকার্য্যকার্য্যভূতো যস্ততশ্চ প্রণতাঃ স্ম তম্॥৪৭
কারণং কারণস্যাপি তস্য কারণকারণম্।
তৎকারণানাং হেতুং ত্বাং প্রণতাঃ স্ম সুরেশ্বরম্॥
ভোক্তারং ভোজ্যভূতঞ্চ স্রষ্টারং সৃজ্যমেব চ।
কার্য্যং কর্ম্মস্বরূপং তৎ প্রণতাঃ স্ম পরং পদম্॥৪৯
বিশুদ্ধং বোধনং নিত্যমজমক্ষয়মব্যয়ম্।
অব্যক্তমবিকারং যৎ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ৫০
ন স্থূলং ন চ সূক্ষ্মং যৎ ন বিশেষণগোচরম্।
তৎপদং পরমং বিষ্ণোঃ প্রণমাম সদামলম্॥ ৫১
যস্যাযুতাযুতাংশাংশে বিশ্বশক্তিরিয়ং স্থিতা।
পরং ব্রহ্মস্বরূপং যৎ প্রণমামস্তমব্যয়ম্॥ ৫২
যন্ন দেবা ন মুনয়ো ন চাহং ন চ শঙ্করঃ।
জানন্তি পরমেশস্য তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥
যদ্‌যোগিনঃ সদোদ্যুক্তাঃ পুণ্যপাপক্ষয়েঽক্ষয়ম্।
পশ্যন্তি প্রণবে চিন্ত্যং তদ্বিষ্ণোঃ পরং পদম্॥ ৫৪
শক্তয়ো যস্য দেবস্য ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিকাঃ।
ভবন্ত্যভূতপূর্ব্বস্য তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ৫৫
সর্ব্বেশ সর্ব্বভূতাত্মন্ সর্ব্ব সর্ব্বাশ্রয়াচ্যুত।
প্রসীদ বিষ্ণো ভক্তানাং ব্রজ নো দৃষ্টিগোচরম্॥৫৬
ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য ব্রহ্মণস্ত্রিদশাস্ততঃ।
প্রণম্যোচুঃ প্রসীদেতি ব্রজ নো দৃষ্টিগোচরম্॥৫৭
যন্নায়ং ভগবান্ ব্রহ্মা জানাতি পরমং পদম্।
তন্নতাঃ স্ম জগদ্ধাম তব সর্ব্বগতাচ্যুত॥ ৫৮

হইতে পর ও পরমাত্মস্বরূপধৃক্, মুমুক্ষু যোগিগণ যে মুক্তিহেতুকে চিন্তা করেন, এবং ঈশে সত্ত্বাদিপ্রাকৃত গুণ নাই, সমস্ত শুদ্ধ অপেক্ষা শুদ্ধ সেই আদ্যপুরুষ প্রসন্ন হউন। যে শুদ্ধস্বরূপের শক্তি (লক্ষ্মী) কলাকাষ্ঠানিমেষাদি কালসূত্রের গোচরে নাই, সেই হরি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি শুদ্ধ হইয়াও উপচারতঃ পরমেশ (লক্ষ্মীপতি) নামে কথিত হন এবং যিনি সর্ব্ব দেহীর আত্মা, সেই বিষ্ণু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি কারণ ও কারণেরও কারণ, যিনি কার্য্য ও কার্য্যেরও কার্য্য, সেই হরি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি কার্য্যকার্য্যের কার্য্য (ভূতসূক্ষ্ম-সর্গ), সেই কার্য্যেরও কার্য্য (মহাভূত সর্গ), তৎকার্য্য-কার্য্য-ভূত (দক্ষাদি সর্গ) এবং তৎপরবর্ত্তীও (উহাদের পুত্রপৌত্রাদিও) যিনি স্বয়ং, তাঁহার প্রতি আমরা প্রণত হই। কারণেরও কারণ (ব্রহ্মাণ্ড), তাহার কারণের কারণ (ভূতসূক্ষ্ম), তাহার কারণ সকলের হেতু (প্রধান ভূত স্বরূপ) তোমাকে নমস্কার করি। ভোক্তা, ভোজ্যভূত, স্রষ্টা, সৃজ্য, কার্য্য, কর্ম্মস্বরূপ সেই পরমপদে আমরা প্রণত হই। যাহা বিশুদ্ধ, বোধন, নিত্য, অজ, অক্ষয়, অব্যয়, অব্যক্ত ও অবিকার, তাহা বিষ্ণুর পরমপদ। ৪১—৫০। যাহা স্থূল নয়, সূক্ষ্ম নয় ও বিশেষণের গোচর নয়, বিষ্ণুর সদা অমল সেই পরমপদকে আমরা প্রণাম করি। এই বিশ্বশক্তি যাহার (রজোগুণে) স্থিত এবং যাহা পরম ব্রহ্মস্বরূপ, সেই অব্যয়কে প্রণাম করি। দেবগণ, মুনিগণ, আমি বা শঙ্কর কেহই যাহাকে জানেন না, তাহাই পরমেশ বিষ্ণুর পরম পদ। সদোদ্যুক্ত যোগিগণ পুণ্যপাপক্ষয়ে প্রণবে চিন্তনীয় যে অক্ষয়কে অবলোকন করেন, তাহা বিষ্ণুর পরমপদ। যে অভূতপূর্ব্ব দেহের শক্তি সকলই ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি হন,তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। হে সর্ব্বেশ! সর্ব্বভূতাত্মন্! সর্ব্ব সর্ব্বাশ্রয়াচ্যুত বিষ্ণো! প্রসন্ন হও, আমরা তোমার ভক্ত; আমাদের দৃষ্টিগোচর হও! ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া ত্রিদশগণ প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, প্রসন্ন হও, আমাদের দৃষ্টিগোচর হও। হে সর্ব্বগতাচ্যুত! এই ভগবান্ ব্রহ্মাও যাহা জানেন না, তোমার সেই জগদ্ধাম পরমপদে

ইত্যন্তে বচসস্তেষাং দেবানাং ব্রহ্মণস্তথা।
উচুর্দ্দেবর্ষয়ঃ সর্ব্বে বৃহস্পতিপুরোগমাঃ॥ ৫৯
আদ্যো যজ্ঞপুমানীড্যো যঃ সর্ব্বেষাঞ্চ পূর্ব্বজঃ।
তং নতাঃ স্ম জগৎ স্রষ্টুঃ স্রষ্টারমবিশেষণম্॥ ৬০
ভগবন্ ভূতভব্যেশ জগন্মূর্ত্তিধরাব্যয়।
প্রসীদ প্রণতানাং ত্বং সর্ব্বেষাং দেহি দর্শনম্॥ ৬১
এষ ব্রহ্মা তথৈবায়ং সহ রুদ্রৈস্ত্রিলোচনঃ।
সর্ব্বাদিত্যৈঃ সমং পূষা পাবকোঽয়ং সহাগ্নিভিঃ।
অশ্বিনৌ বসবশ্চেমে সর্ব্বে চৈতে মরুদ্গণাঃ।
সাধ্যা বিশ্বে তথা দেবা দেবেন্দ্রশ্চায়মীশ্বরঃ॥ ৬৩
প্রণামপ্রবণা নাথ দৈত্যসৈন্যপরাজিতাঃ।
শরণং ত্বামনুপ্রাপ্তাঃ সমস্তা দেবতাগণাঃ॥ ৬৪

পরাশর উবাচ।

এবং সংস্তূয়মানস্তু ভগবান্ শঙ্খচক্রধৃক্।
জগাম দর্শনং তেষাং মৈত্রেয় পরমেশ্বরঃ॥ ৬৫
তং দৃষ্ট্বা তে তদা দেবাঃ শঙ্খচক্রগদাধরম্।
অপূর্ব্বরূপসংস্থানং তেজসাং রাশিমূর্জ্জিতম্॥৬৬
প্রণম্যপ্রণতাঃ পূর্ব্বং সংক্ষোভ স্তিমিতেক্ষণাঃ।
তুষ্টুবুঃ পুণ্ডরীকাক্ষং পিতামহপুরোগমাঃ॥ ৬৭

দেবা উচুঃ।

নমো নমোঽবিশেষস্ত্বং ত্বং ব্রহ্মা ত্বং পিনাকধৃক্।
ইন্দ্রস্ত্বমগ্নিঃ পবনো বরুণঃ সবিতা যমঃ॥ ৬৮
বসবো মরুতঃ সাধ্যা বিশ্বে দেবগণা ভবান্।
যোঽয়ং তবাগতো দেব সমীপং দেবতাগণঃ॥ ৬৯
স ত্বমেব জগৎস্রষ্টা যতঃ সর্ব্বগতো ভবান্।
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কারস্ত্বমোঙ্কারঃ প্রজাপতিঃ॥ ৭০
বেদ্যাবেদ্যঞ্চ সর্ব্বাত্মন্ ত্বন্ময়ঞ্চাখিলং জগৎ।
ত্বামত্র শরণং বিষ্ণো প্রযাতা দৈত্যনির্জ্জিতাঃ॥ ৭১
বয়ং প্রসীদ সর্ব্বাত্মন্ তেজসাপ্যায়য়স্ব নঃ।
তাবদার্ত্তিস্তথা বাঞ্ছা তাবন্মোহস্তথাসুখম্॥ ৭২
যাবন্নয়াতি শরণং ত্বামশেষাঘনাশনম্।
তং প্রসাদং প্রসন্নাত্মন্ প্রপন্নানাং কুরুষ নঃ॥৭৩
তেজসাং নাথ সর্ব্বেষাং স্বশক্ত্যাপ্যায়নং কুরু॥ ৭৪

পরাশর উবাচ।

এবং সংস্তূয়মানস্তু প্রণতৈরমরৈর্হরিঃ।
প্রসন্নদৃষ্টির্ভগবানিদমাহ স বিশ্বকৃৎ॥ ৭৫

আমরা প্রণত হইলাম।৫১—৫৮। ব্রহ্মা ও দেবগণের বাক্যাবসানে বৃহস্পতি-পুরোগম দেবর্ষি সকল বলিয়াছিলেন, যিনি আদ্য, যজ্ঞপুমান্, স্তবনীয় সকলের পূর্ব্বজ জগৎস্রষ্টার স্রষ্টা এবং অবিশেষণ তাঁহার প্রতি প্রণত হই। হে ভগবন্! ভূত ভব্যেশ! জগন্মূর্ত্তিধর অব্যয়! প্রসন্ন হও, সমস্ত প্রণতদিগকে দর্শন দাও। এই ব্রহ্মা, রুদ্রগণ সহ এই ত্রিলোচন, সর্ব্বাদিত্য সহ সূর্য্য, সকলাগ্নি সহিত এই পাবক, অশ্বিনীদ্বয়, বসুগণ, সমস্ত মরুৎ, সাধ্যগণ, বিশ্বগণ, দেবগণ এবং এই ঈশ্বর দেবেন্দ্র, হে নাথ! দৈত্যসৈন্য-পরাজিত এই সমস্ত দেবতাগণ প্রণাম নত হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছেন। পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! শঙ্খচক্রধর ভগবান্ পরমেশ্বর এইরূপে সংস্তূয়মান হইয়া তাঁহাদের দর্শনগোচর হইলেন। তখন সংক্ষোভ জন্য নিস্পন্দলোচন পিতামহপুরোগম দেবগণ শঙ্খচক্রগদাধর, অপূর্ব্ব-রূপসম্পন্ন ঊর্জ্জিততেজোরাশি সেই পুণ্ডরী-কাক্ষকে দেখিয়া পূর্ব্বাবধি প্রণত হইলেও পুন-র্ব্বার প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন, হে দেব! নমো নমঃ। তুমি অবিশেষ তুমি ব্রহ্মা, তুমি পিনাকধর, তুমি ইন্দ্র অগ্নি, পবন, মরুৎ, সবিতা ও যম। তুমি বসু-গণ, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ ও বিশ্বদেবগণ; এই যে দেবগণ তোমার সমীপে আগত, তাহাও তুমি। যেহেতু জগৎস্রষ্টা তুমি সর্ব্বগত। তুমি যজ্ঞ, তুমি বষট্কার। তুমি ওঙ্কার ও প্রজাপতি হে সর্ব্বাত্মন্! বেদ্যাবেদ্যময় অখিল জগৎও ত্বন্ময়। হে বিষ্ণো! আমরা দৈত্য দ্বারা পরাজিত হইয়া এস্থলে তোমার শরণাগত হইয়াছি। হে সর্ব্বাত্মন্! প্রসন্ন হও, তেজ দ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িত কর। আর্ত্তি, বাঞ্ছা, মোহ ও অসুখ সেই পর্য্যন্ত, যতক্ষণ অশেষপাপনাশন তোমার শরণাপন্ন না হওয়া যায়। অতএব হে প্রসন্না-ত্মন্! প্রপন্ন আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর হে নাথ! স্বশক্তি (লক্ষ্মী) দ্বারা সকলের তেজ বর্দ্ধন কর। ৫৯—৭৪। পরাশর কহিলেন, প্রণত অমরগণ কর্তৃক এইরূপ সংস্তূয়মান হইয়া

শ্রীভগবানুবাচ।

তেজসো ভবতাং দেবাঃ করিষ্যাম্যুপবৃংহণম্।
বদাম্যহং যৎ ক্রিয়তাং ভবদ্ভিস্তদিদং সুরাঃ॥ ৭৬
আনীয় সহিতা দৈত্যৈঃ ক্ষীরাব্ধৌ সকলৌষধীঃ।
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা তু বাসুকিম্॥ ৭৭
মথ্যতামমৃতং দেবাঃ সহায়ে ময্যবস্থিতে।
সামপূর্ব্বঞ্চ দৈতেয়াস্তত্র সাহায্যকর্ম্মণি॥ ৭৮
সামান্যফলভোক্তারো যূয়ং বাচ্যা ভবিষ্যথ।
মথ্যমানে চ তত্রাব্ধৌ যৎ সমুৎপদ্যতেঽমৃতম্॥ ৭৯
তৎপানাদ্ বলিনো যূয়মমরাশ্চ ভবিষ্যথ।
তথা চাহং করিষ্যামি যথা ত্রিদশবিদ্বিষঃ।
ন প্রাপ্স্যন্ত্যমৃতং দেবাঃ কেবলং ক্লেশভাগিনঃ॥৮০

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তা দেবদেবেন সর্ব্ব এব ততঃ সুরাঃ।
সন্ধানমসুরৈঃ কৃত্বা যত্নবন্তোঽমৃতেঽভবন্॥ ৮১
নানৌষধীঃ সমানীয় দেবদৈতেয়দানবাঃ।
ক্ষিপ্ত্বা ক্ষীরাব্ধিপয়সি শরদভ্রামলত্বিষি॥ ৮২
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা চ বাসুকিম্।
ততো মথিতুমারব্ধা মৈত্রেয় তরসামৃতম্॥ ৮৩
বিবুধাঃ সহিতাঃ সর্ব্বে যতঃ পুচ্ছং ততঃ কৃতাঃ।
কৃষ্ণেন বাসুকের্দৈত্যাঃ পূর্ব্বকায়ে নিবেশিতাঃ॥ ৮৪
তে তস্য ফণনিশ্বাস-বহ্নিনাপহতত্বিষঃ।
নিস্তেজসোঽসুরাঃ সর্ব্বে বভূবুরমিতদ্যুতে॥ ৮৫
তেনৈব মুখনিশ্বাস-বায়ুনাস্তবলাহকৈঃ।
পুচ্ছপ্রদেশে বর্ষদ্ভিস্তথা চাপ্যায়িতাঃ সুরাঃ॥ ৮৬
ক্ষীরোদমধ্যে ভগবান্ কূর্ম্মরূপী স্বয়ং হরিঃ।
মন্থানাদ্রেরধিষ্ঠানং ভ্রমতোঽভূন্মহামুনে॥ ৮৭
রূপেণান্যেন দেবানাং মধ্যে চক্রগদাধরঃ।
চকর্ষ ভোগিরাজানং দৈত্যমধ্যে পরেণ চ॥ ৮৮
উপর্য্যাক্রান্তবান্ শৈলং বৃহদ্রূপেণ কেশবঃ।
তথাপরেণ মৈত্রেয় যন্ন দৃষ্টং সুরাসুরৈঃ॥ ৮৯
তেজসা নাগরাজানং তথাপ্যায়িতবান্ হরিঃ।
অন্যেন তেজসা দেবানুপবৃংহিতবান্ বিভুঃ॥ ৯০
মথ্যমানে ততস্তস্মিন্ ক্ষীরাব্ধৌ দেবদানবৈঃ।

সেই বিশ্বকৃৎ ভগবান্ প্রসন্ননয়নে বলিতে লাগিলেন। ভগবান্ কহিলেন, হে দেব সকল! তোমাদের তেজের উপবৃংহণ (পুষ্টি সাধন) করিব, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা কর। দৈত্যগণের সহিত ক্ষীরাব্ধিতে সকল ওষধি আনিয়া (নিক্ষেপপূর্ব্বক) এবং মন্দরকে মন্থন (মাথানি) ও বাসুকিকে নেত্র (মন্থনরজ্জু) করিয়া, আমার সাহায্যে অমৃত মন্থন কর। সাহায্যের নিমিত্ত দৈতেয়দিগকে সামপূর্ব্বক বল যে, "তোমরা সামান্য ফলভোক্তা (সমান ফলভাগী) হইবে। সমুদ্র মথিত হইলে যে অমৃত উৎপন্ন হইবে; তাহা পানে তোমরা এবং আমরা বলবান্ হইব।" তৎপরে আমি এরূপ করিব যাহাতে দেবদ্বেষিগণ অমৃত না পাইয়া কেবল ক্লেশভাগী হয়। ৭৫—৮০। পরাশর কহিলেন, দেবদেব এইরূপ বলিলে সুরগণ অসুরগণের সহিত সন্ধি করিয়া অমৃতের জন্য যত্নবান্ হইলেন। হে মৈত্রেয়! দেব দৈতেয় দানবেরা নানা ওষধি আনয়ন করত শরৎকালের মেঘের ন্যায় নির্ম্মলকান্তিবিশিষ্ট ক্ষীরাব্ধিপয়োমধ্যে নিক্ষেপপূর্ব্বক মন্দরকে মন্থান ও বাসুকিকে নেত্র করিয়া সত্বর অমৃত মন্থন আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণ দেবতা সকলকে পুচ্ছের দিকে এবং দৈতেয় সকলকে বাসুকির পূর্ব্বকায়ে নিযুক্ত করিলেন। হে মহাদ্যুতে! অসুরেরা সেই ফণীর শ্বাসবহ্নি দ্বারা নষ্টকান্তি হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িল এবং তাহার মুখের নিশ্বাসবায়ু দ্বারা ক্ষিপ্ত মেঘ সকল পুচ্ছদেশে গিয়া বর্ষণ করায়, তাহাতে দেবতা সকল আপ্যায়িত হইতে লাগিলেন। হে মহামুনে! ভগবান হরি স্বয়ং কূর্ম্মরূপী হইয়া ক্ষীরোদ মধ্যে ভ্রাম্যমাণ মন্থানাদ্রির অধিষ্ঠান হইলেন। চক্রগদাধর অন্যরূপে দেবগণের মধ্যে ও অপর একরূপে দৈত্য মধ্যে থাকিয়া সর্পরাজকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে মৈত্রেয়! কেশব সুরাসুরের অদৃষ্ট অন্য এক বৃহৎরূপে শৈলের উপরিভাগে আক্রমণ করিয়া রহিলেন। বিভু হরি তেজ দ্বারা নাগরাজকে আপ্যায়িত এবং অন্য তেজ দ্বারা দেবগণকে পুষ্ট করিলেন। ৮১—৯০। তদনন্তর দেবদানব কর্ত্তৃক ক্ষীরাব্ধি মথ্যমান

হরির্ধামাভবং পূর্ব্বং সুরভিঃ সুরপূজিতা ॥ ৯১
জগ্মুর্মুদং ততো দেবা দানবাশ্চ মহামুনে।
ব্যাক্ষিপ্তচেতসশ্চৈব বভূবু স্তমিতেক্ষণাঃ ॥ ৯২
কিমেতদিতি সিদ্ধানাং দিবি চিন্তয়তাং ততঃ।
বভূব বারুণী দেবী মদাঘূর্ণিতলোচনা ॥ ৯৩
কৃতাবর্ত্তাং ততস্তস্মাং ক্ষীরোদাদ্ বাসয়ন্ জগং।
গন্ধেন পারিজাতোহভূদ্ দেবস্ত্রীনন্দনস্তরুঃ ॥ ৯৪
রূপৌদার্য্যগুণোপেতস্ততশ্চাপ্সরসাং গণঃ।
ক্ষীরোদধেঃ সমুংপন্নো মৈত্রেয় পরমাদ্ভুতঃ ॥ ৯৫
ততঃ শীতাংশুরভবদ্ জগৃহে তং মহেশ্বরঃ।
জগৃহুশ্চ বিষং নাগাঃ ক্ষীরোদাচ্চ সমুত্থিতম্ ॥ ৯৬
ততো ধন্বন্তরির্দেবঃ শ্বেতাম্বরধরঃ স্বয়ম্।
বিভ্রং কমণ্ডলুং পূর্ণমমৃতস্য সমুত্থিতঃ ॥ ৯৭
ততঃ স্বস্থমনস্কাস্তে সর্ব্বে দৈতেয়দানবাঃ।
বভূবুর্মুদিতাঃ সর্ব্বে মৈত্রেয় মুনিভিঃ সহ ॥ ৯৮
ততঃ স্ফুরংকান্তিমতী বিকাসিকমলে স্থিতা।
শ্রীর্দ্দেবী পয়সস্তস্মাদুত্থিতা ধৃতপঙ্কজা ॥ ৯৯

হইলে প্রথমে হবির্ধাম সুরপূজিতা সুরভি উৎপন্না হইলেন। হে মহামুনে! তখন দেবদানব আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া ব্যাক্ষিপ্তচেতা (তল্লোভাকৃষ্টমনা) এবং নিষ্পন্দলোচন হইলেন। তদনন্তর স্বর্গে সিদ্ধগণ "ইহা কি" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মদাঘূর্ণিতলোচনা বারুণী দেবী জন্মিলেন। তংপরে সেই কৃতাবর্ত্ত ক্ষীরোদ হইতে দেবস্ত্রী-নন্দন পারিজাত তরু গন্ধে জগং বাসিত করিতে করিতে উত্থিত হইল। হে মৈত্রেয়! তদনন্তর ক্ষীরসিন্ধু হইতে রূপৌদার্য্যগুণযুক্ত পরমাদ্ভুত অপ্সরোগণ উংপন্ন হইল। তাহার পর শীতাংশু হইলেন, তাঁহাকে মহাদেব গ্রহণ করেন এবং নাগ সকল ক্ষীরোদসমুত্থিত বিষ গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর শ্বেতাম্বরধর দেব ধন্বন্তরি স্বয়ং অমৃত-কমণ্ডলু ধারণ করিয়া সমুত্থিত হইলেন। হে মৈত্রেয়। তখন দৈতেয় দানবেরা স্বস্থমনস্ক এবং মুনিগণের সহিত সকলে আনন্দিত হইলেন। তাহার পর দেদীপ্যমান কান্তিমতী বিকশিত কমলে স্থিতা ধৃতপঙ্কজা লক্ষ্মীদেবী সেই পয়ঃ হইতে উত্থিত হইলেন। ৯১—৯৯।

তাং তুষ্টুবুর্ম্মুদা যুক্তাঃ শ্রীসূক্তেন মহর্ষয়ঃ।
বিশ্বাবসুমুখাস্তস্যা গন্ধর্ব্বাঃ পুরতো জগুঃ ॥ ১০০
ঘৃতাচীপ্রমুখা ব্রহ্মন্ ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তোয়ৈঃ স্নানার্থমুপতস্থিরে ॥ ১০১
দিগ্গজা হেমপাত্রস্থমাদায় বিমলং জলম্।
স্নাপয়াঞ্চক্রিরে দেবীং সর্ব্বলোকমহেশ্বরীম্ ॥ ১০২
ক্ষীরোদো রূপধৃক্ তস্যৈ মালামম্লানপঙ্কজাম্।
দদৌ বিভূষণান্যঙ্গে বিশ্বকর্ম্মা চকার চ ॥ ১০৩
দিব্যমালাম্বরধরা স্নাতা ভূষণভূষিতা।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং যযৌ বক্ষস্থলং হরেঃ ॥ ১০৪
তয়াবলোকিতা দেবা হরিবক্ষঃস্থলস্থয়া।
লক্ষ্ম্যা মৈত্রেয় সহসা পরাং নির্বৃতিমাগতাঃ ॥ ১০৫
উদ্বেগং পরমং জগ্মুর্দৈত্যা বিষ্ণুপরাঙ্মুখাঃ।
ত্যক্তা লক্ষ্ম্যা মহাভাগ বিপ্রচিত্তিপুরোগমাঃ ॥ ১০৬
ততস্তে জগৃহুর্দৈত্যা ধন্বন্তরিকরে স্থিতম্।
কমণ্ডলুং মহাবীর্য্যা যত্রাস্তে তদ্ দ্বিজামৃতম্ ॥ ১০৭
মায়য়া লোভয়িত্বা তান্ বিষ্ণুঃ স্ত্রীরূপমাস্থিতঃ।

মহর্ষিগণ আনন্দিত হইয়া শ্রীসূক্তে তাঁহার স্তব করিলেন। বিশ্বাবসুমুখ গন্ধর্ব্ব সকল তাঁহার সম্মুখে গান করিতে লাগিলেন। হে ব্রহ্মন্। ঘৃতাচী প্রমুখ অপ্সরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিল। গঙ্গাদি সরিং সকল স্নানার্থ উপস্থিত হইলেন এবং দিগ্গজগণ হেমপাত্রস্থ বিমল জল গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বলোকমহেশ্বরী দেবীকে স্নান করাইলেন। ক্ষীরোদ রূপধারী হইয়া তাঁহাকে অম্লানপঙ্কজা মালা দান করিলেন এবং বিশ্বকর্ম্মা অঙ্গে বিভূষণ করিয়া দিলেন। তিনি স্নাতা, ভূষণভূষিতা ও দিব্যমালাম্বরধরা হইয়া সর্ব্বদেবগণের সমক্ষে হরির বক্ষঃস্থল আশ্রয় করিলেন। হে মৈত্রেয়! হরিবক্ষঃস্থলস্থিতা সেই লক্ষ্মী দেবগণকে অবলোকন করায় তাঁহারা পরম নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইলেন। হে মহাভাগ! বিষ্ণুপরাঙ্মুখ, বিপ্রচিত্তিপুরোগম দৈত্যেরা লক্ষ্মী কর্ত্তৃক ত্যক্ত হইয়া পরম উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। হে দ্বিজ! তংপরে সেই দৈত্যগণ ধন্বন্তরিহস্তস্থিত কমণ্ডলু ধারণ করিল; তাহাতে অমৃত ছিল। তখন বিভু বিষ্ণু স্ত্রীরূপ ধারণ ও তাহাদিগকে মায়া দ্বারা

দানবেভ্যস্তদাদায় দেবেভ্যঃ প্রদদৌ বিভুঃ ॥ ১০৮
ততঃ পপুঃ সুরগণাঃ শক্রাদ্যাস্তৎ তদামৃতম্।
উদ্যতায়ুধনিস্ত্রিংশা দৈত্যাস্তাংশ্চ সমভ্যয়ুঃ ॥১০৯
পীতেঽমৃতে চ বলিভির্দ্দেবৈর্দ্দৈত্যচমূস্তদা।
বধ্যমানা দিশো ভেজে পাতালং তু বিবেশ বৈ ॥
তদা দেবা মুদা যুক্তাঃ শঙ্খচক্রগদাভৃতম্।
প্রণিপত্য যথাপূর্ব্বম্ আশাসত ত্রিপিষ্টপম্ ॥ ১১১
ততঃ প্রসন্নভাঃ সূর্য্যঃ প্রযযৌ স্বেন বর্ত্মনা।
জ্যোতীংষি চ যথামার্গং প্রযযুর্মুনিসত্তম ॥ ১১২
জজ্বাল ভগবাংশ্চোচ্চৈশ্চারুদীপ্তির্বিভাবসুঃ।
ধর্ম্মে চ সর্ব্বভূতানাং তদা মতিরজায়ত ॥ ১১৩
ত্রৈলোক্যঞ্চ শ্রিয়া জুষ্টং বভূব মুনিসত্তম।
শক্রশ্চ ত্রিদশশ্রেষ্ঠঃ পুনঃ শ্রীমানজায়ত ॥ ১১৪
সিংহাসনগতঃ শক্রঃ সংপ্রাপ্য ত্রিদিবং পুনঃ।
দেবরাজ্যে স্থিতো দেবীং তুষ্টাবাব্জকরাং ততঃ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

নমস্যে সর্ব্বভূতানাং জননীমব্জসম্ভবাম্।
শ্রিয়মুন্নিদ্রপদ্মাক্ষীং বিষ্ণোর্ব্বক্ষঃস্থলস্থিতাম্ ॥১১৬
ত্বং সিদ্ধিস্ত্বং সুধা স্বাহা স্বধা ত্বং লোকপাবনি।
সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা ভূতির্ম্মেধা শ্রদ্ধা সরস্বতী ॥১১৭
যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে।
আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনী ॥ ১১৮
আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিস্ত্বমেব চ।
সৌম্যাসৌম্যৈর্জ্জগদ্রূপৈস্ত্বয়ৈতদ্দেবি পূরিতম্ ॥
কা ত্বন্যা ত্বামৃতে দেবি সর্ব্বযজ্ঞময়ং বপুঃ।
অধ্যাস্তে দেবদেবস্য যোগিচিন্ত্যং গদাভৃতঃ ॥ ১২০
ত্বয়া দেবি পরিত্যক্তং সকলং ভুবনত্রয়ম্।
বিনষ্টপ্রায়মভবং ত্বয়েদানীং সমেধিতম্ ॥ ১২১
দারপুত্রাস্তথাগারং সুহৃদ্ধান্যধনাদিকম্।
ভবত্যেতন্মহাভাগে নিত্যং তদ্বীক্ষণান্নৃণাম্ ॥
শরীরারোগ্যমৈশ্বর্য্যমরিপক্ষক্ষয়ঃ সুখম্।
দেবি ত্বদ্দৃষ্টিদৃষ্টানাং পুরুষাণাং ন দুর্ল্লভম্ ॥ ১২৩
ত্বং মাতা সর্ব্বভূতানাং দেবদেবো হরিঃ পিতা।
ত্বয়ৈতদ্বিষ্ণুনা চাদ্য জগদ্ব্যাপ্তং চরাচরম্ ॥১২৪

প্রলোভিত করিয়া সেই অমৃতভাণ্ড গ্রহণ করত দেবতাদিগকে প্রদান করিলেন। তদনন্তর শক্রাদি সুরগণ অমৃত পানপূর্ব্বক উদ্যতায়ুধ-নিস্ত্রিংশ হইয়া দৈত্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। ১০০—১০৯। অমৃতপানে বলবান্ দেবগণ কর্ত্তৃক দৈত্যচমূ বধ্যমান হইয়া দিকে দিকে পলায়ন ও পাতালে প্রবেশ করিল। তখন দেবতা সকল আনন্দিত হইয়া শঙ্খচক্রগদাভৃৎকে প্রণামপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ ত্রিপিষ্টপ (স্বর্গরাজ্য) শাসন করিতে লাগিলেন। হে মুনিসত্তম! তৎ-পরে সূর্য্য প্রসন্নদীপ্তি হইয়া স্ববর্ত্মে গমন ও জ্যোতির্গণ যথামার্গে গমন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বিভাবসু চারুদীপ্তিতে জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সকলেরই তখন ধর্ম্মে মতি হইয়াছিল। হে মুনিসত্তম! ত্রৈলোক্য, শ্রীযুক্ত ও ত্রিদশশ্রেষ্ঠ শক্রও পুনর্ব্বার শ্রীমান্ হইলেন। তদনন্তর শক্র পুনর্ব্বার ত্রিদিব প্রাপ্ত হওয়ায় দেবরাজ্যে স্থিত ও সিংহাসনগত হইয়া পদ্মহস্তা দেবীকে (লক্ষ্মীকে) স্তব করিয়াছিলেন।১১০—১১৫। ইন্দ্র কহিলেন, সর্ব্বভূতের জননী, অব্জসম্ভবা, উন্নিদ্রপদ্মলোচনা, বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল-স্থিতা লক্ষ্মীকে নমস্কার করি। অয়ি লোক-পাবনি! তুমি সিদ্ধি, তুমি সুধা, তুমি স্বাহা ও স্বধা, সন্ধ্যা, রাত্রি প্রভা, ভূতি, মেধা, শ্রদ্ধা ও সরস্বতী। অয়ি শোভনে দেবি! তুমি যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা এবং বিমুক্তি-ফলদায়িনী আত্মবিদ্যা। তুমিই আন্বিক্ষিকী (তর্কবিদ্যা), ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি। হে দেবি! তোমারই সৌম্যাসৌম্য রূপে এই জগৎ পূরিত। দেবি! তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ স্ত্রী গদাভৃৎ দেবদেবের সর্ব্বযজ্ঞময় যোগিচিন্ত্য শরীরে বাস করে? হে দেবি! তুমি পরিত্যাগ করায় সকল ভুবনত্রয় বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। ইদানীং তোমা দ্বারাই সংবর্দ্ধিত হইল। অয়ি মহাভাগে! তোমার দৃষ্টিমাত্রে মনুষ্যদিগের দারা, পুত্র, আগার, সুহৃদ্ ও ধনধান্যাদি হইয়া থাকে। দেবি! তোমার দৃষ্টিদৃষ্ট পুরুষদিগের পক্ষে শরীরের আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, অরিপক্ষক্ষয় ও সুখ কিছুই দুর্লভ নহে। তুমি সর্ব্বভূতের মাতা ও দেবদেব হরি পিতা; তোমাদের উভ-

মা নঃ কোশং তথা গোষ্ঠং মা গৃহং মা পরিচ্ছদম্
মা শরীরং কলত্রঞ্চ ত্যজেথাঃ সর্ব্বপাবনি ॥ ১২৫
মা পুত্রান্ মা সুহৃদ্বর্গং মা পশূন্ মা বিভূষণম্।
ত্যজেথা মম দেবস্য বিষ্ণোর্ব্বক্ষঃস্থলালয়ে ॥ ১২৬
সত্ত্বেন সত্যশৌচাভ্যাং তথা শীলাদিভির্গুণৈঃ।
ত্যজ্যন্তে তে নরাঃ সদ্যঃ সন্ত্যক্তা যে ত্বয়ামলে ॥
ত্বয়াবলোকিতাঃ সদ্যঃ শীলাদ্যৈরখিলৈর্গুণৈঃ।
কুলৈশ্বর্য্যৈশ্চ যুহন্তে পুরুষা নির্গুণা অপি ॥১২৮
স শ্লাঘ্যঃ স গুণী ধন্যঃ স কুলীনঃ স বুদ্ধিমান্।
স শূরঃ স চ বিক্রান্তো যস্ত্বয়া দেবি বীক্ষিতঃ॥১২৯
সদ্যো বৈগুণ্যমায়ান্তি শীলাদ্যাঃ সকলা গুণাঃ।
পরাঙ্মুখী জগদ্ধাত্রি যস্য ত্বং বিষ্ণুবল্লভে ॥ ১৩০
ন তে বর্ণয়িতুং শক্তা গুণান্ জিহ্বাপি বেধসঃ।
প্রসীদ দেবি পদ্মাক্ষি মাস্মাংস্ত্যাক্ষীঃ কদাচন ॥

পরাশর উবাচ।

এবং শ্রীঃ সংস্তুতা সম্যক্ প্রাহ দেবী শতক্রতুম্
শৃণ্বতাং সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বভূতস্থিতা দ্বিজ ॥ ১৩২

শ্রীরুবাচ।

পরিতুষ্টাস্মি দেবেশ স্তোত্রেনানেন তে হরে।
বরং বৃণীষ যস্ত্বিষ্টো বরদাহং তবাগতা ॥ ১৩৩

ইন্দ্র উবাচ।

বরদা যদি মে দেবি বরার্হো যদি বাপ্যহম্।
ত্রৈলোক্যং ন ত্বয়া ত্যাজ্যমেষ মেহস্তু বরঃ পরঃ ॥
স্তোত্রেণ যস্তথৈতেন ত্বাং স্তোষ্যত্যব্ধিসম্ভবে।
স ত্বয়া ন পরিত্যাজ্যো দ্বিতীয়োঽস্তু বরো মম ॥

শ্রীরুবাচ।

ত্রৈলোক্যং ত্রিদশশ্রেষ্ঠ ন সংত্যক্ষ্যামি বাসব।
দত্তো বরো ময়া যস্তে স্তোত্রারাধনতুষ্টয়া ॥ ১৩৬
যশ্চ সায়ং তথা প্রাতঃ স্তোত্রেণানেন মানবঃ।
মাং স্তোষ্যতি ন তস্যাহং ভবিষ্যামি পরাঙ্মুখী ॥

পরাশর উবাচ।

এবং বরং দদৌ দেবী দেবরাজায় বৈ পুরা।
মৈত্রেয় শ্রীর্মহাভাগা স্তোত্রারাধনতোষিতা ॥১৩৮
ভৃগোঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্না শ্রীঃ পূর্ব্বমুদধেঃ পুনঃ।
দেবদানবযত্নেন প্রসূতামৃতমন্থনে ॥ ১৩৯

য়ের দ্বারাই অদ্য চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত। ১১৬—১২৪। অয়ি সর্ব্ব-পাবনি! আমাদের কোশ, গোষ্ঠ, গৃহ, পরিচ্ছদ, শরীর ও কলত্র ত্যাগ করিও না। অয়ি বিষ্ণুবক্ষঃস্থলাশ্রয়ে! আমার পুত্রগণ, সুহৃদ্বর্গ, পশু ও বিভূষণ সকল ত্যাগ করিও না। অয়ি অমলে! তুমি যাহাদিগকে ত্যাগ কর, তাহাদিগকে সত্ত্ব, সত্য, শৌচ ও শীলাদি গুণ সকলই ত্যাগ করে। তুমি অবলোকন করিলে নিগুণ পুরুষেরাও সদ্যঃ শীলাদি অখিল গুণ, কুল ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হয়। হে দেবি! তুমি যাহাকে নিরীক্ষণ কর, সে শ্লাঘ্য, সে গুণী, সে ধন্য, সে কুলীন, সে বুদ্ধিমান্, সে শূর এবং বিক্রান্ত। অয়ি জগদ্ধাত্রি বিষ্ণুবল্লভে! তুমি যাহার প্রতি পরাঙ্মুখী হও, তাহার শীলাদি সকল গুণ সদ্যই বৈগুণ্য প্রাপ্ত হয়। হে পদ্মাক্ষি দেবি! ব্রহ্মার জিহ্বাও তোমার গুণ বর্ণন করিতে অশক্ত, আমাদিগকে কদাচ ত্যাগ করিও না। ১২৫—১৩১। পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজ! সর্ব্বভূতস্থিতা শ্রীদেবী এইরূপে সম্যক্ সংস্তুতা হইয়া, সকল দেবের সাক্ষাতে শতক্রতুকে বলিলেন। শ্রী কহিলেন, হে দেবেশ হরে! তোমার এই স্তোত্রে পরিতুষ্ট হইলাম, ইষ্ট বর গ্রহণ কর, আমি তোমার বরদা হইয়া এখানে আসিয়াছি। ইন্দ্র কহিলেন, দেবি! যদি আমার বরদা হও, যদি আমি বরের যোগ্য হই, তবে তুমি ত্রৈলোক্য ত্যাগ করিও না, এই আমার প্রধান বর। অয়ি অব্জসম্ভবে! আমার দ্বিতীয় বর এই যে, যে ব্যক্তি এই স্তোত্রে তোমার স্তব করিবে, তাহাকে পরিত্যাগ করিও না। শ্রী কহিলেন, হে ত্রিদশশ্রেষ্ঠ বাসব! স্তোত্রারাধনে তুষ্টা হইয়া আমি তোমাকে যে বর দিলাম, তাহাতে ত্রৈলোক্য ত্যাগ করিব না এবং যে এই স্তোত্র দ্বারা সায়ং ও প্রাতে আমার স্তব করিবে, তাহার প্রতি পরাঙ্মুখী হইব না। পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! পুরাকালে মহাভাগা শ্রীদেবী স্তোত্রারাধনে তুষ্টা হইয়া দেবরাজকে এইরূপ বর দিয়াছিলেন। ভৃগুপত্নী খ্যাতিতে উৎপন্না শ্রী, দেব-দানবের

এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
অবতারং করোত্যেষা তথা শ্রীস্তৎসহায়িনী ॥১৪০
পুনশ্চ পদ্মাদুদ্ভূতা আদিত্যোঽভূদ্‌যদা হরিঃ।
যদা তু ভার্গবো রামস্তদাভূদ্ধরণী ত্বিয়ম্‌ ॥ ১৪১
রাঘবত্বেঽভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি।
অন্যেষু চাবতারেষু বিষ্ণোরেষা সহায়িনী ॥ ১৪২
দেবত্বে দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী।
বিষ্ণোর্দ্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্‌ ॥১৪৩
যশ্চৈতৎ শৃণুয়াজ্জন্ম লক্ষ্ম্যা যশ্চ পঠেন্নরঃ।
শ্রিয়ো ন বিচ্যুতিস্তস্য গৃহে যাবৎ কুলত্রয়ম্‌ ॥ ১৪৪
পঠ্যতে যেষু চৈবৈষ গৃহেষু শ্রীস্তবো মুনে।
অলক্ষ্মীঃ কলহাধারা ন তেষাস্তে কদাচন ॥ ১৪৫
এতৎ তে কথিতং ব্রহ্মন্‌ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
ক্ষীরাব্ধৌ শ্রীর্যথা জাতা পূর্ব্বং ভৃগুসুতা সতী ॥

ইতি সকলবিভূত্যবাপ্তিহেতুঃ
স্তুতিরিয়মিন্দ্রমুখোদ্‌গতা হি লক্ষ্ম্যাঃ।
অনুদিনমিহ পঠ্যতে নৃভির্যৈ-
র্ব্বসতি ন তেষু কদাচিদপ্যলক্ষ্মীঃ ॥ ১৪৭

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে
নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।

কথিতং মে ত্বয়া সর্ব্বং যৎপৃষ্টোঽসি মহামুনে।
ভৃগুসর্গাৎ প্রভৃত্যেষ সর্গো মে কথ্যতাং পুনঃ ॥১

পরাশর উবাচ।

ভৃগোঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্না লক্ষ্মীর্ব্বিষ্ণুপরিগ্রহঃ।
তথা ধাতৃবিধাতারৌ খ্যাত্যাং জাতৌ সুতৌ ভৃগোঃ
আয়তির্নিয়তিশ্চৈব মেরোঃ কন্যে মহাত্মনঃ।
ধাতৃবিধাত্রোস্তে ভার্য্যে তয়োর্জাতৌ সুতাবুভৌ ॥৩
প্রাণশ্চৈব মৃকণ্ডুশ্চ মার্কণ্ডেয়ো মৃকণ্ডুতঃ।
ততো বেদশিরা জজ্ঞে প্রাণস্যাপি সুতং শৃণু ॥ ৪
প্রাণস্য কৃতিমান্‌ পুত্রো রাজবাংশ্চ ততোঽভবৎ।
ততো বংশো মহাভাগ বিস্তারং ভার্গবো গতঃ ॥৫
পত্নী মরীচেঃ সম্ভূতিঃ পৌর্ণমাসমসূয়ত।
বিরজাঃ সর্ব্বগশ্চৈব তস্য পুত্রৌ মহাত্মনঃ ॥ ৬

যত্নে অমৃতমন্থনে পুনর্ব্বার প্রসূতা হয়েন। জগৎস্বামী দেবদেব জনার্দ্দন যেমন অবতার গ্রহণ করেন, তৎসহায়িনী লক্ষ্মীও সেইরূপ। ১৩২—১৪০। হরি যখন আদিত্য (বামন) হইয়াছিলেন তখন পুনশ্চ পদ্ম হইতে উদ্ভূতা হয়েন। যখন ভার্গব রাম হয়েন, তখন ইনি ধরণী হইয়াছিলেন। রাঘবত্বে সীতা, কৃষ্ণজন্মে রুক্মিণী ও অন্যান্য অবতারেও ইনি বিষ্ণুর সহায়িনী। ইনি দেবত্বে দেবদেহা ও মনুষ্যত্বে মানুষী হইয়া বিষ্ণুর দেহানুরূপ আত্মতনু ত্যাগ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি লক্ষ্মীর এই জন্ম শ্রবণ বা পাঠ করে, যাবৎ কুলত্রয় থাকে, তাহার গৃহে তাবৎকাল শ্রীহীনতা হয় না। হে মুনে! যে গৃহে এই শ্রীস্তব পঠিত হয়, তথায় কলহাধারা অলক্ষ্মী কদাচ থাকে না। হে ব্রহ্মন্‌! শ্রী পূর্ব্বে ভৃগুসুতা হইয়া পরে ক্ষীরাব্ধিতে যেরূপে জন্মিয়াছিলেন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা তোমাকে এই কথিত হইল। সকল বিভূতি-প্রাপ্তির হেতু, ইন্দ্রমুখোদ্গত এই লক্ষ্মীস্তব এই পৃথিবীতে যাঁহারা অনুদিন পাঠ করেন, তাঁহাদের কদাচ অলক্ষ্মী থাকে না।১৪১—১৪৭।

প্রথমাংশে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে মহামুনে! যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সমস্তই আপনি কহিলেন। এক্ষণে ভৃগুসর্গ হইতে পুনর্ব্বার এই বংশ আমাকে বলুন। পরাশর কহিলেন, ভৃগুর পত্নী খ্যাতির গর্ভে বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী ও ধাতৃ বিধাতৃ নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। মহাত্মা মেরুর আয়তি নিয়তি নাম্নী দুই কন্যা ধাতা বিধাতার ভার্য্যা। তাঁহাদের পুত্র প্রাণ ও মৃকণ্ডু। মৃকণ্ডুর পুত্র মার্কণ্ডেয় এবং প্রাণের সুত দেবশিরা। প্রাণের দ্বিতীয় পুত্র কৃতিমান্‌ রাজবান্‌। হে মহাভাগ! তৎপরে ভার্গব বংশ বিস্তৃত হইয়া উঠিল। মরীচির পত্নী সম্ভূতি, পৌর্ণমাসকে প্রসব করেন। সেই মহাত্মার দুই পুত্র, বিরজাঃ ও

বংশসংকীর্ত্তনে পুত্রান্ বদিষ্যেহহং তয়োর্দ্বিজ।
স্মৃতিশ্চাঙ্গিরসঃ পত্নী প্রসূতাঃ কন্যকাস্তথা॥ ৭
সিনীবালী কুহূশ্চৈব রাকা চানুমতিস্তথা।
অনুসূয়া তথৈবাত্রের্জজ্ঞে পুত্রানকল্মষান্॥ ৮
সোমং দুর্ব্বাসসঞ্চৈব দত্তাত্রেয়ঞ্চ যোগিনম্।
প্রীত্যাং পুলস্ত্যভার্য্যায়াং দত্তোলিস্তৎসুতোহভবৎ
পূর্ব্বজন্মনি যোহগস্ত্যঃ স্মৃতঃ স্বায়ম্ভুবেহন্তরে।
কর্দ্দমশ্চাবরীয়াংশ্চ সহিষ্ণুশ্চ সুতত্রয়ম্॥ ১০
ক্ষমা তু সুষুবে ভার্য্যা পুলহস্য প্রজাপতেঃ।
ক্রতোশ্চ সন্নতির্ভার্য্যা বালখিল্যানসূয়ত॥ ১১
ষষ্টির্যানি সহস্রাণি যতীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
অঙ্গুষ্ঠাপর্ব্বমাত্রাণাং জ্বলদ্ভাস্করতেজসাম্॥ ১২
উর্জ্জায়াঞ্চ বসিষ্ঠস্য সপ্তাজায়ন্ত বৈ সুতাঃ।
রজোগাত্রোর্দ্ধবাহশ্চ বসনশ্চানঘস্তথা॥ ১৩
সুতপাঃ শুক্র ইত্যেতে সর্ব্বে সপ্তর্ষয়োহমলাঃ।
যোহসাবগ্নিরভিমানী ব্রাহ্মণস্তনয়োহগ্রজঃ॥ ১৪
তস্মাৎ স্বাহা সুতান্ লেভে ত্রীনুদারৌজসো দ্বিজ
পাবকং পবমানঞ্চ শুচিঞ্চাপি জলাশিনম্॥ ১৫
তেষান্তু সন্ততাবন্যে চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ।
এবমেকোনপঞ্চাশদ্ বহ্নয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ১৬
কথ্যন্তে বহ্নয়শ্চৈতে পিতাপুত্রত্রয়ঞ্চ যৎ।
পিতরো ব্রহ্মণা সৃষ্টা ব্যাখ্যাতা যে ময়া তব॥ ১৭
অগ্নিষাত্তা বর্হিষদোহনগ্নয়ঃ সাগ্নয়শ্চ যে।
তেভ্যঃ স্বধা সুতে জজ্ঞে মেনাং বৈধারিণীং তথা॥
তে উভে ব্রহ্মবাদিন্যৌ যোগিন্যৌ চাপ্যুভে দ্বিজ।
উত্তমজ্ঞানসম্পন্নে সর্ব্বৈঃ সমুদিতৈর্গুণৈঃ॥ ১৯
ইত্যেষা দক্ষকন্যানাং কথিতাপত্যসন্ততিঃ।
শ্রদ্ধাবান্ সংস্মরন্নেতাম্ অনপত্যো ন জায়তে॥ ২০

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেহংশে
দশমোহধ্যায়ঃ॥ ১০॥

একাদশোহধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য তু।
দ্বৌ পুত্রৌ সুমহাবীর্য্যৌ ধর্ম্মজ্ঞৌ কথিতৌ তব॥ ১
তয়োরুত্তানপাদস্য সুরুচ্যামুত্তমঃ সুতাঃ।

সর্ব্বগ। হে দ্বিজ! বংশসঙ্কীর্ত্তনে এই উভয়ের পুত্র সকল বলিব। অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতি অনেক কন্যার প্রসূতি। তাঁহাদের নাম সিনীবালী, কুহূ, রাকা এবং অনুমতি। অত্রির পত্নী অনসূয়া সোম, দুর্ব্বাসা ও যোগী দত্তাত্রেয় এই সকল অকল্মষ পুত্রকে প্রসব করেন। পুলস্ত্যভার্য্যা প্রীতিতে তৎসুত দত্তোলির জন্ম হয়; যিনি পূর্ব্বজন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অগস্ত্য নামে স্মৃত। পুলহ প্রজাপতির ভার্য্যা ক্ষমা, কর্দ্দম, অবরীয়ান্ ও সহিষ্ণু এই সুতত্রয় প্রসব করেন। ক্রতুর ভার্য্যা সন্নীতি বালখিল্যদিগকে প্রসব করেন; সেই ঊর্দ্ধরেতা, অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমাত্র, জ্বলদ্ভাস্করতেজস্বী যতিগণের সংখ্যা ষষ্টি সহস্র। ১—১২। উর্জ্জার গর্ভে বসিষ্ঠের সপ্ত পুত্র উৎপন্ন। রজঃ, গাত্র, ঊর্দ্ধবাহু, বসন, অনঘ, সুতপা ও শুক্র, ইহারা সকলে অমল সপ্তর্ষি (তৃতীয় মন্বন্তরে)। হে দ্বিজ! ব্রহ্মার অগ্রজ তনয় ঐ যে অভিমানী অগ্নি, স্বাহা তাঁহার ঔরসে উদারতেজাঃ সুতত্রয় লাভ করেন। পাবক পবমান ও জলাশী শুচি। তাঁহাদের সন্ততি পঞ্চচত্বারিংশৎ, এইরূপে ঊনপঞ্চাশৎ বহ্নি পরিকীর্ত্তিত। ব্রহ্মার সৃষ্ট যে অনগ্নিক অগ্নিষাত্ত ও সাগ্নিক বর্হিষদ নামক পিতৃ সকলের কথা তোমাকে বলিয়াছি, স্বধা তাঁহাদের হইতে মেনা ও বৈধারিণী নাম্নী দুই কন্যা প্রসব করেন। হে দ্বিজ! উত্তম জ্ঞানসম্পন্ন সমুদিত সর্ব্বগুণে তাঁহারা উভয়েই ব্রহ্মবাদিনী এবং যোগিনী। দক্ষকন্যাদিগের অপত্যসন্ততি এই কথিত হইল, শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ইহা শ্রবণ করিলে অনপত্য হয় না। ১৩—২০।

প্রথমাংশে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে ধর্ম্মজ্ঞ সুমহাবীর্য্য দুই পুত্রের কথা তোমাকে বলিয়াছি। হে ব্রহ্মন্!

অভীষ্টায়ামভূদ্ ব্রহ্মন্ পিতুরত্যন্তবল্লভঃ ॥ ২
সুনীতির্নাম যা রাজ্ঞস্তস্যাভূন্মহিষী দ্বিজ।
স নাতিপ্রীতিমাংস্তস্যাং তস্যাশ্চাভূদ্ধ্রুবঃ সুতঃ ॥
রাজাসনস্থিতস্যাঙ্কং পিতুর্ভ্রাতরমাশ্রিতম্।
দৃষ্ট্বোত্তমং ধ্রুবশ্চক্রে তমারোঢ়ুং মনোরথম্ ॥ ৪
প্রত্যক্ষং ভূপতিস্তস্যাঃ সুরুচ্যা নাভ্যনন্দত।
প্রণয়েনাগতং পুত্রমুৎসঙ্গারোহণোৎসুকম্ ॥ ৫
সপত্নীতনয়ং দৃষ্ট্বা তমঙ্কারোহণোৎসুকম্।
পিতুঃ পুত্রং তথারূঢ়ং সুরুচির্ব্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬
ক্রিয়তে কিং বৃথা বৎস মহানেষ মনোরথঃ।
অন্যস্ত্রীগর্ভজাতেন অসম্ভূয় মমোদরে ॥ ৭
উত্তমোত্তমমপ্রাপ্যম্ অবিবেকোঽভিবাঞ্ছসি।
সত্যং সুতস্ত্বমপ্যস্য কিন্তু ন ত্বং ময়া ধৃতঃ ॥ ৮
এতদ্ রাজাসনং সর্ব্বভূভৃৎসংশ্রয়কেতনম্।
যোগ্যং মমৈব পুত্রস্য কিমাত্মা ক্লিশ্যতে ত্বয়া ॥ ৯
উচ্চৈর্ম্মনোরথস্তেঽয়ং মৎপুত্রস্যেব কিং বৃথা।
সুনীত্যামাত্মনো জন্ম কিং ত্বয়া নাবগম্যতে ॥ ১০

পরাশর উবাচ।

উৎসৃজ্য পিতরং বালস্তৎ শ্রুত্বা মাতৃভাষিতম্।
জগাম কুপিতো মাতুর্নিজায়া দ্বিজ মন্দিরম্ ॥ ১১
তং দৃষ্ট্বা কুপিতং পুত্রম্ ঈষৎপ্রস্ফুরিতাধরম্।
সুনীতিরঙ্কমারোপ্য মৈত্রেয়ৈতদভাষত ॥ ১২
বৎস কঃ কোপহেতুস্তে কশ্চ ত্বাং নাভিনন্দতি।
কোঽবজানাতি পিতরং তব যস্তেঽপরাধ্যতে ॥১৩

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তঃ সকলং মাত্রে কথয়ামাস তদ্যথা।
সুরুচিঃ প্রাহ ভূপালপ্রত্যক্ষমপি গর্ব্বিতা ॥ ১৪
বিনিশ্বস্যেতি কথিতে তস্মিন্ পুত্রেণ দুর্ম্মনাঃ।
শ্বাসক্ষামেক্ষণা দীনা সুনীতির্ব্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৫

সুনীতিরুবাচ।

সুরুচিঃ সত্যমাহেদং স্বল্পভাগ্যোঽসি পুত্রক।
ন হি পুণ্যবতাং বৎস সপত্নৈরেবমুচ্যতে ॥ ১৬
নোদ্বেগস্তাত কর্ত্তব্যঃ কৃতং যদ্ভবতা পুরা।
তং কোঽপহর্ত্তুং শক্নোতি দাতুং কশ্চাকৃতং ত্বয়া ॥

তন্মধ্যে প্রিয়ব্রতের অভীষ্টপত্নী সুরুচির গর্ভে পিতার অত্যন্ত প্রিয় পুত্র উত্তমের জন্ম হয়। রাজার সুনীতি নাম্নী যে মহিষী, তিনি তাঁহার প্রতি অতি প্রীতিমান্ ছিলেন না, তাঁহার পুত্র ধ্রুব। একদিন ভ্রাতা উত্তমকে রাজাসনস্থিত পিতার অঙ্কাশ্রিত দেখিয়া ধ্রুবও তাঁহার ক্রোড়ে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু ভূপতি উৎসঙ্গারোহণোৎসুক প্রণয়াগত পুত্রকে সুরুচির সাক্ষাতে অভিনন্দন করিলেন না। সুরুচি পুত্রকে পিতার অঙ্কারূঢ় ও সপত্নীতনয়কে আরোহণোৎসুক দেখিয়া রূঢ়-বাক্যে বলিতে লাগিল, বৎস! তুমি আমার উদরে না জন্মিয়া অন্য স্ত্রীর গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ, তবে কিজন্য বৃথা এই মহৎ অভিলাষ কর? তুমি অবিবেচক, এজন্যই তোমার অপ্রাপ্য উত্তমোত্তম বিষয় বাঞ্ছা করিতেছ। তুমিও ইহাঁর সন্তান, সত্য বটে, কিন্তু আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করি নাই। সর্ব্ব-ভূভৃৎসংশ্রয় (চক্রবর্ত্তীর) স্থান এই রাজাসন আমার পুত্রেরই যোগ্য। তুমি কিজন্য আপনার আত্মাকে ক্লিষ্ট করিতেছ? আমার পুত্রের ন্যায় তোমার এই বৃথা উচ্চ মনোরথ কেন? সুনীতির গর্ভে তোমার জন্ম, তুমি কি জান না? ১—১০। পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজ! বালক সেই মাতৃ-বাক্য শুনিয়া পিতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুপিত হইয়া, নিজ মাতার মন্দিরে গমন করিলেন। হে মৈত্রেয়! সুনীতি পুত্রকে কুপিত ও ঈষৎ প্রস্ফুরিতাধর দেখিয়া ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন, বৎস! তোমার কোপের হেতু কি? কে তোমার অনাদর করিয়াছে? তোমার নিকট অপরাধ করিয়া কে তোমার পিতার অবমাননা করিয়াছে। পরাশর কহিলেন, গর্ব্বিতা সুরুচি ভূপালের সাক্ষাতে যেরূপ বলিয়াছিলেন, ধ্রুব তৎসমস্ত মাতাকে কহিলেন। পুত্র দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া এই সকল কথা বলিলে দীনা সুনীতি দুর্ম্মনা ও দীর্ঘ নিশ্বাসে ম্লাননয়না হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে পুত্র! সুরুচি সত্যই বলিয়াছে যে, তুমি স্বল্পভাগ্য। বৎস! পুণ্যবান্-দিগকে সপত্ন (শত্রুরা) এরূপ কথা বলে না। হে তাত! উদ্বেগ করা কর্ত্তব্য নহে, তুমি

রাজাসনং তথা চ্ছত্রং বরাশ্বা বরবারণাঃ।
যস্য পুণ্যানি তস্যৈতে মত্বৈতং শাম্য পুত্রক ॥১৮
অন্যজন্মকৃতৈঃ পুণ্যৈঃ সুরুচ্যাং সুরুচির্নৃপঃ।
ভার্য্যেতি প্রোচ্যতে চান্যা মদ্‌বিধা ভাগ্যবর্জ্জিতা ॥
পুণ্যোপচয়সম্পন্নস্তস্যাঃ পুত্রস্তথোত্তমঃ।
মম পুত্রস্তথা জাতঃ স্বল্পপুণ্যো ধ্রুবো ভবান্ ॥২০
তথাপি দুঃখং ন ভবান্ কর্ত্তুমর্হতি পুত্রক।
যস্য যাবৎ স তেনৈব স্বেন তুষ্যতি বুদ্ধিমান্ ॥ ২১
যদি বা দুঃখমত্যর্থং সুরুচ্যা বচসা তব।
তৎ পুণ্যোপচয়ে যত্নং কুরু সর্ব্বফলপ্রদে ॥ ২২
সুশীলো ভব ধর্ম্মাত্মা মৈত্রঃ প্রাণিহিতে রতঃ।
নিম্নং যথাপঃ প্রবণাঃ পাত্রমায়ান্তি সম্পদঃ ॥ ২৩

ধ্রুব উবাচ।

অম্ব যৎ ত্বমিদং প্রাহ প্রশমায় বচো মম।
নৈতদ্দুর্ব্বচসা ভিন্নে হৃদয়ে মম তিষ্ঠতি ॥ ২৪
সোঽহং তথা যতিষ্যামি যথা সর্ব্বোত্তমোত্তমম্।
স্থানং প্রাপ্স্যাম্যশেষাণাং জগতামপি পূজিতম্ ॥২৫
সুরুচির্দ্দয়িতা রাজ্ঞস্তস্যা জাতোঽস্মি নোদরাৎ।
প্রভাবং পশ্য মেঽম্ব ত্বং বৃদ্ধস্যাপি তবোদরে ॥২৬
উত্তমঃ স মম ভ্রাতা যো গর্ভে ন ধৃতস্ত্বয়া।
স রাজাসনমাপ্নোতু পিত্রা দত্তং তথাস্তু তৎ ॥ ২৭
নান্যদত্তমভীপ্সামি স্থানমম্ব স্বকর্ম্মণা।
ইচ্ছামি তদহং স্থানং যন্ন প্রাপ পিতা মম ॥২৯

পরাশর উবাচ।

নির্জ্জগাম গৃহান্মাতুরিত্যুক্ত্বা মাতরং ধ্রুবঃ।
পুরাচ্চ নিষ্ক্রম্য ততস্তদ্‌বাহ্যোপবনং যযৌ ॥ ২৯
স দদর্শ মুনীংস্তত্র সপ্ত পূর্ব্বাগতান্ ধ্রুবঃ।
কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়েষু বিষ্টরেষু সমাস্থিতান্ ॥ ৩০
স রাজপুত্রস্তান্ সর্ব্বান্ প্রণিপত্যাভ্যভাষত।
প্রশ্রয়াবনতঃ সম্যগভিবাদনপূর্ব্বকম্ ॥ ৩১

ধ্রুব উবাচ।

উত্তানপাদতনয়ং মাং নিবোধত সত্তমাঃ।

পূর্ব্বজন্মে যাহা করিয়াছ, তাহা কে অপনয়ন করিতে পারে এবং যাহা সঞ্চয় কর নাই, তাহাই বা কে দিতে পারে? রাজাসন, ছত্র, বরাশ্ব ও বরবারণ এই সকল, যাহার পুণ্য আছে তাহারই। হে পুত্র! ইহা বিবেচনা করিয়া শান্ত হও। অন্য জন্মকৃত পুণ্য হেতু সুরুচির প্রতি রাজা সুরুচি হইয়াছেন, আর আমার ন্যায় ভাগ্য-বর্জ্জিত স্ত্রীলোক কেবল ভার্য্যা নামে কথিত হয় মাত্র। তাহার পুত্র উত্তমও সেইরূপ পুণ্যোপ-চয় সম্পন্ন এবং তুমি আমার স্বল্প-পুণ্য পুত্র ধ্রুব জন্মিয়াছ। ১১—২০। হে পুত্র! তথাপি তোমার দুঃখ করা উচিত নহে। যাহার যে পরিমাণ থাকে, বুদ্ধিমান্ লোক তাহাতেই সন্তুষ্ট হয়। আর যদি সুরুচির বাক্যে তোমার অত্য-ন্তই দুঃখ হইয়া থাকে, তবে সর্ব্বফলপ্রদ পুণ্যের উপচয়ে যত্ন কর। সুশীল, ধর্ম্মাত্মা, মৈত্র এবং প্রাণিহিতে রত হও। জল যেমন নিম্ন-প্রবণ, সম্পদ্ সকলও সেইরূপ পাত্র আশ্রয় করে। ধ্রুব কহিলেন, অম্ব! তুমি আমার প্রশমের জন্য যাহা বলিতেছ, তাহা বিমাতার দুর্ব্বাক্য-বিদীর্ণ এই আমার হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না। তবে আমি সেইমত যত্ন করিব, যাহাতে অশেষ জগতেরও পূজিত সর্ব্বোত্তমের উত্তম স্থান পাইতে পারি। সুরুচি রাজার দয়িতা (প্রিয়ভার্য্যা), আমি তাহার উদরে জন্মগ্রহণ করি নাই; কিন্তু মা! তোমার উদরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও আমার প্রভাব দেখ। তাহাই হউক, আমার সেই ভ্রাতা উত্তম, যাহাকে তুমি গর্ভে ধারণ কর নাই, সেই পিতৃদত্ত রাজা-সন প্রাপ্ত হউক। আমি অন্য-দত্ত স্থান অভিলাষ করি না। মাতঃ! আমি স্বকর্ম্ম দ্বারা সেই স্থান ইচ্ছা করি, যাহা আমার পিতাও প্রাপ্ত হন নাই। পরাশর কহিলেন, ধ্রুব, মাতাকে ইহা কহিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন এবং পুর হইতেও নিষ্ক্রান্ত হইয়া একটী বাহ্যোপবনে উপস্থিত হইলেন। ধ্রুব তথায় গিয়া কৃষ্ণাজিন উত্তরীয়বিশিষ্ট কুশাসনে উপবিষ্ট পূর্ব্বাগত সপ্ত-মুনিকে দেখিতে পাইলেন। ২১—৩০। রাজ-পুত্র প্রশ্রয়াবনত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণিপাত ও সম্যক্ অভিবাদনপূর্ব্বক বলিলেন, হে সত্তম-গণ! আমাকে উত্তানপাদের তনয় জানিবেন,

জাতংহ্যনীত্যাংনির্ব্বেদাদ্যুষ্মাকংপ্রাপ্তমন্তিকম্ ॥৩২
ঋষয় উচুঃ।
চতুঃপঞ্চাব্দসংভূতো বালত্বং নৃপনন্দন।
নির্ব্বেদকারণং কিঞ্চিৎ তব নাদ্যাপি বিদ্যতে ॥৩৩
ন চিন্ত্যং ভবতঃ কিঞ্চিদ্ ধ্রিয়তে ভূপতিঃ পিতা।
ন চৈবেষ্টবিয়োগাদি তব পশ্যামি বালক ॥ ৩৪
শরীরে ন চ তে ব্যাধিরস্মাভিরুপলক্ষ্যতে।
নির্ব্বেদঃকিংনিমিত্তং তে কথ্যতাংযদিবিদ্যতে ॥৩৫
পরাশর উবাচ।
ততঃ স কথয়ামাস সুরুচ্যা যদুদাহৃতম্।
তন্নিশম্য ততঃ প্রোচুর্মুনয়স্তে পরস্পরম্ ॥ ৩৬
অহো ক্ষাত্রং পরং তেজো বালস্যাপি যদক্ষমা।
সপত্ন্যা মাতুরুক্তস্য হৃদয়ান্নাপসর্পতি ॥ ৩৭
ভো ভো ক্ষত্রিয়দায়াদ নির্ব্বেদাদ্ যৎ ত্বয়াধুনা।
কর্ত্তুং ব্যবসিতংতন্নঃ কথ্যতাং যদি রোচতে ॥ ৩৮
যচ্চ কার্য্যং তবাস্মাভিঃ সাহায্যমমিতদ্যুতে।
তদুচ্যতাং বিবক্ষুস্ত্বম্ অস্মাভিরুপলক্ষ্যসে ॥ ৩৯
ধ্রুব উবাচ।
নাহমর্থমভীপ্সামি ন রাজ্যং দ্বিজসত্তমাঃ।
তৎ স্থানমেকমিচ্ছামি ভুক্তং নান্যেন যৎপুরা ॥৪০
এতন্মে ক্রিয়তাং সম্যক্কথ্যতাং প্রাপ্যতে যথা।
স্থানমগ্র্যং সমস্তেভ্যঃ স্থানেভ্যো মুনিসত্তমাঃ ॥৪১
মরীচিরুবাচ।
অনারাধিতগোবিন্দৈর্নরৈঃ স্থানং নৃপাত্মজ।
ন হি সম্প্রাপ্যতে শ্রেষ্ঠং তস্মাদারাধয়াচ্যুতম্ ॥৪২
অত্রিরুবাচ।
পরঃ পরাণাং পুরুষো যস্য তুষ্টো জনার্দ্দনঃ।
স প্রাপ্নোত্যক্ষয়স্থানম্ এতৎ সত্যং ময়োদিতম্ ॥
অঙ্গিরা উবাচ।
যস্যান্তঃ সর্ব্বমেবৈতদ্ অচ্যুতস্যাব্যয়াত্মনঃ।
তমারাধয় গোবিন্দং স্থানমগ্র্যং যদীচ্ছসি ॥ ৪৪
পুলস্ত্য উবাচ।
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম যোঽসৌ ব্রহ্ম তথা পরম্।
তমারাধ্য হরিং যাতি মুক্তিমপ্যতিদুর্ল্লভাম্ ॥ ৪৫
ক্রতুরুবাচ।
যো যজ্ঞপুরুষো যজ্ঞে যোগে যঃ পরমঃ পুমান্।
তস্মিংস্তুষ্টে যদপ্রাপ্যং কিং তদস্তি জনার্দ্দনে ॥৪৬

সুনীতির গর্ভে আমার জন্ম এবং নির্ব্বেদ হেতু আপনাদের নিকট আসিয়াছি। ঋষিগণ কহিলেন, হে নৃপনন্দন! তুমি চারি পাঁচ বৎসরের বালক, তোমার নির্ব্বেদের কিছু কারণ নাই। কোনও চিন্তার বিষয় নাই, যে হেতু তোমার পিতা ভূপতি, জীবিত। হে বালক! তোমার ইষ্টবিয়োগাদিও দেখিতেছি না; শরীরে যে কোনও পীড়া আছে, এরূপও বোধ হইতেছে না, তবে তোমার নির্ব্বেদ কেন? যদি কোন কারণ থাকে, বল। পরাশর কহিলেন, তদনন্তর তিনি সুরুচির সকল কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া মুনিগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, অহো! ক্ষত্রিয়-তেজ কি শ্রেষ্ঠ! যে, বালকের হৃদয় হইতেও বিমাতৃবাক্যের অক্ষমা দূর হইতেছে না। ভো ভো ক্ষত্রিয়দায়াদ! নির্ব্বেদ হেতু তুমি যাহা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছ, যদি ইচ্ছা হয়, তবে তাহা আমাদিগকে বল। হে অমিতদ্যুতে! আমাদিগকে তোমার কি সাহায্য করিতে হইবে, বল, তোমাকে বিবক্ষু বোধ হইতেছে। ধ্রুব কহিলেন, হে দ্বিজ-সত্তমগণ! অর্থ বা রাজ্যের অভিলাষ করি না, আমি সেই একমাত্র স্থান ইচ্ছা করিতেছি, যাহা পূর্ব্বে অন্যে ভোগ করেন নাই। ৩১—৪০। হে মুনিসত্তমসকল! আপনারা এই সাহায্য করুন যে, সমস্ত স্থানের শ্রেষ্ঠ সেই স্থান যেরূপে পাওয়া যায়, তাহা আমাকে বলুন। মরীচি কহিলেন, হে নৃপাত্মজ! যাহারা গোবিন্দারাধনা করে নাই, তাহারা শ্রেষ্ঠস্থান প্রাপ্ত হয় না। অতএব অচ্যুতের আরাধনা কর। অত্রি কহিলেন, পর সকলের পরপুরুষ জনার্দ্দন যাহার প্রতি তুষ্ট, সে অক্ষয় স্থান প্রাপ্ত হয়, ইহা সত্য বলিলাম। অঙ্গিরা কহিলেন, যদি অগ্র্য স্থান ইচ্ছা কর, তবে এই সমস্ত জগৎ যে অচ্যুত অব্যয়াত্মার অন্তর্গত, সেই গোবিন্দের আরাধনা কর। পুলস্ত্য কহিলেন, ঐ ব্রহ্ম, পরম ধাম ও পর, সেই হরির আরাধনা করিয়া লোকে দুর্ল্লভ মুক্তিও প্রাপ্ত হয়। ক্রতু কহিলেন, যিনি যজ্ঞে যজ্ঞপুরুষ ও যোগে পরম পুমান্, সেই জনার্দ্দন তুষ্ট হইলে

পুলহ উবাচ।

ঐন্দ্রমিন্দ্রঃ পরং স্থানং যমারাধ্য জগৎপতিম্।
প্রাপ যজ্ঞপতিং বিষ্ণুং তমারাধয় সুব্রত ॥ ৪৭

বসিষ্ঠ উবাচ।

প্রাপ্নোত্যারাধিতে বিষ্ণৌ মনসা যদ্ যদিচ্ছতি।
ত্রৈলোক্যান্তর্গতং স্থানং কিমুবৎসোত্তমোত্তমম্ ৪৮

ধ্রুব উবাচ।

আরাধ্যঃ কথিতো দেবো ভবদ্ভিঃ প্রণতস্য মে।
ময়া তৎপরিতোষায় যজ্জপ্তব্যং তদুচ্যতাম্ ॥ ৪৯
যথা চারাধনং তস্য ময়া কার্য্যং মহাত্মনঃ।
প্রসাদসুমুখাস্তন্মে কথয়ন্ত মহর্ষয়ঃ ॥ ৫০

ঋষয় উচুঃ।

রাজপুত্র যথা বিষ্ণোরারাধনপরৈর্নরৈঃ।
কার্য্যমারাধনং তন্মে যথাবৎ শ্রোতুমর্হসি ॥ ৫১
বাহ্যার্থানখিলাংশ্চিত্তং ত্যাজয়েৎ প্রথমং নরঃ।
তস্মিন্নেব জগদ্ধাম্নি ততঃ কুর্ব্বীত নিশ্চলম্ ॥ ৫২
এবমেকাগ্রচিত্তেন তন্ময়েন ধৃতাত্মনা।
জপ্তব্যং যন্নিবোধৈতৎ তৎ নঃ পার্থিবনন্দন ॥ ৫৩
হিরণ্যগর্ভপুরুষপ্রধানাব্যক্তরূপিণে।
ওঁ নমো বাসুদেবায় শুদ্ধজ্ঞানস্বভাবিনে ॥ ৫৪
এতজ্ জজাপ ভগবান্ জপ্যং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
পিতামহস্তব পুরা তস্য তুষ্টো জনার্দ্দনঃ ॥ ৫৫
দদৌ যথাভিলষিতাম্ ঋদ্ধিং ত্রৈলোক্যদুর্ল্লভাম্।
তথা ত্বমপি গোবিন্দং তোষয়ৈতৎ সদা জপন্ ॥৫৬

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে
একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

নিশম্য তদশেষেণ মৈত্রেয় নৃপতেঃ সুতঃ।
নির্জ্জগাম বনাৎ তস্মাৎ প্রণিপত্য স তানৃষীন্ ॥১
কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মন্যমানস্ততো দ্বিজ।
মধুসংজ্ঞং মহাপুণ্যং জগাম যমুনাতটম্ ॥ ২
পুনশ্চ মধুসংজ্ঞেন দৈত্যেনাধিষ্ঠিতং যতঃ।
ততো মধুবনং নাম্না খ্যাতমত্র মহীতলে ॥ ৩

কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। পুলহ কহিলেন, হে সুব্রত! যে জগৎপতিকে আরাধনা করিয়া ইন্দ্র পরম ঐন্দ্র স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই যজ্ঞপতি বিষ্ণুর আরাধনা কর। বসিষ্ঠ কহিলেন, বিষ্ণু আরাধিত হইলে ত্রৈলোক্যান্তর্গত উত্তমোত্তম যে স্থান ইচ্ছা করে, লোক তাহাই প্রাপ্ত হয়, ইহাতে বক্তব্য কি? ধ্রুব কহিলেন, আপনারা প্রণতকে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে বলিলেন, এক্ষণে তৎপরিতোষের জন্য আমার যাহা জপ করা উচিত, তাহা বলুন, হে প্রসাদসুমুখ মহর্ষিগণ! যে প্রকারে তাঁহার আরাধনা করিতে হইবে, তাহা আমাকে বলুন।৪১—৫০। ঋষিগণ কহিলেন, হে রাজপুত্র! অরাধনাপরায়ণ-নরগণের যে প্রকারে বিষ্ণুর আরাধনা করা কর্ত্তব্য তাহা যথাবৎ শ্রবণ কর। মনুষ্য প্রথমে চিত্তকে অখিল বাহ্যার্থ ত্যাগ করাইবে, পরে সেই জগদ্ধামের প্রতি নিশ্চল করা উচিত। হে পার্থিবনন্দন! এইরূপ তন্ময় একাগ্রচিত্তে ধৃতাত্মা হইয়া যাহা জপ্তব্য, তাহা আমাদিগের নিকট অবগত হও; "হিরণ্যগর্ভ-পুরুষপ্রধানাব্যক্তরূপিণে ওঁ নমো বাসুদেবায় শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপিণে" তোমার পিতামহ ভগবান স্বায়ম্ভুব মনু পুরাকালে এই জপ্য মন্ত্র জপ করায় জনার্দ্দন তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া ত্রৈলোক্যদুর্ল্লভ যথাভিলষিত ঋদ্ধি দান করিয়াছিলেন। তুমিও ইহা সদা জপ করিয়া গোবিন্দকে তুষ্ট কর। ৫১—৫৬।

প্রথমাংশে একাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! নৃপতি-সুত ইহা অশেষ প্রকারে শ্রবণ করিয়া ঋষি সকলকে প্রণিপাতপূর্ব্বক সেই বন হইতে নির্গত হইয়াছিলেন। হে দ্বিজ! তদনন্তর তিনি আপনাকে কৃতকৃত্য বিবেচনা করিয়া মধুসংজ্ঞক মহাপুণ্য যমুনাতটে গমন করিলেন। মধুসংজ্ঞক দৈত্য দ্বারা অধিষ্ঠিত বলিয়া, মহীতলে মধুবন নামে খ্যাত।

হত্বা চ লবণং রক্ষো মধুপুত্রং মহাবলম্।
শত্রুঘ্নো মথুরাং নাম পুরীং যত্র চকার বৈ॥ ৪
যত্র বৈ দেবদেবস্য সান্নিধ্যং হরিমেধসঃ।
সর্ব্বপাপহরে তস্মিন্ তপস্তীর্থে চকার সঃ॥ ৫
মরীচিমুখ্যৈর্ম্মুনিভির্যথোদ্দিষ্টমভূৎ তথা।
আত্মন্যশেষদেবেশং স্থিতং বিষ্ণুমমন্যত॥ ৬
অনন্যচেতসস্তস্য ধ্যায়তো ভগবান্ হরিঃ।
সর্ব্বভূতগতো বিপ্র সর্ব্বভাবগতোঽভবৎ॥ ৭
মনস্যবস্থিতে তস্য বিষ্ণৌ মৈত্রেয় যোগিনঃ।
ন শশাক ধরা ভারমুদ্বোঢ়ুং ভূতধারিণী॥ ৮
বামপাদস্থিতে তস্মিন্ ননামার্দ্ধেন মেদিনী।
দ্বিতীয়ঞ্চ ননামার্দ্ধং ক্ষিতের্দক্ষিণসংস্থিতে॥ ৯
পাদাঙ্গুষ্ঠেন সংপীড্য যদা স বসুধাং স্থিতঃ।
তদা সা বসুধা বিপ্র চচাল সহ পর্ব্বতৈঃ॥১০
নদ্যো নদাঃ সমুদ্রাশ্চ সংক্ষোভং পরমং যযুঃ।
তৎক্ষোভাদমরাঃ ক্ষোভং পরং জগ্মুর্ম্মহামুনে॥ ১১

যামা নাম তদা দেবা মৈত্রেয় পরমাকুলাঃ।
ইন্দ্রেণ সহ সংমন্ত্র্য ধ্যানভঙ্গং প্রচক্রমুঃ॥ ১২
কুষ্মাণ্ডা বিবিধৈ রূপৈঃ সহেন্দ্রেণ মহামুনে।
সমাধিভঙ্গমত্যন্তম্ আরব্ধাঃ কর্ত্তুমাতুরাঃ॥ ১৩
সুনীতির্নাম তন্মাতা সাস্রা তৎপুরতঃ স্থিতা।
পুত্রেতি করুণং বাচমাহ মায়াময়ী তদা॥ ১৪
পুত্রকাস্মান্নিবর্ত্তস্ব শরীরব্যয়দারুণাৎ।
নির্ব্বন্ধতো ময়া লব্ধো বহুভিস্ত্বং মনোরথৈঃ॥ ১৫
দীনামেকাং পরিত্যক্তুম্ অনাথাং ন ত্বমর্হসি।
সপত্নীবচনাদ্বৎস অগতেস্ত্বং গতির্ম্মম॥ ১৬
ক্ব চ ত্বং পঞ্চবর্ষীয়ঃ ক্ব চৈতদ্দারুণং তপঃ।
নিবর্ত্ত্যতাং মনঃ কষ্টান্নির্ব্বন্ধাৎ ফলবর্জ্জিতাৎ॥
কালঃ ক্রীড়নকানাং তে তদন্তেঽধ্যয়নস্য চ।
ততঃ সমস্তভোগানাং তদন্তে চেষ্যতে তপঃ॥ ১৮
কালঃ ক্রীড়নকানাং যস্তব বালস্য পুত্রক।
তস্মিংস্ত্বমিত্থং তপসি কিং নাশায়াত্মনো রতঃ॥ ১৯
মৎপ্রীতিঃ পরমো ধর্ম্মো বয়োঽবস্থাক্রিয়াক্রমম্।

শত্রুঘ্ন মধুপুত্র লবণ-রাক্ষসকে বিনষ্ট করিয়া সেখানে মথুরা নাম্নী পুরী নির্ম্মাণ করেন এবং যেখানে দেবদেব হরিমেধার (ভগবানের) সান্নিধ্য আছে, সেই সর্ব্বপাপহরতীর্থে তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন। মরীচিমুখ্য মুনিগণ যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, অশেষ দেবদেবেশ বিষ্ণুকে সেইরূপ আপনাতে স্থিত বিবেচনা করেন। হে বিপ্র! তিনি অনন্যচেতা হইয়া ধ্যান করিলে, সর্ব্বভূতগত ভগবান্ হরি তাঁহার সর্ব্বভাবগত (বিশ্বরূপে তাঁহার চিত্তস্থগত) হইলেন। হে মৈত্রেয়! সেই যোগীর মনে বিষ্ণু অবস্থিত হইলে, ভূতধারিণী ধরা তাঁহার ভার বহন করিতে পারেন নাই। তিনি বামপাদে স্থিত হইলে বামদিকের অর্দ্ধমেদিনী অবনত এবং দক্ষিণপাদে স্থিত হইলে ক্ষিতির দক্ষিণার্দ্ধ অবনত হইয়া পড়ে। হে বিপ্র! যখন তিনি পাদাঙ্গুষ্ঠে বসুধা আক্রমণ করিয়া স্থিত হইলেন, তখন সকল পর্ব্বত সহ বসুধা বিচলিত হইয়াছিল। ১—১০। হে মহামুনে! নদী, নদ ও সমুদ্র সকল পরম সংক্ষোভ প্রাপ্ত হইল, তাহাতে অমরগণও নিতান্ত ক্ষুভিত হইয়া উঠিলেন। হে মৈত্রেয়! যামনামা দেব সকল পরমাকুল হইয়া ইন্দ্রের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক ধ্যানভঙ্গের উপক্রম করিতে লাগিলেন। হে মহামুনে! আতুর কুষ্মাণ্ডগণ (উপদেব বিশেষ) বিবিধরূপে ইন্দ্রের সহিত অত্যন্তরূপে সমাধিভঙ্গ আরম্ভ করিলেন। তখন মায়াময়ী তন্মাতা সুনীতি যেন সাশ্রুলোচনে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করুণবাক্যে "পুত্র!" এই কথা বলিয়া পরে কহিলেন, "হে পুত্র! এই শরীর-ব্যয়দারুণ নির্ব্বন্ধ হইতে নিবৃত্ত হও, আমি বহুমনোরথে তোমাকে লাভ করিয়াছি। বৎস! সপত্নীর বাক্যে এই অনাথা দীনাকে একা পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নহে, তুমি আমার অগতির গতি। কোথায় তুমি পঞ্চবর্ষীয় শিশু, কোথায় এই দারুণ তপস্যা, ফলবর্জ্জিত কষ্টকর নির্ব্বন্ধ হইতে মনকে নিবর্ত্তিত কর। এখন তোমার ক্রীড়ার কাল, তদন্তে অধ্যয়ন, তৎপরে সমস্ত ভোগের এবং অবশেষে তপস্যার সময়। হে পুত্র! তোমার যে ক্রীড়ার কাল, তাহাতে তুমি কি কারণে আত্মবিনাশের জন্য এরূপ তপস্যায় রত হইয়াছ। আমার

অনুবর্ত্তস্ব মা মোহং নিবর্ত্তাস্মাদধর্ম্মতঃ ॥ ২০
পরিত্যজতি বৎসাদ্য যদ্যেতন্ন ভবাংস্তপঃ।
ত্যক্ষ্যাম্যহমপি প্রাণান্‌ ততো বৈ পশ্যতস্তব ॥২১

পরাশর উবাচ।

তাং বিলাপবতীমেবং বাষ্পাবিলবিলোচনাম্‌।
সমাহিতমনা বিষ্ণৌ পশ্যন্নপি ন দৃষ্টবান্‌॥ ২২
বৎস বৎস সুঘোরাণি রক্ষাংস্যেতানি ভীষণে।
বনেঽভ্যুদ্যতশস্ত্রাণি সমায়ান্ত্যপগম্যতাম্‌॥ ২৩
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ সাথ রক্ষাংস্যাবির্ব্বভুস্ততঃ।
অভ্যুদ্যতোগ্রশস্ত্রাণি জ্বালামালাকুলৈর্ম্মুখৈঃ॥ ২৪
ততো নাদানতীবোগ্রান্‌ রাজপুত্রস্য তে পুরঃ।
মুমুচুর্দীপ্তশস্ত্রাণি ভ্রাময়ন্তো নিশাচরাঃ॥ ২৫
শিবাশ্চ শতশো নেদুঃ সজ্বালকবলৈর্ম্মুখৈঃ।
ত্রাসায় তস্য বালস্য যোগযুক্তস্য সর্ব্বশঃ॥ ২৬
হন্যতাং হন্যতামেষ ছিদ্যতাং ছিদ্যতাময়ম্‌।
ভক্ষ্যতাং ভক্ষ্যতাঞ্চায়ম্‌ ইত্যুচুস্তে নিশাচরাঃ॥২৭
ততো নানাবিধান্‌ নাদান্‌ সিংহোষ্ট্রমকরাননাঃ।
ত্রাসায় রাজপুত্রস্য নেদুস্তে রজনীচরাঃ॥
রক্ষাংসি তানি তে নাদাঃ শিবাস্তান্যায়ুধানি চ।
গোবিন্দাসক্তচিত্তস্য যযুর্নেন্দ্রিয়গোচরম্‌॥ ২৯
একাগ্রচেতাঃ সততং বিষ্ণুমেবাত্মসংশ্রয়ম্‌।
দৃষ্টবান্‌ পৃথিবীনাথপুত্রো নান্যং কথঞ্চন॥ ৩০
ততঃ সর্ব্বাসু মায়াসু বিলীনাসু পুনঃ সুরাঃ।
সংক্ষোভং পরমং জগ্মুস্তৎপরাভবশঙ্কিতাঃ॥ ৩১
তে সমেত্য জগদ্‌যোনিম্‌ অনাদিনিধনং হরিম্‌।
শরণ্যং শরণং যাতাস্তপসা তস্য তাপিতাঃ॥ ৩২

দেবা উচুঃ।

দেবদেব জগন্নাথ পরেশ পুরুষোত্তম।
ধ্রুবস্য তপসা তপ্তাস্ত্বাং বয়ং শরণং গতাঃ॥ ৩৩
দিনে দিনে কলালেশৈঃ শশাঙ্কঃ পূর্য্যতে যথা।
তথায়ং তপসা দেব প্রয়াত্যৃদ্ধিমহর্নিশম্‌॥ ৩৪
ঔত্তানপাদিতপসা বয়মিত্থং জনার্দ্দন।
ভীতাস্ত্বাং শরণং যাতাস্তপসস্তং নিবর্ত্তয়॥ ৩৫
ন বিদ্মঃ কিং স শক্রত্বং কিং সূর্য্যত্বমভীপ্সতি।

প্রীতিসাধন তোমার পরম ধর্ম্ম, অতএব বয়োবস্থার ক্রিয়াক্রমের অনুবর্ত্তন কর, মোহের অনুবর্ত্তন করিও না; এই অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়। বৎস! যদি অদ্য এই তপস্যা পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে তোমার সাক্ষাতে আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব। ১১—২১। পরাশর কহিলেন, বিষ্ণুতে সমাহিতমনা ধ্রুব, বাষ্পাবিলবিলোচনা সেই বিলাপকারিণীকে দেখিয়াও দেখিলেন না। "বৎস! বৎস! ভীষণবনে এই রাক্ষস সকল অভ্যুদ্যত-শস্ত্র হইয়া আসিতেছে, অপগমন কর" এই কথা বলিয়া মাতা সুনীতি চলিয়া গেলেন। অনন্তর অভ্যুদ্যতোগ্রশস্ত্র রাক্ষসগণ জ্বালামালাকুল মুখে আবির্ভূত হইল। পরে সেই নিশাচরেরা রাজ-পুত্রের সম্মুখে দীপ্ত শস্ত্র সকল ভ্রামিত করিতে করিতে অতীব উগ্রনাদ করিয়াছিল। যোগযুক্ত বালকের ত্রাস জন্মাইবার জন্য শত শত শিবা সজ্বালকবল মুখে চারিদিকে নাদ করিতে লাগিল। নিশাচরগণ কহিল, ইহাকে বধ কর, বধ কর, ছেদন কর, ছেদন কর; কেহ বা কহিল, ইহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেল। তদন্তর সিংহ, উষ্ট্র ও মকরা-নন সেই রজনীচরেরা সেই রাজপুত্রের ত্রাসের জন্য নানাবিধ নাদ করিল। কিন্তু সেই সকল রাক্ষস-নাদ, শিবা ও অস্ত্র সকল গোবিন্দাসক্তচিত্ত বালকের ইন্দ্রিয়গোচর হয় নাই। পৃথিবীনাথের পুত্র একাগ্রচিত্তে আত্মসংশ্রয় বিষ্ণুকেই সতত দেখিতেছিলেন, অন্য কিছুই দেখিতে পান নাই। তৎপরে সমস্ত মায়া বিলীন হইলে, সুরগণ তাঁহা কর্ত্তৃক পরাভূত হইবার আশঙ্কায়, পুনর্ব্বার অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। ২২—৩১। তাঁহার তপস্যায় তাপিত হইয়া তাঁহারা সকলে জগদ্‌যোনি অনাদিনিধন শরণ্য হরির শরণ লইলেন। দেব-গণ কহিলেন, হে দেবদেব! জগন্নাথ! পরেশ! পুরুষোত্তম! আমরা ধ্রুবের তপস্যায় তাপিত হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছি। হে দেব! শশাঙ্ক যেমন কলালেশ দ্বারা দিনে দিনে পূর্ণ হন, সেইরূপ ইনি তপস্যা দ্বারা অহর্নিশ ঋদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছেন। হে জনার্দ্দন! আমরা ঔত্তানপাদির তপস্যায় এইরূপ ভীত হইয়া, তোমার শরণে আসিয়াছি; তাঁহাকে তপস্যা হইতে নিবর্ত্তিত কর। তিনি শক্রত্ব কি সূর্য্যত্ব

বিত্তপাম্বুপসোমানাং সাভিলাষঃ পদে নু কিম্ ॥৩৬
তদস্মাকং প্রসীদেশ হৃদয়াং শল্যমুদ্ধর।
উত্তানপাদতনয়ং তপসঃ সংনিবর্ত্তয় ॥ ৩৭
ভগবানুবাচ।
নেন্দ্রত্বং ন চ সূর্য্যত্বং নৈবাম্বুপধনেশতাম্।
প্রার্থয়ত্যেষ যংকামং তং করোম্যখিলং সুরাঃ ॥৩৮
যাত দেবা যথাকামং স্বস্থানং বিগতজ্বরাঃ।
নিবর্ত্তয়াম্যহং বালং তপস্যাসক্তমানসম্ ॥ ৩৯
পরাশর উবাচ।
ইত্যুক্তা দেবদেবেন প্রণম্য ত্রিদশাস্ততঃ।
প্রযযুঃ স্বানি ধিষ্ণ্যানি শতক্রতুপুরোগমাঃ ॥ ৪০
ভগবানপি সর্ব্বাত্মা তন্ময়ত্বেন তোষিতঃ।
গত্বা ধ্রুবমুবাচেদং চতুর্ভুজবপুর্হরিঃ ॥ ৪১
শ্রীভগবানুবাচ।
ঔত্তানপাদে ভদ্রং তে তপসা পরিতোষিতঃ।
বরদোঽহমনুপ্রাপ্তো বরং বরয় সুব্রত ॥ ৪২
বাহ্যার্থনিরপেক্ষং তে ময়ি চিত্তং যদাহিতম্।
তুষ্টোঽহং ভবতস্তেন তদ্বৃণীষ বরং পরম্ ॥ ৪৩
পরাশর উবাচ।
শ্রুত্বা তদ্গদিতং তস্য দেবদেবস্য বালকঃ।
উন্মীলিতাক্ষো দদৃশে ধ্যানদৃষ্টং হরিং পুরঃ ॥ ৪৪
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গবরাসিধরমচ্যুতম্।
কিরীটিনং সমালোক্য জগাম শিরসা মহীম্ ॥ ৪৫
রোমাঞ্চিতাঙ্গঃ সহসা সাধ্বসং পরমং গতঃ।
স্তবায় দেবদেবস্য স চক্রে মানসং ধ্রুবঃ ॥ ৪৬
কিং বদামি স্তুতাবস্য কেনোক্তেনাস্য সংস্তুতিঃ।
ইত্যাকুলমতির্দ্দেবং তমেব শরণং যযৌ ॥ ৪৭
ধ্রুব উবাচ।
ভগবন্ যদি মে তোষং তপসা পরমং গতঃ।
স্তোতুং তদহমিচ্ছামি বরমেতং প্রযচ্ছ মে ॥ ৪৮
ব্রহ্মাদ্যৈর্ব্বেদবেদজ্ঞৈর্জ্ঞায়তে যস্য নো গতিঃ।
তং ত্বাং কথমহং দেব স্তোতুং শক্ষ্যামি বালকঃ ॥
ত্বদ্ভক্তিপ্রবণং হ্যেতৎ পরমেশ্বর মে মনঃ।
স্তোতুং প্রবৃত্তং ত্বৎপাদৌ তত্র প্রজ্ঞাং প্রযচ্ছ মে

ইচ্ছা করিতেছেন, কিংবা ধনাধিপ, অম্বুপ ও সোমের পদে সাভিলাষ হইয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। অতএব হে ঈশ! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, হৃদয়ের শল্য উদ্ধার কর, উত্তানপাদতনয়কে তপস্যা হইতে সংনিবর্ত্তিত কর। ভগবান কহিলেন, হে সুরসকল! এ ব্যক্তি ইন্দ্রত্ব, সূর্য্যত্ব, বরুণত্ব বা কুবেরত্ব প্রার্থনা করে না; ইহার যাহা কামনা, তাহা আমি সম্পূর্ণ করিব। হে দেবগণ! তোমরা বিগত-জ্বর হইয়া যথাভিলাষ স্বস্থানে গমন কর। আমি তপস্যাসক্ত বালককে নিবর্ত্তিত করিতেছি। পরাশর কহিলেন, দেবদেব এইরূপ কহিলে, ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। ৩২—৪০। ভগবান্ সর্ব্বাত্মা চতুর্ভুজবপু হরি ধ্রুবের তন্ময়ত্বে তোষিত ও নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে ঔত্তানপাদে! তোমার মঙ্গল হউক, আমি তপস্যায় পরিতোষিত হইয়া তোমাকে বরদানের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি, হে সুব্রত! বর প্রার্থনা কর। তুমি চিত্তকে বাহ্যার্থনিরপেক্ষ করিয়া যে আমাতে সমাহিত করিয়াছ, তাহাতে আমি তুষ্ট হইয়াছি; অতএব পরম বর প্রার্থনা কর। পরাশর কহিলেন, বালক দেবদেবের বাক্যে উন্মীলিতাক্ষ হইয়া ধ্যানদৃষ্ট হরিকে দেখিতে পাইলেন। শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গবরাসিধর কিরীটী অচ্যুতকে দর্শন করিয়া, ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন এবং সহসা রোমাঞ্চিতাঙ্গ ও ভীত হইয়া দেবদেবের স্তব করিতে মানস করিলেন। পরে "কি বলিয়া ইহাঁর স্তব করি, কিরূপ বাক্যেই বা ইহাঁর স্তব হয়" এই চিন্তায় আকুল হইয়া, সেই দেবদেবেরই শরণাগত হইলেন। ধ্রুব কহিলেন, হে ভগবন্! যদি আমার তপস্যায় পরম সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যেন আপনার স্তব করিতে ইচ্ছা করি। হে দেব! বেদজ্ঞ ব্রহ্মাদিও যাঁহার গতি জানেন না, আমি বালক হইয়া কিরূপে তাদৃশ তোমার স্তব করিতে পারি? হে পরমেশ্বর! ত্বদ্ভক্তিপ্রবণ আমার এই মন ত্বৎপাদযুগলের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন। ৪১—৫০।

পরাশর উবাচ।

শঙ্খপ্রান্তেন গোবিন্দস্তং পস্পর্শ কৃতাঞ্জলিম্।
উত্তানপাদতনয়ং দ্বিজবর্য্য জগৎপতিঃ॥ ৫১
অথ প্রসন্নবদনস্তৎক্ষণান্নৃপনন্দনঃ।
তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা ভূতধাতারমচ্যুতম্॥ ৫২

ধ্রুব উবাচ।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
ভূতাদিরাদিপ্রকৃতির্যস্য রূপং নতোঽস্মি তম্॥ ৫৩
শুদ্ধঃ সূক্ষ্মোঽখিলব্যাপী প্রধানাৎ পরতঃ পুমান্।
যস্য রূপং নমস্তস্মৈ পুরুষায় গুণাশিনে॥ ৫৪
ভূরাদীনাং সমস্তানাং গন্ধাদীনাঞ্চ শাশ্বতঃ।
বুদ্ধ্যাদীনাং প্রধানস্য পুরুষস্য চ যঃ পরঃ॥ ৫৫
তং ব্রহ্মভূতমাত্মানমশেষজগতঃ পরম্।
প্রপদ্যে শরণং শুদ্ধং ত্বদ্রূপং পরমেশ্বরম্॥ ৫৬
বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ যদ্রূপং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্।
তস্মৈ নমস্তে সর্ব্বাত্মন্ যোগিচিন্ত্যাবিকারবৎ॥ ৫৭
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সর্ব্বব্যাপী ভুবঃ স্পর্শাদত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥ ৫৮
তদ্ভূতং যচ্চ বৈ ভাব্যং পুরুষোত্তম তদ্ভবান্।
ত্বত্তো বিরাট্ স্বরাট্ সম্রাট্ ত্বত্তশ্চাপ্যধিপূরুষঃ॥
অত্যরিচ্যত সোঽধশ্চ তির্য্যক্ চোর্দ্ধঞ্চ বৈ ভুবঃ।
ত্বত্তো বিশ্বমিদং জাতং ত্বত্তো ভূতভবিষ্যতী॥৬০
ত্বদ্রূপধারিণশ্চান্তর্ভূতং সর্ব্বমিদং জগৎ।
ত্বত্তো যজ্ঞঃ সর্ব্বহুতঃ পৃষদাজ্যং পশুর্দ্বিধা॥ ৬১
ত্বত্তো ঋচোঽথ সামানি ত্বত্তশ্ছন্দাংসি জজ্ঞিরে।
ত্বত্তো যজূংষ্যজায়ন্ত ত্বত্তোঽশ্বাশ্চৈকতোদতঃ॥৬২
গাবস্ত্বত্তঃ সমুদ্ভূতাস্ত্বত্তোঽজা অবয়ো মৃগাঃ।
ত্বন্মুখাদ্‌ব্রাহ্মণাস্ত্বত্তো বাহ্বোঃ ক্ষত্রমজায়ত॥ ৬৩
বৈশ্যাস্তবোরুজাঃ শূদ্রাস্তব পদ্ভ্যাং সমুদ্গতাঃ।
অক্ষ্ণোঃ সূর্য্যোঽনিলঃ শ্রোত্রাচ্চন্দ্রমা মনসস্তব॥৬৪
প্রাণো নঃ শুষিরাজ্জাতো মুখাদগ্নিরজায়ত।
নাভিতো গগনং দ্যৌশ্চ শিরসঃ সমবর্ত্তত॥ ৬৫
দিশঃ শ্রোত্রাৎ ক্ষিতিঃ পদ্ভ্যাং ত্বত্তঃ সর্ব্বমভূদিদম্
ন্যগ্রোধঃ সুমহানল্পে যথা বীজে ব্যবস্থিতঃ॥ ৬৬

পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! জগৎপতি গোবিন্দ সেই কৃতাঞ্জলি উত্তানপাদতনয়কে শঙ্খপ্রান্তে স্পর্শ করিয়াছিলেন, অনন্তর নৃপ-নন্দন তৎক্ষণাৎ প্রসন্নবদন ও প্রণত হইয়া ভূতধাতা অচ্যুতের স্তব করিতে লাগিলেন। ধ্রুব কহিলেন, ভূমি, অপ্, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, ভূতাদি ও আদি-প্রকৃতি যাঁহার রূপ, তাঁহার প্রতি নত হই। যাঁহার রূপ শুদ্ধ সূক্ষ্ম, অখিলব্যাপী এবং প্রধান হইতে পর, সেই গুণাশী (গুণসাক্ষী) পুরুষকে নমস্কার। যিনি ভূরাদি, গন্ধাদি, বুদ্ধ্যাদি, প্রধান ও পুরুষের পর এবং শাশ্বত, সেই ব্রহ্মভূত, আত্মা, অশেষ জগতের পর, শুদ্ধ, পরমেশ্বর ত্বদ্রূপকে শরণাপন্ন হই। বৃহত্ত্ব ও বৃংহণত্বহেতু যে তোমার যোগিচিন্ত্য অবিকারিরূপ ব্রহ্মনামে অভিহিত, হে সর্ব্বাত্মন্! তাদৃশ তোমাকে নমস্কার। হে পুরুষোত্তম! তুমি সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ ও সহস্রপাদ পুরুষ, ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়াও অতিরিক্ত ভাবে স্থিত রহিয়াছ। যাহা ভূত ও যাহা ভাব্য, তাহা নিশ্চয়ই তুমি। তোমা হইতেই বিরাট্ (ব্রহ্মাণ্ড), স্বরাট্ (ব্রহ্মা) ও সম্রাট্ (মনু) এবং এই সকলের অধিপুরুষও (অধিষ্ঠাতা মহাপুরুষ) তোমা হইতে। অতএব তুমি বিশ্বের অধঃ, ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক্ সকল দিকেই অতিরিক্ত হইতেছ, এই বিশ্ব তোমা হইতে জাত, তোমা হইতেই ভূত ও ভবিষ্যৎ।৫১—৬০ এই সমস্ত জগৎ ত্বদ্রূপাধার ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত। যজ্ঞ, সর্ব্বহুত, পৃষদাজ্য (দধিমিশ্রিত ঘৃত) ও দ্বিধা (গ্রাম্য ও বন্য) পশু, সমস্ত তোমা হইতে। তোমা হইতে সকল ঋক্, সাম, ছন্দ ও যজু উৎপন্ন। অশ্ব, একদন্ত গো, অজ, অবয় মৃগাদি তোমা হইতে জাত। তোমার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়ের জন্ম, বৈশ্য তোমার উরুজ ও শূদ্রগণ পদদ্বয় হইতে সমুদ্ভূত। তোমার চক্ষুর্দ্বয় হইতে সূর্য্য, শ্রোত্রদ্বয় হইতে অনিল, মন হইতে চন্দ্রমা, শুষির হইতে আমাদের প্রাণবায়ু জাত। মুখ হইতে অগ্নির উদ্ভব, নাভি হইতে গগন ও শিরঃ হইতে দ্যৌঃ (সুর-) লোক হইয়াছে। দিক্ সকল শ্রোত্র হইতে ও ক্ষিতি পদ হইতে উৎপন্ন। এই সমস্তই তোমা

সংযমে বিশ্বমখিলং বীজভূতে তথা ত্বয়ি।
বীজাদঙ্কুরসংভূতো ন্যগ্রোধঃ সুসমুত্থিতঃ ॥ ৬৭
বিস্তারঞ্চ যথা যাতি ত্বত্তঃ সৃষ্টৌ তথা জগৎ।
যথা হি কদলী নান্যা ত্বক্‌পত্রাদ্ বাথ দৃশ্যতে।
এবং বিশ্বস্য নান্যত্বং তৎস্থায়ীশ্বর দৃশ্যতে ॥ ৬৮
হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥ ৬৯
পৃথগ্‌ভূতৈকভূতায় ভূতভূতায় তে নমঃ।
প্রভূতভূতভূতায় তুভ্যং ভূতাত্মনে নমঃ ॥ ৭০
ব্যক্তপ্রধানপুরুষ বিরাট্ সম্রাট্ স্বরাট্ তথা।
বিভাব্যতেঽন্তঃকরণৈঃ পুরুষেষক্ষয়ো ভবান্ ॥ ৭১
সর্ব্বস্মিন্ সর্ব্বভূতস্ত্বং সর্ব্বঃ সর্ব্বস্বরূপধৃক্।
সর্ব্বং ত্বত্তস্ততশ্চ ত্বং নমঃ সর্ব্বাত্মনেঽস্তু তে ॥ ৭২
সর্ব্বাত্মকোঽসি সর্ব্বেশ সর্ব্বভূতস্থিতো যতঃ।
কথয়ামি ততঃ কিং তে সর্ব্বং বেৎসি হৃদিস্থিতম্ ॥
সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্বভূতেশ সর্ব্বসত্ত্বসমুদ্ভব।
সর্ব্বভূতো ভবান্ বেত্তি সর্ব্বভূতমনোরথম্ ॥ ৭৪
যো মে মনোরথো নাথ সফলঃ স ত্বয়া কৃতঃ।
তপশ্চ তপ্তং সফলং যদ্ দৃষ্টোঽসি জগৎপতে ॥৭৫

শ্রীভগবানুবাচ।

তপসস্তু ফলং প্রাপ্তং যদ্দৃষ্টোঽহং ত্বয়া ধ্রুব।
মদ্দর্শনং হি বিফলং রাজপুত্র ন জায়তে ॥ ৭৬
বরং বরয় তস্মাৎ ত্বং যথাভিমতমাত্মনঃ।
সর্ব্বং সংপদ্যতে পুংসাং ময়ি দৃষ্টিপথং গতে ॥৭৭

ধ্রুব উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বভূতেশ সর্ব্বস্যাস্তে ভবান্ হৃদি।
কিমজ্ঞাতং তব স্বামিন্ মনসা যন্ময়েপ্সিতম্ ॥ ৭৮
তথাপি তুভ্যং দেবেশ কথয়িষ্যামি যন্ময়া।
প্রার্থ্যতে দুর্ব্বিনীতেন হৃদয়ে নাতিদুর্ল্লভম্ ॥ ৭৯
কিং বা সর্ব্বজগৎস্রষ্টঃ প্রসন্নে ত্বয়ি দুর্ল্লভম্।
ত্বৎপ্রসাদফলং ভুঙ্‌ক্তে ত্রৈলোক্যং মঘবানপি ৮০
নৈতদ্রাজাসনং যোগ্যমজাতস্য মমোদরাৎ।

হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুমহান্ ন্যগ্রোধ যেমন অল্পবীজে ব্যবস্থিত, সংযমকালে বীজভূত তোমাতে অখিল বিশ্ব সেইরূপ থাকে। বীজ হইতে অঙ্কুরসম্ভূত ন্যগ্রোধ সমুত্থিত হইয়া যেমন বিস্তার প্রাপ্ত হয়, সৃষ্টিকালে তোমা হইতে জগৎও সেইরূপে হইয়া থাকে। হে ঈশ্বর কদলী যেমন ত্বক্‌পত্র ব্যতীত পৃথক্ দেখা যায় না, সেইরূপ বিশ্বেরও অন্যত্ব দেখা যায় না; যেহেতু তুমিই বিশ্বাধার। সর্ব্বাধিষ্ঠান-ভূত তোমাতেই একা হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ শক্তি আছে। তুমি গুণবর্জ্জিত, তোমাতে হ্লাদকরী, তাপকরী ও মিশ্রা শক্তি নাই। পৃথক্ অথচ একভূত ও ভূতভূত তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রভূত. ভূতভূত ও ভূতানন্দ, তোমাকে নমস্কার। ব্যক্ত. প্রধান, পুরুষ, বিরাট্, স্বরাট্ ও সম্রাট্ স্বরূপ তুমি পুরুষ (ক্ষেত্রজ্ঞ) সকলের মধ্যে অক্ষয় বলিয়া অন্তঃকরণে বিভা-বিত হও। তুমি সর্ব্বত্র সর্ব্বভূত সর্ব্ব ও সর্ব্ব-রূপধৃক্। তোমা হইতে সর্ব্ব ও (হিরণ্যগর্ভা-দির পুত্রাদি রূপ) তাহা হইতে তুমি। অতএব সর্ব্বাত্মা তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বেশ। তুমি সর্ব্বাত্মক, যেহেতু সর্ব্বভূতস্থিত। তবে তোমাকে আর কি বলিব, হৃদিস্থিত সমুদয়ই তুমি জানি-তেছ। হে সর্ব্বাত্মন্! সর্ব্বভূতেশ! সর্ব্বসত্ত্ব-সমুদ্ভব সর্ব্বভূতস্বরূপ তুমি সর্ব্বভূতমনোরথ জানিতেছ। হে নাথ! আমার যাহা মনোরথ, তাহা তুমি সফল করিয়াছ। হে জগৎপতে! আমার তপস্যাও সফল হইয়াছে, যেহেতু তোমার দর্শন পাইলাম। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে রাজপুত্র ধ্রুব! তুমি তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইলে, যেহেতু আমি তোমার দৃষ্ট হইলাম; আমার দর্শন বিফল হয় না। অতএব আপনার অভিমত বর প্রার্থনা কর. আমি দৃষ্টিগোচর হইলে পুরুষের সমস্তই সম্পন্ন হয়। ধ্রুব কহিলেন, হে ভগবন্ সর্ব্বভূতেশ! তুমি সকলেরই হৃদয়ে রহিয়াছ। হে স্বামিন্! আমার যাহা মনের বাঞ্ছিত, তাহা তোমার অজ্ঞাত কি? হে দেবেশ! তথাপি আমার দুর্ব্বিনীত হৃদয় যে দুর্ল্লভ বস্তুর কামনা করিতেছে. তাহা তোমাকে বলিব। হে জগৎ-শ্রেষ্ঠ! তুমি প্রসন্ন হইলে দুর্লভই বা কি? ইন্দ্রও তোমার অনুগ্রহের ফলস্বরূপ ত্রৈলোক্য ভোগ করেন। ৭১—৮০। মাতার সপত্নী গর্ব্ব-

ইতি গর্ব্বাদবোচন্মাং সপত্নী মাতুরুচ্চকৈঃ ॥ ৮১
আধারভূতং জগতঃ সর্ব্বেষামুত্তমোত্তমম্।
প্রার্থয়ামি প্রভো স্থানংত্বংপ্রসাদাদতোঽব্যয়ম্ ॥৮২
শ্রীভগবানুবাচ।
যংত্বয়া প্রার্থিতং স্থানমেতং প্রাপ্স্যতি বৈ ভবান্।
ত্বয়াহং তোষিতঃ পূর্ব্বম্ অন্যজন্মনি বালক ॥ ৮৩
ত্বমাসীর্ব্রাহ্মণঃ পূর্ব্বং ময্যেকাগ্রমতিঃ সদা।
মাতাপিত্রোশ্চ শুশ্রূষুর্নিজধর্ম্মানুপালকঃ ॥ ৮৪
কালেন গচ্ছতা মিত্রং রাজপুত্রস্তবাভবং।
যৌবনেঽখিলভোগাঢ্যো দর্শনীয়োজ্জ্বলাকৃতিঃ ॥ ৮৫
তংসঙ্গাং তস্য তামৃদ্ধিম্ অবলোক্যাতিদুর্ল্লভাম্।
ভবেয়ং রাজপুত্রোঽহম্ ইতি বাঞ্ছা ত্বয়া কৃতা ॥৮৬
ততো যথাভিলষিতা প্রাপ্তা তে রাজপুত্রতা।
উত্তানপাদস্য গৃহে জাতোঽসি ধ্রুব দুর্ল্লভে ॥ ৮৭
অন্যেষাং তদ্বরং স্থানং কুলে স্বায়ম্ভুবস্য যং।
তস্যৈতদবরং বাল যেনাহং পরিতোষিতঃ ॥ ৮৮
মামারাধ্য নরো মুক্তিম্ অবাপ্নোত্যবিলম্বিতাম্।
ময্যর্পিতমনা বাল কিমু স্বর্গাদিকং পদম্ ॥ ৮৯
ত্রৈলোক্যাদধিকে স্থানে সর্ব্বতারাগ্রহাশ্রয়ঃ।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মংপ্রসাদাদ্ ভবান্ ধ্রুব ॥৯০
সূর্য্যাং সোমাং তথাভৌমাং সোমপুত্রাদ্বৃহস্পতেঃ
সিতার্কতনয়াদীনাং সর্ব্বর্ক্ষাণাং তথা ধ্রুবম্ ॥ ৯১
সপ্তর্ষীণামশেষাণাং যে তু বৈমানিকাঃ সুরাঃ।
সর্ব্বেষামুপরি স্থানং তব দত্তং ময়া ধ্রুব ॥ ৯২
কেচিচ্চতুর্যুগং যাবং কেচিন্মন্বন্তরং সুরাঃ।
তিষ্ঠন্তি ভবতো দত্তা ময়া বৈ কল্পসংস্থিতিঃ ॥ ৯৩
সুনীতিরপি তে মাতঃ ত্বদাসন্নাতিনির্ম্মলা।
বিমানে তারকা ভূত্বা তাবংকালং নিবংস্যতি ॥৯৪
যে চ ত্বাং মানবাঃ প্রাতঃ সায়ঞ্চ সুসমাহিতাঃ।
কীর্ত্তয়িষ্যন্তি তেষাঞ্চ মহং পুণ্যং ভবিষ্যতি ॥ ৯৫
পরাশর উবাচ।
এবং পূর্ব্বং জগন্নাথাদ্দেবদেবাজ্জনার্দ্দনাং।
বরং প্রাপ্য ধ্রুবঃ স্থানম্ অধ্যাস্তে স মহামতে ॥৯৬
তস্যাপি মানমৃদ্ধিঞ্চ মহিমানং নিরীক্ষ্য চ।

পূর্ব্বক উচ্চ বাক্যে আমাকে বলিয়াছেন যে, "যে আমার উদরে জন্মে নাই, এই রাজাসন তাহার নহে।" হে প্রভো! এইজন্য আমি তোমার প্রসাদে জগতের আধারভূত সকলের উত্তমোত্তম অব্যয় স্থান প্রার্থনা করি। ভগবান্ কহিলেন, হে বালক! যে স্থান তোমার প্রার্থিত, তাহা নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে, পূর্ব্বে অন্যজন্মে তোমা কর্ত্তৃক আমি তোষিত হইয়াছি। তুমি পূর্ব্বে আমাতে একাগ্রমতি, পিতামাতার শুশ্রূষু ও নিজধর্ম্মানুপালক ব্রাহ্মণ ছিলে। কিছুকাল পরে যৌবনে অখিলভোগাঢ্য, সুন্দর উজ্জ্বলাকৃতি কোন রাজপুত্র তোমার মিত্র হন। তংসঙ্গহেতু তাহার সেই অতি দুর্লভ ঋদ্ধি অবলোকন করিয়া, তোমার এইরূপ বাঞ্ছা হইল যে, "আমিও রাজপুত্র হইব।" হে ধ্রুব! তদনন্তর দুর্লভ উত্তানপাদগৃহে জন্মিয়া যথাভিলষিত রাজপুত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছ। হে বালক! স্বায়ম্ভুবের কুলে যে জন্ম, তাহা অন্যের পক্ষে বর। কিন্তু যে আমাকে পরিতুষ্ট করিয়াছে, তাহার (তোমার) পক্ষে অবর। যে ব্যক্তি আমাতে মন অর্পণ করিয়াছে, সে আমার আরাধনা করিয়া অবিলম্বিত মুক্তি প্রাপ্ত হয়। হে ধ্রুব! তুমি মংপ্রসাদে ত্রৈলোক্যাধিক স্থানে সর্ব্বতারা-গ্রহের আশ্রয় হইবে, সন্দেহ নাই। সূর্য্য, সোম, ভৌম, সোমপুত্র, বৃহস্পতি, সিত, অর্কতনয়াদি, সর্ব্বনক্ষত্র ও সপ্তর্ষি, যাঁহারা বিমানচারী দেবতা, হে ধ্রুব! সকলেরই উপরিভাগে তোমাকে ধ্রুবস্থান দিলাম। কোন কোন দেবতা চতুর্যুগ পর্য্যন্ত থাকেন; কেহ কেহ বা মন্বন্তরস্থায়ী হন, কিন্তু তোমাকে আমি কল্পস্থিতি দান করিলাম। তোমার মাতা অতি নির্ম্মলা সুনীতিও বিমানে তারকা হইয়া, তাবংকাল তোমার নিকটে বাস করিবেন। যে সকল মনুষ্য সুসমাহিত হইয়া, সায়ং প্রাতঃকালে তোমার কীর্ত্তন করিবে, তাহাদের মহং পুণ্য হইবে। ৮১—৯৫। পরাশর কহিলেন, হে মহামতে! দেবদেব জনার্দ্দন জগন্নাথ হইতে এইরূপে শ্রেষ্ঠ স্থান বর প্রাপ্ত হইয়া ধ্রুব বাস করিতেছেন। তাঁহার মানবৃদ্ধি ও মহিমা নিরী-

দেবাসুরাণামাচার্য্যঃ শ্লোকমত্রোশনা জগৌ ॥ ৯৭
অহোঽস্য তপসো বীর্য্যম্ অহোঽস্য তপসঃ ফলম্।
যদেনং পুরতঃ কৃত্বা ধ্রুবং সপ্তর্ষয়ঃ স্থিতাঃ ॥ ৯৮
ধ্রুবস্য জননী চেয়ং সুনীতির্নাম সূনৃতা।
অস্যাশ্চ মহিমানং কঃ শক্তো বর্ণয়িতুং ভুবি ॥ ৯৯
ত্রৈলোক্যাশ্রয়তাং প্রাপ্তং পরং স্থানং স্থিরায়তি।
স্থানং প্রাপ্তা বরং কৃত্বা যা কুক্ষিবিবরে ধ্রুবম্ ॥১০০
যশ্চৈতং কীর্ত্তয়েন্নিত্যং ধ্রুবস্যারোহণং দিবি।
স সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্তঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ১০১
স্থানভ্রংশং ন চাপ্নোতি দিবি বা যদি বা ভুবি।
সর্ব্বকল্যাণসংযুক্তো দীর্ঘকালঞ্চ জীবতি ॥ ১০২

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ক্ষণ করিয়া দেবাসুরাচার্য্য উশনা এই শ্লোক গান করিয়াছিলেন, "অহো! ইহাঁর কি তপস্যার বীর্য্য! অহো ইহাঁর কি তপস্যার ফল! সপ্তর্ষিমণ্ডল ইহাঁকে অগ্রে করিয়া স্থিত রহিয়াছেন। ইনি ধ্রুবের সুনীতি নাম্নী সুনৃতা জননী,—ইহাঁরও মহিমা বর্ণন করিতে পৃথিবীতে কে সক্ষম? যিনি ধ্রুবকে গর্ভে ধারণ করিয়া, ত্রৈলোক্যের আশ্রয়তা প্রাপ্ত হইয়া স্থিরায়তি পরম স্থানকে নিবাসরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন।" যে ব্যক্তি নিত্য ধ্রুবের এই স্বর্গারোহণ কীর্ত্তন করেন, তিনি সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে বিরাজিত হন। তিনি স্বর্গে বা পৃথিবীতে স্থানভ্রষ্ট হন না এবং সর্ব্ব্যাকল্যাণযুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকেন। ৯৬—১০২।

প্রথমাংশে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

ধ্রুবাচ্ছিষ্টিঞ্চ ভব্যঞ্চ ভব্যাচ্ছম্ভুর্ব্যজায়ত।
শিষ্টেরাধত্ত সুচ্ছায়া পঞ্চ পুত্রানকল্মষান্ ॥ ১
রিপুং রিপুঞ্জয়ং বিপ্রং বৃকলং বৃকতেজসম্।
রিপোরাধত্ত বৃহতী চাক্ষুষং সর্ব্বতেজসম্ ॥ ২
অজীজনৎ পুষ্করিণ্যাং বারুণ্যাং চাক্ষুষো মনুম্।
প্রজাপতেরাত্মজায়াম্ অরণ্যস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩
মনোরজায়ন্ত দশ নড়্বলায়াং মহৌজসঃ।
কন্যায়াং জগতাং শ্রেষ্ঠ বৈরাজস্য প্রজাপতেঃ ॥ ৫
উরুঃ পুরুঃ শতদ্যুম্নস্তপস্বী সত্যবাক্ কবিঃ।
অগ্নিষ্টোমোঽতিরাত্রশ্চ সুদ্যুম্নশ্চেতি তে নব ॥ ৫
অভিমন্যুশ্চ দশমো নড়্বলায়াং মহৌজসঃ।
উরোরজনয়ৎ পুত্রান্ ষড়াগ্নেয়ী মহাপ্রভান্ ॥ ৬
অঙ্গং সুমনসং স্বাতিং ক্রতুমঙ্গিরসং শিবম্।
অঙ্গাৎ সুনীথাপত্যং বৈ বেণমেকমজায়ত ॥ ৭
প্রজার্থমৃষয়স্তস্য মমন্থুর্দক্ষিণং করম্।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—মঙ্গলালয় ধ্রুবের পত্নী শিষ্টি ও ভব্য নামক দুই পুত্র প্রসব করেন। ভব্যের পুত্র শম্ভু। শিষ্টির পত্নী সুচ্ছায়া, রিপু, রিপুঞ্জয়, বিপ্র, বৃকল ও বৃকতেজা এই পঞ্চ অকল্মষ পুত্র ধারণ করেন। রিপুর স্ত্রী বৃহতী সর্ব্বতেজা চাক্ষুষের গর্ভধারিণী। চাক্ষুষ, মহাত্মা অরণ্য-প্রজাপতির আত্মজা বারুণী পুষ্করিণী নাম্নী পত্নীতে (ষষ্ঠমন্বন্তরপতি) মনুকে উৎপাদন করেন। হে জগৎশ্রেষ্ঠ! বৈরাজ প্রজাপতির কন্যা নড়্বলার গর্ভে মনুর মহৌজস্ দশ পুত্র জন্মিয়াছিলেন। উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্, কবি, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন এবং দশম অভিমন্যু। উরুর পত্নী আগ্নেয়ী, মহাপ্রভ, অঙ্গ, সুমনস, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও শিব এই ষট্পুত্রের জননী। অঙ্গের পত্নী সুনীথা একমাত্র পুত্র বেণের প্রসূতি। হে মহামুনে! ঋষিগণ প্রজার নিমিত্ত তাঁহার দক্ষিণ কর

বেণস্য পাণৌ মথিতে সংবভূব মহামুনে ॥ ৮
বৈণ্যো নাম মহীপালো যঃ পৃথুঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
যেন দুগ্ধা মহী পূর্ব্বং প্রজানাং হিতকারণাৎ ॥ ৯

মৈত্রেয় উবাচ।

কিমর্থং মথিতঃ পাণির্ব্বেণস্য পরমর্ষিভিঃ।
যত্র যজ্ঞে মহাবীর্য্যঃ স পৃথুর্মুনিসত্তম ॥ ১০

পরাশর উবাচ।

সুনীথা নাম যা কন্যা মৃত্যোঃ প্রথমতোঽভবৎ।
অঙ্গস্য ভার্য্যা সা দত্তা তস্যাং বেণো ব্যজায়তঃ ॥১১
স মাতামহদোষেণ তেন মৃত্যোঃ সুতাত্মজঃ।
নিসর্গাদেব মৈত্রেয় দুষ্ট এব ব্যজায়ত ॥ ১২
অভিষিক্তো যদা রাজ্যে স বেণঃ পরমর্ষিভিঃ।
ঘোষয়ামাস স তদা পৃথিব্যাং পৃথিবীপতিঃ ॥ ১৩
ন যষ্টব্যং ন হোতব্যং ন দাতব্যং কদাচন।
ভোক্তা যজ্ঞস্য কস্ত্বন্যো হ্যহং যজ্ঞপতিঃ প্রভুঃ ॥১৪
ততস্তমৃষয়ঃ পূর্ব্বং সংপূজ্য জগতীপতিম্।
উচুঃ সামকলং সম্যঙ্ মৈত্রেয় সমুপস্থিতাঃ ॥ ১৫

ঋষয় উচুঃ।

তো ভো রাজন্ শৃণুষ্ব ত্বং যদ্বদামস্তব প্রভো।
রাজ্যদেহোপকারায় প্রজানাঞ্চ হিতং পরম্ ॥ ১৬
দীর্ঘসত্রেণ দেবেশং সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরং হরিম্।
পূজয়িষ্যাম ভদ্রং তে তত্রাংশস্তে ভবিষ্যতি ॥ ১৭
যজ্ঞেন যজ্ঞপুরুষো হরিঃ সংপ্রীণিতো নৃপ।
অস্মাভির্ভবতঃ কামান্ সর্ব্বানেব প্রদাস্যতি ॥ ১৮
যজ্ঞৈর্যজ্ঞেশ্বরো যেষাং রাষ্ট্রে সংপূজ্যতে হরিঃ।
তেষাং সর্ব্বেপ্সিতাবাপ্তিং দদাতি নৃপ ভূভুজাম্ ॥

বেণ উবাচ।

মত্তঃ কোঽভ্যধিকোঽন্যোঽস্তিযশ্চারাধ্যো মমাপরঃ
কোঽয়ং হরিরিতিখ্যাতো যোঽয়ং যজ্ঞেশ্বরো মতঃ
ব্রহ্মা জনার্দ্দনঃ শম্ভুরিন্দ্রো বায়ুর্যমো রবিঃ।
হুতভুগ্ বরুণো ধাতা পূষা ভূমির্নিশাকরঃ ॥ ২০
এতে চান্যে চ যে দেবাঃ শাপানুগ্রহকারিণঃ।
নৃপস্যৈতে শরীরস্থাঃ সর্ব্বদেবময়ো নৃপঃ ॥ ২২
এতজ্জ্ঞাত্বা ময়াজ্ঞপ্তং যথাবৎ ক্রিয়তাং তথা।
ন দাতব্যং ন হোতব্যং ন যষ্টব্যঞ্চ বো দ্বিজাঃ ॥২৩

মন্থন করেন। বেণের পাণি মথিত হইলে বৈণ্য নামে মহীপাল উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইনি পৃথু বলিয়া পরিকীর্ত্তিত এবং প্রজাবর্গের হিত-সাধন জন্য পুরাকালে মহীকে দোহন করিয়া-ছিলেন। মৈত্রেয় কহিলেন, হে মুনিসত্তম! পরম ঋষিগণ কি নিমিত্ত বেণ রাজার পাণি মন্থন করেন, কিরূপেই বা তাহাতে মহাবীর্য্য পৃথুর জন্ম হয়? ১—১০। পরাশর কহি-লেন, মৃত্যুর সুনীথা নাম্নী যে কন্যা প্রথমে হন, তাঁহাকে অঙ্গের ভার্য্যারূপে দেওয়া হয়। তাঁহা-তেই বেণের জন্ম। হে মৈত্রেয়! মৃত্যুর সুতাত্মজ বেণ মাতামহদোষে স্বভাবতই দুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি যখন পরম ঋষিগণ কর্ত্তৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হন, তখন তিনি পৃথিবীপতি হইয়া পৃথিবীতে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, "কেহ যজ্ঞ করিতে পাইবে না, হোম করিতে পাইবে না এবং কেহ কদাচ দান করিবে না। আমিই ত যজ্ঞপতি প্রভু, অন্য কে যজ্ঞের ভোক্তা?" হে মৈত্রেয়! তদনন্তর ঋষিগণ উপস্থিত হইয়া ঐ জগতীপতিকে সম্মানপূর্ব্বক প্রথমে সামমধুর বাক্য বলিয়াছিলেন। ঋষিগণ কহিলেন, ভো ভো প্রভো রাজন্! রাজ্যদেহের উপকারার্থ এবং প্রজাদের পরম হিতের জন্য যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। আমরা দেবেশ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরিকে দীর্ঘ-সত্রে পূজা করিব, তোমার মঙ্গল হউক, তাহাতে তোমার অংশ থাকিবে। হে নৃপ! যজ্ঞপুরুষ হরি আমাদের যজ্ঞে সম্প্রীত হইয়া তোমাকে সর্ব্বকামনা প্রদান করিবেন। যাঁহাদের রাষ্ট্রে যজ্ঞেশ্বর হরি যজ্ঞে সংপূজিত হন, সেই ভূভুজ-গণকে তিনি সর্ব্বেপ্সিত দান করেন। ১১—১৯। বেণ কহিলেন,—আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কে দ্বিতীয় আরাধ্য আছে? এই হরি কে, যে, তাঁহাকে যজ্ঞেশ্বর বলা হইতেছে? ব্রহ্মা জনা-র্দ্দন, শম্ভু, ইন্দ্র, বায়ু, যম, রবি, হুতভুক্, বরুণ, ধাতা, পূষা, ভূমি, নিশাকর এবং অন্য যে সকল দেবতা শাপানুগ্রহকারী, তাঁহারা সকলেই নৃপের শরীরস্থ। কারণ নৃপ সর্ব্বদেবময়। হে দ্বিজগণ! তোমরা ইহা বিবেচনা করিয়া যথাবৎ আমার আজ্ঞা পালন কর। তোমাদের দাতব্য, হোতব্য,

ভর্তৃশুশ্রূষণং ধর্ম্মো যথা স্ত্রীণাং পরো মতঃ।
মমাজ্ঞাপালনং ধর্ম্মো ভবতাঞ্চ তথা দ্বিজাঃ ॥ ২৪
ঋষয় উচুঃ।
দেহ্যনুজ্ঞাং মহারাজ মা ধর্ম্মো যাতু সংক্ষয়ম্।
হবিষাং পরিণামোঽয়ং যদেতদখিলং জগৎ ॥ ২৫
পরাশর উবাচ।
ইতি বিজ্ঞাপ্যমানোঽপি স বেণঃ পরমর্ষিভিঃ।
যদা দদাতি নানুজ্ঞাং প্রোক্তঃ প্রোক্তঃপুনঃপুনঃ ॥
ততস্ত মুনয়ঃ সর্ব্বে কোপমর্ষসমন্বিতাঃ।
হন্যতাং হন্যতাং পাপ ইত্যুচুস্তে পরস্পরম্ ॥ ২৪
যো যজ্ঞপুরুষং দেবম্ অনাদিনিধনং প্রভুম্।
বিনিন্দত্যধমাচারো ন স যোগ্যো ভুবঃ পতিঃ ॥২৮
ইত্যুক্ত্বা মন্ত্রপূতৈস্তৈঃ কুশৈর্মুনিগণা নৃপম্।
নিজঘ্নুর্নিহতং পূর্ব্বং ভগবন্নিন্দনাদিনা ॥ ২৯
ততশ্চ মুনয়ো রেণুং দদৃশুঃ সর্ব্বতো দ্বিজ।
কিমেতদিতি চাসন্নং পপ্রচ্ছুস্তে জনং তদা ॥ ৩০
আখ্যাতঞ্চ জনৈস্তেষাং চৌরীভূতৈররাজকে।
রাষ্ট্রে তু লোকৈরারব্ধং পরস্বাদানমাতুরৈঃ ॥ ৩১
তেষামুদীর্ণবেগানাং চৌরাণাং মুনিসত্তমাঃ।
সুমহান দৃশ্যতে রেণুঃ পরবিত্তাপহারিণাম্ ॥ ৩২
ততঃ সংমন্ত্র্য তে সর্ব্বে মুনয়স্তস্য ভূভৃতঃ।
মমন্থুরুরুং পুত্রার্থম্ অনপত্যস্য যত্নতঃ ॥ ৩৩
মথ্যতশ্চ সমুত্তস্থৌ তস্যোরোঃ পুরুষঃ কিল।
দগ্ধস্থূণাপ্রতীকাশঃ খর্ব্বটাস্যোঽতিহ্রস্বকঃ ॥ ৩৪
কিংকরোমীতিতান্ সর্ব্বান্ বিপ্রান্ প্রাহ ত্বরান্বিতঃ
নিষীদেতি তমূচুস্তে নিষাদস্তেন সোঽভবৎ ॥ ৩৫
ততস্তৎসম্ভবা জাতা বিন্ধ্যশৈলনিবাসিনঃ।
নিষাদা মুনিশার্দ্দূল পাপকর্ম্মোপলক্ষণাঃ ॥ ৩৬
তেন দ্বারেণ তৎ পাপং নিষ্ক্রান্তং তস্য ভূপতেঃ।
নিষাদাস্তে ততো জাতা বেণকল্মষনাশনাঃ ॥ ৩৭
অতোঽস্য দক্ষিণং হস্তং মমন্থুস্তস্য তে দ্বিজাঃ।
মথ্যমানে চ তত্রাভূৎ পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্ ॥৩৮
দীপ্যমানঃ স বপুষা সাক্ষাদগ্নিরিব জ্বলন্।
আদ্যমাজগবং নাম খ্যাৎ পপাত ততো ধনুঃ ॥৩৯
শরাশ্চ দিব্যা নভসঃ কবচঞ্চ পপাত হ।
তস্মিন্ জাতে তু ভূতানি সংপ্রহৃষ্টানি সর্ব্বশঃ ॥৪০

যষ্টব্য কিছুই নাই। ভর্তৃশুশ্রূষা যেমন স্ত্রীলোকের পরমধর্ম্ম, সেইরূপ আমার আজ্ঞাপালনই তোমাদের ধর্ম্ম। ঋষিগণ কহিলেন, হে মহারাজ! আজ্ঞা কর, ধর্ম্মসংক্ষয় না হউক, যেহেতু হবির পরিণামই এই অখিল জগৎ। পরাশর কহিলেন,—পরমর্ষিগণ কর্তৃক এইরূপে বিজ্ঞাপ্যমান ও পুনঃপুনঃ প্রোক্ত হইয়াও যখন অনুজ্ঞা দিলেন না, তখন মুনি সকল কোপামর্ষসমন্বিত হইয়া পরস্পর বলিয়া উঠিলেন, "হনন কর, এই পাপকে হনন কর। যে অধমাচার; যজ্ঞপুরুষ দেব অনাদি অনন্ত প্রভুকে নিন্দা করিতেছে, সে ভূপতির যোগ্য নহে।" মুনিগণ এইরূপ কহিয়া, ভগবন্নিন্দনাদি দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই নিহত নৃপকে মন্ত্রপূত কুশ দ্বারা নিহত করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর চারিদিকে রেণু দেখিতে পাইয়া তাহারা নিকটস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহা কি" তাহারা আতুরভাবে তাঁহাদিগকে কহিল, "অরাজক রাজ্যে চৌরগণ কর্তৃক পরস্বগ্রহণ আরব্ধ হইয়াছে। হে মুনিসত্তমগণ! পরবিত্তাপহারী উদ্ধতগতি সেই চৌরদিগের এই সুমহান্ পদরেণু দেখা যাইতেছে।২০--৩২। পরে মুনি সকল মন্ত্রণা করিয়া পুত্রের নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক ঐ নিঃসন্তান ভূপতির উরু মন্থন করিলেন। তখন মথ্যমান উরু হইতে দগ্ধ স্থূণা (স্তম্ভ বা খুটি) সদৃশ খর্ব্বমুখ অতিহ্রস্বকায় এক পুরুষ উত্থিত হইয়া কহিল, "কি করিব?" তাঁহারা কহিলেন, 'নিষীদ' (উপবেশন কর), এজন্য সে নিষাদ হইল। হে মুনিশার্দ্দূল! পরে তৎসন্তানেরা বিন্ধ্যশৈলনিবাসী পাপকর্ম্মোপলক্ষণ নিষাদ হইল। সেই নিষাদরূপে ভূপতির পাপ নির্গত হইয়াছিল, এজন্য তাহারা বেণকল্মষনাশন নামে খ্যাত। তদনন্তর দ্বিজগণ তাঁহার দক্ষিণহস্ত মন্থন করিলে তাহাতে প্রতাপবান্ দীপ্যমানবপুঃ সেই বৈণ্য পৃথু সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে পাইতে জন্মিলেন। তখন আজগব নামে আদ্যধনুঃ, দিব্যশর ও কবচ আকাশ হইতে পতিত হইল।

সংপুত্রেণ চ জাতেন বেণোঽপি ত্রিদিবং যযৌ।
পুন্নাম্নো নরকাৎ ত্রাতঃ স তেন সুমহাত্মনা ॥ ৪১
তং সমুদ্রাশ্চ নদ্যশ্চ রত্নান্যাদায় সর্ব্বশঃ।
তোয়ানি চাভিষেকার্থং সর্ব্বাণ্যেবোপতস্থিরে ॥৪২
পিতামহশ্চ ভগবান্ দেবৈরাঙ্গিরসৈঃ সহ।
স্থাবরাণি চ ভূতানি জঙ্গমানি চ সর্ব্বশঃ॥ ৪৩
সমাগম্য তদা বৈণ্যম্ অভ্যষিঞ্চন্ নরাধিপম্।
হস্তে তু দক্ষিণে চক্রং দৃষ্ট্বা তস্য পিতামহঃ॥ ৪৪
বিষ্ণোরংশং পৃথুং মত্বা পরিতোষং পরং যযৌ।
বিষ্ণুচিহ্নং করে চক্রং সর্ব্বেষাং চক্রবর্ত্তিনাম্ ॥৪৫
ভবত্যব্যাহতো যস্য প্রভাবস্ত্রিদশৈরপি।
মহতা রাজরাজ্যেন পৃথুর্ব্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্॥ ৪৬
সোঽভিষিক্তো মহাতেজা বিধিবদ্ধর্ম্মকোবিদৈঃ।
পিত্রাপরঞ্জিতাস্তস্য প্রজাস্তেনানুরঞ্জিতাঃ॥ ৪৭
অনুরাগাৎ ততস্তস্য নাম রাজেত্যজায়ত।
আপস্তস্তম্ভিরে চাস্য সমুদ্রমভিযাস্যতঃ॥ ৪৮
পর্ব্বতাশ্চ দদুর্ম্মার্গং ধ্বজভঙ্গশ্চ নাভবৎ।
অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী সিধ্যন্ত্যন্নানি চিন্তয়া॥ ৪৯
সর্ব্বকামদুঘা গাবঃ পুটকে পুটকে মধু।
তস্য বৈ জাতমাত্রস্য যজ্ঞে পৈতামহে শুভে॥ ৫০
সূতঃ সূত্যাং সমুৎপন্নঃ সৌত্যেঽহনি মহামতিঃ।
তস্মিন্নেব মহাযজ্ঞে যজ্ঞে প্রাজ্ঞোঽথ মাগধঃ॥৫১
প্রোক্তৌ তদা মুনিবরৈস্তাবুভৌ সূতমাগধৌ।
স্তূয়তামেষ নৃপতিঃ পৃথুর্ব্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্॥ ৫২
কর্ম্মৈতদনুরূপং বাং পাত্রং স্তোত্রস্য চাপ্যয়ম্।
ততস্তাবূচতুর্ব্বিপ্রান্ সর্ব্বানেব কৃতাঞ্জলী॥ ৫৩
অদ্য জাতস্য নো কর্ম্ম জ্ঞায়তেঽস্য মহীপতেঃ।
গুণা ন'চাস্য জ্ঞায়ন্তে ন চাস্য প্রথিতং যশঃ।
স্তোত্রং কিমাশ্রয়ঞ্চাস্য কার্য্যমস্মাভিরুচ্যতাম্॥ ৫৪

ঋষয় ঊচুঃ।

করিষ্যত্যেষ যৎ কর্ম্ম চক্রবর্ত্তী মহাবলঃ।
গুণা ভবিষ্যা যে চাস্য তৈরয়ং স্তূয়তাং নৃপঃ॥৫৫

পরাশর উবাচ।

ততঃ স নৃপতিস্তোষং তং শ্রুত্বা পরমং যযৌ।

তিনি জন্মিলে সকলেই আহ্লাদিত হইয়াছিল। সেই সুমহাত্মা সংপুত্রের জন্ম হওয়াতে বেণও পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ পাইয়া ত্রিদিবে গমন করিলেন। সমুদ্র ও নদী সকল সর্ব্বপ্রকার রত্ন ও অভিষেকার্থ জল গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। অঙ্গিরস্ দেবগণের সহিত ভগবান্ পিতামহ ও স্থাবর জঙ্গম সকল সমাগত হইয়া নরাধিপ 'বৈণ্যকে' স্নান করাইলেন। পিতামহ দক্ষিণহস্তে চক্র দৃষ্টি করিয়া, পৃথুকে বিষ্ণুর অংশ বিবেচনা করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। চক্রবর্ত্তীদিগের মধ্যে যাহার প্রভাব দেবতারাও খর্ব্ব করিতে পারেন না, তাঁহারই হস্তে চিহ্নচিহ্ন চক্র থাকে। ৩৩—৪৫। বিধিবৎধর্ম্মকোবিদ্‌গণ, মহাতেজা প্রতাপবান্ সেই বৈণ্য পৃথুকে মহৎ রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পিতার অপরঞ্জিত প্রজাবর্গ তৎকর্তৃক অনুরঞ্জিত হইল। অনুরাগ হেতু তাঁহার নাম 'রাজা' হইল। ইনি সমুদ্রে গমন করিলে জল স্তম্ভিত হইত, বনযাত্রাকলে পর্ব্বত সমুদয় পথ দিত, কখন তাঁহার পতাকাভঙ্গ হয় নাই। পৃথিবী বিনা কর্ষণেই শস্যশালিনী, সুতরাং চিন্তামাত্রেই অন্নলাভ হইতে লাগিল। গো সকল সর্ব্বকামদুঘা এবং পুটকে পুটকে মধু হইল। তিনি জন্মমাত্রে পৈতামহ যজ্ঞ করেন, তাহাতে সেই দিনেই সূতিতে (ঐ যজ্ঞের অন্তর্গত সোমযজ্ঞ ভূমিতে) মহামতি সূত ও ঐ মহাযজ্ঞে প্রাজ্ঞ মাগধ উৎপন্ন হন। মুনিবরগণ উভয়কে বলিলেন, তোমরা প্রতাপবান্ বৈণ্য পৃথু নৃপতির স্তব কর। তোমাদের অনুরূপ কর্ম্মই এই এবং ইনিও স্তোত্রের পাত্র। তদনন্তর ইহাঁরা উভয়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া বিপ্র সকলকে বলিলেন, অদ্যজাত এই মহীপতির কর্ম্ম বা গুণ জানা যাইতেছে না এবং ইহাঁর যশও প্রথিত নাই, অতএব কি আশ্রয় করিয়া আমরা ইহাঁর স্তব করিব বলুন। ৪৬—৫৪। ঋষিগণ কহিলেন, এই মহাবল চক্রবর্ত্তী নৃপ যেরূপ কর্ম্ম করিবেন এবং ইহাঁর যে সকল গুণ হইবে, তদ্দ্বারা ইহাঁর স্তব কর। পরাশর কহিলেন, তদনন্তর নৃপতি তাহা শুনিয়া পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। বিবেচনা

সদ্‌গুণৈঃ শ্লাঘ্যতামেতি স্তব্যাশ্চাভ্যাং গুণা মম ॥
তস্মাদ্ যদদ্য স্তোত্রেণ গুণনির্ব্বর্ণনং ত্বিমৌ।
করিষ্যেতে করিষ্যামি তদেবাহং সমাহিতঃ ॥ ৫৭
যদিমৌ বর্জ্জনীয়ঞ্চ কিঞ্চিদত্র বদিষ্যতঃ।
তদহং বর্জ্জয়িষ্যামীত্যেবঞ্চক্রে মতিং নৃপঃ ॥ ৫৮
অথ তৌ চক্রতুঃ স্তোত্রং পৃথোর্বৈণ্যস্য ধীমতঃ।
ভবিষ্যৈঃ কর্ম্মভিঃ সম্যক্ সুস্বরৌ সূতমাগধৌ ॥৫৯
সত্যবাগ্ দানশীলোঽয়ং সত্যসন্ধো নরেশ্বরঃ।
হ্রীমান্ মৈত্রঃ ক্ষমাশীলো বিক্রান্তো দুষ্টশাসনঃ ॥
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ দয়াবান্ প্রিয়ভাষকঃ।
মান্যমানয়িতা যজ্বা ব্রহ্মণ্যঃ সাধুসম্মতঃ ॥ ৬১
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ ব্যবহারে স্থিতো নৃপঃ।
সূতেনোক্তান্ গুণানিত্থং স তদা মাগধেন চ ॥৬২
চকার হৃদি তাদৃক্ চ কর্ম্মণা কৃতবানসৌ।
ততঃ স পৃথিবীপালঃ পালয়ন্ বসুধামিমাম্ ॥ ৬৩
ইয়াজ বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্মহদ্ভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
তং প্রজাঃ পৃথিবীনাথম্ উপতস্থুঃ ক্ষুধার্দ্দিতাঃ ॥৬৪
ওষধীষু প্রনষ্টাসু তস্মিন্ কালে হ্যরাজকে।
তমূচুস্তেন তাঃ পৃষ্টাস্তত্রাগমনকারণম্ ॥ ৬৫

প্রজা উচুঃ।

অরাজকে নৃপশ্রেষ্ঠ ধরিত্র্যা সকলৌষধীঃ।
গ্রস্তাস্ততঃ ক্ষয়ং যান্তি প্রজাঃ সর্ব্বাঃ প্রজেশ্বর ॥৬৬
ত্বং নো বৃত্তিপ্রদো ধাত্রা প্রজাপালো নিরূপিতঃ।
দেহি নঃ ক্ষুৎপরীতানাং প্রজানাং জীবনৌষধীঃ ॥

পরাশর উবাচ।

ততোঽথ নৃপতির্দিব্যম্ আদায়াজগবং ধনুঃ।
শরাংশ্চ দিব্যান্ কুপিতঃসোঽন্বধাবদ্বসুন্ধরাম্ ॥৬৮
ততো ননাশ ত্বরিতা গৌর্ভূত্বা তু বসুন্ধরা।
সা লোকান্ব্রহ্মলোকাদীন্ তৎত্রাসাদগমন্ মহী ॥
যত্র যত্র যযৌ দেবী সা তদা ভূতধারিণী।
তত্র তত্র তু সা বৈণ্যং দদর্শাভ্যুদ্যতায়ুধম্ ॥ ৭০
ততস্তং প্রাহ বসুধা পৃথুং পৃথুপরাক্রমম্।
প্রবেপমানা তদ্বাণপরিত্রাণপরায়ণা ॥ ৭১

পৃথিব্যুবাচ।

স্ত্রীবধে ত্বং মহাপাপং কিং নরেন্দ্র ন পশ্যসি।
যেন মাং হন্তুমত্যর্থং প্রকরোষি নৃপোদ্যমম্ ॥ ৭২

করিলেন, লোকে সদ্‌গুণ দ্বারা শ্লাঘ্যতা প্রাপ্ত হয় এবং ইহাঁরা আমার গুণের স্তব করিবেন, অতএব অদ্য স্তোত্রে যেরূপ গুণ নির্ব্বর্ণন করিবেন, আমি সমাহিত হইয়া তাহাই করিব। যে বিষয় বর্জ্জনীয় বলিবেন, তাহা বর্জ্জন করিব। অনন্তর সেই সূত মাগধ, ধীমান্, বৈণ্য পৃথুর ভবিষ্য-কর্ম্ম দ্বারা সম্যক্ সুস্বরে স্তব করিতে লাগিলেন। এই নরেশ্বর নৃপ সত্যবাক্, দানশীল, সত্যসন্ধ, লজ্জাশীল, মৈত্র, ক্ষমাশীল, বিক্রান্ত, দুষ্টশাসন,ধর্ম্মজ্ঞ,কৃতজ্ঞ, দয়াবান্, প্রিয়ভাষক, মান্যমানয়িতা, যজ্ঞরত, ব্রহ্মণ্য, সাধুসম্মত, শত্রুমিত্রে সমদর্শী, এবং ব্যবহারে স্থিত। তিনি সূতোক্ত এই সকল গুণ মনে করিলেন এবং সেইরূপ কর্ম্মও করিয়াছিলেন। পৃথিবীপাল এইরূপে বসুধা পালন করত ভূরি দক্ষিণাযুক্ত বিবিধ মহৎ যজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়াছিলেন। অরাজক কালে সমস্ত ওষধি প্রনষ্ট হইলে প্রজাগণ ক্ষুধার্দ্দিত হইয়া সেই পৃথিবীনাথের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তৎকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তথায় গমনকারণ বলিতে লাগিলেন। প্রজাগণ কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ প্রজেশ্বর! অরাজক হইলে ধরিত্রী সকল ওষধি গ্রাস করিয়াছে, তাহাতে সমস্ত প্রজা, ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। বিধাতা তোমাকে আমাদের সমস্ত বৃত্তিপ্রদ প্রজাপালক নিরূপণ করিয়াছেন, আমাদের ক্ষুধার্ত্ত প্রজাগণকে জীবনৌষধি দান কর। ৫৫—৬৭। পরাশর কহিলেন, অনন্তর নৃপতি কুপিত হইয়া দিব্য আজগব ধনু ও শর সকল গ্রহণপূর্ব্বক বসুধার অনুধাবন করিলেন। বসুন্ধরা শীঘ্র গোরূপ হইয়া পলায়ন ও ত্রাসহেতু ব্রহ্মলোকাদিতে গমন করিলেন। ভূতধারিণী দেবী যে যে স্থানে গমন করিলেন, সেই সেই স্থানেই উদ্যতশস্ত্র বৈণ্যকে দেখিতে পাইলেন। তৎপরে বসুধা কম্পিতা ও তদ্বাণ হইতে পরিত্রাণপরায়ণা হইয়া পৃথুপরাক্রম পৃথুকে বলিলেন, হে নরেন্দ্র নৃপ! তুমি কি স্ত্রীবধে মহাপাপ দেখিতেছ না? তাই আমাকে

পৃথুরুবাচ।
একস্মিন্ যত্র নিধনং প্রাপিতে দুষ্টকারিণি।
বহূনাং ভবতি ক্ষেমং তস্য পুণ্যপ্রদো বধঃ॥ ৭৩
পৃথিব্যুবাচ।
প্রজানামুপকারায় যদি মাং ত্বং হনিষ্যসি।
আধারঃ কঃ প্রজানাং তে নৃপশ্রেষ্ঠ ভবিষ্যতি॥৭৪
পৃথুরুবাচ।
ত্বাং হত্বা বসুধে বাণৈর্মচ্ছাসনপরাঙ্মুখীম্।
আত্মযোগবলেনেমা ধারয়িষ্যাম্যহং প্রজাঃ॥ ৭৫
পরাশর উবাচ।
ততঃ প্রণম্য বসুধা তং ভূয়ঃ প্রাহ পার্থিবম্।
প্রবেপিতাঙ্গী পরমং সাধ্বসং সমুপাগতা॥ ৭৬
পৃথিব্যুবাচ।
উপায়তঃ সমারব্ধাঃ সর্ব্বে সিধ্যন্ত্যপক্রমাঃ।
তস্মাদ্বদাম্যুপায়ং তে তং কুরুষ যদিচ্ছসি॥ ৭৭
সমস্তাস্তা ময়া জীর্ণা নরনাথ মহৌষধীঃ।
যদীচ্ছসি প্রদাস্যামি তাঃ ক্ষীরপরিণামিনীঃ॥ ৭৮
তস্মাৎ প্রজাহিতার্থায় মম ধর্ম্মভৃতাং বর।
তন্তু বৎসং প্রযচ্ছ ত্বং ক্ষরেয়ং যেন বৎসলা॥৭৯
সমাঞ্চ কুরু সর্ব্বত্র যেন ক্ষীরং সমন্ততঃ।
বরৌষধীবীজভূতং বীর সর্ব্বত্র ভাবয়ে॥ ৮০
পরাশর উবাচ।
তত উৎসারয়ামাস শৈলান্ শতসহস্রশঃ।
ধনুঃকোট্যা তদা বৈণ্যস্ততঃ শৈলা বিবর্দ্ধিতাঃ॥৮১
নহি পূর্ব্ববিসর্গে বৈ বিষমে পৃথিবীতলে।
প্রবিভাগঃ পুরাণাং বা গ্রামাণাং বা তদাভবৎ॥৮২
ন শস্যানি ন গোরক্ষং ন কৃষির্ন বণিক্পথঃ।
বৈণ্যাৎ প্রভৃতি মৈত্রেয় সর্ব্বস্যৈতস্য সম্ভবঃ॥৮৩
যত্র যত্র সমং তস্যা ভূমেরাসীন্নরাধিপঃ।
তত্র তত্র প্রজানাং হি নিবাসং সমরোচয়ৎ॥ ৮৪
আহারঃ ফলমূলানি প্রজানামভবৎ তদা।
কৃচ্ছ্রেণ মহতা সোঽপি প্রনষ্টাস্বৌষধীষু বৈ॥ ৮৫
স কল্পয়িত্বা বৎসং তু মনুং স্বায়ম্ভুবং প্রভুঃ।
স্বে পাণৌ পৃথিবীনাথো দুদোহ পৃথিবীং পৃথুঃ॥৮৬
শস্যজাতানি সর্ব্বাণি প্রজানাং হিতকাম্যয়া।
তেনান্নেন প্রজাস্তাত বর্ত্তন্তেঽদ্যাপি নিত্যশঃ॥৮৭
প্রাণপ্রদানাৎ স পৃথুর্যস্মাদ্ভূমেরভূৎ পিতা।

বিনষ্ট করিবার জন্য উদ্যম করিতেছ? পৃথু কহিলেন, ওরে দুষ্টকারিণি! যেখানে একজন নিধন প্রাপ্ত হইলে অনেকের রক্ষা হয়, সেখানে সেই একেরই বধ পুণ্যপ্রদ। পৃথিবী কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রজাগণের উপকারের নিমিত্ত যদি আমাকে বধ কর, তবে তোমার প্রজাদের আধার কে হইবে? পৃথু কহিলেন, বসুধে! তুমি আমার শাসনপরাঙ্মুখী, তোমাকে বাণ দ্বারা হত করিয়া আমি আত্মযোগবলে এই সকল প্রজা ধারণ করিব। ৬৮—৭৫। পরাশর কহিলেন,—তখন বসুধা কম্পিতাঙ্গী ও পরম ভীতা হইয়া রাজাকে প্রণামপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। পৃথিবী কহিলেন, উপায়ানুসারে কার্য্য করিলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়, অতএব তোমাকে উপায় বলিতেছি, যদি ইচ্ছা হয়, কর। হে নরনাথ! সমস্ত ওষধি জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি, যদি ইচ্ছা কর, তবে এই সকল ক্ষীরপরিণামিনী ওষধি আমি দিব। হে ধর্ম্মভৃতাংবর! প্রজাহিতার্থ আমাকে বৎস প্রদান কর, তাহাতে আমি বৎসলা হইয়া ক্ষরণ করি। হে বীর! আমাকে সমন্ততঃ সর্ব্বত্র সম কর, তাহাতে বনৌষধির বীজভূত ক্ষীর সর্ব্বত্র ধারণ করি। পরাশর কহিলেন, তদনন্তর বৈণ্য ধনুঃকোটি দ্বারা শত-সহস্র শৈল উৎসারিত করিলেন, তাহাতেই শৈল সকল বিবর্দ্ধিত (একৈকত্র উচ্চতরকৃত) হইয়াছে। পূর্ব্ব সৃষ্টিতে বিষম পৃথিবীতলে পুর বা গ্রামের প্রবিভাগ, শস্য, গোরক্ষ, কৃষি ও বণিক্পথ ছিল না। হে মৈত্রেয়! বৈণ্য হইতেই এ সকলের সম্ভব। ভূমির যে যে স্থল সম ছিল, নরাধিপ সেই সেই স্থানে প্রজাদিগের নিবাস কল্পনা করিলেন। ৭৬—৮৪। ওষধি সকল প্রনষ্ট হইলে তখন ফল মূল মাত্র প্রজাদের আহার হইয়াছিল, তাহাও অতি কষ্টে। পৃথিবীনাথ প্রভু পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া স্বহস্তে পৃথিবী দোহন করেন, তাহাতে তাঁহার প্রজাগণের হিতকামনায় শস্য

ততস্তু পৃথিবীসংজ্ঞাম্ অবাপাখিলধারিণী ॥ ৮৮
ততশ্চ দেবৈর্মুনিভির্দৈত্যে রক্ষোভিরদ্রিভিঃ।
গন্ধর্ব্বৈরুরগৈর্যক্ষৈঃ পিতৃভিস্তরুভিস্তথা ॥ ৮৯
তং তং পাত্রমুপাদায় তং তদ্ দুগ্ধা মুনে পয়ঃ।
বৎসদোগ্ধৃ বিশেষাশ্চ তেষাং তদ্‌যোনয়োহভবন্ ॥৯০
সৈষা ধাত্রী বিধাত্রী চ ধারিণী পোষণী তথা।
সর্ব্বস্য জগতঃ পৃথ্বী বিষ্ণুপাদতলোদ্ভবা ॥ ৯১
এবংপ্রভাবঃ স পৃথুঃ পুত্রো বেনস্য বীর্য্যবান্।
জজ্ঞে মহীপতিঃ পূর্ব্বং রাজাভূৎ জনরঞ্জনাৎ ॥৯২
য ইদং জন্ম বৈণ্যস্য পৃথোঃ কীর্ত্তয়তে নরঃ।
ন তস্য দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ ফলদায়ি প্রজায়তে ॥ ৯৩
দুঃস্বপ্নোপশমং নৃণাং শৃণ্বতাং চৈতদুত্তমম্।
পৃথোর্জন্মপ্রভাবশ্চ করোতি সততং নৃণাম্ ॥ ৯৪

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমোহংশে
ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

সকল জন্মিল। হে তাত! প্রজাবর্গ অদ্যাপি সেই অন্নে জীবন ধারণ করিতেছে। প্রাণ প্রদান হেতু পৃথু, ভূমির পিতা হইয়াছিলেন, এজন্য অখিলভূতধারিণী, পৃথিবী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তৎপরে দেব, মুনি, দৈত্য, অদ্রি, গন্ধর্ব্ব, উরগ, যক্ষ ও পিতৃগণ স্বাভিমত পাত্র গ্রহণে ভূমি হইতে স্বাভিমত বস্তু দোহন করিলেন। তজ্জাতীয়েরাই তাঁহাদের বৎস ও দোগ্ধা হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপাদতলোদ্ভবা সেই পৃথ্বীই সর্ব্বজগতের ধাত্রী, বিধাত্রী, ধারিণী এবং পোষণী। এতাদৃশপ্রভাব বীর্য্যবান্ মহীপতি বেণপুত্র পৃথু জন্মিয়াছিলেন এবং জনরঞ্জন হেতু প্রথমে তিনি রাজা হন। যে নর, বৈণ্য পৃথুর এই জন্ম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার কিছুমাত্র দুষ্কৃত থাকে না এবং এই জন্মকীর্ত্তন তাঁহার পক্ষে ফলদায়ী হয়। পৃথুর এই উত্তম জন্ম ও প্রভাব শ্রবণ করিলে সতত দুঃস্বপ্নের উপশম হইয়া থাকে। ৮৫—৯৪।

প্রথমাংশে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

চতুর্দ্দশোহধ্যায়ঃ।

পৃথোঃ পুত্রৌ মহাবীর্য্যৌ জজ্ঞাতেঽন্তর্দ্ধিপালিনৌ।
শিখণ্ডিনী হবির্দ্ধানম্ অন্তর্দ্ধানাদ্ ব্যজায়ত ॥ ১
হবির্দ্ধানাৎ ষড়াগ্নেয়ী ধিষণাজনয়ৎ সুতান্।
প্রাচীনবর্হিষং শুক্রং গয়ং কৃষ্ণং ব্রজাজিনৌ ॥ ২
প্রাচীনবর্হির্ভগবান্ মহানাসীৎ প্রজাপতিঃ।
হবির্দ্ধানান্মহারাজো যেন সংবর্দ্ধিতাঃ প্রজাঃ ॥ ৩
প্রাচীনাগ্রাঃ কুশাস্তস্য পৃথিব্যামভবন্ মুনে।
প্রাচীনবর্হির্ভগবান্ খ্যাতো ভুবি মহাবলঃ ॥ ৪
সমুদ্রতনয়ায়াং তু কৃতদারো মহীপতিঃ।
মহতস্তপসঃ পারে সবর্ণায়াং মহীপতেঃ ॥ ৫
সবর্ণাধত্ত সামুদ্রী দশ প্রাচীনবর্হিষঃ।
সর্ব্বে প্রচেতসো নাম ধনুর্ব্বেদস্য পারগাঃ ॥ ৬
অপৃথগ্ধর্ম্মচরণাস্তেঽতপ্যন্ত মহাতপঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি সমুদ্রসলিলেশয়াঃ ॥ ৭

মৈত্রেয় উবাচ।

যদর্থং তে মহাত্মানস্তপস্তেপুর্মহামুনে।
প্রচেতসঃ সমুদ্রাম্ভস্যেতদাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৮

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পৃথুর মহাবীর্য্য দুই পুত্র, অন্তর্দ্ধি ও পালী। অন্তর্দ্ধানের স্ত্রী শিখণ্ডিনী হবির্দ্ধানকে প্রসব করেন। হবির্দ্ধানের ঔরসে আগ্নেয়ী ধিষণা,—প্রাচীনবর্হিঃ, শুক্র, গয়, রজ ও অজিন এই ছয় পুত্রের জননী। ভগবান্ প্রাচীনবর্হিঃ মহারাজ মহান্ প্রজাপতি ছিলেন। যদ্দ্বারা প্রজাবর্গ সংবর্দ্ধিত। হে মুনে! তাঁহার সময়ে প্রাচীনাগ্র কুশে পৃথিবীতল আস্তৃত হইয়াছিল। ভগবান্ প্রাচীনবর্হিঃ মহাবল বলিয়া বিখ্যাত। মহীপতি মহাতপস্যার পর সমুদ্রতনয়া সবর্ণাতে কৃতদার হন। সামুদ্রী সবর্ণা তাঁহা হইতে প্রচেতা নামে ধনুর্ব্বেদপারগ দশ পুত্র ধারণ করেন। তাঁহারা অপৃথক্‌ধর্ম্মাচরণ ও সমুদ্রসলিলবাসী হইয়া দশসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত মহৎ তপস্যা করিয়াছিলেন। মৈত্রেয় কহিলেন, হে মহামুনে! মহাত্মা প্রচেতসগণ যেজন্য সমুদ্রাম্ভোমধ্যে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা

পরাশর উবাচ।

পিত্রা প্রচেতসঃ প্রোক্তাঃ প্রজার্থমমিতাত্মনা।
প্রজাপতিনিযুক্তেন বহুমানপুরঃসরম্॥ ৯
ব্রহ্মণা দেবদেবেন সমাদিষ্টোঽস্ম্যহং সুতাঃ।
প্রজাঃ সংবর্দ্ধনীয়াস্তে ময়া চোক্তং তথেতি তৎ॥১০
তন্মম প্রীতয়ে পুত্রাঃ প্রজাবৃদ্ধিমতন্দ্রিতাঃ।
কুরুধ্বং মাননীয়া বঃ সমাজ্ঞা চ প্রজাপতেঃ॥১১

পরাশর উবাচ।

ততস্তে তৎপিতুঃ শ্রুত্বা বচনং নৃপনন্দনাঃ।
তথেত্যুক্ত্বা তু তং ভূয়ঃ পপ্রচ্ছুঃ পিতরং মুনে॥ ১২

প্রচেতস উচুঃ।

যেন তাত প্রজাবৃদ্ধৌ সমর্থাঃ কর্ম্মণা বয়ম্।
ভবানস্তৎ সমস্তং নঃ কর্ম্ম ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥ ১৩

পিতোবাচ।

আরাধ্য বরদং বিষ্ণুম্ ইষ্টপ্রাপ্তিমসংশয়ম্।
সমেতি নান্যথা মর্ত্ত্যঃ কিমন্যৎ কথয়ামি বঃ॥ ১৪
তস্মাৎ প্রজাবিবৃদ্ধ্যর্থং সর্ব্বভূতপ্রভুং হরিম্।
আরাধয়ত গোবিন্দং যদি সিদ্ধিমভীপ্সথ॥ ১৫
ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ মোক্ষঞ্চাভিচ্ছতা সদা।
আরাধনীয়ো ভগবান্ অনাদিঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ১৬
যস্মিন্নারাধিতে সর্গং চকারাদৌ প্রজাপতিঃ।
তমারাধ্যাচ্যুতং বৃদ্ধিঃ প্রজানাং বো ভবিষ্যতি॥১৭

পরাশর উবাচ।

ইত্যেবমুক্তাস্তে পিত্রা পুত্রাঃ প্রচেতসো দশ।
মগ্নাঃ পয়োধিসলিলে তপস্তেপুঃ সমাহিতাঃ॥ ১৮
দশবর্ষসহস্রাণি ন্যস্তচিত্তা জগৎপতৌ।
নারায়ণে মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকপরায়ণে॥ ১৯
তত্রৈব তে স্থিতা দেবম্ একাগ্রমনসো হরিম্।
তুষ্টুবুর্যঃ স্তুতঃ কামান্ স্তোতুরিষ্টান্ প্রযচ্ছতি॥২০

মৈত্রেয় উবাচ।

স্তবং প্রচেতসো বিষ্ণোঃ সমুদ্রাম্ভসি সংস্থিতাঃ।
চক্রুস্তম্মে মুনিশ্রেষ্ঠ সুপুণ্যং বক্তুমর্হসি॥ ২১

পরাশর উবাচ।

শৃণু মৈত্রেয় গোবিন্দং যথা পূর্ব্বং প্রচেতসঃ।
তুষ্টুবুস্তন্ময়ীভূতাঃ সমুদ্রসলিলেশয়াঃ॥ ২২

প্রচেতস উচুঃ।

নতাঃ স্ম সর্ব্ববচসাং প্রতিষ্ঠা যত্র শাশ্বতী।

বলুন। পরাশর কহিলেন, প্রজাপতিনিযুক্ত অমিতাত্মা পিতা, প্রচেতস্দিগকে বহুমান-পুরঃসর পুত্রার্থ বলিলেন, হে সুতগণ! প্রজাপতি আমাকে "প্রজা সংবর্দ্ধন কর" এইরূপ আদেশ করায় আমি "তথাস্তু" বলিয়াছি। অতএব পুত্রগণ! তোমরা আমার প্রীতির নিমিত্ত অতন্দ্রিত হইয়া প্রজাবৃদ্ধি কর। প্রজাপতির সমাজ্ঞা তোমাদের মাননীয়। ১—১১। পরাশর কহিলেন, তদনন্তর নৃপনন্দন প্রচেতস্গণ পিতার বাক্যে "তথাস্তু" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে তাত! যে কর্ম্ম দ্বারা আমরা প্রজাবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হই, তাহা আমাদিগকে বলুন। পিতা কহিলেন, মনুষ্যগণ বরদ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া অসংশয় ইষ্টলাভ করে, অন্যথা নহে। আর কি তোমাদিগকে বলিব! অতএব যদি সিদ্ধি অভিলাষ কর, তবে তোমরা প্রজাবৃদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বভূতপ্রভু হরি গোবিন্দের আরাধনা কর। অনাদি ভগবান্ পুরুষোত্তম ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষেচ্ছুক ব্যক্তিদিগের সদা আরাধনীয়। যাঁহার আরাধনা করিয়া প্রজাপতি, আদিকালে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই অচ্যুতের আরাধনা করিলে তোমাদের প্রজাবৃদ্ধি হইবে। পরাশর কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পিতা এইরূপ কহিলে প্রচেতস্নামা সেই দশ পুত্র, সমুদ্রসলিলে মগ্ন, সমাহিত ও সর্ব্বলোক-পরায়ণ জগৎপতি নারায়ণের প্রতি ন্যস্তচিত্ত হইয়া দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই স্থানে থাকিয়াই একাগ্রমনে দেব-দেব হরির স্তব করিয়াছিলেন, যিনি স্তুত হইয়া স্তবকর্ত্তার ইষ্টকাম প্রদান করেন। ১২—২০। মৈত্রেয় কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! প্রচেতস্গণ সমুদ্রজলমধ্যে থাকিয়া বিষ্ণুর যে স্তব করিয়াছিলেন, সেই সুপুণ্য স্তব আমাকে বলুন। পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! প্রচেতা সকল সমুদ্রসলিলবাসী ও তন্ময়ীভূত হইয়া পূর্ব্বে যেরূপে গোবিন্দের স্তব করিয়াছিলেন, শ্রবণ কর। প্রচেতস্গণ কহিলেন, যাঁহাতে

তমাদ্যং তমশেষস্য জগতঃ পরমং প্রভুম্ ॥ ২৩
জ্যোতিরাদ্যমনৌপম্যম্ অনন্তরমপারবং।
যোনিভূতমশেষস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥ ২৪
যস্যাহঃ প্রথমং রূপম্ অরূপস্য ততো নিশা।
সন্ধ্যা চ পরমেশস্য তস্মৈ কালাত্মনে নমঃ ॥ ২৫
ভুজ্যতেঽনুদিনং দেবৈঃ পিতৃভিশ্চ সুধাত্মকঃ।
জীবভূতঃ সমস্তস্য তস্মৈ সোমাত্মনে নমঃ ॥ ২৬
যস্তমো হন্তি তীব্রাত্মা স্বভাভির্ভাসয়ন্ নভঃ।
ঘর্ম্মশীতাম্ভসাং যোনিস্তস্মৈ সূর্য্যাত্মনে নমঃ ॥ ২৭
কাঠিন্যবান্ যো বিভর্ত্তি জগদেতদশেষতঃ।
শব্দাদিসংশ্রয়ো ব্যাপী তস্মৈ ভূম্যাত্মনে নমঃ ॥ ২৮
যদ্ যোনিভূতং জগতো বীজং যং সর্ব্বদেহিনাম্।
তং তোয়রূপমীশস্য নমামো হরিমেধসঃ ॥ ২৯
যো মুখং সর্ব্বদেবানাং হব্যভুক্ কব্যভুক্ তথা।
পিতৃণাঞ্চ নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে পাবকাত্মনে ॥ ৩০
পঞ্চধাবস্থিতো দেহে যশ্চেষ্টাং কুরুতেঽনিশম্।
আকাশযোনির্ভগবান্ তস্মৈ বায়্বাত্মনে নমঃ ॥ ৩১

সর্ব্ববাক্যের শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা, অশেষ জগতের আদ্য জ্যোতি অনৌপম্য অনন্ত অপারবং অশেষ স্থাবর অস্থাবরের যোনিভূত, আদ্য সেই পরম প্রভুর প্রতি আমরা নত হই। যে অরূপ পরমেশের প্রথমরূপ অহঃ, তদন্তর নিশা এবং সন্ধ্যা সেই কালাত্মককে নমস্কার। সকলের জীবভূত যাঁহার সুধাত্মকরূপ দেব ও পিতৃগণ অনুদিন ভোগ করিতেছেন, সেই সোমাত্মাকে নমস্কার। যে তীব্রাত্মা স্বীয় দীপ্তি দ্বারা আকাশ প্রকাশিত করিয়া তমোবিনাশ করেন এবং যিনি ঘর্ম্ম, শীত ও জলের যোনি, সেই সূর্য্যাত্মাকে নমস্কার। যিনি কাঠিন্যবান্ শব্দাদির সংশ্রয় ও ব্যাপী এই অশেষ জগৎ ধারণ করিতেছেন, সেই ভূম্যাত্মাকে নমস্কার। যাহা জগতের যোনিভূত ও সর্ব্বদেহীর বীজ, হরিমেধার (বিষ্ণুর) সেই জলরূপকে আমরা নমস্কার করি। যিনি হব্যকব্যভুক্‌রূপে দেব ও পিতৃগণের মুখ স্বরূপ, সেই পাবকাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কার ২১—৩০। যে আকাশযোনি ভগবান্ দেহে পঞ্চধা অবস্থিত হইয়া সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছেন,

অবকাশমশেষাণাং ভূতানাং যঃ প্রযচ্ছতি।
অনন্তমূর্ত্তিমান্ শুদ্ধস্তস্মৈ ব্যোমাত্মনে নমঃ ॥ ৩২
সমস্তেন্দ্রিয়বর্গস্য যঃ সদা স্থানমুত্তমম্।
তস্মৈ শব্দাদিরূপায় নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে ॥ ৩৩
গৃহ্লাতি বিষয়ান্ নিত্যম্ ইন্দ্রিয়াত্মাক্ষরাক্ষরঃ।
যস্তস্মৈ জ্ঞানমূলায় নতাঃ স্মো হরিমেধসে ॥ ৩৪
গৃহীতানিন্দ্রিয়ৈরর্থান্ আত্মনে যঃ প্রযচ্ছতি।
অন্তঃকরণভূতায় তস্মৈ বিশ্বাত্মনে নমঃ ॥ ৩৫
যস্মিন্নন্তে সকলং বিশ্বং যস্মাৎ তথোদ্গতম্।
লয়স্থানঞ্চ যস্তস্মৈ নমঃ প্রকৃতিধর্ম্মিণে ॥ ৩৬
শুদ্ধঃ সংলক্ষ্যতে ভ্রান্ত্যা গুণবানিব যোঽগুণঃ।
তমাত্মরূপিণং দেবং নতাঃ স্ম পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩৭
অবিকারমজং শুদ্ধং নির্গুণং যন্নিরঞ্জনম্।
নতাঃ স্ম তৎপরং ব্রহ্ম যদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৩৮
অদীর্ঘহ্রস্বমস্থূলম্ অনণ্বগ্র্যমলোহিতম্।
অস্নেহচ্ছায়মনণুম্ অসক্তমশরীরিণম্ ॥ ৩৯
অনাকাশমসংস্পর্শম্ অগন্ধমরসঞ্চ যৎ।
অচক্ষুঃশ্রোত্রমচলম্ অবাক্‌প্রাণমমানসম্ ॥ ৪০

সেই পরমাত্মাকে নমস্কার। যে অনন্ত মূর্ত্তিমান্ (অন্ত ও মূর্ত্তিরহিত) শুদ্ধ, অশেষভূতের অবকাশ প্রদান করিতেছেন, সেই ব্যোমাত্মাকে নমস্কার। যিনি সর্ব্বদা সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের উত্তমস্থান, সেই শব্দাদিরূপ বেধা কৃষ্ণকে নমস্কার, যে ক্ষরাক্ষর ইন্দ্রিয়াত্মা নিত্য বিষয় গ্রহণ করেন, সেই জ্ঞানমূল হরিমেধার প্রতি আমরা নত হই। যিনি ইন্দ্রিয়গৃহীত বিষয় সকল আত্মাকে প্রদান করেন, সেই অন্তঃকরণভূত বিশ্বাত্মাকে নমস্কার। সকল বিশ্ব যে অনন্তে থাকে, যাহা হইতে উদ্গত এবং লয়স্থানও যিনি, সেই প্রকৃতিধর্ম্মকে নমস্কার। যে অগুণ ও শুদ্ধ ভ্রান্তি-জ্ঞানে গুণবানের ন্যায় সংলক্ষিত হন, সেই আত্মরূপী দেব পুরুষোত্তমের প্রতি নত হই। যাহা অবিকার, অজ, শুদ্ধ, নির্গুণ ও নিরঞ্জন, বিষ্ণুর পরমপদ সেই পরমব্রহ্মের প্রতি আমরা নত হই। যাহা অদীর্ঘহ্রস্ব, অস্থূল, অনণ্বগ্র্য, অলোহিত, অস্নেহচ্ছায়, অনণু, অসক্ত, অশরীরী, অনাকাশ, অসংস্পর্শ, অগন্ধ ও অরস। যাহা

অনামগোত্রমমুখম্ অতেজস্কমহেতুকম্।
অভয়ং ভ্রান্তিরহিতম্ অনিন্দ্যমজরামরম্॥ ৪১
অরজোঽশব্দমমৃতম্ অপ্লুতং যদসংবৃতম্।
পূর্ব্বাপরে ন বৈ যস্মিন্ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥
পরমীশিত্বগুণবৎ সর্ব্বভূতমসংশ্রয়ম্।
নতাঃ স্ম তৎপদংবিষ্ণোর্জ্জিহ্বাদৃগ্‌গোচরং ন যৎ॥

পরাশর উবাচ।

এবং প্রচেতসো বিষ্ণুং স্তবন্তস্তৎসমাধয়ঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি তপশ্চেরুর্ম্মহার্ণবে॥ ৪৪
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ তেষামন্তর্জলে হরিঃ।
দদৌ দর্শনমুন্নিদ্রনীলোৎপলদলচ্ছবিঃ॥ ৪৫
পতত্রিরাজমারূঢ়ম্ অবলোক্য প্রচেতসঃ।
প্রণিপেতুঃ শিরোভিস্তং ভক্তিভাবাবনামিতৈঃ॥৪৬
ততস্তানাহ ভগবান্ ব্রিয়তামীপ্সিতো বরঃ।
প্রসাদসুমুখোঽহং বো বরদঃ সমুপস্থিতঃ॥ ৪৭
ততস্তমূচুর্বরদং প্রণিপত্য প্রচেতসঃ।
যথা পিত্রা সমাদিষ্টং প্রজানাং বৃদ্ধিকারণম্॥ ৪৮
স চাপি দেবস্তং দত্ত্বা যথাভিলষিতং বরম্।
অন্তর্দ্ধানং জগামাশু তে চ নিশ্চক্রমুর্জলাৎ॥ ৪৯

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

তপশ্চরৎসু পৃথিবীং প্রচেতঃসু মহীরুহাঃ।
অরক্ষ্যমাণামাবব্রুর্ব্বভূবাথ প্রজাক্ষয়ঃ॥ ১
নাশকন্মারুতো বাতুং বৃতং খমভবদ্‌দ্রুমৈঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি ন শেকুশ্চেষ্টিতুং প্রজাঃ॥ ২
তদ্‌ দৃষ্ট্বা জলনিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে ক্রুদ্ধাঃ প্রচেতসঃ।
মুখেভ্যো বায়ুমগ্নিঞ্চ তেঽসৃজন্ জাতমন্যবঃ॥ ৩
উন্মূলানথ তান্ বৃক্ষান্ কৃত্বা বায়ুরশোষয়ৎ।
তানগ্নিরদহদ্‌ঘোরস্তত্রাভূদ্‌দ্রুমসংক্ষয়ঃ॥ ৪

অচক্ষুঃশ্রোত্র, অচল, অবাক্‌প্রাণ, অমানস, অনামগোত্র, অমুখ, অতেজস্ক, অভয়, ভ্রান্তিরহিত, অনিন্দ্য, অজরামর, অজ, অশব্দ, অমৃত, অপ্লুত, অসংবৃত এবং যাহাতে পূর্ব্বাপর নাই, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। যাহা জিহ্বাদৃষ্টির গোচর নহে, বিষ্ণুর সেই পরম ঈশিত্বগুণবৎ সর্ব্বভূতসংশ্রয় পদে আমরা নত হইতেছি। ৩৯—৪৩। পরাশর কহিলেন, প্রচেতস্‌গণ তৎসমাধি হইয়া এইরূপে বিষ্ণুর স্তব করত দশ সহস্র বৎসর মহার্ণবে তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর উন্নিদ্রনীলোৎপলদলকান্তি ভগবান্ হরি প্রসন্ন হইয়া দর্শন দিয়াছিলেন। প্রচেতস্ সকল তাঁহাকে পক্ষিরাজসমারূঢ় অবলোকন করিয়া ভক্তিনম্র মস্তকে প্রণিপাত করিলেন। তখন ভগবান্ তাঁহাদিগকে কহিলেন, "ঈপ্সিত বর প্রার্থনা কর, আমি প্রসাদসুমুখ ও তোমাদের বরদ হইয়া সমুপস্থিত হইয়াছি।" প্রচেতস্‌গণ বরদকে প্রণিপাতপূর্ব্বক পিতার সমাদিষ্ট প্রজাবৃদ্ধির কারণ বলিলেন। সেই দেব যথাভিলষিত বর দিয়া আশু অন্তর্দ্ধান করিলেন এবং তাঁহারাও জল হইতে নির্গত হইলেন। ৪৪—৪৯।

প্রথমাংশে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, প্রচেতস্‌গণ তপশ্চরণ করিতে থাকিলে মহীরুহ সকল অরক্ষ্যমাণা (কর্ষণাদি রহিতা) পৃথিবীকে আবৃত করে এবং প্রজাক্ষয় হয়। মারুত বহন করিতে পারে নাই, আকাশ বৃক্ষ সকলে আবৃত হইয়াছিল এবং প্রজা সকল দশ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতে অক্ষম। জল হইতে নিষ্ক্রান্ত প্রচেতস্‌গণ তাহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহারা জাতক্রোধ হইয়া মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নি সৃষ্টি করিলেন। বায়ু ঐ বৃক্ষ সকলকে উন্মূলিত করিয়া শোষণ এবং অগ্নি তাহাদিগকে দগ্ধ করে, তাহাতে ঘোর বৃক্ষসংক্ষয় হয়। অনন্তর বৃক্ষের রাজা সোম তরুসংক্ষয় দেখিয়া কিছু বৃক্ষ অব-

ক্রমক্ষয়মথো দৃষ্ট্বা কিঞ্চিচ্ছিষ্টেষু শাখিষু।
উপগম্যাব্রবীদেতান্ রাজা সোমঃ প্রজাপতীন্ ॥৫
কোপং যচ্ছত রাজানঃ শৃণুধ্বঞ্চ বচো মম।
সন্ধানং বঃ করিষ্যামি সহ ক্ষিতিরুহৈরহম্ ॥ ৬
রত্নভূতা চ কন্যেয়ং বার্ক্ষেয়ী বরবর্ণিনী।
ভবিষ্যং জানতা পূর্ব্বং ময়া গোভির্ব্বিবর্দ্ধিতা ॥ ৭
মারিষা নাম নাম্নৈষা বৃক্ষাণামিতি নির্ম্মিতা।
ভার্য্যা বোঽস্তু মহাভাগা ধ্রুবং বংশবিবর্দ্ধিনী ॥ ৮
যুষ্মাকং তেজসোঽর্দ্ধেন মম চার্দ্ধেন তেজসঃ।
অস্যামুৎপংস্যতে বিদ্বান্ দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ ॥৯
মম চাংশেন সংযুক্তো যুষ্মত্তেজোময়েন বৈ।
অগ্নিনাগ্নিসমো ভূয়ঃ প্রজাঃ সংবর্দ্ধয়িষ্যতি ॥ ১০
কণ্ডুর্নাম মুনিঃ পূর্ব্বমাসীদ্ বেদবিদাং বরঃ।
সুরম্যে গোমতীতীরে স তেপে পরমং তপঃ ॥ ১১
তংক্ষোভায় সুরেন্দ্রেণ প্রম্লোচাখ্যা বরাপ্সরাঃ।
প্রযুক্তা ক্ষোভয়ামাস তমৃষিং সা শুচিস্মিতা ॥ ১২
ক্ষোভিতঃ স তয়া সার্দ্ধং বর্ষাণামধিকং শতম্।
অতিষ্ঠন্মন্দরদ্রোণ্যাং বিষয়াসক্তমানসঃ ॥ ১৩

সা তং প্রাহ মহাত্মানং গন্তুমিচ্ছাম্যহং দিবম্।
প্রসাদসুমুখো ব্রহ্মন্ অনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি ॥ ১৪
তয়ৈবমুক্তঃ সমুনিস্তস্যামাসক্তমানসঃ।
দিনানি কতিচিদ্ভদ্রে স্থীয়তামিত্যভাষত ॥ ১৫
এবমুক্তা ততস্তেন সাগ্রং বর্ষশতং পুনঃ।
বুভুজে বিষয়াংস্তন্বী তেন সার্দ্ধং মহাত্মনা ॥ ১৬
অনুজ্ঞাং দেহি ভগবন্ ব্রজামি ত্রিদিবালয়ম্।
উক্তস্তয়েতি স মুনিঃ স্থীয়তামিত্যভাষত ॥ ১৭
পুনর্গতে বর্ষশতে সাধিকে সা শুভাননা।
যামীত্যাহ দিবং ব্রহ্মন্ প্রণয়স্মিতশোভনম্ ॥ ১৮
উক্তস্তয়ৈবং স মুনিরুপগুহ্যায়তেক্ষণাম্।
প্রাহাস্য তাং ক্ষণং সুভ্রু চিরং কালং গমিষ্যসি ॥১৯
তচ্ছাপভীতা সুশ্রোণী সহ তেনর্ষিণা পুনঃ।
শতদ্বয়ং কিঞ্চিদূনং বর্ষাণামন্বতিষ্ঠত ॥ ২০
গমনায় মহাভাগো দেবরাজনিবেশনম্।
প্রোক্তঃ প্রোক্তস্তয়া তন্ব্যা স্থীয়তামিত্যভাষত ॥২১

শিষ্ট থাকিতে এই সকল প্রজাপতির নিকটে গিয়া বলিলেন, হে রাজগণ! কোপ সংবরণ কর, আমার কথা শুন, আমি ক্ষিতিরুহ (বৃক্ষ) গণের সহিত তোমাদের সন্ধি করিয়া দিব। আমি পূর্ব্বে ভবিষ্যচিন্তা করিয়া রত্নভূতা এই বরবর্ণিনী বার্ক্ষেয়ী (বৃক্ষ হইতে উৎপন্না) কন্যাকে সুধাময় কিরণে বর্দ্ধিত করিয়াছি। মারিষা নাম্নী এই মহাভাগা বৃক্ষ-কন্যা, নিশ্চয়ই তোমাদের বংশবিবর্দ্ধিনী ভার্য্যা হউক। তোমাদের ও আমার অর্দ্ধ অর্দ্ধ তেজে ইহার গর্ভে বিদ্বান্ দক্ষ প্রজাপতি উৎপন্ন হইবেন। আমার সৌম্যাংশ ও তোমাদের তেজোময় অগ্নিযোগে অগ্নিসম হইয়া প্রজাসংবর্দ্ধন করিবেন।১—১০। পূর্ব্বকালে কণ্ডু নামে বেদবিদাংবর এক মুনি ছিলেন, তিনি সুরম্য গোমতীতীরে পরম তপস্যা করিতেছিলেন। সুরেন্দ্র, প্রম্লোচা নাম্নী কোন শুচিস্মিতা বরাপ্সরাকে তাঁহার ক্ষোভ (চিত্ত-বিকার) উৎপাদনের নিমিত্ত নিযুক্ত করেন, সে, সেই ঋষিকে ক্ষোভিত করিয়াছিল। তিনি বিকৃত ও বিষয়াসক্তমানস হইয়া তাহার সহিত কিছু অধিক শত বৎসর মন্দর পর্ব্বতের দ্রোণীতে বাস করেন। তখন সে ঐ মহাত্মাকে বলিল, হে ব্রহ্মন্! আমি স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা করি। প্রসন্ন হইয়া অনুজ্ঞা দাও। সে এইরূপ বলিলে তৎপ্রতি আসক্তচিত্ত মুনি বলিলেন, "ভদ্রে! কিছুদিন থাক।" তিনি এইরূপ কহিলে তন্বী সেই মহাত্মার সহিত আবার কিছু অধিক শত বৎসর বিষয় ভোগ করিল। পরে কহিল, হে ভগবন্! অনুজ্ঞা দাও, আমি ত্রিদিবালয় যাইতেছি। মুনি কহিলেন, "থাক"। পুনশ্চ কিছু অধিক শত বৎসর গত হইলে শুভাননা প্রণয়স্মিতশোভন-বাক্যে কহিল, হে ব্রহ্মন্! "আমি স্বর্গে যাই।" এইরূপ কহিলে, মুনি আয়তলোচনাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "অয়ি সুভ্রু! ক্ষণকাল থাক, চিরকালের নিমিত্ত যাইবে।" সুশ্রেণী তাঁহার শাপভীতা হইয়া পুনশ্চ সেই ঋষির সহিত কিঞ্চিদূন দুই শত বৎসর বাস করে। ১১—২০। ঐ তন্বী দেবরাজনিকেতনে গমনের নিমিত্ত বার বার বলিলেও মহাভাগ ঋষি কেবল "থাক"

তং সা শাপভয়াদ্ভীতা দাক্ষিণ্যেন চ দক্ষিণা।
প্রোক্তা প্রণয়ভঙ্গার্ত্তিবেদনী ন জহৌ মুনিম্॥ ২২
তয়া চ রমতস্তস্য মহর্ষেস্তদহর্নিশম্।
নবং নবমভূৎ প্রেম মন্মথাবিষ্টচেতসঃ॥ ২৩
একদা তু ত্বরাযুক্তো নিশ্চক্রামোটজান্মুনিঃ।
নিষ্ক্রামন্তঞ্চ কুত্রেতি গম্যতে প্রাহ সা শুভা॥ ২৪
ইত্যুক্তঃ স তয়া প্রাহ পরিবৃত্তমহঃ শুভে।
সন্ধ্যোপাস্তিং করিষ্যামি ক্রিয়ালোপোঽন্যথাভবেৎ॥
ততঃ প্রহস্য মুদিতা তং সা প্রাহ মহামুনিম্।
কিমদ্য সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ পরিবৃত্তমহস্তব॥ ২৬
বহূনাং বিপ্র বর্ষাণাং পরিণামমহস্তব।
গতমেতন্ন কুরুতে বিস্ময়ং কস্য কথ্যতাম্॥ ২৭

মুনিরুবাচ।

প্রাতস্ত্বমাগতা ভদ্রে নদীতীরমিদং শুভম্।
ময়া দৃষ্টাসি তন্বঙ্গি প্রবিষ্টা চ মমাশ্রমম্॥ ২৮
ইয়ঞ্চ বর্ত্ততে সন্ধ্যা পরিণামমহর্গতম্।
উপহাসঃ কিমর্থোঽয়ং সদ্ভাবঃ কথ্যতাং মম॥২৯

প্রম্লোচোবাচ।

প্রত্যুষস্যাগতা ব্রহ্মন্ সত্যমেতন্ন তে মৃষা।
কিন্ত্বদ্য তস্য কালস্য গতান্যব্দশতানি তে॥ ৩০

সোম উবাচ।

ততঃ সসাধ্বসো বিপ্রস্তাং পপ্রচ্ছায়তেক্ষণাম্।
কথ্যতাং ভীরু কঃ কালস্ত্বয়া মে রমতঃ সহ॥ ৩১

প্রম্লোচোবাচ।

সপ্তোত্তরাণ্যতীতানি নববর্ষশতানি তে।
মাসাশ্চ ষট্ তথৈবান্যৎ সমতীতং দিনত্রয়ম্॥ ৩২

ঋষিরুবাচ।

সত্যং ভীরু বদস্যেতৎ পরিহাসোঽথ বা শুভে।
দিনমেকমহং মন্যে ত্বয়া সার্দ্ধমিহাসিতম্॥ ৩৩

প্রম্লোচোবাচ।

বদিষ্যাম্যনৃতং ব্রহ্মন্ কথমত্র তবান্তিকে।
বিশেষেণাদ্য ভবতা পৃষ্টা মার্গানুবর্ত্তিনা॥ ৩৪

সোম উবাচ।

নিশম্য তদ্বচঃ সত্যং স মুনির্নৃপনন্দনাঃ।
ধিঙ্মাং ধিঙ্মামতীবেত্থং নিনিন্দাত্মানমাত্মনা॥৩৫

"থাক" এই কথাই বলিতে লাগিলেন। দাক্ষিণ্য গুণে দক্ষিণা ও প্রণয়ভঙ্গদুঃখে দুঃখিতা সেই প্রম্লোচা শাপভয়ে ভীতা হইয়া মুনিকে পরিত্যাগ করিল না। মন্মথাবিষ্টচিত্ত মহর্ষি তাহার সহিত অহর্নিশ রমমাণ হইলে নবনব প্রেমের উদ্রেক হইতে লাগিল। মুনি একদা ত্বরাযুক্ত হইয়া উটজ (পর্ণশালা) হইতে নির্গত হইলে অপ্সরা সুন্দরী কহিল, "কোথায় যাওয়া হইতেছে?" তিনি বলিলেন, "শুভে! দিবস শেষ হইল, আমি সন্ধ্যোপাসনা করিব, নতুবা ক্রিয়া লোপ হইবে।" তখন সে আনন্দিত হইয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিল, "হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! অদ্যই কি তোমার দিবস শেষ হইল? বহুবৎসরের পর তোমার একদিন শেষ হইল, এ কথায় কাহার না বিস্ময় হয় বল?" মুনি কহিলেন, অয়ি ভদ্রে তন্বঙ্গি! তুমি প্রাতঃকালে এই শুভ নদীতীরে আসিয়া আমার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছ, আমি তাহা দেখিয়াছি। আর এই সন্ধ্যা উপস্থিত, দিবসের পরিণাম হইল, তবে এ উপহাস কেন, সত্য বিবরণ বল। প্রম্লোচা কহিল, হে ব্রহ্মন্! প্রত্যুষে আসিয়াছি, তোমার একথা সত্য নহে, মিথ্যা; অদ্য কয়েকশত বৎসর গত হইল। ২১—৩০। সোম কহিলেন, তদনন্তর বিপ্র ভীত হইয়া সেই আয়তনয়নাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অয়ি ভীরু! বল, আমি তোমার সহিত কতকাল আনন্দ করিলাম?" প্রম্লোচা কহিল, নয় শত সপ্তাশীতি বৎসর ছয় মাস তিন দিন অতীত হইয়াছে। ঋষি কহিলেন, "অয়ি শুভে ভীরু! ইহা সত্য বলিতেছ, না উপহাস করিতেছ? আমার বোধ হইতেছে, আমি তোমার সহিত এখানে একদিন ছিলাম।" প্রম্লোচা কহিল, হে ব্রহ্মন্! তোমার নিকট মিথ্যা কিরূপে বলিব? বিশেষতঃ অদ্য তুমি মার্গানুবর্ত্তী হইয়া (নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণেচ্ছু হইয়া) জিজ্ঞাসা করিতেছ। সোম কহিলেন, হে নৃপনন্দনগণ! মুনি তাহার কথা শুনিয়া "আমাকে ধিক্, আমাকে ধিক্" বলিয়া আপনি

মুনিরুবাচ।

তপাংসি মম নষ্টানি হতং ব্রহ্মবিদাং ধনম্।
ইতো বিবেকঃ কেনাপি যোষিন্মোহায় নির্ম্মিতা ॥৩৬
ঊর্ম্মিষট্কাতিগং ব্রহ্ম জ্ঞেয়মাত্মজয়েন মে।
মতিরেষা হৃতা যেন ধিক্ তং কামমহাগ্রহম্ ॥ ৩৭
ব্রতানি বেদবিদ্যাপ্তিকারণান্যখিলানি চ।
নরকগ্রামমার্গেণ সঙ্গেনাপহৃতানি মে ॥ ৩৮
বিনিন্দ্যেত্থং স ধর্ম্মজ্ঞঃ স্বয়মাত্মানমাত্মনা।
তামপ্সরসমাসীনামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৯
গচ্ছ পাপে যথাকামং যৎ কার্য্যং তৎকৃতং ত্বয়া।
দেবরাজস্য মৎক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যা ভাবচেষ্টিতৈঃ ॥ ৪০
ন ত্বাং করোম্যহং ভস্ম ক্রোধতীব্রেণ বহ্নিনা।
সতাং সাপ্তপদং মৈত্রমুষিতোঽহং ত্বয়া সহ ॥ ৪১
অথবা তব কো দোষঃ কিং বা কুপ্যাম্যহং তব।
মমৈব দোষো নিতরাং যেনাহমজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪২
যয়া শক্রপ্রিয়ার্থিন্যা কৃতো মে তপসো ব্যয়ঃ।
ত্বয়া ধিক্ ত্বাং মহামোহমঞ্জুষাং সুজুগুপ্সিতাম্ ॥৪৩

সোম উবাচ।

যাবদিত্থং স বিপ্রর্ষিস্তাং ব্রবীতি সুমধ্যমাম্।
তাবদ্ গলৎস্বেদজলা সা বভূবাতিবেপথুঃ ॥ ৪৪
প্রবেপমানাং সততং স্বিন্নগাত্রলতাং সতীম্।
গচ্ছ গচ্ছেতি সক্রোধম্ উবাচ মুনিসত্তমঃ ॥ ৪৫
সা তু নির্ভর্ৎসিতা তেন বিনিষ্ক্রম্য তদাশ্রমাৎ।
আকাশগামিনী স্বেদং মমার্জ্জ তরুপল্লবৈঃ ॥ ৪৬
বৃক্ষাদ্ বৃক্ষং যযৌ বালা তদগ্রারুণপল্লবৈঃ।
নির্ম্মার্জ্জমানা গাত্রাণি গলৎস্বেদজলানি বৈ ॥ ৪৭
ঋষিণা যস্তদা গর্ভস্তস্যা দেহে সমাহিতঃ।
নির্জ্জগাম স রোমাচ্চ স্বেদরূপী তদঙ্গতঃ ॥ ৪৮
তং বৃক্ষা জগৃহুর্গর্ভম্ একং চক্রে তু মারুতঃ।
ময়া চাপ্যায়িতো গোভিঃ স তদা ববৃধে শনৈঃ ॥৪৯
বৃক্ষাগ্রগর্ভসংভূতা মারিষাখ্যা বরাননা।
তাং প্রদাস্যন্তি বো বৃক্ষাঃ কোপ এষ প্রশাম্যতাম্ ॥
কণ্ডোরপত্যমেবং সা বৃক্ষেভ্যশ্চ সমুদ্গতা।
মমাপত্যং তথা বায়োঃ প্রম্লোচাতনয়া চ সা ॥ ৫১

আপনার নিন্দা করিতে লাগিলেন। পরে মুনি কহিলেন, আমার তপস্যা সকল নষ্ট হইল, ব্রহ্মবিদ্গণের ধন এবং বিবেক হৃত হইল; কে মোহের নিমিত্ত যোষিৎ (স্ত্রী) নির্ম্মাণ করিয়াছে? আমি আত্মজয়ী, ঊর্ম্মিষট্কাতিগ ব্রহ্ম আমার জ্ঞেয়। যে এরূপ মতিকে হরণ করিল, সেই কামমহাগ্রাহকে ধিক্। নরকগ্রামের পথ স্বরূপ সঙ্গ দ্বারা আমার বেদবিদ্যাপ্রাপ্তির কারণ অখিল ব্রত অপহৃত হইল! ধর্ম্মজ্ঞ এইরূপে আপনি আপনার নিন্দা করিয়া সেই আসীনা অপ্সরাকে বলিলেন, "পাপে! যথা ইচ্ছা যাও, তুমি ভাবচেষ্টায় আমার ক্ষোভ জন্মাইয়া দেবরাজের কার্য্যসাধন করিয়াছ। আমি ক্রোধরূপ তীব্র বহ্নি দ্বারা তোমাকে ভস্ম করিব না, কারণ আমি সতের অনুমোদিত সাপ্তপদী মৈত্রে তোমার সহিত বহুকাল বাস করিয়াছি। অথবা তোমার দোষ কি, তোমার প্রতিই বা কুপিত হই কেন, আমারই নিতান্ত দোষ যে আমি অজিতেন্দ্রিয়। তুমি ইন্দ্রপ্রিয়ার্থিনী হইয়া আমার তপস্যা নষ্ট করিয়াছ, অতএব মহামোহের আধার এবং অত্যন্ত জুগুপ্সিত তোমাকে ধিক্"। ৩১—৪৩। সোম কহিলেন, বিপ্রর্ষি সুমধ্যমাকে যেমন ঐ কথা বলিলেন, সে অমনি ঘর্ম্মাক্ত ও অতি কম্পান্বিতা হইয়াছিল। মুনিসত্তম সদ্যঃ, কম্পিতা ও ঘর্ম্মাক্তকলেবরা সতীকে সক্রোধে বলিলেন, "যাও যাও।" সেই নির্ভৎসিতা অপ্সরা, তদাশ্রম হইতে বিনিষ্ক্রমণপূর্ব্বক আকাশগামিনী হইয়া তরুপল্লবে স্বেদ মার্জ্জনা করিয়াছিল। বালা বৃক্ষাগ্রবর্ত্তী অরুণ পল্লবে, গাত্র ও গলৎস্বেদজল নির্ম্মার্জ্জন করিতে করিতে এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে, পুনশ্চ অন্য বৃক্ষে এইরূপে চলিয়া গেল। ঋষি তাহার দেহে যে গর্ভ সমাহিত করেন, তাহা তদঙ্গে রোমকূপ হইতে স্বেদরূপে নির্গত হইল। বৃক্ষ সকল ঐ গর্ভ গ্রহণ করে এবং মারুত একত্রিত করেন। আমিও সুধাময় কিরণে উহাকে আপ্যায়িত করাতে উহা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। বৃক্ষাগ্রগর্ভসম্ভূতা বরাননার নাম "মারিষা।" বৃক্ষেরা তোমাদিগকে ঐ কন্যা প্রদান করিবে, কোপ

স চাপি ভগবান্ কণ্ডুঃ ক্ষীণে তপসি সত্তমঃ।
পুরুষোত্তমাখ্যং মৈত্রেয় বিষ্ণোরায়তনং যযৌ ॥৫২
তত্রৈকাগ্রমতিভূ ত্বা চকারারাধনং হরেঃ।
ব্রহ্মপারময়ং কুর্ব্বন্ জপমেকাগ্রমানসঃ।
ঊর্দ্ধবাহুর্ম্মহাযোগী স্থিত্বাসৌ ভূপনন্দনাঃ ॥ ৫৩

প্রচেতস ঊচুঃ।

ব্রহ্মপারং মুনেঃ শ্রোতুম্ ইচ্ছামঃ পরমং স্তবম্।
জপতা কণ্ডুনা দেবো যেনারাধ্যত কেশবঃ ॥ ৫৪

সোম উবাচ।

পারং পরং বিষ্ণুরপারপারঃ
পরঃ পরেভ্যঃ পরমার্থরূপী।
সব্রহ্মপারঃ পরপারভূতঃ
পরঃ পরাণামপি পারপারঃ ॥ ৫৫
সকারণঙ্কারণতস্ততোঽপি
তস্যাপি হেতুঃ পরহেতুহেতুঃ।
কার্য্যেষু চৈবং সহ কর্ম্মকর্তৃ
রূপৈরশেষৈরবতীহ সর্ব্বম্ ॥ ৫৬
ব্রহ্ম প্রভুর্ব্রহ্মস সর্ব্বভূতো
ব্রহ্ম প্রজানাং পতিরচ্যুতোঽসৌ।
ব্রহ্মাক্ষরং নিত্যমজং স বিষ্ণুঃ
অপক্ষয়াদ্যৈরখিলৈরসঙ্গি ॥ ৫৭

ব্রহ্মাক্ষরমজং নিত্যং যথাসৌ পুরুষোত্তমঃ।
তথা রাগাদয়ো দোষাঃ প্রয়ান্তু প্রশমং মম ॥ ৫৮

সোম উবাচ।

এতদ্ব্রহ্মাপরাখ্যং বৈ সংস্তবং পরমং জপন্।
অবাপ পরমাং স্বর্দ্ধিং সমারাধ্য স কেশবম্ ॥ ৫৯
ইয়ঞ্চ মারিষা পূর্ব্বম্ আসীদ্ যা তাং ব্রবীমি বঃ।
কর্য্যগৌরবমেতস্যাঃ কথনে ফলদায়ি বঃ ॥ ৬০
অপুত্রা প্রাগিয়ং বিষ্ণুং মৃতে ভর্ত্তরি সত্তমাঃ।
ভূপপত্নী মহাভাগা তোষয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৬১

প্রশমিত কর। ৪৪—৫০। সে এইরূপে কণ্ডুর, আমার ও বায়ুর অপত্য, এইরূপে বৃক্ষ হইতেই উৎপন্না এবং প্রম্লোচার তনয়া। হে মৈত্রেয়! সেই সত্তম ভগবান্ কণ্ডুও তপস্যা ক্ষীণ হইলে, বিষ্ণুর পুরুষোত্তম নামক স্থানে গমন করিয়াছিলেন। হে ভূপনন্দন! ঐ মহাযোগী তথায় ঊর্দ্ধবাহু ও একাগ্রমতি হইয়া ব্রহ্মপারময় মন্ত্র জপ করত একাগ্রমানসে হরির আরাধনা করিয়াছিলেন। প্রচেতস্গণ কহিলেন, আমরা মুনির ব্রহ্মপার পরম স্তব শুনিতে ইচ্ছা করি, যাহা কণ্ডু জপ করায় কেশব আরাধিত হইয়াছিলেন। সোম কহিলেন, বিষ্ণু পরপার (সংসারপথের আবৃত্তি শূন্য অবধি), অপারপার (দুরন্ত সংসারপথের তীর সমাপ্তি কিংবা সহজে যাঁহার পার পাওয়া যায় না তাদৃশ), পর সকল হইতে পর (আকাশাদি অপেক্ষাও অনন্ত), পরমার্থরূপী (সত্যস্বরূপ কিংবা পরম অর্থ অর্থাৎ পরমানন্দ), সব্রহ্মপার (সব্রহ্মণি অর্থাৎ বেদ বা তপোনিষ্ঠদিগের প্রাপ্য), পরপারভূত (অনাত্মভূত আকাশাদির অবধি রূপ), পর সকলের পর (ইন্দ্রিয়াদির পর অর্থাৎ নিরুপাধি), পারপার (ভক্তগণের পালক ও বরপূরক কিংবা পালক ও পূরক, ইন্দ্রিয়াদির পালক ও পূরক); তিনি কারণের কারণ, তাঁহার কারণ, তাঁহারও হেতু পরহেতু। চরাচর কারণ ব্রহ্মাণ্ড আরম্ভ করিয়া মূল কারণ পর্য্যন্ত কারণমালাত্মক কার্য্যেও এইরূপ (প্রকৃতি কার্য্য মহত্তত্ব আরম্ভ করিয়া চরম কার্য্য পর্য্যন্ত কার্য্যমালাত্মক); বিষ্ণুই অশেষ কর্ম্মকর্তৃরূপ সমস্ত রক্ষা করিতেছেন। এই অচ্যুত ব্রহ্ম হইয়াও প্রভু (সর্ব্বনিয়ন্তা) ব্রহ্ম হইয়াও সর্ব্বভূত, ব্রহ্ম হইয়াও প্রজা সকলের পতি (পালক), বিষ্ণু (ব্যাপনশীল) সর্ব্বাত্মক হইয়াও অক্ষয়, নিত্য, অজ এবং অপক্ষয়াদি অখিল অসৎ রহিত। অক্ষয় অজ নিত্য ব্রহ্মই যেমন এই পুরুষোত্তম, সেইরূপ আমার রাগাদি দোষ প্রশম (বিনাশ) প্রাপ্ত হউক। এই ব্রহ্মপরাখ্য পরম সংস্তব জপ করত, কেশবের আরাধনা করিয়া, তিনি পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৫১—৫৯। এই মারিষা, পূর্ব্বে যা ছিল, তোমাদিগকে তাহাই বলিতেছি। ইহার বিবরণ তোমাদের কার্য্যগৌরবজনক ফলদায়ী হইবে। হে সত্তমগণ! ভর্ত্তা মৃত হইলে এই মহাভাগা অপুত্রা ভূপপত্নী ভক্তিপূর্ব্বক পূর্ব্বে বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল। আরাধিত বিষ্ণু তাহার

আরাধিতস্তয়া বিষ্ণুঃ প্রাহ প্রত্যক্ষতাং গতঃ।
বরং বৃণীষেতি শুভা সা চ প্রাহাত্মবাঞ্ছিতম্ ॥ ৬২
ভগবন্ বালবৈধব্যাদ্ বৃথাজন্মাহমীদৃশী।
মন্দভাগ্যা সমুৎপন্না বিফলা চ জগৎপতে ॥ ৬৩
ভবন্তু পতয়ঃ শ্লাঘ্যা মম জন্মনি জন্মনি।
ত্বৎপ্রসাদাৎ তথা পুত্রঃ প্রজাপতিসমোঽস্তু মে॥৬৪
রূপসম্পৎসমাযুক্তা সর্ব্বস্য প্রিয়দর্শনা।
অযোনিজা চ জায়েয়ং ত্বৎপ্রসাদাদধোক্ষজ ॥ ৬৫

সোম উবাচ।

তয়ৈবমুক্তো দেবেশো হৃষীকেশ উবাচ তাম্।
প্রণামনম্রামুত্থাপ্য বরদঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৬৬

দেবদেব উবাচ।

ভবিষ্যন্তি মহাবীর্য্যা একস্মিন্নেব জন্মনি।
প্রখ্যাতোদারকর্ম্মাণো ভবত্যাঃ পতয়ো দশ ॥ ৬৭
পুত্রঞ্চ সুমহাত্মানম্ অতিবীর্য্যপরাক্রমম্।
প্রজাপতিগুণৈর্যুক্তং ত্বমবাপ্স্যসি শোভনে ॥ ৬৮
বংশানাং তস্য কর্ত্তৃত্বং জগত্যস্মিন্ ভবিষ্যতি।
ত্রৈলোক্যমখিলং সূতিস্তস্য চাপূরয়িষ্যতি ॥ ৬৯
ত্বঞ্চাপ্যযোনিজা সাধ্বী রূপৌদার্য্যগুণান্বিতা।
মনঃপ্রীতিকরী নৃণাং মৎপ্রসাদাদ্ ভবিষ্যসি ॥ ৭০

ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবস্তাং বিশালবিলোচনাম্।
সা চেয়ং মারিষা জাতা যুষ্মৎপত্নী নৃপাত্মজাঃ॥৭১

পরাশর উবাচ।

ততঃ সোমস্য বচনাৎ জগৃহুস্তে প্রচেতসঃ।
সংহৃত্য কোপং বৃক্ষেভ্যঃ পত্নীং ধর্ম্মেণ মারিষাম্ ॥
দশভ্যস্তু প্রচেতোভ্যো মারিষায়াং প্রজাপতিঃ।
জজ্ঞে দক্ষো মহাযোগো যঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মণোঽভবৎ॥
স তু দক্ষো মহাভাগঃ সৃষ্ট্যর্থং সুমহামতে।
পুত্রান্ উৎপাদয়ামাস প্রজাসৃষ্ট্যর্থমাত্মনঃ ॥ ৭৪
অচরাংশ্চ চরাংশ্চৈব দ্বিপদোঽথ চতুষ্পদান্।
আদেশং ব্রহ্মণঃ কুর্ব্বন্ সৃষ্ট্যর্থং সমুপস্থিতঃ ॥ ৭৫
স সৃষ্ট্বা মনসা দক্ষঃ পশ্চাদপ্যসৃজৎ স্ত্রিয়ঃ।
দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ ॥ ৭৬
কালস্য নয়নে যুক্তাঃ সপ্তবিংশতিমিন্দবে।
তাসু দেবাস্তথা দৈত্যা নাগা গাবস্তথা খগাঃ ॥৭৭
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব দানবাদ্যাশ্চ জজ্ঞিরে।
ততঃ প্রভৃতি মৈত্রেয় প্রজা মৈথুনসম্ভবাঃ ॥৭৮

প্রত্যক্ষ হইয়া বলিলেন, বর প্রার্থনা কর। সেও আত্মবাঞ্ছিত বিষয় বলিতে লাগিল; হে ভগবন্ জগৎপতে! বালবৈধব্যহেতু আমি এরূপ বৃথা-জন্মা, মন্দভাগ্যা, বিফলা হইলাম! অধোক্ষজ! আপনার প্রসাদে যেন আমার জন্মে জন্মে শ্লাঘ্য পতি হন; প্রজাপতি সম একটী পুত্র হউক এবং আমিও যেন রূপসম্পদ্সংযুক্তা সকলের প্রিয়দর্শনা এবং অযোনিজা হইয়া জন্মগ্রহণ করি। সোম কহিলেন, দেবেশ হৃষীকেশ বরদ পরমেশ্বর ঐ প্রণামনম্রা রমণীকে উঠাইয়া কহিতে লাগিলেন, একজন্মেই তোমার মহাবীর্য্য প্রখ্যাত উদারকর্ম্মা দশ পতি হইবেন। শোভনে! তুমি সুমহাত্মা অতিবীর্য্যপরাক্রম প্রজাপতি-গুণযুক্ত পুত্রও প্রাপ্ত হইবে। এই জগতে তাহার বংশ সকলের কর্ত্তৃত্ব হইবে এবং তাহার সূতি (সন্ততি), অখিল ত্রৈলোক্য পূর্ণ করিবে। তুমিও আমার প্রসাদে অযোনিজা, সাধ্বী, রূপৌদার্য্য গুণান্বিতা ও মনুষ্যদিগের মনঃপ্রীতিকরী হইবে। বিশাললোচনাকে এই কথা কহিয়া দেব অন্তর্দ্ধান করিলেন। হে নৃপাত্মজগণ! সেই এই মারিষা তোমাদের পত্নী হইল। ৬১—৭১। পরাশর কহিলেন, তদনন্তর প্রচেতস্গণ সোমের বাক্যে কোপ সংবরণ করিয়া, বৃক্ষদের নিকট হইতে মারিষাকে ধর্ম্মানুসারে পত্নী গ্রহণ করিলেন। দশ প্রচেতস্ হইতে মারিষার গর্ভে মহাযোগী দক্ষপ্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন; যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মার পুত্র হইয়াছিলেন। হে সুমহামতে! সেই মহাভাগ দক্ষ সৃষ্টি ও আত্ম-প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত বহুপুত্র উৎপাদন করেন। দক্ষ, ব্রহ্মার আদেশে সৃষ্ট্যর্থ সমুপস্থিত হইয়া, মনের দ্বারা চর, অচর, দ্বিপদ, চতুষ্পদ প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া, পশ্চাৎ ষষ্টি কন্যা সৃজন করেন। তিনি ধর্ম্মকে দশ ও কশ্যপকে ত্রয়োদশ কন্যা দিয়াছিলেন কাল পরিবর্ত্তনে নিযুক্ত কৃত্তিকাদি সপ্তবিংশতি কন্যা ইন্দুকে দেওয়া হয়। এই সকল কন্যাতে দেব, দৈত্য, নাগ, গো, খগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর ও দানবাদির

সঙ্কল্পাদ্ দর্শনাৎ স্পর্শাৎ পূর্ব্বেষামভবন্ প্রজাঃ ।
তপোবিশেষৈঃ সিদ্ধানাং তদাত্যন্ততপস্বিনাম্ ॥৭৯
মৈত্রেয় উবাচ ।
অঙ্গুষ্ঠাদ্ দক্ষিণাদ্ দক্ষঃ পূর্ব্বং জাতঃ শ্রুতং ময়া ।
কথং প্রাচেতসো ভূয়ঃ স সম্ভূতো মহামুনে ॥৮০
এষ মে সংশয়ো ব্রহ্মন্ সুমহান্ হৃদি বর্ত্ততে ।
যদ্দৌহিত্রঃ স সোমস্য পুনঃ শ্বশুরতাং গতঃ ॥৮১
পরাশর উবাচ ।
উৎপত্তিশ্চ নিরোধশ্চ নিত্যৌ ভূতেষু সত্তম ।
ঋষয়োঽত্র ন মুহ্যন্তি যে চাত্র দিব্যচক্ষুষঃ ॥ ৮২
যুগে যুগে ভবন্ত্যেতে দক্ষাদ্যা মুনিসত্তমাঃ ।
পুনশ্চৈবং নিরুধ্যন্তে বিদ্বাংস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ৮৩
কানিষ্ঠ্যং জ্যৈষ্ঠ্যমপ্যেষাং পূর্ব্বং নাভূদ্দ্বিজোত্তম ।
তপ এব গরীয়োঽভূৎ প্রভাবশ্চৈব কারণম্ ॥ ৮৪
মৈত্রেয় উবাচ ।
দেবানাং দানবানাঞ্চ গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্ ।
উৎপত্তিং বিস্তরেণেহ মম ব্রহ্মন্ প্রকীর্ত্তয় ॥ ৮৫

পরাশর উবাচ ।
প্রজাঃ সৃজেতি ব্যাদিষ্টঃ পূর্ব্বং দক্ষঃ স্বয়ম্ভুবা ।
যথা সসর্জ ভূতানি তথা শৃণু মহামতে ॥ ৮৬
মানসানি তু ভূতানি পূর্ব্বং দক্ষোঽসৃজৎ তদা ।
দেবানৃষীন্ সগন্ধর্ব্বান্ অসুরান্ পন্নগাংস্তথা ॥ ৮৭
যদাস্য দ্বিজ মানস্যো নাভ্যবর্দ্ধত তাঃ প্রজাঃ ।
ততঃ সঞ্চিন্ত্য স পুনঃ সৃষ্টিহেতোঃ প্রজাপতিঃ ॥৮৮
মৈথুনেনৈব ধর্ম্মেণ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ।
অসিক্লীমাবহৎ কন্যাং বীরণস্য প্রজাপতেঃ ॥ ৮৯
সুতাং সুতপসা যুক্তাং মহতীং লোকধারিণীম্ ।
অথ পুত্রসহস্রাণি বৈরিণ্যাং পঞ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৯০
অসিক্ল্যাং জনয়ামাস সর্গহেতোঃ প্রজাপতিঃ ।
তান্ দৃষ্ট্বা নারদো বিপ্রঃ সংবিবর্দ্ধয়িষূন্ প্রজাঃ ।
সঙ্গম্য প্রিয়সংবাদো দেবর্ষিরিদমব্রবীৎ ॥ ৯১
নারদ উবাচ ।
হে হর্য্যশ্বাঃ মহাবীর্য্যাঃ প্রজা যূয়ং করিষ্যথ ।
ঈদৃশো লক্ষ্যতে যত্নো ভবতাং শ্রূয়তামিদম্ ॥৯২
বালিশা বত যূয়ং বৈ নাস্যা জানীত বৈ ভুবঃ ।
অন্তরূর্দ্ধমধশ্চৈব কথং স্রক্ষ্যথ বৈ প্রজাঃ ॥৯৩

জন্ম। হে মৈত্রেয়! তদবধি প্রজা সকল মৈথুনসম্ভব হইতে লাগিল ; পূর্ব্বে সঙ্কল্প, দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা এবং অত্যন্ত তপস্বী সিদ্ধগণের তপোবিশেষ দ্বারা প্রজাসৃষ্টি হইত। মৈত্রেয় কহিলেন, মহামুনে! দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের জন্ম হয় পূর্ব্বে শুনিয়াছি, তিনি পুনর্ব্বার প্রাচেতস্ কিরূপে হইলেন? হে ব্রহ্মন্! আমার মনের আর এক সুমহান্ সংশয় এই যে, যিনি সোমের দৌহিত্র, তিনিই আবার শ্বশুর হইলেন? ৭২—৮১। পরাশর কহিলেন, হে সত্তম! ভূতগণের মধ্যে উৎপত্তি ও নিরোধ নিত্য, (প্রবাহরূপে অবিচ্ছিন্ন) দিব্য-চক্ষু ঋষিগণ এ বিষয়ে মুগ্ধ হন না। এই দক্ষাদি মুনিসত্তমগণ যুগে যুগে হইয়া থাকেন এবং পুনশ্চ নিরুদ্ধ (লীন) হন। বিদ্বান্ ব্যক্তি ইহাতে মোহপ্রাপ্ত হয় না। হে দ্বিজোত্তম! পূর্ব্বে ইহাঁদের জ্যৈষ্ঠ্য কানিষ্ঠ্য ছিল না, গুরুতর তপস্যা ও প্রভাবই জ্যৈষ্ঠ্যের কারণ হইত। মৈত্রেয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! এ স্থলে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও যক্ষদিগের উৎপত্তি বিস্তারপূর্ব্বক আমাকে বলুন। পরাশর কহিলেন, হে মহামতে! স্বয়ম্ভূ পূর্ব্বে দক্ষকে "প্রজাসৃষ্টি কর" এইরূপ আদেশ করিলেন ; তিনি যেরূপে প্রজাসৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। দক্ষ প্রথমে মন হইতে দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও পন্নগের সৃষ্টি করেন। ৮২—৮৭। হে দ্বিজ! যখন তাঁহার ঐ সকল মানসী প্রজা পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে বর্দ্ধিত হইল না, তখন তিনি সৃষ্টির নিমিত্ত বিবেচনাপূর্ব্বক মৈথুন-ধর্ম্ম দ্বারা প্রজাসিসৃক্ষু হইয়া বীরণ প্রজাপতির সুতা সুতপস্বিনী লোকধারিণী অসিক্লী নাম্নী মহতী কন্যাকে বিবাহ করেন। অনন্তর বীর্য্যবান্ প্রজাপতি সর্গহেতু বৈরিণী অসিক্লীর গর্ভে পঞ্চসহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। প্রিয়সংবাদ বিপ্র দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগকে প্রজাসংবিবর্দ্ধনেচ্ছু দেখিয়া, নিকটে গিয়া বলিতে লাগিলেন, হে মহাবীর্য্য হর্য্যশ্বগণ! তোমরা প্রজাসৃষ্টি করিবে, এরূপ তোমাদের যত্ন দেখা যাইতেছে, যাহা বলি শ্রবণ কর।

ঊর্দ্ধং তির্য্যগধশ্চৈব যদা প্রতিহতা গতিঃ।
তদা কস্মাদ্ ভুবো নান্তং সর্ব্বং দ্রক্ষ্যথ বালিশাঃ॥

পরাশর উবাচ।

তে তু তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রযাতাঃ সর্ব্বতো দিশম্।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে সমুদ্রেভ্য ইবাপগাঃ॥৯৫
হর্য্যশ্বেষথ নষ্টেষু দক্ষঃ প্রাচেতসঃ পুনঃ।
বৈরিণ্যামথ পুত্রাণাং সহস্রমসৃজৎ প্রভুঃ॥৯৬
বিবর্দ্ধয়িষবস্তে তু শবলাশ্বাঃ প্রজাঃ পুনঃ।
পূর্ব্বোক্তং বচনং ব্রহ্মন্ নারদেন প্রচোদিতাঃ॥৯৭
অন্যোহন্যমূচুস্তে সর্ব্বে সম্যগাহ মহামুনিঃ।
ভ্রাতৃণাং পদবী চৈব গন্তব্যা নাত্র সংশয়ঃ॥৭৮
জ্ঞাত্বা প্রমাণং পৃথ্ব্যাশ্চ প্রজাঃ স্রক্ষ্যামহে ততঃ।
তেহপি তেনৈব মার্গেণ প্রয়াতাঃ সর্ব্বতো দিশম্।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে সমুদ্রেভ্য ইবাপগাঃ॥৯৯
ততঃ প্রভৃতি বৈ ভ্রাতা ভ্রাতুরন্বেষণে দ্বিজ।
প্রয়াতো নশ্যতি তথা তন্ন কার্য্যং বিজানতা॥১০০
তাংশ্চাপি নষ্টান্ বিজ্ঞায় পুত্রান্ দক্ষঃ প্রজাপতি
ক্রোধং চক্রে মহাভাগো নারদং স শশাপ চ॥১০১
সর্গকামস্ততো বিদ্বান্ স মৈত্রেয় প্রজাপতিঃ।
ষষ্টিং দক্ষোহসৃজৎ কন্যা বৈরিণ্যামিতি নঃ শ্রুতম্॥১০
দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ।
সপ্তবিংশতি সোমায় চতস্রোহরিষ্টনেমিনে॥১০৩
দ্বে চৈব বহুপুত্রায় দ্বে চৈবাঙ্গিরসে তথা।
দ্বে কৃশাশ্বায় বিদুষে তাসাং নামানি মে শৃণু॥১০৪
অরুন্ধতী বসুর্যামী লম্বা ভানুর্মরুত্বতী।
সঙ্কল্পা চ মুহূর্ত্তা চ সাধ্যা বিশ্বা চ তা দশ॥১০৫
ধর্ম্মপত্ন্যো দশ ত্বেতাস্তদপত্যানি মে শৃণু
বিশ্বেদেবাস্তু বিশ্বায়াঃ সাধ্যা সাধ্যান্ ব্যজায়ত॥১০৬
মরুত্বত্যা মরুত্বন্তো বসোস্তু বসবঃ স্মৃতাঃ॥১০৭

তোমরা নিশ্চয় বালিশ (অজ্ঞ), এই পৃথিবীর (সংসারাঙ্কুরের প্রসবক্ষেত্র লিঙ্গশরীরের) অধঃ (উপক্রম), ঊর্দ্ধ (অবসান) ও অন্তঃ (মধ্য) জান না, কিরূপে প্রজাসৃষ্টি করিবে? মনুষ্য-জন্মে ঊর্দ্ধ অধঃ তির্য্যক্ সকল বিষয়ে (তত্ত্ব-বিচারে) যখন তোমাদের বুদ্ধি অপ্রতিহত, তখন কিজন্য ভূ (লিঙ্গ-শরীরের) অন্ত দেখিতেছ না অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভের যত্ন করিতেছ না কেন? ৮৮—৯৪। পরাশর কহিলেন, তাঁহারা তাঁহার কথা শুনিয়া চারিদিকে চলিয়া গেলেন। নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া আর ফিরিয়া আইসে না, সেইরূপ তাঁহারাও অদ্যাপি নিবর্ত্তিত হন নাই। হর্য্যশ্বনামা পুত্রেরা নিরুদ্দেশ হইলে, প্রভু প্রাচেতস দক্ষ বৈরিণীর গর্ভে পুনশ্চ সহস্র সহস্র পুত্রের সৃজন করিলেন। তাঁহাদের নাম শবলাশ্ব। নারদ তাঁহাদিগকেও প্রজাবর্দ্ধনেচ্ছু দেখিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্যে বুঝাইয়া দেওয়ায়, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন, "মহামুনি ভাল বলিতেছেন, ভ্রাতৃগণের পদবী অবলম্বন করাই আমাদের যে উচিত, তাহাতে সংশয় নাই।" পৃথ্বীর প্রমাণ (লিঙ্গ-শরীরাবসান) জানিয়া, পরে প্রজা-সৃষ্টি করিব, এইরূপ চিন্তা করিয়া,তাঁহারাও সেই মার্গের (মোক্ষপথের) দিকে দিকে চলিয়া গেলেন; তাঁহারাও সমুদ্র-গত নদীর ন্যায় অদ্যাপি প্রত্যাগত হন নাই। হে দ্বিজ! তদবধি ভ্রাতা, নিরুদ্দেশ ভ্রাতার অন্বেষণে যাইলে, সেও প্রায়ই নিরুদ্দেশ হয়, অতএব জ্ঞানবানের তাহা করা কর্ত্তব্য নহে। ৯৫—১০০। দক্ষ প্রজাপতি ঐ পুত্রদিগকে নষ্ট (নিরুদ্দেশ) জানিয়া ক্রোধ করিলেন এবং নারদকে শাপ দিলেন। হে মৈত্রেয়! সর্গকাম বিদ্বান্ প্রজাপতি দক্ষ তৎপরে বৈরিণীর গর্ভে ষষ্টি কন্যার সৃজন করেন, ইহা আমরা শুনিয়াছি। তিনি ধর্ম্মকে দশ, কশ্যপকে ত্রয়োদশ, সোমকে সপ্তবিংশতি, অরিষ্টনেমিকে চারি এবং বহুপুত্র, আঙ্গিরস ও বিদ্বান্ কৃশাশ্বকে দুই দুই কন্যা দান করিয়াছিলেন। তাহাদের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর। অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা, এই দশ কন্যা ধর্ম্মের পত্নী। ইহঁাদের অপত্য সকলের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর। বিশ্বার পুত্র বিশ্বেদেবগণ, সাধ্যা সাধ্য-গণকে প্রসব করেন, মরুত্বৎগণ মরুত্বতীর সন্তান, বসুর সন্তান বসুগণ, ভানুর পুত্র ভানু-

ভানোহস্ত ভানবঃ পুত্রা মুহূর্ত্তায়াং মুহূর্ত্তজাঃ ।
লম্বয়াশ্চৈব ঘোষোঽথ নাগবীথী তু যামিজা ॥১০৮
পৃথিবীবিষয়ং সর্ব্বং অরুন্ধত্যাং ব্যজায়ত ।
সঙ্কল্পায়াস্ত সর্ব্বাত্মা জজ্ঞে সঙ্কল্প এব তু ॥১০৯
যে ত্বনেকবসুপ্রাণা দেবা জ্যোতিঃপুরোগমাঃ ।
বসবোঽষ্টৌ সমাখ্যাতাস্তেষাং বক্ষ্যামি বিস্তরম্ ॥
আপো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিলোঽনলঃ ।
প্রত্যুষশ্চ প্রভাবশ্চ বসবো নামভিঃ স্মৃতাঃ ॥১১১
আপস্য পুত্রো বৈতণ্ড্যঃ শ্রমঃ শ্রান্তো ধ্বনিস্তথা ।
ধ্রুবস্য পুত্রো ভগবান্ কালো লোকপ্রকালনঃ ॥১২
সোমস্য ভগবান্ বর্চ্চো বর্চ্চস্বী যেন জায়তে ।
ধরস্য পুত্রো দ্রবিণো হুতহব্যবহস্তথা ॥ ১১৩
মনোহরায়াঃ শিশিরঃ প্রাণোঽথ বরুণস্তথা ।
অনিলস্য শিবা ভার্য্যা তস্যাঃ পুত্রো মনোজবঃ ॥
অবিজ্ঞাতগতিশ্চৈব দ্বৌ পুত্রাবনিলস্য চ ।
অগ্নিপুত্রঃ কুমারস্ত শরস্তম্বে ব্যজায়ত ॥ ১১৫
তস্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠজাঃ ।
অপত্যং কৃত্তিকানাস্ত কার্ত্তিকেয় ইতি স্মৃতঃ ॥১১৬
প্রত্যুষস্য বিদুঃ পুত্রং ঋষিং নাম্নাথ দেবলম্ ।
দ্বৌ পুত্রৌ দেবলস্যাপি ক্ষমাবন্তৌ মনীষিণৌ ॥১১৭
বৃহস্পতেস্ত ভগিনী বরস্ত্রী ব্রহ্মচারিণী ।
যোগসিদ্ধা জগৎকৃৎস্নমসক্তা বিচরত্যুত ॥ ১১৮
প্রভাসস্য তু সা ভার্য্যা বসূনাম্ অষ্টমস্য চ ।
বিশ্বকর্ম্মা মহাভাগস্তস্যাং জজ্ঞে প্রজাপতিঃ ॥ ১১৯
কর্ত্তা শিল্পসহস্রাণাং ত্রিদশানাঞ্চ বর্দ্ধকিঃ ।
ভূষণানাঞ্চ সর্ব্বেষাং কর্ত্তা শিল্পবতাং বরঃ ॥ ১২০
যঃ সর্ব্বেষাং বিমানানি দেবতানাং চকার হ ।
মনুষ্যাশ্চোপজীবন্তি যস্য শিল্পং মহাত্মনঃ ॥ ১২১
তস্য পুত্রাস্ত চত্বারস্তেষাং নামানি মে শৃণু ।
অজৈকপাদহির্ব্রধ্নস্ত্বষ্টা রুদ্রশ্চ বুদ্ধিমান ।
ত্বষ্টুশ্চাপ্যাত্মজঃ পুত্রো বিশ্বরূপো মহাযশাঃ ॥১২২
হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চাপরাজিতঃ ।
বৃষাকপিশ্চ শম্ভুশ্চ কপর্দ্দী রৈবতস্তথা ॥ ১২৩
মৃগব্যাধশ্চ শর্ব্বশ্চ কপালী চ মহামুনে ।
একাদশৈতে প্রথিতা রুদ্রাস্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ ॥ ১২৪
শতং ত্বেবং সমাখ্যাতং রুদ্রাণামমিতৌজসাম্ ।
অদিতির্দিতির্দনুঃ কালা অরিষ্টা সুরসা তথা ॥ ১২৫

গণ, মুহূর্ত্তার গর্ভে মুহূর্ত্তগণ উৎপন্ন, লম্বার তনয় ঘোষ এবং যামীর পুত্র নাগবীথী, সমস্ত পৃথিবী-বিষয় (চরাচর প্রাণিজাত) অরুন্ধতীতে জন্ম-গ্রহণ করে। সঙ্কল্পার গর্ভে সর্ব্বাত্মা (সর্ব্ব-বস্তুবিষয়ক) সঙ্কল্পের জন্ম। ১০১—১০৯। অনেক বসুপ্রাণ যে জ্যোতিঃ পুরোগম দেবগণ অষ্টবসু বলিয়া সমাখ্যাত, তাঁহাদের বিস্তর বিবরণ বলিতেছি। অষ্টবসুর নাম আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস। আপের পুত্র বৈতণ্ড্য, শ্রম, শ্রান্ত এবং ধ্বনি। ধ্রুবের পুত্র লোক-প্রকালন (সংহর্ত্তা) ভগবান্ কাল। সোমের পুত্র ভগবান্ বর্চ্চাঃ, যাহাতে বর্চ্চস্বী (কান্তিমান) পুরুষ হয়। ধরের ভার্য্যা মনোহরার পঞ্চপুত্র ; দ্রবিণ, হুত, হব্যবহ, শিশির, প্রাণ ও বরুণ। অনিলের ভার্য্যা শিবার গর্ভে অনিলের দুই পুত্র মনোজব ও অবিজ্ঞাত-গতি। অগ্নিপুত্র কুমার শরস্তম্বে জন্মগ্রহণ করেন। কৃত্তিকাদিগের অপত্য, এজন্য কার্ত্তি-কেয় নামে স্মৃত। শাখ, বিশাখ, নৈগমেয় ইহাঁর পৃষ্ঠজ (অনুজ)। পণ্ডিতেরা দেবল ঋষিকে প্রত্যু-ষের পুত্র বলিয়া জানেন। দেবলেরও ক্ষমাবান্ মনীষী দুই পুত্র। যোগসিদ্ধা ব্রহ্মচারিণী বরস্ত্রী বৃহস্পতির ভগিনী অসক্তা হইয়া সমুদায় জগৎ বিচরণ করেন। ইনি অষ্টম বসু প্রভাসের ভার্য্যা। শিল্পসহস্রের কর্ত্তা, ত্রিদশগণের বর্দ্ধকি (সূত্রধর), সর্ব্বভূষণের নির্ম্মাতা, শিল্পিগণের শ্রেষ্ঠ, মহাভাগ প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাতে উৎপন্ন। ১১০—১২০। বিশ্বকর্ম্মা দেবতাদিগের বিমান সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং সেই মহাত্মার শিল্প অদ্যাপি মনুষ্যের উপজীবিকা। তাঁহার চারি পুত্র। তাঁহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর,—অজৈকপাদ্, অহির্ব্রধ্ন, ত্বষ্টা ও বুদ্ধি-মান্ রুদ্র। ত্বষ্টার আত্মজপুত্র মহাযশা বিশ্বরূপ। হে মহামুনে ! হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী, রৈবত, মৃগব্যাধ, শর্ব্ব এবং কপালী এই একাদশ ত্রিভুবনেশ্বর রুদ্র নামে প্রথিত। হে ধর্ম্মজ্ঞ ! কশ্যপের পত্নী

সুরভির্বিনতা চৈব তাম্রা ক্রোধবশা ইরা।
কদ্রুর্মুনিশ্চ ধর্ম্মজ্ঞ তদপত্যানি মে শৃণু॥ ১২৬
পূর্ব্বমন্বন্তরে শ্রেষ্ঠা দ্বাদশাসন সুরোত্তমাঃ।
তুষিতা নাম তেঽন্যোন্যমূচুর্বৈবস্বতেঽন্তরে॥ ১২৭
উপস্থিতেঽতিযশসশ্চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
সমবায়ীকৃতাঃ সর্ব্বে সমাগম্য পরস্পরম্॥ ১২৮
আগচ্ছত দ্রুতং দেবা অদিতিং সম্প্রবিশ্য বৈ।
মন্বন্তরে প্রসূয়ামস্তন্নঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি॥ ১২৯
এবমুক্ত্বা তু তে সর্ব্বে চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
মারীচাৎ কশ্যপাজ্জাতাস্তে দিত্যা দক্ষকন্যয়া॥১৩০
তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেব চ।
অর্য্যমা চৈব ধাতা চ ত্বষ্টা পূষা তথৈব চ॥ ১৩১
বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ।
অংশো ভগশ্চাদিতিজা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥
চাক্ষুষস্যান্তরে পূর্ব্বমাসন্ যে তুষিতাঃ সুরাঃ।
বৈবস্বতেঽন্তরে তে বৈ আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥
সপ্তবিংশতি যাঃ প্রোক্তাঃ সোমপত্ন্যোঽথ সুব্রতাঃ
সর্ব্বনক্ষত্রযোগিন্যস্তন্নাম্ন্যশ্চৈব তাঃ স্মৃতাঃ॥ ১৩৪
তাসামপত্যান্যভবন্ দীপ্তান্যমিততেজসা।
অরিষ্টনেমিপত্নীনাং অপত্যানীহ ষোড়শ॥ ১৩৫
বহুপুত্রস্য বিদুষশ্চতস্রো বিদ্যুতঃ স্মৃতাঃ।
প্রত্যঙ্গিরসজাঃ শ্রেষ্ঠা ঋচো ব্রহ্মর্ষিসংকৃতাঃ॥১৩৬
কৃশাশ্বস্য তু দেবর্ষের্দেবপ্রহরণাঃ স্মৃতাঃ।
এতে যুগসহস্রান্তে জায়ন্তে পুনরেব হি॥ ১৩৭
সর্ব্বে দেবগণাস্তাত ত্রয়স্ত্রিংশৎ তু ছন্দজাঃ।
তেষামপীহ সততং নিরোধোৎপত্তিরুচ্যতে॥১৩৮
যথা সূর্য্যস্য মৈত্রেয় উদয়াস্তময়াবিহ।
এবং দেবনিকায়াস্তে সংভবন্তি যুগে যুগে॥ ১৩৯
দিত্যাঃ পুত্রদ্বয়ং জজ্ঞে কশ্যপাদিতি নঃ শ্রুতম্।
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব হিরণ্যাক্ষশ্চ দুর্জয়ঃ॥ ১৪০
সিংহিকা চাভবৎ কন্যা বিপ্রচিত্তেঃ পরিগ্রহঃ।
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাশ্চত্বারঃ প্রথিতৌজসঃ॥১৪১
অনুহ্লাদশ্চ হ্লাদশ্চ প্রহ্লাদশ্চৈব বুদ্ধিমান্।
সংহ্লাদশ্চ মহাবীর্য্যা দৈত্যবংশবিবর্দ্ধনাঃ॥ ১৪২

অদিতি, দিতি, দনু, কালা, অরিষ্টা, সুরসা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু ও মুনি; ইহাঁদের অপত্যের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর। পূর্ব্বমন্বন্তরে অর্থাৎ অতিযশা চাক্ষুষ মনুর সময়ে, তুষিত নামে দ্বাদশ শ্রেষ্ঠ সুরোত্তম ছিলেন। বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত-প্রায় হইলে, তাঁহারা পরস্পর সমাগত ও সমবায়ীকৃত (মিলিত) হইয়া পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন, দেবগণ! শীঘ্র আইস, আমরা অদিতির গর্ভে প্রবেশ করিয়া বৈবস্বত মন্বন্তরে জন্ম গ্রহণ করিব; তাহাতে আমাদের শ্রেয় হইবে। চাক্ষুষ মন্বন্তরে তাঁহারা এইরূপ স্থির করিয়া, বৈবস্বত মন্বন্তরে মারীচ কশ্যপের পত্নী অদিতিতে প্রসূত হন। ঐ মন্বন্তরে বিষ্ণু, শক্র, অর্য্যমা, ধাতা, ত্বষ্টা, পূষা, বিবস্বান্, সবিতা, মিত্র. বরুণ, অংশ এবং ভগ এই অদিতিজগণ দ্বাদশ আদিত্য বলিয়া স্মৃত। যাঁহারা চাক্ষুষ মনুর সময়ে তুষিতনামা দেবতা ছিলেন, তাঁহারাই বৈবস্বতের সময়ে দ্বাদশাদিত্য নামে কথিত। ১২১—১৩৩। যে সপ্তবিংশতি সুব্রতা সোমপত্নীর কথা বলিয়াছি, তাঁহারা নক্ষত্র যোগিনী এবং তন্নাম্নী অর্থাৎ পুনর্ব্বসু পুষ্যাদি। তাঁহাদের অমিততেজা দীপ্তিমান্ অনেক অপত্য হইয়াছেন। অরিষ্টনেমিপত্নীদিগের ষোড়শ পুত্র। বিদ্বান্ বহুপুত্রের বিদ্যুন্নাম্নী চারি ভার্য্যা (কপিলা অতিলোহিতা, পীতা ও সীতা)। ব্রহ্মর্ষিসংকৃত শ্রেষ্ঠ ঋক্ সকল প্রত্যঙ্গিরসজাত। দেবর্ষি কৃশাশ্বের পুত্রগণ দেবপ্রহরণ দেবঅস্ত্র বলিয়া খ্যাত। ইহাঁরা যুগসহস্রান্তে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন। হে তাত! সর্ব্বদেবগণ বসু প্রভৃতি ত্রয়স্ত্রিংশৎ ছন্দজ (স্বেচ্ছানুসারে জন্মগ্রহণশীল); ইহাঁদেরও নিরোধোৎপত্তি অর্থাৎ নিরোধের সহিত উৎপত্তি কথিত হয়। হে মৈত্রেয়! সংসারে সূর্য্যের উদয় অস্তের ন্যায় ঐ দেব সকল যুগে যুগে সম্ভূত হন। ১৩২—১৩৯। কশ্যপের ঔরসে দিতির পুত্রদ্বয় দুর্জ্জয় হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ জন্মগ্রহণ করে, ইহা আমরা শুনিয়াছি। বিপ্রচিত্তির পত্নী সিংহিকা নাম্নী এক কন্যাও হয়। হিরণ্যকশিপুর প্রথিতৌজস্ চারি পুত্র; অনুহ্লাদ হ্লাদ, বুদ্ধিমান্ প্রহ্লাদ ও সংহ্লাদ, সকলেই

[তেষাং মধ্যে মহাভাগ সর্ব্বত্র সমদৃগ্‌বশী।
প্রহ্লাদঃ পরমাং ভক্তিং য উবাহ জনার্দ্দনে॥১৪৩
দৈত্যেন্দ্রদীপিতো বহ্নিঃ সর্ব্বাঙ্গোপচিতো দ্বিজ।
ন দদাহ চ যং বিপ্র বাসুদেবে হৃদি স্থিতে॥১৪৪
মহার্ণবান্তঃসলিলে স্থিতস্য চলতো মহী।
চচাল সকলা যস্য পাশবদ্ধস্য ধীমতঃ॥ ১৪৫
ন ভিন্নং বিবিধৈঃ শস্ত্রৈর্যস্য দৈত্যেন্দ্রপাতিতৈঃ।
শরীরমদ্রিকঠিনং সর্ব্বত্রাচ্যুতচেতসঃ॥ ১৪৬
বিষানলোজ্জ্বলমুখা যস্য দৈত্যপ্রচোদিতাঃ।
নান্তায় সর্পপতয়ো বভূবুরুরুতেজসঃ॥ ১৪৭
শৈলৈরাক্রান্তদেহোঽপি যঃ স্মরন্ পুরুষোত্তমম্।
তত্যাজ নাত্মনঃ প্রাণান্ বিষ্ণুস্মরণদংশিতঃ॥১৪৮
পতন্তমুচ্চাদবনির্যমুপেত্য মহামতিম্।
দধার দৈত্যপতিনা ক্ষিপ্তং স্বর্গনিবাসিনা॥ ১৪৯
যস্য সংশোষকো বায়ুর্দেহে দৈত্যেন্দ্রযোজিতঃ।
অবাপ সংক্ষয়ং সদ্যশ্চিত্তস্থে মধুসূদনে॥ ১৫০
বিষাণভঙ্গমুন্মত্তা মদহানিঞ্চ দিগ্‌গজাঃ।
যস্য বক্ষঃস্থলে প্রাপ্তা দৈত্যেন্দ্রপরিণামিতাঃ॥১৫১
যস্য চোৎপাদিতা কৃত্যা দৈত্যরাজপুরোহিতৈঃ।
বভূব নান্তায় পুরা গোবিন্দাসক্তচেতসঃ॥ ১৫২
শম্বরস্য চ মায়ানাং সহস্রমতিমায়িনঃ।
যস্মিন্ প্রযুক্তং চক্রেণ কৃষ্ণস্য বিতথীকৃতম্॥ ১৫৩
দৈত্যেন্দ্রসূদোপহৃতং যস্তু হালাহলং বিষম্।
জরয়ামাস মতিমান্ অবিকারমমৎসরী॥ ১৫৪
সমচেতা জগত্যস্মিন্ যঃ সর্ব্বেষ্বেব জন্তুষু।
যথাত্মনি তথান্যত্র পরং মৈত্রগুণান্বিতঃ॥ ১৫৫
ধর্ম্মাত্মা সত্যশৌচাদিগুণানামাকরস্তথা।
উপমানমশেষাণাং সাধূনাং যঃ সদা ভবেৎ॥১৫৬

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

মহাবীর্য্য এবং দৈত্যবংশবিবর্দ্ধন। হে মহাভাগ! তন্মধ্যে প্রহ্লাদ সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি জনার্দ্দনে পরমভক্তি বহন করিয়াছেন। হে বিপ্র! দৈত্যেন্দ্র দ্বারা দীপিত বহ্নি সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়াও, বাসুদেব হৃদয়ে অবস্থিত থাকায় তাঁহাকে দগ্ধ করিতে পারেন নাই। যে ধীমান্ মহার্ণবের অন্তঃসলিলে স্থাপিত ও পাশবদ্ধ অবস্থায় ইতস্ততঃ চালিত হইলে, সমস্ত পৃথিবী বিচলিত হইয়াছিলেন। যে সর্ব্বত্রাচ্যুত-বুদ্ধির অদ্রিকঠিন শরীর, দৈত্যেন্দ্রপাতিত বিবিধ শস্ত্রে ভিন্ন হয় নাই। দৈত্য-প্রেরিত বিষানলোজ্জ্বল-মুখ, সর্পপতিগণ যে উরুতেজস্বীর মৃত্যুর কারণ হইতে পারে নাই। যে বিষ্ণুস্মরণ সন্নদ্ধ, শৈলাক্রান্তদেহেও পুরুষোত্তমকে স্মরণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন নাই। স্বর্গনিবাসী দৈত্যপতি দ্বারা উচ্চ হইতে ক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে পড়িতে যে মহামতিকে অবনী নিকটে গিয়া ধারণ করিয়াছিলেন। সংশোষক বায়ু দৈত্যেন্দ্র দ্বারা যাহার দেহে যোজিত হইয়া, মধুসূদন চিত্তস্থ থাকায়, সদ্যঃ সংক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। দৈত্যেন্দ্র পরিণামিত (গজ-শিক্ষা-ক্রমে উদ্‌যোজিত হইয়া) উন্মত্ত দিগ্‌গজগণ যাঁহার বক্ষঃস্থলে বিষাণভঙ্গ ও মদহানি প্রাপ্ত হয়। পুরাকালে দৈত্যেন্দ্রপুরোহিতের উৎ-পাদিত কৃত্যা (অভিচারক্রিয়া বা তজ্জনিত বিকটাকার পুরুষ) যে গোবিন্দাসক্তচেতার অনন্তর নিমিত্ত হয় নাই। অতিমায়ী সম্বরের সহস্র মায়া যাহাতে প্রযুক্ত হইয়াও কৃষ্ণের চক্রে বিতথীকৃত হয়। যে অমৎসরী মতিমান্ দৈত্যেন্দ্র পাচকোপহৃত হলাহল বিষকে অবি-কাররূপে জীর্ণ করিয়াছিলেন। যিনি এই জগতে সমস্ত জন্তুর প্রতি সমচেতা এবং যেমন আপ-নাতে, তেমনি অন্যত্র পরম মৈত্র গুণান্বিত এবং যে ধর্ম্মাত্মা সত্য শৌচাদি গুণের আকর ও সর্ব্বদা সাধুগণের উদাহরণস্থল হইয়া-ছিলেন। ১৪০—১৫৬।

প্রথমাংশে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।

কথিতো ভবতা বংশো মানবানাং মহামুনে।
কারণঞ্চাস্য জগতো বিষ্ণুরেব সনাতনঃ॥ ১
যচ্চৈতদ্ ভগবানাহ প্রহ্লাদং দৈত্যসত্তমম্।
দদাহ নাগ্নির্নাস্ত্রৈশ্চ ক্ষুণ্ণস্তত্যাজ জীবিতম্॥ ২
জগাম বসুধা ক্ষোভং প্রহ্লাদে সলিলে স্থিতে।
বন্ধবদ্ধে বিচলতি বিক্ষিপ্তাঙ্গৈঃ সমাহতা॥ ৩
শৈলৈরাক্রান্তদেহোঽপি ন মমার চ যঃ পুরা।
ত্বয়ৈবাতীব মাহাত্ম্যং কথিতং যস্য ধীমতঃ॥ ৪
তস্য প্রভাবমতুলং বিষ্ণোর্ভক্তিমতো মুনে।
শ্রোতুমিচ্ছামি যস্যৈতৎ চরিতং দীপ্ততেজসঃ॥ ৫
কিংনিমিত্তমসৌ শস্ত্রৈর্বিক্ষতো দিতিজৈর্মুনে।
কিমর্থঞ্চাব্ধিসলিলে নিক্ষিপ্তো ধর্ম্মতৎপরঃ॥ ৬
আক্রান্তঃ পর্ব্বতৈঃ কস্মাৎ কস্মাদ্দষ্টো মহোরগৈঃ
ক্ষিপ্তঃ কিমদ্রিশিখরাৎ কিং বা পাবকসঞ্চয়ে॥ ৭
দিগ্দন্তিনাং দন্তভূমিং স চ কস্মান্নিরূপিতঃ।
সংশোষকোঽনিলশ্চাস্য প্রযুক্তঃ কিং মহাসুরৈঃ॥
কৃত্যাঞ্চ দৈত্যগুরবো যুযুজুস্তত্র কিং মুনে।
শম্বরশ্চাপি মায়ানাং সহস্রং কিং প্রযুক্তবান্॥ ৯
হালাহলং বিষমহো দৈত্যসূদৈর্মহাত্মনঃ।
কস্মাদ্দত্তং বিনাশায় যদ্জীর্ণং তেন ধীমতা॥ ১০
এতৎ সর্ব্বং মহাভাগ প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ।
চরিতং শ্রোতুমিচ্ছামি মহামাহাত্ম্যসূচকম্॥ ১১
নহি কৌতূহলং তত্র যদ্দৈত্যৈর্ন হতো হি সঃ।
অনন্যমনসো বিষ্ণৌ কঃ শক্নোতি নিপাতনে॥ ১২
তস্মিন্ ধর্ম্মপরে নিত্যং কেশবারাধনোদ্যতে।
স্ববংশপ্রভবৈর্দৈত্যৈঃ কর্ত্তুং দ্বেষোঽতিদুষ্করঃ॥১৩
ধর্ম্মাত্মনি মহাভাগে বিষ্ণুভক্তে বিমৎসরে।
দৈতেয়ৈঃ প্রহৃতং যস্মাৎ তন্মমাখ্যাতুমর্হসি॥১৪
প্রহরন্তি মহাত্মানো বিপক্ষা অপি নেদৃশে।
গুণৈঃ সমন্বিতে সাধৌ কিং পুনর্যঃ স্বপক্ষজঃ॥১৫

ষোড়শ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন, মহামুনে! আপনি মানবদিগের বংশ কহিলেন এবং সনাতন বিষ্ণুই এই জগতের কারণ, ইহাও কথিত হইল; কিন্তু ভগবান্ (আপনি) বলিলেন যে, দৈত্যসত্তম প্রহ্লাদকে অগ্নি দগ্ধ করে নাই, অস্ত্র-ক্ষুণ্ণ হইয়াও তিনি প্রাণত্যাগ করেন নাই; প্রহ্লাদ সলিলে স্থিত এবং বন্ধবদ্ধাবস্থায় বিচলিত হইলে, তদীয় বিক্ষিপ্তাঙ্গে সমাহত বসুধা ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছিল; যিনি পুরাকালে শৈলাক্রান্তদেহ হইয়া মৃত হন নাই এবং আপনি যে ধীমানের অতীব মাহাত্ম্য বলিলেন; মুনে! যে দীপ্ততেজার চরিত এইরূপ, সেই বিষ্ণুভক্তের অতুল প্রভাব শুনিতে ইচ্ছা করি। মুনে! দিতিজেরা কি নিমিত্ত উহাঁকে শস্ত্রবিক্ষত করে, কি নিমিত্তই বা ধর্ম্মতৎপরকে অব্ধি-সলিলে নিক্ষিপ্ত করে? কি নিমিত্ত তিনি পর্ব্বতে আক্রান্ত হন, মহোরগ সকল কিজন্য তাঁহাকে দংশন করে? কিজন্য পর্ব্বতশিখর হইতে, কেনই বা পাবকসঞ্চয়ে ক্ষিপ্ত হন? তিনি কি নিমিত্ত দিগ্‌হস্তীদিগের দন্তভূমিতে নিরূপিত হন, মহাসুরগণ কি হেতু ইহাঁর প্রতি সংশোষক বায়ু প্রয়োগ করে? ১—৮। মুনে! দৈত্যগুরুগণ কিজন্য তৎপ্রতি কৃত্যা নিয়োগ করিয়াছিলেন, শম্বর কি কারণে সহস্র মায়া প্রয়োগ করে এবং দৈত্যসূদেরা মহাত্মার বিনাশের জন্য হলাহল বিষই বা দিয়াছিল কেন? সেই বিষ ধীমান্ জীর্ণ করিয়াছিলেন! হে মহাভাগ! মহাত্মা প্রহ্লাদের মহামাহাত্ম্যসূচক এই সকল চরিত শুনিতে ইচ্ছা করি। দৈত্যগণ যে তাঁহাকে নিহত করিতে পারে নাই, তাহাতে আমার কৌতূহল নাই, কারণ বিষ্ণুর প্রতি অনন্যমনা ব্যক্তির বিনাশ কে করিতে পারে? তিনি ধর্ম্মপর ও নিত্য কেশবারাধনোদ্যত ছিলেন, (এরূপ ব্যক্তির প্রতি সহজে দ্বেষ করা যায় না) তাহাতে আবার দৈত্যগণ তাঁহার স্ববংশপ্রভব। তবে দৈতেয়গণ যেজন্য ধর্ম্মাত্মা মহাভাগ বিমৎসর বিষ্ণুভক্তের প্রতি প্রহার করিয়াছিল, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে বলুন। মহাত্মারা বিপক্ষ হইলেও ঈদৃশ গুণসমন্বিত কোনও সাধুকে প্রহার করিতে পারেন না, তবে স্বপক্ষজ

অশেতৎ কথ্যতাং সর্ব্বং বিস্তরান্মুনিসত্তম ।
দৈত্যেশ্বরস্য চরিতং শ্রোতুমিচ্ছাম্যশেষতঃ ॥ ১৬

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

মৈত্রেয় শ্রূয়তাং সম্যক্ চরিতং তস্য ধীমতঃ ।
প্রহ্লাদস্য সদোদারচরিতস্য মহাত্মনঃ ॥ ১
দিতেঃ পুত্রো মহাবীর্য্যো হিরণ্যকশিপুঃ পুরা ।
ত্রৈলোক্যং বশমানিন্যে ব্রহ্মণো বরদর্পিতঃ ॥ ২
ইন্দ্রত্বমকরোৎ দৈত্যঃ স চাসীৎ সবিতা স্বয়ম্ ।
বায়ুরগ্নিরপাং নাথঃ সোমশ্চাভূন্মহাসুরঃ ॥ ৩
ধনানামধিপঃ সোঽভূৎ স এবাসীৎ স্বয়ং যমঃ ।
যজ্ঞভাগানশেষাংস্তু স স্বয়ং বুভুজেঽসুরঃ ॥ ৪
দেবাঃ স্বর্গং পরিত্যজ্য তৎত্রাসান্মুনিসত্তম ।
বিচেরুরবনৌ সর্ব্বে বিভ্রাণা মানুষীং তনুম্ ॥ ৫
জিত্বা ত্রিভুবনং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যদর্পিতঃ ।
উপগীয়মানো গন্ধর্ব্বৈর্বুভুজে বিষয়ান্ প্রিয়ান্ ॥৬
পানাসক্তং মহাত্মানং হিরণ্যকশিপুং তদা ।
উপাসাঞ্চক্রিরে সর্ব্বে সিদ্ধগন্ধর্ব্বপন্নগাঃ ॥ ৭
অবাদয়ন্ জগুশ্চান্যে জয়শব্দানথাপরে ।
দৈত্যরাজস্য পুরতশ্চক্রুঃ সিদ্ধা মুদান্বিতাঃ ॥ ৮
তত্র প্রনৃত্যাপ্সরসি স্ফটিকাভ্রময়েঽসুরঃ ।
পপৌ পানং মুদা যুক্তঃ প্রাসাদে সুমনোহরে ॥৯
তস্য পুত্রো মহাভাগঃ প্রহ্লাদো নাম নামতঃ ।
পপাঠ বালপাঠ্যানি গুরুগেহে গতোঽর্ভকঃ ॥ ১০
একদা তু স ধর্ম্মাত্মা জগাম গুরুণা সহ ।
পানাসক্তস্য পুরতঃ পিতুর্দৈত্যপতেস্তদা ॥ ১১
পাদপ্রণামাবনতং তমুত্থাপ্য পিতা সুতম্ ।
হিরণ্যকশিপুঃ প্রাহ প্রহ্লাদমমিতৌজসম্ ॥ ১২

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

পঠ্যতাং ভবতা বৎস সারভূতং সুভাষিতম্ ।
কালেনৈতাবতা যৎতেসদোদ্যুক্তেন শিক্ষিতম্ ॥১৩

এরূপ করিলেন কেন ? অতএব হে মুনিসত্তম ! এই সমস্ত বিস্তার পূর্ব্বক বলুন। আমি অশেষ প্রকারে দৈত্যেশ্বরের চরিত্র শুনিতে ইচ্ছা করি। ৯—১৬।

প্রথমাংশে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় ।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! সেই সদোদারচরিত মহাত্মা ধীমান্ প্রহ্লাদের সম্যক্ চরিত্র শ্রবণ কর। দিতির মহাবীর্য্য পুত্র হিরণ্যকশিপু পুরাকালে ব্রহ্মার বরে দর্পিত হইয়া ত্রৈলোক্যকে বশে আনিয়াছিল। ঐ দৈত্য ইন্দ্রত্ব করে এবং স্বয়ংই সবিতা, বায়ু, অগ্নি; বরুণ, সোম এবং ধনাধিপ ও যম হইয়াছিল; আর স্বয়ং অশেষ যজ্ঞভাগ ভোগ করে। হে মুনিসত্তম! দেবগণ তাহার ভয়ে স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া মানুষীতনু ধারণ করত অবনীতে বিচরণ করিয়াছিলেন। সে ত্রিভুবন জয় করিয়া ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যে দর্পিত এবং গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক উপগীয়মান হইয়া প্রিয় বিষয় সকল ভোগ করিতে লাগিল। তৎকালে সমস্ত সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ মহাত্মা (অদ্ভুত প্রভাব) পানাসক্ত হিরণ্যকশিপুর উপাসনা করিতেন। কেহ কেহ দৈত্যরাজের সম্মুখে বাদ্য বাজাইয়া গান এবং সিদ্ধগণ মুদান্বিত হইয়া জয় শব্দ করিতে লাগিলেন! যে সুমনোহর প্রাসাদ স্ফটিকাভ্রময় (স্ফটিকশিলা-নির্ম্মিত) এবং যাহাতে অপ্সরীরা সুন্দর নৃত্য করিত, তাহাতে সেই অসুর মুদান্বিত হইয়া মদিরাদি পান করিত। ১—৯। তাহার শিশুপুত্র মহাভাগ প্রহ্লাদ গুরুগৃহে থাকিয়া বালপাঠ্য সকল পাঠ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ ধর্ম্মাত্মা একদা গুরুর সহিত পানাসক্ত দৈত্যপতি পিতার নিকট গিয়াছিলেন। পিতা হিরণ্যকশিপু পাদপ্রণামাবনত অমিতৌজস্ পুত্র প্রহ্লাদকে উঠাইয়া কহিতে লাগিল, বৎস ! তুমি এতকাল সদোদ্যুক্ত হইয়া যাহা পাঠ করিয়াছ, সেই সারভূত সুভাষিত পাঠ কর।

প্রহ্লাদ উবাচ।
শ্রূয়তাং তাত বক্ষ্যামি সারভূতং তবাজ্ঞয়া।
সমাহিতমনা ভূত্বা যন্মে চেতস্যবস্থিতম্॥ ১৪
অনাদিমধ্যান্তমজমবৃদ্ধিক্ষয়মচ্যুতম্।
প্রণতোঽস্মি মহাত্মানং সর্ব্বকারণকারণম্॥ ১৫
পরাশর উবাচ।
এবং নিশম্য দৈত্যেন্দ্রঃ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
বিলোক্য তদ্গুরুং প্রাহ স্ফুরিতাধরপল্লবঃ॥ ১৬
হিরণ্যকশিপুরুবাচ।
ব্রহ্মবন্ধো কিমেতং তে বিপক্ষস্তুতিসংহিতম্।
অসারং গ্রাহিতো বালো মামবজ্ঞায় দুর্ম্মতে॥ ১৭
গুরুরুবাচ।
দৈত্যেশ্বর ন কোপস্য বশমাগন্তুমর্হসি।
মমোপদেশজনিতং নায়ং বদতি তে সুতঃ॥ ১৮
হিরণ্যকশিপুরুবাচ।
অনুশাস্তোঽসি কেনেদৃক্ বৎস প্রহ্লাদ কথ্যতাম্
মমোপদিষ্টং নেত্যেষ প্রব্রবীতি গুরুস্তব॥ ১৯
প্রহ্লাদ উবাচ।
শাস্তা বিষ্ণুরশেষস্য জগতো যো হৃদি স্থিতঃ।
তমৃতে পরমাত্মানং তাত কঃ কেন শাস্যতে॥ ২০
হিরণ্যকশিপুরুবাচ।
কোঽয়ং বিষ্ণুঃ সুদুর্বুদ্ধে যং ব্রবীষি পুনঃ পুনঃ।
জগতামীশ্বরস্যেহ পুরতঃ প্রসভং মম॥ ২১
প্রহ্লাদ উবাচ।
ন শব্দগোচরে যস্য যোগিধ্যেয়ং পরং পদম্।
যতো যশ্চ স্বয়ং বিশ্বং স বিষ্ণুঃ পরমেশ্বরঃ॥ ২২
হিরণ্যকশিপুরুবাচ।
পরমেশ্বরসংজ্ঞোঽজ্ঞ কিমন্যো ময্যবস্থিতে।
তবাস্তি মর্ত্তুকামস্ত্বং প্রব্রবীসি পুনঃ পুনঃ॥ ২৩
প্রহ্লাদ উবাচ।
ন কেবলং তাত মম প্রজানাং
স ব্রহ্মভূতো ভবতশ্চ বিষ্ণুঃ।
ধাতা বিধাতা পরমেশ্বরশ্চ
প্রসীদ কোপং কুরুষে কিমর্থম্॥ ২৪
হিরণ্যকশিপুরুবাচ।
প্রবিষ্টঃ কোঽস্য হৃদয়ে দুর্বুদ্ধেরতিপাপকৃৎ।
যেনেদৃশান্যসাধূনি বদত্যাবিষ্টমানসঃ॥ ২৫

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে তাত! যাহা আমার মনে অবস্থিত রহিয়াছে, সেই সারভূত কথা আপনার আজ্ঞানুসারে বলিতেছি, সমাহিতমনা হইয়া শ্রবণ করুন। অনাদিমধ্যান্ত, অজ, অবৃদ্ধিক্ষয়, সর্ব্বকারণের কারণ অচ্যুত মহাত্মাকে আমি প্রণাম করি। পরাশর কহিলেন, দৈত্যেন্দ্র ইহা শ্রবণে ক্রোধসংরক্তলোচন ও স্ফুরিতাধর-পল্লব হইয়া গুরুর দিকে দৃষ্টিপূর্ব্বক কহিতে লাগিল। ব্রহ্মবন্ধো! এ কি! তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া বালককে বিপক্ষ-স্তুতি-সংযুক্ত অসার বিষয় গ্রহণ করাইয়াছ! গুরু কহিলেন, হে দৈত্যেশ্বর! কোপের বশ হইও না; তোমার এই পুত্র আমার উপদিষ্ট বিষয় বলিতেছে না। হিরণ্যকশিপু কহিল, বৎস প্রহ্লাদ! কে তোমাকে এরূপ অনুশাসন করিয়াছে বল, তোমার গুরু বলিতেছেন, ইহা আমার উপদিষ্ট নহে। প্রহ্লাদ কহিলেন, হৃদিস্থিত বিষ্ণুই অশেষ জগতের শাস্তা, হে তাত! সেই পরমাত্মা বিনা কে কাহাকে শাসন করে? ১০—২০। হিরণ্যকশিপু কহিল, রে সুদুর্ব্বুদ্ধে! জগতের ঈশ্বর, আমার সম্মুখে নিঃশঙ্কভাবে পুনঃপুনঃ যাহার কথা বলিতেছিস্, সেই বিষ্ণু কে? প্রহ্লাদ কহিলেন, যাঁহার যোগিধ্যেয় পরম পদ শব্দ-গোচরে নাই, যাঁহা হইতে বিশ্ব এবং যিনি স্বয়ং বিশ্ব, সেই পরমেশ্বর বিষ্ণু। হিরণ্যকশিপু কহিল, রে অজ্ঞ! আমি থাকিতে তোর অন্য পরমেশ্বর কে? তুই মরণেচ্ছু হইয়া পুনঃপুনঃ বলিতেছিস্। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে তাত! কেবল আমার নহে, সেই ব্রহ্মভূত বিষ্ণু, সমস্ত প্রজার এবং আপনারও ধাতা, বিধাতা ও পরমেশ্বর। প্রসন্ন হউন, কি জন্য কোপ করিতেছেন? হিরণ্যকশিপু কহিল, কোন্ অতি পাপকারী এই দুর্ব্বুদ্ধির হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, যাহাতে আবিষ্ট-মানস হইয়া ঈদৃশ অসাধু কথা সকল

প্রহ্লাদ উবাচ।

ন কেবলং মদ্‌হৃদয়ং স বিষ্ণু-
রাক্রম্য লোকান্ সকলানবস্থিতঃ।
স মাং ত্বদাদীংশ্চ পিতঃ সমস্তান্
সমস্তচেষ্টাসু যুনক্তি সর্ব্বগঃ॥ ২৬

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

নিষ্ক্রাম্যতাময়ং দুষ্টঃ শাস্যতাঞ্চ গুরোর্গৃহে।
যোজিতো দুর্ম্মতিঃ কেন বিপক্ষবিতথস্তুতৌ॥ ২৭

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তে স তদা দৈত্যৈর্নীতো গুরুগৃহং পুনঃ।
জগ্রাহ বিদ্যামনিশং গুরুশুশ্রূষণোদ্যতঃ॥ ২৮
কালেঽতীতে চ মহতি প্রহ্লাদমসুরেশ্বরঃ।
সমাহূয়াব্রবীৎ পুত্র গাথা কাচিৎ প্রগীয়তাম্॥ ২৯

প্রহ্লাদ উবাচ।

যতঃ প্রধানপুরুষৌ যতশ্চৈতৎ চরাচরম্।
কারণং সকলস্যাস্য স নো বিষ্ণুঃ প্রসীদতু॥ ৩০

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

দুরাত্মা বধ্যতামেষ নানেনার্থোঽস্তি জীবতা।
স্বপক্ষহানিকর্তৃত্বাদ্ যঃ কুলাঙ্গারতাং গতঃ॥ ৩১

পরাশর উবাচ।

ইত্যাজ্ঞপ্তাস্ততস্তেন প্রগৃহীতমহায়ুধাঃ।
উদ্যতাস্তস্য নাশায় দৈত্যাঃ শতসহস্রশঃ॥ ৩২

প্রহ্লাদ উবাচ।

বিষ্ণুঃ শস্ত্রেষু যুষ্মাকং ময়ি চাসৌ যথা স্থিতঃ।
দৈতেয়াস্তেন সত্যেন মা ক্রামন্ত্বায়ুধানি মে॥ ৩৩

পরাশর উবাচ।

ততস্তৈঃ শতশো দৈত্যৈঃশস্ত্রৌঘৈরাহতোঽপিসন্
নাবাপ বেদনামল্পামভূচ্চৈব পুনর্নবঃ॥ ৩৪

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

দুর্বুদ্ধে বিনিবর্ত্তস্ব বৈরিপক্ষস্তবাদতঃ।
অভয়ং তে প্রযচ্ছামি মাতিমূঢ়মতির্ভব॥ ৩৫

প্রহ্লাদ উবাচ।

ভয়ং ভয়ানামপহারিণি স্থিতে
মনস্যনন্তে মম কুত্র তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ স্মৃতে জন্মজরান্তকাদি-
ভয়ানি সর্ব্বাণ্যপযান্তি তাত॥ ৩৬

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

ভো ভো সর্পা দুরাচারমেনমত্যন্তদুর্ম্মতিম্।

বলিতেছে? প্রহ্লাদ কহিলেন, কেবল আমার হৃদয় নহে, বিষ্ণু সমস্ত লোক আক্রমণ করিয়া অবস্থিত। পিতঃ! সেই সর্ব্বজ্ঞ, আমাকে এবং আপনি প্রভৃতি সকলকেই সমস্ত চেষ্টায় নিযুক্ত করিতেছেন। হিরণ্যকশিপু কহিল, এই দুষ্টকে দূর কর এবং গুরুগৃহে শাসন করা হউক। দুর্ম্মতিকে কে বিপক্ষের মিথ্যা স্তুতি শিখাইয়াছে? পরাশর কহিলেন, (গুরুর উপকারের জন্য) এরূপ বলিলে, তিনি দৈত্যগণ কর্তৃক পুনর্ব্বার গৃহে নীত এবং গুরুশুশ্রূষণো-দ্যত হইয়া অনিশ বিদ্যাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বহুকাল অতীত হইলে, অসুরেশ্বর, প্রহ্লাদকে আহ্বান করিয়া বলিল, বৎস! কোন গাথা পাঠ কর। প্রহ্লাদ কহিলেন, যাঁহা হইতে প্রধান ও পুরুষ এবং যাঁহা হইতে এই চরাচর সমস্ত জগতের কারণ, সেই বিষ্ণু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। হিরণ্যকশিপু কহিল, এই দুরাত্মাকে বধ কর, এ জীবিত থাকায় ফল নাই, স্বপক্ষের হানি করিতেই কুলাঙ্গার হইয়াছে। ২১—৩১। পরাশর কহিলেন, তদনন্তর শত সহস্র দৈত্য এই আদেশে মহাস্ত্র সকল গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার নাশের নিমিত্ত উদ্যত হইল। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে দৈত্যগণ! বিষ্ণু যেমন আমাতে, সেইরূপ তোমাদের অস্ত্রেও স্থিত রহিয়াছেন, এই সত্যের অধিষ্ঠান হেতু অস্ত্র সকল আমাকে আক্রমণ না করুক। পরাশর কহিলেন, পরে দৈত্যগণ শতশঃ অস্ত্রাঘাত করি-লেও তাঁহার অল্পমাত্র বেদনা বোধ হয় নাই, পুনশ্চ নূতন (সুস্থ সবল) হইলেন। হিরণ্য-কশিপু কহিল, দুর্ব্বুদ্ধে! এই বৈরিপক্ষস্তব হইতে নিবৃত্ত হও, তোমাকে অভয় দিতেছি, অতি মূঢ়মতি হইও না। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে তাত! সমস্ত ভয়াপহারী অনন্ত হৃদয়ে থাকিতে আমার ভয় কোথায়? যাঁহাকে স্মরণ করিলে জন্মজরান্তকাদি সমস্ত ভয় অপগত হয়। ৩২—৩৬। হিরণ্যকশিপু কহিল, ভো ভো

বিষজ্বালাকুলৈর্বক্ত্রৈঃ সদ্যো নয়ত সংক্ষয়ম্ ॥ ৩৭
পরাশর উবাচ।
ইত্যুক্তাস্তেন তে সর্পাঃ কুলকাস্তক্ষকান্ধকাঃ।
অদশন্ত সমস্তেষু গাত্রেষতিবিষোল্বণাঃ ॥ ৩৮
স ত্বাসক্তমতিঃ কৃষ্ণে দশ্যমানো মহোরগৈঃ।
ন বিবেদাত্মনো গাত্রং তৎস্মৃত্যাহ্লাদসংস্থিতঃ ॥
সর্পা ঊচুঃ।
দংষ্ট্রা বিশীর্ণা মণয়ঃ স্ফুটন্তি
ফণেষু তাপো হৃদয়েষু কম্পঃ।
নাস্য ত্বচঃ স্বল্পমপীহ ভিন্নং
প্রশাধি দৈত্যেশ্বর কার্য্যমন্যৎ ॥ ৪০
হিরণ্যকশিপুরুবাচ।
হে দিগ্গজাঃ সঙ্কটদন্তমিশ্রাঃ
ঘ্নতৈনমস্মদ্রিপুপক্ষভিন্নম্।
তজ্জা বিনাশায় ভবন্তি তস্য
যথারণেঃ প্রজ্বলিতা হুতাশাঃ ॥ ৪১

পরাশর উবাচ।
ততঃ স দিগ্গজৈর্বালো ভূভৃচ্ছিখরসন্নিভৈঃ ॥
পাতিতো ধরণীপৃষ্ঠে বিষাণৈরবপীড়িতঃ ॥ ৪২
স্মরতস্তস্য গোবিন্দমিভদন্তাঃ সহস্রশঃ।
শীর্ণা বক্ষঃস্থলং প্রাপ্য স প্রাহ পিতরং ততঃ ॥৪৩
দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ
শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ।
মহাবিপৎপাপবিনাশনোহয়ং
জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ ॥ ৪৪
হিরণ্যকশিপুরুবাচ।
জ্বাল্যতামসুরা বহ্নিরপসর্পত দিগ্গজাঃ।
বায়ো সমেধয়াগ্নিং ত্বং দহ্যতামেষ পাপকৃৎ ॥ ৪৫
পরাশর উবাচ।
মহাকাষ্ঠচয়চ্ছন্নমসুরেন্দ্রসুতং ততঃ।
প্রজ্বাল্য দানবা বহ্নিং দদহুঃ স্বামিনোদিতাঃ ॥৪৬
প্রহ্লাদ উবাচ।
তাতৈষ বহ্নিঃ পবনেরিতোঽপি
ন মাং দহত্যত্র সমন্ততোঽহম্।

সর্প সকল! তোমরা বিষজ্বালাকুল মুখ দ্বারা এই অত্যন্ত দুর্ম্মতি দুরাচারকে সদ্যই দংশন কর। পরাশর কহিলেন, ইহা শুনিয়া কুহক, অন্ধক, তক্ষক প্রভৃতি তীক্ষ্ণবিষ সর্পেরা সমস্ত গাত্রে দংশন করিতে লাগিল। কিন্তু মহোরগগণ কর্ত্তৃক দশ্যমান হইয়াও তিনি কৃষ্ণে এরূপ আসক্তমতি ও তৎস্মৃত্যাহ্লাদে সংস্থিত হইয়াছিলেন যে, আপনার শরীরের বিষয় জানিতে পারেন নাই। সর্প সকল কহিল, হে দৈত্যেশ্বর! আমাদের দংষ্ট্রা বিশীর্ণ ও মণি সকল স্ফুটিত হইতেছে; ফণাসমূহে তাপ এবং হৃদয়ে কম্প হইতেছে; তথাপি ইহার ত্বক্ স্বল্পমাত্রও ভিন্ন হইল না; আমাদিগকে অন্য কার্য্য আদেশ করুন। ৩৭—৪০। হিরণ্যকশিপু কহিল, হে দিগ্গজ সকল! তোমরা সঙ্কটদন্ত মিশ্র (পরস্পরের দন্তে দন্তে মিলিত) হইয়া এই রিপুপক্ষভিন্নকে * হনন কর। অরণিজাত অগ্নি, অরণিকেই দগ্ধ করে, সেইরূপ এ আমা হইতে উৎপন্ন হইয়া আমারই বিনাশের কারণ হইয়াছে। পরাশর কহিলেন, তদনন্তর ঐ বালক ভূভৃৎশিখরের ন্যায় দিগ্গজগণ কর্ত্তৃক ধরণীপৃষ্ঠে পাতিত এবং দন্তসমূহ দ্বারা অবপীড়িত হইতে লাগিল। কিন্তু গোবিন্দকে স্মরণ করায় সহস্র সহস্র দন্তিদন্ত তাঁহার বক্ষঃস্থলে বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি পিতাকে বলিতে লাগিলেন, এই কুলিশাগ্রনিষ্ঠুর গজদন্ত সকল যে বিশীর্ণ হইয়া গেল, ইহা আমার বল নহে, ইহা জনার্দ্দনানুস্মরণের মহাবিপৎপাতবিনাশন প্রভাবমাত্র। হিরণ্যকশিপু কহিল, অসুরগণ! তোমরা বহ্নি প্রজ্বালিত কর, দিগ্গজগণ অপসৃত হও এবং হে বায়ো! তুমি অগ্নিকে সমেধিত (বর্দ্ধিত) কর, এই পাপকারীকে দগ্ধ কর। পরাশর কহিলেন, তদনন্তর দানবেরা প্রভুপ্রেরিত হইয়া অসুরেন্দ্রসুতকে মহাকাষ্ঠরাশিতে আচ্ছন্ন করত অগ্নি জ্বালিয়া দাহ করিতে লাগিল। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে তাত! এই বহ্নি, পবন দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়াও

---

* রিপুপক্ষীয়েরা যাহাকে ভাঙ্গাইয়া লইয়াছে।

পশ্যামি পদ্মাস্তরণাস্তৃতানি
শীতানি সর্ব্বাণি দিশাং মুখানি ॥ ৪৭
পরাশর উবাচ।
অথ দৈত্যেশ্বরং প্রোচুর্ভার্গবস্যাত্মজা দ্বিজাঃ।
পুরোহিতা মহাত্মানঃ সাম্না সংস্তূয় বাগ্মিনঃ ॥ ৪৮
পুরোহিতা ঊচুঃ।
রাজন্ নিয়ম্যতাং কোপো বালেঽত্র তনয়েঽনুজে
কোপো দেবনিকায়েষু যত্র তে সফলো যতঃ ॥ ৪৯
তথা তথৈনং বালং তে শাসিতারো বয়ং নৃপ।
যথা বিপক্ষনাশায় বিনীতস্তে ভবিষ্যতি ॥ ৫০
বালত্বং সর্ব্বদোষাণাং দৈত্যরাজাস্পদং যতঃ।
ততোঽত্র কোপমত্যর্থং যোক্তুমর্হসি নার্ভকে ॥৫১
ন ত্যক্ষ্যতি হরেঃ পক্ষমস্মাকং বচনাদ্ যদি।
ততঃ কৃত্যাং বধায়াস্য করিষ্যামো নিবর্ত্তিনীম্ ॥ ৫২
পরাশর উবাচ।
এবমভ্যর্থিতৈস্তৈস্তু দৈত্যরাজঃ পুরোহিতৈঃ।
দৈত্যৈর্নিষ্কাশয়ামাস পুত্রং পাবকসঞ্চয়াৎ ॥ ৫৩

ততো গুরুগৃহে বালঃ স বসন্ বালদানবান্।
অধ্যাপয়ামাস মুহুরুপদেশান্তরে গুরোঃ ॥ ৫৪
প্রহ্লাদ উবাচ।
শ্রূয়তাং পরমার্থো মে দৈতেয়া দিতিজাত্মজাঃ।
ন চান্যথৈতন্মন্তব্যং নাত্র লোভাদিকারণম্ ॥ ৫৫
জন্ম বাল্যং ততঃ সর্ব্বো জন্তুঃ প্রাপ্নোতি যৌবনম্
অব্যাহতৈব ভবতি ততোঽনুদিবসং জরা ॥ ৫৬
ততশ্চ মৃত্যুমভ্যেতি জন্তুর্দৈত্যেশ্বরাত্মজাঃ।
প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে চৈতদস্মাকং ভবতাং তথা ॥ ৫৭
মৃতস্য চ পুনর্জন্ম ভবত্যেতচ্চ নান্যথা।
আগমোঽয়ং তথা তত্র নোপাদানং বিনোদ্ভবঃ ॥৫৮
গর্ভবাসাদি যাবৎ তু পুনর্জন্মোপপাদনম্।
সমস্তাবস্থকং তাবৎ দুঃখমেবাবগম্যতাম্ ॥ ৫৯
ক্ষুৎতৃষ্ণোপশমং তদ্বৎ শীতাদ্যুপশমং সুখম্।
মন্যতে বালবুদ্ধিত্বাৎ দুঃখমেব হি তৎ পুনঃ ॥ ৬০
অত্যন্তস্তিমিতাঙ্গানাং ব্যায়ামেন সুখৈষিণাম্।
ভ্রান্তিজ্ঞানাবৃতাক্ষাণাং প্রহারোঽপি সুখায়তে ॥৬১

আমাকে দগ্ধ করিতেছে না, আমি চারিদিক্ পদ্মাস্তরণে আস্তৃতের ন্যায় শীতল দেখিতেছি। পরাশর কহিলেন, অনন্তর ভার্গবাত্মজ (ষণ্ডামার্ক প্রভৃতি) বাগ্মী মহাত্মা দ্বিজ পুরোহিতগণ দৈত্যেশ্বরকে সামবাক্যে স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে রাজন্! এই অনুজ বালক তনয়ের প্রতি কোপ সংবরণ কর, তোমার কোপ দেবগণের উপর করা উচিত, কারণ সেখানে ক্রোধ সফল হয়। হে নৃপ! আমরা এই বালককে এইরূপে শাসন করিব যে, তাহাতে তোমার বিপক্ষনাশের নিমিত্ত সে, বিনীত হইবে। হে দৈত্যরাজ! শিশুত্ব সর্ব্বদোষের আস্পদ, অতএব এই বালকের প্রতি অত্যন্ত কোপ করা উচিত হয় না। যদি আমাদের বাক্যে হরির পক্ষ পরিত্যাগ না করে, তবে ইহার বধের নিমিত্ত আমরা নিবর্ত্তিনী (হিংস্রা) কৃত্যা করিব। ৪৭—৫২। পরাশর কহিলেন, পুরোহিতগণ কর্তৃক এইরূপ অভ্যর্থিত হইয়া দৈত্যরাজ দৈত্যদিগের দ্বারা পুত্রকে পাবকসঞ্চয় হইতে বাহির করিল। তদনন্তর বালক গুরুগৃহে বাস করত গুরুর উপদেশান্তরে শিশু দানবদিগকে পুনঃপুনঃ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে দৈতেয় এবং দিতিজাত্মজগণ! পরমার্থ শ্রবণ কর। অন্য কিছু মনে করিও না, আমি লোভাদি বশতঃ বলিতেছি না। সর্ব্ব জন্তু জন্ম, বাল্য ও যৌবন প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর অনুদিবস অব্যাহতরূপে জরাবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকে। হে দৈত্যেশ্বরাত্মজ সকল! জন্তুগণ তৎপরে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, ইহা আমাদের এবং তোমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে। মৃতের পুনর্জ্জন্ম হয়, ইহারও অন্যথা নাই। আগমে আছে যে, উপাদান বিনা উদ্ভব হয় না। পুনর্জ্জন্মোপপাদক গর্ভবাসাদি যাবৎ অবস্থা, তাবৎকেই দুঃখ বলিয়া জানিবে। মূঢ়লোক ক্ষুৎতৃষ্ণা এবং শীতাদির উপশমকে শিশুবুদ্ধিত্ব হেতু সুখ বিবেচনা করে। কিন্তু উহা দুঃখমাত্র। ৫৩—৬০। অত্যন্ত স্তিমিতাঙ্গ (জড়ীভূতদেহ) ব্যক্তিরা যেমন ব্যায়ামে সুখ বোধ করে, সেইরূপ ভ্রান্তিজ্ঞানাবৃতচক্ষু

ক শরীরমশেষাণাং শ্লেষ্মাদীনাং মহাচয়ঃ।
ক কান্তিঃ শোভা সৌরভ্য-কমনীয়াদয়ো গুণাঃ॥৬২
মাংসাসৃক্‌পূয়বিণ্মূত্রস্নায়ুমজ্জাস্থিসংহতৌ।
দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো নরকে ভাবিতাপি সঃ॥
অগ্নেঃ শীতেন তোয়স্য তৃষা ভক্তস্য চ ক্ষুধা।
ক্রিয়তে সুখকর্তৃত্বং তদ্-বিলোমস্য চেতরৈঃ॥৬৪
করোতি হে দৈত্যসুতা যাবন্মাত্রং পরিগ্রহম্।
তাবন্মাত্রং স এবাস্য দুঃখং চেতসি যচ্ছতি॥ ৬৫
যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্।
তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ॥ ৬৬
যদ্‌যদ্‌গৃহে তন্মনসি যত্র তত্রাবতিষ্ঠতঃ।
নাশদাহাপহরণং তত্র তস্যৈব তিষ্ঠতি॥ ৬৭
জন্মন্যত্র মহদ্দুঃখং ম্রিয়মাণস্য চাপি তৎ।
যাতনাসু যমস্যোগ্রং গর্ভসংক্রমণেষু চ॥ ৬৮
গর্ভে চ সুখলেশোঽপি ভবদ্ভিরনুমীয়তে।
যদি তৎ কথ্যতামেবং সর্ব্বং দুঃখময়ং জগৎ॥৬৯
তদেবমতিদুঃখানামাস্পদেঽত্র ভবার্ণবে।
ভবতাং কথ্যতে সত্যং বিষ্ণুরেকঃ পরায়ণম্॥ ৭০
মা জানীত বয়ং বালা দেহী দেহেষু শাশ্বতঃ।
জরাযৌবনজন্মাদ্যা ধর্ম্মা দেহস্য নাত্মনঃ॥ ৭১
বালোঽহং তাবদিচ্ছাতো যতিষ্যে শ্রেয়সে যুবা।
যুবাহং বার্দ্ধকে প্রাপ্তে করিষ্যাম্যাত্মনো হিতম্॥
বৃদ্ধোঽহং মম কর্ম্মাণি সমস্তানি ন গোচরে।
কিং করিষ্যামি মন্দাত্মা সমর্থেন ন যৎকৃতম্॥৭৩
এবং দুরাশয়াক্ষিপ্তমানসঃ পুরুষঃ সদা।
শ্রেয়সোঽভিমুখং যাতি ন কদাচিৎ পিপাসিতঃ॥
বাল্যে ক্রীড়নকাসক্তা যৌবনে বিষয়োন্মুখাঃ।
অজ্ঞা নয়ন্ত্যশক্ত্যা চ বার্দ্ধকং সমুপস্থিতম্॥ ৭৫
তস্মাদ্‌বাল্যে বিবেকাত্মা যতেত শ্রেয়সে সদা।
বাল্যযৌবনবৃদ্ধাদ্যৈর্দেহী ভাবৈরসংযুতঃ॥ ৭৬

কামিলোক সকলের পক্ষে, প্রহারও (প্রণয়-কুপিত কামিনীদিগের নূপুররণৎকারযুক্ত চরণাঘাত) সুখবৎ প্রতীত হয়। কিন্তু ইহা অবিধি; কোথায় অশেষ শ্লেষ্মাদির মহাচয় শরীর; আর কান্তি, শোভা, সৌরভ্য, কমনীয়াদি গুণই বা কোথায়? মাংস, অসৃক্, পূয়, বিণ্মূত্র, স্নায়ু, মজ্জা ও অস্থিনির্ম্মিত দেহে যদি প্রীতিমান্ হয়, তাহা হইলে সে মূঢ় নরকেও প্রীতিমান্ হইবে। শীত, তৃষ্ণা ও ক্ষুধা দ্বারা অগ্নি, জল ও ভক্ত (অন্নের) সুখকর্তৃত্ব এবং ইতর দ্বারা তদ্বিপরীতের সুখ হেতুত্ব হইয়া থাকে। হে দৈত্যসুতগণ! যেরূপ বিষয় গ্রহণ করা যায়, অন্তঃকরণে সেইরূপই দুঃখ হইয়া থাকে। জন্তুগণ যে পরিমাণে মনের প্রিয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ করে, তাহার হৃদয়ে সেই পরিমাণেই শোকশঙ্কু প্রোথিত হয়। লোক বিদেশে থাকিলেও তাহার গৃহস্থিত ধনাদির চিন্তা দূর হয় না। গৃহস্থিত ধনাদির নাশ, দাহ ও অপহরণ হইতে পারে, ঘটনাক্রমে হয়ও; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মনঃস্থিত ধনাদির নাশ হয় না অর্থাৎ সে ব্যক্তি তন্নাশজন্য শোক অনুভব করিতে থাকে। অতএব কোন বস্তুতে অনুরাগ করা উচিত নহে। এই জন্মে মহাদুঃখ, ম্রিয়মাণের যমযাতনায় উগ্র দুঃখ এবং গর্ভসংক্রমণেও দুঃখ আছে। গর্ভে যদি তোমাদের সুখলেশমাত্রও অনুমান হয়, তবে বল, সর্ব্ব জগৎ এইরূপ দুঃখময়। অতএব এরূপ অতি দুঃখাস্পদ ভবার্ণবে একমাত্র বিষ্ণুই তোমাদের পরায়ণ, ইহা সত্যই বলিতেছি। ৬১—৭০। আমরা সকলে বালক, অতএব জান না, দেহের মধ্যে দেহী (আত্মা) শাশ্বত (নিত্য) এবং রূপ যৌবন জন্মাদি ধর্ম্ম দেহের, আত্মার নহে। "আমি বালক, এখন ইচ্ছানুসারে বিচরণ করি, যুবকালে শ্রেয়ঃকার্য্যে যত্ন করিব;" যুবা হইয়া মনে করে, "বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে আত্মার হিতকর্ম্ম করিব;" বৃদ্ধ হইয়া বিবেচনা করে, 'আমি বৃদ্ধ, কর্ম্ম সকল আমার ইন্দ্রিয় আয়ত্ত নহে, সমর্থ থাকিয়া যখন করি নাই, তখন এ মন্দ অবস্থায় আর কি করিব?" দুরাশয়াক্ষিপ্তমানস, পিপাসিত (বিষয়াসক্ত) পুরুষ এইরূপে জীবন অতিবাহিত করে, কদাচিৎ শ্রেয়োভিমুখে যায় না। অজ্ঞলোকেরা ক্রীড়াসক্ত হইয়া বাল্যকাল, বিষয়োন্মুখ হইয়া যৌবন এবং অশক্ত হইয়া বার্দ্ধক্য

তদেতদ্‌ বো ময়াখ্যাতং যদি জানীত নানৃতম্‌।
তদস্মৎপ্রীতয়ে বিষ্ণুঃ স্মর্য্যতাং বন্ধমুক্তিদঃ॥ ৭৭
আয়াসঃ স্মরণে কোঽস্য স্মৃতো যচ্ছতি শোভনম্‌।
পাপক্ষয়শ্চ ভবতি স্মরতাং তমহর্নিশম্‌॥ ৭৮
সর্ব্বভূতস্থিতে তস্মিন্‌ মতির্মৈত্রী দিবানিশম্‌।
ভবতাং জায়তামেবং সর্ব্বক্লেশান্‌ প্রহাস্যথ॥ ৭৯
তাপত্রয়েণাভিহতং যদেতদখিলং জগৎ।
তদা শোচ্যেষু ভূতেষু দ্বেষং প্রাজ্ঞঃ করোতি কঃ॥
অথ ভদ্রাণি ভূতানি হীনশক্তিরহং পরম্‌।
মুদং তথাপি কুর্ব্বীত হানির্দ্বেষফলং যতঃ॥ ৮১
বদ্ধবৈরাণি ভূতানি দ্বেষং কুর্ব্বন্তি চেৎ ততঃ।
শোচ্যান্যহোঽতিমোহেন ব্যাপ্তানীতি মনীষিণা॥৮২
এতে ভিন্নদৃশাং দৈত্যা বিকল্পা কথিতা ময়া।
কৃত্বাভ্যুপগমং তত্র সংক্ষেপঃ শ্রূয়তাং মম॥ ৮৩
বিস্তারঃ সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোর্বিশ্বমিদং জগৎ।
দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ॥ ৮৩
সমুৎসৃজ্যাসুরং ভাবং তস্মাদ্‌ যূয়ং তথা বয়ম্‌।
তথা যত্নং করিষ্যামো যথা প্রাপ্স্যাম নির্বৃতিম্‌॥৮৫
যা নাগ্নিনা নবার্কেণ নেন্দুনা নৈব বায়ুনা।
পর্জ্জন্যবরুণাভ্যাং বা ন সিদ্ধৈর্ন চ রাক্ষসৈঃ॥৮৬
ন যক্ষৈর্ন চ দৈত্যেন্দ্রৈর্নোরগৈর্ন চ কিন্নরৈঃ।
ন মনুষ্যৈর্ন পশুভির্দোষৈর্নৈবাত্মসম্ভবৈঃ॥ ৮৭
জ্বরাক্ষিরোগাতীসার-প্লীহগুল্মাদিকৈস্তথা।
দ্বেষের্ষ্যামৎসরাদ্যৈর্বা রাগলোভাদিভিঃ ক্ষয়ম্‌॥৮৮
নচান্যৈর্নীয়তে কৈশ্চিন্নিত্যা হ্যত্যন্তনির্ম্মলা।
তামাপ্নোতি মলং ত্যক্ত্বা কেশবে হৃদি সংস্থিতে॥

অসারসংসারবিবর্ত্তনেষু
মা যাত তোষং প্রসভং ব্রবীমি।
সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য॥

কালকে পশুবৎ যাপন করে। অতএব বিবেকাত্মা লোক বাল্যাবস্থাতেই শ্রেয়োলাভের যত্ন করিবে। দেহী বাল্যযৌবনবৃদ্ধাদি ভাবে যুক্ত নহে। আমি তোমাদিগকে এই সকল বলিলাম, যদি মিথ্যা না মনে কর, তবে আমার প্রীতির নিমিত্ত বন্ধমুক্তিপ্রদ বিষ্ণুকে স্মরণ কর। ইহাঁর স্মরণে আয়াস কি? স্মরণ করিলেই শুভ ফল প্রদান করেন। যাঁহারা তাঁহাকে অহর্নিশ স্মরণ করেন, তাঁহাদের পাপ-ক্ষয় হয়। সর্ব্বভূতহিত বিষ্ণুতে তোমাদের মতি এবং সুতরাং তদধিষ্ঠান প্রাণিসমূহে মৈত্রী হউক; এইরূপ সকল ক্লেশ ত্যাগ করিবে। যখন এই অখিল জগৎ তাপত্রয়ে অভিহিত অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখযুক্ত, তখন শোচনীয় প্রাণিবর্গের প্রতি কোন্‌ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দ্বেষ করেন? ৭১—৮১। যদি প্রাণিসকল ধন বিদ্যাদিসম্পন্ন এবং আমি হীন হই, তথাপি আনন্দিত থাকা উচিত, কেননা, দ্বেষের ফল হানি। আর প্রাণিগণ বদ্ধবৈর হইয়া যদি দ্বেষ করে, তাহা হইলেও "আহা! ইহারা মোহব্যাপ্ত হইয়াছে" বিবেচনা করিয়া মনীষিগণ উহাদের নিমিত্ত শোক করিয়া থাকেন। হে দৈত্যগণ! ভিন্ন দৃষ্টিতে অর্থাৎ প্রাণিবর্গের মধ্যে পরস্পর ভেদ অঙ্গীকার করিয়া এই বিকল্প বা দ্বেষোপশমপ্রকার বলিলাম, কিন্তু উত্তম লোকদিগের সংক্ষেপ-পরামর্শ আমার নিকট শ্রবণ কর! সর্ব্বভূতময় বিভুর বিস্তার এই বিশ্ব জগৎ, (তিনিই সর্ব্বময়) এজন্য বিচক্ষণগণ অভেদবুদ্ধিতে সকলকেই আত্মবৎ দেখিয়া থাকেন। অতএব তোমরা এবং আমরা অসুর ভাব ত্যাগ করিয়া এরূপ যত্ন করিব, যাহাতে নির্ব্বৃতি (মুক্তি) প্রাপ্ত হইব। অগ্নি, অর্ক, ইন্দু, বায়ু, পর্জ্জন্য, বরুণ, সিদ্ধ, রাক্ষস, যক্ষ, দৈত্যেন্দ্র, উরগ, কিন্নর, মনুষ্য, পশু বা জরা, অক্ষিরোগ, অতিসার, প্লীহা, গুল্মাদি আত্মসম্ভব দোষ কিংবা দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, মৎসর, রাগ লোভাদি অথবা অন্য কাহারও দ্বারা যাহা (মুক্তি) ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, কেশব হৃদয়ে সংস্থিত হইলে মনুষ্য মল (পাপ) ত্যাগ করিয়া সেই অত্যন্ত নির্ম্মল এবং নিত্য মুক্তি প্রাপ্ত হন। হে দৈত্যগণ! অসার সংসারের বিবর্ত্তনে (ঘূর্ণনে অর্থাৎ বারবার দেব মনুষ্য তির্য্যক্‌ প্রভৃতি দেহে জন্মমরণে) সন্তুষ্ট হইও না, সর্ব্বত্র সমদর্শী হও। আমি সাহসপূর্ব্বক

তস্মিন্ প্রসন্নে কিমিহাস্ত্যলভ্যং
ধর্ম্মার্থকামৈরলমল্পকাস্তে।
সমাশ্রিতাদ্ ব্রহ্মতরোরনন্তাৎ
নিঃসংশয়ং প্রাপ্স্যথ বৈ মহৎ ফলম্॥ ৯১

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেহংশে
সপ্তদশোহধ্যায়ঃ।

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।
তস্যৈবং দানবাশ্চেষ্টাং দৃষ্ট্বা দৈত্যপতের্ভয়াৎ।
আচচক্ষুঃ স চোবাচ সূদানাহূয় সত্বরঃ॥ ১
হিরণ্যকশিপুরুবাচ।
হে সূদা মম পুত্রোহসৌ অন্যেষামপি দুর্ম্মতিঃ।
কুমার্গদেশকো দুষ্টো হন্যতামবিলম্বিতম্॥ ২
হলাহলং বিষং তস্য সর্ব্বভক্ষ্যেষু দীয়তাম্।
অবিজ্ঞাতমসৌ পাপো হন্যতাং মা বিচার্য্যতাম্॥৩
পরাশর উবাচ।
তে তথৈব ততশ্চক্রুঃ প্রহ্লাদায় মহাত্মনে।
বিষদানং যথাজ্ঞপ্তং পিত্রা তস্য মহাত্মনঃ॥ ৪
হালাহলং বিষং ঘোরমনন্তোচ্চারণেন সঃ।
অভিমন্ত্র্য সহান্নেন মৈত্রেয় বুভুজে তদা॥ ৫
অবিকারং স তদ্ ভুক্ত্বা প্রহ্লাদঃ স্বস্থমানসঃ।
অনন্তখ্যাতিনির্বীর্য্যং জরয়ামাস তদ্বিষম্॥ ৬
ততস্তদা ভয়ত্রস্তা জীর্ণং দৃষ্ট্বা মহদ্বিষম্।
দৈত্যেশ্বরমুপাগম্য প্রণিপত্যেদমব্রুবন্॥ ৭
সূদা উচুঃ।
দৈত্যরাজ বিষং দত্তমস্মাভিরতিভীষণম্।
জীর্ণং তেন সহান্নেন প্রহ্লাদেন সুতেন তে॥ ৮
হিরণ্যকশিপুরুবাচ।
ত্বর্য্যতাং ত্বর্য্যতাং হে হে সদ্যো দৈত্যপুরোহিতাঃ।
কৃত্যাং তস্য বিনাশায় উৎপাদয়ত মা চিরাৎ॥ ৯
পরাশর উবাচ।
সকাশমাগম্য ততঃ প্রহ্লাদস্য পুরোহিতাঃ।
সামপূর্ব্বমথোচুস্তে প্রহ্লাদং বিনয়ান্বিতম্॥ ১০
পুরোহিতা উচুঃ।
জাতস্ত্রৈলোক্যবিখ্যাতে আয়ুষ্মন্ ব্রহ্মণঃ কুলে।
দৈত্যরাজস্য তনয়ো হিরণ্যকশিপোর্ভবান্॥ ১০

বলিতেছি, সমভাবেই বিষ্ণুর আরাধনা। তিনি প্রসন্ন হইলে জগতে অলভ্য কি? ধর্ম্ম কাম অর্থ ত তুচ্ছ, মোক্ষও প্রার্থনা করিতে হইবে না। অনন্ত ব্রহ্মতরুর আশ্রয় লইলে তোমরা নিঃসংশয়ই মহৎ ফল প্রাপ্ত হইবে। ৮২—৯১।

প্রথমাংশে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৭॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, দানবেরা তাঁহার এইরূপ চেষ্টা দেখিয়া ভয়ে গিয়া দৈত্যপতিকে বলিল। সেই হিরণ্যকশিপুও পাচকদিগকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, ওহে সূদগণ! আমার এই দুর্ম্মতি পুত্র অন্য বালকদিগেরও কুমার্গ-উপদেশক হইয়াছে, দুষ্টকে অবিলম্বে বিনষ্ট কর। তোমরা উহার সমস্ত ভক্ষ্যদ্রব্যে অজানিতরূপে হলাহল বিষ মিশ্রিত করিয়া পাপিষ্ঠকে মারিয়া ফেল, চিন্তা বা ইতস্ততঃ করিও না। পরাশর বলিলেন, তাহারা তাঁহার প্রতাপবান্ পিতার আদেশানুসারে মহাত্মা প্রহ্লাদকে ঐরূপ বিষ দান করিয়াছিল। হে মৈত্রেয়! তিনিও অনন্ত-নামোচ্চারণে ঘোর হলাহল বিষ অভিমন্ত্রিত করিয়া অন্নের সহিত ভক্ষণ করিলেন এবং ভক্ষণপূর্ব্বক অনন্তনামোচ্চারণে নির্ব্বীর্য্য ঐ বিষকে অবিকাররূপে জীর্ণ করিয়া সুস্থমানস থাকিলেন। তখন পাচকেরা মহৎ বিষকে জীর্ণ দর্শনে ভয়ত্রস্ত হইয়া দৈত্যেশ্বরের নিকট গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, সূদগণ কহিল—হে দৈত্যরাজ! আমরা অতি ভীষণ বিষ দিয়াছিলাম, কিন্তু আপনার পুত্র প্রহ্লাদ অন্নের সহিত জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। হিরণ্য-কশিপু কহিল, হে হে দৈত্যপুরোহিত সকল! সদ্য সত্বর হও, সত্বর হও, তাহার বিনাশের নিমিত্ত অচিরে কৃত্যা উৎপাদন কর। ১—৯। পরাশর কহিলেন, তদনন্তর পুরোহিতগণ বিনয়ান্বিত প্রহ্লাদের নিকটে গিয়া বলিয়াছিলেন,

কিং দেবৈঃ কিমনন্তেন কিমন্যেন তবাশ্রয়ঃ ।
পিতা তে সর্ব্বালোকানাং ত্বং তথৈব ভবিষ্যসি ॥
তস্মাৎ পরিত্যজৈনাং ত্বং বিপক্ষস্তবসংহিতাম্ ।
বাচং পিতা সমস্তানাং গুরূণাং পরমো গুরুঃ ॥১৩

প্রহ্লাদ উবাচ ।

এবমেতন্মহাভাগাঃ শ্লাঘ্যমেতন্মহাকুলম্ ।
মরীচেঃসকলেঽপ্যস্মিন্ ত্রৈলোক্যেকোঽন্যথা বদেৎ
পিতা চ মম সর্ব্বস্মিন্ জগত্যুৎকৃষ্টচেষ্টিতঃ ।
এতদপ্যবগচ্ছামি সত্যমত্রাপি নানৃতম্ ॥ ১৫
গুরূণামপি সর্ব্বেষাং পিতা পরমকো গুরুঃ ।
যদুক্তং ভ্রান্তিরত্রাপি স্বল্পাপি হি ন বিদ্যতে ॥ ১৬
পিতা গুরুর্ন সন্দেহঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ।
তত্রাপি নাপরাধ্যামীত্যেবং মনসি মে স্থিতম্ ॥১৭
যদেতৎ কিমনন্তেনেত্যুক্তং যুষ্মাভিরীদৃশম্ ।
কো ব্রবীতি যথাযুক্তং কিন্তু নৈতদ্ বচোঽর্থবৎ ॥

ইত্যুক্ত্বা সোঽভবন্ মৌনী তেষাং গৌরবযন্ত্রিতঃ ।
প্রহস্য চ পুনঃ প্রাহ কিমনন্তেন সাধ্বিতি ॥ ১৯
সাধু ভোঃ কিমনন্তেন সাধু ভো গুরবো মম ।
শ্রূয়তাং যদনন্তেন যদি খেদং ন যাস্যথ ॥ ২০
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থা উদাহৃতাঃ ।
চতুষ্টয়মিদং যস্মাৎ তস্মাৎ কিং কিমিদং বৃথা ॥২১
মরীচিমিশ্রৈর্দক্ষেণ তথৈবান্যৈরনন্ততঃ ।
ধর্ম্মঃ প্রাপ্তস্তথৈবান্যৈরর্থঃ কামস্তথাপরৈঃ ॥ ২২
তং তত্ত্ববেদিনো ভূত্বা জ্ঞানধ্যানসমাধিভিঃ ।
অবাপুর্মুক্তিমপরে পুরুষা ধ্বস্তবন্ধনাঃ ॥ ২৩
সম্পদৈশ্বর্য্যমাহাত্ম্য-জ্ঞানসন্ততিকর্ম্মণাম্ ।
বিমুক্তেশ্চৈকতালভ্যং মূলমারাধনং হরেঃ ॥ ২৪
যতো ধর্ম্মার্থকামাখ্যং মুক্তিশ্চাপি ফলং দ্বিজাঃ ।
তেনাপি হি কিমিত্যেবমনন্তেন কিমুচ্যতে ॥ ২৫
কিঞ্চাত্র বহুনোক্তেন ভবন্তো গুরবো মম ।

হে আয়ুষ্মন্ ! ব্রহ্মার ত্রৈলোক্য বিখ্যাত কুলে, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর তনয় হইয়া তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। দেবগণ, অনন্ত কিংবা অন্য কাহারও দ্বারা কি প্রয়োজন ? তোমার পিতা, তোমার ও সর্ব্বলোকের আশ্রয়, তুমিও সেইরূপ হইবে ; অতএব এই বিপক্ষস্তবসংযুক্ত বাক্য পরিত্যাগ কর। সমস্ত গুরুর মধ্যে পিতা পরম গুরু। প্রহ্লাদ কহিলেন, মহাভাগ সকল ! এইরূপই বটে। মরীচির সকল কুলের মধ্যে এই মহাকুল শ্লাঘ্য। ত্রৈলোক্যে কে অন্যথা বলিতে পারে ? আমার পিতা সমস্ত জগতে উৎকৃষ্ট জনগণ কর্তৃক বেষ্টিত, ইহাও আমি জানি, এ কথা সত্য, মিথ্যা নয়। পিতা সমস্ত গুরুর পরমগুরু, আপনারা যাহা বলিলেন, সে বিষয়ে স্বল্পমাত্রও ভ্রান্তি নাই। পিতা যে গুরু এবং পরমযত্নে পূজনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর তাঁহার নিকট কোনও অপরাধ করিব না, আমারও মনে এইরূপ ধারণা। কিন্তু আপনারা যে বলিলেন, অনন্তে কি হয়, এ কথা কতদূর দোষযুক্ত, কে বলিতে পারে ? বস্তুতঃ এই বাক্য অর্থবৎ (যথার্থ) নহে। ১০—১৮। ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদের গৌরবযন্ত্রিত (তাঁহাদের গৌরবে যন্ত্রিত অর্থাৎ তাঁহাদের মান্য করিয়া) হইয়া মৌনভাব অবলম্বন করিলেন, পরে হাস্য করিয়া কহিলেন, "অনন্তে কি হয়" এ কথাকে ধন্য ! ভো ভো গুরুগণ ! অনন্তে কি হয় বলিতেছেন, ধন্য ! আপনাদিগকে ধন্য ! যদি খেদ প্রাপ্ত না হন, তবে অনন্তে যাহা হয়, শ্রবণ করুন ; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নামক চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ কথিত হয়। যাহা হইতে এই চতুর্ব্বিধ হয়, তাহা হইতে কি হয়, এ কি বৃথা কথা বলিতেছেন ? অনন্ত হইতে দক্ষ মরীচিমুখ্য অন্য ঋষিগণ ধর্ম্ম, অন্যেরা অর্থ এবং অপর ঋষিগণ কাম প্রাপ্ত হন। অপর অনেকে গুরুতর জ্ঞান ধ্যান সমাধি দ্বারা তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া এবং তজ্জন্য নষ্টবন্ধন হইয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। হরির একতালভ্য আরাধনাই সম্পদ্, ঐশ্বর্য্য, মাহাত্ম্য, জ্ঞান, সন্ততি, কর্ম্ম এবং বিমুক্তির মূল। হে দ্বিজগণ ! যাহা হইতে ধর্ম্মার্থকামাখ্য ফল এবং মুক্তি, সেই অনন্ত দ্বারা কি হয়, ইহা কি বলিতেছেন ? এ বিষয়ে অধিক বলিবার ফল

বদন্ত সাধু বা সাধু বিবেকোঽস্মাকমল্পকঃ ॥ ২৬
পুরোহিতা ঊচুঃ।
দহ্যমানস্ত্বমস্মাভিরগ্নিনা বালরক্ষিতঃ।
ভূয়ো ন বক্ষ্যসীত্যেবং নৈব জ্ঞাতোঽস্য বুদ্ধিমান্ ॥
যদাস্মদ্বচনান্মোহগ্রাহং ন তক্ষ্যতে ভবান্।
ততঃ কৃত্যাং বিনাশায় তব স্রক্ষ্যাম দুর্ম্মতে ॥ ২৮
প্রহ্লাদ উবাচ।
কঃ কেন হন্যতে জন্তুর্জন্তুঃ কঃ কেন রক্ষ্যতে।
হন্তি রক্ষতি চৈবাত্মা হ্যসন্ সাধু সমাচরন্ ॥ ২৯
পরাশর উবাচ।
ইত্যুক্তাস্তেন তে ক্রুদ্ধা দৈত্যরাজপুরোহিতাঃ।
কৃত্যামুৎপাদয়ামাসুর্জ্বালামালোজ্জ্বলাকৃতিম্ ॥ ৩০
অতিভীমা সমাগম্য পাদন্যাসক্ষতক্ষিতিঃ।
শূলেন সা সুসংক্রুদ্ধা তং জঘানাশু বক্ষসি ॥ ৩১
তৎ তস্য হৃদয়ং প্রাপ্য শূলং বালস্য দীপ্তিমৎ।
জগাম খণ্ডিতং ভূমৌ তত্রাপি শতধাগতম্ ॥ ৩২
যত্রানপায়ী ভগবান্ হৃদ্যাস্তে হরিরীশ্বরঃ।
ভঙ্গো ভবতি বজ্রস্য তত্র শূলস্য কা কথা ॥ ৩৩
অপাপে তত্র পাপৈশ্চ পাতিতা তত্র যাজকৈঃ।
তানেব সা জঘানাশু কৃত্যা নাশং জগাম চ ॥ ৩৪
কৃত্যয়া দহ্যমানাংস্তান্ বিলোক্য স মহামতিঃ।
ত্রাহি কৃষ্ণেত্যনন্তেতি বদন্নভ্যবপদ্যত ॥ ৩৫
প্রহ্লাদ উবাচ।
সর্ব্বব্যাপিন্ জগদ্রূপ জগৎস্রষ্টর্জনার্দ্দন।
পাহি বিপ্রানিমানস্মাদ্ দুঃসহান্মন্ত্রপাবকাৎ ॥ ৩৬
যথা সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী জগদ্‌গুরুঃ।
বিষ্ণুরেব তথা সর্ব্বে জীবন্ত্বেতে পুরোহিতাঃ ॥ ৩৭
যথা সর্ব্বগতং বিষ্ণুং মন্যমানো ন পাবকম্।
চিন্তয়াম্যরিপক্ষেঽপি জীবন্ত্বেতে পুরোহিতাঃ ॥ ৩৮
যে হন্তুমাগতা দত্তং যৈর্বিষং যৈর্হুতাশনঃ।
যৈর্দিগ্‌গজৈরহং ক্ষুণ্ণো দষ্টঃ সর্পৈশ্চ যৈরপি ॥ ৩৯
তেষ্বহং মিত্রভাবেন সমঃ পাপোঽস্মি ন ক্বচিৎ।
তথা তেনাদ্য সত্যেন জীবন্ত্বসুরযাজকাঃ ॥ ৪০

কি? আপনারা আমার গুরু। সাধু বা অসাধু যাহা ইচ্ছা বলুন, আমার বিবেক অল্প। পুরোহিতগণ কহিলেন, ওহে বালক! পুনর্ব্বার এরূপ বলিও না, ইহা মনে করিয়া আমরা তোমাকে অগ্নিতে দগ্ধ হইতে রক্ষা করিলাম, কিন্তু তুমি অবোধ, তাহা জানিতে পারিতেছ না। দুর্ম্মতে! আমাদের বাক্যে যদি মোহগ্রাহকে ত্যাগ না কর, তাহা হইলে তোমার বিনাশের নিমিত্ত আমরা কৃত্যা সৃজন করিব। প্রহ্লাদ কহিলেন, কে কাহাকে নষ্ট বা রক্ষা করে? অসৎ ও সৎ আচরণ করত আত্মাই আত্মাকে সংহার এবং রক্ষা করিয়া থাকেন। ১৯—২৯। পরাশর কহিলেন, তিনি ইহা বলিলে দৈত্যরাজের পুরোহিতেরা জ্বালামালায় উজ্জ্বলা-কৃতি কৃত্যা উৎপাদন করিলেন। অতিভীষণা ঐ কৃত্যা পাদন্যাসে ক্ষিতি ক্ষত করিতে করিতে সুসংক্রুদ্ধভাবে আসিয়া শূলের দ্বারা প্রহ্লাদকে বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। ঐ দীপ্তিমান্ শূল তাঁহার হৃদয়ে ঠেকিয়া খণ্ড খণ্ড ও ভূমিতলে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। অনপায়ী ঈশ্বর ভগবান্ হরি যে হৃদয়ে বিদ্যমান, তথায় বজ্রও ভগ্ন হইয়া যায়, শূলের কথা কি? পাপিষ্ঠ যাজকেরা ঐ অপাপের প্রতি কৃত্যা পাতিত করায় উহা তাহাদিগকেই সংহার করিয়া স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হইল। তাহাদিগকে কৃত্যা দ্বারা দহ্যমান দেখিয়া মহামতি প্রহ্লাদ "ত্রাহি কৃষ্ণ! ত্রাহি অনন্ত!" বলিতে বলিতে রক্ষণার্থ তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে সর্ব্বব্যাপিন্। জগদ্‌গুরো! জগৎশ্রেষ্ঠ! জনার্দ্দন! এই দুঃসহ মন্ত্র-পাবক হইতে এই বিপ্রগণকে রক্ষা কর। সর্ব্বব্যাপী জগদ্‌গুরু বিষ্ণু সর্ব্বভূতে অবস্থিত, অতএব এই পুরোহিত সকল জীবিত হউন। আমি যেমন বিষ্ণুকে সর্ব্বগত মনে করিয়া পাবকে রক্ষা পাইয়াছি, শত্রুপক্ষেও আমি সেইরূপ চিন্তা করিতেছি, পুরোহিতেরা জীবিত হউন। যাহারা আমাকে বধ করিতে আসিয়াছিল, যাহারা বিষ দিয়াছিল, যাহারা অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, যাহারা হস্তী দ্বারা আঘাত এবং সর্প সকল দ্বারা দংশন করায়, সে সকলেরই প্রতি আমি সমমিত্রভাবাপন্ন, কাহারও অনিষ্টচিন্তা

পরাশর উবাচ।
ইত্যুক্তাস্তেন তে সর্ব্বে সংস্পৃষ্টাশ্চ নিরাময়াঃ।
সমুত্তস্থুর্দ্বিজা ভূয়স্তমূচুঃ প্রশ্রয়ান্বিতম্॥ ৪১
পুরোহিতা ঊচুঃ।
দীর্ঘায়ুরপ্রতিহতবলবীর্য্যসমন্বিতঃ।
পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যযুক্তো বৎস ভবোত্তম॥ ৪২
পরাশর উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা তং ততো গত্বা যথাবৃত্তং পুরোহিতাঃ।
দৈত্যরাজায় সকলমাচচক্ষুর্মহামুনে॥ ৪৩
ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে প্রহ্লাদ-চরিতেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।
হিরণ্যকশিপুঃ শ্রুত্বা তাং কৃত্যাং বিতথীকৃতাম্।
আহূয় পুত্রং পপ্রচ্ছ প্রভাবস্যাস্য কারণম্॥
হিরণ্যকশিপুরুবাচ।
প্রহ্লাদ সুপ্রভাবোঽসি কিমেতৎ তে বিচেষ্টিতম্
এতন্মন্ত্রাদিজনিতমুতাহো সহজং তব॥ ২
পরাশর উবাচ।
এবং পৃষ্টস্তদা পিত্রা প্রহ্লাদোঽসুরবালকঃ।
প্রণিপত্য পিতুঃ পাদাবিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৩
প্রহ্লাদ উবাচ।
ন মন্ত্রাদিকৃতং তাত ন বা নৈসর্গিকং মম।
প্রভাব এষ সামান্যো যস্য যস্যাচ্যুতো হৃদি॥ ৪
অন্যেষাং যো ন পাপানি চিন্তয়ত্যাত্মনো যথা।
তস্য পাপাগমস্তাত হেত্বভাবান্ন বিদ্যতে॥ ৫
কর্ম্মণা মনসা বাচা পরপীড়াং করোতি যঃ।
তদ্বীজজন্ম ফলতি প্রভূতঃ তস্য চাশুভম্॥ ৬
সোঽহং ন পাপমিচ্ছামি ন করোমি বদামি বা।
চিন্তয়ন্ সর্ব্বভূতস্থমাত্মন্যপি চ কেশবম্॥ ৭
শারীরং মানসং দুঃখং দৈবং ভূতভবং তথা।
সর্ব্বত্র শুভচিত্তস্য তস্য মে জায়তে কুতঃ॥ ৮
এবং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী।
কর্ত্তব্যা পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্ব্বভূতময়ং হরিম্॥ ৯

করি নাই। অদ্য সেই সত্যে অসুর-যাজকগণ জীবিত হউন। পরাশর কহিলেন, ইহা বলিয়া তিনি স্পর্শ করায় ব্রাহ্মণ সকল নিরাময় হইয়া উঠিলেন এবং প্রশ্রয়ান্বিত (স্নেহপূর্ণ) ভাবে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি উত্তম, তুমি দীর্ঘায়ুঃ, অপ্রতিহত-বলবীর্য্য-সম্পন্ন এবং পুত্রপৌত্রধন ঐশ্বর্য্যযুক্ত হও। পরাশর কহিলেন, হে মহামুনে! পুরোহিতগণ তাঁহাকে ইহা বলিয়া দৈত্যরাজ সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে যথাবৃত্ত সকল জ্ঞাপন করিলেন। ৩০—৪৩।

প্রথমাংশে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনবিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, হিরণ্যকশিপু সেই কৃত্যা বিফল হইয়াছে শুনিয়া, পুত্রকে আহ্বান করিয়া, এই প্রভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। হিরণ্যকশিপু কহিল,—প্রহ্লাদ! তুমি অতি প্রভাবশালী, তোমার এ কি চেষ্টা! ইহা কি মন্ত্রাদি-জনিত, না—তোমার স্বাভাবিক? পরাশর কহিলেন, পিতা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে অসুর-বালক প্রহ্লাদ পিতার পদদ্বয়ে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, হে তাত! ইহা মন্ত্রাদিকৃত বা আমার নৈসর্গিক নহে, যাহার যাহার হৃদয়ে অচ্যুত বাস করেন, ইহা তাহাদের সামান্য প্রভাব। যে ব্যক্তি আপনার ন্যায় অন্যেরও অনিষ্ট চিন্তা করে না, হে পিতঃ! কারণ-অভাবে তাহার পাপাগম (দুঃখাগম) থাকে না। যে ব্যক্তি কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা পরপীড়া করে, তাহার সেই পরপীড়া-রূপ বীজজাত প্রভূত অশুভ ফল ফলিয়া থাকে। সর্ব্বভূতস্থিত এবং আপনাতেও স্থিত কেশবকে চিন্তা করি, আমি কাহারও অনিষ্ট ইচ্ছা করি না,—কার্য্যে করি না বা কথায় বলি না। আমি যখন সর্ব্বত্র শুভচিত্ত, তখন আমার দৈব বা ভূতোৎপন্ন শারীরিক বা মানসিক দুঃখ কোথা হইতে জন্মিবে? হরিকে এইরূপ সর্ব্বভূতময় জানিয়া সর্ব্বভূতের প্রতিই অব্যভিচারিণী ভক্তি

পরাশর উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা স দৈত্যেন্দ্রঃ প্রাসাদশিখরে স্থিতঃ।
ক্রোধান্ধকারিতমুখঃ প্রাহ দৈতেয়কিঙ্করান্ ॥ ১০
দুরাত্মা ক্ষিপ্যতামস্মাৎ প্রাসাদাৎ শতযোজনাৎ।
গিরিপৃষ্ঠে পতত্বস্মিন্ শিলাভিন্নাঙ্গসংহতিঃ ॥ ১১
ততস্তং চিক্ষিপুঃ সর্ব্বে বালং দৈতেয়দানবাঃ।
পপাত সোঽপ্যধঃক্ষিপ্তো হৃদয়েনোদ্বহন্ হরিম্ ॥১২
পতমানং জগদ্ধাত্রী জগদ্ধাতরি কেশবে।
ভক্তিযুক্তং দধারৈনমুপসংগম্য মেদিনী ॥ ১৩
ততো বিলোক্য তং স্বস্থমবিশীর্ণাস্থিপঞ্জরম্।
হিরণ্যকশিপুঃ প্রাহ শম্বরং মায়িনাং বরম্ ॥ ১৪

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

নাস্মাভিঃ শক্যতে হন্তুমসৌ দুর্বুদ্ধিবালকঃ।
মায়াং বেত্তি ভবাংস্তস্মান্মায়য়ৈনং নিষূদয় ॥ ১৫

শম্বর উবাচ।

সূদয়াম্যেষ দৈত্যেন্দ্র পশ্য মায়াবলং মম।
সহস্রমাত্রং মায়ানাং যস্য কোটিশতং তথা ॥ ১৬

পরাশর উবাচ।

ততঃ স সসৃজে মায়াং প্রহ্লাদে শম্বরোঽসুরঃ।
বিনাশমিচ্ছন্ দুর্বুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র সমদর্শিনি ॥ ১৭
সমাহিতমতির্ভূত্বা শম্বরোঽপি বিমৎসরঃ।
মৈত্রেয় সোঽপি প্রহ্লাদঃ সস্মার মধুসূদনম্ ॥১৮
ততো ভগবতা তস্য রক্ষার্থং চক্রমুত্তমম্।
আজগাম সমাজ্ঞপ্তং জ্বালামালিসুদর্শনম্ ॥ ১৯
তেন মায়াসহস্রং তৎ শম্বরস্যাশুগামিনা।
বালস্য রক্ষতা দেহমেকৈকশ্যেন সূদিতম্ ॥ ২০
সংশোষকং তথা বায়ুং দৈত্যেন্দ্রস্ত্বিদমব্রবীৎ।
শীঘ্রমেষ মমাদেশাদ্ দুরাত্মা নীয়তাং ক্ষয়ম্ ॥ ২১
তথেত্যুক্ত্বা তু সোঽপ্যেনং বিবেশ পবনো লঘু।
শীতোঽতিরুক্ষঃ শোষায় তদ্দেহস্যাতিদুঃসহঃ ॥ ২২
তেনাবিষ্টমথাত্মানং স বুদ্ধ্বা দৈত্যবালকঃ।
হৃদয়েন মহাত্মানং দধার ধরণীধরম্ ॥ ২৩
হৃদয়স্থস্ততস্তস্য তং বায়ুমতিভীষণম্।
পপৌ জনার্দ্দনঃ ক্রুদ্ধঃ স যযৌ পবনঃ ক্ষয়ম্ ॥২৪
ক্ষীণাসু সর্ব্বমায়াসু পবনে চ ক্ষয়ং গতে।

করা পণ্ডিতদিগের কর্তব্য। ১—৯। পরাশর কহিলেন, প্রাসাদশিখরস্থিত সেই দৈত্য ইহা শুনিয়া ক্রোধে অন্ধকারিত-(দুস্প্রেক্ষ্য)-মুখ হইয়া দৈত্যকিঙ্করদিগকে কহিতে লাগিল, দুরাত্মাকে এই শত যোজন প্রাসাদ হইতে নিক্ষেপ কর, গিরি-পৃষ্ঠে পতিত হউক এবং অঙ্গসন্ধি সকল শিলায় ভগ্ন হইয়া যাউক। তদনন্তর সমস্ত দৈত্যদানব বল-পূর্ব্বক তাঁহাকে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তিনিও নিক্ষিপ্ত হইয়া হরিকে হৃদয়ে বহন করত (চিন্তা করিতে করিতে) অধঃপতিত হইতে লাগিলেন। জগদ্ধাতা কেশবের প্রতি ভক্তিযুক্ত পতমান প্রহ্লাদকে জগদ্ধাত্রী পৃথিবী নিকটে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অবিশীর্ণ-অস্থিপঞ্জর ও স্বস্থ দেখিয়া হিরণ্যকশিপু মায়াবিশ্রেষ্ঠ শম্বরকে কহিল, আমরা এই দুর্ব্বুদ্ধি বালককে বধ করিতে পারিতেছি না, তুমি মায়া জান, ইহাকে মায়া দ্বারা বিনষ্ট কর। শম্বর কহিল, হে দৈত্যেন্দ্র! ইহাকে বিনষ্ট করিতেছি, আমার মায়াবল দেখ, সহস্র কোটিশত মায়া আমার জানা আছে। পরাশর কহিলেন, তদনন্তর দুর্ব্বুদ্ধি শম্বরাসুর, বিনাশ ইচ্ছা করিয়া সর্ব্বত্র সমদর্শী প্রহ্লাদের প্রতি মায়া সৃষ্টি করিল। হে মৈত্রেয়! শম্বরের প্রতিও বিমৎসর সেই প্রহ্লাদ সমাহিতমতি হইয়া মধুসূদনকে স্মরণ করিলেন। তখন দীপ্তিমান্ উত্তম সুদর্শনচক্র ভগবানের আদেশে তাঁহার রক্ষার্থ আসিয়া উপস্থিত হইল। বালকের দেহ-রক্ষক সেই দ্রুত-গামী চক্র দ্বারা শম্বরের সহস্রমায়া একে একে নষ্ট হইয়া গেল। ১০—২০। দৈত্যেন্দ্র সংশোষক বায়ুকে বলিল, আমার আজ্ঞায় শীঘ্র এই দুরাত্মাকে ক্ষয় কর। সেই লঘু শীতল অতিরুক্ষ ও তদ্দেহের পক্ষে অতিদুঃসহ পবনও "যথাজ্ঞা" এই কথা বলিয়া দেহশোষণের নিমিত্ত প্রহ্লাদের শরীরে প্রবেশ করিল। আপনাকে ঐ সংশোষক পবনে ব্যাপ্ত জানিতে পারিয়া দৈত্যবালক হৃদয়ে মহাত্মা ধরণীধরকে চিন্তা করিলেন। তাঁহার হৃদয়স্থ জনার্দ্দন ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অতিভীষণ বায়ুকে পান করিয়া ফেলি-

জগাম সোঽপি ভবনং গুরোরেব মহামতিঃ ॥ ২৫
অহন্যহন্যথাচার্য্যো নীতিং রাজ্যফলপ্রদাম্।
গ্রাহয়ামাস তং বালং রাজ্ঞামুশনসা কৃতাম্॥ ২৬
গৃহীতনীতিশাস্ত্রং তং বিনীতঞ্চ যদা গুরুঃ।
মেনে তদৈনং তৎপিত্রে কথয়ামাস শিক্ষিতম্ ॥২৭

আচার্য্য উবাচ।

গৃহীতনীতিশাস্ত্রস্তে পুত্রো দৈত্যপতে কৃতঃ।
প্রহ্লাদস্তত্ত্বতো বেত্তি ভার্গবেণ যদীরিতম্ ॥ ২৮

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

মিত্রেষু বর্ত্তেত কথমরিবর্গেষু ভূপতিঃ।
প্রহ্লাদ ত্রিষু কালেষু মধ্যস্থেষু কথং চরেৎ ॥ ২৯
কথং মন্ত্রিষমাত্যেষু বাহ্যেষ্বভ্যন্তরেষু চ।
চারেষু চৌরবর্গেষু শঙ্কিতেষ্বিতরেষু চ ॥ ৩০
কৃত্যাকৃত্যবিধানেষু দুর্গাটবিকসাধনে।
প্রহ্লাদ কথ্যতাং সম্যক্ তথা কণ্টকশোধনে ॥ ৩১
এতচ্চান্যচ্চ সকলমধীতং ভবতা যথা।
তথা মে কথ্যতাং জ্ঞাতুং তবেচ্ছামি মনোগতম্ ॥

পরাশর উবাচ।

প্রণিপত্য পিতুঃ পাদৌ তদা প্রশ্রয়ভূষণঃ।
প্রহ্লাদঃ প্রাহ দৈত্যেন্দ্রং কৃতাঞ্জলিপুটস্তথা ॥৩৩

প্রহ্লাদ উবাচ।

মমোপদিষ্টং সকলং গুরুণা নাত্র সংশয়ঃ।
গৃহীতঞ্চ ময়া কিন্তু ন সদেতন্মতং মম ॥ ৩৪
সাম চোপপ্রদানঞ্চ ভেদদণ্ডৌ তথাপরৌ।
উপায়াঃ কথিতাঃ সর্ব্বে মিত্রাদীনাঞ্চ সাধনে ॥ ৩৫
তানেবাহং ন পশ্যামি মিত্রাদীংস্তাত মা ক্রুধঃ।
সাধ্যাভাবে মহাবাহো সাধনৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥
সর্ব্বভূতাত্মকে তাত জগন্নাথে জগন্ময়ে।
পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্রকথা কুতঃ ॥৩৭
ত্বয্যস্তি ভগবান্ বিষ্ণুর্ময়ি চান্যত্র চাস্তি সঃ।
যতস্ততোঽয়ং মিত্রং মে শত্রুশ্চেতি পৃথক্ কুতঃ ॥
তদেভিরলমত্যর্থং দুষ্টারম্ভোক্তিবিস্তরৈঃ।

লেন; সে পবনও ক্ষয়প্রাপ্ত হইল, মায়া সকল ক্ষীণ ও পবন ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, ঐ মহামতি গুরু-গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর আচার্য্য তাঁহাকে দিন দিন রাজাদিগের রাজ্য-ফলপ্রদায়িনী শুক্রাচার্য্য-প্রণীত নীতি শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। গুরু যখন তাঁহাকে নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং বিনীত বিবেচনা করিলেন, তখন তাঁহার পিতাকে "ইনি শিক্ষিত হইয়াছেন" বলিয়াছিলেন। আচার্য্য কহিলেন, হে দৈত্যপতে! তোমার পুত্রকে নীতিশাস্ত্র শিক্ষা করান হইয়াছে। ভার্গব (শুক্র) যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রহ্লাদ যথারূপে শিখিয়াছেন। হিরণ্যকশিপু কহিল, হে প্রহ্লাদ! মিত্র, শত্রু ও মধ্যস্থের প্রতি তিনকালে (ক্ষয়, বৃদ্ধি ও তৎসাম্যসময়ে) ভূপতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন? মন্ত্রী (বুদ্ধি-সহায়), অমাত্য বাহ্য, অভ্যন্তরের লোক, চার, চৌরবর্গ, শঙ্কিত (জয় করিয়া যাহাদিগকে দাসত্ব স্বীকার করান হইয়াছে), ইতর, কৃত্যাকৃত্য বিধান, দুর্গ, আটবিক (মহারণ্যবাসী) দিগের সাধন অর্থাৎ বশীকরণ এবং কণ্টকশোধন অর্থাৎ চৌর বা গূঢ়শত্রুদের প্রতিকার ইত্যাদি বিষয়েই বা কিরূপ আচরণ করা উচিত? এই সকল এবং অন্যান্য তুমি যেরূপ শিক্ষা করিয়াছ, তাহা আমাকে বল, আমি তোমার মনোগত ভাব জানিতে ইচ্ছা করি। ২১—৩২। পরাশর কহিলেন, বিনয়ভূষণ প্রহ্লাদ পিতার পদযুগলে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দৈত্যেন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন,—গুরু আমাকে এ সকল বিষয়েই উপদেশ দিয়াছেন এবং আমিও গ্রহণ করিয়াছি, সংশয় নাই; কিন্তু আমার বিবেচনায় এই সকল নীতি ভাল নহে। মিত্রাদির সাধন বা বশীকরণ বিষয়ে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড, সমস্ত উপায়ই কথিত হইয়াছে। কিন্তু পিতঃ! ক্রোধ করিবেন না, আমি সেই মিত্রদিগকে দেখিতেছি না; হে মহাবাহো! সাধ্যের অভাবে সাধনের প্রয়োজন কি? হে তাত! সর্ব্বভূতাত্মক জগন্নাথ জগন্ময় পরমাত্মা গোবিন্দে মিত্র অমিত্রের কথা কোথা হইতে হইবে? ভগবান্ বিষ্ণু আপনাতে, আমাতে এবং অন্যত্র বিদ্যমান। যেখানে সেখানেই ইনি আমার

অবিদ্যান্তর্গতৈর্যত্নঃ কর্ত্তব্যস্তাত শোভনে॥ ৩৯
বিদ্যাবুদ্ধিরবিদ্যায়ামজ্ঞানাৎ তাত জায়তে।
বালোঽগ্নিং কিং ন খদ্যোতমসুরেশ্বর মন্যতে॥
তৎকর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।
অয়াসায়াপরং কর্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্পিনৈপুণম্॥ ৪১
তদেতদবগম্যাহমসারং সারমুত্তমম্।
নিশাময় মহাভাগ প্রণিপত্য ব্রবীমি তে॥ ৪২
ন চিন্তয়তি কো রাজ্যং কো ধনং নাভিবাঞ্ছতি।
তথাপি ভাব্যমেবৈতদুভয়ং প্রাপ্যতে নরৈঃ॥ ৪৩
সর্ব্ব এব মহাভাগ মহত্ত্বং প্রতি সোদ্যমাঃ।
তথাপি পুংসাং ভাগ্যানি নোদ্যমা ভূতিহেতবঃ॥ ৪৪
জড়ানামবিবেকানামশূরাণামপি প্রভো।
ভাগ্যভোজ্যানি রাজ্যানি সন্ত্যনীতিমতামপি॥ ৪৫
তস্মাদ্যতেত পুণ্যেষু য ইচ্ছেন্মহতীং শ্রিয়ম্।
যতিতব্যং সমত্বে চ নির্ব্বাণমপি চেচ্ছতা॥ ৪৬
দেবা মনুষ্যাঃ পশবঃ পক্ষিবৃক্ষসরীসৃপাঃ।
রূপমেতদনন্তস্য বিষ্ণোর্ভিন্নমিব স্থিতম্॥ ৪৭
এতদ্বিজানতা সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
দ্রষ্টব্যমাত্মবদ্বিষ্ণুর্যতোঽয়ং বিশ্বরূপধৃক্॥ ৪৮
এবং জ্ঞাতে স ভগবাননাদিঃ পরমেশ্বরঃ।
প্রসীদত্যচ্যুতস্তস্মিন্ প্রসন্নে ক্লেশসংক্ষয়ঃ॥ ৪৯

পরাশর উবাচ।

এতৎ শ্রুত্বা তু কোপেন সমুত্থায় বরাসনাৎ।
হিরণ্যকশিপুঃ পুত্রং পদা বক্ষস্যতাড়য়ৎ॥ ৫০
উবাচ চ স কোপেন সামর্ষঃ প্রজ্বলন্নিব।
নিষ্পিষ্য পাণিনা পাণিং হন্তুকামো জগদ্যথা॥ ৫১

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

হে বিপ্রচিত্তে হে রাহো হে বলৈষ মহার্ণবে।
নাগপাশৈর্দৃঢৈর্বদ্ধা ক্ষিপ্যতাং মা বিলম্ব্যতাম্॥ ৫২
অন্যথা সকলো লোকস্তথা দৈতেয়দানবাঃ।
অনুযাস্যন্তি মূঢ়স্য মতমস্য দুরাত্মনঃ॥ ৫৩
বহুশো বারিতোঽস্মাভিরয়ং পাপস্তথাপরৈঃ।
স্তুতিং করোতি দুষ্টানাং বধ এবোপকারকঃ॥ ৫৪

মিত্র, পৃথক্ শত্রু আবার কোথায়? অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের অন্তর্গত দুষ্ট উদ্যমের এই বিস্তর উক্তির ফল কি? হে তাত! শোভন (নিষ্কাম আত্মবিদ্যার) যত্ন করা কর্ত্তব্য। অজ্ঞানতা বশতঃ অবিদ্যাতে বিদ্যাবুদ্ধি জন্মে, হে তাত! অসুরেশ্বর! বালক কি খদ্যোতকে অগ্নি মনে করে না? ৩৩—৪০। যাহা বন্ধনের নিমিত্ত নহে, সেই কর্ম্মই কর্ম্ম; যাহা বিমুক্তির হেতু, সেই বিদ্যাই বিদ্যা; অপর কর্ম্ম আয়াস এবং অন্য বিদ্যা শিল্পনৈপুণ্যমাত্র। হে মহাভাগ! আমি ইহা অসার জানিয়া, উত্তম সার বিষয় প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কে রাজ্যচিন্তা না করে, কে ধনের বাঞ্ছা না করে? তথাপি যাহা ভবিতব্য, মনুষ্য সেই পরিমাণেই এই উভয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপ সকলেই মহত্ত্ব লাভের উদ্যম করে, কিন্তু পুরুষের ভাগ্যই উন্নতির কারণ, উদ্যম নহে। প্রভো! জড় (নিশ্চেষ্ট) অবিবেক অনীতিমান্ অসুরদিগেরও ভাগ্যে রাজ্যভোগ ঘটে। এজন্য যে ব্যক্তি মহতী লক্ষ্মী বা নির্ব্বাণ ইচ্ছা করে, তাহার পুণ্যকর্ম্ম এবং সমতার জন্য যত্ন করা উচিত। ভিন্নের ন্যায় স্থিত হইলেও "দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ ও সরীসৃপ সকলেই অনন্ত বিষ্ণুর রূপ" ইহা অবগত হইয়া সমস্ত স্থাবরজঙ্গম জগৎকে আত্মতুল্য দেখা উচিত। যেহেতু এই বিষ্ণুই বিশ্বরূপধারী। এইরূপ জানিলে সেই ভগবান্ অনাদি অচ্যুত পরমেশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন হন, তিনি প্রসন্ন হইলে ক্লেশসংক্ষয় হয়। পরাশর কহিলেন, হিরণ্যকশিপু ইহা শুনিয়া ক্রোধে সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া পুত্রের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিল এবং কোপে অসহিষ্ণু ও প্রজ্বলিতের ন্যায় হইয়া জগৎ সংহার করিবার ইচ্ছাতেই যেন হস্ত দ্বারা হস্তনিষ্পেষণপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, হে বিপ্রচিত্তে! হে রাহো! হে বল! তোমরা ইহাকে দৃঢ়রূপে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া মহাসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত কর, বিলম্ব করিও না। নতুবা সমস্ত লোক এবং দৈতেয় দানবেরা এই দুরাত্মার মত অবলম্বন করিবে। আমরা এবং অপরে বহুবার নিবারণ করিলেও এই পাপিষ্ঠ বিষ্ণুর স্তুতি

পরাশর উবাচ ।

ততস্তে সত্বরা দৈত্যা বদ্ধা তং নাগবন্ধনৈঃ ।
ভর্ত্তুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য চিক্ষিপুঃ সলিলালয়ে ॥ ৫৫
ততশ্চচাল চলতা প্রহ্লাদেন মহার্ণবঃ ।
উদ্বেলোঽভূৎ পরং ক্ষোভমুপেত্য চ সমন্ততঃ ॥৫৬
ভূর্লোকমখিলং দৃষ্ট্বা প্লাব্যমানং মহাম্ভসা ।
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যানিদমাহ মহামতে ॥ ৫৭

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

দৈতেয়াঃ সকলৈঃ শৈলৈরত্রৈব বরুণালয়ে ।
নিশ্ছিদ্রৈঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈশ্চীয়তামেষ দুর্ম্মতিঃ ॥৫৮
নাগ্নির্দহতি নৈবায়ং শস্ত্রৈশ্ছিন্নো ন চোরগৈঃ ।
ক্ষয়ং নীতো ন বাতেন ন বিষেণ ন কৃত্যয়া ॥ ৫৯
ন মায়াভির্ন চৈবোচ্চাৎ পাতিতো ন চ দিগ্‌গজৈঃ
বালোঽতিদুষ্টচিত্তোঽয়ংনানেনার্থোঽস্তি জীবতা ॥
তদেষ তোয়ধাবত্র সমাক্রান্তো মহীধরৈঃ ।
তিষ্ঠত্বব্দসহস্রান্তং প্রাণান্ হাস্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ৬১

ততো দৈত্যা দানবাশ্চ পর্ব্বতৈস্তং মহোদধৌ ।
আক্রম্য চয়নং চক্রুর্যোজনানি সহস্রশঃ ॥ ৬২
সচিত্তঃ পর্ব্বতৈরন্তঃ সমুদ্রস্য মহামতিঃ ।
তুষ্টাবাহ্নিকবেলায়ামেকাগ্রমতিরচ্যুতম্ ॥ ৬৩

প্রহ্লাদ উবাচ ।

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে পুরুষোত্তম ।
নমস্তে সর্ব্বলোকাত্মন্ নমস্তে তিগ্মচক্রিণে ॥ ৬৪
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥ ৬৫
ব্রহ্মত্বে সৃজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পুনঃ ।
রুদ্ররূপায় কল্পান্তে নমস্তুভ্যং ত্রিমূর্ত্তয়ে ॥ ৬৬
দেবা যক্ষাসুরাঃ সিদ্ধা নাগা গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ ।
পিশাচা রাক্ষসাশ্চৈব মনুষ্যাঃ পশবস্তথা ॥ ৬৭
পক্ষিণঃ স্থাবরাশ্চৈব পিপীলিকা সরীসৃপাঃ ।
ভূমিরাপো নভো বায়ুঃ শব্দস্পর্শস্তথা রসঃ ॥ ৬৮
রূপং গন্ধো মনোবুদ্ধিরাত্মা কালস্তথা গুণাঃ ।
এতেষাং পরমার্থশ্চ সর্ব্বমেতং ত্বমচ্যুত ॥ ৬৯
বিদ্যাবিদ্যে ভবান্ সত্যমসত্যং ত্বং বিষামৃতে ।

করিতেছে ; দুষ্টদিগের বধই উপকারক । পরাশর কহিলেন, তদনন্তর সেই দৈত্যেরা প্রভুর আজ্ঞা পালনপূর্ব্বক তাঁহাকে সত্বর নাগবন্ধনে বদ্ধ করিয়া সলিলালয়ে (সমুদ্রে) নিক্ষিপ্ত করিল । তদনন্তর প্রহ্লাদ বিচলিত হইলে মহাসমুদ্র চঞ্চল এবং ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া, চতুর্দ্দিকে উদ্বেল হইয়া উঠিল । হে মহামতে ! অখিল ভূর্লোক জলপুঞ্জে প্লাবিত দেখিয়া হিরণ্যকশিপু দৈত্যদিগকে ইহা কহিতে লাগিল, হে দৈতেয়গণ । তোমরা সকলে এই বরুণালয়ে (সমুদ্রে) নিশ্ছিদ্র পর্ব্বতসমূহ নিক্ষিপ্ত করিয়া এই দুর্ম্মতিকে সম্পূর্ণরূপে আক্রমণ কর অর্থাৎ আচ্ছাদিত করিয়া ফেল । ইহাকে অগ্নি দগ্ধ করিতে পারিতেছে না, শস্ত্রসমূহ দ্বারা এ ছিন্ন হইতেছে না এবং সর্পদংশন, সংশোষক বায়ু, বিষ, কৃত্যা, মায়া দিগ্‌গজসমূহ দ্বারা কিংবা উচ্চ হইতে পতিত হইয়াও এ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল না, এই বালক অতি দুষ্টচিত্ত ; ইহার জীবিত থাকায় ফল নাই । অতএব পর্ব্বত সকল দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সহস্র বৎসর এই সমুদ্র মধ্যে স্থাপিত থাকুক, তাহা হইলে দুর্ম্মতি প্রাণত্যাগ করিবে । পরে দৈত্যদানবেরা তাঁহাকে আক্রমণপূর্ব্বক সহস্র-যোজন-পথ সমুদ্র পর্ব্বতে আচ্ছন্ন করিয়াছিল । ৪১—৬২ । সেই মহামতি সমুদ্রমধ্যে পর্ব্বতাচ্ছাদিত থাকিয়া আহ্নিক বেলায় (অহরহঃ কর্ত্তব্য ভোজনাদি সময়ে) একাগ্রচিত্তে অচ্যুতের স্তব করিতে লাগিলেন । প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! তোমাকে নমস্কার ; হে পুরুষোত্তম ! তোমাকে নমস্কার ; হে সর্ব্বলোকাত্মন্ ! তোমাকে নমস্কার ; হে তীক্ষ্ণচক্রিন্ ! তোমাকে নমস্কার । গোব্রাহ্মণের হিতকারী ব্রহ্মণ্যদেবকে নমস্কার ; জগতের হিতস্বরূপ কৃষ্ণকে নমস্কার ; গোবিন্দকে নমস্কার । বিশ্বের সৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মা, পালন বিষয়ে বিষ্ণু এবং কল্পান্তবিষয়ে রুদ্র ; এই ত্রিমূর্ত্তিমান্ তোমাকে নমস্কার । দেব, যক্ষ, অসুর, সিদ্ধ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পিপাচ, রাক্ষস, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর, পিপীলিকা, সরীসৃপ, ভূমি,, জল, আকাশ, বায়ু, শব্দ, স্পর্শ, রস, রূপ, গন্ধ, মন, বুদ্ধি, আত্মা, (অহঙ্কার) কাল এবং গুণ, হে অচ্যুত ! তুমিই এ সকলের পরমা

প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ কর্ম্ম বেদোদিতং ভবান্ ॥ ৭০
সমস্তকর্ম্মভোক্তা চ কর্ম্মোপকরণানি চ।
ত্বমেব বিষ্ণো সর্ব্বাণি সর্ব্বকর্ম্মফলঞ্চ যৎ ॥ ৭১
ময্যন্যত্র তথাশেষভূতেষু ভুবনেষু চ।
তবৈব ব্যাপ্তিরৈশ্বর্য্য-গুণসংসূচিকা প্রভো ॥ ৭২
ত্বাং যোগিনশ্চিন্তয়ন্তি ত্বাং যজন্তি চ যজ্বিনঃ।
হব্যকব্যভুগেকস্ত্বং পিতৃদেবস্বরূপধৃক্ ॥ ৭৩
রূপং মহৎ তে স্থিতমত্র বিশ্বং
ততশ্চ সূক্ষ্মং জগদেতদীশ।
রূপাণি সর্ব্বাণি চ ভূতভেদা-
স্তেষন্তরাত্মাখ্যমতীব সূক্ষ্মম্ ॥ ৭৪
তস্মাচ্চ সূক্ষ্মাদিবিশেষণানা-
মগোচরে যৎ পরমাত্মরূপম্।
কিমপ্যচিন্ত্যং তব রূপমস্তি
তস্মৈ নমস্তে পুরুষোত্তমায় ॥ ৭৫
সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বাত্মন্ যা শক্তিরপরা তব।
গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাশ্বতায়ৈ সুরেশ্বর ॥ ৭৬
যাতীতগোচরা বাচাং মনসাঞ্চাবিশেষণা।
জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্যা তাং বন্দে চেশ্বরীং পরাম্ ॥
ওঁ নমো বাসুদেবায় তস্মৈ ভগবতে সদা।
ব্যতিরিক্তং ন যস্যাস্তি ব্যতিরিক্তোঽখিলস্য যঃ ॥৭৮
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ মহাত্মনে।
নামরূপং ন যস্যৈকো যোঽস্তিত্বেনোপলভ্যতে ॥৭৯
যস্যাবতাররূপাণি সমর্চ্চন্তি দিবৌকসঃ।
অপশ্যন্তঃ পরং রূপং নমস্তস্মৈ মহাত্মনে ॥ ৮০
যোঽন্তস্তিষ্ঠন্নশেষস্য পশ্যতীশঃ শুভাশুভম্।
তং সর্ব্বসাক্ষিণং বিষ্ণুং নমস্তে পরমেশ্বরম্ ॥ ৮১
নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ যস্যাভিন্নমিদং জগৎ।
ধ্যেয়ঃ স জগতামাদ্যঃ প্রসীদতু মমাব্যয়ঃ ॥ ৮২
যত্রোতমেতৎ প্রোতঞ্চ বিশ্বমক্ষরমব্যয়ম্।
আধারভূতঃ সর্ব্বস্য স প্রসীদতু মে হরিঃ ॥ ৮৩
নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ নমস্তস্মৈ পুনঃ পুনঃ।
যত্র সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বং সর্ব্বসংশ্রয়ঃ ॥৮৪

অর্থাৎ তত্ত্বকারণ। তুমি বিদ্যা ও অবিদ্যা, তুমি সত্য ও অসত্য, বিষ ও অমৃত, তুমি বেদোক্ত প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত কর্ম্ম। বিষ্ণো! তুমিই সমস্ত কর্ম্মের ভোক্তা, কর্ম্মের উপকরণ, সর্ব্ব কর্ম্মের যাহা ফল, তাহাও তুমি। হে প্রভো! আমাতে অশেষ ভূতে এবং ভুবনে তোমারই ঐশ্বর্য্যগুণ-সূচক ব্যাপ্তি রহিয়াছে। ৬৩—৭২। যোগিগণ তোমাকে চিন্তা করেন, যাজকগণ তোমাকেই পূজা করেন এবং তুমিই দেব ও পিতৃরূপ ধারণে হব্য ও কব্য ভোগ করিয়া থাক। হে ঈশ! তোমার মহৎরূপ বিশ্ব (ব্রহ্মাণ্ড), অত্রস্থিত এই জগৎ তদপেক্ষা সূক্ষ্মরূপ, তদপেক্ষা সূক্ষ্মরূপ ভূতভেদ অর্থাৎ জরায়ুজাদি, তাহাদের মধ্যে তোমার অতীব সূক্ষ্মরূপ অন্তরাত্মা এবং তদ-পেক্ষাও পর, সূক্ষ্মাদি বিশেষণের অগোচর যে কোনও অচিন্ত্য পরমাত্মরূপ আছে, সেই পুরু-ষোত্তম তোমাকে নমস্কার। হে উৎপত্তিস্থান! সর্ব্বাত্মন্! সুরেশ্বর! সর্ব্বভূতের মধ্যে তোমার যে গুণাশ্রয়ভূতা অপরা অর্থাৎ জড়শক্তি আছে, সেই শাশ্বতী প্রকৃতিকে নমস্কার। যাহা বাক্য-মনের অগোচর, অবিশেষণ অর্থাৎ জাতি-গুণাদি-বিশেষণশূন্য এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞান-পরিচ্ছেদ্য, সেই ঈশ্বরী, পরা অর্থাৎ চিৎশক্তিকে বন্দনা করি। যাঁহার ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই এবং যিনি অখিল জগতের ব্যতিরিক্ত সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা, সেই ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার। যাঁহার নাম রূপ নাই, যিনি অস্তিত্ব মাত্র দ্বারা উপলব্ধ হন, সেই মহাত্মাকে নমস্কার। দেবতারাও যাঁহার পরমরূপ দেখিতে না পাইয়া অবতাররূপের অর্চ্চনা করেন, সেই মহাত্মাকে নমস্কার। ৭৩—৮০। যে ঈশ অশেষ জগতের অন্তঃকরণে থাকিয়া শুভাশুভ অবলোকন করিতেছেন, সেই সর্ব্বসাক্ষী (জ্ঞাতা) পরমেশ্বর বিষ্ণুকে নমস্কার করি। এই জগৎ যাহা হইতে অভিন্ন, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার; সেই জগৎকারণ ধ্যেয় অব্যয় আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। অক্ষয়, অব্যয় (প্রধানমহদাদিরূপ), এই বিশ্ব যাহাতে ওত-প্রোত অর্থাৎ (দীর্ঘ-সূত্র ও তির্য্যক্ সূত্র দ্বারা বস্ত্রের ন্যায় গ্রথিত ও অনুস্যূত) সকলের আধার-ভূত সেই হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন, সেই বিষ্ণুকে

সর্ব্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ।
মত্তঃ সর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে॥ ৮৫
অহমেবাক্ষয়ো নিত্যঃ পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মসংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে একোন-
বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

এবং সঞ্চিন্তয়ন্ বিষ্ণুমভেদেনাত্মনো দ্বিজ।
তন্ময়ত্বমবাপ্র্যং তন্মেনে চাত্মানমচ্যুতম্॥ ১
বিসস্মার তথাত্মানং নান্যং কিঞ্চিদজানত।
অহমেবাব্যয়োঽনন্তঃ পরমাত্মেত্যচিন্তয়ং॥ ২
তস্য তদ্ভাবনাযোগাং ক্ষীণপাপস্য বৈ ক্রমাং।
শুদ্ধেঽন্তঃকরণে বিষ্ণুস্তস্থৌ জ্ঞানময়োঽচ্যুতঃ॥৩
যোগপ্রভাবাং প্রহ্লাদে জাতে বিষ্ণুময়েঽসুরে।
চলত্যুরগবন্ধৈস্তৈর্মৈত্রেয় ত্রুটিতং ক্ষণাং॥ ৪
ভ্রান্তগ্রাহগণঃ সোর্ম্মির্যযৌ ক্ষোভং মহার্ণবঃ।
চচাল চ মহী সর্ব্বা সশৈলবনকাননা॥ ৫
স চ তং শৈলসম্পাতং দৈত্যৈর্ন্যস্তমথোপরি।
প্রক্ষিপ্য তস্মাং সলিলান্নিশ্চক্রাম মহামতিঃ॥ ৬
দৃষ্ট্বা চ স জগদ্ভূপো গগনাদ্যুপলক্ষণম্।
প্রহ্লাদোঽস্মীতি সস্মার পুনরাত্মানমাত্মনা॥ ৭
তুষ্টাব চ পুনর্ধীমাননাদিং পুরুষোত্তমম্।
একাগ্রমতিরব্যগ্রো যতবাক্কায়মানসঃ॥ ৮

প্রহ্লাদ উবাচ।

ওঁ নমঃ পরমার্থার্থ স্থূলসূক্ষ্মাক্ষরাক্ষর।
ব্যক্তাব্যক্ত কলাতীত সকলেশ নিরঞ্জন॥ ৯

নমস্কার; যিনি সর্ব্ব, তাঁহাকে নমস্কার; যাহাতে সমস্ত লীন হয়, তাঁহাকে নমস্কার। অনন্তের সর্ব্বব্যাপিত্ব জন্য তিনিই আমি, আমা হইতে সমস্ত উৎপন্ন, আমিও সর্ব্বরূপে বর্ত্তমান এবং সনাতনরূপ আমাতেই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হইবে। আমিই সৃষ্টির পূর্ব্বে অক্ষর, নিত্য ও আত্মসংশ্রয় ব্রহ্মনামক পরমাত্মা এবং আমিই শেষে পরম পুরুষ। ৮১—৮৬।

প্রথমাংশে একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯॥

বিংশ অধ্যায়।

হে দ্বিজ! বিষ্ণুকে এইরূপে আপনা হইতে অভিন্ন ভাবিতে ভাবিতে নিতান্ত তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া (প্রহ্লাদ) আপনাকে অচ্যুত মনে করিয়াছিলেন। তৎকালে আপনাকেও বিস্মৃত হইয়াছিলেন, বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কিছুই জানিতে পারেন নাই এবং আমিই অব্যয় অনন্ত পরমাত্মা এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন। এইরূপ ভাবনা-যোগে ক্রমে নিষ্পাপ (সমস্ত কর্ম্মবাসনারহিত) হইলে তাঁহার জ্ঞানময় শুদ্ধ অন্তঃকরণে অচ্যুত বিষ্ণু স্থিত হইয়াছিলেন। হে মৈত্রেয়! অসুর প্রহ্লাদ যোগপ্রভাবে বিষ্ণুময় হইলে বিচলিত অবস্থায় ঐ নাগবন্ধন সকল ক্ষণমাত্রে ছিন্ন হইয়া গেল, ভ্রমণশীল গ্রাহগণপূর্ণ ও সতরঙ্গ মহাসমুদ্র চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং শৈলকানন সহিত সমস্ত বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর মহামতিও (প্রহ্লাদ) দৈত্যগণ কর্ত্তৃক উপরি নিক্ষিপ্ত ঐ শৈলসমূহ ক্ষেপণ করিয়া সেই সলিল হইতে নির্গত হইলেন। তিনি পুনর্ব্বার আকাশাদিরূপ জগৎ অবলোকন করিয়া পুনর্ব্বার আপনাকে "আমি প্রহ্লাদ" এইরূপ বিবেচনা করিলেন এবং বুদ্ধিমান্ (প্রহ্লাদ) একাগ্রমতি, অব্যগ্র এবং কায়মনোবাক্যে সংযত হইয়া পুনর্ব্বার অনাদি পুরুষোত্তমের স্তব করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে পরমার্থ! (জ্ঞানস্বরূপ!) সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা তোমাকে নমস্কার; হে অর্থ! (দৃশ্যরূপ!) তোমাকে নমস্কার। হে স্থূল! (জাগ্রদ্দৃশ্যরূপ!) তোমাকে নমস্কার; হে সূক্ষ্ম! তোমাকে নমস্কার। হে ক্ষর! তোমাকে নমস্কার; হে অক্ষর! তোমাকে নমস্কার। হে ব্যক্ত! তোমাকে নমস্কার; হে অব্যক্ত! তোমাকে নমস্কার। হে কলাতীত! (নিরবয়ব) তোমাকে

গুণাঞ্জন গুণাধার নির্গুণাত্মন্ গুণস্থির।
মূর্ত্তামূর্ত্ত মহামূর্ত্তে সূক্ষ্মমূর্ত্তে স্ফুটাস্ফুট॥ ১০
করালসৌম্যরূপাত্মন্ বিদ্যাবিদ্যালয়াচ্যুত।
সদসদ্রূপ সদ্ভাব সদসদ্ভাবভাবন॥ ১১
নিত্যানিত্যপ্রপঞ্চাত্মন্ নিষ্প্রপঞ্চামলাশ্রিত।
একানেক নমস্তুভ্যং বাসুদেবাদিকারণ॥ ১২
যঃ স্থূলসূক্ষ্মঃ প্রকটঃ প্রকাশো
যঃ সর্ব্বভূতো ন চ সর্ব্বভূতঃ।
বিশ্বং যতশ্চৈতদবিশ্বহেতো-
র্নমোঽস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায়॥ ১৩
তস্য তচ্চেতসো দেবঃ স্তুতিমিত্থং প্রকুর্ব্বতঃ।
আবির্ব্বভূব ভগবান্ পীতাম্বরধরো হরিঃ॥ ১৪
সসম্ভ্রমস্তমালোক্য সমুত্থায়াকুলাক্ষরম্।
নমোঽস্তু বিষ্ণবেত্যেতং ব্যাজহারাসকৃদ্দ্বিজ॥ ১৫

প্রহ্লাদ উবাচ।

দেব প্রপন্নার্ত্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব।
অবলোকনদানেন ভূয়ো মাং পাবয়াচ্যুত॥ ১৬

শ্রীভগবানুবাচ।

কুর্ব্বতস্তে প্রসন্নোঽহং ভক্তিমব্যভিচারিণী।
যথাভিলষিতো মত্তঃ প্রহ্লাদ ব্রিয়তাং বরঃ॥ ১৭

প্রহ্লাদ উবাচ।

নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥ ১৮
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥ ১৯

নমস্কার; হে সকল! (সাবয়ব!) তোমাকে নমস্কার। হে ঈশ! (নিয়ামক!) তোমাকে নমস্কার; হে নিরঞ্জন! (নির্লেপ!) তোমাকে নমস্কার! হে গুণাঞ্জন! (স্বকীয় সত্তা প্রকাশ দ্বারা গুণ সকলের অনুরঞ্জক!) তোমাকে নমস্কার। হে গুণাধার! তোমাকে নমস্কার। হে নির্গুণাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। হে গুণস্থির! তোমাকে নমস্কার। হে মূর্ত্ত! তোমাকে নমস্কার; হে অমূর্ত্ত! তোমাকে নমস্কার; হে মহামূর্ত্তে! তোমাকে নমস্কার; হে সূক্ষ্মমূর্ত্তে! তোমাকে নমস্কার। হে স্ফুট! (ভক্তগণের নিকট প্রকাশস্বরূপ!) তোমাকে নমস্কার; হে অস্ফুট! (অন্যের পক্ষে অপ্রকাশস্বরূপ!) তোমাকে নমস্কার। ১—১০। হে করালরূপ! তোমাকে নমস্কার; হে সৌম্য-রূপ! তোমাকে নমস্কার। হে আত্মস্বরূপ! তোমাকে নমস্কার; হে বিদ্যাবিদ্যালয়! তোমাকে নমস্কার। হে অচ্যুত! তোমাকে নমস্কার; হে সদসদ্রূপসদ্ভাব! (কার্য্যকারণের উৎপত্তি-স্থান) তোমাকে নমস্কার; হে সদসদ্-ভাবভাবন। (কার্য্যকারণের পালক!) তোমাকে নমস্কার। হে নিত্যানিত্য প্রপঞ্চাত্মন্! তোমাকে নমস্কার; হে নিষ্প্রপঞ্চ! তোমাকে নমস্কার। হে অমলাশ্রিত! (জ্ঞানিগণাশ্রিত!) তোমাকে নমস্কার। হে এক! তোমাকে নমস্কার। হে অনেক! তোমাকে নমস্কার। হে বাসুদেব! তোমাকে নমস্কার। হে আদিকারণ! তোমাকে নমস্কার; যিনি স্থূল, সূক্ষ্ম, প্রকট (প্রকাশিত) ও প্রকাশ (চিদ্রূপত্বহেতু; যিনি সর্ব্বভূত অথচ সর্ব্বভূত নহেন; যাহা হইতে এই বিশ্ব, কিন্তু তিনি বিশ্বের হেতু নহেন) সেই পুরুষোত্তমকে নমস্কার! পরাশর কহিলেন, তিনি তদ্গতচিত্তে এইরূপ স্তব করিলে, দেব ভগবান্ পীতাম্বরধারী হরি আবির্ভূত হইলেন। হে দ্বিজ! প্রহ্লাদ তাঁহাকে অবলোকনমাত্র সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া গদ্গদস্বরে "বিষ্ণুকে নমস্কার," এই কথা বারংবার বলিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ কহি-লেন,—দেব! শরণাগতের দুঃখহারি-কেশব! প্রসন্ন হও, হে অচ্যুত! পুনশ্চ দর্শন দিয়া আমাকে পবিত্র কর। শ্রীভগবান্ কহিলেন, প্রহ্লাদ! তুমি স্থিরতর ভক্তি প্রকাশ করায় আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হই-য়াছি; আমার নিকট ইচ্ছামত বর গ্রহণ কর। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে নাথ অচ্যুত! যে যে সহস্র যোনিতে পরিভ্রমণ (জন্মগ্রহণ) করি, সেই সেই দেহেই যেন তোমার প্রতি আমার সর্ব্বদা ঐকান্তিক ভক্তি হয়। অবিবেক (আসক্ত) লোকদিগের বিষয়ভোগে যেমন অবিচলিত প্রীতি থাকে, তোমার অনুস্মরণাসক্ত

ময়ি ভক্তিস্তবাস্ত্যেব ভূয়োঽপ্যেবং ভবিষ্যতি।
বরস্তু মত্তঃ প্রহ্লাদ ব্রিয়তাং যস্তবেপ্সিতঃ॥ ২০

প্রহ্লাদ উবাচ।

ময়ি দ্বেষানুবন্ধোঽভূৎ সংস্তুতাবুদ্যতে তব।
মৎপিতুস্তৎকৃতং পাপং দেবং তস্য প্রণশ্যতু॥২১
শস্ত্রাণি পাতিতান্যঙ্গে ক্ষিপ্তো যচ্চাগ্নিসংহতৌ।
দংশিতশ্চোরগৈর্দত্তং যদ্‌বিষং মম ভোজনে॥২২
বদ্ধা সমুদ্রে যৎক্ষিপ্তো যচ্চিতোঽস্মি শিলোচ্চয়ৈঃ
অন্যানি চাপ্যসাধূনি যানি যানি কৃতানি মে॥ ২৩
ত্বয়ি ভক্তিমতো দ্বেষাদঘং তৎসম্ভবঞ্চ যৎ।
ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রভো সদ্যস্তেন মুচ্যেত মে পিতা॥

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রহ্লাদ সর্ব্বমেতৎ তে মৎপ্রসাদাদ্ ভবিষ্যতি।
অন্যঞ্চ তে বরং দদ্মি ব্রিয়তামসুরাত্মজ॥ ২৫

প্রহ্লাদ উবাচ।

কৃতকৃত্যোঽস্মি ভগবন্ বরেণানেন যৎ ত্বয়ি।
ভবিত্রী ত্বৎপ্রসাদেন ভক্তিরব্যভিচারিণী॥ ২৬
ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি॥ ২৭

শ্রীভগবানুবাচ।

যথা তে নিশ্চলং চেতো ময়ি ভক্তিসমন্বিতম্।
তথা ত্বং মৎপ্রসাদেন নির্ব্বাণং পরমাপ্স্যসি॥২৮
ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে বিষ্ণুস্তস্য মৈত্রেয় পশ্যতঃ।
স চাপি পুনরাগম্য ববন্দে চরণৌ পিতুঃ॥ ২৯
তং পিতা মূর্দ্ধ্যুপাঘ্রায় পরিষজ্য চ পীড়িতম্।
জীবসীত্যাহ বৎসেতি বাষ্পার্দ্রনয়নো দ্বিজ॥ ৩০
প্রীতিমাংশ্চাভবৎ তস্মিন্ননুতাপী মহাসুরঃ।
গুরুপিত্রোশ্চকারৈবং শুশ্রূষাং সোঽপি ধর্ম্মবিৎ॥
পিতর্য্যুপরতিং নীতে নরসিংহস্বরূপিণা।

আমার হৃদয় হইতে সেইরূপ প্রীতি অপসৃত না হউক; অথবা হে লক্ষ্মীপতে! তোমার অনুস্মরণাসক্ত আমার হৃদয় হইতে সেই বিষয়-প্রীতি নির্গত হউক। শ্রীভগবান্ কহিলেন, প্রহ্লাদ! আমার প্রতি তোমার ভক্তি ত আছেই, পুনঃপুনর্জ্জন্মেও এইরূপ থাকিবে; সম্প্রতি যেরূপ অভিলাষ হয়, আমার নিকট হইতে বর গ্রহণ কর। ১১—২০। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে দেব! আমি তোমার স্তব করিতে উদ্যত হইলে আমার পিতা আমার প্রতি দ্বেষ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার যে পাপ হইয়াছে, তাহা নষ্ট হউক। তাঁহার আদেশে আমায় যে অস্ত্রাঘাত করা হয়, আমি যে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হই, সর্পেরা আমাকে দংশন করে, আমার ভোজনে বিষ দেওয়া হয়, আমাকে বদ্ধ করিয়া যে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত ও পর্ব্বতসমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন করা হয় এবং আপনার প্রতি ভক্তিমান্ হইলে ঈর্ষ্যা বশতঃ আমার প্রতি অন্যান্য যে সকল অসদ্ব্যবহার করা হইয়াছে; প্রভো! আপনার প্রসাদে যেন আমার পিতা তদুৎপন্ন পাপ হইতে সদ্যই মুক্ত হন। শ্রীভগবান্ কহিলেন, প্রহ্লাদ! আমার অনুগ্রহে তোমার এ সকলই সিদ্ধ হইবে। অসুর-পুত্র! তোমাকে আরও এক বর দিতেছি, প্রার্থনা কর। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে ভগবন্! এই বরেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি যে, তোমার প্রসাদে তোমার প্রতি আমার অচলা ভক্তি হইবে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের প্রয়োজন কি? তুমি সমস্ত জগতের মূল, তোমার প্রতি যাহার স্থির ভক্তি থাকে, মুক্তি তাহার করস্থিত। শ্রীভগবান্ কহিলেন, তোমার অন্তঃকরণ আমার প্রতি যেরূপ নিশ্চল ও ভক্তিসমন্বিত হইয়াছে, তাহাতে আমার অনুগ্রহে তুমি পরম নির্ব্বাণ (মুক্তি) প্রাপ্ত হইবে। পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয়! বিষ্ণু ইহা বলিয়া তাঁহার সাক্ষাতেই অন্তর্হিত হইলেন এবং তিনিও পুনরায় আসিয়া পিতার চরণ বন্দনা করিলেন। হে দ্বিজ! পিতা সেই পীড়িত পুত্রকে মস্তকে আঘ্রাণ ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক বাষ্পাকুললোচন হইয়া বলিল, বৎস! তুমি জীবিত আছ? ২১—৩০। মহাসুর তাঁহার প্রতি প্রীতিমান্ হইল এবং আপনার অবদ্ব্যবহার মনে করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিল। সেই ধর্ম্মজ্ঞ প্রহ্লাদও গুরু এবং পিতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। হে মৈত্রেয়! তদনন্তর

বিষ্ণুনা সোঽপি দৈত্যানাং মৈত্রেয়াভূৎপতিস্ততঃ॥
ততো রাজ্যদ্যুতিং প্রাপ্য কর্ম্মশুদ্ধিকরীং দ্বিজ।
পুত্রপৌত্রাংশ্চ সুবহূনবাপ্যৈশ্বর্য্যমেব চ॥ ৩৩
ক্ষীণাধিকারঃ স যদা পুণ্যপাপবিবর্জ্জিতঃ।
তদাসৌ ভগবদ্ধ্যানাৎ পরং নির্ব্বাণমাপ্তবান্॥ ৩৪
এবংপ্রভাবো দৈত্যাঽসৌ মৈত্রেয়াসীন্মহামতিঃ।
প্রহ্লাদো ভগবদ্ভক্তো যং ত্বং মামনুপৃচ্ছসি॥ ৩৫
যস্ত্বেতচ্চরিতং তস্য প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ।
শৃণোতি তস্য পাপানি সদ্যো গচ্ছন্তি সংক্ষয়ম্॥৩৬
অহোরাত্রকৃতং পাপং প্রহ্লাদচরিতং নরঃ।
শৃণ্বন্ পঠংশ্চ মৈত্রেয় ব্যপোহতি ন সংশয়ঃ॥ ৩৭
পৌর্ণমাস্যামমাবস্যামষ্টম্যামথবা পঠন্।
দ্বাদশ্যাং বা তদাপ্নোতি গোপ্রদানফলং দ্বিজ॥৩৮
প্রহ্লাদং সকলাপৎসু যথা রক্ষিতবান্ হরিঃ।
তথা রক্ষতি যস্তস্য শৃণোতি চরিতং সদা॥ ৩৯

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে
বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

সংহ্লাদপুত্র আয়ুষ্মান্ শিবির্ব্বাস্কল এব চ।
বিরোচনস্তু প্রাহ্লাদির্ব্বলির্জ্জজ্ঞে বিরোচনাৎ॥ ১
বলেঃ পুত্রশতন্ত্বাসীদ্ বাণজ্যেষ্ঠং মহামুনে।
হিরণ্যাক্ষসুতাশ্চাসন্ সর্ব্ব এব মহাবলাঃ॥ ২
উৎকুরঃ শকুনিশ্চৈব ভূতসন্তাপনস্তথা।
মহানাভো মহাবাহুঃ কালনাভস্তথাপরঃ॥ ৩
অভবন্দনুপুত্রাশ্চ দ্বিমূর্দ্ধা শঙ্করস্তথা।
অয়োমুখঃ শঙ্কুশিরাঃ কপিলঃ শম্বরস্তথা॥ ৪
একচক্রো মহাবাহুস্তারকশ্চ মহাবলঃ।
স্বর্ভানুর্বৃষপর্ব্বা চ পুলোমা চ মহাবলঃ॥ ৫
এতে দনোঃ সুতাঃ খ্যাতা বিপ্রচিত্তিশ্চ বীর্য্যবান্।
স্বর্ভানোস্তু প্রভা কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী॥ ৬
উপদানবী হয়শিরাঃ প্রখ্যাতা বরকন্যকাঃ।
বৈশ্বানরসুতে চোভে পুলোমা কালকা তথা॥ ৭

বিষ্ণু নৃসিংহস্বরূপ হইয়া হিরণ্যকশিপুকে বিনষ্ট করিলে প্রহ্লাদও দৈত্যদিগের অধিপতি হইয়াছিলেন। অনন্তর কর্ম্মশুদ্ধিকরী (ভোগ দ্বারা প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়কারিণী) রাজলক্ষ্মী, ঐশ্বর্য্য এবং বহু পুত্র পৌত্রাদি ভোগ করিয়া যখন তিনি ক্ষীণাধিকার (ক্ষীণ-আরব্ধ-কর্ম্ম) এবং পুণ্যপাপবিবর্জ্জিত হইলেন, তখন ভগবদ্ধ্যান জন্য পরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। হে মৈত্রেয়! তুমি যাহার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, এই ভগবদ্ভক্ত মহামতি দৈত্য প্রহ্লাদ এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন। যে ব্যক্তি সেই মহাত্মা প্রহ্লাদের এই চরিত্র শ্রবণ করেন, তাঁহার সমস্ত পাপ সদ্যই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। মৈত্রেয়! মনুষ্য, প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ বা শ্রবণ করিয়া অহোরাত্র-কৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন, সংশয় নাই। হে দ্বিজ! পৌর্ণমাসী, অমাবস্যা, অষ্টমী কিংবা দ্বাদশীতে পাঠ করিয়া গোপ্রদানের ফল প্রাপ্ত হন। হরি প্রহ্লাদকে যেমন সকল বিপদে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি সর্ব্বদা তাঁহার চরিত্র শ্রবণ করেন, তাঁহাদিগকেও সেইরূপ রক্ষা করেন। ৩১—৩৯।

প্রথমাংশে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২০॥

একবিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, সংহ্লাদের পুত্র আয়ুষ্মান্, শিবি ও বাস্কল। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন। বিরোচন হইতে বলি জন্মগ্রহণ করেন। মহামুনে! বলির একশত পুত্র, তন্মধ্যে বাণ জ্যেষ্ঠ। উৎকুর, শকুনি, ভূতসন্তাপন, মহানাভ, মহাবাহু এবং কালনাভ নামে হিরণ্যাক্ষের যে সকল পুত্র হয়, ইহারা সকলেই মহাবল। দনুরও অনেকগুলি পুত্র হয়; দ্বিমূর্দ্ধা, শঙ্কর, অয়োমুখ, শঙ্কুশিরা, কপিল, শবর, একচক্র, মহাবাহু, তারক, মহাবল, স্বর্ভানু, বৃষপর্ব্বা, মহাবল পুলোমা ও বীর্য্যবান্ বিপ্রচিত্তি, ইহারা দনুর পুত্র বলিয়া খ্যাত। স্বর্ভানুর কন্যা প্রভা এবং বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা, উপদানবী ও হয়শিরা; ইহারা পরম রূপবতী বলিয়া খ্যাত। বৈশ্বানরের দুই

উভে সুতে মহাভাগে মারীচেস্তু পরিগ্রহঃ।
তাভ্যাং পুত্রসহস্রাণি ষষ্টির্দ্দানবসত্তমাঃ॥ ৮
পৌলোমা কালকেয়াশ্চ মারীচতনয়াঃ স্মৃতাঃ।
ততোঽপরে মহাবীর্য্যা দারুণাস্ত্বতিনির্ঘৃণাঃ॥ ৯
সিংহিকায়ামথোৎপন্না বিপ্রচিত্তেঃ সুতাস্তথা।
ব্যংশঃ শল্যশ্চ বলবান্ নভশ্চৈব মহাবলঃ॥ ১০
বাতাপির্নমুচিশ্চৈব ইল্বলঃ খসৃমস্তথা।
অঞ্জকো নরকশ্চৈব কালনাভস্তথৈব চ॥ ১১
স্বর্ভানুশ্চ মহাবীর্য্যশ্চক্রযোধী মহাবলঃ।
এতে তে দানবাঃ শ্রেষ্ঠা দনুবংশবিবর্দ্ধনাঃ॥ ১২
এতেষাং পুত্রপৌত্রাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
প্রহ্লাদস্য তু দৈত্যস্য নিবাতকবচাঃ কুলে॥ ১৩
সমুৎপন্নাঃ সুমহতা তপসা ভাবিতাত্মনঃ।
ষট্ সুতাঃ সুমহাসত্বাস্তাম্রায়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥১৪
শুকী শ্যেনী চ ভাসী চ সুগ্রীবী শুচিগৃধ্রিকা।
শুকী শুকানজনয়দুলুকী প্রত্যুলুককান্॥ ১৫
শ্যেনী শ্যেনাংস্তথা ভাসী ভাসান্ গৃধ্রাংশ্চ গৃধ্র্যপি
শুচ্যৌদকান্ পক্ষিগণান্ সুগ্রীবী তু ব্যজায়ত॥১৬
অশ্বানুষ্ট্রান্ গর্দ্দভাংশ্চ তাম্রাবংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বিনতায়াস্তু পুত্রৌ দ্বৌ বিখ্যাতৌ গরুড়ারুণৌ॥
সুপর্ণঃ পততাং শ্রেষ্ঠো দারুণঃ পন্নগাশনঃ।
সুরসায়াং সহস্রন্তু সর্পাণামমিতৌজসাম্॥ ১৮
অনেকশিরসাং ব্রহ্মন্ খেচরাণাং মহাত্মনাম্
কাদ্রবেয়াস্তু বলিনঃ সহস্রমমিতৌজসঃ॥ ১৯
সুপর্ণবশগা ব্রহ্মন্ জজ্ঞিরে নৈকমস্তকাঃ।
তেষাং প্রধানভূতাস্তু শেষবাসুকিতক্ষকাঃ॥ ২০
শঙ্খঃ শ্বেতো মহাপদ্মঃ কম্বলাশ্বতরৌ তথা।
এলাপত্রস্তথা নাগঃ কর্কোটকধনঞ্জয়ৌ॥ ২১
এতে চান্যে চ বহবো দন্দশূকা বিষোল্বণাঃ।
গণং ক্রোধবশং বিদ্ধি তস্যাঃ সর্ব্বে চ দংষ্ট্রিণঃ॥
স্থলজাঃ পক্ষিণোঽব্জাশ্চ দারুণাঃ পিশিতাশনাঃ।
ক্রোধা তু জনয়ামাস পিশাচাংশ্চ মহাবলান্।
গাস্তু বৈ জনয়ামাস সুরভির্মহিষাংস্তথা॥ ২৩
ইরা বৃক্ষলতাবল্লীস্তৃণজাতীশ্চ সর্ব্বশঃ।

কন্যা; পুলোমা ও কালকা। মহাভাগা এই উভয় কন্যা, মারীচ অর্থাৎ কশ্যপের ভার্য্যা; তাঁহাদের গর্ভে ষষ্টিসহস্র সন্তান জন্মে। ১—৮। মারীচের এই সকল দানবশ্রেষ্ঠ পুত্রেরা পৌলোম ও কালকেয় নামে প্রসিদ্ধ। অনন্তর তদ্ভিন্ন, বিপ্রচিত্তি হইতে সিংহিকার গর্ভে মহাবীর্য্য দারুণ ও অতিনির্ঘৃণ কতকগুলি পুত্র উৎপন্ন হয়; তাহাদের নাম—ব্যংশ, শল্য, বলবান্, নভ, মহাবল বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খসৃম, অঞ্জক, নরক, কালনাভ, মহাবীর্য্য স্বর্ভানু ও মহাবল চক্রযোধী। সেই এই দানবশ্রেষ্ঠ সকল দনু-বংশবর্দ্ধনকারী। ইহাদের শত সহস্র পুত্র পৌত্রাদি জন্মে। সুমহৎ তপস্যা দ্বারা ভাবিতাত্মা (আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন) দৈত্য প্রহ্লাদের বংশে নিবাতকবচগণ সমুৎপন্ন হয়। তাম্রার শুকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচি ও গৃধ্রী নামে সুমহাপ্রভাবা ছয় কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে শুকী, শুক ও কাকদিগকে প্রসব করে। ৯—১৫। শ্যেনী শ্যেন সকলকে, ভাসী ভাসগণকে, গৃধ্রী গৃধ্রসমূহকে, শুচি জলচর পক্ষীদিগকে এবং সুগ্রীবী অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভগণকে প্রসব করে। তাম্রার বংশ কথিত হইল। বিনতার বিখ্যাত দুই পুত্র; গরুড় ও অরুণ। সুপর্ণ (গরুড়) পক্ষিগণের শ্রেষ্ঠ, দারুণ ও সর্পভোজী। হে ব্রহ্মন্! সুরসার গর্ভে অমিত-তেজস্বী বহুমস্তকবিশিষ্ট খেচর ও মহাপ্রভাবশালী সহস্র সর্পের জন্ম হয়। কদ্রুর গর্ভেও বলবান্ অমিত-তেজস্বী সহস্র সর্প উৎপন্ন হয়। হে ব্রহ্মন্! ইহারাও অনেক মস্তকবিশিষ্ট ও গরুড়ের বশীভূত। তাহাদের মধ্যে শেষ, বাসুকি, তক্ষক, শঙ্খ, শ্বেত, মহাপদ্ম, কম্বল, অশ্বতর, এলাপত্র, নাগ, কর্কোটক ও ধনঞ্জয় এই সকল এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক উৎকটবিষাক্ত, দংশনশীল সর্পেরাই প্রধান। ক্রোধবশার বংশীয়দিগের নাম "ক্রোধবশ" জানিবে। সকলেই দংষ্ট্রাযুক্ত; দারুণ ও মাংসাশী স্থলজ এবং জলজ পক্ষিগণও তাহা হইতে উৎপন্ন জানিবে। ক্রোধা, মহাবল পিশাচদিগকেও প্রসব করে। সুরভি, গো-মহিষ সকলকে প্রসব করেন। ইরা

খসা তু যক্ষরক্ষাংসি মুনিরপ্সরসস্তথা ॥ ২৪
অরিষ্টা তু মহাসত্বান্ গন্ধর্ব্বান্ সমজীজনৎ।
এতে কশ্যপদায়াদাঃ কীর্ত্তিতাঃ স্থাণুজঙ্গমাঃ ॥ ২৫
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
এষ মন্বন্তরে সর্গো ব্রহ্মন্ স্বারোচিষে স্মৃতঃ ॥ ২৬
বৈবস্বতে চ মহতি বারুণে বিততে ক্রতৌ।
জুহ্বানস্য ব্রহ্মণো বৈ প্রজাসর্গ ইহোচ্যতে ॥ ২৭
পূর্ব্বং যত্র তু সপ্তর্ষীন্ উৎপন্নান্ সপ্ত মানসান্।
পুত্রত্বে কল্পয়ামাস স্বয়মেব পিতামহঃ ॥ ২৮
গন্ধর্ব্বভোগিদেবানাং দানবানাঞ্চ সত্তম।
দিতির্ব্বিনষ্টপুত্রা বৈ তোষয়ামাস কশ্যপম্ ॥ ২৯
তয়া চারাধিতঃ সম্যক্ কশ্যপস্তপতাং বরঃ।
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস সা চ বব্রে ততো বরম্ ॥ ৩০
পুত্রমিন্দ্রবধার্থায় সমর্থমমিতৌজসম্।
স চ তস্মৈ বরং প্রাদাদ্ভার্য্যায়ৈ মুনিসত্তম ॥ ৩১
দত্ত্বা চ বরমত্যুগ্রং কশ্যপস্তামুবাচ হ।

বৃক্ষ, লতা, বল্লী ও সমস্ত তৃণজাতিকে, খসা যক্ষরক্ষোদিগকে, মুনি অপ্সরোগণকে এবং অরিষ্টা মহাসত্ত্ব গন্ধর্ব্বগণকে প্রসব করেন। এই স্থাবর জঙ্গম সকলেই কশ্যপের বংশ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ১৬—২৫। তাহাদের শত সহস্র পুত্র পৌত্র হইয়াছিল। হে ব্রহ্মন্! স্বারোচিষ মন্বন্তরে এইরূপ সৃষ্টি কথিত হয়। বৈবস্বত মন্বন্তরে বারুণ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে ব্রহ্মা তাহার হোম কার্য্য করিয়াছিলেন, এই সময় তাঁহার যেরূপ প্রজাসৃষ্টি হয়, বলিতেছি। পিতামহ পূর্ব্বে যে সপ্ত ঋষিকে মন হইতে উৎপাদন করেন, এক্ষণে ঐ মানস পুত্রদিগকে স্বয়ং পুত্র কল্পনা করিলেন। হে সাধুশ্রেষ্ঠ! গন্ধর্ব্ব, সর্প, দেব ও দানবদিগের বিবাদে অনেক সন্তান বিনষ্ট হইলে দিতি কশ্যপের আরাধনা করিতে লাগিলেন। দিতিকর্ত্তৃক সম্পূর্ণ আরাধিত হইয়া তপস্বিশ্রেষ্ঠ কশ্যপ তাঁহাকে বর-গ্রহণে প্রলোভিত করিলেন এবং তিনিও ইন্দ্রকে বধ করিতে পারে, এমন একটী পুত্র প্রার্থনা করিলেন। হে মুনিসত্তম! কশ্যপও সেই ভার্য্যাকে বর দিলেন এবং অতি উগ্রবর দান

শক্রং পুত্রো নিহন্তা তে যদি গর্ভং শরচ্ছতম্ ॥৩২
সমাহিতাতিপ্রয়তা শুচিনী ধারয়িষ্যসি।
ইত্যেবমুক্ত্বা তাং দেবীং সঙ্গতঃ কশ্যপো মুনিঃ ॥
দধার সা চ তং গর্ভং সম্যক্ শৌচসমন্বিতা।
গর্ভমাত্মবধার্থায় জ্ঞাত্বা তং মঘবানপি ॥ ৩৪
শুশ্রূষুস্তামথাগচ্ছদ্ বিনয়াদমরাধিপঃ।
তস্যাশ্চৈবান্তরং প্রেপ্সুরতিষ্ঠৎ পাকশাসনঃ ॥
ঊনে বর্ষশতে চাস্যা দদর্শান্তরমাত্মনা।
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচং দিতিঃ শয়নমাবিশৎ ॥৩৬
নিদ্রাঞ্চাহারয়ামাস তস্যাঃ কুক্ষিং প্রবিশ্য সঃ।
বজ্রপাণির্মহাগর্ভং চিচ্ছেদাথ স সপ্তধা ॥ ৩৭
স পাট্যমানো বজ্রেণ প্ররুরোদাতিদারুণম্।
মা রোদীরিতি তং শক্রঃ পুনঃ পুনরভাষত ॥ ৩৮

করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "যদি শ্রীবিষ্ণুধ্যান-পরায়ণা অতি পবিত্রা ও শৌচবতী* হইয়া তুমি শত বৎসর গর্ভধারণ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার পুত্র ইন্দ্রকে নিহত করিবে।" কশ্যপ মুনি ইহা বলিয়া সেই দেবীর সহিত সঙ্গত হইলেন। তিনিও শৌচসমন্বিতা হইয়া সেই গর্ভধারণ করিলেন। অমরাধিপতি ইন্দ্র সেই গর্ভকে আপনার বধের কারণ জানিয়াও বিনীত ও শুশ্রূষাপরায়ণ হইয়া দিতির নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহার অন্তরপ্রেপ্সু (শৌচাদিশূন্য-কালদর্শনেচ্ছু অর্থাৎ ছিদ্রান্বেষণ-তৎপর) হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ২৬—৩৫। নবনবতি বৎসর পূর্ণ হইলে পর তিনি দিতির এই দোষ দেখিতে পাইলেন যে, দিতি পাদপ্রক্ষালন না করিয়া শয়ন করিলেন; নিদ্রিত হইলে, ইন্দ্র বজ্রগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া মহাগর্ভকে সপ্তধা ছেদন করিলেন। সেই গর্ভ বজ্র দ্বারা ছিদ্যমান হইয়া

* শৌচাদি নিয়ম যথা,—"সন্ধ্যয়োর্নৈব ভোক্তব্যং গর্ভিণ্যা বরবর্ণিনি। ন স্নাতব্যং ন ভোক্তব্যং বৃক্ষমূলেষু সর্ব্বদা। বর্জ্জয়েৎ কলহং লোকে গাত্রভঙ্গং তথৈব চ। ন মুক্তকেশী তিষ্ঠেচ্চ নাশুচিঃ স্যাৎ কদাচন ॥"

সোঽভবং সপ্তধা গর্ভস্তমিন্দ্রঃ কুপিতঃ পুনঃ ।
একৈকং সপ্তধা চক্রে বজ্রেণারিবিদারিণা ॥ ৩৯
মরুতো নাম দেবাস্তে বভূবুরতিবেগিনঃ ।
যদুক্তং বৈ মঘবতা তেনৈব মরুতোঽভবন্ ।
দেবা একোনপঞ্চাশং সাহায়া বজ্রপাণিনঃ ॥ ৪০

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে
একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২১॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

যদাভিষিক্তঃ স পৃথুঃ পূর্ব্বং রাজ্যে মহর্ষিভিঃ ।
ততঃ ক্রমেণ রাজ্যানি দদৌ লোকপিতামহঃ ॥ ১
নক্ষত্রগ্রহবিপ্রাণাং বীরুধাঞ্চাপ্যশেষতঃ ।
সমং রাজ্যেঽদধাদ্‌ব্রহ্মা যজ্ঞানাং তপসামপি ॥২
রাজ্ঞাং বৈশ্রবণং রাজ্যে জলানাং বরুণং তথা ।
আদিত্যানাং পতিং বিষ্ণুং বসূনামথ পাবকম্ ॥ ৩
প্রজাপতীনাং দক্ষন্তু বাসবং মরুতামপি ।
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ প্রহ্লাদমধিপং দদৌ ॥ ৪
পিতৃণাং ধর্ম্মরাজং তং যমং রাজ্যেঽভ্যষেচয়ং ।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণামশেষাণাং পতিং দদৌ ॥
পতত্রিণাঞ্চ গরুড়ং দেবানামপি বাসবম্ ।
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বৃষভন্ত গবামপি ॥ ৬
শেষন্তু নাগরাজানং মৃগাণাং সিংহমীশ্বরম্ ।
বনস্পতীনাং রাজানং প্লক্ষমেবাভ্যষেচয়ং ॥ ৭
এবং বিভজ্য রাজ্যানি দিশাং পালাননন্তরম্ ।
প্রজাপতিপতির্ব্রহ্মা স্থাপয়ামাস সর্ব্বতঃ ॥ ৮
পূর্ব্বস্যাং দিশি রাজানং বৈরাজস্য প্রজাপতেঃ ।
দিশঃ পালং সুধন্বানং সুতং বৈ সোঽভ্যষেচয়ং ॥৯
দক্ষিণস্যাং দিশি তথা কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ ।
পুত্রং শঙ্খপদং নাম রাজানং সোঽভ্যষেচয়ং ॥ ১০
পশ্চিমস্যাং দিশি তথা রজসঃ পুত্রমচ্যুতম্ ।
কেতুমন্তং মহাত্মানং রাজানমভিষিক্তবান্ ॥ ১১

অতি দারুণ শব্দে রোদন করিতে লাগিল। শক্র (ইন্দ্র) তাহাকে "রোদন করিও না" এই কথা বারংবার বলিলেন। সেই গর্ভ সপ্ত খণ্ড হইল, ইন্দ্র কুপিত হইয়া শত্রুবিদারণ বজ্র দ্বারা সেই এক এক খণ্ডকে পুনর্ব্বার সপ্ত খণ্ড করিলেন। তাঁহারা মরুৎনামে অতিবেগবান্ দেবগণ হইলেন। ইন্দ্র যে বলিয়াছিলেন, "মারোদীঃ" অর্থাৎ রোদন করিও না, তাহাতেই তাঁহারা মরুৎনামে অভিহিত হইলেন, এই একোনপঞ্চাশৎ দেব, বজ্রপাণি অর্থাৎ ইন্দ্রের সহায়। ৩৬—৪০।

প্রথমাংশে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন, তদনন্তর লোকপিতামহ (ব্রহ্মা) ক্রমে ক্রমে (সকলকে) রাজ্যদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা, চন্দ্রকে নক্ষত্র, গ্রহ, বিপ্র, নানাবিধ লতা, যজ্ঞ এবং তপস্যার রাজ্যে স্থাপিত করিলেন। অনন্তর কুবেরকে রাজাদিগের, বরুণকে জলের, বিষ্ণুকে আদিত্যগণের ও পাবককে বসুগণের রাজ্যে পতি করিলেন। দক্ষকে প্রজাপতিগণের, ইন্দ্রকে মরুদ্‌গণের, প্রহ্লাদকে দৈত্য ও দানবদিগের অধিপতি করিয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ যমকে পিতৃগণের রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, ঐরাবতকে অসংখ্য গজেন্দ্রের আধিপত্য দিলেন। গরুড়কে পক্ষিগণের, উচ্চৈঃশ্রবাকে অশ্বগণের, বৃষভকে গোগণের, শেষকে নাগগণের, সিংহকে মৃগগণের, প্লক্ষকে বনস্পতি (বৃক্ষ) গণের এবং ইন্দ্রকে দেবগণেরও রাজা করিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা এইরূপে রাজ্য সকল বিভাগ করিয়া অনন্তর দিক্‌পালগণকে সর্ব্বদিকে স্থাপিত করিলেন। তিনি বৈরাজ প্রজাপতির পুত্র সুধন্বাকে পূর্ব্বদিকে দিক্‌পাল নিযুক্ত করিলেন। কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র শঙ্খপদ রাজাকে দক্ষিণদিকে অভিষিক্ত করিলেন। ১—১০। রজের পুত্র অক্ষয় মহাত্মা কেতুমান্ রাজাকে পশ্চিমদিকে

তথা হিরণ্যরোমাণং পর্জ্জন্যস্য প্রজাপতেঃ।
উদীচ্যাং দিশি দুর্দ্ধর্ষং রাজানমভ্যষেচং॥ ১২
তৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপা সপত্তনা।
যথা প্রদেশমদ্যাপি ধর্ম্মতঃ পরিপাল্যতে॥ ১৩
এতে সর্ব্বে প্রবৃত্তস্য স্থিতৌ বিষ্ণোর্ম্মহাত্মনঃ।
বিভূতিভূতা রাজানো যে চান্যে মুনিসত্তম॥ ১৪
যে ভবিষ্যন্তি যে ভূতাঃ সর্ব্বে ভূতেশ্বরা দ্বিজ।
তে সর্ব্বে সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোরংশা দ্বিজোত্তম॥ ১৫
যে তু দেবাধিপতয়ো যে চ দৈত্যাধিপাস্তথা।
দানবানাঞ্চ যে নাথা যে নাথাঃ পিশিতাশিনাম্॥ ১৬
পশূনাং যে চ পতয়ঃ পতয়ো যে চ পক্ষিণাম্।
মনুষ্যাণাঞ্চ সর্পাণাং নাগানাঞ্চাধিপাশ্চ যে॥ ১৭
বৃক্ষাণাং পর্ব্বতানাঞ্চ গ্রহাণাঞ্চাপি যেঽধিপাঃ।
অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ যে ভবিষ্যন্তি চাপরে॥ ১৮
তে সর্ব্বে সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোরংশসমুদ্ভবাঃ।
ন হি পালনসামর্থ্যমৃতে সর্ব্বেশ্বরং হরিম্॥১৯
স্থিতৌ স্থিতং মহাপ্রাজ্ঞ ভবত্যন্যস্য কস্যচিং॥২০
সৃজত্যেষ জগৎসৃষ্টৌ স্থিতৌ পাতি সনাতনঃ।
হন্তি চৈবান্তকত্বে চ রজঃসত্ত্বাদিসংশ্রয়ঃ॥ ২১
চতুর্ব্বিভাগঃ সংসৃষ্টৌ চতুর্দ্ধা সংস্থিতঃ স্থিতৌ।
প্রলয়ঞ্চ করোত্যন্তে চতুর্ভেদো জনার্দ্দনঃ॥ ২২
একেনাংশেন ব্রহ্মাসৌ ভবত্যব্যক্তমূর্ত্তিমান্।
মরীচিমিশ্রাঃ পতয়ঃ প্রজানামন্যভাগতঃ॥ ২৩
কালস্তৃতীয়স্তস্যাংশঃ সর্ব্বভূতানি চাপরঃ।
ইত্থং চতুর্দ্ধা সংসৃষ্টৌ বর্ত্ততেঽসৌ রজোগুণঃ॥২৪
একাংশেন স্থিতৌ বিষ্ণুঃ করোতি প্রতিপালনম্।
মন্বাদি রূপশ্চান্যেন কালরূপোঽপরেণ চ॥ ২৫
সর্ব্বভূতেষু চান্যেন সংস্থিতঃ কুরুতে রতিম্।
সত্ত্বং গুণং সমাশ্রিত্য জগতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ২৬
আশ্রিত্য তমসো বৃত্তিমন্তকালে তথা পুনঃ।
রুদ্রস্বরূপো ভগবানেকাংশেন ভবত্যজঃ॥ ২৭
অগ্ন্যন্তকাদিরূপেণ ভাগেনান্যেন বর্ত্ততে।
কালস্বরূপো ভাগোঽন্যঃ সর্ব্বভূতানি চাপরঃ॥ ২৮
বিনাশং কুর্ব্বতস্তস্য চতুর্দ্ধৈবং মহাত্মনঃ।
বিভাগকল্পনা ব্রহ্মন্ কথ্যতে সার্ব্বকালিকী॥ ২৯

স্থাপন করিলেন এবং পর্জ্জন্য প্রজাপতির পুত্র দুর্দ্ধর্ষ রাজা হিরণ্যরোমাকে উত্তরদিকে অভিষিক্ত করিলেন। তাঁহারা অদ্যাপি এই সপ্তদ্বীপা সপত্তনা সমস্ত পৃথিবীকে যথাপ্রদেশে (পূর্ব্ববিভাগনুসারে) ধর্ম্মতঃ পরিপালন করিতেছেন। হে মুনিসত্তম! ইহাঁরা এবং অন্য যে সকল রাজা আছেন, সকলেই পালনকার্য্যে প্রবৃত্ত মহাত্মা বিষ্ণুর বিভূতি-স্বরূপ। হে দ্বিজোত্তম! যে সকল ভূতেশ্বর (অধিপতি) হইলেন এবং যাঁহারা হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে সর্ব্বভূত বিষ্ণুর অংশ। যাঁহারা দৈত্যাধিপতি, যাঁহারা দানব ও রক্ষোদিগের নাথ, যাঁহারা পশু ও পক্ষিগণের পতি, যাঁহারা মনুষ্য, নাগ বা সর্পগণের অধিপতি, যাঁহারা বৃক্ষ, পর্ব্বত ও গ্রহগণরে অধিপ, যাঁহারা অতীত হইয়াছেন, যাঁহারা বর্ত্তমান এবং যাঁহারা ভবিষ্যতে হইবেন, তাঁহারা সকলেই সর্ব্বভূত বিষ্ণুর অংশসভূত। হে মহাপ্রাজ্ঞ! পালন কার্য্যে প্রবৃত্ত সর্ব্বেশ্বর হরি ব্যতিরেকে অন্য কাহারও পালনসামর্থ্য নাই। ১১—২০। রজঃসত্ত্বাদিগুণসংশ্রয় এই সনাতন, সৃষ্টিবিষয়ে সৃজন, স্থিতিবিষয়ে পালন এবং প্রলয়কালে সংহার করিয়া থাকেন। জনার্দ্দন সংসৃষ্টিবিষয়ে চতুর্ব্বিভাগ, পালনবিষয়ে চতুর্দ্ধাসংস্থিত এবং অন্তেও চতুর্ভেদ হইয়া প্রলয় করেন। এই অব্যক্ত মূর্ত্তিমান্ এক অংশ দ্বারা ব্রহ্মা, অন্যভাগে মরীচিপ্রধান প্রজাপতি হন, তাঁহার তৃতীয় অংশ কাল এবং অপর অংশ সর্ব্বভূত। এই রজোগুণাত্মক বিষ্ণু সংসৃষ্টিবিষয়ে এইরূপ চতুঃপ্রকারে বর্ত্তমান থাকেন। পুরুষোত্তম বিষ্ণু, স্থিতিবিষয়ে সত্ত্বগুণ সমাশ্রয় করিয়া এক অংশ দ্বারা প্রতিপালন করেন, অন্য অংশে মন্বাদি রূপ, অপর অংশে কালরূপ এবং অন্য অংশে সর্ব্বভূতে সংস্থিত হইয়া ক্রীড়া করেন এবং ভগবান্ অজ (বিষ্ণু) অন্তকালে আবার তমোবৃত্তি আশ্রয় করিয়া এক অংশ দ্বারা রুদ্ররূপ হন, অন্য ভাগ দ্বারা অগ্নি-অন্তকাদিরূপে বর্ত্তমান থাকেন, অন্য ভাগ কালস্বরূপ এবং অপর অংশ সর্ব্বভূত। হে ব্রহ্মন্! বিনাশকারী সেই মহাত্মার এইরূপ সার্ব্ব-

ব্রহ্মা দক্ষাদয়ঃ কালস্তথৈবাখিলজন্তবঃ।
বিভূতয়ো হরেরেতা জগতঃ সৃষ্টিহেতবঃ॥ ৩০
বিষ্ণুর্মন্বাদয়ঃ কালঃ সর্ব্বভূতানি চ দ্বিজ।
স্থিতের্নিমিত্তভূতস্য বিষ্ণোরেতা বিভূতয়ঃ॥ ৩১
রুদ্রকালান্তকাদ্যাশ্চ সমস্তাশ্চৈব জন্তবঃ।
চতুর্দ্ধা প্রলয়ায়ৈতা জনার্দ্দনবিভূতয়ঃ॥ ৩২
জগদাদৌ তথা মধ্যে সৃষ্টিরাপ্রলয়াদ্ দ্বিজঃ।
ধাত্রা মরীচিমিশ্রৈশ্চ ক্রিয়তে জন্তুভিস্তথা॥ ৩৩
ব্রহ্মা সৃজত্যাদিকালে মরীচিপ্রমুখাস্ততঃ।
উৎপাদয়ন্ত্যপত্যানি জন্তবশ্চ প্রতিক্ষণম্॥ ৩৪
কালেন ন বিনা ব্রহ্মা সৃষ্টিনিষ্পাদকো দ্বিজ।
ন প্রজাপতয়ঃ সর্ব্বে নচৈবাখিলজন্তবঃ॥ ৩৫
এবমেব বিভাগোঽয়ং স্থিতাবপ্যুপদিশ্যতে।
চতুর্দ্ধা দেবদেবস্য মৈত্রেয় প্রলয়ে তথা॥ ৩৬
যৎকিঞ্চিৎ সৃজ্যতে যেন সত্বজাতেন বৈ দ্বিজ।
তস্য সৃজ্যস্য সংভূতৌ তৎসর্ব্বং বৈ হরেস্তনুঃ॥৩৭
হন্তি বা যৎ ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ ভূতং স্থাবরজঙ্গমম্।
জনার্দ্দনস্য তদ্ রৌদ্রং মৈত্রেয়ান্তকরং বপুঃ॥ ৩৮
এবমেব জগৎস্রষ্টা জগৎপাতা তথৈব চ।
জগদ্ভক্ষয়িতা চেশঃ সমস্তস্য জনার্দ্দনঃ॥ ৩৯
সর্গস্থিত্যন্তকালেষু ত্রিধৈবং সংপ্রবর্ত্ততে।
গুণপ্রবৃত্ত্যা পরমং পদং তস্যাগুণং মহৎ॥ ৪০
তত্ত্বজ্ঞানময়ং বাপি স্বসংবেদ্যমনৌপমম্।
চতুঃপ্রকারং তদপি স্বরূপং পরমাত্মনঃ॥ ৪১

মৈত্রেয় উবাচ।

চতুঃপ্রকারতাং তস্য ব্রহ্মভূতস্য বৈ মুনে।
মমাচক্ষ্ব যথান্যায়ং যদুক্তং পরমং পদম্॥ ৪২
মৈত্রেয় কারণং প্রোক্তং সাধনং সর্ব্ববস্তুষু।
সাধ্যঞ্চ বস্ত্বভিমতং যৎ সাধয়িতুমাত্মনঃ॥ ৪২
যোগিনো মুক্তিকামস্য প্রাণায়ামাদিসাধনম্।
সাধ্যঞ্চ পরমং ব্রহ্ম পুনর্নাবর্ত্ততে যতঃ॥ ৪৩
সাধনালম্বনং জ্ঞানং মুক্তয়ে যোগিনো হি যৎ।
স ভেদঃ প্রথমস্তস্য ব্রহ্মভূতস্য বৈ মুনে॥ ৪৪

কালিকী (সর্ব্বকালগতা) চতুর্ধা বিভাগকল্পনা কথিত হয়। ব্রহ্মা, দক্ষাদি, কাল এবং অখিল জন্তু, হরির এই সকল বিভূতি জগতের সৃষ্টির হেতু। ২১—৩০। হে দ্বিজ! বিষ্ণু মন্বাদি, কাল এবং সর্ব্বভূত, স্থিতির নিমিত্ত-ভূত বিষ্ণুর এই সকল বিভূতি। রুদ্র, কাল, অন্তকাদি এবং সমস্ত জন্তু জনার্দ্দনের এই চতুঃপ্রকার বিভূতি প্রলয়ের নিমিত্ত হন। হে দ্বিজ! জগতের আদিতে এবং মধ্যে ব্রহ্মা ও মরীচিপ্রধান জন্তুগণ প্রলয় পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন। আদিকালে ব্রহ্মা সৃজন করেন, তদনন্তর মরীচিশ্রেষ্ঠ জন্তুগণ প্রতিক্ষণ অপত্য উৎপাদন করেন। হে দ্বিজ! ব্রহ্মা, প্রজা-পতিগণ এবং অখিল জন্তু, সকলেই কাল ব্যতিরেকে সৃষ্টি-নিষ্পাদক হইতে পারেন না। হে মৈত্রেয়! পালন বিষয়েও দেবদেবের এই-রূপ চতুর্ধা বিভাগ উপদিষ্ট (কথিত) হয় এবং প্রলয়েও সেইরূপ। হে দ্বিজ! যে কোন প্রাণী দ্বারা যাহা কিছু সৃষ্ট হয়, সেই সৃজ্য বস্তুর উৎপত্তি বিষয়ে তৎসমস্তই হরিরই তনু, কিংবা যে যাহা কিছু স্থাবরজঙ্গম ভূতকে কোথাও সংহার করে, হে মৈত্রেয়! তাহা জনার্দ্দনেরই অন্তকারী রৌদ্রশরীর। সকলের ঈশ্বর জনার্দ্দন এইরূপেই জগৎস্রষ্টা, জগৎপাতা এবং জগদ্ভক্ষক। তাঁহার অগুণ পরমপদ, গুণ-প্রবৃত্তি অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ক্ষোভ দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তকালে এইরূপ ত্রিধা অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে সংপ্রবৃত্ত হন। পরমাত্মার স্বরূপ অনুপম, তত্ত্বজ্ঞান-ময় কিংবা স্বসংবেদ্য হইলেও চতুঃপ্রকার। ৩১—৪১। মৈত্রেয় কহিলেন, হে মুনে! আপনি যে পরমপদের কথা বলিলেন, সেই ব্রহ্ম-ভূতের (পরমপদের) চতুঃপ্রকারতা আমাকে যথান্যায়ে বলুন। পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! সর্ব্ববস্তুর যাহা কারণ, তাহাকেই সাধন বলা যায় এবং যাহা সাধন করিবার নিমিত্ত আপনার অভিমত, তাহাই সাধ্য। মুক্তিকাম যোগীর সাধন,—প্রাণায়ামাদি এবং পরম ব্রহ্ম,—সাধ্য, যাহা হইতে পুনরাবর্ত্তন হয় না। হে মুনে! সাধনের আলম্বন অর্থাৎ শুদ্ধ ত্বম্পদার্থ-বিষয়ক যে জ্ঞান যোগীর মুক্তির কারণ হয়,

যুক্ততঃ ক্লেশমুক্ত্যর্থং সাধ্যং যদ্‌ব্রহ্মযোগিনঃ।
তদালম্বনবিজ্ঞানং দ্বিতীয়োঽংশো মহামুনে॥ ৪৫
উভয়োস্ত্ববিভাগেন সাধ্যসাধনয়োর্হি যৎ।
বিজ্ঞানমদ্বৈতময়ং তদ্‌ভাগোঽন্যো ময়োদিতঃ॥ ৪৬
জ্ঞানত্রয়স্য চৈতস্য বিশেষো যো মহামুনে।
তন্নিরাকরণদ্বারা দর্শিতাত্মস্বরূপবৎ॥ ৪৭
নির্ব্যাপারমনাখ্যেয়ং ব্যাপ্তিমাত্রমনৌপমম্।
আত্মসংবোধবিষয়ং সত্তামাত্রমলক্ষণম্॥ ৪৮
প্রশান্তমভয়ং শুদ্ধমবিভাব্যমসংশ্রিতম্।
বিষ্ণোর্জ্ঞানময়স্যোক্তং তজ্‌জ্ঞানং পরমং পদম্॥
তত্রান্যজ্ঞানরোধেন যোগিনো যান্তি যে লয়ম্।
সংসারকর্ষণোপ্তৌ তে যান্তি নির্ব্বীজতাং দ্বিজ॥৫০

এবং প্রকারমমলং নিত্যং ব্যাপকমক্ষয়ম্।
সমস্তভেদরহিতং বিষ্ণ্বাখ্যং পরমং পদম্॥ ৫১
তদ্‌ ব্রহ্ম পরমং যোগী যতো নাবর্ত্ততে পুনঃ।
অপুণ্যপুণ্যোপরমে ক্ষীণক্লেশোঽতিনির্ম্মলঃ॥ ৫২
দ্বে রূপে ব্রহ্মণস্তস্য মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তমেব চ।
ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে সর্ব্বভূতেষবস্থিতে॥ ৫৩
অক্ষরং তৎ পরং ব্রহ্ম ক্ষরং সর্ব্বমিদং জগৎ।
একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা॥ ৫৪
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ।
তত্রাপ্যাসন্নদূরত্বাদ্‌ বহুত্বস্বল্পতাময়ঃ॥ ৫৫
জ্যোৎস্নাভেদোঽস্তি তচ্ছক্তেস্তদ্বন্মৈত্রেয় বিদ্যতে।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা ব্রহ্মন্‌ প্রধানা ব্রহ্মশক্তয়ঃ॥ ৫৬
ততশ্চ দেবা মৈত্রেয় ন্যূনা দক্ষাদয়স্ততঃ।
ততো মনুষ্যাঃ পশবো মৃগপক্ষিসরীসৃপাঃ।
ন্যূনা ন্যূনতরাশ্চৈব বৃক্ষগুল্মাদয়স্ততঃ॥ ৫৭
তদেতদক্ষরং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলম্।

তাহাই সেই ব্রহ্মভূতের প্রথম ভেদ। মহামুনে! ক্লেশ-মুক্তির নিমিত্ত যোগাভ্যাসকারী যোগীর সাধ্য যে ব্রহ্ম, তদাবলম্বন অর্থাৎ তৎ-পদলক্ষ্য ব্রহ্ম বিষয়ের যে বিশেষ জ্ঞান, তাহা দ্বিতীয় অংশ *। উভয় সাধ্য সাধনের অবিভাগে (ঐক্যে) অদ্বৈতময় অর্থাৎ ব্রহ্মই আমি, এইরূপ যে বিশেষ জ্ঞান, তাহাই অন্য বা তৃতীয় ভাগ বলিতেছি এবং এই জ্ঞানত্রয়ের যে বিশেষ (অর্থাৎ আমি দেহাদি হইতে ভিন্ন, আমি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, এইরূপ যে পার্থক্য বোধ) তাহার নিরাকরণ (অর্থাৎ পরিত্যাগ) দ্বারা জ্ঞানময় বিষ্ণুর পরমপদ নামক যে এক প্রকার জ্ঞান, তাহাই চতুর্থ বলিয়া উক্ত। তাহা দর্শিতাত্ম-স্বরূপ-বিশিষ্ট, নির্ব্যাপার অনাখ্যেয়, ব্যাপ্তিমাত্র অনৌপম, আত্ম-সংবোধ-বিষয়, সত্তামাত্র, অলক্ষণ, প্রশান্ত, অভয়, শুদ্ধ, অবিভাব্য ও অসংশ্রিত। ৪২—৪৯। হে দ্বিজ! অন্যজ্ঞান রোধ অর্থাৎ অবিদ্যানাশ দ্বারা যে যোগিগণ, তাঁহাতে (চতুর্থ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে) লীন হন, তাঁহারা সংসারক্ষেত্রে বীজবপন-কর্ম্ম বিষয়ে নির্ব্বীজতা (নির্ব্বাসনতা) প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাঁহাদের পুনর্জ্জন্ম হয় না। অমল, নিত্য, ব্যাপক, অক্ষয় ও সমস্তভেদরহিত বিষ্ণুনামক পরমপদ এই প্রকার। পাপ-পুণ্যের বিনাশ হইলে ক্ষীণ-ক্লেশ ও অতি নির্ম্মল যোগী সেই পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, যাঁহা হইতে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। সেই ব্রহ্মের দুইরূপ,—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। সেই ক্ষর ও অক্ষর স্বরূপ ঐ রূপদ্বয় সর্ব্বভূতে অবস্থিত। অক্ষর,—সেই পরম ব্রহ্ম; ক্ষর,—এই সমস্ত জগৎ। এক স্থানে স্থিত অগ্নির জোৎস্না (প্রভা) যেমন বিস্তারিণী, সেইরূপ পরব্রহ্মের শক্তি, এই অখিল জগৎ। হে মৈত্রেয়! যেমন অগ্নির নৈকট্য ও দূরত্বনিবন্ধন জ্যোৎস্নার বহুত্ব ও অল্পতাময় ভেদ হয়, সেইরূপ সেই ব্রহ্মশক্তিরও ভেদ অর্থাৎ তারতম্য বিদ্যমান আছে। হে ব্রহ্মন্‌! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইহাঁর প্রধান ব্রহ্ম-শক্তি। মৈত্রেয়! দেবগণ তাহা অপেক্ষা ন্যূন; তাহা অপেক্ষা দক্ষাদি ন্যূন; মনুষ্য, পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি তদপেক্ষা ন্যূন ও ন্যূনতর

---

* পঞ্চদশীর তত্ত্ববিবেক-নামক প্রথম পরিচ্ছেদ অধ্যয়ন করিলে সাধ্য-সাধন বা জীব-ব্রহ্মের সবিস্তার উপদেশ পাওয়া যাইবে।

আবির্ভাবতিরোভাবজন্মনাশবিকল্পবৎ ॥ ৫৮
সর্ব্বশক্তিময়ো বিষ্ণুঃ স্বরূপং ব্রহ্মণোঽপরম্।
মূর্ত্তং যদ্‌যোগিভিঃ পূর্ব্বং যোগারম্ভেষু চিন্ত্যতে ॥
সালম্বনো মহাযোগঃ সবীজো যত্র সংস্থিতঃ।
মনস্যব্যাহতে সমগ্ যুঞ্জতাং জায়তে মুনে ॥ ৬০
স পরঃ সর্ব্বশক্তীনাং ব্রহ্মণঃ সমনন্তরঃ।
মূর্ত্তং ব্রহ্ম মহাভাগ সর্ব্বব্রহ্মময়ো হরিঃ ॥ ৬১
তত্র সর্ব্বমিদং প্রোতমোতঞ্চৈবাখিলং জগৎ।
ততো জগজ্জগৎ তস্মিন্ স জগচ্চাখিলং মুনে ॥৬২
ক্ষরাক্ষরময়ো বিষ্ণুর্ব্বিভর্ত্ত্যখিলমীশ্বরঃ।
পুরুষাব্যাকৃতময়ং ভূষণাস্ত্রস্বরূপবৎ ॥ ৬৩

এবং তদনন্তর বৃক্ষ গুল্মাদি। * হে মুনিবর! উপাধিনিবন্ধন আবির্ভাব, তিরোভাব, জন্ম ও নাশ বিশিষ্ট হইলেও সেই এই জগৎ বস্তুতঃ অক্ষর ও নিত্য (ব্রহ্ম)। সর্ব্বশক্তিময় বিষ্ণু অপর ব্রহ্মের স্বরূপ, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মূর্ত্ত,—যাঁহাকে যোগিগণ সমাধির পূর্ব্বে যোগারম্ভে চিন্তা করেন। ৫০—৬০। হে মুনে! যোগিগণের মন যাঁহার প্রতি একাগ্র হইলে সালম্বন (ধ্যেয় বিষ্ণুর সহিত) এবং সজীব (মন্ত্রজপাদি সহিত) মহাযোগ সংস্থির হয়, অর্থাৎ যোগিগণের সমাধি জন্মে, হে মহাভাগ! ব্রহ্মের শক্তি সকলের মধ্যে সেই হরি প্রধান; যেহেতু তিনিই মূর্ত্ত, অর্থাৎ ঘনীভূত ব্রহ্ম; সুতরাং অতি নিকটবর্ত্তী এবং সর্ব্বময় (সম্পূর্ণ ব্রহ্মরূপ) অর্থাৎ ব্রহ্মাদির ন্যায় তাঁহার অংশ নহেন। তাঁহাতে এই সমস্ত জগৎ ওতপ্রোত অর্থাৎ তন্তুতে বস্ত্রের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে অনুস্যূত। মুনে! তাঁহা হইতে জগৎ উৎপন্ন ও তাঁহাতে স্থিত এবং তিনিই জগৎ। কার্য্য-কারণাত্মক ঈশ্বর বিষ্ণু, পুরুষপ্রকৃতিময় অখিল জগৎকে ভূষণরূপে

* তারতম্য অর্থাৎ অবিদ্যা আবরণের অল্পতা ও আধিক্য আছে, এইজন্য ব্রহ্মাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠতা ও হীনতা বলা যায়।

মৈত্রেয় উবাচ।
ভূষণাস্ত্রস্বরূপস্থং যচ্চৈতদখিলং জগৎ।
বিভর্ত্তি ভগবান্ বিষ্ণুস্তন্মমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৬৪
পরাশর উবাচ।
নমস্কৃত্বাপ্রমেয়ায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে।
কথয়ামি যথাখ্যাতং বসিষ্ঠেন মমাভবৎ ॥ ৬৫
আত্মানমস্য জগতো নির্লেপমগুণামলম্।
বিভর্ত্তি কৌস্তুভমণিস্বরূপং ভগবান্ হরিঃ ॥ ৬৬
শ্রীবৎসসংস্থানধরমনন্তে চ সমাশ্রিতম্।
প্রধানং বুদ্ধিরপ্যাস্তে গদারূপেণ মাধবে ॥ ৬৭
ভূতাদিমিন্দ্রিয়াদিঞ্চ দ্বিধাহঙ্কারমীশ্বরঃ।
বিভর্ত্তি শঙ্খরূপেণ শার্ঙ্গরূপেণ চ স্থিতম্ ॥ ৬৮
বলস্বরূপমত্যন্তজবেনান্তরিতানিলম্।
চক্রস্বরূপঞ্চ মনো ধত্তে বিষ্ণুঃ করে স্থিতম্ ॥ ৬৯
পঞ্চরূপা তু যা মালা বৈজয়ন্তী গদাভৃতঃ।
সা ভূতহেতুসংঘাতা ভূতমালা চ বৈ দ্বিজ ॥ ৭০

ও অস্ত্ররূপে ধারণ করিতেছেন। মৈত্রেয় কহিলেন,—ভগবান্ বিষ্ণু যে ভূষণ ও অস্ত্ররূপে এই অখিল জগৎ ধারণ করিতেছেন, তাহা আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন। পরাশর কহিলেন,—আমি, অপ্রমেয় প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া, বসিষ্ঠ আমাকে যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাই তোমাকে বলিতেছি। ভগবান্ হরি এই জগতের নির্লেপ, অগুণ ও অমল আত্মাকে অর্থাৎ শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে কৌস্তুভমণিস্বরূপে ধারণ করিতেছেন। প্রধান (প্রকৃতি) শ্রীবৎসরূপে অনন্তের শরীরে আশ্রিত এবং বুদ্ধি মাধবের গদারূপে অবস্থিত। ঈশ্বর তামস ও রাজস অহঙ্কারকে যথাক্রমে শঙ্খ ও শার্ঙ্গবর ধনূরূপে ধারণ করিতেছেন। সামর্থ্যস্বরূপ এবং বায়ু অপেক্ষাও বেগবান্ সাত্ত্বিক অহঙ্কারাত্মক মনকে বিষ্ণু হস্তস্থিত চক্রস্বরূপে ধারণ করেন। ৬১—৬৯। হে দ্বিজ! গদাধরের পঞ্চরূপা অর্থাৎ মুক্তা, মাণিক্য, মরকত, ইন্দ্রনীল ও হীরক-সমবর্ণা যে বৈজয়ন্তী নাম্নী মালা আছে, তাহা পঞ্চতন্মাত্র পংক্তি এবং পঞ্চমহা-

যানীন্দ্রিয়াণ্যশেষাণি বুদ্ধিকর্ম্মাত্মকানি বৈ।
শররূপাণ্যশেষাণি তানি ধত্তে জনার্দ্দনঃ॥ ৭১
বিভর্ত্তি যচ্চাসিরত্নমচ্যুতোঽত্যন্তনির্ম্মলম্।
বিদ্যাময়ন্তু তজ্জ্ঞানমবিদ্যাকোশসংস্থিতম্॥৭২
ইত্থং পুমান্ প্রধানঞ্চ বুদ্ধ্যহঙ্কারমেব চ।
ভূতানি চ হৃষীকেশে মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
বিদ্যাবিদ্যে চ মৈত্রেয় সর্ব্বমেতৎ সমাশ্রিতম্॥৭৩
অস্ত্রভূষণসংস্থানস্বরূপং রূপবর্জিতঃ।
বিভর্ত্তিমায়ারূপোঽসৌ শ্রেয়সে প্রাণিনাং হরিঃ॥৭৪
সবিকারং প্রধানঞ্চ পুমাংশ্চৈবাখিলং জগৎ।
বিভর্ত্তি পুণ্ডরীকাক্ষস্তদেবং পরমেশ্বরঃ॥ ৭৫
যা বিদ্যা যা তথাবিদ্যা যৎ সদ্‌যচ্চাসদব্যয়ম্।
তৎ সর্ব্বং সর্ব্বভূতেশে মৈত্রেয় মধুসূদনে॥ ৭৬
কলাকাষ্ঠানিমেষাদিদিনর্ত্ত্বয়নহায়নৈঃ।
কালস্বরূপো ভগবানপরো হরিরব্যয়ঃ॥ ৭৭
ভূর্লোকোঽথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকো মুনিসত্তম।
মহর্জনস্তপঃ সত্যং সপ্ত লোকা ইমে বিভুঃ॥ ৭৮
লোকাত্মমূর্ত্তিঃ সর্ব্বেষাং পূর্ব্বেষামপি পূর্ব্বজঃ।
স্বাধারঃ সর্ব্ববিদ্যানাং স্বয়মেব হরিঃ স্থিতঃ॥ ৭৯
দেবমানুষপশ্বাদিস্বরূপৈর্ব্বহুভিঃ স্থিতঃ।
ততঃ সর্ব্বেশ্বরোঽনন্তো ভূতমূর্ত্তিরমূর্ত্তিমান্॥ ৮০
ঋচো যজূংষি সামানি তথৈবাথর্ব্বণানি বৈ।
ইতিহাসোপবেদাস্ত বেদান্তেষু অথোক্তয়ঃ॥ ৮১
বেদাঙ্গানি সমস্তানি মন্বাদিগদিতানি চ।
শাস্ত্রাণ্যশেষাণ্যাখ্যাতান্যনুবাদাশ্চ যে ক্বচিৎ॥ ৮২
কাব্যালাপাশ্চ যে কেচিদ্ গীতকান্যখিলানি চ।
শব্দমূর্ত্তিধরস্যৈতদ্ বপুর্ব্বিষ্ণোর্ম্মহাত্মনঃ॥ ৮৩
যানি মূর্ত্তান্যমূর্ত্তানি যান্যত্রান্যত্র বা ক্বচিৎ।
সন্তি বৈ বস্তুজাতানি তানি সর্ব্বাণি তদ্বপুঃ॥ ৮৪

অহং হরিঃ সর্ব্বমিদং জনার্দ্দনো
নান্যং ততঃ কারণকার্য্যজাতম্।
ঈদৃঙ্মনো যস্য ন তস্য ভূয়ো
ভবোদ্ভবা দ্বন্দ্বগদা ভবন্তি॥ ৮৫

ইত্যেষ তেঽংশঃ প্রথমঃ পুরাণস্যাস্য বৈ দ্বিজ।

ভূত পংক্তি। বুদ্ধি ও কর্ম্মাত্মক যে সকল ইন্দ্রিয় আছে, জনার্দ্দন তাহাদিগকে অসংখ্য শররূপে ধারণ করেন। অচ্যুত যে অতি নির্ম্মল অসিরত্ন ধারণ করেন, তাহা অবিদ্যাকোষস্থিত বিদ্যাময় জ্ঞান। হে মৈত্রেয়! পুরুষ, প্রধান, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ভূতগণ, মন, সকল ইন্দ্রিয়, বিদ্যা ও অবিদ্যা এই সমস্তই এইরূপে হৃষীকেশে সমাশ্রিত। এই রূপ বিবর্জ্জিত হরি, প্রাণিবর্গের মঙ্গলের নিমিত্ত মায়ারূপ হইয়া অস্ত্র ও ভূষণস্বরূপে আশ্রিত এই সমস্ত ধারণ করিতেছেন। অতএব পরমেশ্বর পুণ্ডরীকাক্ষ এইরূপে সবিকার প্রকৃতি, পুরুষ ও অখিল জগৎ ধারণ করিতেছেন। হে মৈত্রেয়! যাহা বিদ্যা যাহা অবিদ্যা, যাহা অসৎ, যাহা সৎ, অব্যয়, সে সকলই সর্ব্বভূতের ঈশ্বর মধুসূদনে অবস্থিত। কলা, কাষ্ঠা, নিমেষাদি, দিন, ঋতু, অয়ন ও হায়ন-বিশিষ্ট কালস্বরূপ নিত্য ভগবান্‌ও অপর হরি অর্থাৎ হরির রূপান্তর। মুনিসত্তম! ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক এবং মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য এই সপ্ত লোকও বিভু (বিষ্ণু)। পূর্ব্ববর্ত্তী সকলেরও পূর্ব্বজ, লোকাত্মমূর্ত্তি হরি স্বয়ংই সর্ব্ববিদ্যার আধাররূপে স্থিত। ৭০—৭৯। তদনন্তর নিরাকার সর্ব্বেশ্বর অনন্ত, ভূতমূর্ত্তি হইয়া দেব, মানুষ ও পশু-আদি বহুবিধ আকারে অবস্থিত। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস (মহাভারতাদি), উপবেদ (আয়ুর্ব্বেদাদি), বেদান্তসমূহের উক্তি সকল, সমস্ত বেদাঙ্গ, মনু-আদির কথিত অশেষ ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণসমূহ, যে কোন অনুবাক্ (কল্পসূত্র), যাহা কিছু কাব্যালাপ এবং সঙ্গীত, এতৎ সমস্তই শব্দ-মূর্ত্তিধারী মহাত্মা বিষ্ণুর শরীর। কিংবা অন্যান্য কোন স্থানে যাহা কিছু সাকার ও নিরাকার বস্তু আছে, সে সমস্তই তাঁহার শরীর। "আমি হরি, এই সমস্ত জগৎ জনার্দ্দন, তদ্ভিন্ন অন্য কার্য্যকারণ নাই" যাহার মন এইরূপ হয়, তাহার আর দেহজাত রাগদ্বেষাদি হৃদ্রোগ উৎপন্ন হয় না। হে দ্বিজ! বিষ্ণু-

যথাবৎ কথিতো যস্মিন্ শ্রুতে পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
কার্ত্তিক্যাং পুষ্করস্নানে দ্বাদশাব্দেন যৎ ফলম্।
তদস্য শ্রবণাৎ সর্ব্বং মৈত্রেয়াপ্নোতি মানবঃ॥ ৮৭
দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্ব্বযক্ষাদীনাঞ্চ সম্ভবম্।
ভবন্তি শৃণ্বতঃ পুংসো দেবাদ্যা বরদা মুনে॥ ৮৮

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুরাণের এই প্রথম অংশ তোমাকে বলিলাম, যাহা শ্রবণ করিলে সমস্ত পাপ মুক্ত হয়। দ্বাদশ বৎসর কার্ত্তিক মাসে পুষ্করতীর্থে স্নান করিলে যে ফল হয়, হে মৈত্রেয়! মানব এই পুরাণ শ্রবণে তৎসমস্ত প্রাপ্ত হয়। যে পুরুষ দেব, ঋষি, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষাদির উৎপত্তি শ্রবণ করেন, দেবাদিগণ তাঁহাকে বরদান করিয়া থাকেন। ৮১—৮৯।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

প্রথমাংশ সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

দ্বিতীয়াংশঃ ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।
ভগবন্ সম্যগাখ্যাতং মমৈতদখিলং ত্বয়া ।
জগতঃ সর্গসম্বন্ধি যৎ পৃষ্টোঽসি গুরো ময়া ॥ ১
যোঽয়মংশো জগৎসৃষ্টিসম্বন্ধো গদিতস্ত্বয়া ।
তত্রাহং শ্রোতুমিচ্ছামি ভূয়োঽপি মুনিসত্তম ॥ ২
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ সুতৌ স্বায়ম্ভুবস্য যৌ ।
তয়োরুত্তানপাদস্য ধ্রুবঃ পুত্রস্ত্বয়োদিতঃ ॥ ৩
প্রিয়ব্রতস্য নৈবোক্তা ভবতা দ্বিজ সন্ততিঃ ।
তামহং শ্রোতুমিচ্ছামি প্রসন্নো বক্তুমর্হসি ॥ ৪

পরাশর উবাচ ।
কর্দ্দমস্যাত্মজাং কন্যামুপযেমে প্রিয়ব্রতঃ ।
সম্রাট্ কুক্ষী চ তৎকন্যে দশপুত্রাস্তথাপরে ॥ ৫
মহাপ্রাজ্ঞা মহাবীর্য্যা বিনীতা দয়িতাঃ পিতুঃ ।
প্রিয়ব্রতসুতাঃ খ্যাতাস্তেষাং নামানি মে শৃনু ॥ ৬
আগ্নীধ্রশ্চাগ্নিবাহুশ্চ বপুষ্মান্ দ্যুতিমাংস্তথা ।
মেধা মেধাতিথির্ভব্যঃ সবনঃ পুত্র এব চ ॥ ৭
জ্যোতিষ্মান্ দশমস্তেষাং সত্যনামা সুতোঽভবৎ ।
প্রিয়ব্রতস্য পুত্রাণাং প্রখ্যাতো বলবীর্য্যতঃ ॥ ৮
মেধাগ্নিবাহুপুত্রাস্তু ত্রয়ো যোগপরায়ণাঃ ।

প্রথম অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ভগবন্ গুরো! আমি জগতের সৃষ্টিসম্বন্ধে আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে সকল আপনি সম্পূর্ণরূপে আমাকে বলিলেন। মুনিসত্তম! আপনি জগৎসৃষ্টি-সংক্রান্ত যে অংশের কথা বলিলেন, সেই বিষয় আমি পুনর্ব্বার শুনিতে ইচ্ছা করি। স্বায়ম্ভুব মনুর যে দুই পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, তাঁহাদের মধ্যে উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুবের বিষয় আপনি কহিলেন। হে দ্বিজ! প্রিয়ব্রতের সন্তানের কথা আপনি বলেন নাই, তাহা শুনিবার বাসনা করি, প্রসন্ন হইয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন। পরাশর কহিলেন,—প্রিয়ব্রত কর্দ্দমের ঔরসজাতা কন্যাকে বিবাহ করেন; তাঁহার সম্রাট্ ও কুক্ষি নাম্নী দুই কন্যা এবং দশ পুত্র। প্রিয়ব্রতের পুত্রগণ অত্যন্ত জ্ঞানবান্, মহাবীর্য্য, বিনীত এবং পিতার প্রিয়পাত্র বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর; আগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, বপুষ্মান্, দ্যুতিমান্, মেধা, মেধাতিথি, ভব্য, সবন, পুত্র এবং দশম পুত্র জ্যোতিষ্মান্। ইনি সত্যনামা অর্থাৎ নামের উপযুক্ত গুণবিশিষ্ট এবং প্রিয়ব্রতের সেই সকল পুত্রের মধ্যে বলবীর্য্যে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। মেধা, অগ্নিবাহু ও পুত্র

জাতিস্মরা মহাভাগা ন রাজ্যায় মনো দধুঃ॥ ৯
নির্ম্মমাঃ সর্ব্বকালন্তু সমস্তার্থেষু বৈ মুনে।
চক্রুঃ ক্রিয়া যথান্যায়মফলাকাঙ্ক্ষিণো হি তে॥
প্রিয়ব্রতো দদৌ তেষাং সপ্তানাং মুনিসত্তম।
বিভজ্য সপ্ত দ্বীপানি মৈত্রেয় সুমহাত্মনাম্॥১১
জম্বুদ্বীপং মহাভাগ সোঽগ্নীধ্রায় দদৌ পিতা।
মেধাতিথেস্তথা প্রাদাৎ প্লক্ষদ্বীপমথাপরম্॥ ১২
শাল্মলে চ বপুষ্মন্তং নরেন্দ্রমভিষিক্তবান্।
জ্যোতিষ্মন্তং কুশদ্বীপে রাজানং কৃতবান্ প্রভুঃ॥১৩
দ্যুতিমন্তঞ্চ রাজানং ক্রৌঞ্চদ্বীপে সমাদিশৎ।
শাকদ্বীপেশ্বরঞ্চাপি ভব্যঞ্চক্রে চ স প্রভুঃ॥ ১৪
সবনং পুষ্করদ্বীপে রাজানং সমকারয়ৎ॥ ১৫
জম্বুদ্বীপেশ্বরো যস্তু আগ্নীধ্রো মুনিসত্তম।
তস্য পুত্রা বভূবুস্তে প্রজাপতিসমা নব॥ ১৬
নাভিঃ কিম্পুরুষশ্চৈব হরিবর্ষ ইলাবৃতঃ।
রম্যো হিরণ্বান্ ষষ্ঠশ্চ কুরুর্ভদ্রাশ্ব এব চ॥ ১৭
কেতুমালস্তথৈবান্যঃ সাধুচেষ্টো নৃপোঽভবৎ।
জম্বুদ্বীপবিভাগাংশ্চ তেষাং বিপ্র নিশাময়॥ ১৮
পিত্রা দত্তং হিমাহ্বন্তু বর্ষং নাভেস্তু দক্ষিণম্।
হেমকূটং তথা বর্ষং দদৌ কিম্পুরুষায় সঃ॥ ১৯
তৃতীয়ং নৈষধং বর্ষং হরিবর্ষায় দত্তবান্।
ইলাবৃতায় প্রদদৌ মেরুর্যত্র তু মধ্যগঃ॥ ২০
নীলাচলাশ্রিতং বর্ষং রম্যায় প্রদদৌ পিতা।
শ্বেতং তদুত্তরং বর্ষং পিত্রা দত্তং হিরণ্বতে॥ ২১
যদুত্তরং শৃঙ্গবতো বর্ষং তৎ কুরবে দদৌ।
মেরোঃ পূর্ব্বেণ যদ্বর্ষং ভদ্রাশ্বায় প্রদত্তবান্॥ ২২
গন্ধমাদনবর্ষন্তু কেতুমালায় দত্তবান্।
ইত্যেতানি দদৌ তেভ্যঃ পুত্রেভ্যঃ স নরেশ্বরঃ॥
বর্ষেষ্বেতেষু তান্ পুত্রানভিষিচ্য স ভূমিপঃ।
শালগ্রামং মহাপুণ্যং মৈত্রেয় তপসে যযৌ॥ ২৪
যানি কিম্পুরুষাদীনি বর্ষাণ্যষ্টৌ মহামুনে।
তেষাং স্বাভাবিকী সিদ্ধিঃ সুখপ্রায়া হ্যযত্নতঃ॥ ২৫

এই তিন পুত্র মহাভাগ্যবান্ এবং জাতিস্মর হইয়াছিলেন; ইহাঁরা রাজ্যভোগে মনোযোগ করেন নাই,—যোগপরায়ণ হন। মুনে! তাঁহারা সর্ব্বদা সকল বিষয়ে নির্ম্মম এবং ফলের আকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ন্যায়ানুসারে ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। ১—১০। হে মুনিসত্তম মৈত্রেয়! প্রিয়ব্রত অবশিষ্ট সেই সুমহাত্মা সাত পুত্রকে সপ্তদ্বীপ বিভাগ করিয়া দিলেন। হে মহাভাগ! সেই পিতা, আগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপ দিলেন এবং মেধাতিথিকে প্লক্ষদ্বীপ প্রদান করেন। অনন্তর অপর পুত্র বপুষ্মান্‌কে শাল্মলী দ্বীপে নরপতি করিয়া অভিষিক্ত করিলেন। প্রভু (পিতা প্রিয়ব্রত) জ্যোতিষ্মান্‌কে কুশদ্বীপে রাজা করিলেন। দ্যুতিমান্‌কে ক্রৌঞ্চদ্বীপে রাজত্ব করিতে আদেশ করিলেন। সেই প্রভু, ভব্যকে শাকদ্বীপের ঈশ্বর করিলেন এবং সবনকে পুষ্করদ্বীপে রাজা করাইলেন। হে মুনিসত্তম! জম্বুদ্বীপের ঈশ্বর যে আগ্নীধ্র, তাঁহার নয় পুত্র হয়; তাঁহারা সকলেই প্রজাপতিতুল্য। তাঁহাদিগের নাম যথাক্রমে নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্য, ষষ্ঠ হিরণ্বান্, কুরু, ভদ্রাশ্ব এবং নবম কেতুমাল। ইহাঁরা সকলেই সাধুচেষ্ট অর্থাৎ সৎকর্ম্মশালী রাজা হইয়াছিলেন। হে বিপ্র! জম্বুদ্বীপে তাহাদের বিভাগ শ্রবণ কর। পিতা (আগ্নীধ্র), নাভিকে দক্ষিণ হিমবর্ষ অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণ ভারতবর্ষ দান করেন এবং তিনি কিম্পুরুষকে হেমকূটবর্ষ দিয়াছিলেন। হরিবর্ষকে তৃতীয় নৈষধবর্ষ দান করেন, ইলাবৃতকে মেরুর চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী স্থান (ইলাবৃতবর্ষ) প্রদান করিয়াছিলেন। ১১—২০। পিতা, নীলাচলের আশ্রিত বর্ষ রম্যকে দিলেন, তদুত্তরবর্ত্তী শ্বেতবর্ষ হিরণ্বান্‌কে দেওয়া হয়। শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের উত্তরস্থ যে বর্ষ (শৃঙ্গবৎবর্ষ) তাহা কুরুকে দিলেন, মেরুর পূর্ব্বভাগে যে বর্ষ, তাহা ভদ্রাশ্বকে প্রদান করিলেন এবং কেতুমালকে গন্ধমাদনবর্ষ দান করেন। সেই নরেশ্বর সকল পুত্রকে এইরূপে এই সকল বর্ষ বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। হে মৈত্রেয়! সেই ভূপতি সেই পুত্রদিগকে এই সকল বর্ষে অভিষিক্ত করিয়া তপস্যাচরণের নিমিত্ত মহাপুণ্য শালগ্রামতীর্থে গমন করেন। মহামুনে! (ভারতবর্ষ ব্যতীত) কিম্পুরুষাদি যে আটটী বর্ষ, তথায় স্বভাবত

বিপর্য্যয়ো ন তেষস্তি জরামৃত্যুভয়ং ন চ।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন তেষাস্তাং নোত্তমাধমমধ্যমাঃ ॥ ২৬
ন তেষস্তি যুগাবস্থা ক্ষেত্রেষষ্টাসু সর্ব্বদা।
হিমাহ্বং যস্য বৈ বর্ষং নাভেরাসীন্মহাত্মনঃ ॥ ২৭
তস্যর্ষভোঽভবৎ পুত্রো মেরুদেব্যাং মহাদ্যুতিঃ।
ঋষভাদ্ ভরতো জজ্ঞে জ্যেষ্ঠঃ পুত্রশতস্য সঃ ॥২৮
কৃত্বা রাজ্যং স্বধর্ম্মেণ তথেষ্ট্বা বিবিধান্ মখান্।
অভিষিচ্য সুতং জ্যেষ্ঠং ভরতং পৃথিবীপতিম্ ॥ ২৯
তপসে স মহাভাগঃ পুলস্ত্যস্যাশ্রমং যযৌ।
বাণপ্রস্থবিধানেন তত্রাপি কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩০
তপস্তেপে যথান্যায়ং যদা চ স মহীপতিঃ।
তপসা কর্ষিতোঽত্যর্থং কৃশো ধমনিসন্ততঃ ॥ ৩১
নগ্নো বীটাং মুখে দত্ত্বা মহাধ্বানং ততো গতঃ।
ততশ্চ ভারতং বর্ষমেতল্লোকেষু গীয়তে ॥ ৩২
ভরতায় যতঃ পিত্রা দত্তং প্রাতিষ্ঠতা বনম্।
সুমতির্ভরতস্যাভূৎ পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ৩৩
কৃত্বা সম্যগ্ দদৌ তস্মৈ রাজ্যমিষ্টমখঃ পিতা।
পুত্রসংক্রামিতশ্রীস্তু ভরতঃ স মহীপতিঃ ॥ ৩৪
যোগাভ্যাসরতঃ প্রাণান্ শালগ্রামেঽত্যজন্মুনে।
অজায়ত চ বিপ্রোঽসৌ যোগিনাং প্রবরে কুলে ॥
মৈত্রেয় তস্য চরিতং কথয়িষ্যামি তে পুনঃ।
সুমতেস্তেজসস্তস্মাদিন্দ্রদ্যুম্নো ব্যজায়ত ॥ ৩৬
পরমেষ্ঠী ততস্তস্মাৎ প্রতিহারস্তদন্বয়ঃ।
প্রতিহর্ত্তেতি বিখ্যাত উৎপন্নস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৩৭
ভুবস্তস্মাৎ তথোদ্গীথঃ প্রস্তারস্তৎসুতো বিভুঃ।
পৃথুস্ততোঽভবন্নক্তো নক্তস্যাপি গয়ঃ সুতঃ ॥ ৩৮
নরো গয়স্য তনয়স্তৎপুত্রোঽভূদ্ বিরাট্ ততঃ।
তস্য পুত্রো মহাবীর্য্যো ধীমাংস্তস্মাদজায়ত ॥ ৩৯
মহান্তস্তৎসুতশ্চাভূন্মনস্যুস্তস্য চাত্মজঃ।
ত্বষ্টা ত্বষ্টুশ্চ বিরজো রজস্তস্যাপ্যভূৎ সুতঃ ॥ ৪০

কার্য্যসিদ্ধি হয়, বিনা যত্নেই সুখভোগ ঘটে। সেই সকল বর্ষে অসুখ, অকালমৃত্যু প্রভৃতির বিপর্য্যয় নাই এবং জরা-মৃত্যুভয়ও নাই। সে সকল স্থানে ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, উত্তম, অধম ও মধ্যম নাই। সেই অষ্টবর্ষে সর্ব্বদাই যুগাবস্থা অর্থাৎ যুগভেদে দেহাদির যে হ্রাস হয়, তাহা নাই। যে মহাত্মা নাভির হিমবর্ষ ছিল, মেরুদেবীর গর্ভে তাঁহার ঋষভ নামে মহাদ্যুতি পুত্র হন; ঋষভ হইতে ভরত জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ঋষভের শতপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। সেই মহাভাগ স্বধর্ম্মে রাজ্যপালন ও বিবিধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরতকে রাজা করত বানপ্রস্থ-বিধানানুসারে, তপস্যাচরণের জন্য পুলস্ত্যের আশ্রমে গমন করিলেন এবং সেখানেও কৃতনিশ্চয় হইয়া যথানিয়মে তপস্যা করিতে লাগিলেন। যখন সেই মহীপতি তপস্যা দ্বারা অত্যন্ত কর্ষিত (সুতরাং) কৃশ হইয়া পড়িলেন এবং সমস্ত শিরা দৃষ্ট হইতে লাগিল, তখন মুখে এক খণ্ড প্রস্তর দিয়া উলঙ্গবেশে মহাপ্রস্থান গমন করেন। তদনন্তর এই স্থান লোকে ভারতবর্ষনামে কথিত হইতেছে, যেহেতু পিতা (ঋষভ) বনপ্রস্থান করিলে ভরতকে দিয়া যান। ভরতের সুমতি নামে একটী পরম ধার্ম্মিক পুত্র হইয়াছিল। ২১—৩৩। পিতা (ভরত), বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান সহকারে সম্যক্ রাজ্যভোগ করিয়া তাঁহাকে (সুমতিকে) রাজ্য দিয়াছিলেন। হে মুনে! সেই মহীপতি (ভরত), পুত্রকে রাজ্য-লক্ষ্মী অর্পণপূর্ব্বক শালগ্রামতীর্থে যোগাভ্যাসে রত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, পরে তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া যোগিগণের শ্রেষ্ঠবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হে মৈত্রেয়! তাঁহার চরিত্র তোমাকে পুনর্ব্বার বলিব। তাহার পর সুমতির ঔরসে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। তদনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্ন হইতে পরমেষ্ঠীর জন্ম হয়। তাঁহার পুত্র প্রতিহারের প্রতিহর্ত্তা নামে বিখ্যাত আত্মজ উৎপন্ন হন। প্রতিহর্ত্তা হইতে ভুব উৎপন্ন; ভুবের পুত্র উদ্গীথ, উদ্গীথের পুত্র অধিপতি প্রস্তাব। তাঁহা হইতে পৃথুর জন্ম। পৃথুর পুত্র নক্ত এবং নক্তের পুত্র গয়। গয়ের তনয় নর, তৎপরে তাঁহার পুত্র বিরাট উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র মহাবীর্য্য হইতে ধীমান্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র মহান্তের আত্মজ মনস্যু, মনস্যুর পুত্র ত্বষ্টা, ত্বষ্টার পুত্র বিরাজ

শতজিদ্রজসস্তস্য জজ্ঞে পুত্রশতং মুনে।
বিশ্বগ্জ্যোতিঃ প্রধানাস্তে যৈরিমা বর্দ্ধিতাঃ প্রজাঃ
তৈরিদং ভারতং বর্ষং নবভাগৈরলঙ্কৃতম্।
তেষাং বংশপ্রসূতৈশ্চ ভুক্তেয়ং ভারতী পুরা ॥৪২
কৃতত্রেতাদিসর্গেণ যুগাখ্যা হ্যেকসপ্ততিঃ ॥ ৪৩
এষ স্বায়ম্ভুবঃ সর্গো যেনেদং পূরিতং জগৎ।
বারাহে তু মুনে কল্পে পূর্ব্বমন্বন্তরাধিপঃ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েহংশে
প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।

কথিতো ভবতা ব্রহ্মন্ সর্গঃ স্বায়ম্ভুবশ্চ মে।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ত্বত্তঃ সকলং মণ্ডলং ভুবঃ ॥ ১
যাবন্তঃ সাগরা দ্বীপাস্তথা বর্ষাণি পর্ব্বতাঃ।
বনানি সরিতঃ পুর্য্যো দেবাদীনাং তথা মুনে ॥ ২
যৎপ্রমাণমিদং সর্ব্বং যদাধারং যদাত্মকম্।
সংস্থানমস্য চ মুনে যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৩

পরাশর উবাচ।

মৈত্রেয় শ্রূয়তামেতৎ সংক্ষেপাদ্ গদতো মম।
নাস্য বর্ষশতেনাপি বক্তুং শক্যো হি বিস্তরঃ ॥ ৪
জম্বুপ্লক্ষাহ্বয়ৌ দ্বীপৌ শাল্মলিশ্চাপরো দ্বিজ।
কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ ॥ ৫
এতে দ্বীপাঃ সমুদ্রৈস্তু সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ।
লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দ্দধিদুগ্ধজলৈঃ সমম্ ॥ ৬
জম্বুদ্বীপঃ সমস্তানামেতেষাং মধ্যসংস্থিতঃ।
তস্যাপি মেরুর্মৈত্রেয় মধ্যে কনকপর্ব্বতঃ ॥ ৭
চতুরশীতিসাহস্রো যোজনৈরস্য চোচ্ছ্রয়ঃ।
প্রবিষ্টঃ ষোড়শাধস্তাদ্ দ্বাত্রিংশন্মূর্দ্ধ্নি বিস্তৃতঃ ॥ ৮
মূলে ষোড়শসাহস্রো বিস্তারস্তস্য সর্ব্বশঃ।
ভূপদ্মস্যাস্য শৈলেশঃ কর্ণিকাকারসংস্থিতঃ ॥ ৯

এবং বিরাজের পুত্র রজ। হে মুনে! রজের পুত্র শতজিৎ। শতজিতের একশত পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে বিশ্বগ্জ্যোতি প্রধান। যে শত পুত্র দ্বারা এই সকল প্রজা বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাঁহারা এই ভারতবর্ষকে নবভাগে অলঙ্কৃত করিয়াছেন (নবভাগে বিভক্ত করিয়া রাজ্য করিয়াছিলেন)। তাঁহাদের বংশধরগণ পূর্ব্বে সত্যত্রেতাদিক্রমে একসপ্ততি যুগ পর্য্যন্ত এই ভারতভূমি ভোগ করেন। হে মুনে! বরাহ-কল্পে স্বায়ম্ভুব মনু যখন প্রথম মন্বন্তরের অধিপতি ছিলেন, সেই সময়ে এই বংশ অর্থাৎ প্রিয়ব্রতের বংশোৎপন্নেরা রাজা হইয়াছিলেন। তদনন্তর স্বারোচিষ মন্বন্তর হইতে উত্তানপাদের বংশীয়দিগের আধিপত্য হয়। এই স্বায়ম্ভুব-বংশের পুত্র-পরম্পরা দ্বারা জগৎ পূর্ণ হইয়াছে। ৩৪—৪৪।

দ্বিতীয়াংশে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি আমাকে স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ কহিলেন, এক্ষণে আমি আপনার নিকট সকল ভূমণ্ডলের বিবরণ শুনিতে বাসনা করি। মুনে! যতগুলি সাগর, দ্বীপ, বর্ষ, পর্ব্বত, বন ও নদী আছে, দেবাদিগণের যত পুরী আছে এবং এই সমস্ত ভূমণ্ডলের পরিমাণ কত, ইহার আধার কি, উপাদান কি ও আকারই বা কিরূপ, অনুগ্রহপূর্ব্বক যথাবৎ বলুন। পরাশর কহিলেন,—মৈত্রেয়! এই সকল সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহার বিস্তার বিবরণ শতবৎসরেও বলা যায় না। হে দ্বিজ! জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর, এই সপ্ত দ্বীপ ক্রমান্বয়ে লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ এবং জল, এই সপ্ত সমুদ্র দ্বারা সর্ব্বত্র সমভাবে পরিবেষ্টিত। হে মৈত্রেয়! জম্বুদ্বীপ এই সকলের মধ্যস্থিত। তাহারও মধ্যস্থলে স্বর্ণপর্ব্বত মেরু অবস্থিত। ইহার উচ্চতা চতুরশীতি সহস্র যোজন। অধোদিকে ষোড়শ সহস্র যোজন প্রবিষ্ট, উপরিভাগে দ্বাত্রিংশ-সহস্র যোজন বিস্তৃত এবং ইহার মূলের সম্পূর্ণ বিস্তার ষোড়শ সহস্র যোজন। (সুতরাং) শৈলরাজ (সুমেরু), এই পৃথিবীরূপ পদ্মের

হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধশ্চাস্য দক্ষিণে।
নীলঃ শ্বেতশ্চ শৃঙ্গী চ উত্তরে বর্ষপর্ব্বতাঃ॥ ১০
লক্ষপ্রমাণৌ দ্বৌ মধ্যৌ দশহীনাস্তথাপরে।
সহস্রদ্বিতয়োচ্ছ্রায়াস্তাবদ্বিস্তারিণশ্চ তে॥ ১১
ভারতং প্রথমং বর্ষং ততঃ কিম্পুরুষং স্মৃতম্।
হরিবর্ষং তথৈবান্যন্মেরোর্দ্দক্ষিণতো দ্বিজ॥১২
রম্যকঞ্চোত্তরে বর্ষং তস্যৈবানু হিরণ্ময়ম্।
উত্তরাঃ কুরবশ্চৈব যথা বৈ ভারতং তথা॥ ১৩
নবসাহস্রমেকৈকমেতেষাং দ্বিজসত্তম।
ইলাবৃতঞ্চ তন্মধ্যে সৌবর্ণো মেরুরুচ্ছ্রিতঃ॥ ১৪
মেরোশ্চতুর্দ্দিশং তত্তু নবসাহস্রবিস্তৃতম্।
ইলাবৃতং মহাভাগ চত্বারশ্চাত্র পর্ব্বতাঃ॥ ১৫
বিষ্কম্ভা রচিতা মেরোর্যোজনাযুতমুচ্ছ্রিতাঃ॥ ১৬

কর্ণিকা অর্থাৎ বীজকোশ-স্বরূপে সংস্থিত। ১—৯। ইহার দক্ষিণে হিমবান্, হেমকূট ও নিষধ এবং উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গী এই সকল বর্ষপর্ব্বত অর্থাৎ ভারতাদিবর্ষের সীমা-নিরূপক পর্ব্বত আছে। মধ্যস্থ দুই পর্ব্বত (নীল ও নিষধ) পূর্ব্ব পশ্চিমে লক্ষ যোজন করিয়া দীর্ঘ। অপর দুই দুইটী দশাংশ দশাংশ ন্যূন, অর্থাৎ হেমকূট ও শ্বেত নবতি নবতি সহস্র যোজন হিমবান্ শৃঙ্গী একাশীতি একাশীতি সহস্র যোজন দীর্ঘ। তাহারা প্রত্যেকে দুই দুই সহস্র যোজন উচ্চ এবং সেই পরিমাণে বিস্তৃত। হে দ্বিজ! মেরুর দক্ষিণদিকে প্রথমে (সমুদ্র-তীরে) ভারতবর্ষ, তৎপরে কিম্পুরুষবর্ষ এবং তদনন্তর হরিবর্ষ কথিত হয়। উত্তরদিকে রম্যক্, তৎপরে হিরণ্ময় এবং তদনন্তর ভারতের ন্যায় অর্থাৎ ধনুরাকার উত্তর কুরুবর্ষ। হে দ্বিজসত্তম! ইহাদের এক একটী নবসহস্র যোজন বিস্তৃত। ইলাবৃতবর্ষও নয়সহস্র যোজন, তাহার মধ্যে স্বুবর্ণ পর্ব্বত মেরু উচ্ছ্রিত। মহাভাগ! সেই ইলাবৃতবর্ষ মেরুর চতুর্দ্দিকে নবসহস্র যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত। চারি-দিকে চারিটী পর্ব্বত আছে। ঈশ্বর কর্তৃক মেরুর বিষ্কম্ভ অর্থাৎ ধারণার্থ শঙ্কুস্বরূপ নির্ম্মিত

পূর্ব্বেণ মন্দরো নাম দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ।
বিপুলঃ পশ্চিমে পার্শ্বে সুপার্শ্বশ্চোত্তরে স্মৃতঃ॥ ১৭
কদম্বস্তেষু জম্বূশ্চ পিপ্পলো বট এব চ।
একাদশশতায়ামাঃ পাদপা গিরিকেতবঃ॥ ১৮
জম্বুদ্বীপস্য সা জম্বুর্নামহেতুর্ম্মহামুনে।
মহাগজপ্রমাণানি জম্ব্বাস্তস্যাঃ ফলানি বৈ॥ ১৯
পতন্তি ভূভৃতঃ পৃষ্ঠে শীর্য্যমাণানি সর্ব্বতঃ।
রসেন তেষাং প্রখ্যাতা তত্র জম্বুনদীতি বৈ॥ ২০
সরিৎ প্রবর্ত্ততে সা চ পীয়তে তন্নিবাসিভিঃ।
ন স্বেদো ন চ দৌর্গন্ধ্যং ন জরা নেন্দ্রিয়ক্ষয়ঃ॥২১
তৎপানাৎ স্বচ্ছমনসাং জনানাং তত্র জায়তে।
তীরমৃৎ তদ্রসং প্রাপ্য সুখবায়ু-বিশোষিতা।
জাম্বূনদাখ্যং ভবতি সুবর্ণং সিদ্ধভূষণম্॥ ২২
ভদ্রাশ্বং পূর্ব্বতো মেরোঃ কেতুমালঞ্চ পশ্চিমে।
বর্ষে দ্বে তু মুনিশ্রেষ্ঠ তয়োর্ম্মধ্যে ইলাবৃতম্॥ ২৩
বনং চৈত্ররথং পূর্ব্বে দক্ষিণে গন্ধমাদনম্।

হইয়া উহার চারিদিকে দশ দশ সহস্র যোজন উন্নত হইয়া আছে। পূর্ব্বদিকে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমপার্শ্বে বিপুল এবং উত্তরদিকে সুপার্শ্ব। সেই সকল পর্ব্বতে ক্রমান্বয়ে কদম্ব, জম্বু, পিপ্পল ও বট, একদশশত যোজন উচ্চ এই চারি বৃক্ষ, পর্ব্বতের ধ্বজার ন্যায় নির্ম্মিত হইয়া রহিয়াছে। হে মহামুনে! সেই জম্বুই জম্বু-দ্বীপ নাম হইবার কারণ। সেই জম্বুবৃক্ষের মহাগজ পরিমিত ফল সকল পর্ব্বতপৃষ্ঠে পতিত হইয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহাদের রসে তথায় বিখ্যাত জম্বুনদী উৎপন্ন হইয়াছে। ১০—২০। সেই নদী গন্ধমাদন হইতে নির্গত হইতেছে, তথাকার নিবাসিগণ উহার জল পান করে। জম্বুনদীর জলে স্বেদ বা দৌর্গন্ধ্য নাই, এই জল পান করায় তথায় লোকদিগের জরা বা ইন্দ্রিয়-ক্ষয় হয় না এবং অন্তঃকরণ স্বচ্ছ হয়। তীরস্থ মৃত্তিকা, সুখস্পর্শ বায়ু দ্বারা বিশোষিত হইয়া জাম্বূনদ নামে সুবর্ণরূপে পরিণত হয়, ইহা সিদ্ধ-গণের ভূষণ। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! মেরুর পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ব এবং পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ, তাহাদের মধ্যে ইলাবৃতবর্ষ। সুমেরুর পূর্ব্বে চৈত্ররথ বন,

বৈভ্রাজং পশ্চিমে তদ্বদুত্তরে নন্দনং স্মৃতম্ ॥ ২৪
অরুণোদং মহাভদ্রমসিতোদং সমানসম্।
সরাংস্যেতানি চত্বারি দেবভোগ্যানি সর্ব্বদা ॥ ২৫
শীতান্তশ্চক্রমুঞ্জশ্চ কুররী মাল্যবাংস্তথা।
বৈকঙ্কপ্রমুখা মেরোঃ পূর্ব্বতঃ কেশরাচলাঃ।
ত্রিকূটঃ শিশিরশ্চৈব পতঙ্গো রুচকস্তথা ॥ ২৬
নিষধাদ্যা দক্ষিণতস্তস্য কেসরপর্ব্বতাঃ।
শিখিবাসাঃ সবৈদূর্য্যাঃ কপিলো গন্ধমাদনঃ।
জারুধিপ্রমুখাস্তদ্বৎ পশ্চিমে কেসরাচলাঃ ॥ ২৭
মেরোরনন্তরাঙ্গেষু জঠরাদিম্ববস্থিতাঃ।
শঙ্খকূটোঽথ ঋষভো হংসো নাগস্তথাপরঃ।
কালঞ্জরাদ্যাশ্চ তথা উত্তরে কেসরাচলাঃ ॥ ২৮
চতুর্দ্দশসহস্রাণি যোজনানাং মহাপুরী।
মেরোরুপরি মৈত্রেয় ব্রহ্মণঃ প্রথিতা দিবি ॥ ২৯
তস্যাঃ সমন্ততশ্চাষ্টৌ দিশাসু বিদিশাসু চ।
ইন্দ্রাদিলোকপালানাং প্রখ্যাতাঃ প্রবরাঃ পুরঃ ॥৩০

বিষ্ণুপাদবিনিষ্ক্রান্তা প্লাবয়িত্বেন্দুমণ্ডলম্।
সমন্তাদ্ ব্রহ্মণঃ পুর্য্যাং গঙ্গা পততি বৈ দিবঃ ॥ ৩১
সা তত্র পতিতা দিক্ষু চতুর্দ্ধা প্রতিপদ্যতে।
সীতা চালকনন্দা চ চক্ষুর্ভদ্রা চ বৈ ক্রমাৎ ॥ ৩২
পূর্ব্বেণ শৈলাৎ সীতা তু শৈলং যাত্যন্তরিক্ষগা।
ততশ্চ পূর্ব্ববর্ষেণ ভদ্রাশ্বেনৈতি সার্ণবম্ ॥ ৩৩
তথৈবালকনন্দাপি দক্ষিণেনৈত্য ভারতম্।
প্রয়াতি সাগরং ভূত্বা সপ্তভেদা মহামুনে ॥ ৩৪
চক্ষুশ্চ পশ্চিমগিরীনতীত্য সকলাংস্ততঃ।
পশ্চিমং কেতুমালাখ্যং বর্ষং গত্বৈতি সাগরম্ ॥ ৩৫
ভদ্রা তথোত্তরগিরীনুত্তরাংশ্চ তথা কুরূন্।
অতীত্যোত্তরমম্ভোধিং সমভ্যেতি মহামুনে ॥ ৩৬
আনীলনিষধায়ামৌ মাল্যবদ্গন্ধমাদনৌ।
তয়োর্ম্মধ্যগতো মেরুঃ কর্ণিকাকারসংস্থিতঃ ॥ ৩৭
ভারতাঃ কেতুমালাশ্চ ভদ্রাশ্বাঃ কুরবস্তথা।
পত্রাণি লোকপদ্মস্য মর্য্যাদা শৈলবাহ্যতঃ ॥ ৩৮

দক্ষিণে গন্ধমাদন বন, পশ্চিমে বৈভ্রাজবন এবং উত্তরে সেইরূপ নন্দন বন আছে। অরুণোদয় মহাভদ্র, অসিতোদ এবং মানস এই চারিটী দেবভোগ্য সরোবর সর্ব্বদা মেরুর চারিদিকে রহিয়াছে। শীতান্ত, ক্রমুঞ্জ, কুররী এবং মাল্যবান্, বৈকঙ্কপ্রধান এই সকল পর্ব্বত (ভূপদ্মের কর্ণিকার রূপ) মেরুর পূর্ব্বদিকের কেশর। ত্রিকূট, শিশির, পতঙ্গ এবং রুচক, নিষধপ্রধান এই সকল পর্ব্বত তাহার দক্ষিণ দিকের কেশর। শিখিবাসা, বৈদূর্য্য, কপিল ও গন্ধমাদন, জারুধি-প্রধান এই সকল কেশর পর্ব্বত সেইরূপ পশ্চিমদিকে অবস্থিত। শঙ্খকূট, ঋষভ, হংস এবং নাগ, কালঞ্জরপ্রধান এই সকল কেশরাচল উত্তরদিকে অবস্থিত। এই সমুদায় পর্ব্বত মেরুর অন্তরঙ্গে অর্থাৎ মূল সমীপস্থ অঙ্গে এবং জঠরাদিতে অবস্থিত রহিয়াছে। হে মৈত্রেয়! মেরুর উপরিভাগে অন্তরীক্ষে চতুর্দ্দশ সহস্র যোজন পরিমিত ব্রহ্মার বিখ্যাত মহাপুরী (ব্রহ্মপুরী) রহিয়াছে। তাহার চারি-দিকে ও চারি কোণে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ পুর সকল আছে। ২১—৩০।

বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা চন্দ্রমণ্ডলের চতুর্দ্দিক্ প্লাবিত করিয়া অন্তরীক্ষ হইতে ব্রহ্মপুরীতে পতিত হইতেছেন। সেই গঙ্গা যেখানে পতিত হইয়া চতুর্দ্দিকে চতুর্ধা বিভক্ত হইতেছেন, তাঁহাদের নাম সীতা, অলকনন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা; তন্মধ্যে সীতা পূর্ব্ববাহিনী হইয়া আকাশপথে এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে গমন করিতে-ছেন, তদনন্তর তিনি ভদ্রাশ্ব নামক পূর্ব্ববর্ষ দিয়া সমুদ্রে মিলিত হইতেছেন। মহামুনে! সেইরূপ অলকনন্দাও দক্ষিণবাহিনী হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া সপ্তভাগে বিভক্ত হওত সাগরে গমন করিতেছেন। চক্ষুও পশ্চিমদিক্-স্থিত পর্ব্বত সকল অতিক্রমপূর্ব্বক কেতুমাল নামক পশ্চিমবর্ষ হইয়া সাগরে মিলিত হইতে-ছেন। মহামুনে! ভদ্রা সেইরূপ উত্তরগিরি এবং উত্তরকুরু অতিক্রম করিয়া উত্তরসমুদ্রে গমন করিতেছেন। মাল্যবান্ ও গন্ধমাদন পর্ব্বত উত্তর-দক্ষিণে নীল ও নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত দীর্ঘ। মেরু তাহাদের মধ্যে কর্ণিকাকারে সংস্থিত। মর্য্যাদা-শৈলের মধ্যবর্ত্তী ভারতবর্ষ, কেতুমালবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ এবং কুরুবর্ষ জম্বুদ্বীপ-

জঠরো দেবকূটশ্চ মর্য্যাদাপর্ব্বতাবুভৌ।
তৌ দক্ষিণোত্তরায়ামবানীলনিষধায়তৌ ॥ ৩৯
গন্ধমাদনকৈলাসৌ পূর্ব্বপশ্চায়তাবুভৌ।
অশীতিযোজনায়ামবর্ণবান্তর্ব্ব্যবস্থিতৌ ॥ ৪০
নিষধঃ পারিপাত্রশ্চ মর্য্যাদাপর্ব্বতাবুভৌ।
মেরোঃ পশ্চিমদিগ্‌ভাগেযথাপূর্ব্বৌতথাস্থিতৌ ॥ ৪১
ত্রিশৃঙ্গো জারুধিশ্চৈব উত্তরৌ বর্ষপর্ব্বতৌ।
পূর্ব্বপশ্চায়তাবেতৌ অর্ণবান্তর্ব্ব্যবস্থিতৌ ॥ ৪২
ইত্যেতে মুনিবর্য্যোক্তা মর্য্যাদাপর্ব্বতাস্তব।
জঠরাদ্যাঃ স্থিতা মেরোস্তেষাং দ্বৌদ্বৌ চতুর্দ্দিশম্ ॥
মেরোশ্চতুর্দ্দিশং যে তু প্রোক্তাঃ কেসরপর্ব্বতাঃ।
শীতান্তাদ্যা মুনে তেষামতীব হি মনোরমাঃ ॥ ৪৪
শৈলানামন্তরে দ্রোণ্যঃ সিদ্ধচারণসেবিতাঃ।
সুরম্যাণি তথা তাসু কাননানি পুরাণি চ ॥ ৪৫
লক্ষ্মীবিষ্ণ্বগ্নিসূর্য্যাদিদেবানাং মুনিসত্তম।
তাস্বায়তনবর্ষাণি জুষ্টানি বরকিন্নরৈঃ ॥ ৪৬
গন্ধর্ব্বযক্ষরক্ষাংসি তথা দৈতেয়দানবাঃ।
ক্রীড়ন্তি তাসু রম্যাসু শৈলদ্রোণীবহর্নিশম্ ॥ ৪৭
ভৌমা হেতে স্মৃতাঃ স্বর্গা ধর্ম্মিণামালয়া মুনে।
নৈতেষু পাপকর্ম্মাণো যান্তি জন্মশতৈরপি ॥ ৪৮
ভদ্রাশ্বে ভগবান্ বিষ্ণুরাস্তে হয়শিরাদ্বিজ।
বরাহঃ কেতুমালে তু ভারতে কূর্ম্মরূপধৃক্ ॥ ৪৯
মৎস্যরূপশ্চ গোবিন্দঃ কুরুষাস্তে জনার্দ্দনঃ।
বিশ্বরূপেণ সর্ব্বত্র সর্ব্বঃ সর্ব্বেশ্বরো হরিঃ ॥ ৫০
সর্ব্বস্যাধারভূতোঽসৌ মৈত্রেয়াস্তেঽখিলাত্মকঃ।
যানি কিম্পুরুষাদীনি বর্ষাণ্যষ্টৌ মহামুনে।
ন তেষু শোকো নায়াসো নোদ্বেগঃক্ষুদ্ভয়াদিকম্ ॥৫১
সুস্থাঃ প্রজা নিরাতঙ্কাঃ সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতাঃ।
দশদ্বাদশবর্ষাণাং সহস্রাণি স্থিরায়ুষঃ ॥ ৫২
ন তেষু বর্ষতে দেবো ভৌমান্যম্ভাংসি তেষু বৈ।
কৃতত্রেতাদিকা নৈব তেষু স্থানেষু কল্পনা ॥ ৫৩

রূপ পদ্মের পত্র স্বরূপ। জঠর ও দেবকূট এই দুইটী মর্য্যাদাপর্ব্বত; তাহারা উত্তর-দক্ষিণে নীল ও নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত দীর্ঘ। পূর্ব্ব-পশ্চিমে আয়ত গন্ধমাদন ও কৈলাস, এই দুই মর্য্যাদা-পর্ব্বত অশীতি যোজন করিয়া দীর্ঘ এবং সমুদ্রের অন্তর্ভাগে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত। মেরুর পশ্চিমদিক্‌ভাগে নিষধ ও পারিপাত্র নামক দুই মর্য্যদা পর্ব্বত, পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী দুই পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থিত অর্থাৎ তাহারা যেমন নীল নিষধ পর্য্যন্ত দীর্ঘ, সেইরূপ মেরুর উত্তরদিকে ত্রিশৃঙ্গ ও জারুধি দুই বর্ষ-পর্ব্বত আছে, এই দুইটী পূর্ব্বপশ্চিমে দীর্ঘ এবং সাগরগর্ভে প্রবিষ্ট। হে মুনিবর! এই সকল জঠরাদি সীমা-পর্ব্বতের বিষয় তোমাকে বলিলাম। তাহাদের দুই দুইটী পর্ব্বত মেরুর চতুদ্দিকে আছে। মুনে! মেরুর চতুদ্দিকে শীতান্ত প্রভৃতি যে সকল কেশর পর্ব্বতের কথা বলিলাম, তাহাদের মধ্যে অনেক মনোরম কন্দর আছে। সিদ্ধ-দেব গায়কগণ তথায় বাস করেন। সেই সকল কন্দরে সুরম্য কানন ও পুর আছে। ৩১—৪৫। হে মুনি-সত্তম! সেই সকল স্থানে লক্ষ্মী, বিষ্ণু, অগ্নি ও সূর্য্যাদি দেবগণের শ্রেষ্ঠ কিন্নরসেবিত আয়তন বর্ষ সকল রহিয়াছে। গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, দৈতেয় ও দানবসমূহ সেই সকল রমনীয় শৈল-কন্দরে দিবানিশি ক্রীড়া করিতেছেন। মুনে! এই সকল স্থান ভৌম অর্থাৎ পৃথিবীর স্বর্গ বলিয়া উল্লিখিত হয়। ইহা ধাম্মিক লোক-দিগের বাসস্থান, পাপিষ্ঠগণ শত জন্মেও এখানে যাইতে পারে না। ব্রহ্মন্! ভগবান্ বিষ্ণু ভদ্রাশ্ববর্ষে হয়শিরারূপে, কেতুমালবর্ষে বরাহ-রূপে এবং ভারতবর্ষে কূর্ম্মরূপে অবস্থিত আছেন। জনার্দ্দন গোবিন্দ, কুরুবর্ষে মৎস্য-রূপে রহিয়াছেন। সর্ব্ব সর্ব্বেশ্বর হরি বিশ্ব-রূপে সর্ব্বত্রই বিরাজমান। তিনি সকলের আধার ও অখিলাত্মক। মহামুনে! কিম্পুরু-ষাদি যে আটটী বর্ষ, সে সকলে শোক, শ্রম, উদ্বেগ, ক্ষুধা ও ভয়াদি নাই। প্রজাগণ স্বস্থ, নিরাতঙ্ক, সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিত এবং দশ বা দ্বাদশ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত স্থিরায়ু হইয়া জীবিত থাকে। সে সকল স্থানে পর্জ্জন্যদেব বর্ষণ করেন না,—পার্থিব জলই প্রচুর পরিমাণে আছে এবং সেই সকল স্থানে সত্য ত্রেতাদি কল্পনা নাই।

সর্ব্বেষেতেষু বর্ষেষু সপ্ত সপ্ত কুলাচলাঃ।
নদ্যশ্চ শতশস্তেভ্যঃ প্রসূতা যা দ্বিজোত্তম ॥ ৫৪

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েহংশে
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ ॥ ১
নবযোজনসাহস্রো বিস্তারোহস্য মহামুনে।
কর্ম্মভূমিরিয়ং স্বর্গমপবর্গঞ্চ গচ্ছতাম্ ॥ ২
মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমান্ ঋক্ষপর্ব্বতঃ।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তাত্র কুলপর্ব্বতাঃ ॥ ৩
অতঃ সম্প্রাপ্যতে স্বর্গো মুক্তিমস্মাৎ প্রয়ান্তি বৈ।
তির্য্যক্ত্বং নরকঞ্চাপি যান্ত্যতঃ পুরুষা মুনে ॥ ৪
ইতঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যশ্চান্তশ্চ গম্যতে।
নখল্বন্যত্র মর্ত্ত্যানাং কর্ম্ম ভূমৌ বিধীয়তে ॥ ৫
ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদান্ নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুমান্ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্।
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গন্ধর্ব্বস্ত্বথ বারুণঃ ॥ ৬
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ ॥ ৭
পূর্ব্বে কিরাতা যস্য স্যুঃ পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ ॥ ৮
ইজ্যাযুদ্ধবণিজ্যাদ্যৈর্ব্বর্ত্তয়ন্তো ব্যবস্থিতাঃ।
শতদ্রুচন্দ্রভাগাদ্যা হিমবৎপাদনির্গতাঃ ॥ ৯
বেদস্মৃতিমুখাদ্যাশ্চ পারিপাত্রোদ্ভবা মুনে।
নর্ম্মদাসুরসাদ্যাশ্চ নদ্যো বিন্ধ্যাদ্রিনির্গতাঃ ॥ ১০
তাপীপয়োষ্ণীনির্ব্বিন্ধ্যা প্রমুখা ঋক্ষসম্ভবাঃ।
গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেণ্যাদিকাস্তথা ॥ ১১
সহ্যপাদোদ্ভবা নদ্যঃ স্মৃতাঃ পাপভয়াপহাঃ।

হে দ্বিজোত্তম! এই সকল বর্ষে সাত সাতটী করিয়া কুলাচল এবং শত শত নদী আছে; নদীসমূহ সেই সকল কুলপর্ব্বত হইতে নিঃসৃত। ৪৬—৫৪।

দ্বিতীয়াংশে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, যাহা সমুদ্রের উত্তর ও হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ, তাহার নাম ভারতবর্ষ; যেখানে ভরতের বংশ বাস করেন। হে মহামুনে! ইহার বিস্তার নবসহস্র যোজন। ইহা স্বর্গগামী এবং মোক্ষগামী পুরুষদিগের কর্ম্মভূমি। এখানে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র, এই সাতটী কুলপর্ব্বত আছে। মুনে! এই স্থান হইতে স্বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়, পুরুষেরা এই স্থান হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হন এবং এখান হইতে তির্য্যক্‌জাতিত্বে ও নরকে গমন করে। এই স্থান হইতে স্বর্গ (ভৌমস্বর্গ—ইলাবৃতাদিবর্ষ), মোক্ষ (সদ্যোমুক্তি) অন্তরীক্ষ লোক এবং পাতালাদি লোকে গমন করা যায়। অন্য কোনও স্থানে মনুষ্যদিগের কর্ম্মের বিধি নাই। এই ভারতবর্ষের নয় ভাগ আছে, শ্রবণ কর। ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান্, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব্ব, বারুণ এবং এই সাগরসংবৃত দ্বীপ, তাহাদের মধ্যে নবম। এই দ্বীপ উত্তর দক্ষিণে সহস্র যোজন দীর্ঘ। ইহার পূর্ব্বদিকে কিরাতগণ আছে, পশ্চিমে যবনেরা অবস্থিত এবং মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ভাগানুসারে যজ্ঞ, যুদ্ধ, বাণিজ্য প্রভৃতি অবলম্বন করত বাস করিতেছেন। শতদ্রু চন্দ্রভাগাদি নদী হিমালয়ের মূলদেশ হইতে নির্গত হইয়াছে। হে মুনে! বেদ-স্মৃতি-প্রধানা কতগুলি নদী পারিপাত্র পর্ব্বত হইতে উৎপন্না। নর্ম্মদা ও সুরসাদি নদী বিন্ধ্যাচল হইতে নির্গত। ১—১০। তাপী, পয়োষ্ণী ও নির্ব্বিন্ধ্যা প্রভৃতি নদী, ঋক্ষ পর্ব্বত হইতে সমুৎপন্না। গোদাবরী, ভীমরথী ও কৃষ্ণবেণী আদি পাপভয়হারিণী নদী সহ্য পর্ব্ব-

কৃতমালাতাম্রপর্ণীপ্রমুখা মলয়োদ্ভবাঃ॥ ১২
ত্রিসামাচার্য্যকুল্যাদ্যা মহেন্দ্রপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ।
ঋষিকুল্যাকুমার্য্যাদ্যাঃ শুক্তিমৎপাদসম্ভবাঃ॥ ১৩
আসাং নদ্যুপনদ্যশ্চ সন্ত্যন্যাশ্চ সহস্রশঃ।
তাস্বিমে কুরুপাঞ্চালা মধ্যদেশাদয়ো জনাঃ॥ ১৪
পূর্ব্বদেশাদিকাশ্চৈব কামরূপনিবাসিনঃ।
পুণ্ড্রাঃ কলিঙ্গা মগধা দাক্ষিণাত্যাশ্চ সর্ব্বশঃ॥ ১৫
তথাপরান্তাঃ সৌরাষ্ট্রাঃ শূরাভীরাস্তথার্ব্বুদাঃ।
কারূষা মালবাশ্চৈব পারিপাত্রনিবাসিনঃ॥ ১৬
সৌবীরাঃ সৈন্ধবা হূণাঃ শাল্বাঃ শাকলবাসিনঃ।
মদ্রারামাস্তথাম্বষ্ঠাঃ পারসীকাদয়স্তথা॥ ১৭
আসাং পিবন্তি সলিলং বসন্তি সরিতাং সদা।
সমীপতো মহাভাগা হৃষ্টপুষ্টজনাকুলাঃ॥ ১৮
চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগান্যত্র মহামুনে।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চান্যত্র ন ক্বচিৎ॥ ১৯
তপস্তপ্যন্তি মুনয়ো জুহ্বতে চাত্র যজ্বিনঃ।

তের পাদদেশ হইতে উৎপন্না। কৃতমালা ও তাম্রপর্ণীপ্রধানা কতকগুলি নদী মলয় হইতে উৎপন্না। ত্রিসামা আর্য্যকুল্যাদি নদী মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে উৎপন্না এবং ঋষিকুল্যা ও কুমারী আদি কতগুলি নদী শুক্তিমান্ পর্ব্বতের পাদসম্ভবা। ইহাদের সহস্র সহস্র শাখানদী ও উপনদী আছে। কুরুপাঞ্চালবাসিগণ, মধ্যদেশাদিস্থানবাসিজন, পূর্ব্বদেশবাসিগণ, কামরূপনিবাসিগণ, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ ও সমস্ত দাক্ষিণাত্যবাসিগণ এবং অপরান্ত, সৌরাষ্ট্র, শূর, ভীর, অর্ব্বুদ, কারূষ, মালব ও পারিপাত্রনিবাসিগণ; সৌবীর, সৈন্ধব, হূণ, শাল্ব ও শালকবাসিগণ; মদ্র, আরাম, অম্বষ্ঠ ও পারসীকাদি, এই সমস্ত লোক সেই সকল নদীর তীরে বাস করেন এবং তাহাদের জল পান করেন। এই সকল নদীর সমীপবর্ত্তী দেশ সকল হৃষ্ট পুষ্ট মনুষ্যে পরিপূর্ণ এবং মহা ভাগ্যবান্। হে মহামুনে! এই ভারতবর্ষেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি চারিযুগ অর্থাৎ ধর্ম্মের হ্রাস বৃদ্ধি আছে,—অন্য কোথাও নাই। এখানে মুনিগণ তপস্যা করেন, যাজ্ঞিকগণ হোম করেন এবং

দানানি চাত্র দীয়ন্তে পরলোকার্থমাদরাৎ॥ ২০
পুরুষৈর্যজ্ঞপুরুষো জম্বুদ্বীপে সদেজ্যতে।
যজ্ঞৈর্যজ্ঞময়ো বিষ্ণুরন্যদ্বীপেষু চান্যথা॥ ২১
অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্ম্মভূরেষা ততোঽন্যা ভোগভূময়ঃ॥ ২২
অত্র জন্মসহস্রাণাং সহস্রৈরপি সত্তম।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ॥ ২৩
গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥ ২৪
কর্ম্মাণ্যসঙ্কল্পিততৎফলানি
সংন্যস্য বিষ্ণৌ পরমাত্মভূতে।
অবাপ্য তাং কর্ম্মমহীমনন্তে
তস্মিল্লঁয়ং যে ত্বমলাঃ প্রয়ান্তি॥ ২৫
জানীম নৈতৎ ক্ব বয়ং বিলীনে
স্বর্গপ্রদে কর্ম্মণি দেহবন্ধম্।
প্রাপ্স্যাম ধন্যাঃ খলু তে মনুষ্যা
যে ভারতে নেন্দ্রিয়বিপ্রহীনাঃ॥ ২৬

এই স্থানেই লোকে পরলোকের জন্য আদরপূর্ব্বক দান করিয়া থাকেন। ১১—২০। জম্বুদ্বীপে মনুষ্যগণ যজ্ঞময় যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুকে সর্ব্বদা যজ্ঞ দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন। অন্যদ্বীপে অন্য প্রকার, অর্থাৎ সোম সূর্য্যাদির পূজা হয়। মহামুনে! জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু ইহা কর্ম্মভূমি, তদ্ভিন্ন অন্য স্থানগুলি ভোগভূমি। হে সাধুশ্রেষ্ঠ! জীবগণ সহস্র সহস্র জন্মের পর পুণ্যবলে কদাচিৎ এই ভারতবর্ষে মনুষ্য জন্মলাভ করেন। দেবগণ এইরূপ গীতিগান করিয়া থাকেন, "যাঁহারা স্বর্গ ও মোক্ষাস্পদের পথ-স্বরূপ ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা আমাদের অপেক্ষাও অধিক ধন্য। সেই অমল অর্থাৎ নিষ্পাপ ব্যক্তিগণ এই কর্ম্মভূমিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক নিকাম কর্ম্ম করত পরমাত্মভূত বিষ্ণুতে অর্পণ করিয়া তাঁহাতে লয় (ঐক্য) প্রাপ্ত হন। স্বর্গপ্রদ কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া গেলে, আমরা কোথায় জন্মগ্রহণ করিব, ইহা

নববর্ষং তু মৈত্রেয় জম্বুদ্বীপমিদং ময়া।
লক্ষযোজনবিস্তারং সংক্ষেপাৎ কথিতং তব ॥ ২৭
জম্বুদ্বীপং সমাবৃত্য লক্ষযোজনবিস্তরঃ।
মৈত্রেয় বলয়াকারঃ স্থিতঃ ক্ষারোদধির্ব্বহিঃ ॥ ২৮
ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েঽংশে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।
ক্ষারোদেন যথা দ্বীপো জম্বুসংজ্ঞোঽভিবেষ্টিতঃ।
সংবেষ্ট্য ক্ষারমুদধিং প্লক্ষদ্বীপস্তথা স্থিতঃ ॥ ১
জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারঃ শতসাহস্রসংমিতঃ।
স এবং দ্বিগুণো ব্রহ্মন্ প্লক্ষদ্বীপ উদাহৃতঃ ॥ ২
সপ্ত মেধাতিথেঃ পুত্রাঃ প্লক্ষদ্বীপেশ্বরস্য বৈ।
জ্যেষ্ঠঃ শান্তভয়ো নাম শিশিরস্তদনন্তরম্ ॥ ৩
সুখোদয়স্তথানন্দঃ শিবঃ ক্ষেমক এব চ।
ধ্রুবশ্চ সপ্তমস্তেষাং প্লক্ষদ্বীপেশ্বরা হি তে ॥ ৪
পূর্ব্বং শান্তভয়ং বর্ষং শিশিরং সুখদং তথা।
আনন্দঞ্চ শিবঞ্চৈব ক্ষেমকং ধ্রুবমেব চ ॥ ৫
মর্য্যাদাকারকাস্তেষাং তথান্যে বর্ষপর্ব্বতাঃ।
সপ্তৈব তেষাং নামানি শৃণুষ্ব মুনিসত্তম ॥ ৬
গোমেদশ্চৈব চন্দ্রশ্চ নারদো দুন্দুভিস্তথা।
সোমকঃ সুমনাশ্চৈব বৈভ্রাজশ্চৈব সপ্তমঃ ॥ ৭
বর্ষাচলেষু রম্যেষু সর্ব্বেষ্বেতেষু চানঘাঃ।
বসন্তি দেবগন্ধর্ব্বসহিতাঃ সততং প্রজাঃ ॥ ৮
তেষু পুণ্যা জনপদাশ্চিরাচ্চ ম্রিয়তে জনঃ।
নাধয়ো ব্যাধয়ো বাপি সর্ব্বকালসুখং হি তৎ ॥ ৯
তেষাং নদ্যস্তু সপ্তৈব বর্ষাণাঞ্চ সমুদ্রগাঃ।
নামতস্তাঃ প্রবক্ষ্যামি শ্রুতাঃ পাপং হরন্তি যাঃ ॥১০
অনুতপ্তা শিখী চৈব বিপাশা ত্রিদিবা ক্রমুঃ।
অমৃতা সুকৃতা চৈব সপ্তৈতাস্তত্র নিম্নগাঃ ॥ ১১
এতে শৈলাস্তথা নদ্যঃ প্রধানাঃ কথিতাস্তব।
ক্ষুদ্রশৈলাস্তথা নদ্যস্তত্র সন্তি সহস্রশঃ ॥ ১২

জানি না। সেই সকল মনুষ্যই ধন্য, যাঁহারা নিতান্ত ইন্দ্রিয়-বিহীন না হইয়া ভারতে জন্ম লাভ করিয়াছেন”। মৈত্রেয়! নববর্ষবিশিষ্ট লক্ষযোজন বিস্তৃত জম্বুদ্বীপের কথা তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম। হে মৈত্রেয়! লক্ষ যোজন বিস্তৃত লবণ সমুদ্র জম্বুদ্বীপকে পরিবেষ্টন করিয়া বলয়াকারে বহির্ভাগে অবস্থিত রহিয়াছে। ২১-২৮

দ্বিতীয়াংশে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—জম্বুনামক দ্বীপ যেমন লবণসমুদ্র দ্বারা অভিবেষ্টিত, সেইরূপ প্লক্ষদ্বীপ লবণ সমুদ্রকে সংবেষ্টন করিয়া অবস্থিত। হে ব্রহ্মন্! জম্বুদ্বীপের বিস্তার লক্ষ যোজন পরিমিত, সেই প্লক্ষদ্বীপ এইরূপ দ্বিগুণ কথিত হয়। প্লক্ষদ্বীপের অধিপতি মেধাতিথির সাত পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম শান্তভয়! তদনন্তর যথাক্রমে শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, শিব, ক্ষেমক এবং ধ্রুব তাঁহাদের সপ্তম। তাঁহারা প্লক্ষদ্বীপে যথাক্রমে স্ব স্ব নামানুসারে কীর্ত্তিত শান্তভয়বর্ষ, শিশিরবর্ষ, সুখদবর্ষ, আনন্দবর্ষ, শিববর্ষ, ক্ষেমকবর্ষ এবং ধ্রুববর্ষ, এই নয় বর্ষের ঈশ্বর। তাঁহাদের মর্য্যাদাকারক অন্য সাতটী বর্ষপর্ব্বত আছে। হে মুনিসত্তম! তাহাদের নাম শ্রবণ কর। গোমেদ, চন্দ্র, নারদ, দুন্দুভি, সোমক, সুমনঃ এবং সপ্তম বৈভ্রাজ। এই সকল রমণীয় বর্ষাচলে দেব ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত নিষ্পাপ প্রজা সকল সতত বাস করেন। সেই সকল পর্ব্বতে পবিত্র জনপদ সকল আছে! সেখানে চিরকাল (পঞ্চসহস্র বৎসর) পরে লোকের মৃত্যু হয়। তথায় আধি কিংবা ব্যাধি নাই, অতএব সর্ব্বদাই সুখ। সেই সকল বর্ষের সাতটী সমুদ্রগামিনী নদী আছে তাহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর,—শ্রবণ করিলে পাপ নষ্ট হয়। ১—১০। অনুতপ্তা, শিখী, বিপাশা, ত্রিবিদা, ক্রমু, অমৃতা ও সুকৃতা, এই সপ্ত নদী আছে। এই সকল প্রধান প্রধান পর্ব্বত ও নদীর বিষয় তোমাকে বলা হইল।

তাঃ পিবন্তি সদা হৃষ্টা নদীর্জ্জনপদাস্ত তে।
অপসর্পিণী ন তেষাং বৈ ন চৈবোৎসর্পিণী দ্বিজ ॥
ন ত্বেবাস্তি যুগাবস্থা তেষু স্থানেষু সপ্তসু।
ত্রেতাযুগসমঃ কালঃ সর্ব্বদৈব মহামতে ॥ ১৪
প্লক্ষদ্বীপাদিষু ব্রহ্মন্ শাকদ্বীপান্তিকেষু বৈ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি জনা জীবন্ত্যনাময়াঃ ॥ ১৫
ধর্ম্মাঃ পঞ্চ তথৈতেষু বর্ণাশ্রমবিভাগজাঃ।
বর্ণাশ্চ তত্র চত্বারস্তান্ নিবোধ বদামি তে ॥ ১৬
আর্য্যকাঃ কুরবশ্চৈব বিবিংশা ভাবিনশ্চ যে।
বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যাস্তে শূদ্রাশ্চ মুনিসত্তম ॥ ১৭
জম্বুবৃক্ষপ্রমাণস্তু তন্মধ্যে সুমহাংস্তরুঃ।
প্লক্ষস্তন্নামসংজ্ঞোহয়ং প্লক্ষদ্বীপো দ্বিজোত্তম ॥ ১৮
ইজ্যতে তত্র ভগবাংস্তৈর্ব্বর্ণৈরার্য্যকাদিভিঃ।
সোমরূপী জগৎস্রষ্টা সর্ব্বঃ সর্ব্বেশ্বরো হরিঃ ॥১৯
প্লক্ষদ্বীপপ্রমাণেন প্লক্ষদ্বীপঃ সমাবৃতঃ।
তথৈবেক্ষুরসোদেন পরিবেশানুকারিণা ॥ ২০
ইত্যেবং তব মৈত্রেয় প্লক্ষদ্বীপ উদাহৃতঃ।
সংক্ষেপেণ ময়া ভূয়ঃ শাল্মলং মে নিশাময় ॥ ২১
শাল্মলস্যেশ্বরো বীরো বপুষ্মাংস্তৎসুতান্ শৃণু।
তেষান্তু নামসংজ্ঞানি সপ্ত বর্ষাণি তানি বৈ ॥ ২২
শ্বেতোঽথ হরিতশ্চৈব জীমূতো রোহিতস্তথা।
বৈদ্যুতো মানসশ্চৈব সুপ্রভশ্চ মহামুনে ॥ ২৩
শাল্মলেন সমুদ্রোঽসৌ দ্বীপেনেক্ষুরসোদকঃ।
বিস্তারাদ্দ্বিগুণেনাথ সর্ব্বতঃ সংবৃতঃ স্থিতঃ ॥ ২৪
তত্রাপি পর্ব্বতাঃ সপ্ত বিজ্ঞেয়া রত্নযোনয়ঃ।
বর্ষাভিব্যঞ্জকা যে তু তথা সপ্ত চ নিম্নগাঃ ॥ ২৫
কুমুদশ্চোন্নতশ্চৈব তৃতীয়শ্চ বলাহকঃ।
দ্রোণো যত্র মহৌষধ্যঃ স চতুর্থো মহীধরঃ ॥ ২৬
কঙ্কস্তু পঞ্চমঃ ষষ্ঠো মহিষঃ সপ্তমস্তথা।
ককুদ্মান্ পর্ব্বতবরঃ সরিন্নামানি মে শৃণু ॥ ২৭
যোনী তোয়া বিতৃষ্ণা চ চন্দ্রা শুক্লা বিমোচনী।
নিবৃত্তিঃ সপ্তমী তাসাং স্মৃতাস্তাঃ পাপশান্তিদাঃ ॥২৮

সেখানে আরও সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র নদী ও পর্ব্বত আছে। পূর্ব্বোক্ত জনপদবাসী হৃষ্ট লোকগণ সর্ব্বদা সেই সকল নদীর জল পান করে। হে দ্বিজ! সেই জনপদবাসিগণের হ্রাস বৃদ্ধি নাই। হে মহামতে। সেই সপ্ত স্থানে যুগাবস্থা নাই, —সর্ব্বদাই ত্রেতাযুগ সমান কাল বর্ত্তমান আছে। ব্রহ্মন্! প্লক্ষদ্বীপাদি ও শাকদ্বীপান্ত সপ্তদ্বীপে মনুষ্য সকল অনাময় হইয়া পঞ্চসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন। এই সকল দ্বীপে বর্ণাশ্রমবিভাগানুসারে পাঁচ প্রকার ধর্ম্ম (ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ও পরিগ্রহ) আছে, তথায় যে চারিবর্ণ আছে, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। মুনিসত্তম! তথায় যাহারা আর্য্যক, কুরু, বিবিংশ এবং ভাবী জাতি, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। হে দ্বিজোত্তম! তাহার (প্লক্ষদ্বীপের) মধ্যে জম্বুদ্বীপস্থ জম্বুবৃক্ষ পরিমিত একটী সুমহান্ প্লক্ষ তরু আছে। তাহাতেই এই দ্বীপ প্লক্ষনামক হইয়াছে। তথায় সোমরূপী জগৎস্রষ্টা সর্ব্ব-সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ হরি আর্য্যকাদি ত্রিবর্ণ কর্ত্তৃক পূজিত হন। প্লক্ষদ্বীপ-প্রমাণ মণ্ডলাকার ইক্ষু-সমুদ্র দ্বারা প্লক্ষদ্বীপ সমাবৃত। হে মৈত্রেয়! তোমাকে প্লক্ষদ্বীপের বিষয় এইরূপ সংক্ষেপে বলিলাম। আবার শাল্মল দ্বীপের বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর।১১—২১। শাল্মল দ্বীপের রাজা বীর বপুষ্মান্। তৎপুত্রগণের নাম শ্রবণ কর। যথা,—শ্বেত, হরিত জীমূত, রোহিত, বৈদ্যুত, মানস ও সুপ্রভ। হে মহামুনে! তাঁহাদেরই নামানুসারেই সেই সাতটী বর্ষের নাম হইয়াছে। এই ইক্ষুরসোদক সমুদ্র আপনাপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তৃত শাল্মলদ্বীপ দ্বারা সর্ব্বতঃ আবৃত হইয়া স্ফীত আছে। সেখানেও রত্নের উৎপত্তিস্থান ও বর্ষের সীমা-নিরূপক সাতটী পর্ব্বত এবং সাতটী নদী আছে জানিবে। সেই পর্ব্বতগণের নাম যথাক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথম কুমুদ, দ্বিতীয় উন্নত, তৃতীয় বলাহক, চতুর্থ দ্রোণ, এই পর্ব্বতে মহৌষধি সকল আছে পঞ্চম কঙ্ক, ষষ্ঠ মহিষ এবং পর্ব্বতবর ককুদ্মান্ সপ্তম। এক্ষণে নদী সকলের নাম শ্রবণ কর। যথা ;—যোণী, তোয়া, বিতৃষ্ণা, চন্দ্রা, শুক্লা, বিমোচনী এবং নিবৃত্তি তাহাদের সপ্তমী। সেই সকল নদীকে স্মরণ

শ্বেতঞ্চ হরিতঞ্চৈব বৈদ্যুতং মানসং তথা।
জীমূতরোহিতে চৈব সুপ্রভঞ্চাতিশোভনম্॥ ২৯
সপ্তৈতানি তু বর্ষাণি চাতুর্ব্বর্ণ্যযুতানি বৈ।
শাল্মলে যে তু বর্ণাশ্চ বসন্ত্যেতে মহামুনে॥ ৩০
কপিলাশ্চারুণাঃ পীতাঃ কৃষ্ণাশ্চৈব পৃথক্ পৃথক্।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব যজন্তি তে॥৩১
ভগবন্তং সমস্তস্য বিষ্ণুমাত্মানমব্যয়ম্।
বায়ুভূতং মখৈঃ শ্রেষ্ঠৈর্যজিনো যজ্ঞসংস্থিতিম্॥৩২
দেবানামত্র সান্নিধ্যমতীব সুমনোহরে।
শাল্মলিঃ সুমহাবৃক্ষো নাম্না নির্বৃতিকারকঃ॥ ৩৩
এষ দ্বীপঃ সমুদ্রেণ সুরোদেন সমাবৃতঃ।
বিস্তারাচ্ছাল্মলস্যৈব সমেন তু সমন্ততঃ॥ ৩৪
সুরোদকঃ পরিবৃতঃ কুশদ্বীপেন সর্ব্বতঃ।
শাল্মলস্য তু বিস্তারাদ্দ্বিগুণেন সমন্ততঃ॥ ৩৫
জ্যোতিষ্মতঃ কুশদ্বীপে সপ্তপুত্রাঃ শৃণুষ্ব তান্।
উদ্ভিদো বেণুমাংশ্চৈব বৈরথো লম্বনো ধৃতিঃ॥৩৬
প্রভাকরোঽথ কপিলস্তন্নামা বর্ষপদ্ধতিঃ।
তস্মিন্ বসন্তি মনুজাঃ সহ দৈতেয়দানবৈঃ॥ ৩৭
তথৈব দেবগন্ধর্ব্ব-যক্ষকিম্পুরুষাদয়ঃ।
বর্ণাস্তত্রাপি চত্বারো নিজানুষ্ঠানতৎপরাঃ॥ ৩৮
দমিনঃ শুষ্মিণঃ স্নেহা মন্দেহাশ্চ মহামুনে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চানুক্রমোদিতাঃ॥৩৯
যথোক্তকর্ম্মকর্তৃত্বাৎ স্বাধিকারক্ষয়ায় তে।
তত্রৈব তং কুশদ্বীপে ব্রহ্মরূপং জনার্দ্দনম্।
যজন্তঃ ক্ষপয়ন্ত্যগ্রমধিকারং ফলপ্রদম্॥ ৪০
বিদ্রুমো হেমশৈলশ্চ দ্যুতিমান্ পুষ্পবাংস্তথা।
কুশেশয়ো হরিশ্চৈব সপ্তমো মন্দরাচলঃ।
বর্ষাচলাস্তু তত্রৈতে সপ্ত দ্বীপে মহামুনে॥ ৪১
নদ্যস্তু সপ্ত তাসাস্তু শৃণু নামান্যনুক্রমাৎ।
ধূতপাপা শিবা চৈব পবিত্রা সম্মতিস্তথা॥ ৪২
বিদ্যুদম্ভা মহী চান্যা সর্ব্বপাপহরাস্ত্বিমাঃ।
অন্যাঃ সহস্রশস্তত্র ক্ষুদ্রনদ্যস্তথাচলাঃ॥ ৪৩
কুশদ্বীপে কুশস্তম্বঃ সংজ্ঞয়া তস্য তৎস্মৃতঃ।
তৎপ্রমাণেন স দ্বীপো ঘৃতোদেন সমাবৃতঃ॥ ৪৪

করিলে পাপশান্তি হয়। তথায় অতিশোভন শ্বেত, হরিত, বৈদ্যুত, মানস, জীমূত, রোহিত ও সুপ্রভ নামক চাতুর্ব্বর্ণ্য-যুক্ত এই সাত বর্ষ আছে। হে মহামুনে! শাল্মলদ্বীপে কপিল, অরুণ, পীত ও কৃষ্ণ, এই যে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ বাস করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। সেই যাগশীলগণ, সকলের আত্মা, অব্যয় ও যজ্ঞের আশ্রয় ভগবান্ বায়ুভূত বিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন। দেবগণ এই অত্যন্ত সুমনোহর স্থানের নিকটস্থ থাকেন। শাল্মলী নামে একটী সুখদায়ক সুমহান্ বৃক্ষ আছে; এই শাল্মলদ্বীপ, শাল্মলদ্বীপ-তুল্য-বিস্তৃত সুরাসমুদ্র দ্বারা চতুর্দ্দিকে সম্পূর্ণ আবৃত। সুরাসমুদ্র শাল্মলদ্বীপের দ্বিগুণ বিস্তৃত কুশদ্বীপ দ্বারা চতুর্দ্দিকে সম্পূর্ণ সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টিত। কুশদ্বীপে জ্যোতিষ্মানের সাত পুত্র; তাহাদের নাম শ্রবণ কর,—উদ্ভিদ্, বেণুমান্, বৈরথ, লম্বন, ধৃতি, প্রভাকর এবং কপিল। তাঁহাদের নামানুসারেই বর্ষ সকলের নাম নিরূপিত হইয়াছে। সে স্থানে দৈতেয় দানবগণের সহিত মনুষ্যগণ এবং দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিম্পুরুষাদিগণ বাস করেন। সেখানেও স্ব স্ব অনুষ্ঠান-তৎপর চারি বর্ণ আছেন। হে মহামুনে! দমী, শুষ্মী, স্নেহ ও মন্দেহগণ ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা সেই কুশদ্বীপে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিয়া আত্মদ্বারা জ্ঞান কর্ম্মাধিকারক্ষয়ের নিমিত্ত ব্রহ্মরূপ জনার্দ্দনের আরাধনা করত অত্যুগ্র ফলপ্রদ অধিকার অর্থাৎ অহঙ্কারকে উন্মূলিত করেন। ২২—৪০। হে মহামুনে! সেই দ্বীপে বিদ্রুম, হেমশৈল, দ্যুতিমান্, পুষ্পবান্, কুশেশয়, হরি এবং সপ্তম মন্দরাচল নামে এই সাতটী বর্ষপর্ব্বত আছে। নদীও সাতটী আছে, যথাক্রমে তাহাদের নাম শ্রবণ কর। যথা,—ধূতপাপা, শিবা, পবিত্রা, সম্মতি, বিদ্যুৎ, অম্ভা ও মহী। ইহাঁরা সর্ব্বপাপ-হারিণী। তথায় অন্যান্য সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র নদী এবং পর্ব্বত আছে। কুশদ্বীপে একটী কুশস্তম্ব আছে, তাহার নামানুসারে কুশদ্বীপ কথিত হয়। সেই দ্বীপ তৎপরিমাণ ঘৃতসমুদ্র দ্বারা সমাবৃত এবং

ঘৃতোদশ্চ সমুদ্রো বৈ ক্রৌঞ্চদ্বীপেন সংবৃতঃ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপো মহাভাগ শ্রূয়তাঞ্চাপরো মহান্ ॥ ৪৫
কুশদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দ্বিগুণো যস্য বিস্তরঃ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপে দ্যুতিমতঃ পুত্রাঃ সপ্ত মহাত্মনঃ ॥ ৪৬
তন্নামানি চ বর্ষাণি তেষাং চক্রে মহীপতিঃ ॥ ৪৭
কুশলো মন্দগশ্চোষ্ণঃ পীবরোঽপ্যন্ধকারকঃ।
মুনিশ্চ দুন্দুভিশ্চৈব সপ্তৈতে তৎসুতা মুনে ॥ ৪৮
তত্রাপি দেবগন্ধর্ব্বসেবিতাঃ সুমনোহরাঃ।
বর্ষাচলা মহাবুদ্ধে তেষাং নামানি মে শৃণু ॥ ৪৯
ক্রৌঞ্চশ্চ বামনশ্চৈব তৃতীয়শ্চান্ধকারকঃ।
দেবাবৃৎ পঞ্চমশ্চাত্র তথান্যঃ পুণ্ডরীকবান্।
দুন্দুভিশ্চ মহাশৈলো দ্বিগুণাস্তে পরস্পরম্ ॥ ৫০
দ্বীপাদ্দ্বীপেষু যে শৈলা যথা দ্বীপানি তে তথা ॥ ৫১
বর্ষেষ্বেতেষু রম্যেষু তথা শৈলবরেষু চ।
নিবসন্তি নিরাতঙ্কাঃ সহদেবগণৈঃ প্রজাঃ ॥ ৫২
পুষ্করাঃ পুষ্কলা ধন্যাস্তিষ্যাখ্যাশ্চ মহামুনে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চানুপক্রমোদিতাঃ ॥

ঘৃতোদ সমুদ্র ক্রৌঞ্চদ্বীপ দ্বারা সংবৃত। হে মহাভাগ! ক্রৌঞ্চ নামক এই অপর মহাদ্বীপের বিষয় শ্রবণ কর। ইহার বিস্তার কুশদ্বীপের বিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ। ক্রৌঞ্চদ্বীপে মহাত্মা দ্যুতিমানের সাত পুত্র হয়। মহীপতি (দ্যুতিমান্) তাঁহাদের নামানুসারে বর্ষ সকলের নাম নিরূপণ করেন। হে মুনে! কুশল, মন্দগ, উষ্ণ, পীবর, অন্ধকারক, মুনি ও দুন্দুভি এই সাতটী তাঁহার পুত্র। হে মহাবুদ্ধে! সেখানেও দেব-গন্ধর্ব্বসেবিত সুমনোহর বর্ষপর্ব্বত আছে; তাহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। ক্রৌঞ্চ, বামন, অন্ধকারক, দেবাবৃৎ, অন্য পুণ্ডরীকবান্ পঞ্চম, দুন্দুভি ষষ্ঠ এবং সপ্তম মহাশৈল। তাহারা উত্তরোত্তর পরস্পর দ্বিগুণ অর্থাৎ এক দ্বীপ অপেক্ষা অপর দ্বীপ যেমন দ্বিগুণ, সেইরূপ সেই সকল দ্বীপে যে সকল পর্ব্বত আছে, তাহারাও পরস্পর দ্বিগুণ। ৪১—৫১। এই সকল রমণীয় বর্ষ ও পর্ব্বতে নিরাতঙ্ক প্রজাবর্গ দেবগণের সহিত বাস করেন। হে মহামুনে! এই দ্বীপে পুষ্কর, পুষ্কল, ধন্য ও তিষ্য নামক

সপ্ত প্রধানাঃ শতশস্তত্রান্যাঃ ক্ষুদ্রনিম্নগাঃ ॥ ৫৪
গৌরী কুমুদ্বতী চৈব সন্ধ্যা রাত্রির্মনোজবা।
ক্ষান্তিশ্চ পুণ্ডরীকা চ সপ্তৈতা বর্ষনিম্নগাঃ ॥ ৫৫
তত্রাপি বিষ্ণুর্ভগবান্ পুষ্করাদ্যৈর্জ্জনার্দ্দনঃ।
যাগৈ রুদ্রস্য রূপশ্চ ইজ্যতে যজ্ঞসন্নিধৌ ॥ ৫৬
ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ সমুদ্রেণ দধিমণ্ডোদকেন চ।
আবৃতঃ সর্ব্বতঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপতুল্যেন মানতঃ ॥ ৫৭
দধিমণ্ডোদকশ্চাপি শাকদ্বীপেন সংবৃতঃ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দ্বিগুণেন মহামুনে ॥ ৫৮
শাকদ্বীপেশ্বরস্যাপি ভব্যস্য সুমহাত্মনঃ।
সপ্তৈব তনয়াস্তেষাং দদৌ বর্ষাণি সপ্ত সঃ ॥ ৫৯
জলদশ্চ কুমারশ্চ সুকুমারো মনীচকঃ।
কুসুমোদশ্চ মৌদাকিঃ সপ্তমশ্চ মহাদ্রুমঃ ॥ ৬০
তৎসংজ্ঞান্যেব তত্রাপি সপ্ত বর্ষাণ্যনুক্রমাৎ।
তত্রাপি পর্ব্বতাঃ সপ্ত বর্ষবিচ্ছেদকারিণঃ ॥ ৬১
পূর্ব্বস্তত্রোদয়গিরির্জ্জলাধারস্তথাপরঃ।

লোকেরা যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলিয়া কথিত হয়। হে মৈত্রেয়! তাঁহারা তথায় যে সকল নদীর জল পান করেন, তাহা-দের নাম শ্রবণ কর। তন্মধ্যে গৌরী, কুমুদ্বতী, সন্ধ্যা, রাত্রি, মনোজবা, ক্ষান্তি ও পুণ্ডরীকা এই সাতটী বর্ষই প্রধান। এতদ্ভিন্ন এখানে অন্যান্য শত শত ক্ষুদ্র নদী আছে। সেই দ্বীপেও পুষ্করাদি বর্ণ সকল রুদ্ররূপী ভগবান্ জনার্দ্দন বিষ্ণুকে যজ্ঞে পূজা করিয়া থাকেন। ক্রৌঞ্চদ্বীপের তুল্যপরিমাণ দধিমণ্ডোদক সমুদ্র দ্বারা ক্রৌঞ্চদ্বীপ সর্ব্বতোভাবে আবৃত। মহা-মুনে! দধিসমুদ্রও ক্রৌঞ্চদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তৃত শাকদ্বীপ দ্বারা সমাবৃত। শাকদ্বীপের ঈশ্বর সুমহাত্মা ভব্যেরও সাত পুত্র। তিনি তাঁহাদিগকে সপ্ত বর্ষ বিভাগ করিয়া দেন। তাহাদিগের নাম,—জলদ, কুমার, সুকুমার, মনীচক, কুসুমোদ, মৌদাদি এবং সপ্তম পুত্র মহাদ্রুম। ৫১—৬০। তথায় যথাক্রমে তত্তৎ নামক সাতটী বর্ষ আছে এবং বর্ষবিচ্ছেদকারী সপ্ত পর্ব্বত আছে। হে দ্বিজ! তাহার পূর্ব্ব-দিকে উদয়গিরি; অপর পর্ব্বত সকলের নাম,—

তথা রৈবতকঃ শ্যামস্তথৈবাস্তো গিরির্দ্বিজ ॥ ৬২
আক্বিকেয়স্তথা রম্যঃ কেসরী পর্ব্বতোত্তমঃ।
শাকস্তত্র মহাবৃক্ষঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতঃ ॥ ৬৩
যত্রত্যবাতসংস্পর্শাদাহ্লাদো জায়তে পরঃ।
তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যসমন্বিতাঃ ॥ ৬৪
নদ্যশ্চাত্র মহাপুণ্যাঃ সর্ব্বপাপভয়াপহাঃ।
সুকুমারী কুমারী চ নলিনী ধেনুকা চ যা ॥ ৬৫
ইক্ষুশ্চ বেণুকা চৈব গভস্তী সপ্তমী তথা।
অন্যাস্ত্বযুতশস্তত্র ক্ষুদ্রনদ্যো মহামুনে ॥ ৬৬
মহীধরাস্তথা সন্তি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
তাঃ পিবন্তি মুদা যুক্তা জলদাদিষু যে স্থিতাঃ ॥৬৭
বর্ষেষু তে জনপদাঃ স্বর্গাদভ্যেত্য মেদিনীম্।
ধর্ম্মহানির্ন তেষস্তি ন সংঘর্ষঃ পরস্পরম্ ॥ ৬৮
মর্য্যাদাব্যুৎক্রমো নাস্তি তেষু দেশেষু সপ্তসু।
মৃগাশ্চ মাগধাশ্চৈব মানসা মন্দগাস্তথা ॥ ৬৯
মৃগা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠা মাগধাঃ ক্ষত্রিয়াস্তথা।
বৈশ্যাস্তু মানসাস্তেষাং শূদ্রাস্তেষাস্তু মন্দগাঃ ॥ ৭০

শাকদ্বীপে তু তৈর্বিষ্ণুঃ সূর্য্যরূপধরো মুনে।
যথোক্তৈরিজ্যতে সম্যক্‌কর্ম্মভির্নিয়তাত্মভিঃ ॥ ৭১
শাকদ্বীপস্তু মৈত্রেয় ক্ষীরোদেন সমন্ততঃ।
শাকদ্বীপপ্রমাণেন বলয়েনেব বেষ্টিতঃ ॥ ৭২
ক্ষীরাব্ধিঃ সর্ব্বতো ব্রহ্মন্ পুষ্করাখ্যেন বেষ্টিতঃ।
দ্বীপেন শাকদ্বীপাত্তু দ্বিগুণেন সমন্ততঃ ॥ ৭৩
পুষ্করে সবলস্যাপি মহাবীরোঽভবৎ সুতঃ।
ধাতকিশ্চ তয়োস্তত্র দ্বে বর্ষে নামচিহ্নিতে ॥ ৭৪
মহাবীরং তথৈবান্যং ধাতকীখণ্ডসংজ্ঞিতম্।
একশ্চাত্র মহাভাগ প্রখ্যাতো বর্ষপর্ব্বতঃ ॥ ৭৫
মানসোত্তরসংজ্ঞো বৈ মধ্যতো বলয়াকৃতিঃ।
যোজনানাং সহস্রাণি ঊর্দ্ধং পঞ্চাশদুচ্ছ্রিতঃ ॥ ৭৬
তাবদেব চ বিস্তীর্ণঃ সর্ব্বতঃ পরিমণ্ডলঃ।
পুষ্করদ্বীপবলয়ং মধ্যেন বিভজন্নিব ॥ ৭৭
স্থিতোঽসৌ তেন বিচ্ছিন্নং জাতং তদ্বর্ষকদ্বয়ম্।
বলয়াকারমেকৈকং তয়োর্ব্বর্ষং তথা গিরিঃ ॥ ৭৮
দশবর্ষসহস্রাণি তত্র জীবন্তি মানবাঃ।
নিরাময়া বিশোকাশ্চ রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৭৯

জলাধার, রৈবতক, শ্যাম, অস্তগিরি, আক্বিকেয়, রম্য এবং পর্ব্বতোত্তম কেশরী। তথায় সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিত একটী মহাশাক বৃক্ষ আছে। এই স্থানের বায়ুস্পর্শে পরম আহ্লাদ জন্মে। সেখানে চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমন্বিত অনেক পবিত্র জনপদ আছে। সর্ব্বপাপ-ভয়নাশিনী অতিপবিত্রা অনেক নদীও আছে। তন্মধ্যে সুকুমারী, কুমারী, নলিনী, ধেনুকা, ইক্ষু, বেণুকা এবং গভস্তী এই সাতটীই প্রধান। মহামুনে! তথায় অন্যান্য অযুত অযুত ক্ষুদ্র নদী এবং শত সহস্র পর্ব্বত আছে। স্বর্গভোগানন্তর স্বর্গ হইতে মেদিনীতে আসিয়া জলদাদিবর্ষে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়া আছেন, তাঁহারা আনন্দিত হইয়া সেই সকল নদীর জলপান করেন। সেই সকল বর্ষে ধর্ম্মহানি এবং পরস্পর কলহ নাই। সেই সপ্তদেশে মর্য্যাদাহানি নাই। মৃগ, মাগধ, মানস এবং মন্দগ চারিবর্ণ আছে। তাহাদের মধ্যে মৃগগণ,—ব্রাহ্মণ ভূমিষ্ঠ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মাগধগণ,—ক্ষত্রিয়, মানসগণ,—বৈশ্য এবং মন্দগগণ—শূদ্র। ৬১—৭০। হে মুনে! শাকদ্বীপে পূর্ব্বোক্ত বর্ণ সকল সংযতাত্মা হইয়া যথাশাস্ত্র কর্ম্ম দ্বারা ভগবান্ সূর্য্যরূপধারী কৃষ্ণকে পূজা করিয়া থাকেন। হে মৈত্রেয়! শাকদ্বীপ-প্রমাণ বলয়াকার ক্ষীরোদসমুদ্র দ্বারা শাকদ্বীপ চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত। হে ব্রহ্মন্! শাকদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমিত পুষ্কর নামক দ্বীপ ক্ষীরসমুদ্রকে চারিদিকে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া আছে। পুষ্করদ্বীপে মহাবীর ও ধাতকি নামে সবলের দুই পুত্র হয়। তাঁহাদের নামানুসারে দুই বর্ষের নাম মহাবীরবর্ষ এবং ধাতকিখণ্ড হইয়াছে। হে মহাভাগ! এখানে মানসোত্তর নামে একটী বিখ্যাত বর্ষপর্ব্বত আছে। মধ্যভাগে বলয়াকারে অবস্থিত, পঞ্চাশ সহস্র যোজন উচ্চ এবং সেই পরিমাণে বিস্তীর্ণ সম্পূর্ণ গোলাকার এই গিরি বলয়াকার পুষ্করদ্বীপকে মধ্যস্থলে বিভক্ত করিয়া আছে, তাহাতে সেই বর্ষদ্বয় বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রত্যেকেই সেইরূপ বলয়াকার হইয়াছে। পুষ্করদ্বীপে মানবগণ নিরাময়, বিশোক এবং

অধমোত্তমৌ ন তেষ্বাস্তাং ন বধ্যবধকো দ্বিজ।
নের্ষ্যাসূয়া ভয়ং দ্বেষো দোষো লোভাদিকো ন চ॥
মহাবীরং বহির্ব্বর্ষং ধাতকীখণ্ডমন্ততঃ।
মানসোত্তরশৈলস্থ দেবদৈত্যাদিসেবিতম্॥ ৮১
সত্যানৃতে ন তত্রাস্তাং দ্বীপে পুষ্করসংজ্ঞিতে।
ন তত্র নদ্যঃ শৈলা বা দ্বীপে বর্ষদ্বয়ান্বিতে॥ ৮২
তুল্যবেশাস্তু মনুজা দেবাস্তত্রৈকরূপিণঃ।
বর্ণাশ্রমাচারহীনং ধর্ম্মাহরণবর্জ্জিতম্॥ ৮৩
ত্রয়ীবার্ত্তাদণ্ডনীতিশুশ্রূষারহিতঞ্চ তৎ।
বর্ষদ্বয়স্তু মৈত্রেয় ভৌমস্বর্গোঽয়মুত্তমঃ॥ ৮৪
সর্ব্বস্থ সুখদঃ কালো জরারোগাদিবর্জ্জিতঃ।
ধাতকীখণ্ডসংজ্ঞেঽথ মহাবীরে চ ৈব মুনে॥ ৮৫
ন্যগ্রোধঃ পুষ্করদ্বীপে ব্রহ্মণঃ স্থানমুত্তমম্।
তস্মিন্নিবসতি ব্রহ্মা পূজ্যমানঃ সুরাসুরৈঃ॥ ৮৬
স্বাদূদকেনোদধিনা পুষ্করঃ পরিবেষ্টিতঃ।
সমেন পুষ্করস্যৈব বিস্তারান্মণ্ডলং তথা॥ ৮৭
এবং দ্বীপাঃ সমুদ্রৈস্তু সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ।
দ্বীপশ্চৈব সমুদ্রশ্চ সমানৌ দ্বিগুণৌ পরৌ॥ ৮৮
পয়াংসি সর্ব্বদা সর্ব্ব-সমুদ্রেষু সমানি বৈ।
ন্যূনাতিরিক্ততা তেষাং কদাচিন্নৈব জায়তে॥ ৮৯
স্থালীস্থমগ্নিসংযোগাদুদ্রেকি সলিলং যথা।
তথেন্দুবৃদ্ধৌ সলিলমম্ভোধৌ মুনিসত্তম॥ ৯০
ন ন্যূনা নাতিরিক্তাশ্চ বর্দ্ধন্ত্যাপো হ্রসন্তি চ।
উদয়াস্তময়েষ্বিন্দোঃ পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ॥ ৯১
দশোত্তরাণি পঞ্চৈব অঙ্গুলানাং শতানি বৈ।
অপাং বৃদ্ধিক্ষয়ৌ দৃষ্টৌ সামুদ্রীণাং মহামুনে॥ ৯২
ভোজনং পুষ্করদ্বীপে তত্র স্বয়মুপস্থিতম্।
ষড়্‌রসং ভুঞ্জতে বিপ্র প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সদৈব হি॥৯৩
স্বাদূদকস্যাপরতো দৃশ্যতেঽলোকসংস্থিতিঃ।
দ্বিগুণা কাঞ্চনী ভূমিঃ সর্ব্বজন্তুবিবর্জ্জিতা॥ ৯৪
লোকালোকস্তথা শৈলো যোজনাযুতবিস্তৃতঃ।
উচ্ছ্রায়েণাপি তাবন্তি সহস্রাণ্যচলো হি সঃ॥৯৫

রাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত হইয়া দশসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। হে দ্বিজ। তাহাদের মধ্যে উত্তম অধম নাই, বধ্য বধক নাই, ঈর্ষা নাই, অসূয়া ভয় দ্বেষ ও লোভাদি দোষ নাই। ৭১—৮০। দেব-দৈত্যাদি সেবিত মহাবীরবর্ষ মানসোত্তর গিরির বহির্ভাগে এবং ধাতকিখণ্ড অন্তর্ভাগে অবস্থিত। পুষ্করদ্বীপে সত্য মিথ্যা নাই এবং বর্ষদ্বয়ান্বিত সেই দ্বীপে কোন নদী বা অন্য পর্ব্বতও নাই। সেখানে মনুষ্যগণ ও দেবগণ তুল্যবেশ (সমানসুখী) এবং একরূপ। হে মৈত্রেয়! সেই বর্ষ দুইটী বর্ণ ও আশ্রমাচারহীন, কাম্যধর্ম্মানুষ্ঠান-বর্জ্জিত এবং ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ড-নীতি ও শুশ্রূষা রহিত, (সুতরাং) ইহা উত্তম ভৌম স্বর্গ। মুনে! ধাতকিখণ্ডে ও মহাবীরবর্ষে কাল জরারোগাদি-বর্জ্জিত এবং সকলের সুখ-প্রদ। পুষ্করদ্বীপে ব্রহ্মার উত্তম স্থান একটী ন্যগ্রোধ বৃক্ষ আছে। ব্রহ্মা সুরাসুরগণ কর্তৃক পূজ্যমান হইয়া তাহাতে বাস করিতেছেন। পুষ্করের সমান বিস্তৃত স্বাদূদক সমুদ্র পুষ্কর-দ্বীপকে মণ্ডলাকারে সমভাবে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। এইরূপে সপ্তদ্বীপ সপ্তসমুদ্র দ্বারা আবৃত। দ্বীপ ও তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সমুদ্র পরস্পর সমান এবং পরবর্ত্তী দ্বীপ ও সমুদ্র পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বীপ ও সমুদ্রের দ্বিগুণ। সকল সমুদ্রের জল সর্ব্বদা সমান থাকে, কখনও ন্যূনা-ধিক হয় না। হে মুনিসত্তম! স্থালীস্থিত জল অগ্নির উত্তাপে যেমন স্ফীত হয়, চন্দ্রের বৃদ্ধি হইলে সমুদ্রের জলও সেইরূপ উদ্রিক্ত হইয়া থাকে। অন্যূন ও অনতিরিক্ত সমুদ্রবারি চন্দ্রের উদয়াস্তময় শুক্ল কৃষ্ণ পক্ষে বর্দ্ধিত ও হ্রাস হয়। মহামুনে! সামুদ্রিক জলের বৃদ্ধি ও ক্ষয় পাঁচ-শত দশ অঙ্গুল দেখা যায়। হে বিপ্র! সেই পুষ্করদ্বীপে সমস্ত প্রজা সর্ব্বদাই স্বয়ং উপস্থিত (অযত্ন-সুলভ) ষড়্‌রস-বিশিষ্ট ভোজ্যবস্তু আহার করিয়া থাকে। স্বাদূদক সমুদ্রের পরে দ্বিগুণপরিমিত অলোক-সংস্থিতি এবং সর্ব্ব জন্তু-বিবর্জ্জিত কাঞ্চনী ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়।* আহার পর অযুত যোজন বিস্তৃত লোকালোক পর্ব্বত। সেই শৈল অযুত সহস্র যোজন উচ্চ।

---

* যোগিগণ দেখিতে পান।

ততস্তমঃসমাবৃত্য তং শৈলং সর্ব্বতঃ স্থিতম্।
তমশ্চাণ্ডকটাহেন সমন্তাৎ পরিবেষ্টিতম্॥ ৯৬
পঞ্চাশৎকোটিবিস্তারা সেয়মুর্ব্বী মহামুনে।
সহৈবাণ্ডকটাহেন সদ্বীপাব্ধিমহীধরা॥ ৯৬
সেয়ং ধাত্রী বিধাত্রী চ সর্ব্বভূতগুণাধিকা।
আধারভূতা সর্ব্বেষাং মৈত্রেয় জগতামিতি॥ ৯৮

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েঽংশে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।
বিস্তার এষ কথিতঃ পৃথিব্যা ভবতো ময়া।
সপ্ততিস্তু সহস্রাণি দ্বিজোচ্ছ্রায়োঽপি কথ্যতে॥ ১
দশসাহস্রমেকৈকং পাতালং মুনিসত্তম।
অতলং বিতলঞ্চৈব নিতলঞ্চ গভস্তিমৎ।
মহাখ্যং সুতলঞ্চাগ্রং পাতালঞ্চাপি সপ্তমম্॥ ২
শুক্লা কৃষ্ণারুণা পীতা শর্করা শৈলকাঞ্চনাঃ।
ভূময়ো যত্র মৈত্রেয় বরপ্রাসাদমণ্ডিতাঃ॥ ৩
তেষু দানবদৈতেয়া যক্ষাশ্চ শতশস্তথা।
নিবসন্তি মহানাগ-জাতয়শ্চ মহামুনে॥ ৪
স্বর্লোকাদপি রম্যাণি পাতালানীতি নারদঃ।
প্রাহ স্বর্গসদাং মধ্যে পাতালেভ্যো গতো দিবি॥৫
আহ্লাদকারিণঃ শুভ্রা মণয়ো যত্র সুপ্রভাঃ।
নাগৈরাভ্রিয়মাণাস্থ পাতালং কেন তৎ সমম্॥ ৬
দৈত্যদানবকন্যাভিরিতশ্চেতশ্চ শোভিতে।
পাতালে কস্য ন প্রীতির্ব্বিমুক্তস্যাপি জায়তে॥ ৭
দিবার্করশ্ময়ো যত্র প্রভাং তন্বতি নাতপম্।
শশিনশ্চ ন শীতায় নিশিদ্যোতায় কেবলম্॥ ৮
ভক্ষ্যভোজ্যমহাপানমুদিতৈরতিভোগিভিঃ।
যত্র ন জ্ঞায়তে কালো গতোঽপি দনুজাদিভিঃ॥৯
বনানি নদ্যো রম্যাণি সরাংসি কমলাকরাঃ।

তদনন্তর গাঢ় অন্ধকার সেই পর্ব্বতকে সর্ব্বতঃ আবৃত করিয়া অবস্থিত! অন্ধকারও অণ্ড-কটাহ দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত। মহামুনে! অণ্ড-কটাহের মধ্যবর্ত্তিনী দ্বীপ, সমুদ্র ও পর্ব্বতের সহিত সেই এই পৃথিবী পঞ্চাশৎকোটি যোজন বিস্তৃতা। হে মৈত্রেয়! আকাশাদি সর্ব্বভূত অপেক্ষা অধিকগুণবিশিষ্টা সেই এই পৃথিবী সমস্ত জগতের ধাত্রী (পালনকর্ত্রী) বিধাত্রী (জনয়িত্রী) এবং আধারভূতা। ৮১—৯৮।

দ্বিতীয়াংশে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪॥

পঞ্চম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজ! পৃথিবীর এই বিস্তার তোমাকে কহিলাম। উহার উচ্চতাও সপ্ততি সহস্র যোজন কথিত হইতেছে। মুনি-সত্তম! অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমৎ মহা-তল, শ্রেষ্ঠ সুতল এবং সপ্তম পাতাল নামে সাতটী পাতালই (ভূ-বিবর) প্রত্যেকে দশ সহস্র যোজন পরিমিত। হে মৈত্রেয়! এই সপ্ত পাতালের শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ শোভিত ভূমি সকল যথাক্রমে শুক্লা, কৃষ্ণা, অরুণা, পীতা, শর্করা, শৈলী এবং কাঞ্চনী। মহামুনে! সেই সকল স্থানে দানবগণ, দৈতেয়গণ, শত শত যক্ষ এবং মহানাগজাতি সকল বাস করে। নারদ, পাতালসমূহ হইতে (পাতাল সকল পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক) স্বর্গে গিয়া দেবগণের মধ্যে বলিয়াছিলেন যে, পাতাল সকল স্বর্গলোক অপেক্ষাও রমণীয়। তথায় আনন্দজনক সুপ্রভাশালী অনেক শুভ্র মণি আছে, নাগগণ সেই সকল মণি ধারণ করেন,—সেই পাতাল কাহার সহিত সমান হইবে? অর্থাৎ অপ্রতিম সুখস্থান। দৈত্য-দানবকন্যাগণ দ্বারা ইতস্ততঃ শোভিত পাতালে কাহার না প্রীতি জন্মে? বিরাগী ব্যক্তিরও আনন্দ হয়। দিবাকররশ্মি তথায় কেবল প্রভা বিস্তার করে,—উত্তাপ বিস্তার করে না এবং রাত্রিকালে চন্দ্রের রশ্মি কেবল আলোকের কারণ হয়,—শীতের কারণ হয় না। তথায় অতি ভোগ-বিশিষ্ট দনুজাদিগণ ভক্ষ, ভোজ্য ও মহা-পানে আনন্দিত হইয়া, সময় গত হইলেও জানিত পারেন না। অনেক বন, নদী, রমণীয়

পুংস্কোকিলাভিলাপাশ্চ মনোজ্ঞান্যপরাণি চ ॥ ১০
ভূষণান্যতিরম্যাণি গন্ধাঢ্যঞ্চানুলেপনম্।
বীণাবেণুমৃদঙ্গানাং স্বনাস্তূর্য্যাণি চ দ্বিজ ॥ ১১
এতান্যন্যানি চোদারভাগ্যভোগ্যানি দানবৈঃ।
দৈত্যোরগৈশ্চ ভুজ্যন্তে পাতালান্তরগোচরৈঃ ॥১২
পাতালানামধশ্চাস্তে বিষ্ণোর্যা তামসী তনুঃ।
শেষাখ্যা যদ্‌গুণান্ বক্তুং ন শক্তা দৈত্যদানবাঃ ॥
যোঽনন্তঃ পঠ্যতে সিদ্ধৈর্দেবো দেবর্ষিপূজিতঃ।
স সহস্রশিরা ব্যক্তস্বস্তিকামলভূষণঃ ॥ ১৪
ফণামণিসহস্রেণ যঃ স বিদ্যোতয়ন্ দিশঃ।
সর্ব্বান্ করোতিনির্বীর্য্যান্‌হিতায়জগতোঽসুরান্ ॥ ১৫
মদাঘূর্ণিতনেত্রোঽসৌ যঃ সদৈবৈককুণ্ডলঃ।
কিরীটী স্রগ্ধরো ভাতি সাগ্নিঃ শ্বেত ইবাচলঃ ॥ ১৬
নীলাবাসা মদোৎসিক্তঃ শ্বেতহারোপশোভিতঃ।
সাভ্রগঙ্গাপ্রবাহোঽসৌ কৈলাসাদ্রিরিবোন্নতঃ ॥ ১৭
লাঙ্গলাসক্তহস্তাগ্রো বিভ্রন্মূষলমুত্তমম্।
উপাস্যতে স্বয়ং কান্ত্যা যো বারুণ্যা চ মূর্ত্তয়া ॥১৮
কল্পান্তে যস্য বক্ত্রেভ্যো বিষানলশিখোজ্জ্বলঃ।
সঙ্কর্ষণাত্মকো রুদ্রো নিষ্ক্রম্যাত্তি জগত্ত্রয়ম্ ॥ ১৯
স বিভ্রচ্ছেখরীভূতমশেষং ক্ষিতিমণ্ডলম্।
আস্তে পাতালমূলস্থঃ শেষোঽশেষসুরার্চিতঃ ॥২০
তস্য বীর্য্যং প্রভাবঞ্চ স্বরূপং রূপমেব চ।
নহি বর্ণয়িতুং শক্যং জ্ঞাতুং বা ত্রিদশৈরপি ॥ ২১
যস্যৈষা সকলা পৃথ্বী ফণামণিশিখারুণা।
আস্তে কুসুমমালেব কস্তদ্বীর্য্যং বদিষ্যতি ॥ ২২
যদা বিজৃম্ভতেঽনন্তো মদাঘূর্ণিতলোচনঃ।
তদা চলতি ভূরেষা সাদ্রিতোয়াব্ধিকাননা ॥ ২৩
গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ সিদ্ধাঃ কিন্নরোরগচারণাঃ।
নান্তং গুণানাং গচ্ছন্তি তেনানন্তোঽয়মব্যয়ঃ ॥২৪
যস্য নাগবধূহস্তৈর্লাপিতং হরিচন্দনম্।
মুহুঃ শ্বাসানিলাপাস্তং যাতি দিক্ষ্বুদবাসতাম্ ॥ ২৫

সরঃ, কমলাকর (কমলপূর্ণ সরোবর), পুংস্কোকিলের মধুর আলাপ এবং অপর অনেক মনোজ্ঞ বিষয় আছে। ১—১০। হে দ্বিজ! অতি রমণীয় ভূষণ সকল, গন্ধপূর্ণ অনুলেপন, বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গের স্বর এবং তূর্য্য এই সকল এবং সৌভাগ্যভোগ্য অন্যান্য অনেক বিষয় পাতালবাসী দানব, দৈত্য ও সর্পগণ ভোগ করিতেছেন। পাতাল সকলের অধোভাগে বিষ্ণুর শেষ নামে যে তামসী তনু আছেন, দৈত্যদানবেরাও যাঁহার গুণ বর্ণন করিতে অশক্ত এবং যে দেবর্ষিপূজিত দেবকে সিদ্ধগণ অনন্ত বলিয়া থাকেন, তিনি সহস্র শিরাঃ এবং ব্যক্তস্বস্তিকরূপ অমলভূষণ; অর্থাৎ মস্তকের চিহ্ন তাঁহার ভূষণস্বরূপ। তিনি জগতের হিতের নিমিত্ত সহস্রফণা মণি দ্বারা দিক্ সকল সমুজ্জ্বল করিয়া সমস্ত অসুরকে নির্ব্বীর্য্য করিতেছেন; যিনি মদঘূর্ণিতনেত্র এবং সর্ব্বদা এক কুণ্ডল, কিরীট ও মালাধারী হইয়া অগ্নিযুক্ত শ্বেত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। ইহাঁর নীল বসন। ইনি মদোৎসিক্ত ও শ্বেতহারে উপশোভিত হইয়া কৃষ্ণমেঘ ও গঙ্গা-প্রবাহযুক্ত কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় উন্নত হইয়াছেন। ইহাঁর এক হস্তে লাঙ্গল ও অন্য হস্তে উত্তম মুষল। স্বয়ং লক্ষ্মী এবং বারুণী দেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া যাঁহাকে উপসনা করিতেছেন।১১-১৮। কল্পান্ত সময়ে তাঁহার মুখ হইতে বিষানল দ্বারা উজ্জ্বলাকৃতি সঙ্কর্ষণ নামক রুদ্র নিষ্ক্রান্ত হইয়া ত্রিজগৎ ভক্ষণ করেন। সেই অশেষ দেবগণপূজিত শেষ মুকুটবৎ স্থিত অশেষ ক্ষিতিমণ্ডলকে ধারণ করত পাতালমূলে অবস্থিত আছেন। দেবগণও তাঁহার বীর্য্য, প্রভাব, স্বরূপ (তত্ত্ব) এবং রূপ বর্ণন করিতে বা জানিতে পারেন না। এই সমগ্র পৃথিবী যাঁহার ফণামণি সকলের কিরণে অরুণবর্ণা হইয়া পুষ্পমালার ন্যায় মস্তকে স্থিত রহিয়াছে, তাঁহার বীর্য্য কে বর্ণন করিতে পারিবে? মদঘূর্ণিত-লোচন অনন্ত যখন জৃম্ভণ করেন, তখন গিরি, সমুদ্র ও কাননসহ এই ভূমণ্ডল কম্পিত হইতে থাকে। গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, সিদ্ধ, কিন্নর, উরুগ ও চারণগণ গুণের অন্ত পান না বলিয়া এই অব্যয় "অনন্ত" নামে খ্যাত। নাগবধূগণ তাঁহার অঙ্গে হরিচন্দনের যে অনুলেপন দিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার নিশ্বাসবায়ু দ্বারা বারংবার বিক্ষিপ্ত হইয়া চতু-

যমারাধ্য পুরাণর্ষির্গর্গো জ্যোতীংষি তত্ত্বতঃ।
জ্ঞাতবান্ সকলঞ্চৈব নিমিত্তপঠিতং ফলম্॥ ২৬
তেনেয়ং নাগবর্য্যেণ শিরসা বিধৃতা মহী।
বিভর্ত্তি মালাং লোকানাং সদেবাসুরমানুষাম্॥ ২৭

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েঽংশে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।
ততশ্চ নরকান্ বিপ্র ভুবোঽধঃ সলিলস্য চ।
পাপিনো যেষু পাত্যন্তে তান্ শৃণুষ্ব মহামুনে॥ ১
রৌরবঃ শূকরো রোধস্তালো বিশসনস্তথা।
মহাজ্বালস্তপ্তকুম্ভো শ্বসনোঽথ বিমোহনঃ॥ ২
রুধিরান্ধো বৈতরণী ক্রিমীশঃ ক্রিমিভোজনঃ।
অসিপত্রবনং কৃষ্ণো লালভক্ষশ্চ দারুণঃ॥ ৩
তথা পূয়বহঃ পাপো বহ্নিজ্বালো হ্যধঃশিরাঃ।
সন্দংশঃ কালসূত্রশ্চ তমশ্চাবীচিরেব চ॥ ৪
শ্বভোজনোঽথাপ্রতিষ্ঠশ্চাবীবিশ্চ তথাপরঃ।
ইত্যেবমাদয়শ্চান্যে নরকা ভৃশদারুণাঃ॥ ৫
যমস্য বিষয়ে ঘোরাঃ শস্ত্রাগ্নিভয়দায়িনঃ।
পতন্তি তেষু পুরুষাঃ পাপকর্ম্মরতাস্তু যে॥ ৬
কূটসাক্ষী তথা সম্যক্ পক্ষপাতেন যো বদেৎ।
যশ্চান্যদনৃতং বক্তি স নরো যাতি রৌরবম্॥ ৭
ভ্রূণহা পুরহর্ত্তা চ গোঘ্নশ্চ মুনিসত্তম।
যান্তি তে নরকং রোধং যশ্চোচ্ছ্বাসনিরোধকঃ॥ ৮
সুরাপো ব্রহ্মহা স্তেয়ী সুবর্ণস্য চ শূকরে।
প্রয়াতি নরকে যশ্চ তৈঃ সংসর্গমুপৈতি বৈ॥ ৯
রাজন্যবৈশ্যহা তালে তথৈব গুরুতল্পগঃ।
তপ্তকুণ্ডে স্বস্গামী হন্তি রাজভটাংশ্চ যঃ॥ ১০
সাধ্বীবিক্রয়কৃদ্বদ্ধপালঃ কেসরিবিক্রয়ী।
তপ্তলোহে পতন্ত্যেতে যশ্চ ভক্তং পরিত্যজেৎ॥

র্দ্দিকে জল-সুগন্ধিকরণচূর্ণ স্বরূপ হয়। পুরাতন ঋষি গর্গ যাঁহার আরাধনা করিয়া গ্রহ-নক্ষত্রাদি এবং উৎপাত শকুনাদি বিষয়ে শুভাশুভ যথার্থ-রূপে অবগত হইয়াছেন, সেই নাগশ্রেষ্ঠ কর্ত্তৃক এই পৃথিবী ধৃত হইয়া দেব, অসুর ও মনুষ্য সহিত লোকমালা (পাতালাদি লোক সকল) ধারণ করিতেছেন। ১৯—২৭।

দ্বিতীয়াংশে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—হে বিপ্র! তদনন্তর পৃথিবী এবং জলের নিম্নভাগে * যে নরক সকল আছে,—পাপিষ্ঠগণ যাহাতে নিক্ষিপ্ত হয়—হে মহামুনে! তাহাদের বিবরণ শ্রবণ কর। রৌরব, শূকর, রোধ, তাল, বিশসন, মহাজ্বাল, তপ্তকুম্ভ, শ্বসন, বিমোহন, রুধিরান্ধ, বৈতরণী কৃমীশ, কৃমীভোজন, অসিপত্রবন, কৃষ্ণ, লালভক্ষ, দারুণ, পাপ, পূয়বহ, বহ্নিজ্বাল, অধঃশিরা, সন্দংশ, কালসূত্র, তম অবীচি, শ্বভোজন, অপ্রতিষ্ঠ ও অপর অবীচি ইত্যাদি এবং আরও অতিশয় দারুণ অনেক নরক আছে। শস্ত্রভয় ও অগ্নি-ভয়-দায়ী এই সকল ঘোর নরক যমের অধি-কারস্থ। যে পুরুষেরা পাপকর্ম্মে রত হয়, তাহারা সেই সকল নরকে পতিত হয়। যে ব্যক্তি কূটসাক্ষী (জানিয়াও বলে না, অথবা অন্যরূপ বলে), যে সম্পূর্ণ পক্ষপাত করিয়া বলে এবং যে মিথ্যা কহে, তাহারা রৌরব নরকে গমন করে। হে মুনিসত্তম। যাহারা ভ্রূণহত্যাকারী, পুরহরণ কর্ত্তা ও গোঘাতক, তাহারা রোধ নরকে গমন করে; এই রোধ নরকে শ্বাসরোধ হইয়া যায়। সুরাপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী, সুবর্ণ-চোর এবং যাহারা এই সকলের সহিত সংসর্গ করে, তাহারা শূকর নরকে গমন করে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যহন্তা লোক, তাল নরকে এবং গুরুপত্নী-গামী তপ্তকুণ্ড নরকে যায়। ভগিনীগামী ব্যক্তি, যে রাজদূতকে হত্যা করে, স্ত্রীবিক্রয়ী, কারাগৃহ-

---

* পৃথিবীর এবং তমোগর্ত্তস্থ জলের অধঃ ও ব্রহ্মাণ্ডগত গর্ভোদকের ঊর্দ্ধ।

স্নুষাং সুতাং বাপি গত্বা মহাজ্বালে নিপাত্যতে।
অবমন্তা গুরূণাং যো যশ্চাক্রোষ্টা নরাধমঃ॥ ১২
বেদদূষয়িতা যশ্চ বেদবিক্রয়কশ্চ যঃ।
অগম্যগামী যশ্চ স্যাং তে যান্তি লবণং দ্বিজ॥১৩
চৌরো বিমোহে পততি মর্য্যাদাদূষকস্তথা।
বেদদ্বিজপিতৃদ্বেষ্টা রত্নদূষয়িতা চ যঃ।
স যাতি ক্রিমিভক্ষে বৈ ক্রিমীশে চ দুরিষ্টকৃৎ॥
পিতৃদেবাতিথীন্ যশ্চ পর্য্যশ্নাতি নরাধমঃ।
লালভক্ষে স যাত্যুগ্রে শরকর্ত্তা চ বেধকে॥ ১৫
করোতি কর্ণিনো যশ্চ যশ্চ খড়্গাদিকৃৎ নরঃ।
প্রয়ান্ত্যেতে বিশসনে নরকে ভৃশদারুণে॥ ১৬
অসৎপ্রতিগ্রহীতা তু নরকে যাত্যধোমুখে।
অযাজ্যযাজকশ্চৈব তথা নক্ষত্রসূচকঃ॥ ১৭
ক্রিমিপূয়বহশ্চৈকো যাতি মিষ্টান্নভুঙ্নরঃ।
লাক্ষামাংসরসানাঞ্চ তিলানাং লবণস্য চ।
বিক্রেতা ব্রাহ্মণো যাতি তমেব নরকং দ্বিজ॥ ১৮
মার্জ্জারকুক্কুটচ্ছাগশ্ববরাহবিহঙ্গমান্।
পোষয়ন্নরকং যাতি তমেব দ্বিজসত্তম॥ ১৯
রঙ্গোপজীবী কৈবর্ত্তঃ কুণ্ডাশী গরদস্তথা।
সূচী মাহিষিকশ্চৈব পর্ব্বকারী চ যো দ্বিজঃ॥ ২০
আগারদাহী মিত্রঘ্নঃ শাকুনিগ্রামযাজকঃ।
রুধিরান্ধে পতন্ত্যেতে সোমং বিক্রীণতে চ যে॥২১
মধুহা গ্রামহন্তা চ যাতি বৈতরণীং নরঃ।
রেতঃপনাদিকর্ত্তারো মর্য্যাদাভেদিনো হি যে।
তে কৃষ্ণে যান্ত্যশৌচাশ্চ কুহকাজীবিনশ্চ যে॥ ২২
অসিপত্রবনং যাতি বনচ্ছেদী বৃথৈব যঃ।
ঔরভ্রিকা মৃগব্যাধা বহ্নিজ্বালে পতন্তি বৈ॥ ২৩
যান্ত্যেতে দ্বিজ তত্রৈব যে চাপাকেষু বহ্নিদাঃ।

রক্ষক, অশ্ববিক্রেতা এবং যে ভক্ত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, ইহারা তপ্তলোহ নরকে পতিত হয়। ১—১১। পুত্রবধূ বা কন্যা গমন করিলে মহাজ্বাল নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। যে নরাধম গুরুজনের অবমাননা বা তাঁহাদের প্রতি আক্রোশ করে, যে বেদনিন্দা বা বেদবিক্রয় করে এবং অগম্যা গমন করে, হে দ্বিজ! তাহারা লবণ নরকে যায়। চৌর ব্যক্তি বিমোহন নরকে পতিত হয়। শিষ্টাচার-নিন্দক, দেব ব্রাহ্মণ ও পিতৃদ্বেষ্টা এবং যে রত্নকে দূষিত করে, তাহারা কৃমিভক্ষ নরকে এবং অভিচারকারী ব্যক্তি কৃমীশ নরকে গমন করে। যে নরাধম পিতৃ, দেব ও অতিথিকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে আহার করে, সে অতি উগ্র লালভক্ষ নরকে এবং বাণপ্রস্তুতকারী বেধক নরকে গমন করে। যে ব্যক্তি কর্ণীনামক বাণ বা যে ব্যক্তি খড়্গাদি নির্ম্মাণ করে, তাহারা অত্যন্ত দারুণ বিশসন নরকে গমন করে। অসৎপ্রতিগ্রাহী, অযাজ্য-যাজক এবং নক্ষত্রগণকেরা অধোমুখ নরকে যায়। হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি পুত্রপ্রভৃতিকে বঞ্চনা করিয়া স্বয়ং মিষ্টান্ন ভোজন করে, সে, লাক্ষা, মাংস সমস্ত রস (দুগ্ধাদি) তিল ও লবণবিক্রেতা ব্রাহ্মণ, ইহারা কৃমিযুক্ত পূয়বহ নরকে গমন করে। হে দ্বিজসত্তম! বিড়াল কুক্কুট, ছাগ, কক্কুর, বরাহ ও পক্ষী সকলকে (জীবিকার্থ) পোষণ করিলে ব্রাহ্মণ সেই (পূয়বহ) নরকেই যায়। যে সকল ব্রাহ্মণ রঙ্গোপজীবি (নটমল্লাদি বৃত্তি অবলম্বনকারী) ধীবর কুণ্ডাশী (পতিবর্ত্তমানে উপপতির ঔরসজাত ব্যক্তির অন্নভোজী), বিষদাতা, খল, মাহিষিক * পর্ব্বকারী (ধনলোভে অপর্ব্বে অমাবস্যাদি ক্রিয়া প্রবর্ত্তক) গৃহদাহী, মিত্রহন্তা, শাকুনিক ও গ্রামযাজক হয় এবং সোম বিক্রয় করে, ইহারা সকলেই রুধিরান্ধ নরকে পতিত হয়। ১২—২০। মধু ও গ্রামহন্তা মনুষ্য বৈতরণী নরকে যায়। যাহারা রেতঃপাতাদি করে, যাহারা ক্ষেত্রাদির সীমা অতিক্রম করে, যাহারা সর্ব্বদা অশুচি এবং যাহারা কুহকজীবী, তাহারা কৃষ্ণনরকে গমন করে। যে ব্যক্তি বৃথা বন-চ্ছেদন করে, সে অসিপত্রবন নরকে গমন করে। মেষোপজীবী ও মৃগ-ব্যাধগণ বহ্নিজ্বাল নরকে পতিত

---

* মহিষোপজীবী কিংবা যে ব্যক্তি স্ত্রীর অসদ্বৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জিত ধনে জীবিকানির্ব্বাহ করে। মহিষী শব্দে স্ত্রীকেও বুঝায়।

ব্রতানাং লোপকো যশ্চ স্বাশ্রমাদ্বিচ্যুতশ্চ যঃ ॥ ২৪
সন্দংশযাতনামধ্যে পততস্তাবুভাবপি ।
দিবাস্বপ্নে চ স্কন্দন্তে যে নরা ব্রহ্মচারিণঃ ।
পুত্রৈরধ্যাপিতা যে চ তে পতন্তি স্বভোজনে ॥২৫
এতে চান্যে চ নরকাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
যেষু দুষ্কৃতকর্ম্মাণঃ পচ্যন্তে যাতনাগতাঃ ॥ ২৬
যথৈব পাপান্যেতানি তথান্যানি সহস্রশঃ ।
ভুজ্যন্তে যানি পুরুষৈর্নরকান্তরগোচরৈঃ ॥ ২৭
বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধঞ্চ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা নিরয়েষু পতন্তি তে ॥ ২৮
অধঃশিরোভির্দৃশ্যন্তে নারকৈর্দিবি দেবতাঃ ।
দেবাশ্চাধোমুখান্ সর্ব্বান্ অধঃপশ্যন্তি নারকান্ ॥
স্থাবরাঃ ক্রিময়োঽব্জাশ্চ পক্ষিণঃ পশবো নরাঃ ।
ধার্ম্মিকাস্ত্রিদশাস্তদ্বন্মোক্ষিণশ্চ যথাক্রমম্ ॥ ৩০
সহস্রভাগাঃ প্রথমা দ্বিতীয়ানুক্রমাৎ তথা ।
সর্ব্বে হ্যেতে মহাভাগ যাবন্মুক্তিসমাশ্রয়াঃ ॥ ৩১
যাবন্তো জন্তবঃ স্বর্গে তাবন্তো নরকৌকসঃ ।
পাপকৃদ্যাতি নরকং প্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখঃ ॥ ৩২
পাপানামনুরূপাণি প্রায়শ্চিত্তানি যদ্যথা ।
তথা তথৈব সংস্মৃত্য প্রোক্তানি পরমর্ষিভিঃ ॥৩৩
পাপে গুরূণি গুরূণি স্বল্পান্যল্পে চ তদ্বিদঃ ।
প্রায়শ্চিত্তানি মৈত্রেয় জগুঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ ॥ ৩৪
প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃ কর্ম্মাত্মকানি বৈ ।
যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্ ॥ ৩৫
কৃতে পাপেঽনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে ।
প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্যৈকং হরিসংস্মরণং পরম্ ॥ ৩৬
প্রাতর্নিশি তথা সন্ধ্যামধ্যাহ্নাদিষু সংস্মরন্ ।
নারায়ণমবাপ্নোতি সদ্যঃ পাপক্ষয়ং নরঃ ॥ ৩৭

হয়। হে ব্রহ্মন্! সেই সেই অসাধারণ নরক ভোগানন্তর পাপের আধিক্য বশতঃ যদি তখনও পাপ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ও বক্ষ্যমাণ পাপিগণ এবং যাহারা মৃদ্ভাণ্ড ও ইষ্টকাদি সঞ্চয়ে অগ্নিপ্রদান করে, তাহারাও সেই নরকে যায়। যে ব্যক্তি ব্রতলোপক এবং স্বীয় আশ্রয়-ভ্রষ্ট, তাহারা উভয়েই সন্দংশ নরকের যাতনামধ্যে পতিত হয়। যে সকল ব্রহ্মচারী দিবানিদ্রায় রেতঃপাত করে এবং যাহারা পুত্রের নিকট অধ্যয়ন করে, তাহারা শ্বভোজন নরকে পতিত হয়। এই সকল এবং অন্যান্য শত সহস্র নরক আছে; উহাতে দুষ্কর্ম্মিগণ যাতনা ভোগ করিতে থাকে। এই সকল পূর্ব্বোক্ত পাপ যেরূপ সেইরূপ অন্যান্য সহস্র সহস্র পাপও আছে; নরকান্তরস্থ পুরুষেরা তাহার ফল ভোগ করে। যে সকল মনুষ্য কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ কর্ম্ম করে, তাহারা নিরয়ে পতিত হয়। অধোমস্তক, নরকস্থ জীবেরা স্বর্গে দেবতা সকলকে দেখিতে পায় এবং দেবগণও অধোদিকে অধোমুখ নরকস্থ জীব সকলকে দেখিতে পান। পাপিগণ নরক ভোগানন্তর যথাক্রমে স্থাবর, কৃমি, জলজ মৎস্যাদি, পক্ষী, পশু, নর, ধার্ম্মিক মনুষ্য, ত্রিদশ এবং পুণ্যবিশেষে কেহ বা মুমুক্ষু হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ২১—৩০। দ্বিতীয় স্থানীয় কৃমিবর্গ হইতে প্রথম-স্থানীয় স্থাবরগণ সহস্র গুণ অধিক। হে মহাভাগ! মুমুক্ষু জন্ম পর্য্যন্ত এই সমস্ত জন্মই সেইরূপ পরবর্ত্তী অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী সহস্রগুণ অধিক। নরক ভোগের পর এইরূপ স্থাবরাদিক্রমে পাপিগণ, পাপের ক্ষয় হইলে দেবত্ব লাভ করে এবং স্বর্গবাসিগণও পুণ্যক্ষয় হইলে পাপ বশতঃ কখন বা নরকস্থ হন। পাপীর মধ্যেও আবার প্রায়শ্চিত্তবিমুখ পাপকারী মনুষ্যই নরকে যায়। যে পাপের অনুরূপ যে প্রায়শ্চিত্ত; বেদার্থ স্মরণপূর্ব্বক (বিবেচনা করিয়া) পরমর্ষিগণ তাহাই বলিয়াছেন। প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বজ্ঞ স্বায়ম্ভুব মনু প্রভৃতি অনেকেই গুরুপাপে গুরু প্রায়শ্চিত্ত ও অল্প পাপে স্বল্প প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। হে মৈত্রেয়! তপস্যাত্মক ও কর্ম্মাত্মক যে অশেষ-প্রকার প্রায়শ্চিত্ত আছে, তাহার মধ্যে কৃষ্ণের অনুস্মরণই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। পাপ করিয়া, যে পুরুষের অনুতাপ জন্মে, তাহার পক্ষেই মন্বাদির কথিত কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত উপযুক্ত। হরি-সংস্মরণ পরম প্রায়শ্চিত্ত, কারণ অনুতাপ না হইলেও হরিস্মরণে পাপ নষ্ট হয়; কিন্তু অন্য প্রায়শ্চিত্তে অনুতাপ ব্যতীত পাপ ক্ষয় হয় না।

বিষ্ণুসংস্মরণাৎ ক্ষীণসমস্তক্লেশসঞ্চয়ঃ।
মুক্তিং প্রয়াতি স্বর্গাপ্তিস্তস্য বিঘ্নোঽনুমীয়তে॥৩৮
বাসুদেবে মনো যস্য জপহোমার্চ্চনাদিষু।
তস্যান্তরায়ো মৈত্রেয় দেবেন্দ্রত্বাদিকং ফলম্॥ ৩৯
ক্ব নাকপৃষ্ঠগমনং পুনরাবৃত্তিলক্ষণম্।
ক্ব জপো বাসুদেবেতি মুক্তিবীজমনুত্তমম্॥ ৪০
তস্মাদহর্নিশং বিষ্ণুং সংস্মরন্ পুরুষো মুনে।
ন যাতি নরকং মর্ত্ত্যঃ সংক্ষীণাখিলপাতকঃ॥ ৪১
মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গো নরকস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।
নরকস্বর্গসংজ্ঞে বৈ পাপপুণ্যে দ্বিজোত্তম॥ ৪২
বস্ত্বেকমেব দুঃখায় সুখায়ের্ষ্যোদ্ভবায় চ।
কোপায় চ যতস্তস্মাদ্বস্তু বস্ত্বাত্মকং কুতঃ॥ ৪৩
তদেব প্রীতয়ে ভূত্বা পুনর্দুঃখায় জায়তে।
তদেব কোপায় ততঃ প্রসাদায় চ জায়তে॥ ৪৪
তস্মাদ্দুঃখাত্মকং নাস্তি ন চ কিঞ্চিৎ সুখাত্মকম্।
মনসঃ পরিণামোঽয়ং সুখদুঃখাদিলক্ষণঃ॥ ৪৫
জ্ঞানমেব পরং ব্রহ্ম জ্ঞানং বন্ধায় চেষ্যতে।
জ্ঞানাত্মকমিদং বিশ্বং ন জ্ঞানাদ্বিদ্যতে পরম্।
বিদ্যাবিদ্যেতি মৈত্রেয় জ্ঞানমেবাবধারয়॥
এবমেতন্ময়া খ্যাতং ভবতো মণ্ডলং ভুবঃ।
পাতালানি চ সর্ব্বাণি তথৈব নরকা দ্বিজ॥ ৪৭
সমুদ্রাঃ পর্ব্বতাশ্চৈব দ্বীপবর্ষাণি নিম্নগাঃ।
সংক্ষেপাৎ সর্ব্বমাখ্যাতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েঽংশে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।
কথিতং ভূতলং ব্রহ্মন্ মমৈতদখিলং ত্বয়া।
ভুবর্লোকাদিকান্ লোকান্ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহংমুনে।

প্রাতঃকাল, রাত্রিকাল, সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নাদি যে কোন সময়ে নারায়ণকে স্মরণ করিলে, মনুষ্য তৎক্ষণাৎ পাপমুক্ত হয় এবং বিষ্ণু-সংস্মরণ জন্য সমস্ত সঞ্চিত পাপ ক্ষয় হইয়া মুক্তি লাভ করে, স্বর্গ প্রাপ্তি তাহার পক্ষে বিঘ্ন বলিয়া অনুমিত। হে মৈত্রেয়! জপ, হোম ও অর্চ্চনাদি কর্ম্মে যাহার মন বাসুদেবে আসক্ত হয়, ইন্দ্রত্বাদি ফল তাহার পক্ষে অতি তুচ্ছত্বহেতু অন্তরায় অর্থাৎ বিঘ্ন-স্বরূপ। কারণ, পুনরাবর্ত্তন-বিশিষ্ট স্বর্গগমন, আর উত্তম মুক্তিজনক "বাসুদেব" এইরূপ জপ, কথনই তুল্য নহে। অতএব মুনে! মরণ-ধর্ম্মশীল পুরুষ অহর্নিশ বিষ্ণুকে স্মরণ করিলে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হয়,—নরকে যায় না। স্বর্গ, মনের প্রীতিকর এবং নরক, মনের অপ্রীতিকর। হে দ্বিজোত্তম! পাপ ও পুণ্যের নামই নরক ও স্বর্গ; অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য, নরক ও স্বর্গের সাধন বলিয়া এক নামে কথিত হইল। ৩১—৪২। যখন এক বস্তুই দেশ-কাল-পাত্র ভেদে সুখ, দুঃখ, ঈর্ষোৎপত্তি ও কোপের কারণ হয়, তখন বস্তুকে নিয়ত-স্বভাব কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? যাহা প্রীতিজনক, তাহাই আবার দুঃখের কারণ হয়; তাহাই কোপের এবং প্রসন্নতারও কারণ হয়! অতএব কোন বস্তুই দুঃখাত্মক বা সুখাত্মক নাই। সুখ-দুঃখ কেবল মনের পরিণাম অর্থাৎ অবস্থান্তর মাত্র। জ্ঞানই পরম ব্রহ্ম (সুতরাং পরমার্থ), জ্ঞানই (অবিদ্যা দ্বারা অহঙ্কারাদিরূপে পরিণত) বন্ধনের কারণ। (এবং বিদ্যা দ্বারা অহঙ্কারাদি নাশ হইলে জ্ঞানই মোক্ষের কারণ হয়।) এই বিশ্ব জ্ঞানাত্মক,—জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। হে মৈত্রেয়! জ্ঞানকেই বিদ্যা ও অবিদ্যা বলিয়া অবধারণ কর। হে দ্বিজ! তোমাকে এই ভূমণ্ডলের বিষয় এইরূপ কহিলাম এবং সমস্ত পাতাল, নরক, সমুদ্র, পর্ব্বত, দ্বীপ, বর্ষ ও নদী, সকলই সংক্ষেপে বলা হইল; আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ৪৩—৪৮।

দ্বিতীয়াংশে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬॥

সপ্তম অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি আমাকে এই অখিল ভূতলের বিষয় কহিলেন।

তথৈব গ্রহসংস্থানং প্রমাণানি যথা তথা।
সমাচক্ষ্ব মহাভাগ মহ্যং ত্বং পরিপৃচ্ছতে ॥ ২
পরাশর উবাচ।
রবিচন্দ্রমসোর্যাবন্ময়ূখৈরবভাষতে।
সসমুদ্রসরিচ্ছৈলা তাবতী পৃথিবী স্মৃতা ॥ ৩
যাবৎপ্রমাণা পৃথিবী বিস্তারপরিমণ্ডলাৎ।
নভস্তাবৎপ্রমাণং বৈ ব্যাসমণ্ডলতো দ্বিজ ॥ ৪
ভূমের্যোজনলক্ষে তু সৌরং মৈত্রেয় মণ্ডলম্।
লক্ষাদ্দিবাকরস্যাপি মণ্ডলং শশিনঃ স্থিতম্ ॥ ৫
পূর্ণে শতসহস্রে তু যোজনানাং নিশাকরাৎ।
নক্ষত্রমণ্ডলং কৃৎস্নমুপরিষ্টাৎ প্রকাশতে ॥ ৬
দ্বে লক্ষে চোপরি ব্রহ্মন্ বুধো নক্ষত্রমণ্ডলাৎ।
তাবৎপ্রমাণভাগে তু বুধস্যাপ্যুশনাঃ স্থিতঃ ॥ ৭
অঙ্গারকোঽপি শুক্রস্য তৎপ্রমাণে ব্যবস্থিতঃ।
লক্ষদ্বয়েন ভৌমস্য স্থিতো দেবপুরোহিতঃ ॥ ৮
শৌরির্বৃহস্পতেশ্চোর্দ্ধং দ্বিলক্ষে সম্যগাস্থিতঃ।
সপ্তর্ষিমণ্ডলং তস্মাৎ লক্ষমেকং দ্বিজোত্তম ॥ ৯

মুনে! আমি ভুবর্লোকাদি সমস্ত লোকের বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি। হে মহাভাগ! গ্রহগণের সংস্থান (কাহার উপরে কোন গ্রহ অবস্থিত) এবং প্রমাণ (তাহাদের পরস্পর অন্তরাল কত যোজন) জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমাকে বলুন। পরাশর কহিলেন,—সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণে যতদূর আলোকিত হয়, সমুদ্র, নদী ও পর্ব্বত সমবেত ততদূর স্থান পৃথিবী বলিয়া কথিত। পৃথিবীর বিস্তার ও পরিমণ্ডল যে পরিমাণ, ভুবর্লোকের বিস্তার পরিমণ্ডলও সেই পরিমাণ। হে মৈত্রেয়! ভূমি হইতে লক্ষ-যোজন উর্দ্ধে সূর্য্যমণ্ডল। দিবাকরেরও লক্ষ-যোজন উর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল স্থিত। নিশাকর হইতে পূর্ণ লক্ষযোজন উপরিভাগে সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডল প্রকাশ পাইতেছে। হে ব্রহ্মন্! নক্ষত্রমণ্ডল হইতে দুই লক্ষযোজন উপরে বুধ এবং বুধের দুই লক্ষ যোজন উপরিভাগে শুক্র অবস্থিত। শুক্রের দুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে মঙ্গল। মঙ্গলের দুই লক্ষ যোজন পরে বৃহস্পতি স্থির আছেন। হে দ্বিজোত্তম! বৃহস্পতি হইতে দুই লক্ষযোজন

ঋষিভ্যস্তু সহস্রাণাং শতাদূর্দ্ধং ব্যবস্থিতঃ।
মেঢ়ীভূতঃ সমস্তস্য জ্যোতিশ্চক্রস্য বৈ ধ্রুবঃ ॥ ১০
ত্রৈলোক্যমেতৎ কথিতমুৎসেধেন মহামুনে।
ইজ্যাফলস্য ভূরেষা ইজ্যা চাত্র ব্যবস্থিতা ॥ ১১
ধ্রুবাদূর্দ্ধং মহর্লোকো যত্র তে কল্পবাসিনঃ।
একযোজনকোটিস্তু যত্র তে কল্পবাসিনঃ ॥ ১২
দ্বে কোট্যৌ তু জনো লোকো যত্র তে ব্রহ্মণঃ সুতাঃ
সনন্দনাদ্যাঃ কথিতা মৈত্রেয়ামলচেতসঃ ॥ ১৩
চতুর্গুণোত্তরে চোর্দ্ধং জনলোকাৎ তপঃ স্মৃতম্।
বৈরাজা যত্র তে দেবাঃ স্থিতা দাহবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৪
ষড়্গুণেন তপোলোকাৎ সত্যলোকো বিরাজতে।
অপুনর্ম্মারকা যত্র ব্রহ্মলোকো হি স স্মৃতঃ ॥ ১৫
পাদগম্যন্তু যৎকিঞ্চিৎ বস্ত্বস্তি পৃথিবীময়ম্।
স ভূর্লোকঃ সমাখ্যাতো বিস্তারোঽস্য ময়োদিতঃ ॥

উর্দ্ধে শনি অবস্থিত। শনি হইতে এক লক্ষ যোজন উপরে সপ্তর্ষিমণ্ডল। সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে লক্ষ যোজন উর্দ্ধে সমস্ত জ্যোতিশ্চক্রের মেঢ়ীভূত (নাভিস্বরূপ) ধ্রুব অবস্থিত রহিয়াছেন। ১—১০। হে মহামুনে! এই ত্রৈলোক্যের উচ্চতার বিষয় কহিলাম। এই ত্রৈলোক্য, যজ্ঞাদির ফলভোগের ভূমি। এই ভারতবর্ষে যজ্ঞানুষ্ঠান হয়। যেখানে সেই ভৃগু প্রভৃতি কল্পবাসিগণ বাস করেন, সেই মহর্লোক, ধ্রুব হইতে কোটী যোজন উর্দ্ধে অবস্থিত। মৈত্রেয়! ধ্রুবলোক হইতে দুই কোটী যোজন উর্দ্ধে জনলোক; এই লোকে অমলচিত্ত বিখ্যাত সনন্দনাদি ব্রহ্মার পুত্রগণ বাস করেন। জনলোক হইতে অষ্টকোটী যোজন উর্দ্ধে তপোলোক কথিত হয়; এই স্থানে দাহ-বর্জ্জিত সেই বৈরাজ নামক দেবগণ অব-স্থিত। তপোলোকানন্তর পূর্ব্বোক্ত জনলোক হইতে দ্বাদশ কোটী যোজন উর্দ্ধে সত্যলোক শোভা পাইতেছে। তাহাই ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠ-লোক বলিয়া কথিত। তথায় পুনর্মৃত্যুশূন্য বা অমরগণ বাস করেন। যতদূর পর্য্যন্ত পাদগম্য অর্থাৎ পদ সঞ্চারের যোগ্য পার্থিব বস্তু আছে, ততদূর পর্য্যন্ত ভূর্লোক বলিয়া খ্যাত; বেষ্টিত।

ভূমিসূর্য্যান্তরং যত্তু সিদ্ধাদিমুনিসেবিতম্।
ভুবর্লোকস্তু সোঽপ্যুক্তো দ্বিতীয়ো মুনিসত্তম॥ ১৭
ধ্রুবসূর্য্যান্তরং যচ্চ নিযুতানি চতুর্দ্দশ।
স্বর্লোকঃ সোঽপি গদিতো লোকসংস্থানচিন্তকৈঃ॥
ত্রৈলোক্যমেতৎ কৃতকং মৈত্রেয় পরিপঠ্যতে।
জনস্তপস্তথা সত্যমিতি চাকৃতকং ত্রয়ম্॥ ১৯
কৃতকাকৃতয়োর্ম্মধ্যে মহর্লোক ইতি স্মৃতঃ।
শূন্যো ভবতি কল্পান্তে যোঽত্যন্তং ন বিনশ্যতি॥২০
এতে সপ্ত ময়া লোকা মৈত্রেয় কথিতাস্তবঃ।
পাতালানি চ সপ্তৈব ব্রহ্মাণ্ডস্যৈব বিস্তরঃ॥ ২১
এতদণ্ডকটাহেন তির্য্যক্ চোর্দ্ধমধস্তথা।
কপিত্থস্য যথা বীজং সর্ব্বতো বৈ সমাবৃতম্॥ ২২
দশোত্তরেণ পয়সা মৈত্রেয়াণ্ডঞ্চ তদ্‌বৃতম্।
সর্ব্বোঽম্বুপরিধানোঽসৌ বহ্নিনা বেষ্টিতো বহিঃ॥
বহ্নিশ্চ বায়ুনা বায়ুর্মৈত্রেয় নভসা বৃতঃ।
ভূতাদিনা নভঃ সোঽপি মহতা পরিবেষ্টিতঃ॥ ২৪
দশোত্তরাণ্যশেষাণি মৈত্রেয়ৈতানি সপ্ত বৈ।
মহান্তঞ্চ সমাবৃত্য প্রধানং সমবস্থিতম্॥ ২৫
অনন্তস্য ন তস্যান্তঃ সংখ্যানঞ্চাপি বিদ্যতে।
তদনন্তমসংখ্যাতপ্রমাণং ব্যাপি বৈ যতঃ॥ ২৬
হেতুভূতমশেষস্য প্রকৃতিঃ সা পরা মুনে।
অণ্ডানান্তু সহস্রাণাং সহস্রাণ্যযুতানি চ।
ঈদৃশানাং তথা তত্র কোটিকোটিশতানি চ॥ ২৭
দারুণ্যগ্নির্যথা তৈলং তিলে তদ্বৎ পুমানপি।
প্রধানেঽবস্থিতো ব্যাপী চেতনাত্মাত্মবেদনঃ॥ ২৮
প্রধানঞ্চ পুমাংশ্চৈব সর্ব্বভূতাত্মভূতয়া।
বিষ্ণুশক্ত্যা মহাবুদ্ধে বৃতৌ সংশ্রয়ধর্ম্মিণৌ॥ ২৯
তয়োঃ সৈব পৃথগ্‌ভাবকারণং সংশ্রয়স্য চ।
ক্ষোভকারণভূতা চ সর্গকালে মহামতে॥ ৩০

ইহার বিস্তার আমি বলিয়াছি। হে মুনিসত্তম! ভূমি ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী সিদ্ধাদিগণ ও মুনিগণ কর্ত্তৃক সেবিত যে স্থান, তাহা ভুবর্লোক বা দ্বিতীয় লোক। ধ্রুব ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী যে চতুর্দ্দশ লক্ষ যোজন স্থান, তাহাকেই লোক-সংস্থান-চিন্তকগণ স্বর্লোক কহেন। হে মৈত্রেয়! এই তিনটী (ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ) লোক 'কৃতক' নামে এবং জন, তপঃ ও সত্য এই তিনটী 'অকৃতক' নামে অভিহিত হয়। কারণ, প্রথমোক্ত তিনটীর প্রতিকল্পে সৃষ্টি হয়,—অন্য তিনটীর হয় না। কৃতক ও অকৃতকের মধ্যে মহর্লোক। ইহার নাম 'কৃতাকৃতক'। কারণ, ইহা কল্পান্তে জ্ঞানশূন্য হয়; কিন্তু একেবারে বিনষ্ট হয় না। ১১—২০। মৈত্রেয়! আমি এই সপ্তলোকের বিবরণ তোমাকে বলিলাম; সপ্ত পাতালের কথাও বলিয়াছি। ব্রহ্মাণ্ডের বিবরণ এই। কপিত্থের বীজ যেমন চারিদিকে সম্পূর্ণ আবৃত থাকে, সেইরূপ এই চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক জগৎ পার্শ্বদ্বয়, উর্দ্ধ ও অধঃ, এই চারিদিকেই অণ্ডকটাহ দ্বারা সমাবৃত। মৈত্রেয়! সেই অণ্ড দশগুণ অধিক জল দ্বারা আবৃত। এই সমস্ত জলাবরণ, বহির্ভাগে অগ্নি দ্বারা

হে মৈত্রেয়! বহ্নি, বায়ুদ্বারা ও বায়ু আকাশ দ্বারা আবৃত। আকাশ তামস অহঙ্কার দ্বারা এবং তামস অহঙ্কারও মহত্তত্ত্ব দ্বারা পরিবেষ্টিত। মৈত্রেয়! অসীম সপ্ত আবরণই উত্তরোত্তর দশ-গুণ বৃদ্ধিভাব প্রাপ্ত। প্রকৃতি আবার মহত্তত্ত্বকেও আবৃত করিয়া অবস্থিত। সেই অনন্তের (সর্ব্বগতপ্রকৃতির) অন্ত অর্থাৎ নাশ এবং সংখ্যা নাই; যেহেতু তাহা অনন্ত (নিত্য), অসংখ্যাত, অপ্রমাণ এবং সর্ব্বব্যাপী বলিয়া প্রসিদ্ধ। হে মুনে! সেই পরা প্রকৃতি সমস্ত কার্য্যের হেতু-ভূতা। তাহাতে এইরূপ সহস্র সহস্র অযুত এবং এইরূপ কোটি কোটি শত ব্রহ্মাণ্ড অব-স্থিত আছে। যেমন কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি এবং তিলের মধ্যে তৈল থাকে, সেইরূপ চেতনাত্মা স্বপ্রকাশ সর্ব্বব্যাপী পুরুষ, প্রধানে (প্রকৃতিতে) অবস্থিত। হে মহাবুদ্ধে! সর্ব্বভূতের আত্মা স্বরূপা বিষ্ণুশক্তি (বিষ্ণুর স্বরূপভূতা চিৎশক্তি) দ্বারা অধিষ্ঠিত প্রধান ও পুরুষ নিয়ম্য-নিয়ন্তৃ-ভাবে অবস্থিত। হে মহামতে! সেই চিৎ-শক্তিই প্রলয়কালে প্রধান ও পুরুষের পৃথক্ হইবার কারণ, স্থিতিকালে সংযোগের কারণ এবং সৃষ্টিকালে ক্ষোভের কারণ হয়। ২১—৩০।

যথা শৈত্যং জলে বাতো বিভর্ত্তি কণিকাশতম্।
জগচ্ছক্তিস্তথা বিষ্ণোঃ প্রধানপুরুষাত্মিকা ॥ ৩১
যথা চ পাদপো মূলস্কন্ধশাখাদিসংযুতঃ।
আদিবীজাৎ প্রভবতি বীজান্যন্যানি বৈ ততঃ ॥৩২
প্রভবন্তি ততস্তেভ্যঃ সম্ভবন্ত্যপরে দ্রুমাঃ।
তেঽপি তল্লক্ষণদ্রব্যকারণানুগতা মুনে ॥ ৩৩
এবমব্যাকৃতাৎ পূর্ব্বং জায়ন্তে মহদাদয়ঃ।
বিশেষান্তাস্ততস্তেভ্যঃ সম্ভবন্ত্যসুরাদয়ঃ ॥ ৩৪
তেভ্যশ্চ পুত্রাস্তেষাঞ্চ পুত্রাণামপরে সুতাঃ।
বীজাদ্বৃক্ষপ্ররোহেণ যথা নাপচয়স্তরোঃ।
ভূতানাং ভূতসর্গেণ নৈবাস্ত্যপচয়স্তথা ॥ ৩৫
সন্নিধানাদ্‌যথাকাশকালাদ্যাঃ কারণং তরোঃ।
তথৈব পরিণামেন বিশ্বস্য ভগবান্ হরিঃ ॥ ৩৬
ব্রীহিবীজে যথা মূলং নালং পত্রাঙ্কুরৌ তথা।
কাণ্ডং কোষস্তথা পুষ্পং ক্ষীরং তদ্বচ্চ তণ্ডুলাঃ ॥৩৭
তুষঃ কণাশ্চ সন্তো বৈ যান্ত্যাবির্ভাবমাত্মনঃ।
প্ররোহহেতুসামগ্র্যমসাদ্য মুনিসত্তম ॥ ৩৮
তথা কর্ম্মস্বনেকেষু দেবাদ্যাঃ সমবস্থিতাঃ।
বিষ্ণুশক্তিং সমাসাদ্য প্ররোহমুপযান্তি বৈ ॥ ৩৯
স চ বিষ্ণুঃ পরং ব্রহ্ম যতঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
জগচ্চ যো যত্র চেদং যস্মিংশ্চ লয়মেষ্যতি ॥ ৪০
তদ্‌ব্রহ্ম তৎ পরং ধাম সদসৎ পরমং পদম্।
যস্য সর্ব্বমভেদেন যতশ্চৈতচ্চরাচরম্ ॥ ৪১
স এব মূলপ্রকৃতির্ব্ব্যক্তরূপী জগচ্চ সঃ।
তস্মিন্নেব লয়ং সর্ব্বং যাতি তত্র চ তিষ্ঠতি ॥ ৪২
কর্ত্তা ক্রিয়াণাং স চ ইজ্যতে ক্রতুঃ
স এব তৎকর্ম্মফলঞ্চ তস্য তৎ।
স্রুগাদি যৎ সাধনমপ্যশেষতো-
হরের্ন কিঞ্চিদ্ব্যতিরিক্তমস্তি বৈ ॥ ৪৩
ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েঽংশে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

বায়ু যেমন জলকণাগত শৈত্য ধারণ করে অথচ তাহার সহিত বাস্তবিকরূপে মিশ্রিত হয় না, সেইরূপ বিষ্ণুর চিৎশক্তি প্রধান ও পুরুষে অধিষ্ঠিত হইয়া জগৎকে ধারণ করিয়াছেন, বস্তুত তাহাদের সহিত মিলিত হন নাই। মুনে! আদি বীজ হইতে যেমন মূল, স্কন্ধ ও শাখাদি সংযুক্ত বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে আবার অন্যবীজ জন্মে, তদনন্তর সেই সকল বীজ হইতে অপর বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হয় এবং তাহারাও পূর্ব্ববৃক্ষের সমজাতীয় আম্রাদি দ্রব্যবিশিষ্ট হয়; সেইরূপ প্রকৃতি হইতে প্রথমে মহদাদি বিশেষ পর্য্যন্ত সমস্ত উৎপন্ন হয়, তদনন্তর সেই সকল হইতে অসুরাদির উৎপত্তি হয়, তাহাদের অনেক পুত্র জন্মে এবং সেই পুত্রগণেরও আবার পুত্র উৎপন্ন হয়। বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইলেও যেমন পূর্ব্ব-বৃক্ষের অপচয় হয় না, সেইরূপ ভূতগণের সৃষ্টি হইলেও পূর্ব্বভূত-গণের অপচয় হয় না। আকাশ ও কাল প্রভৃতি যেমন সন্নিধানহেতু বৃক্ষোৎপত্তির কারণ হয়, সেইরূপ ভগবান্ হরিও জগতের পরি-ণামের কারণ। হে মুনিসত্তম! ধান্যের মধ্যে যেমন মূল, নাল, পত্র, অঙ্কুর, কোষ, পুষ্প, ক্ষীর, তণ্ডুল, তুষ ও কণা সকল আছে এবং অঙ্কুরোৎ-পত্তির হেতু (ভূমি জলাদি) সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত হয়; সেইরূপ প্রাক্তন কর্ম্ম সকলে অবস্থিত দেবাদি সমুদয়, বিষ্ণুশক্তি প্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত হন। যাঁহা হইতে এই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন, যিনি জগৎস্বরূপ, যাঁহাতে জগৎ অবস্থিত এবং যাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হইবে, সেই বিষ্ণুই পরমব্রহ্ম। সেই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মই বিষ্ণুর পরম ধাম, অর্থাৎ স্বরূপ; যেহেতু তিনি সদসতের পরমপদ। যাহা হইতে সমস্ত এই চরাচর জগৎ অভিন্ন হইয়া জন্মিতেছে; এই বিষ্ণু আর ব্রহ্মের লক্ষণে ঐক্য হওয়ায় ব্রহ্মই বিষ্ণু। অতএব তিনি মূল-প্রকৃতি, তিনিই ব্যক্তরূপী (ব্রহ্মাণ্ড) এবং সমস্ত জগৎ তাঁহাতেই অবস্থিত ও তাঁহাতেই লীন হয়। তিনিই ক্রিয়া সকলের কর্ত্তা, তিনিই যজ্ঞরূপে অনুষ্ঠিত হন, তিনিই সেই যজ্ঞের ফল এবং যজ্ঞের স্রুক্ প্রভৃতি যে অশেষ সাধন, তাহাও তিনি; হরি-ব্যতিরিক্ত কিছুমাত্রও নাই। ৩১—৪৩।

দ্বিতীয়াংশে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

ব্যাখ্যাতমেতদ্‌ব্রহ্মাণ্ডসংস্থানং তব সুব্রত।
ততঃ প্রমাণসংস্থানে সূর্য্যাদীনাং শৃণুষ মে॥ ১
যোজনানাং সহস্রাণি ভাস্করস্য রথো নব।
ঈষাদণ্ডস্তথৈবাস্য দ্বিগুণো মুনিসত্তম॥ ২
সার্দ্ধকোটিস্তথা সপ্ত নিযুতান্যধিকানি বৈ।
যোজনানান্তু তস্যাক্ষস্তত্র চক্রং প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৩
ত্রিনাভিমতি পঞ্চারে ষণ্ণেমিন্যক্ষয়াত্মকে।
সংবৎসরময়ে কৃৎস্নং কালচক্রং প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৪
চত্বারিংশৎসহস্রাণি দ্বিতীয়োঽক্ষো বিবস্বতঃ।
পঞ্চান্যানি তু সার্দ্ধানি স্পন্দনস্য মহামতে॥ ৫
অক্ষপ্রমাণমুভয়োঃ প্রমাণং তদ্‌যুগার্দ্ধয়োঃ।
হ্রস্বোঽক্ষস্তদ্‌যুগার্দ্ধেন ধ্রুবাধারো রথস্য বৈ।
দ্বিতীয়েঽক্ষে তু তচ্চক্রং সংস্থিতং মানসাচলে॥
হয়াশ্চ সপ্ত ছন্দাংসি তেষাং নামানি মে শৃণু।
গায়ত্রী স বৃহত্যুষ্ণিক্ জগতী ত্রিষ্টুবেব চ।
অনুষ্টুপ্‌পংক্তিরিত্যুক্তাশ্ছন্দাংসি হরয়ো রবেঃ॥৭
মানসোত্তরশৈলে তু পূর্ব্বতো বাসবী পুরী।
দক্ষিণেন যমস্যান্যা প্রতীচ্যাং বরুণস্য চ।
উত্তরেণ চ সোমস্য তাসাং নামানি মে শৃণু॥ ৮
বস্বৌকসারা শক্রস্য যাম্যা সংযমনী তথা।
পুরী সুখা জলেশস্য সোমস্য চ বিভাবরী॥ ৯
কাষ্ঠাং গতো দক্ষিণতঃ ক্ষিপ্তেষুরিব সর্পতি।
মৈত্রেয় ভগবান্ ভানুর্জ্জ্যোতিষাং চক্রসংযুতঃ॥১০
অহোরাত্রব্যবস্থানকারণং ভগবান্ রবিঃ।
দেবযানঃ পরঃ পন্থা যোগিনাং ক্লেশসংক্ষয়ে॥ ১১
দিবসস্য রবির্ম্মধ্যে সর্ব্বকালং ব্যবস্থিতঃ।
সর্ব্বদ্বীপেষু মৈত্রেয় নিশার্দ্ধস্য চ সম্মুখঃ॥ ১২

অষ্টম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—হে সুব্রত! তোমাকে এই ব্রহ্মাণ্ডের সংস্থান কহিলাম। তাহার পর সূর্য্যাদির সংস্থান ও প্রমাণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। মুনিসত্তম! ভাস্করের রথ নবসহস্র যোজন এবং ইহার ঈষা-দণ্ড (অক্ষ ও যুগের সন্ধানার্থ দণ্ড) দ্বিগুণ (অষ্টাদশ সহস্র যোজন)*। তাহার অক্ষ দেড় কোটি সপ্ত নিযুত যোজন অপেক্ষা কিছু অধিক। তাহাতে চক্র প্রতিষ্ঠিত আছে। পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ, এই ত্রিনাভিবিশিষ্ট সংবৎসর (পরিবৎসরাদি পাঁচটী অর শলাকা) বিশিষ্ট, বসন্তাদি ঋতুরূপ ছয় নেমি প্রান্ত-বলয়বিশিষ্ট সেই অক্ষয় (সংবৎসরময়) চক্রে সমুদায় কালচক্র বা জ্যোতিশ্চক্র প্রতিষ্ঠিত আছে। হে মহামতে! সূর্য্যের রথের দ্বিতীয় অক্ষ সার্দ্ধপঞ্চচত্বারিংশৎ সহস্র যোজন। অক্ষের যাহা পরিমাণ, তাহাই সেই উভয়দিকে তুল্যপরিমাণবিশিষ্ট যুগার্দ্ধ পরিমাণ। হ্রস্ব (পূর্ব্বোক্ত-দ্বিতীয়) অক্ষ রথের যুগার্দ্ধের সহিত বায়ুরজ্জুতে বদ্ধ হইয়া ধ্রুবাধার-রূপে বর্ত্তমান আছে। দ্বিতীয় অক্ষ মানসাচলে, সেই চক্র সংস্থিত। সাতটী ছন্দ, সূর্য্যের অশ্ব। তাহাদের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর। গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণিক্, জগতী, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ্ ও পংক্তি; এই ছন্দগুলি রবির সপ্ত অশ্ব বলিয়া কথিত। মানসোত্তর শৈলে পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রের, দক্ষিণে যমের, পশ্চিমে বরুণের এবং উত্তরদিকে সোমের পুরী আছে। তাহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইন্দ্রের পুরী বস্বৌকসারা, যমের পুরী সংযমনী, বরুণের পুরী সুখা এবং সোমের পুরী বিভাবরী। হে মৈত্রেয়! জ্যোতিশ্চক্র সংযুক্ত ভগবান্ ভানু সেই সকল পুরীতে দক্ষিণায়নে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষিপ্তবাণের ন্যায় শীঘ্র গমন করেন। ১—১০। ভগবান্ রবি অহোরাত্র-ব্যবস্থার কারণ হন এবং তিনিই, রাগাদি ক্লেশ সকলের সম্যক্ ক্ষয় হইলে ক্রমমুক্তিভাগী যোগিগণের দেবযান নামক শ্রেষ্ঠ (পুনরাবৃত্তিরহিত) পথ হইয়া থাকেন। মৈত্রেয়! এই দ্বীপের ভারতবর্ষে

---

* যুগ অর্থাৎ ঈষার অগ্রভাগে অশ্বযোজনার্থ বক্রভাবে স্থিত কাষ্ঠ। যে কাষ্ঠ দ্বারা এই উভয়ের যোগ হয়, তাহার নাম ঈষাদণ্ড।

উদয়াস্তমনে চৈব সর্ব্বকালন্তু সম্মুখে।
বিদিশাসু ত্বশেষাসু তথা ব্রহ্মন্ দিশাসু চ॥ ১৩
যৈর্যত্র দৃশ্যতে ভাস্বান্ স তেষামুদয়ঃ স্মৃতঃ।
তিরোভাবঞ্চ যত্রৈতি তত্রৈবাস্তমনং রবেঃ॥ ১৪
নৈবাস্তমনমর্কস্য নোদয়ঃ সর্ব্বদা সতঃ।
উদয়াস্তমনাখ্যং হি দর্শনাদর্শনং রবেঃ॥ ১৫
শক্রাদীনাং পুরে তিষ্ঠন স্পৃশত্যেষ পুরত্রয়ম্।
বিকর্ণৌ দ্বৌ বিকর্ণস্থস্ত্রীন্ কোণান্ দ্বে পুরে তথা॥
উদিতো বর্দ্ধমানাভিরামধ্যাহ্নাং তপন্ রবিঃ।
ততঃ পরং হ্রসন্তীভির্গোভিরস্তং নিযচ্ছতি॥ ১৭
উদয়াস্তমনাভ্যাঞ্চ স্মৃতে পূর্ব্বাপরে দিশৌ।
যাবং পুরস্তাং তপতি তাবং পৃষ্ঠে চ পার্শ্বয়োঃ॥১৮
ঋতেঽমরগিরের্মেরোরুপরি ব্রহ্মণঃ সভাম্।
যে যে মরীচয়োঽর্কস্য প্রযান্তি ব্রহ্মণঃ সভাম্।
তে তে নিরস্তাস্তদ্ভাসপ্রতীপমুপযান্তি বৈ॥ ১৯
তস্মাদ্দিশ্যুত্তরস্যাং বৈ দিবারাত্রিঃ সদৈব হি।
সর্ব্বেষাং দ্বীপবর্ষাণাং মেরুরুত্তরতো যতঃ॥ ২০
প্রভা বিবস্বতো রাত্রাবস্তং গচ্ছতি ভাস্করে।
বিশত্যগ্নিমতো রাত্রৌ বহ্নির্দূরাং প্রকাশতে॥২১

মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য্য যেমন লক্ষ যোজন উচ্চ আকাশে তীব্রাদি প্রকাশ শুক্ল কিরণে বর্ত্তমান থাকেন, উদয়াস্তময় সমস্ত দ্বীপেই সেইরূপ এবং যখন যে দ্বীপ-বর্ষাদিতে মধ্যাহ্নে বর্ত্তমান থাকেন, তখন তাহার সমানসূত্রে দ্বীপান্তরাদিতে যে নিশার্দ্ধ জন্মে, তাহারও সম্মুখবর্ত্তী হন। যেখানে মধ্যাহ্ন হয়, তাহার পার্শ্বদ্বয়ে উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে। সেই উদয় ও অস্ত পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী অর্থাং সূর্য্যের সমসূত্রপাতে হয়। হে ব্রহ্মন্! দিক্‌বিদিক্ সমুদয়েই এইরূপ। যাহারা যেখানে সূর্য্যকে নিশাবসানে দেখিতে পায়, তাহাদের পক্ষে তাহা সূর্যোদয় এবং যেখানে সূর্য্য অদৃশ্য হন, সেই স্থলেই তাঁহার অস্ত কথিত হয়। সর্ব্বদা বর্ত্তমান সূর্য্যের উদয় ও অস্ত নাই; রবির দর্শন ও অদর্শনই উদয় ও অস্ত নামে কথিত। ইনি মধ্যাহ্নে ইন্দ্রাদির মধ্যে কাহারও পুরে থাকিয়া, সেই পুর, তাহার সম্মুখবর্ত্তী দুই পুর ও পার্শ্বস্থ দুই কোণকে স্পর্শ করেন অর্থাং স্বরশ্মি দ্বারা আলোকময় করেন; এবং মধ্যাহ্নকালে অগ্ন্যাদি কোণও কোণে থাকিয়া সেই কোণ, সম্মুখস্থ দুই কোণ ও তন্মধ্যবর্ত্তী দুই পুরকে স্পর্শ করেন *। রবি উদিত হইয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান এবং তাহার পর ক্ষীয়মাণ কিরণ দ্বারা তাপ বিস্তার করত অস্ত গমন করেন। উদয় ও অস্ত দ্বারাই পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক্ নিরূপিত হয়। সূর্য্য, সম্মুখে যতদূর পর্য্যন্ত কিরণ বিস্তার করেন, পশ্চাং এবং দুই পার্শ্বেও ততদূর বিস্তার করিয়া থাকেন। অমরগিরির (সুমেরুর) উপরিভাগে ব্রহ্মসভা ব্যতীত সর্ব্বত্রই আলোকময় করেন। সূর্য্যের যে সকল কিরণ ব্রহ্মসভায় যায়, তাহারা তাহার প্রভায় নিরস্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। সুমেরু, সমস্ত দ্বীপ ও সমস্ত বর্ষের উত্তরদিকে এবং লোকালোক পর্ব্বত, সকলের দক্ষিণে অবস্থিত; সেইজন্য মেরুর উত্তরদিকে নিরন্তর রাত্রি, ও দক্ষিণদিকে নিরন্তর দিন। ১১—২০। সূর্য্য অস্তগত হইলে রাত্রিকালে তাঁহার প্রভা অগ্নিতে অনুপ্রবেশ করে; এই নিমিত্ত দূর হইতেও

---

* যখন ইন্দ্রপুরে মধ্যাহ্নে থাকেন, তখন চন্দ্রলোকস্থদিগের পক্ষে অস্তময়, ঈশানকোণস্থ দিগের তৃতীয় প্রহর, অগ্নিকোণস্থদিগের প্রথম প্রহর, দক্ষিণস্থদিগের পক্ষে সূর্য্যের উদয়। এইরূপ যখন দক্ষিণদিকে মধ্যাহ্নে থাকেন, তখন ইন্দ্রপুরে অস্ত, অগ্নিকোণে তৃতীয় প্রহর, নৈঋতকোণে প্রথম প্রহর, পশ্চিমদিকে উদয়। যখন পশ্চিমে মধ্যাহ্ন হয়, তখন দক্ষিণে অস্ত, নৈঋতকোণে তৃতীয় প্রহর, বায়ুকোণে প্রথম প্রহর, চন্দ্রলোকে উদয়। যখন চন্দ্রলোকে মধ্যাহ্ন তখন পশ্চিমে অস্ত, বায়ুকোণে তৃতীয় প্রহর, ঈশানকোণে প্রথম প্রহর, ইন্দ্রলোকে উদয়। যখন অগ্নিকোণে মধ্যাহ্ন, তখন ঈশানে অস্ত, ইন্দ্রপুরে তৃতীয় প্রহর, যমপুরে প্রথম প্রহর এবং নৈঋতকোণে উদয় ইত্যাদি।

বহ্নিপাদস্তথা ভানুং দিনেষাবিশতি দ্বিজ।
অতীব বহ্নিসংযোগাদতঃ সূর্য্যঃ প্রকাশতে॥ ২২
তেজস্বী ভাস্করাগ্নেয়ে প্রকাশোষ্ণস্বরূপিণী।
পরস্পরানুপ্রবেশাদাপ্যায়েতে দিবানিশম্॥ ২৩
দক্ষিণোত্তরভূম্যর্দ্ধে সমুত্তিষ্ঠতি ভাস্করে।
অহোরাত্রং বিশত্যস্তস্তমঃপ্রাকাশ্যশীলবৎ॥ ২৪
আতাম্রা হি ভবন্ত্যাপো দিবানক্তপ্রবেশনাৎ॥
দিনং বিশতি চৈবাস্তো ভাস্করেঽস্তমুপেয়ুষি।
তস্মাচ্ছুক্লীভবন্ত্যাপো নক্তমন্তঃপ্রবেশনাৎ॥ ২৫
এবং পুষ্করমধ্যে তু যদা যাতি দিবাকরঃ।
ত্রিংশদ্ভাগস্তু মেদিন্যাস্তদা মৌহূর্ত্তিকী গতিঃ॥ ২৬
কুলালচক্রপর্য্যন্তো ভ্রমন্নেষ দিবাকরঃ।
করোত্যহস্তথা রাত্রিং বিমুঞ্চন্মেদিনীং দ্বিজ॥ ২৭
অয়নস্যোত্তরস্যাদৌ মকরং যাতি ভাস্করঃ।

ততঃ কুম্ভঞ্চ মীনঞ্চ রাশে রাশ্যন্তরং দ্বিজ॥ ২৮
ত্রিষেতেষথ ভুক্তেষু ততো বৈষুবতীং গতিম্।
প্রয়াতি সবিতা কুর্ব্বন্ অহোরাত্রং ততঃ সমম্।
ততো রাত্রিঃ ক্ষয়ং যাতি বর্দ্ধতেঽনুদিনং দিনম্॥
ততশ্চ মিথুনস্যান্তে পরাকাষ্ঠামুপাগতঃ।
রাশিং কর্কটকং প্রাপ্য কুরুতে দক্ষিণায়নম্॥ ৩০
কুলালচক্রপর্য্যন্তো যথা শীঘ্রং প্রবর্ত্ততে।
দক্ষিণে প্রক্রমে সূর্য্যস্তথা শীঘ্রং প্রবর্ত্ততে॥ ৩১
অতিবেগিতয়া কালং বায়ুবেগবলাচ্চলন্।
তস্মাৎ প্রকৃষ্টাং ভূমিস্তু কালেনাল্পেন গচ্ছতি॥৩২
সূর্য্যো দ্বাদশভিঃ শৈঘ্র্যান্ মুহূর্ত্তৈর্দক্ষিণায়নে।
ত্রয়োদশার্দ্ধমৃক্ষাণামহ্না তু চরতি দ্বিজ।
মুহূর্ত্তৈস্তাবদৃক্ষাণি নক্তমষ্টাদশৈশ্চরন্॥ ৩৩
কুলালচক্রমধ্যস্থো যথা মন্দং প্রসর্পতি।
তথোদগয়নে সূর্য্যঃ সর্পতে মন্দবিক্রমঃ॥ ৩৪
তস্মাদ্দীর্ঘেণ কালেন ভূমিমল্পাস্তু গচ্ছতি।
অষ্টাদশমুহূর্ত্তং যদুত্তরায়ণপশ্চিমম্।

অগ্নি দৃষ্ট হয়। হে দ্বিজ! এইরূপে, দিবসে অগ্নির চতুর্থাংশ সূর্য্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়; এই অগ্নিসংযোগ-হেতু সূর্য্য অত্যন্ত প্রখররূপে প্রকাশ পান। সূর্য্য ও অগ্নির প্রকাশ ও উষ্ণ স্বরূপ তেজ পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট হইয়া দিবারাত্রি পরস্পরকে আপ্যায়িত অর্থাৎ পরস্পরের উৎকর্ষ বিধান করে। সূর্য্য, সুমেরুর দক্ষিণ ভূম্যর্দ্ধে গমন করিলে দিনে তমঃশীল রাত্রি এবং উত্তর ভূম্যর্দ্ধে গমন করিলে রাত্রে প্রকাশশীল দিবা, জলে প্রবেশ করে। দিবায়, জলে রাত্রি প্রবেশ করে বলিয়া জল সকল ঈষৎ তাম্রবর্ণ হয় এবং সূর্য্য অস্ত হইলে জলে দিন প্রবেশ করে, এজন্য রাত্রিকালে জল সকল শুক্লবর্ণ হয়। এইরূপ দিবাকর যখন পুষ্করদ্বীপে পৃথিবীর ত্রিংশত্তম-ভাগে গমন করেন, তখন তাঁহার মৌহূর্ত্তিকী (মুহূর্ত্তসম্বন্ধিনী) গতি হয়। হে ব্রহ্মন্! এই দিবাকর কুলালচক্রের প্রান্তস্থিত জন্তুর ন্যায় ভ্রমণ করত পৃথিবীর ত্রিংশৎ ভাগ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দিবা ও রাত্রি করিয়া থাকেন, অর্থাৎ এক এক মুহূর্ত্তে এক এক অংশ অতিক্রম করিতে-ছেন,এইরূপে ত্রিংশৎ ভাগ অতিক্রান্ত হইলে এক অহোরাত্র হয়। হে দ্বিজ। ভাস্কর উত্তরায়ণের প্রথমে মকররাশিতে গমন করেন। তদনন্তর কুম্ভ ও তৎপরে মীনরাশিতে গমন করেন। এই তিন রাশি ভুক্ত হইলে পর সূর্য্য অহোরাত্র সমান করত বৈষুবতী গতি অবলম্বন করেন অর্থাৎ বিষুব রেখায় গমন করেন! তদনন্তর প্রত্যহ রাত্রি ক্ষয় ও দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তদনন্তর (মেষ বৃষ অতিক্রমের পর) মিথুন রাশির অন্তে উত্তরায়ণের শেষ সীমায় উপস্থিত হন। পরে কর্কট রাশিতে গমন করিয়া দক্ষিণায়ন করিতে থাকেন।২১—৩০। কুলালচক্রের প্রান্ত-বর্ত্তী জন্তু যেমন শীঘ্র গমন করে, সূর্য্য দক্ষিণা-য়নে সেইরূপ শীঘ্র গমন করেন, বায়ু-বেগবলে অতি দ্রুত গমন করত অল্পকালেই এক স্থান হইতে অন্য প্রকৃষ্ট স্থানে উপস্থিত হন। হে দ্বিজ! দক্ষিণায়নে সূর্য্য দিবসে শীঘ্রগামী হইয়া দ্বাদশমুহূর্ত্তে জ্যোতিশ্চক্রের এবং রাত্রিকালে মৃদুগামী হইয়া অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে অপরার্দ্ধ গমন করেন। কুলালচক্রের মধ্যস্থ জন্তু যেমন মন্দ মন্দ গমন করে, সূর্য্য উত্তরায়ণে দিবসে সেইরূপ মন্দগামী হইয়া গমন করেন। এজন্য দীর্ঘকালে

অহর্ভবতি তচ্চাপি চরতে মন্দবিক্রমঃ ॥ ৩৫
ত্রয়োদশার্দ্ধমহ্না তু ঋক্ষাণাং চরতে রবিঃ।
মুহূর্ত্তৈস্তাবদৃক্ষাণি রাত্রৌ দ্বাদশভিশ্চরন্ ॥ ৩৬
অথো মন্দতরং নাভ্যাং চক্রং ভ্রমতি বৈ তথা।
মৃৎপিণ্ড ইব মধ্যস্থো ধ্রুবো ভ্রমতি বৈ তথা ॥৩৭
কুলালচক্রনাভিস্ত যথা তত্রৈব বর্ত্ততে।
ধ্রুবস্তথা হি মৈত্রেয় তত্রৈব পরিবর্ত্ততে ॥ ৩৮
উভয়োঃ কাষ্ঠয়োর্মধ্যে ভ্রমতো মণ্ডলানি তু।
দিবা নক্তঞ্চ সূর্য্যস্য মন্দা শীঘ্রা চ বৈ গতিঃ ॥ ৩৯
মন্দাহ্নি যস্মিন্নয়নে শীঘ্রা নক্তং তদা গতিঃ।
শীঘ্রা নিশি যদা চাস্য তদা মন্দা দিবাগতিঃ ॥ ৪০
একপ্রমাণমেবৈষ মার্গং যাতি দিবাকরঃ।
অহোরাত্রেণ যো ভুঙ্‌ক্তে সমস্তা রাশয়ো দ্বিজ ॥৪১
ষড়েব রাশয়ো ভুঙ্‌ক্তে রাত্রাবন্যাংশ্চ ষড়্ দিবা।
রাশিপ্রমাণজনিতা দীর্ঘহ্রস্বাত্মতা দিনে।
তথা নিশায়াং রাশীনাং প্রমাণৈর্লঘুদীর্ঘতা ॥ ৪২
দিনাদের্দীর্ঘহ্রস্বত্বং তদ্ভোগেনৈব জায়তে।
উত্তরে প্রক্রমে শীঘ্রা নিশি মন্দা গতির্দিবা।
দক্ষিণে ত্বয়নে চৈব বিপরীতা বিবস্বতঃ ॥ ৪৩
উষা রাত্রিঃ সমাখ্যাতা ব্যুষ্টিশ্চাপ্যুচ্যতে দিনম্।
প্রোচ্যতে চ তথা সন্ধ্যা উষাব্যুষ্ট্যোর্যদন্তরম্ ॥ ৪৪
সন্ধ্যাকালে তু সংপ্রাপ্তে রৌদ্রে পরমদারুণে।
মন্দেহা রাক্ষসা ঘোরাঃ সূর্য্যমিচ্ছন্তি খাদিতুম্ ॥৪৫
প্রজাপতিকৃতঃ শাপস্তেষাং মৈত্রেয় রক্ষসাম্।
অক্ষয়ত্বং শরীরাণাং মরণঞ্চ দিনে দিনে ॥ ৪৬

অল্পমাত্র স্থান গমন করেন। উত্তরায়ণের শেষ দিনে জ্যোতিশ্চক্রের অর্দ্ধবৃত্ত গমন করিতে মন্দগামী সূর্য্যের যে অষ্টাদশ মুহূর্ত্ত গত হয়, তাহাই দীর্ঘ দিবস হইয়া থাকে। রবি দিবসে অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে যেমন অর্দ্ধবৃত্ত অর্থাৎ সার্দ্ধত্রয়োদশ নক্ষত্র গমন করেন, রাত্রিকালে দ্বাদশ মুহূর্ত্তে সেইরূপ অপর অর্দ্ধ বৃত্ত অর্থাৎ অবশিষ্ট সার্দ্ধত্রয়োদশ নক্ষত্র গমন করেন। অনন্তর কুলালচক্রে নাভি এবং নাভিস্থিত মৃৎপিণ্ড যেমন মন্দতর বেগে ভ্রমণ করে, জ্যোতিশ্চক্রের নাভি এবং তত্রস্থ ধ্রুবও সেইরূপ মন্দ মন্দ ভ্রমণ করিতে থাকে। হে মৈত্রেয়! কুলালচক্রের নাভি এবং নাভিস্থ মৃৎপিণ্ড যেমন স্বস্থান পরিত্যাগ না করিয়া সেই স্থানেই পরিভ্রমণ করে, ধ্রুবও সেইরূপ স্বস্থান পরিত্যাগ করে না,—সেই স্থানেই পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। উভয় অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণদিকে মণ্ডলসমূহ ভ্রমণ করিতে করিতে সময়ানুসারে সূর্য্যের, দিবা এবং রাত্রিতে গতি শীঘ্র এবং মন্দ হইয়া থাকে। যে অয়নে দিবসে সূর্য্যের মন্দগতি হয়, তাহাতে রাত্রিকালে শীঘ্র গতি হয়, এবং যখন নিশাকালে শীঘ্রগতি হয়, তখন ইহাঁর দিবসে মন্দগতি হয়। ৩১—৪০। এই দিবাকর, এক-প্রমাণ অর্থাৎ দিবা এবং রাত্রিতে তুল্য-পরিমাণ পথ অতিক্রম করেন; হে দ্বিজ! তিনি অহোরাত্রে সমস্ত রাশি-ভোগ করিয়া থাকেন। রাত্রিকালে ছয় রাশি এবং দিবসে অপর ছয় রাশি ভোগ করেন। (সুতরাং দ্বাদশরাশিময় পথের অর্দ্ধ অর্দ্ধ করিয়া দিবা-গন্তব্য ও রাত্রি গন্তব্য পথ তুল্য হইল); দিবসের হ্রাসবৃদ্ধি রাশিসমূহের প্রমাণানুসারে হইয়া থাকে এবং রাত্রিরও হ্রাসবৃদ্ধি রাশি-প্রমাণানুসারে হয়। (যেহেতু) রাশি-ভোগ বশতই দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি হয়। উত্তরায়ণে রাত্রিকালে সূর্য্যের শীঘ্রগতি ও দিবসে মন্দগতি হয় এবং দক্ষিণায়নে তাহার বিপরীত অর্থাৎ দিবসে শীঘ্রগতি এবং রাত্রিতে মন্দগতি হয় (তাহার কারণ, উত্তরায়ণে রাত্রিভোগ্য রাশির পরিমাণ অল্প ও দিনভোগ্য রাশির পরিমাণ অধিক; এবং দক্ষিণায়নে রবিপীত) উষাকাল, রাত্রি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ও ব্যুষ্টি অর্থাৎ প্রভাত, দিন বলিয়া উক্ত হয়; এবং যাহা উক্ত উষা ও ব্যুষ্টির অন্তর্ব্বর্ত্তী কাল, তাহা সন্ধ্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। (সন্ধ্যা উপাসনা না করিলে সূর্য্যহত্যা দোষ হয়। অতএব দ্বিজগণের সন্ধ্যোপাসনা কর্ত্তব্য, ইহা বুঝাইবার জন্য কয়েকটী শ্লোক উক্ত হইতেছে,) যথা—পরম দারুণ রৌদ্রমুহূর্ত্তাত্মক সন্ধ্যাকাল প্রাপ্ত হইলে মন্দেহ নামে ভয়ানক রাক্ষসগণ সূর্য্যকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে। হে মৈত্রেয়! সেই সকল রাক্ষসের শরীরের অক্ষ-

ততঃ সূর্য্যস্য তৈর্যুদ্ধং ভবত্যত্যন্তদারুণম্।
ততো দ্বিজোত্তমাস্তোয়ং যৎ ক্ষিপন্তি মহামুনে ॥৪৭
ওঙ্কারব্রহ্মসংযুক্তং গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রিতম্।
তেন দহন্তি তে পাপা বজ্রভূতেন বারিণা। ৪৮
অগ্নিহোত্রে হূয়তে যা সমন্ত্রা প্রথমাহুতিঃ।
সূর্য্যো জ্যোতিঃসহস্রাংশুস্তয়া দীপ্যতি ভাস্করঃ ॥৪৯
ওঙ্কারো ভগবান্ বিষ্ণুস্ত্রিধামা বচসাং পতিঃ।
তদুচ্চারণতস্তে তু বিনাশং যান্তি রাক্ষসাঃ ॥ ৫০
বৈষ্ণবোহংশঃ পরং সূর্য্যো
যোহন্তর্জ্যোতিরসংপ্লবম্।
অভিধায়ক ওঙ্কারস্তস্য তৎপ্রেরকঃ পরঃ ॥ ৫১
তেন সম্প্রেরিতং জ্যোতিরোঙ্কারেণাথ দীপ্তিমৎ।
দহত্যশেষরক্ষাংসি মন্দেহাখ্যানি তানি বৈ ॥ ৫২
তস্মান্নোল্লঙ্ঘনং কার্য্যং সন্ধ্যোপাসনকর্ম্মণঃ।
স হন্তি সূর্য্যং সন্ধ্যায়াং নোপাস্তিং কুরুতে তু যঃ ॥

ততঃ প্রয়াতি ভগবান্ ব্রাহ্মণৈরভিরক্ষিতঃ।
বালখিল্যাদিভিশ্চৈব জগতঃ পালনোদ্যতঃ ॥ ৫৪
কাষ্ঠা নিমেষা দশ পঞ্চ চৈব
ত্রিংশচ্চ কাষ্ঠা গণয়েৎ কলাঞ্চ।
ত্রিংশৎ কলাশ্চৈব ভবেন্মুহূর্ত্ত-
স্তৈস্ত্রিংশতা রাত্র্যহনী সমেতে ॥ ৫৫
হ্রাসবৃদ্ধী ত্বহর্ভাগৈর্দ্দিবসানাং যথাক্রমম্।
সন্ধ্যা মুহূর্ত্তমাত্রা বৈ হ্রাসবৃদ্ধৌ সমা স্মৃতা ॥ ৫৬
লেখাং প্রভৃত্যথাদিত্যে ত্রিমুহূর্ত্তগতে তু বৈ।
প্রাতঃ স্মৃতস্ততঃ কালো ভাগশ্চাহ্নঃ সপঞ্চমঃ ॥৫৭
ততঃ প্রাতস্তনাৎ কালাৎ ত্রিমুহূর্ত্তস্তু সঙ্গবঃ।
মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তস্তু তস্মাৎ কালাৎ তু সঙ্গবাৎ ॥৫৮
তস্মান্মধ্যাহ্নিকাৎ কালাদপরাহ্ণ ইতি স্মৃতঃ।

য়তা এবং প্রত্যহ মরণ হইবে, প্রজাপতিদত্ত এই শাপ আছে। অনন্তর তাহাদিগের সহিত সূর্য্যের অতি দারুণ যুদ্ধ হয়। হে মহামুনে! তৎপরে দ্বিজোত্তমগণ ব্রহ্মরূপী ওঙ্কার ও গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত যে জল নিক্ষেপ করেন, সেই বজ্ররূপী বারি দ্বারা সেই সকল পাপাচারী রাক্ষসগণ দগ্ধ হইয়া যায়। অগ্নিহোত্রকালে "সূর্য্যো জ্যোতিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত যে প্রথম আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহা দ্বারা সহস্র-কিরণ, প্রভাকর, ওঙ্কাররূপী, ঋগ্‌যজুঃসাম-তেজাঃ, বেদাধিপতি ভগবান্ বিষ্ণুস্বরূপ সূর্য্য দীপ্তিমান্ হন; এবং সেই আহুতিমন্ত্র উচ্চারণ-মাত্রে সেই সকল রাক্ষস বিনষ্ট হয়। ৪১—৫০। সূর্য্য, বৈষ্ণব অংশ। যিনি নির্ব্বিকার, উৎকৃষ্ট ও অন্তর্জ্জ্যোতিঃ অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ, পরম ওঙ্কার তাঁহার বাচক এবং রাক্ষসবধে তাঁহাকে প্রবর্ত্তিত করেন। সেই ওঙ্কারপ্রবর্ত্তিত প্রদীপ্ত জ্যোতিঃ, মন্দেহ নামক সেই সমস্ত রাক্ষসকে দগ্ধ করেন। অতএব সন্ধ্যাকালীন উপাসনা-কার্য্যের লঙ্ঘন করা উচিত নহে। যে সন্ধ্যা-কালে উপাসনা না করে, সে সূর্য্যহত্যা করে।

অনন্তর, জগৎপালনে উদ্যুক্ত ভগবান্ সূর্য্য, বালখিল্যাদি ব্রাহ্মণসমূহ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া গমন করেন। পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠাকে এক কলা বলিয়া গণনা করিবে। ত্রিংশৎকলাতে এক মুহূর্ত্ত হইবে; এবং ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে সম্পূর্ণ অহোরাত্র। দিব-সাংশ অর্থাৎ প্রাতঃকাল মধ্যাহ্ন কাল ইত্যাদি এবং সম্পূর্ণ দিবসের (এইরূপ রাত্রির) হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। কিন্তু সন্ধ্যা (সকল সময়েই) মুহূর্ত্তাত্মিকা; দিবারাত্রির হ্রাস ও বৃদ্ধিতেও তুল্য অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। আদিত্য লেখ অর্থাৎ অর্দ্ধোদয় হইতে তিন মুহূর্ত্ত গমন করিলে ঐ গমন কাল, অর্থাৎ তিন মুহূর্ত্ত, প্রাতঃকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়; * ইহা সম্পূর্ণ দিনের পঞ্চম ভাগ অর্থাৎ পাঁচ ভাগের এক ভাগ। সেই প্রাতঃকালের পর তিন মুহূর্ত্ত "সঙ্গব" এবং সেই সঙ্গবকালের পর তিন মুহূর্ত্ত

* উপরে যে অর্থ লিখিত হইল, তাহা স্বামিসম্মত। অন্যবিধ অর্থ যথা—লেখ শব্দে দ্বিমুহূর্ত্তাত্মক অরুণোদয় কালের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত। ঐ সময় হইতে সূর্য্য তিন মুহূর্ত্ত গমন করিলে তদনন্তর প্রাতঃকাল। তাহা দিবসের পাঁচ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ত্রিমুহূর্ত্তাত্মক।

ত্রয় এব মুহূর্তাস্তু কালভাগঃ স্মৃতো বুধৈঃ।
অপরাহ্নে ব্যতীতে তু কালঃ সায়াহ্ন এব চ॥ ৫৯
দশপঞ্চমুহূর্তাহে মুহূর্তাস্ত্রয় এব চ।
দশপঞ্চমুহূর্তং বৈ অহর্বৈষুবতং স্মৃতম্॥ ৬০
বৰ্দ্ধতেঽহো হ্রসেচ্চৈবাপ্যয়নে দক্ষিণোত্তরে।
অহস্তু গ্রসতে রাত্রিং রাত্রিগ্র সতি বাসরম্॥ ৬১
শরদ্বসন্তয়োর্মধ্যে বিষুবস্তু বিভাব্যতে।
তুলামেষগতে ভানৌ সমরাত্রিদিনন্তু তৎ॥ ৬২
কর্কটাবস্থিতে ভানৌ দক্ষিণায়নমুচ্যতে।
উত্তরায়ণমপ্যুক্তং মকরস্থে দিবাকরে॥ ৬৩
ত্রিংশন্মুহূর্তং কথিতমহোরাত্রন্তু যন্ময়া।
তানি পঞ্চদশ ব্রহ্মন্ পক্ষ ইত্যভিধীয়তে॥ ৬৪

মাসঃ পক্ষদ্বয়েনোক্তো দ্বৌ মাসৌ চার্কজাবৃতুঃ।
ঋতুত্রয়ঞ্চাপ্যয়নং দ্বেঽয়নে বর্ষসংজ্ঞিতম্॥ ৬৫
সংবৎসরাদয়ঃ পঞ্চ চতুর্ম্মাসবিকল্পিতাঃ।
নিশ্চয়ঃ সর্ব্বকালস্য যুগমিত্যভিধীয়তে॥ ৬৬
সংবৎসরস্তু প্রথমো দ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ।
ইদ্বৎসরস্তৃতীয়স্তু চতুর্থশ্চানুবৎসরঃ।
বৎসরঃ পঞ্চমশ্চাত্র কালোঽয়ং যুগসংজ্ঞিতঃ॥৬৭
যঃ শ্বেতস্যোত্তরঃ শৈলঃ শৃঙ্গবানিতি বিশ্রুতঃ।
ত্রীণি তস্য তু শৃঙ্গাণি যৈরসৌ শৃঙ্গবান্ স্মৃতঃ॥৬৮
দক্ষিণঞ্চোত্তরঞ্চৈব মধ্যং বৈষুবতং তথা।
শরদ্বসন্তয়োর্মধ্যে তদ্ভানুঃ প্রতিপদ্যতে॥ ৬৯
মেষাদৌ চ তুলাদৌ চ মৈত্রেয় বিষুবৎ স্থিতঃ।

মধ্যাহ্ন। সেই মধ্যাহ্নকালের পর তিন মুহূর্ত "অপরাহ্ণ" বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। অপরাহ্ণ অতীত হইলে সায়াহ্ন কাল। পঞ্চদশ মুহূর্তাত্মক অর্থাৎ ত্রিংশদ্দণ্ডাত্মক দিবসে এই সকল মুহূর্ত অন্যূনাতিরিক্ত-ভাবে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়; কিন্তু অন্য সময়ে তিন মুহূর্ত হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। বৈষুবত দিন (অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে ১০ চৈত্র ও ১০ আশ্বিন) পঞ্চদশ মুহূর্তাত্মক। ৫১—৬০। উত্তরায়ণে দিবসের বৃদ্ধি এবং দক্ষিণায়নে হ্রাস হয়, এই উভয় অয়নে যথাক্রমে দিন, রাত্রিকে গ্রাস করে এবং রাত্রি, দিবসকে গ্রাস করে। শরৎ ও বসন্ত ঋতুর মধ্যে ভানু, তুলা বা মেষরাশি গত হইলে যথাক্রমে তুলাখ্য ও মেষাখ্য "বিষুব" হয়; তাহা সমরাত্রিন্দিব অর্থাৎ তৎকালে (অয়নাংশবিশেষে পূর্ব্বাপর ৫৪ দিনের মধ্যে এক এক দিন) রাত্রি ও দিবসের পরিমাণ সমান হইয়া থাকে। সূর্য্য, কর্কট রাশিতে অবস্থিত হইলে, দক্ষিণায়ন উক্ত হয় এবং মকরস্থ হইলে উত্তরায়ণ হয়। (সূর্য্যের কর্কট হইতে ধনুঃ পর্য্যন্ত রাশি-স্থিতিকাল দক্ষিণায়ন এবং মকর হইতে মিথুন রাশি স্থিতিকাল উত্তরায়ণ, ইহা ভাবার্থ)। হে ব্রহ্মন্! ত্রিংশৎ-মুহূর্তাত্মক যে অহোরাত্র ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, সেই পঞ্চদশ অহোরাত্র পক্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। দুই পক্ষে একমাস উক্ত হইয়াছে; দুই সৌর মাসে এক ঋতু; তিন ঋতুতে এক অয়ন এবং দুই অয়নের সংজ্ঞা "বৎসর" *। চতুর্ব্বিধ অর্থাৎ সৌর, সাবন, চান্দ্র ও নাক্ষত্র মাসানুসারে বিবিধরূপে কল্পিত সংবৎসরাদি-পঞ্চক, সকল কালের অর্থাৎ মলমাসাদির নির্ণয়ের কারণ; এবং তাহা যুগনামে উক্ত হইহইয়াছে। প্রথম—সংবৎসর, দ্বিতীয়—পরিবৎসর, তৃতীয়—ইদ্বৎসর, চতুর্থ—অনুবৎসর, পঞ্চম—বৎসর, এইকাল "যুগ" নামে খ্যাত। শ্বেত বর্ষের উত্তর-দেশবর্ত্তী "শৃঙ্গবান্" নামে যে পর্ব্বত আছে, তাহার তিনটী শৃঙ্গ আছে; এই সকল শৃঙ্গের অস্তিত্বে এই পর্ব্বত "শৃঙ্গবান্" নামে খ্যাত হইয়াছে। একটী শৃঙ্গ দক্ষিণ, একটী শৃঙ্গ উত্তর এবং অপরটী মধ্য; এই মধ্য শৃঙ্গটীই "বৈষুবত"। সূর্য্য, শরৎ এবং বসন্ত কালের মধ্যে সেই বৈষুবত শৃঙ্গে গমন করেন। হে

---

* পক্ষ, মাস ও বর্ষ, সৌর, সাবন, চান্দ্র ইত্যাদি নানাবিধ আছে; কিন্তু ঋতু এবং অয়ন কেবল সৌরই হইয়া থাকে এবং সৌর (দুই) মাস হইলেই যে ঋতু হইবে, তাহা নহে; কিন্তু নির্দ্ধারিত দুই সৌর মাসে এক ঋতু; যথা,—অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত ঋতু ইত্যাদি।

তদা তুল্যমহোরাত্রং করোতি তিমিরাপহঃ।
দশপঞ্চমুহূর্ত্তং বৈ তদেতদুভয়ং স্মৃতম্ ॥ ৭০
প্রথমে কৃত্তিকাভাগে যদা ভাস্বাংস্তথা শশী।
বিশাখানাং চতুর্থেঽংশে মুনে তিষ্ঠত্যসংশয়ম্ ॥৭১
বিশাখানাং যদা সূর্য্যশ্চরত্যংশং তৃতীয়কম্।
তদা চন্দ্রং বিজানীয়াৎ কৃত্তিকাশিরসি স্থিতম্ ॥৭২
তদৈব বিষুবাখ্যো বৈ কালঃ পুণ্যোঽভিধীয়তে।
তদা দানানি দেয়ানি দেবেভ্যঃ প্রযতাত্মভিঃ ॥ ৭৩
ব্রাহ্মণেভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মুখমেতৎ তু দানজম্।
দত্তদানস্তু বিষুবে কৃতকৃত্যোঽভিজায়তে ॥ ৭৪
অহোরাত্রাধিমাসৌ তু কলাকাষ্ঠাক্ষণাস্তথা।
পৌর্ণমাসী তথা জ্ঞেয়া অমাবাস্যা তথৈব চ।
সিনীবালী কুহূশ্চৈব রাকা চানুমতিস্তথা ॥ ৭৫

তপস্তপস্যৌ মধুমাধবৌ চ
শুক্রঃ শুচিশ্চায়নমুত্তরং স্যাৎ।
নভো নভস্যোঽথ ইষশ্চ সোর্জ্জঃ
সহঃসহস্যাবিতি দক্ষিণং স্যাৎ ॥ ৭৬
লোকালোকশ্চ যঃ শৈলঃ প্রাগুক্তো ভবতো ময়া।
লোকপালাস্তু চত্বারস্তত্র তিষ্ঠন্তি সুব্রতাঃ ॥ ৭৭
সুধামা শঙ্খপাচ্চৈব কর্দ্দমস্যাত্মজো দ্বিজ।
হিরণ্যরোমা চৈবান্যশ্চতুর্থঃ কেতুমানপি ॥ ৭৮
নির্দ্বন্দ্বা নিরভিমানা নিস্তন্দ্রা নিষ্পরিগ্রহাঃ।
লোকপালাঃ স্থিতা হ্যেতে লোকালোকে চতুর্দিশম্
উত্তরং যদগস্ত্যস্য অজবীথ্যাশ্চ দক্ষিণম্।
পিতৃযাণঃ স বৈ পন্থা বৈশ্বানরপথাদ্বহিঃ ॥ ৮০
তত্রাসতে মহাত্মান ঋষয়ো যেঽগ্নিহোত্রিণঃ।
ভূতারম্ভকৃতং ব্রহ্ম শংসন্ত ঋত্বিগুদ্যতাঃ ॥ ৮১

মৈত্রেয়! তিমিরাপহ অর্থাৎ সূর্য্য মেষের প্রথম দিনে এবং তুলার প্রথম দিনে (প্রথম দিন শব্দের তাৎপর্য্য—অয়নাংশ-ভেদে তত্তন্মাসীয় পূর্ব্ব ২৭ দিন ও উত্তর ২৭ দিন, এই ৫৪ দিনের মধ্যে কোন এক দিন) বিষুবৎ নামক শৃঙ্গে অবস্থিত হইয়া তৎকালে অহোরাত্র সমপরিমাণ করিয়া থাকেন। সেই সময় এই উভয় অর্থাৎ দিবা ও রাত্রি প্রত্যেক পঞ্চদশ-মুহূর্ত্ত স্মৃত হইয়াছে। ৬১—৭০। হে মুনে! সূর্য্য যৎ-কালে কৃত্তিকার প্রথম ভাগে অর্থাৎ মেষান্তে অবস্থিত; তখন চন্দ্র বিশাখার চতুর্থ ভাগে বৃশ্চিকারম্ভে নিশ্চয়ই অবস্থান করেন এবং সূর্য্য যখন বিশাখার তৃতীয় অংশ অর্থাৎ তুলার অন্ত-ভাগ ভোগ করেন, তখন চন্দ্রকে কৃত্তিকার প্রথম পাদে অর্থাৎ মেষান্তভাগে স্থিত বলিয়া জানিবে। তখনই পবিত্র বিষুব-নামা কাল অভিহিত হই-য়াছে, সেইকালে পবিত্রাত্মা ব্যক্তিগণের দেবগণ-উদ্দেশে প্রযত-স্বভাবে দান করা কর্ত্তব্য ও পিতৃ-গণ এবং ব্রাহ্মণগণকে দান করা উচিত। এইকালে দেবাদির মুখ, দান-গ্রহণের জন্য বিবৃত হয়। এই বিষুব-কালে দান করিলে মনুষ্য কৃতকৃত্য হয়। যাগাদিকালের নির্ণয়ার্থে অহোরাত্র, অধিমাস, কলা, কাষ্ঠা ও ক্ষণাদির বিষয় উত্তমরূপে জানা আবশ্যক। পৌর্ণমাসী দুইপ্রকার,—রাকা ও অনুমতি; * এইরূপ অমাবস্যারও দুই নাম,—সিনীবালী ও কুহূ †। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় এই ছয় মাসে উত্তরায়ণ ও ইহা ভিন্ন আর ছয় মাসে দক্ষিণায়ন হয়। পূর্ব্বে তোমার নিকট যে লোকালোক পর্ব্বতের বিষয় বলিয়াছি, সেই লোকালোক পর্ব্বতে চারিজন সুব্রত লোকপাল বাস করেন। হে দ্বিজ! ইহাঁদের নাম সুধামা, কর্দ্দমাত্মজ শঙ্খপাৎ, হিরণ্যরোমা ও কেতুমান্। ইহাঁরা চারি জন লোকালোক পর্ব্বতের চারিদিকে অবস্থিতি করেন, ইহাঁদের সুখ-দুঃখজ্ঞান, অভিমান, অধীনতা বা আসক্তি কিছুই নাই। ৭১—৭৯। অগস্ত্যের উত্তর ও অজবীথির দক্ষিণে, বৈশ্বানরপথ ভিন্ন মৃগবীথি নামে যে পথ আছে, সেই পথে পিতৃগণ গমন করিয়া থাকেন। সেই পিতৃপথে যে সকল অগ্নিহোত্রী ঋষি আছেন, তাঁহারা প্রবৃত্তিমার্গানু-

---

* যে তিথিতে পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান, তাহাকে রাকা কহে; আর যাহাতে চন্দ্র এককলা হীন, তাহাকে অনুমতি কহে।

† দৃষ্টচন্দ্রা অমাবস্যার নাম সিনীবালী ও নষ্টচন্দ্রা অমাবস্যার নাম কুহূ।

প্রারভন্তে তু যে লোকাস্তেষাং পন্থাঃ স দক্ষিণঃ।
চলিতং তে পুনর্ব্রহ্ম স্থাপয়ন্তি যুগে যুগে॥ ৮২
সন্তত্যা তপসা চৈব মর্য্যাদাভিঃ শ্রুতেন চ।
জায়মানাস্তু পূর্ব্বে চ পশ্চিমানাং গৃহেষু বৈ॥ ৮৩
পশ্চিমাশ্চৈব পূর্ব্বেষাং জায়তে নিধনেষ্বিহ।
এবমাবর্ত্তমানাস্তে তিষ্ঠন্তি নিয়তব্রতাঃ।
সবিতুর্দ্দক্ষিণং মার্গং শ্রিতা হ্যাচন্দ্রতারকম্‌॥ ৮৪
নাগবীথ্যুত্তরং যচ্চ সপ্তর্ষিভ্যশ্চ দক্ষিণম্‌।
উত্তরঃ সবিতুঃ পন্থা দেবযানশ্চ স স্মৃতঃ॥ ৮৫
তত্র তে বশিনঃ সিদ্ধা বিমলা ব্রহ্মচারিণঃ।
সন্ততিং তে জুগুপ্সন্তি তস্মান্মৃত্যুর্জ্জিতশ্চ তৈঃ॥৮৬
অষ্টাশীতিসহস্রাণাং মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্‌।
উদক্‌পন্থানমর্য্যম্নঃ স্থিতা হ্যাভূতসংপ্লবম্‌॥ ৮৭
তেঽসংপ্রয়োগাল্লোভস্য মৈথুনস্য চ বর্জ্জনাৎ।
ইচ্ছাদ্বেষাপ্রবৃত্ত্যা চ ভূতারম্ভবিবর্জ্জনাৎ॥ ৮৮
পুনশ্চাকামসংযোগাচ্ছব্দাদের্দোষদর্শনাৎ।
ইত্যেভিঃ কারণৈঃ শুদ্ধাস্তেঽমৃতত্বং হি ভেজিরে॥
আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যতে।
ত্রৈলোক্যস্থিতিকালোঽয়মপুনর্ম্মার উচ্যতে॥ ৯০
ব্রহ্মহত্যাশ্বমেধাভ্যাং পুণ্যপাপকৃতো বিধিঃ।
আভূতসংপ্লবং স্থানং ফলমুক্তং তয়োর্দ্বিজ॥ ৯১
যাবন্মাত্রে প্রদেশে তু মৈত্রেয়াবস্থিতো ধ্রুবঃ।
ক্ষয়মায়াতি তাবৎ তু ভূমেরাভূতসংপ্লবে॥ ৯২
উর্দ্ধোত্তরমৃষিভ্যস্তু ধ্রুবো যত্র ব্যবস্থিতঃ।
এতদ্বিষ্ণুপদং দিব্যং তৃতীয়ং ব্যোম্নি ভাস্বরম্‌॥ ৯৩
নির্দ্ধূতদোষপঙ্কানাং যতীনাং সংযতাত্মনাম্‌।
স্থানং তৎ পরমং বিপ্র পুণ্যপাপপরিক্ষয়ে॥ ৯৪
অপুণ্যপুণ্যোপরমে ক্ষীণাশেষার্ত্তিহেতবঃ।

সারী বেদের স্তুতি করেন এবং কালান্তরে যজ্ঞ-বিচ্ছেদ হইলে, যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া কর্ম্ম সকল করিয়া থাকেন। যাঁহারা আরম্ভকর্ত্তা রূপে দক্ষিণপথে অবস্থিতি করেন, তাঁহারা যুগে যুগে বেদের সম্প্রদায় বিনষ্ট হইলে, পুত্রাদির ঔরসে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করত বংশ প্রবর্ত্তন, বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থা, শাস্ত্রপ্রবর্ত্তন প্রভৃতি উপায় দ্বারা বৈদিক সম্প্রদায়ের পুনঃপ্রবর্ত্তন করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকগণের নিধনে পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই আবার উত্তরকালীন সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণ জন্মগ্রহণ করেন। এবম্প্রকারে, যতদিন চন্দ্রতারা প্রভৃতি থাকিবে, ততদিন পূর্ব্বোক্ত, সূর্য্যের দক্ষিণমার্গে স্থিত নিয়তব্রত মহর্ষিগণ, বার বার প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন এবং বেদের বিনষ্ট সম্প্রদায়ের পুনরুদ্ধার করিতেছেন। নাগবীথির উত্তরে ও সপ্তর্ষিগণের দক্ষিণে সূর্য্যের উত্তরবর্ত্তী, যে পথ আছে, তাহাকে দেবযান কহে। সেই পথে প্রসিদ্ধ নির্ম্মলস্বভাব ও জিতেন্দ্রিয় যে সকল সিদ্ধব্রহ্মচারিগণ বাস করেন, তাঁহারা সন্তানকামনা করেন না এবং মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। সূর্য্যের উত্তরমার্গে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত, উর্দ্ধরেতা অষ্টাশীতি সহস্র সংখ্যক মুনিগণ বাস করেন। তাঁহারা লোভের অসংযোগ, মৈথুনবর্জ্জন, ইচ্ছা ও দ্বেষে অপ্রবৃত্তি, কর্ম্মে অনুষ্ঠান-ত্যাগ, যোগ হইতে অস্খলনহেতু এবং শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ে দোষ-দর্শন-প্রযুক্ত তমোমোহ হইতে শুদ্ধিলাভ করিয়া অমৃতত্ব (প্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্থিতি) লাভ করিয়াছেন। ব্রহ্মার একদিন পর্য্যন্ত অবস্থানকে অমৃতত্ব বলে এবং ত্রৈলোক্যের স্থিতি পর্য্যন্ত কালকে অপুনর্ম্মার (পুনর্মৃত্যুরহিত) কহে। ৮০—৯০। ব্রহ্মহত্যা বা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে, যে পাপ বা পুণ্য হয়, প্রলয় পর্য্যন্ত তাহার ফল ভোগ হয়। হে মৈত্রেয়! যে প্রদেশ মাত্রে ধ্রুব অবস্থিতি করিতেছেন, ভূমি হইতে সেই প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রলয়কালে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। দেবযানের উর্দ্ধ ও উত্তরে এবং ঋষিদিগের উত্তরভাগে যে স্থলে ধ্রুব অবস্থিত, সেই দীপ্তিমৎ স্থানকে ভূমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তৃতীয় বিষ্ণুপদ বলে। পুণ্য ও পাপ উভয়েই পরিক্ষীণ হইলে, দোষরূপ-পঙ্কলেপশূন্য সংযতাত্মা যতিগণ সেই বিষ্ণুর পরমপদে অবস্থিতি করিতে পারেন। পাপ, পুণ্য ও অশেষবিধ পীড়ার কারণ নিবৃত্ত হইলে, প্রাণিগণ যেখানে গমন করিয়া আর শোক

যত্র গত্বা ন শোচন্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৯৫
ধর্ম্মধ্রুবাদ্যাস্তিষ্ঠন্তি যত্র তে লোকসাক্ষিণঃ।
তৎসাম্যোৎপন্নযোগেহঙ্গস্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥
যত্রোতমেতৎ প্রোতঞ্চ যদ্ভূতং সচরাচরম্।
ভব্যঞ্চ বিশ্বং মৈত্রেয় তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৯৭
দিবীব চক্ষুরাততং যোগিনাং তন্ময়াত্মনাম্।
বিবেকজ্ঞানদৃষ্টঞ্চ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ৯৮
যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতো ভাস্বান্ মেঢীভূতঃ স্বয়ং ধ্রুবঃ।
ধ্রুবে চ সর্ব্বজ্যোতীংষি জ্যোতিঃষম্ভোমুচো দ্বিজ ॥
মেঘেষু সন্ততা বৃষ্টির্বৃষ্টেশ্চাপোহথ পোষণম্।
আপ্যায়নঞ্চ সর্ব্বেষাং দেবাদীনাং মহামুনে ॥ ১০০
ততশ্চাজ্যাহুতিদ্বারা পোষিতাস্তে হবির্ভুজঃ।
বৃষ্টেঃ কারনতাং যান্তি ভূতানাং স্থিতয়ে পুনঃ ॥
এবমেতৎ পদং বিষ্ণোস্তৃতীয়মমলাত্মকম্।
আধারভূতং লোকানাং ত্রয়াণাং বৃষ্টিকারণম্ ॥১০২

ততঃ প্রবর্ত্ততে ব্রহ্মন্ সর্ব্বপাপহরা সরিৎ।
গঙ্গা দেবাঙ্গনাঙ্গানামনুলেপনপিঞ্জরা ॥ ১০৩
বামপাদাম্বুজাঙ্গুষ্ঠ-নখস্রোতো বিনির্গতা।
বিষ্ণোর্ব্বিভর্ত্তি যাং ভক্ত্যা শিরসাহর্নিশং ধ্রুবঃ ॥
ততঃ সপ্তর্ষয়ো যস্যাঃ প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
তিষ্ঠন্তি বীচিমালাভিরুহ্যমানজটা জলে ॥ ১০৫
বার্য্যোঘৈঃ সন্ততৈর্যস্যাঃ প্লাবিতং শশিমণ্ডলম্।
ভূয়োহধিকতমাং কান্তিং বহত্যেতদুপক্ষয়ম্ ॥১০৬
মেরুপৃষ্ঠে পতত্যুচ্চৈর্নিষ্ক্রান্তা শশিমণ্ডলাৎ।
জগতঃ পাবনার্থায় যা প্রয়াতি চতুর্দ্দিশম্ ॥ ১০৭
সীতা চালকনন্দা চ চক্ষুর্ভদ্রা চ সংস্থিতা।
একৈব যা চতুর্ভেদা দিগ্‌ভেদগতিলক্ষণা ॥ ১০৮
ভেদঞ্চালকনন্দাখ্যং যস্যাঃ সর্ব্বোহপি দক্ষিণম্।
দধার শিরসা প্রীত্যা বর্ষাণামধিকং শতম্ ॥ ১০৯
শম্ভোর্জটাকলাপাচ্চ বিনিষ্ক্রান্তাস্থিশর্করাঃ।
প্লাবয়িত্বা দিবং নিন্যে পাপাঢ্যান্ সগরাত্মজান্ ॥১১০

করেন না, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। ধ্রুব প্রভৃতি লোকসাক্ষিগণ, ইন্দ্রিয়বশীকরণাদিলব্ধ যোগবলে দীপ্তিমান্ হইয়া যেস্থলে ধর্ম্মাচরণ করেন, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। এই বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সচরাচর জগৎ যেখানে ওতপ্রোত রহিয়াছে, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। যাহা আকাশে প্রকাশমান সূর্য্যরূপ চক্ষুর ন্যায় সর্ব্ব-ভাসক, তন্ময়াত্মা যোগিগণ বিবেকজ্ঞান বলে যাহা অপরিচ্ছিন্নরূপে পরিজ্ঞাত তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। ধ্রুব নক্ষত্রে সকল নক্ষত্র আকৃষ্ট; নক্ষত্রগণে মেঘগণ আকৃষ্ট; মেঘসমূহ হইতে নিবিড় বর্ষণ; বর্ষণ হইতে জলসমূহ; সেই বৃষ্টি দ্বারা লোক সকল পুষ্ট ও তৃপ্ত হয় এবং দেব প্রভৃতিও তৃপ্ত হন। কারণ সেই জলপান দ্বারা জীবিত গবাদির দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত দ্বারা তাঁহারা পরিপুষ্ট, সুতরাং তাঁহারাই ভূতাদির স্থিতির নিমিত্ত বৃষ্টির হেতুভূত হন। এব-ম্প্রকারে সর্ব্বপ্রকার নক্ষত্রাদির আকর্ষক, পর-ম্পরায় বৃষ্টির কারণ ধ্রুবনক্ষত্র ও দীপ্তিমান্ ভাস্কর যাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাহাই অমলাত্মক, সকলের আধারভূত, লোকত্রয়ের বৃষ্টিকারণ বিষ্ণুর পরমপদ। ৯১—১০২। হে ব্রহ্মন্! সেই বিষ্ণুপদ হইতেই স্বর্গ-নারী-গণের অঙ্গরাগসম্পর্কে পিশঙ্গবর্ণা সর্ব্বপাপ-হরা মন্দাকিনী প্রকাশ পান। সেই গঙ্গা, বিষ্ণুর বামপাদপদ্মের অঙ্গুষ্ঠনখ হইতে স্রোতঃ-স্বরূপে নির্গত ও ধ্রুব দিবারাত্র তাঁহাকে ভক্তি-ভাবে মস্তকে ধারণ করিতেছেন। হে মৈত্রেয়! প্রাণায়ামপরায়ণ সপ্তর্ষিগণ তরঙ্গমালা-বিচলিত-জটাভার হইয়া, যে গঙ্গার জলে অঘমর্ষণ মন্ত্র-জপ করেন; যাঁহার নিবিড়-বারিপ্রবাহে প্লাবিত চন্দ্রমণ্ডল কলাহীন হইলে, পুনরায় অধিকতম শোভা বহন করে; যিনি শশিমণ্ডল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মেরুপৃষ্ঠে পতিত হন ও জগতের পবিত্রতার জন্য চতুর্দ্দিকে প্রয়াণ করেন; যিনি এক হইয়াও চারিদিক্‌-ভেদে গতির নিমিত্ত সীতা, অলকনন্দা, চক্ষুঃ, ভদ্রা এই চারি নামে লক্ষিত হইয়া স্থিতি করেন; যাঁহার দক্ষিণ-দিক্‌গত, অলকনন্দাখ্য সমুদয় প্রবাহ শত বর্ষেরও অধিককাল, ভগবান্ শম্ভু, অতি প্রীতির সহিত মস্তকে ধারণ করেন; যিনি শম্ভুর জটাকলাপ-নিষ্ক্রান্ত হইয়া পাপপূর্ণ সগরতনয়-

স্নাতস্য সলিলে যস্যাঃ সদ্যঃ পাপং প্রণশ্যতি।
অপূর্ব্বপুণ্যপ্রাপ্তিশ্চ সদ্যো মৈত্রেয় জায়তে ॥১১১
দত্তাঃ পিতৃভ্যো যত্রাপস্তনয়ৈঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতৈঃ।
সমাত্রয়ং প্রযচ্ছন্তি তৃপ্তিং মৈত্রেয় দুর্লভাম্ ॥১১২
যস্যামিষ্টা মহাযজ্ঞৈর্যজ্ঞেশং পুরুষোত্তমম্।
দ্বিজভূতাঃ পরামৃদ্ধিমবাপুর্দিবি চেহ চ ॥ ১১৩
স্নানাদ্বিধূতপাপাশ্চ যজ্জলে যতয়স্তথা।
কেশবাসক্তমনসঃ প্রাপ্তা নির্ব্বাণমুত্তমম্ ॥ ১১৪
শ্রুতাভিলষিতা দৃষ্টা স্পৃষ্টা পীতাবগাহিতা।
যা পাবয়তি ভূতানি কীর্ত্তিতা চ দিনে দিনে ॥১১৫
গঙ্গা গঙ্গেতি যৈর্নাম যোজনানাং শতেষপি।
স্থিতৈরুচ্চরিতং হন্তি পাপং জন্মত্রয়ার্জ্জিতম্ ॥১১৬
যতঃ সা পাবনায়ালং ত্রয়াণাং জগতামপি।
সমুদ্ভুতা পরং তত্তু তৃতীয়ং ভগবৎপদম্ ॥ ১১৭

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েহংশে
অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

গণের অস্থিচূর্ণসমূহকে প্লাবিত করত, তাহা-দিগকে স্বর্গে প্রেরণ করেন। হে মৈত্রেয়! যাঁহার সলিলে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ সকল পাপ নষ্ট হয় ও অপূর্ব্ব পুণ্য লাভ হইয়া থাকে; শ্রদ্ধা সমন্বিত পুত্রগণ, স্বর্গীয় পিতৃ-গণের উদ্দেশে যাঁহার প্রবাহে একদিনও জলতর্পণ করিলে পিতৃগণ তিন বৎসর পরিতৃপ্ত থাকেন। ব্রাহ্মণগণ যাঁহার তীরে পুরুষোত্তম যজ্ঞেশ্বরকে মহাযজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া ইহকাল ও পরকালে অতুল সমৃদ্ধি ভোগ করিয়াছেন; যতিগণ যাঁহার জলে স্নানান্তে বিনষ্ট-পাপ হইয়া কেশবে মন অর্পণপূর্ব্বক সর্ব্বোত্তম মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রতিদিন, যাঁহার নাম শ্রবণে, দর্শনাভিলাষে, দর্শনে, স্পর্শনে, পানে, অবগাহনে বা কীর্ত্তনে প্রাণিগণ পবিত্র হয়; প্রাণিগণ শতযোজন দূরে থাকিয়া "গঙ্গা, গঙ্গা," —যাঁহার এই নাম উচ্চারণ করিলে জন্মত্রয়া-র্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হয়; সেই গঙ্গা যাহা হইতে ত্রিলোকপাবনের জন্য উৎপত্তিলাভ করিয়াছেন, তাহাই, ভগবান্ বিষ্ণুর পরম তৃতীয় পদ। ১০৩—১১৭।

দ্বিতীয়াংশে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

তারাময়ং ভগবতঃ শিশুমারাকৃতি প্রভোঃ।
দিবি রূপং হরের্যত্তু তস্য পুচ্ছে স্থিতো ধ্রুবঃ ॥ ১
সৈষ ভ্রমন্ ভ্রাময়তি চন্দ্রাদিত্যাদিকান্ গ্রহান্।
ভ্রমন্তমনু তং যান্তি নক্ষত্রাণি চ চক্রবৎ ॥ ২
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তারা নক্ষত্রাণি গ্রহৈঃ সহ।
বাতানীকময়ৈর্ব্বন্ধৈর্ধ্রুবে বদ্ধানি তানি বৈ ॥ ৩
শিশুমারাকৃতি প্রোক্তং যদ্রূপং জ্যোতিষাং দিবি।
নারায়ণঃ পরং ধাম্নাং তস্যাধারঃ স্বয়ং হৃদি ॥ ৪
উত্তানপাদপুত্রস্তু তমারাধ্য প্রজাপতিম্।
স তারাশিশুমারস্য ধ্রুবঃ পুচ্ছে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫

নবম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, আকাশে শিশুমারাকৃতি,* তারা-পুঞ্জময় প্রভু ভগবান্ বিষ্ণুর যে রূপ দেখা যায়, তাহার পুচ্ছাগ্রভাগে, ধ্রুব অবস্থিত। সেই ধ্রুব নিজে ভ্রমণ করত চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ-গণকে পরিভ্রমণ করাইতেছে। নক্ষত্রগণও সেই ভ্রমণশীল ধ্রুবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চক্রবৎ পরি-ভ্রমণ করিতেছে। সেই সকল ভ্রমণশীল সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রগণ ও অন্যান্য গ্রহগণ, বাত-সমূহ-রূপ বন্ধন-রজ্জু দ্বারা ধ্রুবে আবদ্ধ রহিয়াছে। নক্ষত্রাদি ও সূর্য্যাদি গ্রহের অন্তরীক্ষে যে শিশুমারসদৃশ আকারের কথা বলিলাম, সেই শিশুমারাকৃতি গ্রহগণের আশ্রয়স্থানকে ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিয়া-ছেন। উত্তানপাদ নামে রাজার পুত্র ধ্রুব প্রজাপতি নারায়ণের আরাধনা করিয়া তারাময় সেই শিশুমারের পুচ্ছে অবস্থিতি করিতেছেন।

* শিশুমার জলজন্তুবিশেষ।

আধারঃ শিশুমারশ্চ সর্ব্বাধ্যক্ষো জনার্দ্দনঃ।
ধ্রুবস্য শিশুমারশ্চ ধ্রুবে ভানুর্ব্যবস্থিতঃ ॥ ৬
তদাধারং জগচ্চেদং সদেবাসুরমানুষম্।
যেন বিপ্র বিধানেন তন্মমৈকমনাঃ শৃণু ॥ ৭
বিবস্বানষ্টভির্মাসৈরাদায়াপো রসাত্মিকাঃ।
বর্ষত্যম্বু ততশ্চান্নমন্নাদপ্যখিলং জগৎ ॥ ৮
বিবস্বানংশুভিস্তীক্ষ্ণৈরাদায় জগতো জলম্।
সোমং পুষ্যত্যথেন্দুশ্চ বায়ুনাড়ীময়ৈর্দিবি ॥ ৯
নালৈর্বিক্ষিপতেঽভ্রেষু ধূমাগ্ন্যনিলমূর্ত্তিষু।
ন ভ্রশ্যন্তি যতস্তেভ্যো জলান্যভ্রাণি তান্যতঃ ॥ ১০
অভ্রস্থাঃ প্রপতন্ত্যাপো বায়ুনা সমুদীরিতাঃ।
সংস্কারং কালজনিতং মৈত্রেয়াসাদ্য নির্ম্মলাঃ ॥১১
সরিৎসমুদ্রভৌমাস্ত তথাপঃ প্রাণিসম্ভবাঃ।
চতুঃপ্রকারা ভগবানাদত্তে সবিতা মুনে ॥ ১২

সর্ব্বাধ্যক্ষ জনার্দ্দনই শিশুমাররূপে সকল গ্রহগণের ও ধ্রুবের আধার; এই ধ্রুবে সূর্য্য অবস্থিতি করেন। এই দেবাসুরমানুষ-পরিবৃত জগতের সূর্য্যই একমাত্র আধার। কেন তাঁহাকে এ প্রকার আধার বলে, তাহা বলিতেছি, অনন্যচিত্তে শ্রবণ কর। সূর্য্য স্বকীয় কিরণসমূহ দ্বারা আট মাস ক্রমান্বয়ে ষড়্‌রসাত্মক জল গ্রহণ করিয়া, পুনর্ব্বার চারি মাসে তাহা বর্ষণ করেন। সেই জলবৃষ্টি দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয় এবং অন্ন দ্বারা এই জগৎ রক্ষিত হয়। সূর্য্য, প্রখর কিরণ দ্বারা জগতের জল সকল গ্রহণ করিয়া চন্দ্রকে পোষণ করেন; চন্দ্রও অন্তরীক্ষে বায়ুনাড়ীময় নাল দ্বারা সেই সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত জলসমূহ মেঘে নিক্ষেপ করেন। এই মেঘ, ধূম অগ্নি ও বায়ুময়। ঐ চন্দ্রনিক্ষিপ্ত জলসমূহ তৎকালে মেঘ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে না বলিয়া মেঘের নাম অভ্র। ১—১০। হে মৈত্রেয়! সেই সকল মেঘস্থিত জল কালবশে সংস্কার প্রাপ্ত ও নির্ম্মল হয়। তখন, সেই জল বায়ুবেগে উদীরিত হইয়া ভূমিতে পতিত হয়। হে মুনে! সরিৎ, সমুদ্র, ভূমি ও প্রাণিগণের দেহ হইতে চারি প্রকার জল,

আকাশগঙ্গাসলিলং তদাদায় গভস্তিমান্।
অনভ্রগতমেবোর্ব্যাং সদ্যঃ ক্ষিপতি রশ্মিভিঃ ॥ ১৩
তস্য সংস্পর্শনির্ধূতপাপপঙ্কো দ্বিজোত্তম।
ন যাতি নরকং মর্ত্ত্যো দিব্যস্নানং হি তৎস্মৃতম্॥১৪
দৃষ্টসূর্য্যং হি যদ্বারি পতত্যভ্রৈর্বিনা দিবঃ।
আকাশগঙ্গাসলিলং তদ্গোভিঃ ক্ষিপ্যতে রবেঃ ॥১৫
কৃত্তিকাদিষু ঋক্ষেষু বিষমেষম্বু যদ্দিবঃ।
দৃষ্টার্কংপততি জ্ঞেয়ং তদ্গাঙ্গং দিগ্‌গজোজ্‌ঝিতম্
যুগ্মর্ক্ষেষু চ যত্তোয়ং পতত্যর্কোজ্‌ঝিতং দিবঃ।
তৎ সূর্য্যরশ্মিভিঃ সদ্যঃ সমাদায় নিরস্যতে ॥ ১৭
উভয়ং পুণ্যমত্যর্থং নৃণাং পাপাপহং দ্বিজ।
আকাশগঙ্গাসলিলং দিব্যস্নানং মহামুনে ॥ ১৮
যত্তু মেঘৈঃ সমুৎসৃষ্টং বারি তৎ প্রাণিনাং দ্বিজ।
পুষ্ণাত্যোষধয়ঃ সর্ব্বা জীবনায়ামৃতং হি তৎ ॥ ১৯
তেন বৃদ্ধিং পরাং নীতঃ সলিলেনৌষধীগণঃ।
সাধকঃ ফলপাকান্তঃ প্রজানাং দ্বিজ জায়তে ॥ ২০

ভগবান্ সূর্য্য গ্রহণ করেন। সূর্য্য, সেই প্রসিদ্ধ আকাশ-গঙ্গার অমেঘ-সম্ভূত জল, জল কিরণ দ্বারা গ্রহণ করিয়া সদ্যঃ নিক্ষেপ করেন। হে দ্বিজোত্তম! সেই জলের সংস্পর্শে মনুষ্য পাপপঙ্ক হইতে মুক্ত হয় এবং নরকে গমন করে না; কারণ তাহা দিব্য-স্নান বলিয়া কথিত হইয়াছে। সূর্য্য প্রকাশ থাকিলে, মেঘ ব্যতিরেকে আকাশ হইতে যে জল পতিত হয়, তাহাই আকাশগঙ্গার সলিল। ঐ জল, সূর্য্যকিরণপ্রক্ষিপ্ত। কৃত্তিকাদি নক্ষত্রগণ বিষম অবস্থায় থাকিলে, সূর্য্য প্রকাশ থাকিতে যে বারি আকাশ হইতে পতিত হয়, তাহা দিগ্‌গজগণ-প্রক্ষিপ্ত আকাশ-গঙ্গার জল। রোহিণী আদি সমান নক্ষত্র স্থিতিকালে সূর্য্য আকাশ হইতে যে জলক্ষেপ করেন, সেই জল, সূর্য্যকিরণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া নিরস্ত হয়. হে দ্বিজ! হে মহামুনে! আকাশ-গঙ্গার জল ও দিব্য স্নান এই উভয় অতিশয় পুণ্যজনক ও পাপ-বিনাশক। হে দ্বিজ! মেঘ সকল যে জল নিক্ষেপ করে, সেই জল প্রাণিগণের জীবনদায়ী এবং ওষধিগণের পোষণকারী। সেই মেঘ-

তেন যজ্ঞান্ যথাপ্রোক্তান্ মানবাঃ শাস্ত্রচক্ষুষঃ।
কুর্ব্বন্ত্যহরহস্তৈশ্চ দেবানাপ্যায়য়ন্তি তে॥ ২১
এবং যজ্ঞাশ্চ বেদাশ্চ বর্ণাশ্চ দ্বিজপূর্ব্বকাঃ।
সর্ব্বে দেবনিকায়াশ্চ পশুভূতগণাশ্চ যে॥ ২২
বৃষ্ট্যা ধৃতমিদং সর্ব্বমন্নং নিষ্পাদ্যতে যয়া।
সাপি নিষ্পাদ্যতে বৃষ্টিঃ সবিত্রা মুনিসত্তম॥ ২৩
আধারভূতঃ সবিতুর্ধ্রুবো মুনিবরোত্তম।
ধ্রুবস্য শিশুমারোঽসৌ সোঽপি নারায়ণাশ্রয়ঃ॥২৪
হৃদি নারায়ণস্তস্য শিশুমারস্য সংস্থিতঃ।
বিভর্ত্তা সর্ব্বভূতানামাদিভূতঃ সনাতনঃ॥ ২৫

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েঽংশে
নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

সমুৎসৃষ্ট সলিল দ্বারা ওষধিগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, ফল পরিমাণে প্রজাগণের ঐহিক ও পারলৌকিক শুভের কারণ হয়। ১১—২০। শাস্ত্রচক্ষু মানবগণ তাহা দ্বারা যথাবিহিত যজ্ঞ সকল অহরহ সম্পাদন করিয়া, দেবগণের তুষ্টিসাধন করেন। এই প্রকারে যজ্ঞ, বেদ, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ, সর্ব্ব প্রকার দেবমূর্ত্তি এবং পশুভূতাদি প্রাণিগণ—এই সকলই বৃষ্টি দ্বারা প্রতিপালিত; কারণ বৃষ্টিই অন্নের নিষ্পাদক, আর সেই বৃষ্টিকে সূর্য্য নিষ্পন্ন করেন। হে মুনিবরোত্তম! আবার সেই সূর্য্যের আধার ধ্রুব এবং ধ্রুবের আধার শিশুমার, আর সেই শিশুমারও নারায়ণের আশ্রিত। সেই শিশুমারের হৃদয়দেশে সর্ব্বভূতের আদিভূত সনাতন, নারায়ণ অবস্থিতি করিয়া সকল প্রাণিগণকে ভরণ করিতেছেন। ২১—২৫

দ্বিতীয়াংশে নবম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

সাশীতিমণ্ডলশতং কাষ্ঠয়োরন্তরং দ্বয়োঃ।
আরোহণাবরোহাভ্যাং ভানোরব্দেন যা গতিঃ॥ ১
স রথোঽধিষ্ঠিতো দেবৈরাদিত্যৈঋর্ষিভিস্তথা।
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ গ্রামণীসর্পরাক্ষসৈঃ॥ ২
ধাতা ক্রতুস্থলা চৈব পুলস্ত্যো বাসুকিস্তথা।
রথকৃদ্গ্রামণীর্হেতিস্তুম্বুরুশ্চৈব সপ্তমঃ॥ ৩
এতে বসন্তি বৈ চৈত্রে মধুমাসে সদৈব হি।
মৈত্রেয় স্যন্দনে ভানোঃ সপ্ত মাসাধিকারিণঃ॥ ৪
অর্য্যমা পুলহশ্চৈব রথৌজাঃ পুঞ্জিকস্থলা।
প্রহেতিঃ কচ্ছনীরশ্চ নারদশ্চ রথে রবেঃ।
মাধবে নিবসন্ত্যেতে শুচিসংজ্ঞে নিবোধ মে॥ ৫
মিত্রোঽত্রিস্তক্ষকো রক্ষঃ পৌরুষেয়োঽথ মেনকা।
হাহা রথস্বনশ্চৈব মৈত্রেয়ৈতে বসন্তি বৈ॥ ৬
বরুণো বসিষ্ঠো রম্ভা সহজন্যা হূহূর্বুধঃ।

দশম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণদিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা একশত অশীতি মণ্ডলব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে, তাহাতে যে রথ গমন করে তাহাতে প্রতি মাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য, দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই সূর্য্যরথে, চৈত্র মাসে সাতজন মাসাধিকারী সর্ব্বদা বাস করেন; তাহাদিগের নাম ধাতা, ক্রতুস্থলা, পুলস্ত্য, বাসুকি, রথকৃৎ নামক গ্রামণী, যক্ষ, হেতি ও তুম্বুরু। হে মৈত্রেয়! ইহাঁরা সপ্ত মাসের অধিকারী হইয়া মধুসংজ্ঞ বা চৈত্রমাসে সূর্য্যের রথে সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন। বৈশাখমাসে রবিরথে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের নাম অর্য্যমা পুলহ, রথৌজা, পুঞ্জিকস্থলা, প্রহেতি, কচ্ছনীর ও নারদ। সূর্য্যরথে যাঁহারা জ্যৈষ্ঠমাসে অধিষ্ঠান করেন, তাঁহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর,—মিত্র, অত্রি, তক্ষক, পৌরুষেয় রাক্ষস, মেনকা, হাহা ও রথস্বন-যক্ষ। আষাঢ় মাসে যাঁহারা

রথচিত্রস্তথা শুক্রে বসন্ত্যাষাঢ়সংজ্ঞকে ॥ ৭
ইন্দ্রো বিশ্বাবসুঃ স্রোত এলাপত্রস্তথাঙ্গিরাঃ।
প্রম্লোচা চ নভস্যেতে সর্পশ্চার্কে বসন্তি বৈ ॥ ৮
বিবস্বানুগ্রসেনশ্চ ভৃগুশ্চাপূরণস্তথা।
অনুম্লোচা শঙ্খপালো ব্যাঘ্রো ভাদ্রপদে তথা ॥ ৯
পূষা চ সুরুচির্ধাতা গৌতমোঽথ ধনঞ্জয়ঃ।
সুষেণোঽন্যো ঘৃতাচী চ বসন্ত্যাশ্বযুজে রবৌ ॥ ১০
বিভাবসুর্ভরদ্বাজো পর্জ্জন্যৈরাবতৌ তথা।
বিশ্বাচী সেনজিচ্চাপঃ কার্ত্তিকে চাধিকারিণঃ ॥ ১১
অংশুকাশ্যপতার্ক্ষ্যাস্তু মহাপদ্মস্তথোর্ব্বশী।
চিত্রসেনস্তথা বিদ্যুন্মার্গশীর্ষাধিকারিণঃ ॥ ১২
ক্রতুর্ভগস্তথোর্ণায়ুঃ স্ফূর্জ্জঃ কর্কোটকস্তথা।
অরিষ্টনেমিশ্চৈবান্যা পূর্ব্বচিত্তির্বরাপ্সরাঃ ॥ ১৩
পৌষমাসে বসন্ত্যেতে সপ্ত ভাস্করমণ্ডলে।
লোকপ্রকাশনার্থায় বিপ্রবর্য্যাধিকারিণঃ ॥ ১৪
ত্বষ্টাথ জমদগ্নিশ্চ কম্বলোঽথ তিলোত্তমা।
ব্রহ্মাপেতোঽথ ঋতজিৎ ধৃতরাষ্ট্রোঽথ সপ্তমঃ ॥১৫
মাঘমাসে বসন্ত্যেতে সপ্ত মৈত্রেয় ভাস্করে।
শ্রয়তাঞ্চাপরে সূর্য্যে ফাল্গুনে নিবসন্তি যে ॥ ১৬
বিষ্ণুরশ্বতরো রম্ভা সূর্য্যবর্চ্চাথ সত্যজিৎ।
বিশ্বামিত্রস্তথা রক্ষো যজ্ঞাপেতো মহামুনে ॥ ১৭
মাসেষ্বেতেষু মৈত্রেয় বসন্ত্যেতে তু সপ্তকাঃ।
সবিতুর্ম্মণ্ডলে ব্রহ্মন্ বিষ্ণুশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ ॥ ১৮
স্তুবন্তি মুনয়ঃ সূর্য্যং গন্ধর্ব্বৈর্গীয়তে পুরঃ।
নৃত্যন্ত্যোঽপ্সরসো যান্তি সূর্য্যস্যানু নিশাচরাঃ ॥১৯
বহন্তি পন্নগা যক্ষৈঃ ক্রিয়তেঽভীষুসংগ্রহঃ।
বালখিল্যাস্তথৈবৈনং পরিবার্য্য সমাসতে ॥ ২০
সোঽয়ং সপ্তগণঃ সূর্য্যমণ্ডলে মুনিসত্তম।
হিমোষ্ণবারিবৃষ্টীনাং হেতুত্বে সময়ং গতঃ ॥ ২১

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েঽংশে
দশমোঽধ্যায়ঃ ॥১০ ॥

বাস করেন, তাঁহাদের নাম বরুণ, বসিষ্ঠ, রম্ভা, সহজন্যা, হূহূ, বুধ ও রথচিত্র। ইন্দ্র, বিশ্বাবসু, স্রোতঃ, এলাপত্র, অঙ্গিরা, প্রম্লোচা ও সর্পাখ্য রাক্ষস,—ইহাঁরা শ্রাবণ মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বিবস্বান্, উগ্রসেন, ভৃগু, আপূরণ, অনুম্লোচা, শঙ্খপাল ও ব্যাঘ্র,—ইহাঁরা ভাদ্রমাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। পূষা, সুরুচি, ধাতা, গৌতম, ধনঞ্জয়, সুষেণ ও ঘৃতাচী ইহাঁরা আশ্বিন মাসে রবি-রথে বাস করেন। ১—১০। বিভাবসু, ভর-দ্বাজ, পর্জ্জন্য, ঐরাবত, বিশ্বাচী, সেনজিৎ ও চাপ,—ইহাঁরা কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। অংশু (সূর্য্য), কাশ্যপ, তার্ক্ষ্য (যক্ষ) মহাপদ্ম (সর্প), উর্ব্বশী, চিত্রসেন (গন্ধর্ব্ব), বিদ্যুৎ (রাক্ষস), ইহাঁরা অগ্রহায়ণ মাসে সূর্য্য-রথে বাস করেন। ক্রতু (ঋষি), ভগ (সূর্য্য) উর্ণায়ুঃ (গন্ধর্ব্ব), স্ফূর্য্য (রাক্ষস) কর্কোটক (নাগ), অরিষ্টনেমি (যক্ষ) ও পূর্ব্বচিত্তি নামে অপ্সরা, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! ইহাঁরা সাতজন, লোক প্রকাশের নিমিত্ত, পৌষ মাসে, ভাস্করমণ্ডলে বাস করেন। ত্বষ্টা (সূর্য্য), জমদগ্নি, কম্বল (সর্প), তিলোত্তমা, ব্রহ্মাপেত (রাক্ষস) ঋত-জিৎ (যক্ষ) ও ধৃতরাষ্ট্র (গন্ধর্ব্ব), ইহাঁরা মাঘ মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। যাঁহারা ফাল্গুন মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর,—হে মহামুনে! বিষ্ণু (সূর্য্য), অশ্বতর (সর্প) রম্ভা, সূর্য্যবর্চ্চা (গন্ধর্ব্ব), সত্যজিৎ (যক্ষ), বিশ্বামিত্র, যজ্ঞাপেত (রাক্ষস),—এই সাত জনেই বাস করেন। হে ব্রহ্মন্! মাসে, মাসে, যথাক্রমে সাত জন করিয়া পূর্ব্বোক্ত আদিত্য প্রভৃতি, বিষ্ণুশক্তি দ্বারা বর্দ্ধিততেজঃ হইয়া সূর্য্যরথে বাস করিয়া থাকেন। এই রথাধিষ্ঠিত, মুনিগণ সূর্য্যের স্তব করেন, গন্ধর্ব্ব-গণ পুরোভাগে গান করিতে থাকেন, অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে করিতে গমন করেন ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাক্ষসগণ গমন করেন। পন্নগগণ, রথকে সজ্জিত করেন। যক্ষগণ অশ্বের অভীষু (অশ্বরজ্জু) ধারণ করেন এবং নিত্যসেবক বাল-খিল্যগণ সূর্য্যদেবকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই সূর্য্যের সপ্তগণের বিবরণ এই; সপ্তগণ, স্বসময়ে আগমন করিয়া

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।

যদেতদ্ভগবানাহ গণঃ সপ্তবিধো রবেঃ।
মণ্ডলে হিমতাপাদেঃ কারণং তন্ময়া শ্রুতম্॥ ১
ব্যাপারাশ্চাপি কথিতা গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্।
ঋষীণাং বালখিল্যানাং তথৈবাপ্সরসাং গুরো॥ ২
যক্ষাণাঞ্চ রথে ভানোর্বিষ্ণুশক্তিধৃতাত্মনাম্।
কিন্ত্বাদিত্যস্য যৎ কর্ম্ম তন্নাত্রোক্তং ত্বয়া মুনে॥ ৩
যদি সপ্তগণো বারি হিমমুষ্ণঞ্চ বর্ষতি।
তৎ কিমত্র রবের্যেন বৃষ্টিঃ সূর্য্যাদিতীর্য্যতে॥ ৪
বিবস্বানুদিতো মধ্যে যাত্যস্তমিতি কিং জনাঃ।
ব্রবীত্যেতৎ সমং কর্ম্ম যদি সপ্তগণস্য তৎ॥ ৫

পরাশর উবাচ।

মৈত্রেয় শ্রূয়তামেতদ্ যদ্ভবান্ পরিপৃচ্ছতি।
যথা সপ্তগণেঽপ্যেকঃ প্রাধান্যেনাধিকো রবিঃ॥ ৬
সর্ব্বা শক্তিঃ পরা বিষ্ণোর্ঋগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞিতা।
সৈষা ত্রয়ী তপত্যংহো জগতশ্চ হিনস্তি যা॥ ৭
সৈব বিষ্ণুঃ স্থিতঃ স্থিত্যাং জগতঃ পালনোদ্যতঃ।
ঋগ্‌যজুঃসামভূতোঽন্তঃসবিতুর্দ্বিজ তিষ্ঠতি॥ ৮
মাসি মাসি রবির্যো যস্তত্র তত্র হি সা পরা।
ত্রয়ীময়ী বিষ্ণুশক্তিরবস্থানং করোতি বৈ॥ ৯
ঋচস্তপন্তি পূর্ব্বাহ্ণে মধ্যাহ্নেঽথ যজূংষি বৈ।
বৃহদ্রথন্তরাদীনি সামান্যহ্নঃ ক্ষয়ে রবৌ॥ ১০
অঙ্গমেষা ত্রয়ী বিষ্ণোর্ঋগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞিতা।
বিষ্ণুশক্তিরবস্থানং সদাদিত্যে করোতি সা॥ ১১
ন কেবলং রবৌ শক্তির্বৈষ্ণবী সা ত্রয়ীময়ী।
ব্রহ্মাথ পুরুষো রুদ্রস্ত্রয়মেতৎ ত্রয়ীময়ম্॥ ১২
সর্গাদৌ ঋঙ্ময়ো ব্রহ্মা স্থিতৌ বিষ্ণুর্যজুর্ম্ময়ঃ।
রুদ্রঃ সামময়োঽন্তায় তস্মাৎ তস্যাশুচির্ধ্বনিঃ॥১৩

যথাক্রমে হিম, উষ্ণ, বারি বর্ষণের কারণ হন। ১১—২১।

দ্বিতীয়াংশে দশম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০॥

একাদশ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন, আপনি রবিমণ্ডলে হিমতাপাদির কারণ যে, সপ্তবিধ গণের বিষয় বলিলেন, তাহা আমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিলাম। হে গুরো! গন্ধর্ব্ব, সর্প, রাক্ষস, ঋষি, বালখিল্য, অপ্সরা ও যক্ষগণ বিষ্ণুশক্তির প্রভাবে, সূর্য্যরথে যে যে কর্ম্ম করিতেছেন, তাহাও বলিয়াছেন; কিন্তু হে মুনে! আপনি সূর্য্যদেবের কোন কর্ম্মই এখানে বলিলেন না। যদি সপ্তগণই বারি, হিম, ও আতপ-বর্ষণ করিয়া থাকেন, তবে, আপনি "সূর্য্য হইতে বৃষ্টি"—এই কথা কেন কহিলেন? যদি বলেন, সূর্য্য ও সপ্তগণের ইহা সাধারণ কর্ম্ম, তাহা হইলে "সূর্য্য উদিত হইলেন," "সূর্য্য গগনমধ্যবর্ত্তী", "সূর্য্য অস্ত যাইলেন,"—কেবল মাত্র সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া মনুষ্যগণ এ প্রকার বাক্য প্রয়োগ কেন করে? পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয়! তুমি যে প্রশ্ন করিলে, তাহার উত্তর শ্রবণ কর;—এই সপ্তগণের সকলের প্রাধান্য হইতেই ভগবান্ সূর্য্যের প্রাধান্য অধিক। বিষ্ণুর ঋক্‌যজুঃসামলক্ষণা ত্রয়ীরূপা যে সর্ব্বার্থ-প্রকাশিকা শক্তি আছে,—সূর্য্য সেই শক্তি স্বরূপ; এই সূর্য্যই তাপ প্রদান করেন ও উপাসিত হইয়া জগতের পাপ বিনষ্ট করেন। এই শক্তিই বিষ্ণু; তিনি, জগতের স্থিতি ও পালনের জন্য ঋক্-যজুঃ-সামরূপে, সূর্য্যের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। মাসে মাসে যিনি সূর্য্য হন, তাঁহাতেই সেই ত্রয়ীময়ী পরমা বিষ্ণুশক্তি অবস্থিতি করেন, ঋক্ সকল পূর্ব্বাহ্ণে তাপ প্রদান করেন। বৃহদ্রথন্তরাদি যজুঃ সকল মধ্যাহ্নে ও সাম সকল সায়াহ্নে তাপ প্রদান করেন। ১—১০। বিষ্ণুর ঋক্-যজুঃ-সাম-স্বরূপা ত্রয়ী মূর্ত্তিই সূর্য্যরূপে অবস্থিতা। সেই অচিন্তনীয়প্রভাবা বিষ্ণু-শক্তি সর্ব্বদাই সূর্য্যে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই বৈষ্ণবী শক্তি কেবল সূর্য্যমাত্রেরই যে অধিষ্ঠাত্রী তাহা, নহে, কারণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র তিনজনই সেই ত্রয়ীময়ী শক্তি দ্বারা অধিষ্ঠিত। সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্মা ঋঙ্ময়, স্থিতিকালে বিষ্ণু

এবং সা সাত্ত্বিকী শক্তির্বৈষ্ণবী যা ত্রয়ীময়ী।
আত্মসপ্তগণস্থং তং ভাস্বন্তমধিতিষ্ঠতি॥ ১৪
তয়া চাধিষ্ঠিতঃ সোঽপি জাজ্বলীতি স্বরশ্মিভিঃ।
তমঃ সমস্তজগতাং নাশং নয়তি চাখিলম্॥ ১৫
স্তুবন্তি তং বৈ মুনয়ো গন্ধর্ব্বৈর্গীয়তে পুরঃ।
নৃত্যন্তোঽপ্সরসো যান্তি তস্য চানু নিশাচরাঃ॥১৬
বহন্তি পন্নগা যক্ষৈঃ ক্রিয়তেঽভীষুসংগ্রহঃ।
বালখিল্যাস্তথৈবৈনং পরিবার্য্য সমাসতে॥ ১৭
নোদেতা নাস্তমেতা চ কদাচিচ্ছক্তিরূপধৃক্।
বিষ্ণুর্বিষ্ণোঃ পৃথক্ তস্য গণঃ সপ্তময়োঽপ্যয়ম্॥১৮
স্তম্ভস্থদর্পণস্যেব যোঽয়মাসন্নতাং গতঃ।
ছায়াদর্শনসংযোগং স তং প্রাপ্নোত্যথাত্মনঃ॥ ১৯
এবং সা বৈষ্ণবী শক্তির্নৈবাপৈতি ততো দ্বিজ।
মাসানুমাসং ভাস্বন্তমধ্যাস্তে তত্র সংস্থিতম্॥ ২০
পিতৃদেবমনুষ্যাদীন্ স সমাপ্যায়য়ন্ প্রভুঃ।
পরিবর্ত্তত্যহোরাত্রকারণং সবিতা দ্বিজ॥ ২১
সূর্য্যরশ্মিঃ সুষুম্নো যস্তর্পিতস্তেন চন্দ্রমাঃ।
কৃষ্ণপক্ষেঽমরৈঃ শশ্বৎ পীয়তে বৈ সুধাময়ঃ॥২২
পীতং তদ্দ্বিকলং সোমং কৃষ্ণপক্ষক্ষয়ে দ্বিজ।
পিবন্তি পিতরঃ শেষং ভাস্করাৎ তর্পণং তথা॥২৩
আদত্তে রশ্মিভির্যত্তু ক্ষিতিসংস্থং রসং রবিঃ।
তমুৎসৃজতি ভূতানাং পুষ্ট্যর্থং শস্যবৃদ্ধয়ে॥ ২৪
তেন প্রাণাত্যশেষাণি ভূতানি ভগবান্ রবিঃ।
পিতৃদেবমনুষ্যাদীন এবমাপ্যায়য়ত্যসৌ॥ ২৫
পক্ষতৃপ্তিস্তু দেবানাং পিতৃণাঞ্চৈব মাসিকীম্।
শশ্বতৃপ্তিঞ্চ মর্ত্যানাং মৈত্রেয়ার্কঃ প্রযচ্ছতি॥২৬

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েঽংশে
একদাশোঽধ্যায়ঃ॥১১॥

যজুর্ম্ময়, রুদ্র জগতের অন্তের জন্য, বেদান্তর-পাঠের প্রতিবন্ধকত্ব রূপ অশুচিময় সাম স্বরূপে অবস্থিত। সেই ত্রয়ীময়ী সাত্ত্বিক বিষ্ণুশক্তি, সপ্তগণে অধিষ্ঠিত হইয়া, সূর্য্যে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই বিষ্ণুশক্তির অধিষ্ঠানেই সূর্য্য অতিশয় প্রকাশ পান ও সমস্ত জগতের অখিল অন্ধকার বিনাশ করেন। মুনিগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন, গন্ধর্ব্বগণ গান করিতেছেন, অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে করিতে অগ্রে গমন করিতেছেন এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিশাচরগণ গমন করিতেছে। সর্পগণ রথসজ্জা করিতেছেন, যক্ষগণ অশ্বরজ্জু গ্রহণ করিতেছেন ও বালখিল্যগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। শক্তিরূপধারী বিষ্ণু উদিত হন না বা অস্তও গমন করেন না, কিন্তু তদ্ভিন্ন আর আর সপ্তগণই যথাসময়ে উদয় বা অস্ত গমন করেন। স্তম্ভস্থিত অতি নির্ম্মল দর্পণের নিকটে আসিলে, পদার্থ যে প্রকার আপনার ছায়াযোগ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সেই সূর্য্যরথে স্থিত দর্পণ-স্থানীয় বিষ্ণুশক্তির সান্নিধ্যেই মাসে মাসে, পৃথক্ পৃথক্ সূর্য্য স্ব স্ব শক্তি দ্বারা অধিষ্ঠিত হন। ১১—২০।

সেই বিষ্ণুশক্তিরই প্রভাবে সূর্য্য, অহোরাত্রের কারণরূপে, পিতৃদেব ও মনুষ্য প্রভৃতির তৃপ্তি সাধন করত পরিবর্ত্তন করিতেছেন। সূর্য্যরশ্মিই সুষুম্না দ্বারা শুক্লপ্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রকে পোষিত করে। আবার কৃষ্ণপক্ষে, অমরগণ সেই সুধাময় চন্দ্রের এক এক কলা পান করিয়া থাকেন। দ্বিজ! এই প্রকারে দেবগণ কৃষ্ণচতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত চন্দ্রের এক এক কলা পান করিলে পর, অবশিষ্ট কলাটুকু অমাবস্যাতে পিতৃগণ পান করেন। এক প্রকারে সূর্য্য স্বরশ্মি-যোগে অমৃতীকৃত চন্দ্র দ্বারা দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া থাকেন। সূর্য্য, কিরণসমূহ দ্বারা পৃথিবীস্থিত যে রস গ্রহণ করেন, তাহাই আবার পরিত্যাগ করেন; সেই রস দ্বারা শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া প্রাণীদিগকে পোষণ করে। এই প্রকারেই ভগবান্ সূর্য্য অশেষ প্রকার জীবের তৃপ্তি সাধন এবং পিতৃ, দেব, মনুষ্যাদিরও তর্পণ করিতেছেন। হে মৈত্রেয়! পূর্ব্বদর্শিত রীতিক্রমে সূর্য্য দেবগণের একপক্ষ, পিতৃগণের মাসে একদিন এবং মর্ত্ত্যদিগের প্রতিদিনই তৃপ্তি সাধন করিতেছেন। ২১—২৬।

দ্বিতীয়াংশে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

রথস্ত্রিচক্রঃ সোমস্য কুন্দাভাস্তস্য বাজিনঃ।
বামদক্ষিণতো যুক্তা দশ তেন চরত্যসৌ॥ ১
বীথ্যাশ্রয়াণি ঋক্ষাণি ধ্রুবাধারেণ বেগিনা।
হ্রাসবৃদ্ধিক্রমস্তস্য রশ্মীনাং সবিতুর্যথা॥ ২
অর্কস্যেব হি তস্যাশ্বাঃ সকৃদ্যুক্তা বহন্তি তে।
কল্পমেকং মুনিশ্রেষ্ঠ বারিগর্ভসমুদ্ভবাঃ॥ ৩
ক্ষীণং পীতং সুরৈঃ সোমমাপ্যায়য়তি দীপ্তিমান্।
মৈত্রেয়ৈককলং সন্তং রশ্মিনৈকেন ভাস্করঃ॥ ৪
ক্রমেণ যেন পীতোঽসৌ দেবৈস্তেন নিশাকরম্।
আপ্যায়য়ত্যনুদিনং ভাস্করো বারিতস্করঃ॥ ৫
সম্ভৃতঞ্চার্দ্ধমাসেন তৎসোমস্থং সুধামৃতম্।
পিবন্তি দেবা মৈত্রেয় সুধাহারা যতোঽমরাঃ॥ ৬
ত্রয়স্ত্রিংশৎসহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতানি চ।
ত্রয়স্ত্রিংশৎ তথা দেবাঃ পিবন্তি ক্ষণদাকরম্॥ ৭
কলাদ্বয়াবশিষ্টস্তু প্রবিষ্টঃ সূর্য্যমণ্ডলম্।
অমাখ্যরশ্মৌ বসতি অমাবাস্যা ততঃ স্মৃতা॥ ৮
অপ্সু তস্মিন্নহোরাত্রে পূর্ব্বং বসতি চন্দ্রমাঃ।
ততো বীরুৎসু বসতি প্রয়াত্যর্কং ততঃ ক্রমাৎ॥
ছিনত্তি বীরুধো যস্তু বীরুৎসংস্থে নিশাকরে।
পত্রং বা পাতয়ত্যেকং ব্রহ্মহত্যাং স বিন্দতি॥১০
শেষে পঞ্চদশে ভাগে কিঞ্চিচ্ছিষ্টে কলাত্মকে।
অপরাহ্নে পিতৃগণা জঘন্যং পর্য্যুপাসতে॥ ১১
পিবন্তি দ্বিকলাকারশিষ্টা তস্য কলা তু যা।
সুধামৃতময়ী পুণ্যা তামিন্দোঃ পিতরো মুনে॥১২
নিঃসৃতং তদমাবস্যাং গভস্তিভ্যঃ সুধামৃতম্।
মাসং তৃপ্তিমবাপ্যাগ্র্যাং পিতরঃ সন্তি নির্বৃতাঃ।
সৌম্যা বর্হিষদশ্চৈব অগ্নিষাত্তাশ্চ তে ত্রিধা॥ ১৩
এবং দেবান্ সিতে পক্ষে কৃষ্ণপক্ষে তথা পিতৃন্।
বীরুধশ্চামৃতময়ৈঃ শীতৈরপ্পরমাণুভিঃ॥ ১৪
বীরুধোষধিনিষ্পত্ত্যা মনুষ্যপশুকীটকান্।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, চন্দ্রের রথ ত্রিচক্র। তাহার বাম ও দক্ষিণভাগে কুন্দ-পুষ্পের ন্যায় শ্বেতবর্ণ দশ অশ্ব যুক্ত থাকে। এই চন্দ্র, সেই বেগবান্ ধ্রুবরূপ আধারের আকর্ষণে, নাগবীথীর আশ্রয় অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রে বিচরণ করেন। সূর্য্যের কিরণ-সমূহের হ্রাসবৃদ্ধির যে প্রকার রীতি, চন্দ্রকিরণেরও সেই প্রকার। হে মুনি-শ্রেষ্ঠ! সূর্য্যের ন্যায় চন্দ্রের অশ্বগণ জলগর্ভ-সমুদ্ভব এবং একবার যুক্ত হইয়া এককল্প পর্য্যন্ত বহন করিয়া থাকে। হে মৈত্রেয়! সুরগণ চন্দ্রের কলাসমূহ পান করিলে তিনি যখন কলামাত্রে পর্য্যবসিত হন, তখন দীপ্তিমান্ সূর্য্য তাঁহাকে একরশ্মি দ্বারা পুনর্ব্বার পোষিত করেন। কৃষ্ণপ্রতিপদ্ আরম্ভ করিয়া সুরগণ, চন্দ্রকে যে পরিমাণ ক্ষীণ করেন, সূর্য্যও সেই পরিমাণে শুক্লপ্রতিপদ্ হইতে চন্দ্রকে কিরণ-গৃহীত বারি দ্বারা আপূরিত করিয়া থাকেন। এইরূপে অর্দ্ধমাসে সঞ্চিত চন্দ্রস্থ সুধা দেবগণ পান করেন। হে মৈত্রেয়! একারণ অমরগণ সুধামাত্রই আহার করিয়া থাকেন। ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র, ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক দেবগণ চন্দ্রস্থিত সুধা পান করেন। কলাদ্বয়া-বশিষ্ট চন্দ্র যে তিথিতে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া অমা নামক সূর্য্যকিরণে বাস করেন, সেই তিথির নাম অমাবস্যা। সূর্য্যপ্রবেশের পূর্ব্বে চন্দ্রমা অহোরাত্র জলে বাস করিয়া পরে লতা-সমূহে বাস করেন, তৎপরে সূর্য্যে গমন করেন। যখন নিশাকর লতামধ্যে অবস্থান করেন, সেই কালে যে লতা ছেদন করে বা তাহার একটীও পত্র পাতিত করে, সে ব্রহ্মহত্যা নামক পাতক প্রাপ্ত হয়। ১—১০। কলাত্মক কিঞ্চিৎ অব-শিষ্ট জঘন্য চন্দ্রের শেষভাগ পিতৃগণ অপরাহ্নে পানের জন্য সেবন করেন। পরে দ্বিকলাবশিষ্ট চন্দ্রের পঞ্চদশী যে কলা, সেই অমৃতকলা পিতৃ-গণ পান করেন। অমাবস্যার চন্দ্রকিরণ-নিঃসৃত সুধা পান করিয়া সৌম্য, বর্হিষদ ও অগ্নিষাত্তা নামক পিতৃগণ অতিশয় তৃপ্তি লাভ করত এক-মাস নির্বৃত থাকেন। এইরূপে চন্দ্রমা শুক্ল-পক্ষে পিতৃগণের ও শীতল জলীয় পরমাণু দ্বারা লতাসমূহের পোষণ করিয়া থাকেন। শীতাংশু,—

আপ্যায়য়তি শীতাংশুঃ প্রকাশাহ্লাদনেন তু ॥১৫
বায়ুগ্নিদ্রব্যসম্ভূতো রথশ্চন্দ্রসুতস্য চ।
পিষঙ্গৈস্তুরগৈর্যুক্তঃ সোঽষ্টাভির্বায়ুবেগিভিঃ॥ ১৬
সবরূথঃ সানুকর্ষো যুক্তো ভূসম্ভবৈর্হয়ৈঃ।
সোপাসঙ্গপতাকস্তু শুক্রস্যাপি রথো মহান্॥ ১৭
অষ্টাস্রঃ কাঞ্চনঃ শ্রীমান্ ভৌমস্যাপি রথো মহান্
পদ্মরাগারুণৈরশ্বৈঃ সংযুক্তো বহ্নিসম্ভবৈঃ॥ ১৮
অষ্টাভিঃ পাণ্ডরৈর্যুক্তো বাজিভিঃ কাঞ্চনো রথঃ।
তস্মিংস্তিষ্ঠতি বর্ষান্তে রাশৌ রাশৌ বৃহস্পতিঃ॥
আকাশসম্ভবৈরশ্বৈঃ শবলৈঃ স্যন্দনং যুতম্।
তমারুহ্য শনৈর্যাতি মন্দগামী শনৈশ্চরঃ॥ ২০
স্বর্ভানোস্তুরগা হ্যষ্টৌ ভৃঙ্গাভা ধূসরং রথম্।
সকৃদ্যুক্তাস্তু মৈত্রেয় বহন্ত্যবিরতং সদা॥ ২১
আদিত্যান্নিঃসৃতো রাহুঃ সোমং গচ্ছতি পর্ব্বসু।
আদিত্যমেতি সোমাচ্চ পুনঃ সৌরেষু পর্ব্বসু ॥২২

তথা কেতুরথস্যাশ্বা অপ্যষ্টৌ বাতরংহসঃ।
পলালধূমবর্ণাভা লাক্ষারসনিভারুণাঃ॥ ২৩
এতে ময়া গ্রহাণাং বৈ তবাখ্যাতা রথা নব।
সর্ব্বে ধ্রুবে মহাভাগ প্রবদ্ধা বায়ুরশ্মিভিঃ॥ ২৪
গ্রহর্ক্ষতারাধিষ্ণ্যানি ধ্রুবে বদ্ধান্যশেষতঃ।
ভ্রমন্ত্যুচিতচারেণ মৈত্রেয়ানিলরশ্মিভিঃ॥ ২৫
যাবত্যশ্চৈব তারাস্তাস্তাবন্তো বাতরশ্ময়ঃ।
সর্ব্বে ধ্রুবে নিবদ্ধাস্তে ভ্রমন্তো ভ্রাময়ন্তি তম্ ॥২৬
তৈলপীড়া যথা চক্রং ভ্রমন্তো ভ্রাময়ন্তি বৈ.
তথা ভ্রমন্তি জ্যোতীংষি বাতাবিদ্ধানি সর্ব্বশঃ ॥২৭
অলাতচক্রবদ্যান্তি বাতচক্রেরিতানি তু।
যস্মাজ্জ্যোতীংষি বহতি প্রবহস্তেন স স্মৃতঃ॥ ২৮
শিশুমারস্য যঃ প্রোক্তঃ স ধ্রুবো যত্র তিষ্ঠতি।

বীরুধ্ ও ওষধিগণকে নিষ্পন্ন করিয়া এবং প্রকাশ দ্বারা আহ্লাদ উৎপাদন করত মনুষ্য, পশু, কীট প্রভৃতির তৃপ্তি সাধন করিতেছেন। বুধগ্রহের রথ,—বায়ু অগ্নি দ্বারা সম্পাদিত এবং তাহাতে বায়ুবেগশালী পিশঙ্গবর্ণ আটটী অশ্ব যুক্ত থাকে। শুক্রগ্রহের রথ অতি প্রকাণ্ড, তাহাতে বরূথ * অনুকর্ষ † উপাসঙ্গ ‡ ও পতাকা আছে এবং তাহাতে পৃথিবীসমুৎপন্ন অশ্ব সকল যুক্ত রহিয়াছে। মঙ্গল গ্রহের রথ প্রকাণ্ড, অষ্টকোণ, কাঞ্চননির্ম্মিত এবং শ্রীমান্; তাহাতে বহ্নিসম্ভব পদ্মরাগের ন্যায় অরুণবর্ণ অশ্ব সকল যুক্ত রহিয়াছে। আটটী পাণ্ডরবর্ণশালী অশ্বযুক্ত কাঞ্চননির্ম্মিত রথে, বর্ষান্তে প্রতিরাশিতে বৃহস্পতি অবস্থান করেন। আকাশসম্ভব বিচিত্রবর্ণ অশ্বসমূহ-যুক্ত রথে আরোহণ করিয়া মন্দগামী শনৈশ্চর ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন। ১১—২০। রাহুর রথ, ধূসরবর্ণ। তাহাতে ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ আটটী অশ্ব যুক্ত আছে। হে মৈত্রেয়! সেই সকল অশ্ব একবার মাত্র যোজিত হইয়া সর্ব্বদা সেই রথকে বহন করিতেছে। এই রাহুগ্রহ, চন্দ্রপর্ব্বে সূর্য্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চন্দ্রে গমন করিতেছে এবং সৌরপর্ব্বে চন্দ্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সূর্য্যে গমন করিতেছে। পলাল হইতে উৎপন্ন ধূমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, বায়ুবেগশালী আটটী অশ্ব, কেতুগ্রহের রথ বহন করিতেছে। ইহাদের অঙ্গ কেবল ধূম্রবর্ণ নহে, পরন্তু মধ্যে মধ্যে লাক্ষারসের ন্যায় অরুণবর্ণও আছে। হে মহাভাগ! আমি নবগ্রহগণের এই নয়খানি রথের বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিলাম; এই নয়খানি রথই বায়ুরূপ রজ্জু দ্বারা ধ্রুব নক্ষত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে। অনন্ত গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডল, ধ্রুবনক্ষত্রে বায়ু-রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে। হে মৈত্রেয়! তাহারা অতিবেগে পরিভ্রমণ করিতেছে। যত সংখ্যক তারা আছে, তত সংখ্যক বায়ু-রজ্জু আছে। এই বায়ু-রজ্জু দ্বারা নিবদ্ধ সকল গ্রহাদি ভ্রমণ করিতেছে এবং ধ্রুবকে ভ্রমণ করাইতেছে। তৈলকারগণ যেমন আপনারা ঘুরিয়া তৈলচক্রকে ঘুরাইয়া থাকে, তদ্রূপ সকল জ্যোতিষ্কগণ আপনারা ঘুরিতেছে এবং ধ্রুবকে ঘুরাইতেছে। যে পথ, বায়ু চক্র দ্বারা প্রেরিত অলাত-চক্রের ন্যায় ঘূর্ণমাণ জ্যোতিষ্কগণকে বহন করিতেছে, তাহার নাম প্রবহ। যাহাকে

---

* রথগুপ্তি; † রথের নিম্নস্থিত কাষ্ঠ।
‡ রথের উপরিস্থিত কাষ্ঠবিশেষ।

সন্নিবেশঞ্চ তস্যাপি শৃণুষ্ব মুনিসত্তম ॥ ২৯
যদহ্না কুরুতে পাপং তং দৃষ্ট্বা নিশি মুচ্যতে।
যাবত্যশ্চৈব তারাস্তাঃ শিশুমারাশ্রিতা দিবি।
তাবন্ত্যেব তু বর্ষাণি জীবত্যভ্যধিকানি চ ॥ ৩০
উত্তানপাদস্তস্যাথ বিজ্ঞেয়োহত্যুত্তরো হনুঃ।
য়জ্ঞোধরশ্চ বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মো মূর্দ্ধানমাশ্রিতঃ ॥ ৩১
হৃদি নারায়ণশ্চাস্তে অশ্বিনৌ পূর্ব্বপাদয়োঃ।
বরুণশ্চার্য্যমা চৈব পশ্চিমে তস্য সক্থিনী ॥ ৩২
শিশ্নঃ সংবৎসরস্তস্য মিত্রোহপানং সমাশ্রিতঃ।
পুচ্ছেহগ্নিশ্চ মহেন্দ্রশ্চ কশ্যপোহথ ততো ধ্রুবঃ।
তারকাশিশুমারস্য নাস্তমেতি চতুষ্টয়ম্ ॥ ৩৩
ইত্যেব সন্নিবেশোহয়ংপৃথিব্যা জ্যোতিষাং তথা।
দ্বীপানামুদধীনাঞ্চ পর্ব্বতানাঞ্চ কীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৪
বর্ষাণাঞ্চ নদীনাঞ্চ যে চ তেষু বসন্তি বৈ।
তেষাং স্বরূপমাখ্যাতং সংক্ষেপঃ শ্রূয়তাং পুনঃ ॥
যদম্বু বৈষ্ণবঃ কায়স্ততো বিপ্র বসুন্ধরা।
পদ্মাকারা সমুদ্ভূতা পর্ব্বতাব্ধ্যাদিসংযুতা ॥ ৩৬

জ্যোতিষীং বিষ্ণুর্ভুবিনানি বিষ্ণু-
র্বনানি বিষ্ণুর্গিরয়ো দিশশ্চ।
নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ স এব সর্ব্বং
যদস্তি যন্নাস্তি চ বিপ্রবর্য্য ॥ ৩৭
জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোহসৌ
অশেষমূর্ত্তির্ন চ বস্তুভূতঃ।
ততো হি শৈলাব্ধিধরাদিভেদান্
জানীহি বিজ্ঞানবিজৃম্ভিতানি ॥ ৩৮
যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি সর্ব্বং
কর্ম্মক্ষয়ে জ্ঞানমপাস্তশেষম্।
তদা হি সঙ্কল্পতরোঃ ফলানি
ভবন্তি নো বস্তুষু বস্তুভেদাঃ ॥ ৩৯
বস্ত্বস্তি কিং কুত্রচিদাদিমধ্য-
পর্য্যন্তহীনং সততৈকরূপম্।

শিশুমার বলিয়া পূর্ব্বে কীর্ত্তন করিয়াছি এবং ধ্রুব যেখানে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহার সন্নিবেশ প্রকার তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই শিশুমারকে রাত্রিকালে দর্শন করিলে, দিবাকৃত সমুদায় পাপ নষ্ট হয়। এই শিশুমারে যতগুলি তারা দৃশ্য হয়, তাবৎসংখ্যক বর্ষ বা তাহার অধিক বর্ষ, দর্শনকারী পুণ্যলোকে জীবিত থাকে। ২১—৩০। উত্তানপাদ,—সেই শিশুমারের উত্তরহনুস্বরূপ; আর যজ্ঞ তাঁহার নিম্ন হনু। ধর্ম্ম তাঁহার মস্তক স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে স্বয়ং নারায়ণ অবস্থিত, পূর্ব্বপাদদ্বয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় অবস্থিত। বরুণ ও সূর্য্য তাঁহার পশ্চিম-উরুদ্বয়রূপে অবস্থিতি করিতেছেন। সংবৎসর তাঁহার শিশ্ন ও মিত্র তাঁহার অপান স্থান অধিকার করিয়াছেন। অগ্নি, মহেন্দ্র, কশ্যপ ও ধ্রুব,—ইহাঁরা সেই শিশুমারের পুচ্ছদেশে ন্যস্ত রহিয়াছেন, ইহাঁরা কখনই অস্তগমন করেন না। মৈত্রেয়! তোমার নিকট এই পৃথিবী জ্যোতির্ম্মণ্ডল, দ্বীপগণ, সমুদ্রগণ, পর্ব্বতগণ, বর্ষগণ ও নদীগণের সন্নিবেশ কীর্ত্তন করিলাম এবং ঐ সকল স্থানে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদেরও স্বরূপ বর্ণন করিলাম; এক্ষণে ইহার সংক্ষেপ বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে বিপ্র! বিষ্ণুর মূর্ত্তিস্বরূপ যে জল, তাহা হইতেই এই পর্ব্বতসমুদ্রাদিযুক্তা পদ্মাকৃতি বসুন্ধরা উৎপন্ন হইয়াছে। বিষ্ণুই সকল জ্যোতিষ্ক, বিষ্ণুই সকল ভুবন, বিষ্ণুই সকল বন, বিষ্ণুই সকল পর্ব্বত ও সকল দিক্; বিষ্ণুই সমুদ্র ও নদী। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! জগতে ভাব বা অভাবরূপ যত পদার্থ আছে, সকলই বিষ্ণু। অনন্তমূর্ত্তি ভগবান্ বিষ্ণু জ্ঞানস্বরূপ; তিনি জড় নহেন; সুতরাং জগতে যত কিছু পর্ব্বত সমুদ্র পৃথিব্যাদি নানাপ্রকার পদার্থভেদ আছে, তাহা কেবল জ্ঞান-বিজৃম্ভণ মাত্র জানিবে। কর্ম্ম সকলের ক্ষয় হইলে, যখন, শেষরহিত সর্ব্বব্যাপক জ্ঞানময় বিষ্ণু নিজরূপে অবস্থিতি করেন, তখন সঙ্কল্পরূপ বৃক্ষের ফলসমূহ-স্বরূপ নানা বস্তুসমূহে নানাভেদ লক্ষিত হয় না। সকলই এক সনাতন বিষ্ণুতে একাকারে পরিণত হয়। যাহা পূর্ব্বে ছিল না ও পরে থাকিবে না, এক্ষণে মাত্র দেখা যাইতেছে, এইরূপ বস্তু (ঘটাদি) কখনই বাস্তব নহে; কারণ একটা পদার্থ একরূপই থাকে,—বাস্তব

যচ্চান্যথাত্বং দ্বিজ যাতি ভূয়ো
ন তত্তথা কুত্র কুতো হি তত্ত্বম্॥ ৪০
মহী ঘটত্বং ঘটতঃ কপালিকা
কপালিকা চূর্ণরজস্ততোঽণুঃ।
জনৈঃ স্বকর্ম্মস্তিমিতাত্মনিশ্চয়ৈঃ
আলক্ষ্যতে ব্রূহি কিমত্র বস্তু॥ ৪১
তস্মান্ন বিজ্ঞানমৃতেঽস্তি কিঞ্চিৎ
ক্বচিৎ কদাচিৎ দ্বিজ বস্তুজাতম্।
বিজ্ঞানমেকং নিজকর্ম্মভেদ-
বিভিন্নচিত্তৈর্বহুধাঽভ্যুপেতম্॥ ৪২
জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকম্
অশেষশোকাদিনিরস্তসঙ্গম্।
একং সদৈকং পরমঃ পরেশঃ
স বাসুদেবো ন যতোঽন্যদস্তি॥ ৪৩

সদ্ভাব এবো ভবতো ময়োক্তো-
জ্ঞানং যথা সত্যমসত্যমন্যৎ।
এতত্তু যৎ সংব্যবহারভূতং
তত্রাপি চোক্তং ভুবনাশ্রিতং তে॥ ৪৪
যজ্ঞঃ পশুর্বহ্নিরশেষ ঋত্বিক্
সোমঃ সুরাঃ স্বর্গময়শ্চ কামঃ।
ইত্যাদিকর্ম্মাশ্রিতমার্গদৃষ্টং
ভূরাদিভোগাশ্চ ফলানি তেষাম্॥ ৪৫
যচ্চৈতদ্ভুবনগতং ময়া তবোক্তং
সর্ব্বত্র ব্রজতি হি তত্র কর্ম্মবশ্যঃ।
জ্ঞাত্বৈবং ধ্রুবমচলং সদৈকরূপং
তং কুর্য্যাদ্বিশতি হি যেন বাসুদেবম্॥ ৪৬
ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েঽংশে
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

পদার্থের রূপান্তর লক্ষিত হয় না। পুনর্ব্বার এই ঘটাদি পদার্থ অন্যরূপে পরিণত হইবে। তখন ইহার কোন্‌টী বাস্তব-রূপ বলিব? কি প্রকারেই বা ইহাতে বাস্তব-রূপ থাকিতে পারে? ৩১—৪০। দেখ, পৃথিবী ঘট বলিয়া প্রথিত হইলে, তখন তাহাকে আর মহী বলা যায় না। সেই ঘট কপালিকাতে পর্য্যবসিত হইলে, কপালিকা চূর্ণরূপে পর্য্যবসিত হইলে এবং চূর্ণও অণুরূপে পরিণত হইলে, তাহাকে কি বলিয়া নিশ্চয় করিব?—তাহা মাটী? অথবা ঘট? অথবা কপাল? কিন্তু মনুষ্যগণ স্বকর্ম্মবশে আত্মজ্ঞান হারাইয়া এই সকল বস্তুকে কেমন ঘটাদিরূপ নির্দ্দেশ করিতেছে! মূঢ় মনুষ্যগণ কি বলিতে পারে, এই ঘটাদির যাথার্থ্য কোথায় পর্য্যবসিত? বস্তুগণের এই প্রকার অনিয়তরূপ পরিণাম ও অযাথার্থ্য প্রযুক্ত জানা যাইতেছে যে, বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত জগতে আর কোন পদার্থ বিদ্যমান নাই, হয় নাই, বা হইবে না, সকলই জ্ঞানবিজৃম্ভণ। এই বিজ্ঞানময় আত্মা,—অনাদি কর্ম্মবশে বিভিন্নচিত্ত-জনগণ দ্বারা নানাপ্রকারে অভ্যুপেত। কিন্তু বাস্তব-জ্ঞানময় আত্মা এক, তাঁহার দ্বিতীয় নাই। বিশুদ্ধ, বিমল, বিশোক, প্রকৃতিসংজ্ঞ-বিমুক্ত সেই জ্ঞান, পরমপুরুষ সনাতন বাসুদেব হইতে ভিন্ন নহে। কারণ, বিষ্ণু ব্যতিরিক্ত আর কোন বস্তুই নাই। এই আমি তোমার নিকট পরমার্থ বলিলাম; জ্ঞানই সত্য, তদ্ব্যতিরেকে সকলই অসত্য। যে সকল ত্রিভুবনের বিষয় তোমার নিকট বলিলাম, ইহা ব্যবহারমাত্র। বাস্তবিক এ সকলই সেই সনাতন একজ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের সঙ্কল্পমাত্র রচিত, ইহাতে পরমার্থসত্তা নাই। ইহা কেবল জ্ঞানমার্গের কথা; ইহা ছাড়া তোমার নিকট কর্ম্মমার্গানুসারে, যজ্ঞ, পশু, বহ্নি ঋত্বিক্, সোম, দেবগণ ও স্বর্গময় অভিলাষ—এ সকল বিষয়ও বলিয়াছি। এই মার্গানুসারে কর্ম্ম করিলে, তাহার ফল ভূরাদি লোকের ভোগ হইয়া থাকে। এই তোমার নিকট ত্রিভুবনের যত প্রকার স্থানের কথা বলিলাম, জীবগণ কর্ম্মবশে নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই সকল লোকে পরিভ্রমণ করে,—ইহা স্থির জানিয়া এমন কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, যাহার বলে, সেই সর্ব্বদা একরূপে বর্ত্তমান অচল বাসুদেবকে জ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায়। ৪১—৪৬।

দ্বিতীয়াংশে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।

ভগবন্ সম্যগাখ্যাতং যৎ পৃষ্টোঽসি ময়াখিলম্।
ভূসমুদ্রাদিসরিতাং সংস্থানং গ্রহসংস্থিতিম্॥ ১
বিষ্ণ্বাধারং তথা চৈতৎ ত্রৈলোক্যং সমবস্থিতম্।
পরমার্থস্তু তেনোক্তো যথাজ্ঞানং প্রধানতঃ॥ ২
যত্ত্বেতদ্ভগবানাহ ভরতস্য মহীপতেঃ।
কথয়িষ্যামি চরিতং তন্মমাখ্যাতুমর্হসি॥ ৩
ভরতঃ স মহীপালঃ শালগ্রামেঽবসৎ কিল।
যোগযুক্তঃ সমাধায় বাসুদেবে সদা মনঃ॥ ৪
পুণ্যদেশপ্রভাবেণ ধ্যায়তশ্চ সদা হরিম্।
কথন্তু নাভবন্মুক্তির্যদভূৎ স দ্বিজঃ পুনঃ॥ ৫
বিপ্রত্বে চ কৃতং তেন যদ্ভূয়ঃ সুমহাত্মনা।
ভরতেন মুনিশ্রেষ্ঠ তৎ সর্ব্বং বক্তুমর্হসি॥ ৬

পরাশর উবাচ।

শালগ্রামে মহাভাগো ভগবন্ন্যস্তমানসঃ।
স উবাস চিরং কালং মৈত্রেয় পৃথিবীপতিঃ॥ ৭
অহিংসাদিষশেষেষু গুণেষু গুণিনাং বরঃ।
অবাপ পরমাং কাষ্ঠাং মনসশ্চাপি সংযমে॥ ৮
যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানন্ত কেশব।
কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশেত্যাহ রাজা স কেবলম্॥৯
নান্যজ্জগাদ মৈত্রেয় কিঞ্চিৎ স্বপ্নান্তরেঽপি চ।
এতৎ পরং তদর্থঞ্চ বিনা নান্যদচিন্তয়ৎ॥ ১০
সমিৎপুষ্পকুশাদানং চক্রে দেবক্রিয়াকৃতে।
নান্যানি চক্রে কর্ম্মাণি নিঃসঙ্গো যোগতাপসঃ॥১১
জগাম সোঽভিষেকার্থমেকদা তু মহানদীম্।
সস্নৌ তত্র তদা চক্রে স্নানস্যানন্তরক্রিয়াঃ॥ ১২
অথাজগাম তত্তীর্থং জলং পাতুং পিপাসিতা।
আসন্নপ্রসবা ব্রহ্মন্ একৈব হরিণী বনাৎ॥ ১৩

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে ভগবন্! আপনাকে গ্রহাদির সংস্থিতি ও পৃথিবী, সমুদ্র ও নদী প্রভৃতির সংস্থান বিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, আপনি তাহার সম্যক্ উত্তর প্রদান করিয়াছেন। এই ত্রৈলোক্য বিষ্ণুর আশ্রয়েই অবস্থিতি করিতেছে, ইহাও বলিয়াছেন এবং সেই প্রসঙ্গে পরমার্থভূত জ্ঞানই যে প্রধান, ইহাও সম্যক্ প্রকার বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ব্বে আপনি বলিয়াছেন যে, ভরত নামক নৃপতির চরিত আমি বলিব। এইক্ষণে তাহা আমার নিকটে বলিতে আরম্ভ করুন। আমার শুনা আছে, সেই ভরতনামা নৃপতি, শালগ্রাম নামক প্রদেশে যোগযুক্ত হইয়া অনন্যমনে ভগবান্ বাসুদেবের চিন্তা করত কাল যাপন করিতেন। কিন্তু পুণ্যদেশে বাস, অবিরত হরিধ্যানেও তাঁহার মুক্তি না হইবার কারণ কি? তিনি পুনর্ব্বার কেন ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন? এবং সেই সুমহাত্মা ভরত, ব্রাহ্মণ হইয়া পুনর্ব্বার যে সকল কর্ম্ম করেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি তাহাও আমার নিকট বলুন। পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! সেই ভরত নামক মহাভাগ ভূপতি, ভগবানে চিত্ত অর্পণ করিয়া সেই শালগ্রামে বহুকাল বাস করেন। সেই গুণিশ্রেষ্ঠ রাজা অহিংসা প্রভৃতি গুণে ও চিত্তের সংযমে পরম উৎকর্ষ লাভ করেন। তিনি সর্ব্বদাই কেবল "হে যজ্ঞেশ! হে অচ্যুত! হে গোবিন্দ! হে মাধব! হে অনন্ত! হে কেশব! হে কৃষ্ণ! হে বিষ্ণো!" এই কথাই বলিতেন। হে মৈত্রেয়! তিনি স্বপ্নাবস্থায়ও ইহা ছাড়া কোন বাক্য ব্যবহার করিতেন না; কেবল উক্ত বাক্য কথন এবং তাহার অর্থ চিন্তা করিতেন, তাঁহার অন্য চিন্তা ছিল না। সেই যোগতাপস রাজা, সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক, ভগবানের পূজাদি ক্রিয়ার জন্য, সমিধ, পুষ্প ও কুশ প্রভৃতির আহরণ করিতেন; এতদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য কর্ম্ম ছিল না। ১—১১। এক দিবস রাজা অভিষেকের নিমিত্ত মহানদীতে গমনপূর্ব্বক স্নানান্তে অনন্তরকর্ত্তব্য কর্ম্মাদি করিতেছিলেন, এমত সময়ে বনমধ্য হইতে একটী আসন্নপ্রসবা হরিণী পিপাসাতুর হইয়া জলপানার্থে সেই স্থানে আগমন করিল।

ততঃ সমভবত্তত্র পীতপ্রায়ে জলে তয়া।
সিংহস্য নাদঃ সুমহান্ সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করঃ॥ ১৪
ততঃ সা সহসা ত্রাসাদাপ্লুতা নিম্নগাতটম্।
অত্যুচ্চারোহণেনাস্যা নদ্যাং গর্ভঃ পপাত সঃ॥১৫
তমূহ্যমানং বেগেন বীচিমালাপরিপ্লুতম্।
জগ্রাহ স নৃপো গর্ভাৎ পতিতং মৃগপোতকম্॥১৬
গর্ভপ্রচ্যুতিদোষেণ প্রোত্তুঙ্গাক্রমণেন চ।
মৈত্রেয় সাপি হরিণী পপাত চ মমার চ॥ ১৭
হরিণীং তাং বিলোক্যাথ বিপন্নাং নৃপতাপসঃ।
মৃগপোতং সমাদায় নিজমাশ্রমমাগতঃ॥ ১৮
চকারানুদিনঞ্চাসৌ মৃগপোতস্য বৈ নৃপঃ।
পোষণং পুষ্যমাণশ্চ স তেন ববৃধে মুনে॥ ১৯
চচারাশ্রমপর্য্যন্তং তৃণানি গহনেষু সঃ।
দূরং গত্বা চ শার্দ্দূলত্রাসাদভ্যাযযৌ পুনঃ॥ ২০
প্রাতর্গত্বাতিদূরঞ্চ সায়মায়াত্যথাশ্রমম্।
পুনশ্চ ভরতস্যাভূদাশ্রমস্যোটজাজিরে॥ ২১
তস্য তস্মিন্ মৃগে দূরসমীপপরিবর্ত্তিনি।
আসীচ্চেতঃ সমাযুক্তং ন যযাবন্যতো দ্বিজ॥ ২২
বিমুক্তরাজ্যতনয়ঃ প্রোজ্‌ঝিতাশেষবান্ধবঃ।
মমত্বং স চকারোচ্চৈস্তস্মিন্ হরিণবালকে॥ ২৩
কিংবৃকৈর্ভক্ষিতোব্যাঘ্রৈঃ কিং সিংহেন নিপাতিতঃ
চিরায়মাণে নিষ্ক্রান্তে তস্যাসীদিতি মানসম্॥ ২৪
এষা বসুমতী তস্য খুরাগ্রক্ষতকর্ব্বুরা।
প্রীতয়ে মম জাতোঽসৌ ক্ব মমৈণকবালকঃ॥২৫
বিষাণাগ্রেণ মদ্বাহু-কণ্ডূয়নপরো হি সঃ।
ক্ষেমেণাভ্যাগতোঽরণ্যাদপি মাং সুখয়িষ্যতি॥২৬
এতে লূনশিখাস্তস্য দশনৈরচিরোদ্গতৈঃ।
কুশাঃ কাশা বিরাজন্তে বটবঃ সামগা ইব॥ ২৭

অনন্তর সেই হরিণীর জলপান প্রায় শেষ হইলে, সর্ব্বপ্রাণীর ভয়জনক সুমহান্ এক সিংহের নাদ শুনা গেল। তখন সেই হরিণী, ত্রাসে নদীতটে একটা লম্ফ প্রদান করিল। তট অতি উচ্চ থাকায় তাহাতে আরোহণ করিবার কালে, হরিণীর নদীতে গর্ভপাত হইল। তখন সেই গর্ভ হইতে পতিত মৃগপোত, তরঙ্গমালা-বেষ্টিত হইয়া বেগে ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া নৃপতি, তাহাকে ধারণ করিয়া তীরে উঠাইলেন। হে মৈত্রেয়! অনন্তর গর্ভপাতপীড়া ও অতি উচ্চ তট উল্লম্ফনপ্রযুক্ত সেই হরিণী পড়িয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। পরে নৃপতাপস ভরত, সেই হরিণীকে মৃতা দেখিয়া, সেই মৃগশাবককে গ্রহণপূর্ব্বক, স্বকীয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। হে মুনে! অনন্তর রাজা, প্রতিদিন সেই মৃগপোতকে পোষণ করিতে লাগিলেন। মৃগপোত এই প্রকারে পুষ্যমাণ হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই মৃগশাবক, প্রথমে আশ্রমের প্রান্তভাগেই বিচরণ করত, তৃণ সকল আহার করিত; আবার কখন কখন দূরে গিয়া ব্যাঘ্রভয়ে পুনর্ব্বার আশ্রমে পলাইয়া আসিত। ১২—২০। কোন দিন সেই মৃগ প্রাতঃকালে আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, পুনর্ব্বার সায়াহ্নকালে প্রত্যাবর্ত্তন করিত, কোন দিন বা ভরত রাজার আশ্রমস্থ পর্ণশালার প্রাঙ্গণেই বিচরণ করিত। হে দ্বিজ! এবম্প্রকারে কখনও দূরবর্ত্তী, কখনও নিকটবর্ত্তী সেই মৃগের উপর ভরতের চিত্ত সর্ব্বদাই আসক্ত থাকিত; তিনি অন্য সব চিন্তা ভুলিয়া যাইলেন। ভরত, পূর্ব্বে রাজ্য, তনয় ও অশেষ বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়াও অবশেষে সেই হরিণ-বালকের উপর অতিশয় মমতা করিতে লাগিলেন। সেই মৃগপোত নিষ্ক্রান্ত হইয়া যদি আসিতে বিলম্ব করিত, তাহা হইলে তিনি চিন্তা করিতেন,—আহা! সেই মৃগপোতকে বৃক বা ব্যাঘ্র ভক্ষণ করিল, অথবা সিংহ তাহার বিনাশ করিল। তিনি আবার চিন্তা করিতেন, আহা! এই তাহার ক্ষুরাগ্রের আঘাতে পৃথিবী কর্ব্বুর হইয়াছে। সেই হরিণ-বালক আমার প্রীতির জন্যই জন্মিয়াছিল। আহা! সে এক্ষণে কোথায়? কখন্ সে বন হইতে কুশলে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক শৃঙ্গের অগ্রভাগ দ্বারা আমার বাহু কণ্ডূয়ন করিয়া আমাকে সুখী করিবে? অহো! এই তাহার অচিরোদ্গাত দন্ত সকল দ্বারা অগ্রভাগে ছিন্ন হইয়া কুশ ও কাশ সকল শিখাহীন সামাধ্যায়ী দ্বিজ-

ইত্থং চিরগতে তস্মিন্ স চক্রে মানসং মুনিঃ।
প্রীতিপ্রসন্নবদনঃ পার্শ্বস্থে চাভবন্ মৃগে ॥ ২৮
সমাধিভঙ্গস্তস্যাসীৎ তন্ময়ত্বাদৃতাত্মনঃ।
সন্ত্যক্তরাজ্যভোগর্দ্ধিস্বজনস্যাপি ভূপতেঃ ॥ ২৯
চপলং চপলে তস্মিন্ দূরগং দূরগামিনি।
মৃগপোতেঽভবচ্চিত্তং স্থৈর্য্যবতস্য ভূপতেঃ ॥ ৩০
কালেন গচ্ছতা সোঽথ কালঞ্চক্রে মহীপতিঃ।
পিতেব সাস্রং পুত্রেণ মৃগপোতেন বীক্ষিতঃ ॥ ৩১
মৃগমেব তদাদ্রাক্ষীৎ ত্যজন্ প্রাণানসাবপি।
তন্ময়ত্বেন মৈত্রেয় নান্যৎ কিঞ্চিদচিন্তয়ৎ ॥ ৩২
ততশ্চ তৎকালকৃতাং ভাবনাং প্রাপ্য তাদৃশীম্।
জম্বুমার্গে মহারণ্যে জাতো জাতিস্মরো মৃগঃ ॥৩৩
জাতিস্মরত্বাদুদ্বিগ্নঃ সংসারস্য দ্বিজোত্তম।
বিহায় মাতরং ভূয়ঃ শালগ্রামমুপাযযৌ ॥ ৩৪

শুষ্কৈস্তৃণৈস্তথা পর্ণৈঃ স কুর্ব্বন্নাত্মপোষণম্।
মৃগত্বহেতুভূতস্য কর্ম্মণো নিষ্কৃতিং যযৌ ॥ ৩৫
তত্র চোৎসৃষ্টদেহোঽসৌ যজ্ঞে জাতিস্মরো দ্বিজঃ।
সদাচারবতাং শুদ্ধে যোগিনাং প্রবরে কুলে ॥ ৩৬
সর্ব্ববিজ্ঞানসম্পন্নঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
অপশ্যৎ স চ মৈত্রেয় আত্মানং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥
আত্মনোঽধিগতজ্ঞানো দেবাদীনি মহামুনে।
সর্ব্বভূতান্যভেদেন স দদর্শ মহামতিঃ ॥ ৩৮
ন পপাঠ গুরুপ্রোক্তং কৃতোপনয়নঃ শ্রুতম্।
ন দদর্শ চ কর্ম্মাণি শাস্ত্রাণি জগৃহে ন চ ॥ ৩৯
উক্তোঽপিবহুশঃ কিঞ্চিজ্জড়বাক্যমভাষত।
তদপ্যসংস্কারযুতং গ্রাম্যবাক্যোক্তিমংশ্রিতম্ ॥৪০
অপধ্বস্তবপুঃ সোঽথ মলিনাম্বরধৃগ্দ্বিজঃ।
ক্লিন্নদন্তান্তরঃ সর্ব্বৈঃ পরিভূতঃ স নাগরৈঃ ॥ ৪১

বালকগণের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সেই মুনি, মৃগটী দূরগত হইলে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নানাবিধ চিন্তা করিতেন; আবার সেই মৃগ নিকটে আসিলে তাঁহার বদন আহ্লাদে প্রসন্ন হইত। ভূপতি ভরত রাজ্যভোগ, ঋদ্ধি ও বন্ধু-বান্ধব পরিত্যাগ করিলেও কেবলমাত্র সেই মৃগপোতের চিন্তায় অবিরত আসক্তি বশতঃ সমাধি হইতে বিচ্যুত হইলেন। সেই মৃগপোত চপল হইলে তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইত; সেই মৃগ দূরে গমন করিলে তাঁহার চিত্ত সঙ্গে সঙ্গে যেন দূরে গমন করিত। এই প্রকার ভূপতির চিত্ত মৃগবালকেই একান্ত স্থিরভাবে আসক্ত হয়। ২১—৩০। অনন্তর কাল অতিক্রান্ত হইলে সেই মহীপতি ভরত, পুত্রসদৃশ মৃগপোত কর্তৃক অশ্রুপূর্ণ নয়নে বীক্ষিত হইতে হইতে প্রাণত্যাগ করিলেন। হে মৈত্রেয়! রাজা প্রাণ-ত্যাগ কালেও সস্নেহে সেই মৃগকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন এবং তাহার চিন্তাতেই মগ্ন থাকিয়া, অন্য কোন চিন্তা করেন নাই। তাহার পর তিনি মৃত্যুকালে নিরবচ্ছিন্ন মৃগবিষয় চিন্তা করেন বলিয়া, কালঞ্জর পর্ব্বতে জাতিস্মর মৃগ-রূপে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বজন্মের সকল বিষয় তাঁহার জ্ঞান ছিল বলিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া মৃগজন্মেও তিনি মাতাকে পরিত্যাগ করত পুনর্ব্বার শালগ্রামে গমন করিলেন। অনন্তর শুষ্কপর্ণ ও শুষ্কতৃণমাত্র দ্বারা তিনি আত্মপোষণ করিয়া মৃগ-জন্ম লাভের কারণ স্বকীয় কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। অনন্তর কালক্রমে সেই মৃগদেহ ত্যাগ করিয়া, সদাচার-বিশিষ্ট যোগীদিগের নির্ম্মলকুলে জাতিস্মর ব্রাহ্মণদেহ পরিগ্রহ করিলেন। হে মৈত্রেয়! এইজন্মে তিনি সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানবান্ হইলেন; সকল শাস্ত্রের অর্থ তাঁহার জ্ঞাত ছিল। তিনি আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পর দেখিতেন। হে মহামুনে! সেই সম্প্রাপ্তচৈতন্য মহামতি ব্রাহ্মণ, দেবাদি সকল ভূতকেই আপনা হইতে অভিন্ন-রূপে দর্শন করিতে লাগিলেন। উপনয়ন হই-লেও তিনি গুরুকথিত বেদপাঠ করিতেন না, কোন কর্ম্মও দর্শন করিতেন না ও কোন শাস্ত্রও গ্রহণ করিতেন না। বহুবাক্য তাঁহাকে বলিলে, তিনি জড়ের ন্যায় অস্পষ্ট অল্প বাক্য বলিতেন। সেই বাক্য ব্যাকরণাদি দুষ্ট হইত, কখন বা গ্রাম্য বাক্যের সহিত যুক্ত থাকিত। ৩১—৪০। সর্ব্বদা তাঁহার দেহ মলিন, বস্ত্র অপরিস্কার ও দন্ত সকল অমার্জ্জিত থাকিত; এই জন্য নগর-বাসিগণ সর্ব্বদাই তাঁহার অপমান করিত।

সম্মাননা পরাং হানিং যোগর্দ্ধেঃ কুরুতে যতঃ।
জনেনাবমতো যোগী যোগসিদ্ধিঞ্চ বিন্দতি॥ ৪২
তস্মাচ্চরেত বৈ যোগী সতাং মার্গমদূষয়ন্।
জনা যথাবমন্যেরন্ গচ্ছেয়ুর্নৈব সঙ্গতিম্।
হিরণ্যগর্ভবচনং বিচিন্ত্যেত্থং মহামতিঃ।
আত্মানং দর্শয়ামাস জড়োন্মত্তাকৃতিং জনে॥ ৪৩
ভুঙ্ক্তে কুল্মাষব্রীহ্যাদি শাকং বন্যফলং কণান্।
যদ্‌যদাপ্নোতি সুবহু তদত্তে কালসংযমম্॥ ৪৪
পিতর্য্যুপরতে সোঽথ ভ্রাতৃভ্রাতৃব্যবান্ধবৈঃ।
কারিতঃ ক্ষেত্রকর্ম্মাদি কদন্নাহারপোষিতঃ॥ ৪৫
স তূক্ষপীনাবয়বো জড়কারী চ কর্ম্মণি।
সর্ব্বলোকোপকরণং বভূবাহারবেতনঃ॥ ৪৬
তং তাদৃশমসংস্কারবিপ্রাকৃতিবিচেষ্টিতম্।
ক্ষত্তা সৌবীররাজস্য বিষ্টিযোগ্যমমন্যত॥ ৪৭

হে মৈত্রেয়! সম্মাননাই যোগসম্পত্তির বিঘ্ন করিয়া থাকে। এই কারণে যোগিগণ অবনত হইয়াই যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। "মনুষ্যগণ যে প্রকারে অবমাননা করিয়া থাকে এবং সম্পর্ক ও সঙ্গতি করে না, সেই প্রকারেই যোগী, সন্মার্গে বিচরণ করিবে"—হিরণ্যগর্ভের এই সারযুক্ত বাক্য স্মরণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণ জনগণের নিকটে সর্ব্বদাই আপনাকে জড় ও উন্মত্তের ন্যায় দেখাইতেন। যাবক, ব্রীহি, শাক, বন্যফল ও কণ প্রভৃতি যাহাই সম্মুখে দেখিতে পাইতেন, তাহাই, 'কোনরূপে কাল কাটাইতে পারিলে হয়,' এই প্রকার ভাবনায়, ইচ্ছানুসারে আহার করিতেন। অনন্তর তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র ও বান্ধবগণ তাঁহাকে কুৎসিত অন্ন দ্বারা পোষণ করত কৃষিকর্ম্মাদি করাইতে লাগিল। তিনি বৃষভের ন্যায় পীন-শরীর ও কর্ম্মে জড়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, সুতরাং লোকগণ, আহার-মাত্র দিয়া যখন যে কর্ম্ম পড়িত, তাহা তাঁহার দ্বারাই সাধন করিয়া লইত। তাঁহাকে তাদৃশ অসংস্কৃত, অব্রাহ্মণের ব্যবহারকারী অবলোকন করিয়া সৌবীর-রাজের সারথি বিনামূল্যে কর্ম্মকরণের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিল। একদিন সৌবীর-

স রাজা শিবিকারূঢ়ো গন্তুং কৃতমতির্দ্বিজ।
বভূবেক্ষুমতীতীরে কপিলর্ষেবরাশ্রমম্॥ ৪৮
শ্রেয়ঃ কিমত্র সংসারে দুঃখপ্রায়ে নৃণামিতি।
প্রষ্টুং তং মোক্ষধর্ম্মজ্ঞং কপিলাখ্যং মহামুনিম্॥৪৯
উবাহ শিবিকাং তস্য ক্ষত্তুর্বচনচোদিতঃ।
নৃণাং বিষ্টিগৃহীতানামন্যেষাং সোঽপি মধ্যগঃ॥৫০
গৃহীতো বিষ্টিনা বিপ্রঃ সর্ব্বজ্ঞানৈকভাজনঃ।
জাতিস্মরোঽসৌ পাপস্য ক্ষয়কাম উবাহ তাম্॥৫১
যযৌ জড়গতিঃ সোঽথ যুগমাত্রাবলোকনম্।
কুর্ব্বন্ মতিমতাং শ্রেষ্ঠস্তদন্যে ত্বরিতং যযুঃ॥ ৫২
বিলোক্য নৃপতিঃ সোঽপি বিষমাংশিবিকাগতিম্।
কিমেতদিত্যাহ সমং গম্যতাং শিবিকাবহাঃ॥৫৩
পুনস্তথৈব শিবিকাং বিলোক্য বিষমাং হি সঃ।
নৃপঃ কিমেতদিত্যাহ ভবদ্ভির্গম্যতেঽন্যথা॥ ৫৪

রাজ শিবিকায় আরোহণ করত ইক্ষুমতী-তীরস্থ কপিল ঋষির আশ্রমে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। দুঃখপূর্ণ সংসারে মনুষ্যগণের কি শ্রেয়ঃ—ইহাই জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তিনি মোক্ষধর্ম্মজ্ঞ কপিলমুনির নিকট যাইতেছিলেন। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত সারথির বাক্যানুসারে বিনা-মূল্যে শিবিকা-বাহনকারী অন্যান্য অনেক ব্যক্তির সহিত, সেই ব্রাহ্মণরূপী ভরত সেই নৃপতির শিবিকা বহন করিতে লাগিলন। ৪১—৫০। সেই জাতিস্মর সর্ব্বজ্ঞানবান্ বিপ্র, এই প্রকারে বিনামূল্যে গৃহীত হইয়া, কেবল পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের ক্ষয়ের জন্যই শিবিকা বহন করিলেন। অনন্তর মতিমান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ সেই ব্রাহ্মণ, যুগমাত্র অবলোকন করত জড়গতিতে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্যান্য শিবিকা-বাহকগণ, শীঘ্র শীঘ্র গমন করিতে লাগিল। সৌবীর-নৃপতি শিবিকার এই প্রকার বিষম-গতি অবলোকন করিয়া কহিলেন, "আঃ ইহা কি হইতেছে? শিবিকাবাহিগণ! তোমরা সকলে সমান ভাবে গমন কর।" নৃপতি, তথাপি শিবিকার সেই বিষমগতি দেখিয়া কহিলেন, "তোমরা কি করিতেছ? কেন এ প্রকার বিষম-ভাবে গমন করিতেছ?" নৃপতির অনেকবার

ভূপতের্বদতস্তস্য শ্রুত্বেত্থং বহুশো বচঃ।
শিবিকোদ্বাহকাঃ প্রোচুরয়ং যাতীত্যসত্বরম্‌॥ ৫৫
রাজোবাচ।
কিং শ্রান্তোঽস্যল্পমধ্বানং ত্বয়োঢ়া শিবিকা মম।
কিমায়াসসহো ন ত্বং পীবানসি নিরীক্ষ্যসে॥ ৫৬
ব্রাহ্মণ উবাচ।
নাহং পীবান্‌ নচৈবোঢ়া শিবিকা ভবতো ময়া।
নশ্রান্তোঽস্মি নচায়াসঃ সোঢ়ব্যোঽস্তি মহীপতে॥
রাজোবাচ।
প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে পীবানদ্যাপি শিবিকা ত্বয়ি।
শ্রমশ্চ ভারোদ্বহনে ভবত্যেব হি দেহিনাম্‌॥ ৫৮
ব্রাহ্মণ উবাচ।
প্রত্যক্ষং ভবতো ভূপ যদ্দৃষ্টং মম তদ্বদ।
বলবানবলশ্চেতি বাচ্যং পশ্চাদ্বিশেষণম্‌॥ ৫৯
ত্বয়োঢ়া শিবিকা চেতি ত্বয্যদ্যাপি চ সংস্থিতা।
মিথ্যৈতদত্র তু ভবান্‌ শৃণোতু বচনং মম॥ ৬০
ভূমৌ পাদযুগস্থাস্থা জঙ্ঘে পাদদ্বয়ে স্থিতে।
উরূ জঙ্ঘাদ্বয়াবস্থৌ তদাধারং তথোদরম্‌॥ ৬১
বক্ষঃ স্থলং তথা বাহূ স্কন্ধৌ চোদরসংস্থিতৌ।
স্কন্ধাশ্রিতেয়ং শিবিকা মমভারোঽত্র কিং কৃতঃ॥
শিবিকায়াং স্থিতঞ্চেদং বপুস্ত্বদুপলক্ষিতম্‌।
তত্র ত্বমহমপ্যত্র প্রোচ্যতে চেদমন্যথা॥ ৬৩
অহং ত্বঞ্চ তথান্যে চ ভূতৈরুহ্যাম পার্থিব।
গুণপ্রবাহপতিতো ভূতবর্গোঽপি যাত্যয়ম্‌॥ ৬৪
কর্ম্মবশ্যা গুণাশ্চৈতে সত্ত্বাদ্যাঃ পৃথিবীপতে।
অবিদ্যাসঞ্চিতং কর্ম্ম তচ্চাশেষেষু জন্তুষু॥ ৬৫
আত্মা শুদ্ধোঽক্ষরঃ শান্তো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ
প্রবৃদ্ধ্যপচয়ৌ নাস্য একস্যাখিলজন্তুষু॥ ৬৬
যদা নোপচয়স্তস্য নচৈবাপচয়ো নৃপ।
তদা পীবানসীতীত্থং কয়া যুক্ত্যা ত্বয়েরিতম্‌॥ ৬৭
ভূপাদজঙ্ঘাকট্যূরুজঠরাদিষু সংস্থিতে।

এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্যান্য শিবিকা-বাহিগণ সেই ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া বলিল, এই ব্যক্তিই ধীরে গমন করিতেছে, তাহাতেই শিবিকার এ প্রকার বিষম গতি হইতেছে। তখন রাজা কহিলেন,—অহে! তুমি অল্প পথই আমার শিবিকা বহন করিয়াছ; তবে কেন এ প্রকার শ্রান্ত হইলে? তুমি কি আয়াস সহ্য করিতে পার না? তোমাকে ত বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট দেখিতেছি। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে মহীপতে! আমি স্থূল নহি, তোমার শিবিকাকেও বহন করিতেছি না, আমি শ্রান্ত হই নাই, আমার আয়াসও সহনীয় নহে। রাজা কহিলেন,—কি আশ্চর্য্য! প্রত্যক্ষ তোমায় স্থূল দেখিতেছি। এখনও শিবিকা তোমার স্কন্ধে রহিয়াছে; আর দেহিগণের ভারবহনে শ্রমও অবশ্যম্ভাবী; অথচ তুমি সকলই বিপরীত কেন বলিতেছ? ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্‌! প্রত্যক্ষ আমার যাহা দেখিলেন, তাহা অগ্রে বলুন, পরে বলাবলাদি বিশেষণের কথা বলিবেন। আপনি পূর্ব্বে কহিলেন যে, "তুমি শিবিকা বহন করিতেছ ও শিবিকা তোমার উপর রহিয়াছে,"—এ কথাও মিথ্যা, শ্রবণ করুন। পাদদ্বয় ভূমিতে রহিয়াছে, পাদদ্বয়ের উপর জঙ্ঘাদ্বয় অবস্থিত, উরুদ্বয়ের উপর, উদর অবস্থিত ও উদরের উপর যথাক্রমে বক্ষঃস্থল, বাহুদ্বয় ও স্কন্ধ অবস্থিতি করিতেছে; সেই স্কন্ধের উপর শিবিকা রহিয়াছে, তবে আপনি আমার উপর ভারোপন্যাস কেন করিতেছেন? এবং তদুপলক্ষিত শরীর মাত্রই শিবিকাতে রহিয়াছে, তবে আপনি কি প্রকারে বলিলেন, আমি শিবাকাতে রহিয়াছি, তুমি ভূমিতে রহিয়াছ? ইহা কি মিথ্যা বলা হইল না। ৫১—৬৩। রাজন্‌! তুমি, আমি ও অন্য সকল জীবকেই পঞ্চভূতগণ বহন করিতেছে। ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতও,—সত্ত্ব-রজস্তমঃ স্বরূপ ত্রিগুণপ্রবাহে পতিত হইয়া কালসাগরে বহিয়া যাইতেছে। হে পৃথিবীপতে! এই সত্ত্বাদি গুণত্রয়ও কর্ম্মের অধীন; সেই কর্ম্ম, অবিদ্যা-সঞ্চিত এবং সর্ব্বজীবেই বর্ত্তমান। রাজন্‌! আত্মা—এক, বিশুদ্ধ, ক্ষয়রহিত, শান্তিময়, গুণহীন এবং প্রকৃতি হইতে পর। তিনি অখিল জন্তুতে একরূপে রহিয়াছেন, তাঁহার বৃদ্ধি বা ক্ষয় নাই। হে নৃপ! আত্মার যদি ক্ষয় ও বৃদ্ধি না রহিল, তবে আপনি আমাকে

শিবিকেয়ং যদা স্কন্ধে তদা ভারঃ সমস্ত্বয়া ॥ ৬৮
তদাগ্নৈর্জন্তুভির্ভূপ শিবিকোত্থো ন কেবলম্।
শৈলদ্রুমগৃহোত্থোঽপি পৃথিবীসম্ভবোঽপি বা ॥৬৯
যদা পুংসঃ পৃথগ্‌ভাবঃ প্রাকৃতৈঃ কারণৈর্নৃপ।
সোঢ়ব্যস্ত তদায়াসঃ কথং বা নৃপতে ময়া ॥ ৭০
যদ্দ্রব্যা শিবিকা চেয়ং তদ্দ্রব্যো ভূতসংগ্রহঃ।
ভবতো মেঽখিলস্যাস্য মমত্বেনোপবৃংহিতঃ ॥ ৭১

পরাশর উবাচ।

এবমুক্ত্বাভবন্মৌনী স বহন্ শিবিকাং দ্বিজঃ।
সোঽপি রাজাবতীর্য্যোর্ব্ব্যাংতৎপাদৌ জগৃহে ত্বরন্

রাজোবাচ।

ভো ভো বিসৃজ্য শিবিকাং প্রসাদং কুরু মে দ্বিজ
কথ্যতাং কো ভবানত্র জাল্মরূপধরঃ স্থিতঃ ॥ ৭৩
যো ভবান্ যন্নিমিত্তং বা যদাগমনকারণম্।
তৎসর্ব্বং কথ্যতাং বিদ্বন্ মহ্যং শুশ্রূষবে ত্বয়া ॥৭৪

ব্রাহ্মণ উবাচ।

শ্রূয়তাং কোঽহমিত্যেতদ্বক্তুং ভূপ ন শক্যতে।
উপভোগনিমিত্তঞ্চ সর্ব্বত্র গমনক্রিয়া ॥ ৭৫
সুখদুঃখোপভোগৌ তু তৌ দেহাদ্যুপপাদকৌ।
ধর্ম্মাধর্ম্মোদ্ভবৌ ভোক্তুং জন্তুর্দেহাদিমৃচ্ছতি ॥ ৭৬
সর্ব্বস্যৈব হি ভূপাল জন্তোঃ সর্ব্বত্র কারণম্।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ যতঃ কস্মাৎ কারণং পৃচ্ছতে ত্বতঃ ॥ ৭৭

রাজোবাচ।

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন সন্দেহঃ সর্ব্বকার্য্যেষু কারণম্।
উপভোগনিমিত্তঞ্চ দেহদেশান্তরাগমঃ ॥ ৭৮
যত্ত্বেতদ্ভবতা প্রোক্তং কোঽহমিত্যেতদাত্মনঃ।
বক্তুং ন শক্যতে শ্রোতুং তন্মমেচ্ছা প্রবর্ত্ততে ॥৭৯

কোন্ যুক্তিবলে স্থূল কহিলেন? যথাক্রমে ভূমি, পাদ, জঙ্ঘা, উরু, কটি ও জঠরাদিতে অবস্থিত স্কন্ধের উপর শিবিকা থাকাতে, যদি আমার ভারবোধ হয়, তবে তোমার ভারবোধ কেন না হইল? হে মহারাজ! যে যুক্তি অনুসারে আমার উপর শিবিকার ভারোপন্যাস করিলে, সেই যুক্তি-বলে, অন্য প্রাণিগণের উপর শুধু শিবিকাভার কেন,—পর্ব্বত, বৃক্ষ, গৃহ অথবা পৃথিবীর ভার উপন্যাস কেন করিতেছ না? হে মহারাজ! প্রাকৃত ভারকারণ বস্তুগণের সহিত যদি আত্মার সম্পূর্ণ পার্থক্য রহিল, তবে আমার সহনীয় আয়াস, ইহা কি প্রকারে সম্ভবে? হে নৃপ! যে দ্রব্য হইতে শিবিকা উৎপন্ন হইয়াছে, সে দ্রব্য হইতেই এই দেহাদিও উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং যে যুক্তিবলে ইহা তোমার জিনিস বলা যায়; সেই যুক্তিবলে আমার অথবা সকল প্রাণীর ইহার উপর মমতা-জ্ঞান প্রকাশ পাইতে পারে। ৬৭—৭১। পরাশর কহিলেন,—সেই শিবিকাবাহী ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার মৌনী হইলেন। তখন রাজাও শীঘ্র শিবিকা হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার পাদদ্বয় ধারণ করিলেন। রাজা কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি শিবিকা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এ প্রকার ছদ্মবেশধারী আপনি কে? আপনি কে, কেনই বা এবম্প্রকার বেশ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন? এবং এখানে আসিবারই বা কারণ কি? হে বিদ্বন্! এ সকল আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন; আমার শ্রবণ করিতে অতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে নৃপ! শ্রবণ কর। আমি কে, একথা বলা যায় না। তবে উপভোগের জন্য সর্ব্বত্র আমার গমনক্রিয়া হইয়া থাকে। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন দেহাদির উপপাদক—সুখ ও দুঃখরূপ উপভোগকে ভোগ করিবার জন্য জীব, দেহাদি গ্রহণ করে। হে ভূপাল! ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—সকল জীবের সকল অবস্থার প্রতি কারণ; তুমি ইহা ছাড়া অন্য কারণের কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? রাজা কহিলেন, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সকল কার্য্যেরই কারণ, ইহার সন্দেহ নাই এবং উপভোগের জন্যই দেহের দেশান্তরে গমন ইহাও নিশ্চয়; কিন্তু আপনি পূর্ব্বে বলিলেন যে, "আমি কে" একথা বলিয়া উঠিতে পারা যায় না,—আমার তাহাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। হে ব্রহ্মন্! যিনি নিত্য অবস্থিত,—"আমি সেই" এই প্রকার বাক্য বলিতে কিহেতু সমর্থ হইবেন না? এবম্প্রকার শব্দ দ্বারা তাহার

যোঽস্তি সোঽহমিতি ব্রহ্মন্‌ কথংবক্তুং ন শক্যতে
আত্মন্যেষ ন দোষায় শব্দোঽহমিতি যো দ্বিজ ॥৮০

ব্রাহ্মণ উবাচ।

শব্দোঽহমিতি দোষায় আত্মন্যেষ তথৈব তং।
অনাত্মন্যাত্মবিজ্ঞানং শব্দো বা ভ্রান্তিলক্ষণঃ ॥ ৮১
জিহ্বা ব্রবীত্যহমিতি দন্তৌষ্ঠং তালুকং নৃপ।
এতে নাহং যতঃ সর্ব্বে বাঙ্‌নিষ্পাদনহেতবঃ ॥ ৮২
কিং হেতুভির্বদত্যেষা বাগেবাহমিতি স্বয়ম্‌।
তথাপি বাগ্‌নাহমেতদ্বক্তুমিত্থং ন যুজ্যতে ॥ ৮৩
পিণ্ডঃ পৃথগ্‌ যতঃ পুংসঃ পাদপাণ্যাদিলক্ষণঃ।
ততোঽহমিতি কুত্রৈতাংসংজ্ঞাংরাজন্‌করোম্যহম্‌॥
যদ্যন্যোঽস্তি পরঃ কোঽপি মত্তঃ পার্থিবসত্তম।
তদৈষোঽহময়ঞ্চান্যো বক্তুমেবমপীষ্যতে ॥ ৮৫

যদা সমস্তদেহেষু পুমানেকো ব্যবস্থিতঃ।
তদা হি কো ভবান্‌ কোঽহমিত্যেতদ্বিফলং বচঃ ॥
ত্বং রাজা শিবিকা চেয়মিমে বাহাঃ পুরঃসরাঃ।
অয়ঞ্চ ভবতো লোকো ন সদেতত্তবোচ্যতে ॥ ৮৭
বৃক্ষাদ্দারু ততশ্চেয়ং শিবিকা ত্বদধিষ্ঠিতা।
কিং বৃক্ষসংজ্ঞা বাস্যাঃ স্যাদ্দারুসংজ্ঞাথ বা নৃপ ॥
বৃক্ষারূঢ়ো মহারাজো নায়ং বদতি তে জনঃ।
ন চ দারুণি সর্ব্বস্ত্বাং ব্রবীতি শিবিকাগতম্‌ ॥ ৮৯
শিবিকা দারুসংঘাতো রচনাস্থিতিসংস্থিতঃ।
অন্বিষ্যতাং নৃপশ্রেষ্ঠ তদ্ভেদে শিবিকা ত্বয়া ॥ ৯০
এবং ছত্রশলাকানাং পৃথগ্‌ভাবো বিমৃষ্যতাম্‌।
ক যাতং ছত্রমিত্যেব ন্যায়স্ত্বয়ি তথা ময়ি॥ ৯১
পুমান্‌ স্ত্রী গৌরজো বাজী কুঞ্জরোঽবির্হরিস্তরুঃ।
দেহেষু লোকসংজ্ঞেয়ং বিজ্ঞেয়া কর্ম্মহেতুষু ॥ ৯২

বর্ণন কেন করা যায় না? হে দ্বিজ! 'অহং' এই শব্দ আত্মার উদ্দেশে প্রয়োগ করিলে কোন দোষ হয় না। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে নৃপ! তুমি বলিলে যে, অহং শব্দ আত্মাতে প্রয়োগ করিলে দোষ নাই, তাহা সত্য বটে; কিন্তু অহংশব্দে প্রায়ই আত্মভিন্নে আত্ম-জ্ঞান হয়। এই অহংশব্দের আত্ম-উদ্দেশে প্রয়োগ ভ্রান্তিমূলকই হইয়া থাকে। ৭২—৮১। হে নৃপ! জিহ্বা "অহং" এই বাক্য বলিয়া থাকে এবং দন্ত-ওষ্ঠ-তালুও শব্দের যথাসম্ভব উচ্চারণ করে, কিন্তু মহারাজ! এই জিহ্বা প্রভৃতি অহংশব্দের প্রতিপাদ্য নহে, কেবল তাহারা "অহং"—এই শব্দের উচ্চারণের কারণ মাত্র। বাগিন্দ্রিয় কি তবে উক্ত কারণ দ্বারা অহং শব্দ উচ্চারণ করিতেছে ও তাহার প্রতি-পাদ্য হইতেছে?—একথাও বলা যায় না। কারণ তাহা হইলে, "আমি বাক্য নহি" এপ্রকার প্রয়োগ হইতে পারে না। পাণি ও পাদাদি স্বরূপ দেহপিণ্ড আত্মা হইতে ভিন্ন। হে রাজন্‌! তবে, এই অহং সংজ্ঞা কাহার উপর প্রযুক্ত হয়? হে পার্থিবসত্তম! আরও যদি আমা হইতে ভিন্ন, আর কোন সজাতীয় পুরুষ বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে নয় বলা যাইত,—এই আমি এবং ঐ ব্যক্তি আমা হইতে ভিন্ন। মহারাজ! সেই এক পুরুষ যখন সকল দেহে একভাবে অবস্থিতি করিতে-ছেন, "তখন আপনি কে? আমি কে?" এসকল বাক্য বিফল। তুমি রাজা, এই তোমার শিবিকা, এই অগ্রসর তোমার বাহক-বৃন্দ, এই তোমার ভৃত্যাদি, ইহারা কেহই পরমার্থ সত্য নহে। হে মহারাজ! বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ, আর সেই কাষ্ঠ হইতে শিবিকা, তুমি ইহাতে অধিষ্ঠিত; বল দেখি, ইহাকে শিবিকা বলিব কি কাষ্ঠ বলিব? জনগণ তোমাকে, বৃক্ষারূঢ় একথা বলিতেছে না; কিংবা শিবিকাস্থিত তোমাকে কেহই কাষ্ঠস্থিত বলিতেছে না। হে নৃপ! শ্রেষ্ঠরচনা-বিশেষ-সংস্থিত দারুসমূহই শিবিকা; যদি শিবিকা অন্য পদার্থ হয়, তবে ঐ কাষ্ঠগুলিকে ভেদ করিয়া শিবিকাখানি অন্বেষণ কর দেখি, পাও কি না? ৮২—৯০। এই প্রকার তোমার ছত্রস্থিত শলাকাগুলি পৃথক্‌ করিয়া দেখ, ছত্র কোথায় গিয়াছে। এই প্রকার তোমার বা আমার দেহে অন্বেষণ কর, দেখিবে, হস্ত বা পদ, তুমি বা আমি নহি। এইরূপে কাষ্ঠাদিতে শিবিকা ব্যবহারের ন্যায়—পুরুষ, স্ত্রী, গো, অজ, অশ্ব, হস্তী, অবি, হরি, বৃক্ষ প্রভৃতি ব্যবহার কর্ম্ম-

পুমান্ন দেবো ন নরো ন পশুর্ন চ পাদপঃ।
শরীরাকৃতিভেদাস্তু ভূপৈতে কর্ম্মযোনয়ঃ॥ ৯৩
বস্তুরাজেতি যল্লোকে যচ্চ রাজভটাত্মকম্।
তথান্যচ্চ নৃপেত্থং তন্ন সং সঙ্কল্পনাময়ম্॥ ৯৪
যং তু কালান্তরেণাপি নান্যাং সংজ্ঞামুপৈতি বৈ।
পরিণামাদিসম্ভূতং তদ্বস্তু নৃপ তচ্চ কিম্॥ ৯৫
ত্বং রাজা সর্ব্বলোকস্য পিতুঃ পুত্রো রিপো রিপুঃ
পত্ন্যাঃ পতিঃ পিতাসূনোঃ কিং ত্বাং ভূপবদাম্যহম্
ত্বং কিমেবং স্থিতঃ কিন্তু শিরস্তব তথোদরম্।
কিমুপাদাদিকং ত্বং বা তবৈতৎ কিং মহীপতে॥৯৭
সমস্তাবয়বেভ্যস্ত্বং পৃথগ্ভূপ ব্যবস্থিতঃ।
কোঽহমিত্যত্র নিপুণো ভূত্বা চিন্তয় পার্থিব॥ ৯৮
এবং ব্যবস্থিতে তত্ত্বে ময়াহমিতি ভাষিতুম্।
পৃথক্ করণনিষ্পাদ্যং শক্যতে নৃপতে কথম্॥ ৯৯
ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েঽংশে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

হেতুক, দেহেতে হইয়া থাকে, ইহা জানিবে। রাজন্! আত্মা,—দেব নহেন, মনুষ্য নহেন, পশু নহেন, বা বৃক্ষাদিও নহেন; কেবলমাত্র কর্ম্মভেদে তাঁহার শরীরাদির ভেদ হইয়া থাকে। তিনি চিরকালই একরূপে অবস্থিত। লোক, ধন, রাজা, রাজার যোদ্ধা এবং অন্যান্য যাহা ব্যবহার করে, তাহা এই প্রকার সত্য নহে, কেবল কল্পনামাত্র। মহারাজ! যে পদার্থের কোনকালে সংজ্ঞান্তর হয় না তাহাই সত্য বস্তু, সেই আত্ম-পদার্থ কি প্রকার,—তাহা তোমাকে কি প্রকারে বুঝাইব? হে মহারাজ! তুমি সকল লোকের রাজা, আবার তুমি তোমার পিতার পুত্র, শত্রুর শত্রু, স্ত্রীর স্বামী এবং তোমার পুত্রের পিতা;—এক্ষণে তোমাকে কি বলিয়া ডাকা যায়? আমার সম্মুখে তুমি অবস্থিত, অথবা তোমার মস্তক ও উদর অবস্থিতি করিতেছে; তুমি কি চরণ প্রভৃতি স্বরূপ, অথবা এই চরণাদি তোমার?—হে মহীপতে! এস্থলে কি বলা উচিত? রাজন্! তুমি সকল অবয়ব হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত। তুমি এক্ষণে নৈপুণ্য সহকারে চিন্তা কর দেখি,—"আমি কে?" মহারাজ! আত্মতত্ত্ব এই প্রকারে ব্যবস্থিত; সুতরাং অন্য হইতে পৃথক্ করিয়া উচ্চার্য্য "আমি এই" এই প্রকার শব্দ আমি কি প্রকারে বলিব? ৯১—৯৯।

দ্বিতীয়াংশে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।
নিশম্য তস্যেতি বচঃ পরমার্থসমন্বিতম্।
প্রশ্রয়াবনতো ভূত্বা তমাহ নৃপতির্দ্বিজম্॥ ১
রাজোবাচ।
ভগবন্ যত্ত্বয়া প্রোক্তং পরমার্থময়ং বচঃ।
শ্রুতে তস্মিন্ ভ্রমন্তীব মনসো মম বৃত্তয়ঃ॥ ২
এতদ্বিবেকবিজ্ঞানং যদশেষেষু জন্তুষু।
ভবতা দর্শিতং বিপ্র তং পরং প্রকৃতের্মহৎ॥ ৩
নাহং বহামি শিবিকাং শিবিকা ন ময়ি স্থিতা।
শরীরমন্যদস্মত্তো যেনেয়ং শিবিকা ধৃতা॥ ৪
গুণপ্রবৃত্ত্যা ভূতানাং প্রবৃত্তিঃ কর্ম্মচোদিতাঃ।
প্রবর্ত্তন্তে গুণা হ্যেতে কিমেতদ্যং ত্বয়োদিতম্॥ ৫
এতস্মিন্ পরমার্থজ্ঞ মম শ্রোত্রপথং গতে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—রাজা সৌবীর, সেই ব্রাহ্মণের এই প্রকার পরমার্থ-সমন্বিত বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক, বিনয়াবনত হইয়া, তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে ভগবন্! আপনি যে পরমার্থময় বাক্য বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার মনের বৃত্তি সকল যেন পরিভ্রমণ করিতেছে। অশেষ জন্তুতেই যে এক পরম বিজ্ঞানময় আত্মা আছেন, তিনি নিরবচ্ছিন্ন এবং প্রকৃতি হইতে পর,—ইহা আপনি বুঝাইয়াছেন। "আমি শিবিকা বহন করিতেছি না এবং শিবিকাও আমার উপর নাই; এই শিবিকা যাহাতে রহিয়াছে, তাহাও আমা হইতে ভিন্ন। গুণের (সত্ত্ব রজঃ তমঃ) প্রবৃত্তি দ্বারা জন্তুগণ প্রবর্ত্তিত হইতেছে। আবার সেই ত্রিগুণও কর্ম্ম-

মনো বিহ্বলতামেতি পরমার্থার্থিতাং গতম্ ॥ ৬
পূর্ব্বমেব মহাভাগং কপিলর্ষিমহং দ্বিজ।
প্রষ্টুমভ্যুদ্যতো গত্বা শ্রেয়ঃ কিন্ত্বত্র শংসনে ॥ ৭
তদন্তরে চ ভবতা যদেতদ্বাক্যমীরিতম্।
তেনৈব পরমার্থার্থং ত্বয়ি চেতঃ প্রধাবতি ॥ ৮
কপিলর্ষির্ভগবতঃ সর্ব্বভূতস্য বৈ দ্বিজ।
বিষ্ণোরংশো জগন্মোহনাশায়োর্ব্বীমুপাগতঃ ॥ ৯
স এব ভগবান্ নূনমস্মাকং হিতকাম্যয়া।
প্রত্যক্ষতামত্র গতো যথৈতদ্ভবতোচ্যতে ॥ ১০
তস্মহং প্রণতায় ত্বং যচ্ছ্রেয়ঃ পরমং দ্বিজ।
তদ্বদাখিলবিজ্ঞানজলবীচ্যুদিধির্ভবান্ ॥ ১১
ব্রাহ্মণ উবাচ।
ভূপ পৃচ্ছসি কিং শ্রেয়ঃ পরমার্থং নু পৃচ্ছসি।
শ্রেয়াংসি পরমার্থানি অশেষাণি চ ভূপতে ॥ ১২
দেবতারাধনং কৃত্বা ধনসম্পদমিচ্ছতি।
পুত্রানিচ্ছতি রাজ্যঞ্চ শ্রেয়স্তস্যৈব তন্নপ ॥ ১৩
কর্ম্ম যজ্ঞাত্মকং শ্রেয়ঃ স্বর্লোকফলদায়ি চ।
শ্রেয়ঃ প্রধানঞ্চ ফলে তদেবানভিসন্ধিতে ॥ ১৪
আত্মা ধ্যেয়ঃ সদা ভূপ যোগযুক্তৈস্তথাপরম্।
শ্রেয়স্তস্যৈব সংযোগঃ শ্রেয়ো যঃ পরমাত্মনা ॥ ১৫
শ্রেয়াংস্যেবমনেকানি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
সন্ত্যত্র পরমার্থস্তু তত্ত্বতঃ শ্রূয়তাঞ্চ মে ॥ ১৬
ধর্ম্মায় ত্যজ্যতে কিং নু পরমার্থো ধনং যদি।
ব্যয়শ্চ ক্রিয়তে কস্মাৎ কামপ্রাপ্ত্যুপলক্ষণঃ ॥ ১৭
পুত্রশ্চেৎ পরমার্থঃ স্যাৎ সোঽপ্যন্যস্য নরেশ্বর।
পরমার্থভূতঃ সোঽন্যস্য পরমার্থো হি তৎপিতা ॥
এবং ন পরমার্থোঽস্তি জগত্যস্মিংশ্চরাচরে।
পরমার্থা হি কার্য্যাণি কারণানামশেষতঃ ॥ ১৯

প্রেরিত হইয়াই প্রবর্ত্তিত হইতেছে।" এই যে সকল কথা বলিলেন, ইহা কি? হে পরমার্থজ্ঞ! এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পরমার্থ-জিজ্ঞাসু আমার মন, অতিশয় বিহ্বল হইতেছে। আমি ইহার পূর্ব্বে "এই সংসারে মনুষ্যগণের শ্রেয়ঃ কি",—এই কথা কপিল মহর্ষির নিকট জিজ্ঞাসা করিবার জন্য গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। ইহার মধ্যে আপনি যে সকল বাক্য বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমার চিত্ত, পরমার্থ-শ্রবণেচ্ছায়, আপনার নিকট প্রার্থী হইতেছে। সর্ব্বভূতময় ভগবান্ বিষ্ণুর অংশে কপিলমহর্ষি জগতের মোহবিনাশের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে দ্বিজ! আমি নিশ্চয়ই বিবেচনা করিতেছি, আপনি যে প্রকার বাক্য বলিতেছেন, তাহাতে সেই মহর্ষিই আমার মঙ্গলের জন্য, আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছেন; আপনি নিশ্চয় কপিল মহর্ষি। আমি প্রণাম করিতেছি। হে দ্বিজ! যাহা শ্রেয়ঃ, তাহা আমাকে বলুন। আপনি সকল প্রকার জ্ঞান-তরঙ্গের আশ্রয় জলনিধি স্বরূপ। ১—১১। ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ভূপতে! তুমি শ্রেয়ঃ ও পরমার্থ কি,—তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ; কিন্তু শ্রেয়ঃ ও পরমার্থ অশেষবিধ। হে নৃপ! যে ব্যক্তি দেবারাধনা করিয়া ধনসম্পদ্, পুত্র ও রাজ্য ইচ্ছা করে, তাহার নিকট পুত্রাদিই শ্রেয়ঃ। সঙ্কল্পরহিত, যজ্ঞাদি কর্ম্মই মুখ্যশ্রেয়ঃ। আবার কেহ বা সঙ্কল্পপূর্ব্বক যজ্ঞাদি করিয়া তাহার ফল স্বর্গাদিকেই শ্রেয়ঃ কহে। কেহ বা যোগযুক্ত হইয়া আত্মার ধ্যান করে; তাহার পক্ষে আত্মধ্যানই শ্রেয়ঃ; কিন্তু সেই পরমাত্মার যে সংযোগ তাহাই পরম-শ্রেয়ঃ এইরূপ অনেক, শত সহস্র প্রকার শ্রেয়ঃ বিদ্যমান রহিয়াছে। এক্ষণে পরমার্থ কি? তাহার তত্ত্ব আমার নিকট শ্রবণ কর। ধনই যদি পরমার্থ হয়, তবে লোকে কামপ্রাপ্তির উপলক্ষে সেই ধনের ব্যয় কি প্রকারে করে? সুতরাং ধন, পরমার্থ নহে! পুত্রকে যদি পরমার্থ বল, তাহা হইলে তাহার পিতাও পরমার্থ, কেননা, তাহার পিতার সে পুত্র; এইরূপ আবার তাহার পিতাও পরমার্থ হইয়া উঠে; কাজে কাজে তাহা হইলে পরমার্থ, সাধারণ-বস্তু হইয়া উঠিল; অতএব পুত্রাদিও পরমার্থ নহে। এই চরাচর জগতে এই প্রকার পুত্রাদিকে পরামার্থ বলা যায় না; কারণ পুত্ররূপ-কার্য্য যদি তাহার কারণ পিতার পরমার্থ হয়, তবে জগতে, অনন্ত পুত্ররূপ-কার্য্য, অনন্ত

রাজ্যাদিপ্রাপ্তিরত্রোক্তা পরমার্থতয়া যদি।
পরমার্থা ভবন্ত্যত্র ন ভবন্তি চ বৈ ততঃ ॥ ২০
ঋগ্‌যজুঃসামনিষ্পাদ্যং যজ্ঞকর্ম্ম মতং তব।
পরমার্থভূতং তত্রাপি শ্রূয়তাং গদতো মম ॥ ২১
যত্তু নিষ্পাদ্যতে কার্য্যং মৃদা কারণভূতয়া।
তৎকারণানুগমনাৎ জায়তে নৃপ মৃন্ময়ম্ ॥ ২২
এবং বিনাশিভির্দ্রব্যৈঃ সমিদাজ্যকুশাদিভিঃ।
নিষ্পাদ্যতে ক্রিয়া যা তু সা ভবিত্রী বিনাশিনী ॥২৩
অনাশী পরমার্থস্তু প্রাজ্ঞৈরভ্যুপগম্যতে।
তৎ তু নাশি ন সন্দেহো নাশিদ্রব্যোপপাদিতম্ ॥
তদেবাফলদং কর্ম্ম পরমার্থো মতস্তব।
মুক্তিসাধনভূতত্বাৎ পরমার্থো ন সাধনম্ ॥ ২৫
ধ্যানঞ্চৈবাত্মনো ভূপ পরমার্থার্থশব্দিতম্।
ভেদকারি পরেভ্যস্তু পরমার্থো ন ভেদবান্ ॥ ২৬
পরমাত্মাত্মনোর্যোগঃ পরমার্থ ইতীষ্যতে।
মিথ্যৈতদন্যদ্দ্রব্যং হি নৈতি তদ্দ্রব্যতাং যতঃ ॥ ২৭
তস্মাচ্ছ্রেয়াংস্যশেষাণি নৃপৈতানি ন সংশয়ঃ।
পরমার্থস্তু ভূপাল সংক্ষেপাৎ শ্রূয়তাং মম ॥ ২৮
একো ব্যাপী সমঃ শুদ্ধো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ
জন্মবৃদ্ধ্যাদিরহিত আত্মা সর্ব্বগতোঽব্যয়ঃ ॥ ২৯
পরজ্ঞানময়োঽসদ্ভির্নামজাত্যাদিভির্বিভুঃ।
স যোগবান্ন যুক্তোঽভূন্নৈব পার্থিব যোজ্যতে ॥ ৩০
তস্যাত্মপরদেহেষু সতোঽপ্যেকময়ং হি যৎ।
বিজ্ঞানং পরমার্থোঽসৌ দ্বৈতিনোঽতত্ত্বদর্শিনঃ ॥৩১

পিতার পরমার্থরূপে বিদ্যমান; সুতরাং পুত্র পরমার্থ নহে। রাজ্যাদিপ্রাপ্তিই পরমার্থ,—ইহা নানা স্থলে উক্ত হয়। এই বলিয়া যদি "রাজ্যই পরমার্থ হয়" ইহা বল; তাহাও বলা যায় না, কারণ রাজ্যাদির উৎপত্তি এবং বিনাশ রহিয়াছে, সুতরাং তাহাও পরমার্থ নহে। ১১—২০। ঋক্ যজুঃ সাম দ্বারা সম্পাদনীয় যজ্ঞাদি কর্ম্মই যদি তোমার মতে পরমার্থ হয়, তবে তাহার বিষয়ে আমি যাহা বলি, শ্রবণ কর। হে নৃপ! প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায়, মৃত্তিকা-রূপ কারণ হইতে নিষ্পন্ন—যে ঘটাদিকার্য্য, তাহা কারণানুগত বলিয়া মৃত্তিকাময়ই হইয়া থাকে। এইরূপ, অনিত্য সমিধ্, ঘৃত, কুশ প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা নিষ্পাদিত যে স্বর্গাদি কার্য্য, তাহা অনিত্য হইবে, তাহার সন্দেহ কি? সেই স্বর্গাদি ফল, বিনাশী; কারণ, তাহার কারণ-সকল বিনাশী দ্রব্য। সুতরাং স্বর্গাদি পরমার্থ নহে, যেহেতু পণ্ডিতগণ অবিনাশী পদার্থকেই পরমার্থ বলিয়া স্বীকার করেন। যদি ফলহীন কর্ম্মই তোমার মতে পরমার্থ বল, তাহাও অসম্ভব; কারণ তাদৃশ কর্ম্ম, মুক্তিরূপ ফলের সাধন, সুতরাং অফলদ কর্ম্মই তাহা হইল না, এবঞ্চ তাহা নিরপেক্ষও নহে; সুতরাং তাহাও পরমার্থ নহে। হে ভূপ! যদি বল, দেহাদি হইতে ভিন্ন-রূপে আত্মার বিচার করিয়া তাঁহার ধ্যানই পরমার্থ; তাহাও হইতে পারে না; কারণ এবম্প্রকার ধ্যান, দেহ হইতে আত্মার ভেদকারী; কিন্তু পরমার্থ ভেদবিশিষ্ট নহেন। কারণ শ্রুতি বলিতেছেন, একমেবাদ্বিতীয়ম্ (অর্থাৎ তিনি একই এবং সজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদ শূন্য)। উপাসনা দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদস্বরূপ যোগই পরামার্থ,—এই কথা যদি বল, তাহাও নয়। কারণ পূর্ব্ববাক্যটী মিথ্যাভূত, অন্যবস্তু অপরবস্তুর সহিত মিলিত হইয়া এক হয় না; এই হেতু জীবাত্মা যদি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন হয়, তবে উভয়ে একতা অসম্ভব। এই যে সকল বিষয় তোমার নিকট বলিলাম, ইহা আপেক্ষিক শ্রেয়ঃ হইতে পারে বটে, কিন্তু পরমার্থ নহে। হে ভূপাল! এক্ষণে পরমার্থ কি, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। আত্মা,—সর্ব্বত্রই অবস্থিত, অদ্বিতীয়, সর্ব্বকালেই একরূপ, বিশুদ্ধ, নির্গুণ এবং প্রকৃতি হইতে পৃথক্। তাঁহার জন্ম বা বৃদ্ধি নাই, তিনি অবিনাশী। তিনি পরম জ্ঞানস্বরূপ এবং সর্ব্বব্যাপক। অবিদ্যাপ্রপঞ্চ নামজাত্যাদির সহিত তাঁহার যোগ হয় নাই, হইবে না ও হইতেছে না। তিনি, আত্মদেহে ও পরদেহে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যমান,—এই প্রকার যে বিশেষরূপে জ্ঞান, তাহই পরমার্থ। মহারাজ! যাহারা

বেণুরন্ধ্রবিভেদেন ভেদঃ ষড়্জাদিসংজ্ঞিতঃ।
অভেদব্যাপিনো বায়োস্তথা তস্য মহাত্মনঃ॥ ৩২
একত্বং রূপভেদশ্চ বাহ্যকর্ম্মপ্রবৃত্তিজঃ।
দেবাদিভেদেঽপধ্বস্তে নাস্ত্যেবাবরণে হি সঃ॥ ৩৩

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েঽংশে
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।
ইত্যুক্তে মৌনিনং ভূয়শ্চিন্তয়ানং মহীপতিম্।
প্রত্যুবাচাথ বিপ্রোঽসাবদ্বৈতান্তর্গতাং কথাম্॥ ১
ব্রাহ্মণ উবাচ।
শ্রূয়তাং নৃপশার্দ্দূল যদ্গীতং ঋভুণা পুরা।
অববোধং জনয়তা নিদাঘস্য মহাত্মনঃ॥ ২
ঋভুর্নামাভবৎ পুত্রো ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
বিজ্ঞাততত্ত্বসদ্ভাবো নিসর্গাদেব ভূপতে॥ ৩
তস্য শিষ্যো নিদাঘোঽভূৎ পুলস্ত্যতনয়ঃ পুরা।
প্রাদাদশেষবিজ্ঞানং স তস্মৈ পরয়া মুদা॥ ৪
অবাপ্তজ্ঞানতত্ত্বস্য ন তস্যাদ্বৈতবাসনাম্।
স ঋভুস্তর্কয়ামাস নিদাঘস্য নরেশ্বর॥ ৫
দেবিকায়াস্তটে বীরনগরং নাম বৈ পুরম্।
সমৃদ্ধমতিরম্যঞ্চ পুলস্ত্যেন নিবেশিতম্॥৬
রম্যোপবনপর্য্যন্তে স তস্মিন্ পার্থিবোত্তম।
নিদাঘো নাম যোগজ্ঞ ঋভুশিষ্যোঽবসৎ পুরা॥ ৭
দিব্যে বর্ষসহস্রে তু সমতীতেঽস্য তৎপুরম্।
জগাম স ঋভুঃ শিষ্যং নিদাঘমবলোককঃ॥ ৮
স তস্য বৈশ্বদেবান্তে দ্বারালোকনগোচরে।
স্থিতস্তেন গৃহীতার্ঘ্যো নিজবেশ্ম প্রবেশিতঃ॥৯

দ্বৈতবাদী, তাহারা ভ্রান্ত। অভিন্ন এবং ব্যাপক —একবায়ু যেরূপ বেণুগত রন্ধ্রাদিভেদে ষড়্জ ঋষভ গান্ধারাদি উপাধি প্রাপ্ত হইলেও, বস্তুতঃ অভিন্ন—একই থাকে, সেইরূপ পরমাত্মাও ভিন্ন ভিন্ন দেহাদি উপাধি বিশিষ্ট হইলেও, এক এবং সর্ব্বব্যাপক ভাবেই অবস্থিত। আত্মার যেরূপ ভেদ কল্পিত হয়, তাহা কেবল আত্মভিন্ন দেহাদির কর্ম্মপ্রবৃত্তি হইতেই উৎপন্ন। আবার দেহাদিভেদ অপধ্বস্ত হইলে, সে বহুরূপত্ব থাকে না, কারণ তাহা মায়ার আবরণ-মাত্রে অবস্থিত, তৎকালে মায়ার আবরণ থাকে না। ২১—৩৩।

দ্বিতীয়াংশে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—এই কথা বলায়, মহীপতি মৌনী হইয়া, চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া, ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার অদ্বৈতবাদসম্বন্ধিনী কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! পুরাকালে ঋভু, মহাত্মা নিদাঘের জ্ঞান জন্মাইবার জন্য যে সকল কথা বলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার ঋভু নামে এক পুত্র হয়। হে ভূপতে! ঐ ঋভু স্বভাবতই সকল তত্ত্বে যাথার্থ্য জ্ঞান লাভ করেন। পূর্ব্বে পুলস্ত্যতনয় নিদাঘ তাঁহার শিষ্য হন। তিনিও অতিশয় আনন্দের সহিত নিদাঘকে অশেষবিধ জ্ঞান প্রদান করেন। হে নরেশ্বর! নিদাঘ সকল বিষয়ে জ্ঞানবান্ হইলেও তাঁহার এখনও অদ্বৈতবাসনা হয় নাই, ঋভু ইহা জানিতে পারিলেন। পুলস্ত্য-প্রতিষ্ঠিত, বীরনগর নামে এক পুর ছিল। ঐ পুর অতি মনোহর ও সমৃদ্ধিশালী এবং দেবিকা নামে নদীতটে অবস্থিত ছিল। সেই মনোহর উপবনযুক্ত বীরনগরের প্রান্তভাগে যোগজ্ঞ, ঋভুশিষ্য নিদাঘ পূর্ব্বে বাস করিতেন। দিব্য সহস্র বৎসর অতীত হইলে, একদিন সেই ঋভু,—শিষ্য-নিদাঘ কি ভাবে অবস্থান করিতেছেন, ইহা দেখিবার জন্য অতিথিরূপে বীরনগরে গমন করিলেন। বৈশ্বদেব-কর্ম্ম সমাপনান্তে, নিদাঘ দ্বারদেশে অতিথি প্রত্যাশায়, অবলোকন করিতে গিয়া, তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং অর্ঘ্য-প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাই-

প্রক্ষালিতাঙ্ঘ্রিপাণিঞ্চ কৃতাসনপরিগ্রহম্।
উবাচ স দ্বিজশ্রেষ্ঠো ভুজ্যতামিতি সাদরম্॥ ১০

ঋভুরুবাচ।

ভো বিপ্রবর্য্য ভোক্তব্যং যদন্নং ভবতো গৃহে।
তৎ কথ্যতাং কদন্নেষু ন প্রীতিঃ সততং মনঃ॥১১

নিদাঘ উবাচ।

ভক্তযাবকবাবাট্যানামপূপানাঞ্চ মে গৃহে।
যদ্রোচতে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তৎ ত্বং ভুঙ্ক্ষ যথেচ্ছয়া॥১২

ঋভুরুবাচ।

কদন্নানি দ্বিজৈতানি মৃষ্টমন্নং প্রযচ্ছ মে।
সংযাবপায়সাদীনি দ্রপ্সফাণিতবন্তি চ॥ ১৩

নিদাঘ উবাচ।

হে হে শালিনি মদ্গেহে যৎ কিঞ্চিদতিশোভনম্।
ভক্ষ্যোপসাধনং মৃষ্টং তেনাস্যান্নং প্রসাধয়॥ ১৪

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ইত্যুক্তা তেন সা পত্নী মিষ্টমন্নং দ্বিজস্য যৎ।
প্রসাধিতবতী তদ্বৈ ভর্ত্তুর্বচনগৌরবাৎ॥ ১৫
তং ভুক্তবন্তমিচ্ছাতো মিষ্টমন্নং মহামুনিম্।
নিদাঘঃ প্রাহ ভূপাল প্রশ্রয়াবনতস্থিতঃ॥ ১৬

নিদাঘ উবাচ।

অপি তে পরমা তৃপ্তিরুৎপন্না তুষ্টিরেব চ।
অপি তে মানসং স্বস্থমাহারেণ কৃতং দ্বিজ॥ ১৭
ক্ব নিবাসো ভবান্ বিপ্র ক্ব চ গন্তুং সমুদ্যতঃ।
আগম্যতে চ ভবতা যতস্তচ্চ দ্বিজোচ্যতাম্॥ ১৮

ঋভুরুবাচ।

ক্ষুদ্যস্য তস্য ভুক্তেঽন্নে তৃপ্তির্ব্রাহ্মণ জায়তে।
ন মে ক্ষুন্নাভবৎতৃপ্তিঃ কস্মান্মাং পরিপৃচ্ছসি॥১৯
বহ্নিনা পার্থিবে ধাতৌ ক্ষয়িতে ক্ষুৎসমুদ্ভবঃ।
ভবত্যম্ভসি চ ক্ষীণে নৃণাং তৃড়পি জায়তে॥ ২০
ক্ষুত্তৃষৌ দেহধর্ম্মাখ্যে ন মমৈতে যতো দ্বিজ।
ততঃ ক্ষুৎসম্ভবাভাবাৎ তৃপ্তিরস্ত্যেব মে সদা॥ ২১

লেন। ঋভু, হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন দেখিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিদাঘ আদরের সহিত তাঁহাকে বলিলেন, “আপনি আহার করুন।” ১—১০। তখন ঋভু কহিলেন, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! আপনার গৃহে ভোক্তব্য যে অন্ন আছে, তাহা বর্ণন কর; কারণ কুৎসিত অন্নে আমার কখনই প্রীতি হয় না। নিদাঘ কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার গৃহে ভক্ত, যাবক, (যবনির্ম্মিত খাদ্য বিশেষ) কন্দ-ফলমূলাদি এবং অপূপাদি আছে; ইহার মধ্যে আপনার যাহাতে রুচি হয়, আপনি তাহাই ভোজন করুন। ঋভু কহিলেন, হে দ্বিজ! তুমি যাহার নাম করিলে, ঐ সকল অন্ন কদন্ন, আহার-যোগ্য নহে। তুমি আমাকে মিষ্ট অন্ন, সংযাব, পায়স, ঘন ভিন্ন দধি এবং ফাণিত (গৌড়ী) প্রভৃতি দান কর। নিদাঘ তখন নিজ স্ত্রীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে শোভনে! আমার যাহা কিছু অতিশোভন, মধুর, ভক্ষ্যোপসাধন আছে, তাহা দ্বারা ইহাঁর অন্ন প্রস্তুত করিয়া দাও। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে রাজন্! নিদাঘ, গৃহিণীকে এই কথা বলিলে, তাঁহার গৃহিণী ভর্ত্তার বাক্যে গৌরব-প্রযুক্ত সেই ব্রাহ্মণের যথোক্ত অন্নসমূহ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। হে নৃপ! অনন্তর মহামুনি স্বীয় ইচ্ছানুসারে সেই মিষ্ট-অন্ন আহার করিলে পরে, নিদাঘ বিনয়াবনত হইয়া তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে দ্বিজ! আহার করিয়া আপনার পরমতৃপ্তি হইয়াছে ত? আপনি তুষ্ট হইয়াছেন ত? আর আপনার মন সুস্থ হইয়াছে ত? হে বিপ্র! আপনার নিবাস কোথা? আপনি কোথায় বা যাইতে উদ্যত হইয়াছেন? হে দ্বিজ! এখানেই বা আপনি কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন? ঋভু কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ! যাহার ক্ষুধা হয়, তাহারই আহার করিলে তৃপ্তি হইয়া থাকে! আমার ক্ষুধাও নাই, সুতরাং তন্নিবৃত্তি-জন্য তৃপ্তিও হয় নাই। তবে কেন, এই বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ? অগ্নি, পার্থিবধাতু ক্ষয় করিলে, ক্ষুধার উৎপত্তি হয় এবং জল ক্ষয় হইলে, মনুষ্যদিগের তৃষ্ণা হইয়া থাকে। ১১—২০। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দেহেরই ধর্ম্ম,—ইহা আমার নহে; সুতরাং ক্ষুধার সম্ভা-

মনসঃ স্বস্থতা তুষ্টিশ্চিত্তধর্ম্মাবিমৌ দ্বিজ।
চেতসো যস্য তৎ পৃচ্ছ পুমানেভির্নযুজ্যতে॥ ২২
ক্ব নিবাসস্তবেত্যুক্তং ক্ব গন্তাসি চ যৎ ত্বয়া।
কুতশ্চাগম্যতে তত্র ত্রিতয়েঽপি নিবোধ মে॥২৩
পুমান্ সর্ব্বগতো ব্যাপী আকাশবদয়ং যতঃ।
কুতঃ কুত্র ক্ব গন্তাসীত্যেতদপ্যর্থবৎ কথম্॥ ২৪
নাহং গন্তা ন চাগন্তা নৈকদেশনিকেতনঃ॥
ত্বঞ্চান্যে চ ন চ ত্বং ত্বং নান্যে নৈবাহমপ্যহম্॥২৫
মৃষ্টং ন মৃষ্টমপ্যেষা জিজ্ঞাসা মে কৃতা তব।
কিং বক্ষ্যসীতি তত্রাপি শ্রূয়তাং দ্বিজসত্তম॥ ২৬

বনা না থাকায় আমি সর্ব্বদাই পরিতৃপ্ত * আছি। এই চিত্তধর্ম্ম স্বস্থতা এবং তুষ্টি; ইহারা মনে থাকে; সুতরাং যাহার ধর্ম্ম তাহাকে জিজ্ঞাসা কর; পুরুষের (আত্মার) সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই; আত্মা ইহাতে যুক্তও নন। তুমি যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, 'তোমার গৃহ কোথায়? কোথায় যাইতেছ? এবং কোথা হইতে বা এখানে আসিলে'?—এই তিন কথারই উত্তর আমার কাছে শ্রবণ কর। পুরুষ আকাশের ন্যায় যখন সকল স্থলই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তখন তাঁহার উদ্দেশে, "কোথা হইতে আসিয়াছ, কোথা যাইবে" এই সকল প্রযুক্ত-বাক্যের কি কোন প্রকার অর্থ সম্ভব হয়? আমি কোন স্থলেই গমন, বা কোন স্থল হইতে আগমন করি না,—একটীমাত্র নির্দ্দিষ্ট স্থলে আমার স্থিতি নহে। যাহাদের একদেশস্থ বলিয়া বিবেচনা কর, তাহারা বা তুমি বাস্তবিক তাদৃশ নহ। তুমি আমাকে যে প্রকার দেখিতেছ, বা আমি তোমাকে যে প্রকার দেখিতেছি, বাস্তবিক তুমি বা আমি সে প্রকার নহি। আমি বাস্তবিক তোমার নিকট মধুর অন্নের প্রার্থনা করি নাই; কেবল আমি মধুর প্রার্থনা করিলে,

* এস্থলে, ক্ষুধাজন্য দুঃখাভাব, পরিতৃপ্তি পদের লক্ষ্য কারণ; আত্মার তৃপ্তির কোন গুণ এই মতে স্বীকৃত নহে।

কিমস্মাদ্বথবা মৃষ্টং ভুঞ্জতোঽন্নং দ্বিজোত্তম।
মৃষ্টমেব যদামৃষ্টং তদেবোদ্বেগকারকম্॥ ২৭
অমৃষ্টং জায়তে মৃষ্টঃ মৃষ্টাদুদ্বিজতে জনঃ।
আদিমধ্যাবসানেষু কিমন্নং রুচিকারকম্॥ ২৮
মৃন্ময়ং হি গৃহং যদ্বন্মৃদা লিপ্তং স্থিরং ভবেৎ।
পার্থিবোঽয়ং তথা দেহঃ পার্থিবৈঃ পরমাণুভিঃ॥
যবগোধূমমুদ্গাদি ঘৃতং তৈলং পয়ো দধি।
গুড়ং ফলাদীনি তথা পার্থিবাঃ পরমাণবঃ॥ ৩০
তদেতদ্ভবতা জ্ঞাত্বা মৃষ্টামৃষ্টবিচারি যৎ।
তন্মনঃ সমতালম্বি কার্য্যং সাম্যং হি মুক্তয়ে॥৩১

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য পরমার্থাশ্রিতং নৃপ।
প্রণিপত্য মহাভাগো নিদাঘো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৩২

নিদাঘ উবাচ।

প্রসীদ মদ্ধিতার্থায় কথ্যতাং যত্ত্বমাগতঃ।

তুমি কি উত্তর দাও তাহা শুনিবার জন্য ঐ প্রকার বলিয়াছিলাম। ভোজন-কারীর স্বাদু বা অস্বাদু অন্নে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কিন্তু তোমাদের মধুর রসই অস্বাদু হয়,—ইহাই উদ্বেগের কারণ। আশ্চর্য্য দেখ, কাল-বশে, কুৎসিত অন্নই মধুর হয়; আবার কাল-ক্রমে মধুর অন্ন দ্বারাই মনুষ্যের উদ্বেগ জন্মে। বল দেখি, এমন কোন্ অন্ন আছে, যাহা প্রথমে মধ্যে ও শেষে রুচিকারক? মৃন্ময়গৃহে যেমন মৃত্তিকা লেপ করিলে, ঐ গৃহ স্থিরভাবে থাকে, সেইরূপ পার্থিবদেহ পার্থিব পরমাণুসমষ্টি দ্বারা আলিপ্ত হইয়া স্থির হয়। যব, গোধূম, মুদ্গ আদি, ঘৃত, তৈল, পয়ঃ দধি, গুড় ও ফল প্রভৃতি ইহারা সকলই পার্থিব পরমাণুসমষ্টি, সুতরাং স্বাদুত্ব বা অস্বাদুত্ব সকলেরই সমান। তুমি এই সকল জানিয়া মৃষ্টামৃষ্ট বিচারকারী মনকে, সমতাবলম্বী কর। কারণ সাম্য-জ্ঞানই মুক্তির কারণ। ২১—৩১। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে নৃপ! মহাভাগ নিদাঘ এই প্রকার পরমার্থ-যুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋভুকে প্রণাম পুরঃসর বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে দ্বিজ! আপনি প্রসন্ন হউন, মঙ্গলের জন্য আপনি এখানে

নষ্টো মোহস্তবাকর্ণ্য বচাংস্যেতানি মে দ্বিজ ॥ ৩৩
ঋভুরুবাচ।
ঋভুরস্মি তবাচার্য্যঃ প্রজ্ঞাদানায় তে দ্বিজ।
ইহাগতোঽহং যাস্যামি পরমার্থস্তবোদিতঃ ॥ ৩৪
এবমেকমিদং বিদ্ধি ন ভেদি সকলং জগৎ।
বাসুদেবাভিধেয়স্য স্বরূপং পরমাত্মনঃ ॥ ৩৫
ব্রাহ্মণ উবাচ।
তথেত্যুক্তা নিদাঘেন প্রণিপাতপুরঃসরম্।
পূজিতঃ পরয়া ভক্ত্যা ইচ্ছাতঃ প্রযযাবৃভুঃ ॥ ৩৬
ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েঽংশে
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মণ উবাচ।
ঋভুর্বর্ষসহস্রে তু সমতীতে নরেশ্বর।
নিদাঘজ্ঞানদানায় তদেব নগরং যযৌ ॥ ১
নগরস্য বহিঃ সোঽথ নিদাঘং দদৃশে মুনিঃ।
মহাবলপরীবারে পুরং বিশতি পার্থিবে ॥ ২
দূরে স্থিতং মহাভাগং জনসম্মর্দ্দবর্জ্জকম্।
ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠমায়ান্তমরণ্যাৎ সসমিৎকুশম্ ॥ ৩
দৃষ্ট্বা নিদাঘং স ঋভুরুপগম্যাভিবাদ্য চ।
উবাচ কস্মাদেকান্তে স্থীয়তে ভবতা দ্বিজ ॥ ৪
নিদাঘ উবাচ।
ভো বিপ্র জনসম্মর্দ্দো মহানেষ জনেশ্বরে।
প্রবিবিক্ষৌ পুরং রম্যং তেনাত্র স্থীয়তে ময়া ॥ ৫
ঋভুরুবাচ।
নরাধিপোঽত্র কতমঃ কতমশ্চেতরো জনঃ।
কথ্যতাং মে দ্বিজশ্রেষ্ঠত্বমভিজ্ঞো মতো মম ॥ ৬
নিদাঘ উবাচ।
যোঽয়ং গজেন্দ্রমুন্মত্তমদ্রিশৃঙ্গসমুচ্ছ্রিতম্।
অধিরূঢ়ো নরেন্দ্রোঽয়ং পরলোকস্তথেতরঃ ॥ ৭

আসিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। আপনি কে? আপনার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার মোহ নষ্ট হইল। ঋভু কহিলেন,—হে দ্বিজ! আমার নাম ঋভু, আমি তোমার আচার্য্য। তোমায় প্রজ্ঞা-দানের জন্য এখানে আসিয়াছি। এই তোমার নিকট পরমার্থও কহিলাম। এই নিখিল জগৎকে, এক এবং বাসুদেবাখ্য পরমাত্মার স্বরূপ বলিয়া জানিও; ইহাতে ভেদজ্ঞান করিও না। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—তখন নিদাঘ পরম ভক্তিসহকারে "তাহাই করিব" এই কথা বলিয়া প্রণিপাত-পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলে, সেই ঋভু ইচ্ছা-ক্রমে সেখান হইতে গমন করিলেন।৩২—৩৬।

দ্বিতীয়াংশে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে নরেশ্বর! এক সহস্র বৎসর অতীত হইলে ঋভু, নিদাঘকে জ্ঞান-দানের জন্য, পুনর্ব্বার সেই নগরে গমন করিলেন। মুনি ঋভু দেখিলেন যে, তৎকালে মহতী সেনা সমভিব্যাহারে নরপতি, নগরে প্রবেশ করিতেছেন; কিন্তু নিদাঘ নগরের বহির্ভাগে অবস্থিতি করিতেছেন। আরও দেখিলেন, নিদাঘ লোকসমূহের সম্মর্দ্দন পরিহারপূর্ব্বক দূরে গিয়াছিলেন, কিন্তু সমিৎকুশাদি আহরণ-পূর্ব্বক, এক্ষণে ক্ষুধায় ক্ষীণকণ্ঠ হইয়া আগমন করিতেছেন। তখন ঋভু এই প্রকার অব-লোকন করত নিদাঘের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, হে দ্বিজ! তুমি কেন একান্তে (নির্জ্জনে) অবস্থান করিতেছ? নিদাঘ কহিলেন,—হে বিপ্র! এই নৃপতি নগরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, এই-জন্য বহুলোকের সম্মর্দ্দ উপস্থিত, সেই কারণে আমি এখানে অবস্থিতি করিতেছি। ঋভু কহিলেন, ইহার মধ্যে রাজাই বা কে? আর কোন্ ব্যক্তি বা ইতর?—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি ইহার উত্তর দাও; আমার বোধ হইতেছে, তুমি সকল জান। নিদাঘ কহিলেন, এই উন্নত-পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায় উন্নত গজেন্দ্রের উপর যিনি অধিরূঢ়, তিনিই নরেন্দ্র; আর আর যাহারা

ঋভুরুবাচ।
এতৌ হি গজরাজানৌ যুগপৎ দর্শিতৌ মম।
ভবতা ন বিশেষেণ পৃথক্‌চিহ্নোপলক্ষণৌ ॥ ৮
তৎ কথ্যতাং মহাভাগ বিশেষো ভবতানয়োঃ।
জ্ঞাতুমিচ্ছাম্যহং কোঽত্র গজঃ কো বা নরাধিপঃ॥
নিদাঘ উবাচ।
গজো যোঽয়মধো ব্রহ্মন্ উপর্য্যস্যৈব ভূপতিঃ।
বাহ্যবাহকসম্বন্ধং কো ন জানাতি বৈ দ্বিজ ॥ ১০
ঋভুরুবাচ।
জানাম্যহং যথা ব্রহ্মংস্তথা মামববোধয়।
অধঃশব্দনিগদ্যং কিং কিঞ্চোর্দ্ধমভিধীয়তে ॥ ১১
ব্রাহ্মণ উবাচ।
ইত্যুক্তঃ সহসারুহ্য নিদাঘঃ প্রাহ তম্‌ভুম্।
শ্রূয়তাং কথয়াম্যেষ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ১২
উপর্য্যহং যথা রাজা ত্বমধঃ কুঞ্জরো যথা।
অববোধায় তে ব্রহ্মন্ দৃষ্টান্তো দর্শিতো ময়া ॥ ১৩
ঋভুরুবাচ।
ত্বং রাজেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ স্থিতোঽহং গজবদ্‌যদি।
তদেতৎ ত্বং সমাচক্ষ্ব কতমস্ত্বমহং তথা ॥ ১৪
ব্রাহ্মণ উবাচ।
ইত্যুক্তঃ সত্বরং তস্য প্রগৃহ্য চরণাবুভৌ।
নিদাঘঃ প্রাহ ভগবানাচার্য্যস্ত্বমৃভুর্ধ্রুবম্ ॥ ১৫
নান্যস্যাদ্বৈতসংস্কার-সংস্কৃতং মানসং তথা।
যথাচার্য্যস্য তেন ত্বাং মন্যে প্রাপ্তমহং গুরুম্ ॥ ১৬
ঋভুরুবাচ।
তবোপদেশদানায় পূর্ব্বশুশ্রূষণাদৃতঃ।
গুরুস্তেঽহমৃভুর্নাম্না নিদাঘ সমুপাগতঃ ॥ ১৭
তদেতদুপদিষ্টং তে সংক্ষেপেণ মহামতে।
পরমার্থসারভূতং যদদ্বৈতমশেষতঃ ॥ ১৮
ব্রাহ্মণ উবাচ।
এবমুক্ত্বা যযৌ বিদ্বান্ নিদাঘং স ঋভুর্গুরুঃ।
নিদাঘোঽপ্যুপদেশেন তেনাদ্বৈতপরোঽভবৎ ॥১৯
সর্ব্বভূতান্যভেদেন সদৃশে স তদাত্মনঃ।

রহিয়াছে, তাহারা রাজা নয়। ঋভু কহিলেন, গজ এবং রাজাকে তুমি এককালে দর্শন করাইলে, কিন্তু এই দুয়ের, বিশেষরূপে কোন পৃথক্‌চিহ্ন দেখাইলে না। হে মহাভাগ! সেই জন্য এই দুয়ের মধ্যে বিশেষ করিয়া বল, ইহার মধ্যে রাজাই বা কে? হস্তীই বা কে? নিদাঘ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! যে নিম্নে রহিয়াছে, উহা গজ, আর ঐ উপরে যিনি রহিয়াছেন,—তিনি ভূপতি। হে দ্বিজ! বাহ্য এবং বাহকের সম্বন্ধ কে না জানে? ১—১০। ঋভু কহিলন, হে ব্রহ্মন! আমি যে প্রকারে জানিতে সক্ষম হই, সেইরূপেই আমাকে বুঝাইয়া দাও যে, অধঃ-শব্দে বা কি বুঝায় আর ঊর্দ্ধ শব্দেই বা কি বুঝায়? ব্রাহ্মণ কহিলেন,—ঋভু এই কথা বলিলে, নিদাঘ সহসা তাঁহার উপর আরোহণ করিয়া কহিলেন, আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তর শ্রবণ কর। এই উপরে যেন আমি রাজা, আর অধোদেশে তুমি যেন হস্তী। হে ব্রহ্মন্। তোমাকে বুঝাইবার জন্য আমি এই দৃষ্টান্ত দেখাইলাম। তখন ঋভু কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি যদি রাজার সদৃশই হইলে, আর আমি যদি গজের তুল্য হইলাম—তবে আমার নিকট বল, তুমিই বা কে? আর আমি বা কে? ব্রাহ্মণ কহিলেন,—ঋভু এই কথা বলিলে, নিদাঘ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার চরণ-ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, আপনি নিশ্চয়ই আমার আচার্য্য ভগবান্ ঋভু। আমার আচার্য্যের মন যেমন অদ্বৈত সংস্কারে সংস্কৃত, এমন আর কাহারও নয়; অতএব আমি বিবেচনা করিতেছি, আপনি আমার গুরুই উপস্থিত হইয়াছেন। ঋভু কহিলেন,—হে নিদাঘ! পূর্ব্বে তোমার সেবায় অত্যন্ত আদরযুক্ত ছিলাম, এ নিমিত্ত তোমাকে উপদেশ দিবার জন্যই আসিয়াছি, আমি বাস্তবিকই তোমার গুরু ঋভু। হে মহামতে! এই সংক্ষেপে তোমার প্রতি উপদেশ যে, "সকল বস্তুতেই পরমাত্মার অভেদ-জ্ঞানই পরমার্থ এবং সারভূত"। ১১—১৮। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে রাজন্! গুরু ঋভু, নিদাঘকে এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন, নিদাঘও সেই উপদেশ-বলে, অদ্বৈত ভাব প্রাপ্ত

থা ব্রহ্মপরো মুক্তিমবাপ পরমাং দ্বিজঃ ॥ ২০
তথা ত্বমপি ধর্ম্মজ্ঞ তুল্যাত্মরিপুবান্ধবঃ।
ভব সর্ব্বগতং জানন্ আত্মানমবনীপতে ॥ ২১
সিতনীলাদিভেদেন যথৈকং দৃশ্যতে নভঃ।
ভ্রান্তদৃষ্টিভিরাত্মাপি তথৈকঃ সন্ পৃথক্ পৃথক্ ॥২২

একঃ সমস্তং যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ
তদচ্যুতো নাস্তি পরং ততোঽন্যৎ।
সোঽহং স চ ত্বং স চ সর্ব্বমেতৎ
আত্মস্বরূপং ত্যজ ভেদমোহম্ ॥ ২৩

পরাশর উবাচ।

ইতীরিতস্তেন স রাজবর্য্য-
স্তত্যাজ ভেদং পরমার্থদৃষ্টিঃ।
স চাপি জাতিস্মরণাপ্তবোধ-
স্তত্রৈব জন্মন্যপবর্গমাপ ॥ ২৪
ইতি ভরতনরেন্দ্রবৃত্তসারং
কথয়তি যশ্চ শৃণোতি ভক্তিযুক্তঃ।
স বিমলমতিরেতি নাত্মমোহং
ভবতি চ সংস্মরণেষু ভক্তিযোগ্যঃ ॥ ২৫

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েংঽশে
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

হইলেন। যেমন ব্রহ্মপর দ্বিজ নিদাঘ, সকল ভূতকে আত্মা হইতে অভিন্ন দেখিয়া পরম মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, হে অবনীপতে! হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমিও সেইরূপ আত্মা, রিপু ও বান্ধবাদিতে সমজ্ঞান করত সর্ব্বগত আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মুক্ত হও। আকাশ যেমন এক হইলেও কখন নীল, কখন বা সিত-রূপে দৃশ্যমান হয়, সেইরূপ ভ্রান্তদর্শিগণও এক আত্মাকে উপাধিভেদে পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করিয়া থাকে। সেই অচ্যুতস্বরূপ আত্মা এক; জগতে যাহা কিছু আছে, তিনি তৎসকলেরই স্বরূপ; সেই আত্মা ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই। তুমি এবং আমি সেই আত্মস্বরূপ; যাহা কিছু পদার্থ আছে, সকলই আত্মস্বরূপ; ভেদমোহ পরিত্যাগ কর। পরাশর কহিলেন,—সেই ব্রাহ্মণ, রাজশ্রেষ্ঠ সৌবীরকে এই প্রকার জ্ঞানোপদেশ করিলে পর, রাজা পরমার্থ দর্শন-পূর্ব্বক ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিলেন। আর সেই ব্রাহ্মণও পূর্ব্বজন্মস্মরণে জ্ঞানলাভ করিয়া সেই জন্মেই মোক্ষলাভ করিলেন। এই ভরত নরপতির সার বৃত্তান্ত যিনি ভক্তিসহকারে পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার মতি প্রসন্ন হইবে, কখন আত্মমোহ উপস্থিত হইবে না এবং সেই ভক্তপ্রধান ব্যক্তি, লোকের স্মরণীয় হইবেন। ১৯—২৫।

দ্বিতীয়াংশে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

দ্বিতীয়াংশ সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

তৃতীয়াংশঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।
কথিতা গুরুণা সম্যক্ ভূসমুদ্রাদিসংস্থিতিঃ।
সূর্য্যাদীনাঞ্চ সংস্থানং জ্যোতিষামপি বিস্তরাৎ ॥১
বেদাদীনাং তথা সৃষ্টির্ঋষীণামপি বর্ণিতা।
চাতুর্বর্ণ্যস্য চোৎপত্তিস্তির্য্যগ্‌যোনিগতস্য চ ॥ ২
ধ্রুবপ্রহ্লাদচরিতং বিস্তরাচ্চ ত্বয়োদিতম্।
মন্বন্তরাণ্যশেষাণি শ্রোতুমিচ্ছাম্যনুক্রমাৎ ॥ ৩
মন্বন্তরাধিপাংশ্চৈব শক্রদেবপুরোগমান্।
ভবতা কথিতানেতান্ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহংগুরো ॥ ৪
পরাশর উবাচ।
অতীতানাগতানীহ যানি মন্বন্তরাণি বৈ।
তান্যহং ভবতে সম্যক্ কথয়ামি যথাক্রমম্ ॥ ৫
স্বায়ম্ভুবো মনুঃ পূর্ব্বো মনুঃ স্বারোচিষস্তথা।
ঔত্তমিস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষস্তথা ॥ ৬
ষড়েতে মনবোঽতীতাঃ সাম্প্রতন্তু রবেঃ সুতঃ।
বৈবস্বতোঽয়ং যস্যৈতৎ সপ্তমং বর্ত্ততেঽন্তরম্ ॥৭
স্বায়ম্ভুবন্তু কথিতং কল্পাদাবন্তরং ময়া।
দেবাস্তথর্ষয়শ্চৈব যথাবৎ কথিতা ময়া ॥ ৮

প্রথম অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—আপনি মদীয় গুরু-স্বরূপ; আপনি আমার সকাশে পৃথিবী-সমুদ্রাদির সংস্থিতি, সূর্য্য-চন্দ্রাদির এবং জ্যোতির্মণ্ডলের সংস্থান বিস্তারিতরূপে বলিয়াছেন। দেব-প্রভৃতির ও ঋষিগণের সৃষ্টি, চাতুর্ব্বর্ণ্যের ও তির্য্যক্ যোনিগত প্রাণিসমূহের উৎপত্তি এবং ধ্রুব-প্রহ্লাদচরিত, আপনি বিস্তারিতরূপে বলিয়াছেন। হে গুরুদেব! ইচ্ছা করি যে, আপনি অশেষ মন্বন্তর এবং শক্রদেব প্রভৃতি সমুদায় মন্বন্তরাধিপের বিবরণ অনুক্রমে বলেন, আমি শ্রবণ করি। পরাশর কহিলেন, যে সকল মন্বন্তর অতীত হইয়াছে ও যে সকল মন্বন্তর উপস্থিত হইবে, সেই সকল আমি তোমার নিকট যথাযথ বলিতেছি। প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু, দ্বিতীয় স্বারোচিষ মনু, তৃতীয় ঔত্তমি মনু, চতুর্থ তামস মনু, পঞ্চম রৈবত মনু এবং ষষ্ঠ চাক্ষুষ মনু এই ছয় জন মনু অতীত হইয়াছেন। এক্ষণে সূর্য্য-তনয় বৈবস্বত নামে সপ্তম মনুর অধিকার। কল্পের আদিতে স্বায়ম্ভুবনামে যে প্রথম মনু হন,

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি মনোঃ স্বারোচিষস্য তু।
মন্বন্তরাধিপান্ সম্যক্ দেবর্ষীংস্তৎসুতাংস্তথা ॥ ৯
পারাবতাঃ সতুষিতা দেবাঃ স্বারোচিষেঽন্তরে।
বিপশ্চিচ্চৈব দেবেন্দ্রো মৈত্রেয়াসীন্মহাবলঃ ॥ ১০
ঊর্জ্জঃ স্তম্বস্তথা প্রাণো দত্তোলির্ঋষভস্তথা।
নিশ্বরশ্চোর্ব্বরীবাংশ্চ তত্র সপ্তর্ষয়োঽভবন্ ॥ ১১
চৈত্রকিম্পুরুষাদ্যাশ্চ সুতাঃ স্বারোচিষস্য তু।
দ্বিতীয়মেতৎ কথিতমন্তরং শৃণু চোত্তমম্ ॥ ১২
তৃতীয়ে ত্বন্তরে ব্রহ্মন্ ঔত্তমির্নাম যো মনুঃ।
সুশান্তির্নাম তত্রেন্দ্রো মৈত্রেয়াসীৎ সুরেশ্বরঃ ॥ ১৩
সুধামানস্তথা সত্যাঃ শিবাশ্চাসন্ প্রতর্দ্দনাঃ।
বশবর্ত্তিনশ্চ পঞ্চৈতে গণা দ্বাদশকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৪
বসিষ্ঠতনয়াস্তত্র সপ্তসপ্তর্ষয়োঽভবন্।
অজঃ পরশুদিব্যাদ্যাস্তস্যোত্তমিমনোঃ সুতাঃ ॥ ১৫
তামসস্যান্তরে দেবাঃ সুরূপা হরয়স্তথা।
সত্যাশ্চ সুধিয়শ্চৈব সপ্তবিংশতিকা গণাঃ ॥ ১৬
শিবিরিন্দ্রস্তথা চাসীচ্ছতযজ্ঞোপলক্ষণঃ।
সপ্তর্ষয়শ্চ যে তেষাং তত্র নামানি মে শৃণু ॥ ১৭
জ্যোতির্দ্ধামা পৃথুঃ কাব্যশ্চৈত্রোঽগ্নির্বনকস্তথা।
পীবরশ্চর্ষয়ো হ্যেতে সপ্ত তত্রাপি চান্তরে ॥ ১৮
নরঃ খ্যাতিঃ শান্তহয়ো জানুজঙ্ঘাদয়স্তথা।
পুত্রাস্তু তামসস্যাসন্ রাজানঃ সুমহাবলাঃ ॥ ১৯
পঞ্চমে চাপি মৈত্রেয় রৈবতো নাম নামতঃ।
মনুর্বিভুশ্চ তত্রেন্দ্রো দেবাংশ্চৈবান্তরে শৃণু ॥
অমিতাভা ভূতরজো-বৈকুণ্ঠাঃ সসুমেধসঃ।
এতে দেবগণাস্তত্র চতুর্দ্দশ চতুর্দ্দশ ॥ ২১
হিরণ্যরোমা বেদশ্রীরূর্দ্ধবাহুস্তথাপরঃ।
বেদবাহুঃ সুধামা চ পর্জ্জন্যশ্চ মহামুনিঃ ॥২২
এতে সপ্তর্ষয়ো বিপ্র তত্রাসন্ রৈবতেঽন্তরে।
বলবন্ধুঃ সুসম্ভারুঃ সত্যকাদ্যাশ্চ তৎসুতাঃ ॥ ২৩
নরেন্দ্রাঃ সুমহাবীর্য্যা বভূবুর্মুনিসত্তম ॥ ২৪
স্বারোচিষশ্চৌত্তমিশ্চ তামসো রৈবতস্তথা।

তাঁহার অধিকার এবং অধিকার-কালে যাঁহারা দেব ও ঋষি হন, তাহাও যথাক্রমে আমি বলিয়াছি। অতঃপর স্বারোচিষ মনুর অন্তর এবং সেই সময়ের মন্বন্তরাধিপ-সমূহ, দেব ও ঋষিগণ এবং তৎপুত্রাদির বিষয় বলিতেছি। মৈত্রেয়! স্বারোচিষ মন্বন্তরকালে, পারাবতগণ এবং তুষিতগণ দেবতা হন; আর মহাবল বিপশ্চিৎ দেবেন্দ্র হন। তৎকালে, ঊর্জ্জ, স্তম্ব, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, নিশ্বর ও ঊর্ব্বরীবান্,—ইহাঁরা সপ্তর্ষি হন। ১—১১। স্বারোচিষের তনয়গণের নাম চৈত্র, কিম্পুরুষ আদি। তোমার নিকট এই দ্বিতীয় মন্বন্তরের কথা কহিলাম। এখন ঔত্তমীয় তৃতীয় মন্বন্তরের কথা শুন। হে ব্রহ্মন্! তৃতীয় মন্বন্তরে ঔত্তমি নামে মনু ছিলেন। মৈত্রেয়! তৎকালে সুশান্তি নামে ইন্দ্র, দেবগণের রাজা হন। সে সময় সুধাম, সত্য, শিব, প্রতর্দ্দন ও বশবর্ত্তী—এই দ্বাদশাত্মক পঞ্চপ্রকার ছিলেন। এই মন্বন্তরে সপ্তজন বসিষ্ঠতনয় সপ্তর্ষি হন। এই ঔত্তমি মনুর পুত্রদিগের নাম অজ, পরশু, দিব্য ইত্যাদি। তামসনামক মন্বন্তরে সুরূপগণ, হরিগণ, সত্যগণ ও সুধীগণ দেবতা হন। ইহাঁরা প্রত্যেকে সপ্তবিংশতি সংখ্যক। এই সময় শিবি রাজা, শত যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র হন। এই সময়ে যাঁহারা সপ্তর্ষি হন, তাঁহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। জ্যোতির্দ্ধামা, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বনক ও পীবর; ইহাঁরা তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষি হন। নর, খ্যাতি, শান্ত হয়, জানুজঙ্ঘ আদি তামস-মনুর সুমহাবল পুত্রেরা রাজা হন। মৈত্রেয়! পঞ্চম মন্বন্তরে রৈবত নামে মনু হন। তৎকালে বিভু, ইন্দ্র হন; সে সময় যাঁহারা দেবতা হন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর। অমিতাভ, ভূতরজঃ, সুমেধোগণ, ইহাঁরা দেবগণ ছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে প্রত্যেক গণে চতুর্দ্দশ করিয়া দেবতা। হিরণ্যরোমা, দেবশ্রী, ঊর্দ্ধবাহু, দেববাহু, সুধামা, পর্জ্জন্য এবং মহামুনি; রৈবত মন্বন্তরে ইহাঁরা সপ্তর্ষি ছিলেন। রৈবত মনুর পুত্রগণের নাম বলবন্ধু, সুসম্ভারু এবং সত্যক প্রভৃতি। হে মুনিসত্তম! ইহাঁরা সুমহাবীর্য্য রাজা হন। ১২—২৪। স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস ও রৈবত,—এই চারিজন মনু

প্রিয়ব্রতান্বয়া হ্যেতে চত্বারো মনবস্তথা ॥ ২৫
বিষ্ণুমারাধ্য তপসা স রাজর্ষিঃ প্রিয়ব্রতঃ।
মন্বন্তরাধিপানেতান্ লব্ধবানাত্মবংশজান্ ॥ ২৬
ষষ্ঠে মন্বন্তরে চাসীচ্চাক্ষুষাখ্যস্তথা মনুঃ।
মনোজবস্তথৈবেন্দ্রো দেবানপি নিবোধ মে ॥ ২৭
আদ্যাঃ প্রসূতা ভব্যাশ্চ পৃথুগাশ্চ দিবৌকসঃ।
মহানুভাবা লেখাশ্চ পঞ্চৈতেহপ্যষ্টকা গণাঃ ॥২৮
সুমেধা বিরজাশ্চৈব হবিষ্মানুত্তমো মধুঃ।
অতিনামা সহিষ্ণুশ্চ সপ্তাসন্নিতি চর্ষয়ঃ ॥ ২৯
উরুঃ পুরুঃ শতদ্যুম্নপ্রমুখাঃ সুমহাবলাঃ।
চাক্ষুষস্য মনোঃ পুত্রাঃ পৃথিবীপতয়োহভবন্ ॥ ৩০
বিবস্বতঃ সুতো বিপ্র শ্রাদ্ধদেবো মহাদ্যুতিঃ।
মনুঃ সংবর্ত্ততে ধীমান্ সাম্প্রতং সপ্তমেহন্তরে ॥৩১
আদিত্য-বসু-রুদ্রাদ্যা দেবাশ্চাত্র মহামুনে।
পুরন্দরস্তথৈবাত্র মৈত্রেয় ত্রিদশেশ্বরঃ ॥ ৩২
বশিষ্ঠঃ কাশ্যপোহথাত্রির্জমদগ্নিঃ সগৌতমঃ।
বিশ্বামিত্রো ভরদ্বাজঃ সপ্ত সপ্তর্ষয়োহভবন্ ॥ ৩৩

ইক্ষ্বাকুশ্চৈব নাভাগো ধৃষ্টঃ শর্য্যাতিরেব চ।
নারিষ্যন্তশ্চ বিখ্যাতো নাভ উদ্দিষ্ট এব চ ॥ ৩৪
করূষশ্চ পৃষধ্রশ্চ বসুমান্ লোকবিশ্রুতঃ।
মনোর্বৈবস্বতস্যৈতে নব পুত্রাশ্চ ধার্ম্মিকাঃ ॥৩৫
বিষ্ণুশক্তিরনৌপম্যা সত্ত্বোদ্রিক্তা স্থিতৌ স্থিতা।
মন্বন্তরেষশেষেষু দেবত্বেনাধিতিষ্ঠতি ॥ ৩৬
অংশেন তস্য যজ্ঞেহসৌ যজ্ঞঃ স্বায়ম্ভুবেহন্তরে।
আকূত্যাং মানসো দেব উৎপন্নঃ প্রথমেহন্তরে ॥
ততঃ পুনঃ স বৈ দেবঃ প্রাপ্তে স্বারোচিষেহন্তরে।
তুষিতায়াং সমুৎপন্নো হ্যজিতস্তুষিতৈঃ সহ ॥ ৩৮
ঔত্তমে ত্বন্তরে চৈব তুষিতস্তু পুনঃ স বৈ।
সত্যায়ামভবৎ সত্যঃ সত্যৈঃ সহ সুরোত্তমৈঃ ॥৩৯
তামসস্যান্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে পুনরেব হি।
হর্য্যায়াং হরিভিঃ সার্দ্ধং হরিরেব বভূব হ ॥ ৪০
রৈবতেহপ্যন্তরে দেবঃ সম্ভূত্যাং মানসোহভবৎ।
সম্ভূতে রাজসৈঃ সার্দ্ধং দেবৈর্দেববরো হরিঃ ॥ ৪১

প্রিয়ব্রতের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। রাজর্ষি প্রিয়ব্রত তপস্যা দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া স্বীয়বংশে এই মন্বন্তরে অধিপতিগণকে লাভ করেন। ষষ্ঠ মন্বন্তরকালে চাক্ষুষ-নামে মনু হন। চাক্ষুষ মনুর অধিকারে মনোজব ইন্দ্র হন এবং যাঁহারা দেবতা হন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর। আদ্য, প্রসূত, ভব্য, পৃথুগ ও লেখগণ—এই মহানুভব পঞ্চম-গণ তখন দেবতা হন। ইহাঁদের প্রত্যেক আট ব্যক্তিতে এক এক গণ। সেই সময়ে সুমেধা, বিরাজ, হবিষ্মান্, উত্তম, মধু, অতিনামা ও সহিষ্ণু, ইহাঁরা সপ্তর্ষি হন। উরু, পুরু, শত-দ্যুম্নপ্রমুখ সুমহাবল, চাক্ষুষ-মনুপুত্রগণ রাজা হন। হে বিপ্র! এক্ষণে সপ্তম মন্বন্তর বিদ্যমান। এক্ষণে সূর্য্যের পুত্র দীপ্তিশালী ও বুদ্ধিমান্ শ্রাদ্ধদেব মনু হইয়াছেন। হে মহামুনে! এই বৈবস্বত মন্বন্তরকালে আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ দেবতা আছেন। হে মৈত্রেয়! সপ্তম মন্বন্তরে পুরন্দর দেবগণের অধিপতি। ২৫—৩২। বসিষ্ঠ, কাশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ—ইহাঁরা সপ্তর্ষি। ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, বিখ্যাত নরিষ্যন্ত, নাভ, করূষ, পৃষধ্র ও লোকবিশ্রুত বসুমান্—এই নয়টী বৈবস্বত মনুর পুত্র। ইহাঁরা পরম ধার্ম্মিক, এক্ষণে বিষ্ণুশক্তি, উপমারহিত ও সত্ত্বোদ্রিক্ত। বিষ্ণুশক্তি হইতেই লোক সকল রক্ষিত হইতেছে এবং বিষ্ণুশক্তিই অশেষ মন্বন্তরে দেবরূপে অধিষ্ঠান করেন। প্রথম স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরকালে আকূতির গর্ভে বিষ্ণুর অংশে মানসদেব যজ্ঞ উৎপন্ন হন। স্বারোচিষ-মন্বন্তরকালে উক্ত অজিত মানসদেব তুষিতগণের সহিত তুষিতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পরে উত্তম-মন্বন্তরকালে ঐ তুষিত, সুরোত্তম সত্য-গণের সহিত সত্যার গর্ভে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করত সত্য নামে বিখ্যাত হন। পরে তামস-মন্বন্তর উপস্থিত হইলে, ঐ সত্য হরিগণের সহিত হরি নাম গ্রহণপূর্ব্বক হর্য্যার গর্ভে উৎপন্ন হন। ৩৩—৪০। রৈবত-মন্বন্তর সময়ে রাজ-গণের সহিত দেবতাশ্রেষ্ঠ হরি সম্ভূতির গর্ভে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক মানস নামে বিখ্যাত হন।

চাক্ষুষে চান্তরে দেবো বৈকুণ্ঠঃ পুরুষোত্তমঃ।
বিকুণ্ঠায়ামসৌ জজ্ঞে বৈকুণ্ঠৈর্দৈবতৈঃ সহ ॥ ৪২
মন্বন্তরে তু সম্প্রাপ্তে তথা বৈবস্বতে দ্বিজঃ।
বামনঃ কশ্যপাদ্বিষ্ণুরদিত্যাং সম্বভূব হ ॥ ৪৩
ত্রিভিঃ ক্রমৈরিমান্ লোকান্ জিত্বা যেন মহাত্মনা
পুরন্দরায় ত্রৈলোক্যং দত্তং নিহতকণ্টকম্ ॥ ৪৪
ইত্যেতাস্তনবস্তস্য সপ্তমন্বন্তরেষু বৈ।
সপ্তাথবাভবন বিপ্র যাভিঃ সংরক্ষিতাঃ প্রজাঃ ॥৪৫
যস্মাদ্বিশ্বমিদং সর্ব্বং তস্য শক্ত্যা মহাত্মনঃ।
তস্মাং স প্রোচ্যতেবিষ্ণুর্বিশের্ধাতোঃ প্রবেশনাং ॥

সর্ব্বে চ দেবা মনবঃ সমস্তাঃ
সপ্তর্ষয়ো যে মনুসূনবশ্চ।
ইন্দ্রশ্চ যো যস্ত্রিদশেশভূতো
বিষ্ণোরশেষাস্ত বিভূতয়স্তাঃ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েহংশে
প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

চাক্ষুষ-মন্বন্তরে পুরুষোত্তম বৈকুণ্ঠনামক দেবগণের সহিত বিকুণ্ঠার গর্ভে বৈকুণ্ঠনাম ধারণপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিলেন। হে দ্বিজ! বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত হইলে, ঐ মহাত্মা বৈকুণ্ঠ বিষ্ণু, কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মপরিগ্রহ করিলেন। ত্রিপদ দ্বারা ত্রিভুবন জয় করিয়া নিষ্কণ্টক করত দেবরাজকে তাহা প্রদান করেন। হে বিপ্র! সপ্ত মন্বন্তরে বিষ্ণুর এই সপ্তমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া প্রজা রক্ষণ করিয়াছেন। সেই মহাত্মা নারায়ণের শক্তি হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন এবং সেই শক্তি সকল বিশ্বেই প্রবিষ্ট—এইজন্য তিনি বিষ্ণু বলিয়া অভিহিত; প্রবেশার্থক বিশধাতু হইতেই বিষ্ণু এই পদটী সাধিত। সকল দেবতা, সমস্ত মনু, সমস্ত সপ্তর্ষি, সমুদায় মনুপুত্র, সমুদায় দেবরাজ ইন্দ্র,—ইহাঁরা সকলেই বিষ্ণুর প্রসিদ্ধ বিভূতি। ৪১—৪৭।

তৃতীয়াংশে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।

প্রোক্তান্যেতানি ভবতা সপ্ত মন্বন্তরাণি বৈ।
ভবিষ্যাণ্যপি বিপ্রর্ষে! মমাখ্যাতুং ত্বমর্হসি ॥ ১

পরাশর উবাচ।

সূর্য্যস্য পত্নী সংজ্ঞাভূৎ তনয়া বিশ্বকর্ম্মণঃ।
মনুর্যমো যমী চৈব তদপত্যানি বৈ মুনে ॥ ২
অসহন্তী তু সা ভর্ত্তুস্তেজশ্ছায়াং যুযোজ বৈ।
ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণেহরণ্যং স্বয়ঞ্চ তপসে যযৌ ॥ ৩
সংজ্ঞেয়মিত্যথার্কশ্চ চ্ছায়ায়ামাত্মজত্রয়ম্।
শনৈশ্চরং মনুঞ্চান্যং তপতীং চাপ্যজীজনং ॥ ৪
ছায়াসংজ্ঞা দদৌ শাপং যমায় কুপিতা যদা।
তদান্যেয়মসৌ বুদ্ধিরিত্যাসীদ্‌যমসূর্য্যয়োঃ ॥ ৫
ততো বিবস্বানাখ্যাতে তয়ৈবারণ্যসংস্থিতাম্।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! আপনি আমার নিকট অতীত সপ্ত-মন্বন্তরের বিষয় কহিলেন, এখন ভবিষ্য সপ্ত-মন্বন্তরের আখ্যান কীর্ত্তন করুন। পরাশর কহিলেন,—বিশ্বকর্ম্মার সংজ্ঞা নামে এক তনয়াকে সূর্য্য, পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। হে মুনে! এই সংজ্ঞার গর্ভে, সূর্য্যের ঔরসে মনু, যম ও যমী নামে তিনটী পুত্র উৎপন্ন হয়। কিছুদিন পরে সংজ্ঞা ভর্ত্তার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া ছায়ানাম্নী একটী কন্যাকে স্বামি-শুশ্রূষায় নিযুক্ত করত স্বয়ং তপস্যার্থ অরণ্যে গমন করিলেন। ঐ ছায়া সংজ্ঞার অনুরূপ ছিল। দিবাকর ঐ ছায়ানাম্নী কন্যাকে সংজ্ঞা জ্ঞান করিয়া, তাহার গর্ভে দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা উৎপাদন করিলেন। প্রথম পুত্রটীর নাম শনৈশ্চর, দ্বিতীয় পুত্রটীর নাম সাবর্ণি মনু; কন্যাটির নাম তপতী। অনন্তর একদা ছায়া কুপিতা হইয়া কোন কারণে যমকে শাপ দিলেন। তখন যম ও সূর্য্য উভয়েই বুঝিলেন যে, তিনি যমজননী সংজ্ঞা নহেন, আর কোন নারী হইবেন। তখন ছায়া প্রকৃত

সমাধিদৃষ্ট্যা দদৃশে তামশ্বাং তপসি স্থিতাম্‌॥ ৬
বাজিরূপধরঃ সোঽপি তস্যাং দেবাবথাশ্বিনৌ।
জনয়ামাস রেবন্তং রেতসোঽন্তে চ ভাস্করঃ॥ ৭
আনিন্যে চ পুনঃ সংজ্ঞাং স্বস্থানং ভগবান্‌ রবিঃ।
তেজসঃ শমনঞ্চাস্য বিশ্বকর্ম্মা চকার হ॥ ৮
ভ্রমিমারোপ্য সূর্য্যন্তু তস্য তেজোবিশাতনম্‌।
কৃতবানষ্টমং ভাগং ন ব্যশাতয়তাব্যয়ম্‌॥ ৯
যৎসূর্য্যাদ্বৈষ্ণবং তেজঃ শাতিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
জাজ্বল্যমানমপতৎ তদ্ভূমৌ মুনিসত্তম॥ ১০
ত্বষ্টৈব তেজসা তেন বিষ্ণোশ্চক্রমকল্পয়ৎ।
ত্রিশূলঞ্চৈব রুদ্রস্য শিবিকাং ধনদস্য চ॥ ১১
শক্তিংগুহস্য দেবানামন্যেষাঞ্চ যদায়ুধম্‌।
তৎ সর্ব্বং তেজসা তেন বিশ্বকর্ম্মা ব্যবর্দ্ধয়ৎ॥ ১২
ছায়াসংজ্ঞাসুতো যোঽসৌ দ্বিতীয়ঃ কথিতো মম।
পূর্ব্বজস্য সবর্ণোঽসৌ সাবর্ণিস্তেন চোচ্যতে॥ ১৩
তস্য মন্বন্তরং হ্যেতৎ সাবর্ণকমথাষ্টমম্‌।
তৎ শৃণুষ্ব মহাভাগ ভবিষ্যং কথয়ামি তে॥ ১৪
সাবর্ণিস্তু মনুর্যোঽসৌ মৈত্রেয় ভবিতা ততঃ।
সুতপাশ্চামিতাভাশ্চ মুখ্যাশ্চাপি তদা সুরাঃ॥ ১৫
তেষাং গণস্তু দেবানামেকৈকো বিংশকঃ স্মৃতঃ।
সপ্তর্ষীনপি বক্ষ্যামি ভবিষ্যান্মুনিসত্তম॥ ১৬
দীপ্তিমান্‌ গালবো রামঃ কৃপো দ্রৌণিস্তথাপরঃ।
মৎপুত্রস্তু তথা ব্যাস ঋষ্যশৃঙ্গশ্চ সপ্তমঃ॥ ১৭
বিষ্ণুপ্রসাদাদনঘঃ পাতালান্তরগোচরঃ।
বিরোচনসুতস্তেষাং বলিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি॥ ১৮
বিরজাশ্চার্ব্বরীবাংশ্চ নির্মোহাদ্যাস্তথাপরে।
সাবর্ণস্য মনোঃ পুত্রা ভবিষ্যন্তি নরেশ্বরাঃ॥ ১৯
নবমো দক্ষসাবর্ণো মৈত্রেয় ভবিতা মনুঃ।
পারা মরীচিগর্ভাশ্চ সুধর্ম্মাণস্তথা ত্রিধা॥ ২০
ভবিষ্যন্তি তদা দেবা একৈকো দ্বাদশো গণঃ।

ব্যাপার প্রকাশ করিলে সূর্য্য সমাধি-দৃষ্টি দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, সংজ্ঞা অশ্বরূপ ধারণ করিয়া অরণ্যে অবস্থানপূর্ব্বক তপস্যা করিতেছেন। অনন্তর সূর্য্যও অশ্বরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই অশ্বরূপিণী সংজ্ঞাতে তিনটী পুত্র উৎপাদন করিলেন। তন্মধ্যে দুইটী পুত্র দেব অশ্বিনী-কুমার বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেন। তৃতীয় পুত্রটী রেতের অবসানকালে জন্মগ্রহণ করাতে রেবন্ত নামে কীর্ত্তিত। ভগবান্‌ রবি সংজ্ঞাকে পুনর্ব্বার স্বস্থানে আনায়ন করিলেন। তখন বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যের তেজের প্রশমন করিলেন। তিনি সূর্য্যকে ভ্রমি-যন্ত্রে আরোপণপূর্ব্বক তাঁহার তেজ চাঁচিয়া ফেলিলেন; কিন্তু সূর্য্যতেজের অক্ষয় অষ্টমাংশ চাঁচিয়া ফেলিতে পারিলেন না। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্য হইতে যে বৈষ্ণব-তেজ চাঁচিলেন, সেই জাজ্বল্যমান তেজঃ ভূতলে পতিত হইল। ১—১০। তখন বিশ্বকর্ম্মা, ভূ-পতিত সেই সূর্য্যতেজো দ্বারা বিষ্ণুর চক্র, রুদ্রের ত্রিশূল, কুবেরের শিবিকা নামে অস্ত্র প্রস্তুত করিলেন এবং তিনি ঐ তেজ দ্বারা কার্ত্তিকেয়ের শক্তি ও অন্যান্য দেবতাগণের অস্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। ছায়ার গর্ভে সূর্য্যের যে দ্বিতীয় পুত্র মনু বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তিনি জ্যেষ্ঠের সমান-বর্ণপ্রযুক্ত সাবর্ণি নামে অভিহিত হন। সাবর্ণি মনুর অন্তরের নাম সাবর্ণক মন্বন্তর। মহাভাগ! এক্ষণে সেই সাবর্ণক অষ্টম মন্বন্তরের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে মৈত্রেয়! সপ্তম মন্বন্তর শেষ হইলে সাবর্ণি নামে যে মনু হইবেন, তাঁহার অধিকার-কালে সুতপ, অমিতাভ ও মুখ্যগণ দেবতা হইবেন। ইহাঁদের প্রত্যেক গণে একবিংশতি করিয়া দেবতা থাকিবেন। হে মুনিসত্তম! সেই সময় যাঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন, তাঁহাদের নাম বলিতেছি,—দীপ্তিমান্‌ গালব, রাম, কৃপ, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, মৎপুত্র ব্যাস, ঋষ্যশৃঙ্গ, পাতাল-মধ্যবাসী বিরোচন-তনয় পাপহীন বলি, বিষ্ণুর কৃপায় তখন ইন্দ্র হইবেন। বিরজা আর্ব্বরীবান্‌ ও নির্ম্মোহাদি সাবর্ণ মনুর পুত্রগণ রাজা হইবেন। ১১—১৯। হে মৈত্রেয়! দক্ষ-সাবর্ণ নবম মনু হইবেন। পার, মরীচিগর্ভ ও সুধর্ম্ম,—এই ত্রিবিধ গণ তৎকালে দেবতা হইবেন। ইহাঁদের প্রত্যেক গণে দ্বাদশ দেবতা থাকিবেন। হে দ্বিজ! এই সময় মহাবীর্য্য

তেষামিন্দ্রো মহাবীর্য্যো ভবিষ্যত্যদ্ভুতো দ্বিজঃ ॥২১
সবলো দ্যুতিমান্ ভব্যো বসুর্মেধা ধৃতিস্তথা।
জ্যোতিষ্মান্ সপ্তমঃ সত্যস্তত্রৈতে চ মহর্ষয়ঃ ॥ ২২
ধৃতকেতুর্দীপ্তিকেতুঃ পঞ্চহস্তো নিরাময়ঃ।
পৃথুশ্রবাদ্যাশ্চ তথা দক্ষসাবর্ণকাত্মজাঃ ॥ ২৩
দশমো ব্রহ্মসাবর্ণির্ভবিষ্যতি মুনে মনুঃ।
সুধামানো বিরুদ্ধাশ্চ শতসংখ্যাস্তথা সুরাঃ ॥ ২৪
তেষামিন্দ্রশ্চ ভবিতা শান্তির্নাম মহাবলঃ।
সপ্তর্ষয়ো ভবিষ্যন্তি যে তদা তান্ শৃণুষ্ব চ ॥ ২৫
হবিষ্মান্ সুকৃতিঃ সত্যো হ্যপাংমূর্ত্তিস্তথাপরঃ।
নাভাগোঽপ্রতিমৌজাশ্চ সত্যকেতুস্তথৈব চ ॥২৬
সুক্ষেত্রশ্চোত্তমৌজাশ্চ হরিষেণাদয়ো দশ।
ব্রহ্মসাবর্ণপুত্রাস্তু রক্ষিষ্যন্তি বসুন্ধরাম্ ॥ ২৭
একাদশশ্চ ভবিতা ধর্ম্মসাবর্ণিকো মনুঃ।
বিহঙ্গমাঃ কামগমা নির্ম্মাণরতয়স্তথা ॥ ২৮
গণাস্ত্বেতে তদা মুখ্যা দেবানাঞ্চ ভবিষ্যতাম্।
একৈকস্ত্রিংশকস্তেষাং গণশ্চেন্দ্রশ্চ বৈ বৃষঃ ॥ ২৯
নিশ্চরশ্চাগ্নিতেজাশ্চ বপুষ্মান বিষ্ণুরারুণিঃ।
হবিষ্মাননঘশ্চৈতে ভাব্যাঃ সপ্তর্ষয়স্তথা ॥ ৩০
সর্ব্বগঃ সর্ব্বধর্ম্মা চ দেবানীকাদয়স্তথা।
ভবিষ্যন্তি মনোস্তস্য তনয়াঃ পৃথিবীশ্বরাঃ ॥ ৩১
রুদ্রপুত্রস্তু সাবর্ণো ভবিতা দ্বাদশো মনুঃ।
ঋতধামা চ তত্রেন্দ্রো ভবিতা শৃণু মে সুরান্ ॥৩২
হরিতা লোহিতা দেবতাস্তথা সুমনসো দ্বিজ।
সুকর্ম্মাণশ্চ তারাশ্চ দশকাঃ পঞ্চ বৈ গণাঃ ॥ ৩৩
তপস্বী সুতপাশ্চৈব তপোমূর্ত্তিস্তপোরতিঃ।
তপোধৃতির্দ্যুতিশ্চান্যঃ সপ্তমস্তু তপোধনঃ ॥ ৩৪
দেববানুপদেবশ্চ দেবশ্রেষ্ঠাদয়স্তথা।
মনোস্তস্য মহাবীর্য্যা ভবিষ্যন্তি সুতা নৃপাঃ ॥ ৩৫
ত্রয়োদশো রৌচ্যনামা ভবিষ্যতি মুনে মনুঃ।
সূত্রামাণঃ সুধর্ম্মাণঃ সুকর্ম্মাণস্তথাপরাঃ ॥ ৩৬
ত্রয়স্ত্রিংশদ্বিভেদাস্তে দেবানাং যে তু বৈ গণাঃ।
দিবস্পতির্মহাবীর্য্যস্তেষামিন্দ্রো ভবিষ্যতি ॥ ৩৭
নির্মোহস্তত্ত্বদর্শী চ নিষ্প্রকম্পো নিরুৎসুকঃ।
ধৃতিমানব্যয়শ্চান্যঃ সপ্তমঃ সুতপা মুনিঃ ॥ ৩৮

অদ্ভুত নামা ইন্দ্র হইবেন। এই মন্বন্তরে সবল, দ্যুতিমান্ ভব্য, বসু, মেধা, ধৃতি, জ্যোতিষ্মান্ ও সত্য ইহাঁরা সপ্তর্ষি হইবেন। ধৃতকেতু, দীপ্তিকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময় ও পৃথুশ্রবা ইত্যাদি,—দক্ষ-সবর্ণের পুত্রগণের নাম। হে মুনে! ব্রহ্মসাবর্ণি দশম মনু হইবেন। এই সময় সুধাম ও বিরুদ্ধগণ দেবতা হইবেন। ইহাঁদের প্রত্যেক গণে একশত করিয়া সংখ্যা। মহাবল শান্তি, দেবগণের ইন্দ্র হইবেন। এই সময় যাঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর। হবিষ্মান্, সুকৃতি, সত্য, অপাম্মূর্ত্তি, নাভাগ, অপ্রতিমৌজা, সত্যকেতু, সুক্ষেত্র, উত্তমৌজা ও হরিষেণ আদি করিয়া ব্রহ্মসাবর্ণের দশ পুত্র পৃথিবী পালন করিবেন। ধর্ম্মসাবর্ণি একাদশ মনু হইবেন। তৎকালীন বিহঙ্গমগণ, কামগমগণ ও নির্ম্মাণরতিগণ,—ইহাঁরা দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন। এই সকল দেবগণের প্রত্যেক গণে ত্রিশজন করিয়া দেবতা। এই সময় বৃষ, ইন্দ্র হইবেন। এই মন্বন্তরে নিশ্চয়, অগ্নিতেজা, বপুষ্মান্, বিষ্ণু, আরুণি, হবিষ্মান্ ও অনঘ,—ইহাঁরা সপ্তর্ষি হইবেন। সর্ব্বগ সর্ব্বধর্ম্মা ও দেবানীক প্রভৃতি এই মনুর সন্তানগণ রাজা হইবেন। ২০—৩১। অনন্তর রুদ্রপুত্র সাবর্ণ দ্বাদশ মনু হইবেন। সে সময় ঋতধামা ইন্দ্র হইবেন। এইকালে যাঁহারা দেবতা, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর। হে দ্বিজ! হরিতগণ, লোহিতগণ, সুমনোগণ, সুকর্ম্মগণ ও তারাগণ—এই পঞ্চগণ, দেবতা হইবেন। ইহাঁদের প্রতিগণেই দশ জন করিয়া দেবতা। তপস্বী, সুতপা, তপোমূর্ত্তি, তপোরতি, তপোধৃতি, দ্যুতি ও তপোধন—ইহাঁরা সপ্তর্ষি হইবেন। দেববান্, উপদেব ও দেবশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি উক্ত মনুর মহাবলশালী পুত্রেরা রাজা হইবেন। হে মুনে! রৌচ্য ত্রয়োদশ মনু হইবেন। এই মন্বন্তরে সূত্রামগণ, সুকর্ম্মগণ ও সুধর্ম্মগণ দেবতা হইবেন। ইহাঁদের প্রত্যেক গণে তেত্রিশ জন করিয়া দেবতা। মহাবীর্য্য দিবস্পতি ইহাঁদের ইন্দ্র হইবেন। নির্ম্মোহ, তত্ত্বদর্শী, নিষ্প্রকম্প, নিরুৎসুক, ধৃতিমান্, অব্যয় ও

সপ্তর্ষয়স্ত্বিমে তস্য পুত্রানপি নিবোধ মে।
চিত্রসেনবিচিত্রাদ্যা ভবিষ্যন্তি মহীক্ষিতঃ॥ ৩৯
ভৌত্যশ্চর্দতুশশ্চাত্র মৈত্রেয় ভবিতা মনুঃ।
শুচিরিন্দ্রঃ সুরগণাস্তত্র পঞ্চ শৃণুষ্ব তান্॥ ৪০
চাক্ষুষাশ্চ পবিত্রাশ্চ কনিষ্ঠা ভ্রাজিরাস্তথা।
বচোবৃদ্ধাশ্চ বৈ দেবাঃ সপ্তর্ষীনপি মে শৃণু॥ ৪১
অগ্নিবাহুঃ শুচিঃ শুক্রো মাগধোঽগ্নিধ্র এব চ।
যুক্তস্তথা জিতশ্চান্যো মনুপুত্রানতঃ শৃণু॥ ৪২
উরুর্গভীরব্রধ্নাদ্যা মনোস্তস্য সুতা নৃপাঃ।
কথিতা মুনিশার্দ্দূল পালয়িষ্যন্তি যে মহীম্॥ ৪৩
চতুর্যুগান্তে বেদানাং জায়তে কিল বিপ্লবঃ।
প্রবর্ত্তয়ন্তি তানেত্য ভুবি সপ্তর্ষয়ো দিবঃ॥ ৪৪
কৃতে কৃতে স্মৃতের্বিপ্র প্রণেতা জায়তে মনুঃ।
দেবা যজ্ঞভুজস্তে তু যাবন্মন্বন্তরন্তু তৎ॥ ৪৫
ভবন্তি যে মনোঃ পুত্রা যাবন্মন্বন্তরন্তু তৈঃ।
তদন্বয়োদ্ভবৈশ্চৈব তাবদ্ভূঃ পরিপাল্যতে॥ ৪৬
মনুঃ সপ্তর্ষয়ো দেবা ভূপালাশ্চ মনোঃ সুতাঃ।
মন্বন্তরে ভবন্ত্যেতে শক্রশ্চৈবাধিকারিণঃ॥ ৪৭
চতুর্দশভিরেতৈস্তু গতৈর্মন্বন্তরৈর্দ্বিজ।
সহস্রযুগপর্য্যন্তঃ কল্পো নিঃশেষ উচ্যতে॥ ৪৮
তাবৎপ্রমাণা চ নিশা ততো ভবতি সত্তম।
ব্রহ্মরূপধরঃ শেতে শেষাহাবম্বুসংপ্লবে॥ ৪৯
ত্রৈলোক্যমখিলং গ্রস্ত্বা ভগবানাদিকৃদ্বিভুঃ।
স্বমায়াসংস্থিতো বিপ্র সর্ব্বভূতো জনার্দ্দনঃ॥ ৫০
ততঃ প্রবুদ্ধো ভগবান্ যথা পূর্ব্বং তথা পুনঃ।
সৃষ্টিং করোত্যব্যয়াত্মা কল্পে কল্পে রজোগুণঃ॥৫১
মনবো ভূভুজঃ সেন্দ্রা দেবাঃ সপ্তর্ষয়স্তথা।
সাত্ত্বিকোঽংশঃ স্থিতিকরো জগতো দ্বিজসত্তম॥৫২
চতুর্যুগেঽপ্যসৌ বিষ্ণুঃ স্থিতিব্যাপারলক্ষণঃ।
যুগব্যবস্থাং কুরুতে যথা মৈত্রেয় তৎ শৃণু॥ ৫৩
কৃতে যুগে পরং জ্ঞানং কপিলাদিস্বরূপধৃক্।
দদাতি সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতহিতে রতঃ॥ ৫৪

সুতপা,—ইহাঁরা সপ্তর্ষি হইবেন। এই মনুর পুত্রগণের নাম শ্রবণ কর; চিত্রসেন ও বিচিত্র আদি, ইহাঁরা সকলেই পৃথিবীপতি হইবেন। হে মৈত্রেয়! যিনি চতুর্দশ মনু হইবেন, তাঁহার নাম ভৌত্য। এই মন্বন্তরে শুচি—ইন্দ্র হইবেন, তাঁহাদিগের নাম শ্রবণ কর। ৩২—৪০। চাক্ষুষগণ, পবিত্রগণ, কনিষ্ঠগণ, ভ্রাজিরগণ ও বচোবৃদ্ধগণ,—ইহাঁরাই দেবতা হইবেন। এই মন্বন্তরে যাঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন, তাঁহাদের নামও আমার নিকটে শ্রবণ কর। অগ্নিবাহু, শুচি, শুক্র, মাগধ, অগ্নিধ্র, যুক্ত ও অজিত;—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই মন্বন্তরীয় মনুপুত্রগণের নাম শ্রবণ কর। উরু, গভীর, ব্রধ্ন ইত্যাদি ইহাঁরা সকলে পৃথিবীপাল হইবেন। প্রত্যেক চতুর্যুগাবসানে বেদবিপ্লব হয়; অনন্তর সপ্তর্ষিগণ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার বেদ প্রবর্ত্তিত করেন। হে বিপ্র! মনু প্রত্যেক সত্যযুগে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রণেতা হন। এক মন্বন্তর-কাল পর্য্যন্ত দেবতারা যজ্ঞভুক্ হন। মনুপুত্র ও তদ্বংশীয়েরা এক মন্বন্তর-কাল পর্য্যন্ত পৃথিবী-পালন করিয়া থাকেন। মনু, সপ্তর্ষি, দেবরাজ, দেবগণ ও মনুপুত্র ভূপালগণ,—ইহাঁরা প্রতি মন্বন্তরে উৎপন্ন হন। হে দ্বিজ! এইরূপ চতুর্দশ মন্বন্তরে সহস্র চতুর্যুগ অতীত হইলে এক কল্প কথিত হয়। অনন্তর ঐ কল্প পরিমিত রাত্রি হয়। হে সাধুশ্রেষ্ঠ! সেই রাত্রিকালে ব্রহ্মরূপী হরি জলবিপ্লবে অনন্তশয্যায় শয়ন করেন। ৪১—৪৯। হে বিপ্র! ভগবান্ আদি-বিভু সর্ব্বভূতাধার জনার্দ্দন কল্পান্তে সকল ত্রৈলোক্য গ্রাস করিয়া আপনার মায়াতে অবস্থিতি করেন। অনন্তর তাদৃশ নিশাবসানে প্রতিকল্পেই অব্যয়াত্মা ভগবান্ প্রবুদ্ধ হইয়া রজোগুণাশ্রয়ে পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মনুগণ, মনুপুত্র ভূপালগণ, ইন্দ্রগণ, দেবগণ ও সপ্তর্ষিগণ,—ইহাঁরা সকলেই বিষ্ণুর ভুবনস্থিতিকারক সাত্ত্বিক অংশ। হে মৈত্রেয়! জগতের রক্ষার নিমিত্ত বিষ্ণু চারিযুগে যে প্রকার যুগানুসারী ব্যবস্থা করেন, তাহা শ্রবণ কর। তিনি সত্যযুগে সর্ব্বভূত-হিতার্থে মহর্ষি কপিলাদিরূপ অবলম্বন করিয়া সকল প্রাণীকে

চক্রবর্ত্তিস্বরূপেণ ত্রেতায়ামপি স প্রভুঃ।
দুষ্টানাং নিগ্রহং কুর্ব্বন্ পরিপাতি জগত্রয়ম্ ॥ ৫৫
বেদমেকং চতুর্ভেদঃ কৃত্বা শাখাশতৈর্বিভুঃ।
করোতি বহুলং ভূয়ো বেদব্যাসস্বরূপধৃক্ ॥ ৫৬
বেদাংস্তু দ্বাপরে ব্যস্য কলেরন্তে পুনর্হরিঃ।
কল্কিস্বরূপী দুর্ব্বৃত্তান্ মার্গে স্থাপয়তি প্রভুঃ ॥ ৫৭
এবমেষ জগৎ সর্ব্বং পরিপাতি করোতি চ।
হন্তি চান্তেষনন্তাত্মা নাস্ত্যস্মাদ্ব্যতিরেকি যৎ ॥ ৫৮
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বভূতান্মহাত্মনঃ।
তদত্রান্যত্র বা বিপ্র সদ্ভাবঃ কথিতস্তব ॥ ৫৯
মন্বন্তরাণ্যশেষাণি কথিতানি ময়া তব।
মন্বন্তরাধিপাশ্চৈব কিমন্যং কথয়ামি তে ॥ ৬০

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েংংশে
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

উৎকৃষ্ট সত্যজ্ঞান-প্রদান করেন। ত্রেতাযুগে সেই প্রভু চক্রবর্ত্তিস্বরূপে দুষ্টগণের নিগ্রহ করত ত্রিভুবন রক্ষা করেন। তিনি দ্বাপরযুগে বেদব্যাস রূপ ধারণপূর্ব্বক এক বেদকে চারি-ভাগে বিভক্ত করিয়া, পশ্চাৎ শত শাখায় বহুলী-কৃত করেন এবং পুনর্ব্বার উহা অনেক অংশে বিভক্ত করিয়া থাকেন। সেই হরি এই প্রকার বেদব্যাস-রূপে বেদ বিভাগ করিয়া, পশ্চাৎ কলির শেষে কল্কিরূপ গ্রহণ করত দুর্ব্বৃত্তদিগকে সৎপথে আনয়ন করিবেন। অনন্তস্বরূপ বিষ্ণু এইরূপে নিখিল জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং অন্তকালে ধ্বংস করিয়া থাকেন; সেই বিষ্ণু ব্যতীত দ্বিতীয় আর কেহই নাই। হে বিপ্র! ইহলোকে বা পরলোকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, যত পদার্থ আছে, তাহা সকলই ভগবান্ মহাত্মা বিষ্ণু হইতেই উৎপন্ন, ইহা তোমাকে বলিয়াছি। অশেষ মন্বন্তর ও মন্বন্তরাধিপতিগণের বৃত্তান্ত, তোমায় বলিলাম, এক্ষণে আর কি বলিব? ৫০—৬০।

তৃতীয়াংশে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।

জ্ঞাতমেতন্ময়া ত্বত্তো যথাপূর্ব্বমিদং জগৎ।
বিষ্ণুর্বিষ্ণৌ বিষ্ণুতশ্চ ন পরং বিদ্যতে ততঃ ॥ ১
এতত্তু শ্রোতুমিচ্ছামি ব্যস্তা বেদা মহাত্মনা।
বেদব্যাসস্য রূপেণ যথা তেন যুগে যুগে ॥ ২
যস্মিন্ যস্মিন্ যুগে ব্যাসো যো য আসীন্মহামুনে।
তং তমাচক্ষ্ব ভগবন্! শাখাভেদাংশ্চ মে বদ ॥৩

পরাশর উবাচ।

বেদদ্রুমস্য মৈত্রেয় শাখাভেদৈঃ সহস্রশঃ।
ন শক্যো বিস্তরো বক্তুং সংক্ষেপেণ শৃণুষ্ব তম্ ॥৪
দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ণুর্ব্যাসরূপী মহামুনে।
বেদমেকং স বহুধা কুরুতে জগতো হিতঃ ॥ ৫
বীর্য্যং তেজো বলঞ্চাল্পং মনুষ্যাণামবেক্ষ্য বৈ।
হিতায় সর্ব্বভূতানাং বেদভেদান্ করোতি সঃ ॥ ৬
যয়া স কুরুতে তন্বা বেদমেকং পৃথক্ প্রভুঃ।

তৃতীয় অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন, এই জগৎ বিষ্ণুস্বরূপ; বিষ্ণুতেই ইহা অবস্থিতি করিতেছে; এবং সেই বিষ্ণু ব্যতিরিক্ত আর কোন পদার্থই নাই; এবিষয় পূর্ব্বে আপনার নিকট জ্ঞাত হইয়াছি। মহাত্মা বিষ্ণু বেদব্যাসরূপে যুগে যুগে যে প্রকারে বেদ বিভাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। পরন্ত হে ভগবন্ মহামুনে! কোন্ কোন্ যুগে কে কে বেদব্যাস হন এবং শাখা সকলের কয় প্রকার ভেদ, তাহা বলুন। পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! বেদরূপ বৃক্ষের সহস্র-প্রকার শাখা-ভেদপ্রযুক্ত সেই সমুদায় শাখার বিষয় বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিতে অসমর্থ, অতএব সংক্ষেপে তাহার বিষয় শ্রবণ কর। হে মহা-মুনে! ব্যাসরূপী বিষ্ণু, প্রতি দ্বাপরযুগেই জগতের মঙ্গলের জন্য এক বেদ বহুভাগে বিভাগ করেন। তিনি মানবগণের বীর্য্য, তেজ ও বলের অল্পতা দেখিয়া সর্ব্বভূতের হিতের জন্য বেদ বিভাগ করিয়া থাকেন। সেই প্রভু

বেদব্যাসাভিধানা তু সা মূর্ত্তির্মধুবিদ্বিষঃ ॥ ৭
যস্মিন্ মন্বন্তরে যে যে ব্যাসাস্তাংস্তান্ নিবোধ মে
যথা চ ভেদঃ শাখানাং ব্যাসেন ক্রিয়তে মুনে।
অষ্টাবিংশতি কৃত্বা বৈ বেদা ব্যস্তা মহর্ষিভিঃ।
বৈবস্বতেঽন্তরে হ্যস্মিন্ দ্বাপরেষু পুনঃ পুনঃ ॥ ৯
বেদব্যাসা ব্যতীতা যে অষ্টাবিংশতি সত্তম।
চতুর্ধা যৈঃ কৃতো বেদো দ্বাপরেষু পুনঃ পুনঃ ॥১০
দ্বাপরে প্রথমে ব্যস্তাঃ স্বয়ং বেদাঃ স্বয়ম্ভুবা।
দ্বিতীয়ে দ্বাপরে চৈব বেদব্যাসঃ প্রজাপতিঃ ॥ ১১
তৃতীয়ে চোশনা ব্যাসশ্চতুর্থে চ বৃহস্পতিঃ।
সবিতা পঞ্চমে ব্যাসো মৃত্যুঃ ষষ্ঠে স্মৃতঃ প্রভুঃ ॥১২
সপ্তমে চ তথৈবেন্দ্রো বসিষ্ঠশ্চাষ্টমে স্মৃতঃ।
সারস্বতশ্চ নবমে ত্রিধামা দশমে স্মৃতঃ ॥ ১৩
একাদশে তু ত্রিবৃষা ভরদ্বাজস্ততঃ পরম্।
ত্রয়োদশে চান্তরীক্ষো বপ্রী চাপি চতুর্দ্দশে ॥ ১৪
ত্র্যারুণঃ পঞ্চদশে ষোড়শে তু ধনঞ্জয়ঃ।
কৃতঞ্জয়ঃ সপ্তদশে ঋণজ্যোঽষ্টাদশে স্মৃতঃ ॥ ১৫
ততো ব্যাসো ভরদ্বাজো ভরদ্বাজাৎ তু গৌতমঃ।
গৌতমাদুত্তমো ব্যাসো হর্য্যাত্মা যোঽভিধীয়তে ॥
অথ হর্য্যাত্মনো বেণঃ স্মৃতো রাজশ্রবান্বয়ঃ।
সোমশুষ্মায়নস্তস্মাৎ তৃণবিন্দুরিতি স্মৃতঃ ॥ ১৭
ঋক্ষোঽভূদ্ভার্গবস্তস্মাৎ বাল্মীকির্যোঽভিধীয়তে।
তস্মাদস্মৎপিতা শক্তির্ব্যাসস্তস্মাদহং মুনে ॥ ১৮
জাতুকর্ণোঽভবন্মত্তঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্ততঃ।
অষ্টাবিংশতিরিত্যেতে বেদব্যাসাঃ পুরাতনাঃ ॥ ১৯
একো বেদশ্চতুর্ধা তু যৈঃ কৃতো দ্বাপরাদিষু।
ভবিষ্যে দ্বাপরে চাপি দ্রৌণির্ব্যাসো ভবিষ্যতি ॥২০
ব্যতীতে মম পুত্রেঽস্মিন্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নে মুনৌ।
ধ্রুবমেকাক্ষরং ব্রহ্ম ওমিত্যেবং ব্যবস্থিতম্।
বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্মেত্যভিধীয়তে ॥ ২১
প্রণবাবস্থিতং নিত্যং ভূর্ভুবঃ স্বরিতীর্য্যতে।
ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাণং যৎ তস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ ॥২২
জগতঃ প্রলয়োৎপত্তৌ যত্তৎ কারণসংজ্ঞিতম্।
মহতঃ পরমং গুহ্যং তস্মৈ সুব্রহ্মণে নমঃ ॥ ২৩

বিষ্ণু যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া বেদ বিভাগ করেন, সেই মূর্ত্তির নামই বেদব্যাস। হে মুনে! যে যে মন্বন্তরে যিনি যিনি বেদব্যাস হইয়া যে প্রকারে বেদের শাখাভেদ করেন, তাহা আমার নিকটে শ্রবণ কর। এই বৈবস্বত মন্বন্তরে সকল দ্বাপরযুগেই মহর্ষিগণ পুনঃপুনঃ অর্থাৎ অষ্টাবিংশতিবার বেদ বিভাগ করিয়াছেন। হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ! প্রতিদ্বাপরযুগে বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া যে অষ্টাবিংশতি-সঙ্খ্যক বেদব্যাস অতীত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের পরিচয় বলিতেছি। ১—১০। এই মন্বন্তরের প্রথম দ্বাপরে ভগবান্ স্বয়ম্ভূ স্বয়ং বেদ বিভাগ করেন। দ্বিতীয় দ্বাপরে প্রজাপতি মনু বেদব্যাস হন। এই প্রকার তৃতীয় দ্বাপরে উশনা, চতুর্থে বৃহস্পতি, পঞ্চমে সবিতা, ষষ্ঠে মৃত্যু, সপ্তমে ইন্দ্র, অষ্টমে বসিষ্ঠ, নবমে সারস্বত, দশমে ত্রিধামা, একাদশে ত্রিবৃষা, দ্বাদশে ভরদ্বাজ, ত্রয়োদশে অন্তরীক্ষ, চতুর্দ্দশে বপ্রী, পঞ্চদশে ত্র্যারুণ, ষোড়শে ধনঞ্জয়, সপ্তদশে কৃতঞ্জয়, অষ্টাদশে ঋণজ্য, ঊনবিংশে ভরদ্বাজ, বিংশে গৌতম, একবিংশে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হর্য্যাত্মা, দ্বাবিংশে রাজশ্রবার কুলজাত বেণ, ত্রয়োবিংশে সোমশুষ্মার গোত্রীয় তৃণবিন্দু, চতুর্ব্বিংশে ভার্গবান্বয় ঋক্ষ—যিনি বাল্মীকি বলিয়া অভিহত হন, পঞ্চবিংশে মৎপিতা শক্তি, ষড়্‌বিংশে আমি, সপ্তবিংশে জাতুকর্ণ, অষ্টাবিংশে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। এই অষ্টাবিংশতি পুরাতন বেদব্যাস। ইহাঁরাই প্রত্যেক দ্বাপরযুগের প্রথমে এক বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করেন। মৎপুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নাখ্য বেদব্যাস মুনি অতীত হইলে, ভবিষ্য দ্বাপরযুগে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা বেদব্যাস হইবেন। ১১—২০। 'ওঁ' এই একাক্ষরই ব্রহ্মস্বরূপে ব্যবস্থিত; এই ওঁকার, বেদের কারণ ও অপরিচ্ছিন্ন পুরাতন, এই জন্যই ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক, ইহারা প্রণবরূপ ব্রহ্মে নিয়ত অবস্থিতি করিতেছে। ওঙ্কার—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদস্বরূপ, এই হেতু ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মকে নমস্কার। যিনি জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের কারণ, যিনি মহৎ হইতেও

অগাধপারমক্ষয্যং জগৎসংমোহনালয়ম্।
সংপ্রকাশপ্রবৃত্তিভ্যাং পুরুষার্থপ্রয়োজনম্॥ ২৪
সাঙ্খ্যজ্ঞানবতাং নিষ্ঠা গতিঃ শমদমাত্মনাম্।
যংতদব্যক্তমমৃতং প্রবৃত্তং ব্রহ্মশাশ্বতম্॥ ২৫
প্রধানমাত্মযোনিশ্চ গুহাসত্ত্বঞ্চ শস্যতে।
অবিভাগং তথা শুক্রমক্ষয়ং বহুধাত্মকম্॥ ২৬
পরমব্রহ্মণে তস্মৈ নিত্যমেব নমো নমঃ।
যদ্রূপং বাসুদেবস্য পরমাত্মস্বরূপিণঃ॥ ২৭
এতদ্ব্রহ্ম ত্রিধাভেদমভেদমপি স প্রভুঃ।
সর্ব্বভূতেষভেদোঽসৌ ভিদ্যতে ভিন্নবুদ্ধিভিঃ॥২৮
স ঋঙ্ময়ঃ সামময়ঃ স চাত্মা স যজুর্ম্ময়ঃ।
ঋগ্‌যজুঃসামসারাত্মা স এবাত্মা শরীরিণাম্॥ ২৯

মহৎ ও পরম গুহ্য, সেই ওঙ্কারস্বরূপ পরম ব্রহ্মকে নমস্কার করি। তিনি আদ্যন্ত-শূন্য, তিনি অপার, তিনি জগতের সম্মোহন তমোগুণের আধার, তিনি সংপ্রকাশ (সত্ত্বগুণ) ও প্রবৃত্তি (রজোগুণ) দ্বারা পুরুষগণের ভোগ ও মোক্ষ-রূপ প্রয়োজন সাধিত করিতেছেন। তিনি সাঙ্খ্যদর্শনজ্ঞ জনদিগের পরমনিষ্ঠা; অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়, যাঁহাদের সংযত, তিনি তাঁহাদিগের বিবেকজ্ঞানের হেতু। তিনি বহিরিন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্য, তিনি বিনাশরহিত। তিনি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও পরিণামরহিত নিত্য ব্রহ্ম। তিনি বিশ্বের আশ্রয় ও কারণ; তিনি আপনা হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ অন্য কেহই তাঁহার উৎপত্তির কারণ নাই। তিনি অতি নিভৃত প্রদেশে বিদ্যমান; তিনি বিভাগরহিত; তিনি দীপ্তিশালী, ক্ষয়শূন্য এবং বহুস্বরূপ। পরমাত্মস্বরূপ বাসুদেবের প্রতিকৃতি সেই পরমব্রহ্মকে নিত্য নমস্কার। এই ওঙ্কাররূপ ব্রহ্ম অভিন্ন হইয়াও গুণত্রয় বিভাগ দ্বারা তিন প্রকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। সেই প্রভু অভিন্ন ভাবে সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করিতেছেন, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হন। তিনি ঋগ্‌বেদ, সামবেদ ও যজুর্ব্বেদ স্বরূপ; তিনি ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের সার স্বরূপ; তিনি শরীরিগণের

স ভিদ্যতে বেদময়ঃ স বেদং
করোতি ভেদৈর্বহুভিঃ সশাখম্।
শাখাপ্রণেতা স সমস্তশাখা
জ্ঞানস্বরূপো ভগবাননন্তঃ॥ ৩০

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

আদ্যো বেদশ্চতুষ্পাদঃ শতসাহস্রসম্মিতঃ।
ততো দশগুণঃ কৃৎস্নো যজ্ঞোঽয়ং সর্ব্বকামধুক্॥১
ততোঽত্র মৎসুতো ব্যাসোঽষ্টাবিংশতিমেঽন্তরে।
বেদমেকং চতুষ্পাদং চতুর্ধা ব্যভজৎ প্রভুঃ॥ ২
যথা তু তেন বৈ ব্যস্তা বেদব্যাসেন ধীমতা।
বেদাস্তথা সমস্তৈস্তৈর্ব্যস্তা ব্যাসৈস্তথা ময়া॥ ৩
তদনেনৈব বেদানাং শাখাভেদান্ দ্বিজোত্তম।

আত্মস্বরূপ। তিনি একমাত্র বেদস্বরূপ, অথচ শাখাদিভেদে নানাভাগে বিভক্ত হইয়া থাকেন। তিনিই বেদকে বহু শাখায় বিভক্ত করেন। তিনিই বেদের শাখারচয়িতা, তিনিই সমস্ত শাখাস্বরূপ। তিনি জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ এবং অনন্ত। ২১—৩০।

তৃতীয়াংশে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥

চতুর্থ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত ঋক্ যজুঃ প্রভৃতি ভেদসমন্বিত বেদ, লক্ষ শ্লোক পরিমিত। এই বেদ হইতেই সর্ব্বপ্রকার অভিলাষপ্রদানকারী অগ্নিহোত্র প্রভৃতি দশ যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তৎপরে অষ্টাবিংশতিতম দ্বাপরযুগে সেই চতুষ্পাদ বেদকে, একীভূত দেখিয়া মৎপুত্র ধীমান্ ব্যাসদেব, পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার চারিভাগে বিভাগ করেন। এই প্রকার অন্যান্য বেদব্যাসগণ, আমিও পূর্ব্বে বিভাগ করিয়াছিলাম। হে

চতুর্যুগেষ্বারচিতান্ সমস্তেষ্ববধারয় ॥ ৪
কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্।
কোঽন্যো হি ভুবি মৈত্রেয় মহাভারতকৃদ্ভবেৎ ॥ ৫
তেন ব্যস্তা যদা বেদা মৎপুত্রেণ মহাত্মনা।
দ্বাপরে হ্যত্র মৈত্রেয় তন্মে শৃণু যথার্থতঃ ॥ ৬
ব্রহ্মণা চোদিতো ব্যাসো বেদান্ ব্যস্তুং প্রচক্রমে
অথ শিষ্যান্ স জগ্রাহ চতুরো বেদপারগান্ ॥ ৭
ঋগ্বেদশ্রাবকঃ পৈলং জগ্রাহ স মহামুনিঃ।
বৈশম্পায়ননামানং যজুর্বেদস্য চাগ্রহীৎ ॥ ৮
জৈমিনিং সামবেদস্য তথৈবাথর্ব্ববেদবিৎ।
সুমন্তুস্তস্য শিষ্যোঽভূদ্বেদব্যাসস্য ধীমতঃ ॥ ৯
রোমহর্ষণনামানং মহাবুদ্ধিং মহামুনিম্।
সূতং জগ্রাহ শিষ্যং স ইতিহাসপুরাণয়োঃ ॥ ১০
এক আসীদ্‌যজুর্বেদস্তং চতুর্ধা ব্যকল্পয়ৎ।
চাতুর্হোত্রমভূদ্‌যস্মিংস্তেন যজ্ঞমথাকরোৎ ॥ ১১
আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিস্তু ঋগ্‌ভির্হৌত্রং তথা মুনিঃ ॥
ঔদ্গাত্রং সামভিশ্চক্রে ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ ॥১২
ততঃ স ঋচমুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ মুনিঃ।
যজূংষি চ যজুর্ব্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ ॥ ১৩
রাজ্ঞস্ত্বথর্ব্ববেদেন সর্ব্বকর্ম্মাণি স প্রভুঃ।
কারয়ামাস মৈত্রেয় ব্রহ্মত্বঞ্চ যথাস্থিতি ॥ ১৪
সোঽয়মেকো মহাবেদতরুস্তেন পৃথক্‌কৃতঃ।
চতুর্ধা তু ততো জাতং বেদপাদপকাননম্ ॥ ১৫
বিভেদ প্রথমং বিপ্র পৈলঋগ্বেদপাদপম্।
ইন্দ্রপ্রমতয়ে প্রাদাদ্ বাস্কলায় চ সংহিতে ॥ ১৬
চতুর্ধা স বিভেদাথ বাস্কলির্দ্বিজ সংহিতাম্।
বৌধ্যাদিভ্যো দদৌ তাস্তু শিষ্যেভ্যঃ স মহামুনিঃ
বৌধ্যাগ্নিমাঠরৌ তদ্বদ্‌যাজ্ঞবল্ক্যপরাশরৌ।
প্রতিশাখাস্তু শাখায়াস্তস্যাস্তে জগৃহুর্মুনে ॥ ১৮
ইন্দ্রপ্রমতিরেকাং তু সংহিতাং স্বসুতং ততঃ।

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এইরূপেই সমস্ত চতুর্যুগে বেদ সকলের শাখা ভেদ হইয়াছে, তুমি অবগত হও। হে মৈত্রেয়! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে সাক্ষাৎ প্রভু নারায়ণ বলিয়া বিবেচনা করিবে। নারায়ণ ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি মহাভারত রচনা করিতে পারে? মৈত্রেয়! দ্বাপরযুগে আমার পুত্র মহাত্মা ব্যাস, যেরূপে বেদ বিভাগ করিয়াছেন, তাহা যথাযথ আমার নিকটে শ্রবণ কর। ব্রহ্মা বেদব্যাসকে আজ্ঞা করিলে তিনি বেদ বিভাগ করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমতঃ বেদপারগ চারি জন শিষ্য গ্রহণ করিলেন। সেই মহামুনি,—পৌল, বৈশম্পায়ন ও জৈমিনিকে, যথাক্রমে, ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের শ্রাবক রূপে গ্রহণ করেন। অথর্ব্ববেদজ্ঞ সুমন্তুও সেই ধীমান্ বেদব্যাসের শিষ্য হইলেন। অনন্তর তিনি সূতজাতীয় মহাবুদ্ধি মহামুনি রোমহর্ষণকে ইতিহাস ও পুরাণপাঠের শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ১—১০। পূর্ব্বে যজুর্ব্বেদ একপ্রকার ছিল। বেদব্যাস ঐ যজুঃপ্রধান বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিলেন। তাহাতে চাতুর্হোত্র হইল। তিনি তদ্দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলেন। এই চাতুর্হোত্রের মধ্যে যজুর্ব্বেদ দ্বারা অধ্বর্য্যব, ঋগ্‌বেদ দ্বারা হোত্র, সামবেদ দ্বারা ঔদ্গাত্র ও অথর্ব্ববেদ দ্বারা মুনি বেদব্যাস ব্রহ্মত্ব সংস্থাপন করেন। তৎপরে তিনি ঋগ্‌বেদ সকল উদ্ধার করিয়া ঋগ্‌বেদসংহিতা, যজুঃ সমুদায় উদ্ধার করিয়া যজুর্ব্বেদসংহিতা ও সাম সমুদায় উদ্ধার করিয়া সামবেদসংহিতা রচনা করিলেন। হে মৈত্রেয়! অথর্ব্ববেদ রাজগণের কর্ম্ম সমুদায় ও যথারীতি ব্রহ্মত্বের ব্যবস্থা করিলেন। বেদব্যাস, এইরূপে মহাবেদ-বৃক্ষকে বিভক্ত করিলে, ঐ বেদ সকল নানা বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া কাননরূপে পরিগণিত হইল। হে বিপ্র! অগ্রে পৈল নামক বেদব্যাস-শিষ্য ঋক্‌বেদরূপ বৃক্ষ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, ইন্দ্রপ্রমতি ও বাস্কল নামক শিষ্যদ্বয়কে দুই সংহতি অধ্যয়ন করাইলেন। হে দ্বিজ! মহামুনি বাস্কলিও ঋগ্‌বেদসংহিতার প্রথম শাখা চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া আদি শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইলেন। বৌধ্য, আগ্নিমাঠর, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর নামক শিষ্যচতুষ্টয়ও উক্ত শাখার প্রতিশাখ

মাণ্ডুকেয়ং মহাত্মানং মৈত্রেয়াধ্যাপয়ং তদা ॥ ১৯
তস্য শিষ্যপ্রশিষ্যেভ্যঃ পুত্রশিষ্যান্ ক্রমাদ্‌যযৌ।
বেদমিত্রস্তু সাকল্যঃ সংহিতাং তামধীতবান্ ॥ ২০
চকার সংহিতাঃ পঞ্চ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ চ তাঃ।
তস্য শিষ্যাস্তু যে পঞ্চ তেষাং নামানি মে শৃণু ॥২১
মুদ্গলো গালবশ্চৈব বাৎস্যঃ শালীয় এব চ।
শিশিরঃ পঞ্চমশ্চাসীন্মৈত্রেয় সুমহামুনিঃ ॥ ২২
সংহিতাত্রিতয়ঞ্চক্রে শাকপূর্ণিরিথেতরম্।
নিরুক্তমকরোৎ তদ্বৎ চতুর্থং মুনিসত্তম ॥ ২৩
ক্রৌঞ্চো বৈতালিকস্তদ্বৎ বলাকশ্চ মহামতিঃ।
নিরুক্তকৃচ্চতুর্থোঽভূদ্বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ২৪
ইত্যেতাঃ প্রতিশাখাভ্যোঽপ্যনুশাখা দ্বিজোত্তম।
বাষ্কলিশ্চাপরাস্তিস্রঃ সংহিতাঃ কৃতবান্ দ্বিজ ॥২৫
শিষ্যঃ কালায়নির্গার্গ্যস্তৃতীয়শ্চ কথাজবঃ।
ইত্যেতে বহুধা প্রোক্তাঃ সংহিতা যৈঃ প্রবর্ত্তিতাঃ

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

যজুর্বেদতরোঃ শাখাঃ সপ্তবিংশন্মহামতিঃ।
বৈশম্পায়ননামাসৌ ব্যাসশিষ্যশ্চকার বৈ ॥ ১
শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ তাশ্চ জগৃহুস্তেঽপ্যনুক্রমাৎ।
যাজ্ঞবল্ক্যস্তু তস্যাভূৎ ব্রহ্মরাতসুতো দ্বিজঃ।
শিষ্যঃ পরমধর্ম্মজ্ঞো গুরুবৃত্তিপরঃ সদা ॥ ২
ঋষির্যোঽদ্য মহামেরৌ সমাজে নাগমিষ্যতি।
তস্য বৈ সপ্তরাত্রাত্তু ব্রহ্মহত্যা ভবিষ্যতি ॥ ৩
পূর্ব্বমেবং মুনিগণৈঃ সময়োঽভূৎ কৃতো দ্বিজ।

অধ্যয়ন করিলেন। হে মৈত্রেয়! ইন্দ্রপ্রমতি যে সংহিতা অধ্যয়ন করেন, তিনি তাহার একাংশ স্বীয় তনয় মাহত্মা মাণ্ডুকেয়কে অধ্যয়ন করাইলেন। ইন্দ্রপ্রমতির শিষ্য-প্রশিষ্য হইতে তাহাদিগেরও শিষ্য-পুত্রাদিতে ঐ শাখা ক্রমশঃ বিস্তারিত হইল। এইরূপে শিষ্য প্রশিষ্যে বেদ-মিত্রনামক সাকল্য ও উক্ত সংহিতা অধ্যয়ন করিলেন। ১১—২০। পরে তিনি ঐ শাখা হইতে পাঁচখানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়া পাঁচ জন শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইলেন। ঐ পঞ্চ শিষ্যের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর ;—মুদ্গল, গালব, বাৎস, শালীয় ও শিশির। এই পাঁচ জন মহামুনিই বেদমিত্রের শিষ্য। ইন্দ্রপ্রমতির দ্বিতীয় শিষ্য শাকপূর্ণি, অধীত ঋক্‌কে বিভক্ত করিয়া তিনখানি সংহিতা করিলেন। পরে তিনি একখানি নিরুক্তও প্রণয়ন করেন। ক্রৌঞ্চ, বেতালিক ও মহামতি বলাক—এই তিন মহর্ষি উক্ত তিন খানি পাঠ করিলেন। যিনি নিরুক্ত অধ্যয়ন করেন, তিনি নিরুক্তকৃৎ নামে প্রথিত হইলেন। হে দ্বিজ! এই নিরুক্তকৃৎ, বেদ ও বেদাঙ্গসমূহে পারগ ছিলেন। এইরূপে বেদ-বৃক্ষের প্রতিশাখা হইতে অনুশাখা সকল উৎপন্ন হইল। হে দ্বিজ! বাষ্কলিও অপর তিনটী সংহিতা করিলেন। তিনি কালায়নি, গার্গ্য ও কথাজব নামক তিন জন শিষ্যকে ঐ তিন সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন। এইরূপে অনেক মহর্ষি কর্ত্তৃক বহুপ্রকারে বেদের সংহিতা সকল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ২১—২৬।

তৃতীয়াংশে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

পরাশর বলিলেন,—মহামতি ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন, যজুর্ব্বেদরূপ বৃক্ষের সপ্তবিংশতি শাখা প্রণয়ন করিলেন। তিনি সেই সমুদায় শাখা বহু শিষ্যকে দিলেন। শিষ্যগণও অনুক্রমে উহা গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মরাতপুত্র পরম ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্যনামা শিষ্য সর্ব্বদা গুরুসেবা-পরায়ণ ছিলেন। হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে ঋষিগণ একদা সকলে একত্র হইয়া নিয়ম করিলেন যে, আমাদের এই মহামেরুস্থিত সমাজে অদ্য যিনি আসিবেন না, সেই ঋষি সপ্তরাত্রির পর ব্রহ্ম-

বৈশম্পায়ন একস্তু তং ব্যতিক্রান্তবাংস্তদা॥ ৪
স্বস্রীয়ং বালকং সোহথ পদাস্পৃষ্টমঘাতয়ৎ॥ ৫
শিষ্যানাহ চ ভোঃ শিষ্যাঃ ব্রহ্মহত্যাপহং ব্রতম্।
চরধ্বং মৎকৃতে সর্ব্বে ন বিচার্য্যমিদং তথা॥ ৬
অথাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তং কিমেভির্ভগবন্ দ্বিজৈঃ।
ক্লেশিতৈরল্পতেজোভিশ্চরিষ্যেঽহমিদং ব্রতম্॥৭
ততঃ ক্রুদ্ধো গুরুঃ প্রাহ যাজ্ঞবল্ক্যং মহামতিঃ।
মুচ্যতাং যৎ ত্বয়াধীতং মত্তো বিপ্রাবমন্তক॥ ৮
নস্তেজসো যদস্মেতান্ যস্ত্বং ব্রাহ্মণপুঙ্গবান্।
তেন শিষ্যেণ নার্থোঽস্তি মমাজ্ঞাভঙ্গকারিণা॥৯
যাজ্ঞবল্ক্যস্ততঃ প্রাহ ভক্ত্যৈতৎ তে ময়োদিতম্।
মমাপ্যলং ত্বয়াধীতং যন্ময়া তদিদং দ্বিজ॥ ১০

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তা রুধিরাক্তানি সরূপাণি যজূংষি সঃ।
ছর্দ্দয়িত্বা দদৌ তস্মৈ যযৌ চ স্বেচ্ছয়া মুনিঃ॥ ১১
যজূংষ্যথ বিসৃষ্টানি যাজ্ঞবল্ক্যেন বৈ দ্বিজাঃ।
জগৃহুস্তিত্তিরা ভূত্বা তৈত্তিরীয়াস্তু তে ততঃ॥ ১২
ব্রহ্মহত্যাব্রতং চীর্ণং গুরুণা চোদিতৈস্তু যৈঃ।
চরকাধ্বর্য্যবস্তে তু চরণান্মুনিসত্তম॥ ২৩
যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি মৈত্রেয় প্রাণায়ামপরায়ণঃ।
তুষ্টাব প্রযতঃ সূর্য্যং যজূংষ্যভিলষংস্ততঃ॥ ১৪

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

নমঃ সবিত্রে দ্বারায় বিমুক্তেঃ সিততেজসে।
ঋগ্‌যজুঃসামভূতায় ত্রয়ীধামবতে নমঃ॥ ১৫
নমোঽগ্নীষোমভূতায় জগতঃ কারণাত্মনে।
ভাস্করায় পরং তেজঃ সৌষুম্নমরুবিভ্রতে॥ ১৬
কলাকাষ্ঠানিমেষাদিকালজ্ঞানাত্মনে নমঃ।
ধ্যেয়ায় বিষ্ণুরূপায় পরমাক্ষররূপিণে॥ ১৭
বিভর্ত্তি যঃ সুরগণানাপ্যায়যেন্দুং স্বরশ্মিভিঃ।

হত্যা-পাতকে লিপ্ত হইবেন। সকল ঋষিই এই নিয়ম, পালন করেন; কিন্তু একা বৈশম্পায়ন ইহার ব্যতিক্রম করেন। পরে তিনি ঐ শাপ-ক্রমে স্বকীয় ভাগিনেয় বালককে মাড়াইয়া বিনাশ করিলেন। তখন তিনি শিষ্যগণকে ডাকিয়া কহিলেন,—হে শিষ্যগণ! তোমরা সকলে আমার জন্য ব্রহ্মহত্যা-পাতক-বিনাশক ব্রত অনুষ্ঠান কর, বিচার করিও না। এই কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, ভগবন্! এই সকল ব্রাহ্মণ অধিক তেজস্বী নহেন, অতএব ইহাঁ-দিগকে বৃথা ক্লেশ দিবার প্রয়োজন নাই। আমিই একাকী এই ব্রতাচরণ করিব। মহামতি গুরু বৈশম্পায়ন এই কথা শ্রবণ করিয়া, রোষ-পূর্ব্বক যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিলেন, অরে বিপ্রগণের অব-মাননাকারিন্! তুমি আমার নিকটে যাহা অধ্য-য়ন করিয়াছ, তাহা সমুদায় পরিত্যাগ কর। যে শিষ্য তুমি, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণকে নিস্তেজ বলিতেছ, সেই আমার আজ্ঞালঙ্ঘনকারী তোমার ন্যায় শিষ্যে আমার প্রয়োজন নাই। অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে দ্বিজ! আপ-নাতে ভক্তি আছে বলিয়া আমি আপনাকে ঈদৃশ বাক্য কহিয়াছি। আমারও আপনার মত গুরুতে প্রয়োজন নাই। আপনার নিকট আমি যাহা অধ্যয়ন করিয়াছি, এই গ্রহণ করুন। ১—১০। পরাশর কহিলেন, অনন্তর মহর্ষিযাজ্ঞবল্ক্য এই বলিয়া রুধিরাক্ত সাকার যজুর্ব্বেদ উদ্গিরণ করিয়া দিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা তিত্তিরপক্ষিরূপী হইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। এইজন্য উক্ত যজুর্ব্বেদ-শাখা তৈত্তিরীয় নামে অভিহিত হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা গুরুকর্ত্তৃক আজ্ঞপ্ত হইয়া ব্রহ্মহত্যা পাপনাশক ব্রত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অব-লম্বিত শাখা চরকাধ্বর্য্যু নামে বিখ্যাত হইল। হে মৈত্রেয়! অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্ব্বেদ পাইবার অভিলাষে প্রাণায়াম-পরায়ণ হইয়া দিবাকরের স্তুতি করিতে লাগিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, মোক্ষের দ্বারস্বরূপ শুভ্রদীপ্তি সবি-তাকে নমস্কার। বেদ যাহার তেজঃস্বরূপ, সেই ঋক্, যজুঃ ও সামময় সবিতাকে নমস্কার। যিনি অগ্নীষোমায় যজ্ঞমূর্ত্তি এবং জগতের কারণ স্বরূপ, যিনি সুষুম্ন নামক মহৎ তেজ ধারণ করেন, সেই ভাস্করকে নমস্কার। সেই কলা-কাষ্ঠানিমেষাদির জ্ঞান, কারণ ধ্যেয়, বিষ্ণুস্বরূপ, পরমাক্ষররূপী দিবাকরকে নমস্কার। যিনি

সুধামৃতেন চ পিতৄন্ তস্মৈ তৃপ্তাত্মনে নমঃ॥ ১৮
হিমাম্বুধর্ম্মবৃষ্টীনাং কর্ত্তা হর্ত্তা চ যঃ প্রভুঃ।
তস্মৈ ত্রিকালরূপায় নমঃ সূর্য্যায় বেধসে॥ ১৯
যো হন্তি তিমিরাণ্যেকো জগতোঽস্য জগৎপতিঃ।
সত্ত্বধামধরো দেবো নমস্তস্মৈ বিবস্বতে॥ ২০
সৎকর্ম্মযোগ্যো ন জনো নৈবাপঃ শৌচকারণম্।
যস্মিন্নুদিতে তস্মৈ নমো দেবায় বেধসে॥ ২১
স্পৃষ্টো যদংশুভির্লোকঃ ক্রিয়াযোগ্যোঽভিজায়তে।
পবিত্রতাকারণায় তস্মৈ শুদ্ধাত্মনে নমঃ॥ ২২
নমঃ সবিত্রে সূর্য্যায় ভাস্করায় বিবস্বতে।
আদিত্যায়াদিভূতায় দেবাদীনাং নমো নমঃ॥ ২৩
হিরণ্ময়ো রথো যস্য কেতবোঽমৃতধারিনঃ।
বহন্তি ভুবনালোকিচক্ষুষং তং নমাম্যহম্॥ ২৪

পরাশর উবাচ।

ইত্যেবমাদিভিস্তেন স্তূয়মানঃ স্তবৈরবিঃ।
বাজিরূপধরঃ প্রাহ ব্রিয়তামিতি বাঞ্ছিতম্॥ ২৫
যাজ্ঞবল্ক্যস্তদা প্রাহ প্রণিপত্য দিবাকরম্।
যজূংষি তানি মে দেহি যানি সন্তি ন মে গুরৌ॥
এমমুক্তো দদৌ তস্মৈ যজূংষি ভগবান্ রবিঃ।
অযাতযামসংজ্ঞানি যানি বেত্তি ন তদ্গুরুঃ॥ ২৭
যজূংষি যৈরধীতানি তানি বিপ্রৈর্দ্বিজোত্তম।
বাজিনস্তে সমাখ্যাতাঃ সূর্য্যাশ্বঃ সোঽভবদ্যতঃ॥২৮
শাখাভেদাস্তু তেষাং বৈ দশ পঞ্চ চ বাজিনাম্।
কাণ্বাদ্যাস্তু মহাভাগ যাজ্ঞবল্ক্য-প্রবর্ত্তিতাঃ॥ ২৯

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

নিজ কিরণ দ্বারা চন্দ্রকে পরিবর্দ্ধিত করত সুধারূপ অমৃত দ্বারা পিতৃগণের পরিতুষ্টি করেন, সেই পরিতৃপ্তাত্মা সূর্য্যকে নমস্কার। যিনি যথাসময়ে হিম, বৃষ্টি ও গ্রীষ্ম বিতরণ করেন ও সমুদায় সংহার করিয়া থাকেন, সেই ত্রিকাল-স্বরূপ বিধাতা প্রভু সূর্য্যকে নমস্কার। যিনি একাকী এই জগতের তিমিরসমূহ দূর করেন, যিনি সত্ত্বগুণের আধার ও জগতের অধিপতি, সেই দেব দিবাকরকে নমস্কার। ১১—২০। যিনি উদিত না হইলে জনসমূহ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে না, জলও শৌচের কারণ হয় না, সেই দেব দিবাকরকে নমস্কার। মানবগণ যাঁহার অংশু দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া ক্রিয়ানুষ্ঠানের যোগ্য হয়, পবিত্রতার কারণ শুদ্ধ-স্বভাব সেই দিবাকরকে নমস্কার। সবিতাকে নমস্কার, সূর্য্যকে নমস্কার, ভাস্করকে নমস্কার, বিবস্বান্‌কে নমস্কার, দেবগণের আদিভূত আদিত্যকে নমস্কার। যাঁহার চক্ষুঃ সমুদয় ভুবন অবলোকন করিতেছে, যাঁহার রথ হিরণ্ময়, অমৃতাহারী বেদময় অশ্বগণ যাঁহাকে বহন করিতেছে, সেই সূর্য্যকে নমস্কার। পরাশর কহিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্য, এই প্রকারে স্তব করিলে পর, সূর্য্য অশ্বরূপ ধারণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিলেন,—"তোমার অভিলাষানুরূপ বর প্রার্থনা কর।" তখন যাজ্ঞবল্ক্য দিবাকরকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, আমার গুরুও যাহা জানেন না, ঈদৃশ যজুর্ব্বেদ আমাকে দান করুন। পরাশর কহিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্য প্রার্থনা করিলে, ভগবান্ সূর্য্য, যাহা যাজ্ঞবল্ক্য-গুরু বৈশম্পায়নও জানেন না, তাদৃশ অযাতযাম নামক যজুর্ব্বেদ তাঁহাকে দান করিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যে সকল ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক এই অযাতযাম নামক যজুর্ব্বেদ অধীত হয়, তাঁহারা বাজিরূপ সূর্য্য-প্রোক্ত সংহিতাধ্যয়নকারী বলিয়া বাজিশব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন, কারণ এই বেদদানকালে ভগবান্ সূর্য্য স্বয়ং বাজিরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। মহাভাগ! এই বাজিপ্রোক্ত যজুর্ব্বেদের কাণ্বপ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চদশ শাখা আছে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যই ঐ শাখা সকলের প্রবর্ত্তক। ২১—২৯।

তৃতীয়াংশে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

সামবেদতরোঃ শাখাঃ ব্যাসশিষ্যঃ স জৈমিনিঃ।
ক্রমেণ যেন মৈত্রেয় বিভেদ শৃণু তন্মম ॥ ১
সুমন্তুস্তস্য পুত্রোঽভূৎ সুকর্ম্মাস্যাপ্যভূৎ সুতঃ।
অধীতবন্তাবেকৈকাং সংহিতাং তৌ মহামুনী ॥২
সাহস্রং সংহিতাভেদং সুকর্ম্মা তৎ সুতস্ততঃ।
চকার তঞ্চ তচ্ছিষ্যৌ জগৃহাতে মহামতী ॥ ৩
হিরণ্যনাভঃ কৌশল্যঃ পৌষ্পিঞ্জিশ্চ দ্বিজোত্তম।
উদীচ্যসামগাঃ শিষ্যাস্তেভ্যঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ ॥ ৪
হিরণ্যনাভাৎ তাবত্যঃ সংহিতা যৈর্দ্বিজোত্তমৈঃ।
গৃহীতাস্তেঽপি চোচ্যন্তে পণ্ডিতৈঃ প্রাচ্যসামগাঃ
লোকাক্ষিঃ কুথুমিশ্চৈব কুসীদির্লাঙ্গলিস্তথা।
পৌষ্পিঞ্জিশিষ্যাস্তদ্ভেদৈঃ সংহিতা বহুলীকৃতাঃ ॥৬
হিরণ্যনাভশিষ্যশ্চ চতুর্ব্বিংশতিসংহিতাঃ।
প্রোবাচ কৃতিনামাসৌ শিষ্যেভ্যঃ স মহামতিঃ ॥৭
তৈশ্চাপি সামবেদোঽসৌ শাখাভির্বহুলীকৃতঃ ॥ ৮
অথর্ব্বাণামথো বক্ষ্যে সংহিতানাং সমুচ্চয়ম্।
অথর্ব্ববেদং স মুনিঃ সুমন্তুরমিতদ্যুতিঃ ॥ ৯
শিষ্যমধ্যাপয়ামাস কবন্ধং সোঽপি তদ্দ্বিধা।
কৃত্বা তু দেবদর্শায় তথা পথ্যায় দত্তবান্ ॥ ১০
দেবদর্শস্য শিষ্যাস্তু মৌদ্গো ব্রহ্মবলিস্তথা।
শৌক্তায়নিঃ পিপ্পলাদস্তথান্যো মুনিসত্তম ॥ ১১
পথ্যস্যাপি ত্রয়ঃ শিষ্যাঃ কৃতা যৈর্দ্বিজ সংহিতাঃ।
জাজলিঃ কুমুদাদিশ্চ তৃতীয়ঃ শৌনকো দ্বিজঃ ॥১২
শৌনকস্তু দ্বিধা কৃত্বা দদাবেকান্তু বভ্রবে।
দ্বিতীয়াং সংহিতাং প্রাদাৎ সৈন্ধবায়নসংজ্ঞিনে ॥
সৈন্ধবা মুঞ্জকেশাশ্চ ভিন্না বেদা দ্বিধা পুনঃ।
নক্ষত্রকল্পো বেদানাং সংহিতানাং তথৈব চ ॥ ১৪
চতুর্থঃ স্যাদাঙ্গিরসঃ শান্তিকল্পশ্চ পঞ্চমঃ।
শ্রেষ্ঠাস্ত্বথর্ব্বণামেতে সংহিতানাং বিকল্পকাঃ ॥১৫
আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পসিদ্ধিভিঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—মৈত্রেয়! ব্যাসশিষ্য জৈমিনি, যে প্রকারে সামবেদরূপ বৃক্ষের শাখা সকলের বিভাগ করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। জৈমিনির সুমন্তু নামে এক পুত্র ও সুকর্ম্মা নামে এক পৌত্র ছিলেন। এই মহামুনিদ্বয় জৈমিনিসকাশে এক এক সামবেদ-শাখা অধ্যয়ন করিলেন। সুমন্তু ও তৎপুত্র সুকর্ম্মা ঐ শাখাদ্বয়কে সহস্র প্রকার সংহিতায় বিভাগ করিলেন। হে দ্বিজোত্তম! পরে সুমন্তুপুত্র সুকর্ম্মার শিষ্যদ্বয়, মহামতি কৌশল্য হিরণ্যনাভ ও পৌষ্পিঞ্জি, ঐ সহস্র প্রকার সংহিতা অধ্যয়ন করিলেন। হিরণ্যনাভের পঞ্চদশসঙ্খ্যক শিষ্য ছিলেন। এই পঞ্চদশ শিষ্য হইতে পঞ্চদশ সংহিতা হইয়াছে। ইহারা উদীচ্যসামগ নামে বিখ্যাত। এইরূপ ঐ হিরণ্যনাভের আরও পঞ্চদশ শিষ্য ছিলেন। ঐ শিষ্যেরাও পঞ্চদশ সংহিতা অধ্যয়ন করেন। পণ্ডিতেরা এই পঞ্চদশ শিষ্যকে প্রাচ্য-সামগ বলিয়া থাকেন। লোকাক্ষী, কুথুমি, কুসীদি ও লাঙ্গলি ইহাঁরা পৌষ্পিঞ্জির শিষ্য। ইহাঁদের হইতে ভিন্ন ভিন্ন অনেক সংহিতা হইয়াছে। কৃতি নামে হিরণ্যনাভের একজন মহাবুদ্ধিমান্ শিষ্য,চতুর্ব্বিংশতি শিষ্যকে চতুর্ব্বিংশতি সংহিতা অধ্যয়ন করান। কৃতির এই সকল শিষ্যগণও সামবেদের অনেক শাখা বিস্তার করেন। এক্ষণে অথর্ব্ববেদের শাখা সকল বলিতেছি। অমিতদ্যুতি মুনি সুমন্তু, কবন্ধ নামক শিষ্যকে অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করাইলেন। কবন্ধও অথর্ব্ববেদকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, দেবদর্শ ও পথ্য নামক দুই জন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। ১—১০। মৌদ্গ, ব্রহ্মবলি, শৌক্তায়নি ও পিপ্পলাদ ইহাঁরা দেবদর্শের শিষ্য। পথ্যের তিন জন শিষ্য—জাজলি, কুমুদাদি ও শৌনক। তন্মধ্যে শৌনক আপনার অধীত সংহিতা দুই ভাগ করিয়া একটী শাখা বভ্রুকে ও একটী শাখা সৈন্ধবায়নকে পাঠ করান। সৈন্ধব ও মুঞ্জকেশ স্ব স্ব সংহিতা দুই দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। নক্ষত্রকল্প, বেদকল্প, সংহিতা-কল্প, আঙ্গিরসকল্প ও শান্তিকল্প; এই পাঁচ ভাগ সংহিতা সকলের বিকল্পক ও অথর্ব্ববেদের

রাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ ॥ ১৬
খ্যাতো ব্যাসশিষ্যোঽভূৎ সূতো বৈ রোমহর্ষণঃ
রাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ ॥
মতিশ্চাগ্নিবর্চ্চাশ্চ মিত্রয়ুঃ শাংশপায়নঃ।
কৃতব্রণোঽথ সাবর্ণিঃ ষট্ শিষ্যাস্তস্য চাভবন্ ॥
শ্যপঃ সংহিতাকর্ত্তা সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ।
মহর্ষণিকা চান্যা তিসৃণাং মূলসংহিতা ॥ ১৯
তুষ্টয়েনাপ্যেতেন সংহিতানামিদং মুনে ॥ ২০
াদ্যং সর্ব্বপুরাণানাং পুরাণং ব্রাহ্মমুচ্যতে।
ষ্টাদশ পুরাণানি পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে ॥ ২১
াহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা।
থান্যং নারদীয়ঞ্চ মার্কণ্ডেয়ঞ্চ সপ্তমম্।
াগ্নেয়মষ্টমঞ্চৈব ভবিষ্যং নবমং তথা ॥ ২২
শমং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতম্।
রাহং দ্বাদশঞ্চৈব স্কান্দঞ্চাত্র ত্রয়োদশম্ ॥ ২৩

ধ্যে শ্রেষ্ঠ। তৎপরে পুরাণার্থ-বিশারদ ভগবান্ দব্যাস, আখ্যান, উপাখ্যান গাথা ও কল্প-দ্ধির সহিত, পুরাণ-সংহিতা রচনা করিলেন। দব্যাসের সূতজাতীয় লোমহর্ষণ নামে খ্যাত অপর একজন শিষ্য ছিলেন। হামুনি ব্যাস, তাঁহাকে পুরাণ-সংহিতা অধ্যয়ন রাইলেন। লোমহর্ষণের ছয় জন শিষ্য। হাদের নাম—সুমতি, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রয়ু, ংশপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি। কাশ্যপ-ীয় অকৃতব্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন, ইহাঁরা মহর্ষণ হইতে অধীত মূল সংহিতা অবলম্বনে, ত্যেকে এক একখানি পুরাণসংহিতা রচনা রেন। হে মুনে! ঐ চারি সংহিতার সার-হণ করিয়া আমি এই বিষ্ণু-পুরাণসংহিতা না করিয়াছি। ১০—২০। ব্রাহ্মপুরাণ, সমুদয় রাণের আদি বলিয়া কীর্ত্তিত। পুরাণবিৎ ক্তিরা বলেন, পুরাণ সকল অষ্টাদশ সংখ্যায় ভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম ব্রাহ্মপুরাণ, দ্বিতীয় পদ্ম-রাণ, তৃতীয় বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ শিবপুরাণ, পঞ্চম গবতপুরাণ, ষষ্ঠ নারদীয়পুরাণ, সপ্তম মার্ক-ণ্ডেয়পুরাণ, অষ্টম অগ্নিপুরাণ, নবম ভবিষ্যপুরাণ, ম ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, একাদশ লিঙ্গপুরাণ, দ্বাদশ

চতুর্দ্দশং বামনঞ্চ কৌর্ম্মং পঞ্চদশং স্মৃতম্।
মাৎস্যঞ্চ গারুড়ঞ্চৈব ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃ পরম্ ॥২৪
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
সর্ব্বেষেতেষু কথ্যন্তে বংশানুচরিতঞ্চ যৎ ॥ ২৫
যদেতৎ তব মৈত্রেয় পুরাণং কথ্যতে ময়া।
এতদ্বৈষ্ণবসংজ্ঞং বৈ পাদ্মস্য সমনন্তরম্ ॥ ২৬
সর্গে চ প্রতিসর্গে চ বংশমন্বন্তরাদিষু।
কথ্যতে ভগবান্ বিষ্ণুরশেষেষ্বেব সত্তম ॥ ২৭
অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা হেতাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ২৮
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চৈব তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থন্তু বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ ॥ ২৯
জ্ঞেয়া ব্রহ্মর্ষয়ঃ পূর্ব্বং তেভ্যো দেবর্ষয়ঃ পুনঃ।
রাজর্ষয়ঃ পুনস্তেভ্য ঋষিপ্রকৃতয়স্ত্রয়ঃ ॥ ৩০
ইতি শাখাঃ প্রসঙ্খ্যাতাঃ শাখা ভেদাস্তথৈব চ।
কর্ত্তারশ্চৈব শাখানাং ভেদহেতুস্তথোদিতঃ ॥ ৩১
সর্ব্বমন্বন্তরেষ্বেব শাখাভেদাঃ সমাঃ স্মৃতাঃ।

বরাহপুরাণ, ত্রয়োদশ স্কন্দপুরাণ, চতুর্দ্দশ বামন-পুরাণ, পঞ্চদশ কূর্ম্মপুরাণ, ষোড়শ মৎস্যপুরাণ, সপ্তদশ গরুড়পুরাণ, অষ্টাদশ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। এই সকল পুরাণেই সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত, এই পঞ্চ বিষয় বর্ণিত হই-য়াছে। হে মৈত্রেয়! এই আমি তোমার নিকট যে পুরাণ বলিতেছি, ইহার নাম বিষ্ণুপুরাণ। ইহা পদ্মপুরাণের শেষে রচিত হইয়াছে। হে সত্তম! এই বিষ্ণুপুরাণে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ ও মন্বন্তর প্রভৃতি সকল ভাগেই ভগবান্ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র, এই চতুর্দ্দশ প্রকার বিদ্যা। আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ অর্থাৎ সঙ্গীতবিদ্যা, অর্থ-শাস্ত্র অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র, এই বিদ্যা-চতুষ্টয় মিলা-ইয়া অষ্টাদশ বিদ্যা হয়। ঋষি প্রধান তিন প্রকার; প্রথম ব্রহ্মর্ষি, দ্বিতীয় দেবর্ষি, তৃতীয় রাজর্ষি। এই তোমার নিকট বেদের শাখা, সংখ্যা, শাখাভেদ, শাখাকর্ত্তা ও শাখাভেদের কারণ বলিলাম। প্রত্যেক মন্বন্তরেই এইরূপে

প্রাজাপত্যা শ্রুতির্নিত্যা তদ্বিকল্পাস্ত্বিমে দ্বিজ ॥৩২
এতৎ তবোদিতং সর্ব্বং যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া।
মৈত্রেয় বেদসম্বন্ধং কিমন্যৎ কথয়ামি তে ॥ ৩৩

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে শাখা-
ভেদো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

যথাবৎ কথিতং সর্ব্বং যৎ পৃষ্টোঽসি ময়া দ্বিজ।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ত্বেকং তত্ত্ববান্ প্রব্রবীতু মে ॥১
সপ্ত দ্বীপানি পাতাল-বীথ্যশ্চ সুমহামুনে।
সপ্ত লোকা যেঽন্তরস্থা ব্রহ্মাণ্ডস্যাস্য সর্ব্বতঃ ॥২
স্থূলৈঃ সূক্ষ্মৈস্তথা সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মৈঃ সূক্ষ্মতরৈস্তথা।
স্থূলৈঃ স্থূলতরৈশ্চৈতৎ সর্ব্বং প্রাণিভিরাবৃতম্ ॥৩
অঙ্গুলস্যাষ্টভাগোঽপি ন সোঽস্তি মুনিসত্তম।
ন সন্তি প্রাণিনো যত্র কর্ম্মবন্ধনিবন্ধনাঃ ॥ ৪
সর্ব্বে চৈতে বশং যান্তি যমস্য ভগবান্ কিল।
আয়ুষোঽন্তে ততো যান্তি যাতনাস্তৎপ্রচোদিতাঃ ॥
যাতনাভ্যঃ পরিভ্রষ্টা দেবাদ্যাস্বথ যোনিষু।
জন্তবঃ পরিবর্ত্তন্তে শাস্ত্রাণামেষ নির্ণয়ঃ ॥ ৬
সোঽহমিচ্ছামি তৎ শ্রোতুং যমস্য বশবর্ত্তিনঃ।
ন ভবন্তি নরা যেন তৎ কর্ম্ম কথয়ামলম্ ॥ ৭

পরাশর উবাচ ।

অয়মেব মুনে প্রশ্নো নকুলেন মহাত্মনা।
পৃষ্টঃ পিতামহঃ প্রাহ ভীষ্মো যৎ তৎ শৃণুষ মে ॥৮
পুরা সমাগতো বৎস সখা কালিঙ্গকো দ্বিজঃ।
স মামুবাচ পৃষ্টো বৈ ময়া জাতিস্মরো মুনিঃ ॥ ৯
তেনাখ্যাতমিদঞ্চেদমিত্থঞ্চৈতদ্ভবিষ্যতি।
তথাচ তদভূদ্বৎস যথোক্তং তেন ধীমতা ॥ ১০
স পৃষ্টশ্চ ময়া ভূয়ঃ শ্রদ্দধানবতা দ্বিজঃ।
যদ্ যদাহ ন তদ্দৃষ্টমন্যথা হি ময়া ক্বচিৎ ॥ ১১

বেদের শাখাভেদ হয়। প্রাজাপত্য শ্রুতি অর্থাৎ স্বষ্টির প্রাক্কালে প্রজাপতি ব্রহ্মা যাহা প্রকাশ করেন, তাহা নিত্য। এই সমুদায় শাখাদিভেদ তাহার বিকল্পমাত্র। হে মৈত্রেয়! তুমি বেদ-সম্বন্ধে আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমুদায় বলিলাম, এক্ষণে তোমাকে আর কি বলিব? ২১—৩৩।

তৃতীয়াংশে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে দ্বিজ! আমি আপনার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আপনি তাহা সকলই যথাযথরূপে বলিয়াছেন। এক্ষণে আমি একটী বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা বলুন। হে মহামুনে! সপ্তদ্বীপ, পাতাল-বীথী সপ্তলোক প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সকল স্থানই সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম, স্থূল ও স্থূলতর জীবগণ দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে। মুনি-শ্রেষ্ঠ! এমন যবোদরপ্রমাণ স্থানও দেখা যায় না, যেখানে স্বকীয় ভাগ্যের ফলভোগার্থ জীব-গণ বিচরণ না করিতেছে। ভগবন্! আয়ুঃ শেষ হইলে সকল জীবগণই যমের বশ হয় ও পরে যমের আদেশে নরকে অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। অনন্তর পাপভোগ শেষ হইলে তাহারা দেবাদি শরীর গ্রহণ করে। শাস্ত্রের ইহাই নিশ্চয়। মনুষ্যগণ যে, কি প্রকার কর্ম্ম করিলে আর যমের অধীন হয় না, আমি সেই কর্ম্ম জানিতে ইচ্ছুক, আপনি শীঘ্র বলুন।

পরাশর কহিলেন,—মুনে! মহাত্মা নকুল, পিতামহ ভীষ্মের নিকট এই বিষয় প্রশ্ন করেন। তদুত্তরে ভীষ্ম যাহা বলেন, তাহা আমার নিকটে শ্রবণ কর। ভীষ্ম কহিলেন,—বৎস! কলিঙ্গ-দেশোদ্ভব আমার সখা একজন ব্রাহ্মণ, এক-দিন আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, আমি কোন জাতিস্মর মুনিকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, ইহা বর্ত্তমানে এইরূপ আছে, ভবিষ্যৎকালে এইরূপ হইবে। বৎস নকুল! সেই জ্ঞানী ব্যক্তি যাহা বলিলেন, তাহাই হইল। ১—১০। আমি শ্রদ্ধাযুক্ত অন্তঃকরণে পুনর্ব্বার সেই কলিঙ্গদেশোদ্ভব

একদা তু ময়া পৃষ্টং যদেতদ্ভবতোদিতম্।
প্রাহ কালিঙ্গকো বিপ্রঃ স্মৃত্বা তস্য মুনের্বচঃ ॥১২
জাতিস্মরেণ কথিতো রহস্যঃ পরমো মম।
যমকিঙ্করয়োর্যোঽভূৎ সংবাদস্তং ব্রবীমি তে ॥১৩

কালিঙ্গ উবাচ।

স্বপুরুষমভিবীক্ষ্য পাশহস্তং
বদতি যমঃ কিল তস্য কর্ণমূলে।
পরিহর মধুসূদনপ্রপন্নান্
প্রভুরহমন্যনৃণাং ন বৈষ্ণবানাম্॥ ১৪
অহমমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা
যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরিগুরুবশগোঽস্মি ন স্বতন্ত্রঃ
প্রভবতি সংযমনে মমাপি বিষ্ণুঃ॥ ১৫
কটকমুকুটকর্ণিকাদিভেদৈঃ
কনকমভেদমপীষ্যতে যথৈকম্।
সুরপশুমনুজাদিকল্পনাভি-
র্হরিরখিলাভিরুদীর্য্যতে তথৈকঃ॥ ১৬
ক্ষিতিজলপরমাণবোঽনিলান্তে
পুনরপি যান্তি যথৈকতাং ধরিত্র্যা।
সুরপশুমনুজাদয়স্তথান্তে
গুণকলুষেণ সনাতনেন তেন॥ ১৭
হরিমমরগণার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিপদ্মং
প্রণমতি যঃ পরমার্থতো হি মর্ত্যঃ।
তমপগতসমস্তপাপবন্ধং
ব্রজ পরিহৃত্য যথাগ্নিমাজ্যসিক্তম্॥ ১৮
ইতি যমবচনং নিশম্য পাশী
যমপুরুষস্তমুবাচ ধর্ম্মরাজম্।
কথয় মম বিভো সমস্তধাতু-
র্ভবতি হরেঃ খলু যাদৃশোঽস্য ভক্তঃ॥ ১৯

যম উবাচ।

ন চলতি নিজবর্ণধর্ম্মতো যঃ
সমমতিরাত্মসুহৃদ্বিপক্ষপক্ষে।
ন হরতি ন চ হন্তি কিঞ্চিদুচ্চৈঃ
সিতমনসং তমবেহি বিষ্ণুভক্তম্॥ ২০

ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি জাতিস্মরোক্ত যে সকল কথা আমাকে বলিলেন, তাহা সকলই অব্যভিচারী (অর্থাৎ সম্পূর্ণ সত্য)। এক্ষণে তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, একদা আমি ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সেই কালিঙ্গক ব্রাহ্মণ, জাতিস্মর মুনির বাক্য স্মরণপূর্ব্বক বলিলেন, পূর্ব্বে যম ও যমকিঙ্করের পরস্পর যে অত্যন্ত গোপনীয় কথোপকথন হইয়াছিল, সেই বিষয় জাতিস্মর ব্রাহ্মণ আমার কাছে বলেন; এক্ষণে আমি তাহা বলিতেছি। কালিঙ্গ কহিলেন, পাশহস্ত স্বীয় দূতকে দেখিয়া যম তাহার কর্ণমূলে কহিলেন, মধুসূদনের শরণাগত ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ করিও; যেহেতু আমি বৈষ্ণব ভিন্ন অন্য সকল জীবের প্রভু। দেবগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত বিধাতা, লোকের পাপপুণ্য-বিচারের জন্য 'যম' এই নাম দিয়া আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি গুরু স্বরূপ হরির অধীন, কিন্তু স্বাধীন নহি, যেহেতু হরি আমারও দণ্ডবিধান করিতে সমর্থ। সুবর্ণ যেমন একরূপ হইয়াও বলয়, মুকুট, কর্ণভূষণ প্রভৃতি অলঙ্কার-ভেদে নানারূপে নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই প্রকার একমাত্র হরি দেব, মনুষ্য পশু প্রভৃতি নানা প্রকার কাল্পনিক রূপভেদে বহুরূপে কীর্ত্তিত। বায়ুর স্বপ্রকৃতিতে যখন তিরোভাব হয়, সেই সময় যে প্রকার পার্থিব ও জলীয় পরমাণুসমষ্টি পৃথিবীমাত্রাদিতে মিশিয়া যায়, সেইরূপ গুণ-ক্ষোভজনিত সুরাসুরমনুজাদিও প্রলয়কালে সেই সর্ব্বগুণপ্রভু সনাতন বিষ্ণুতেই বিলীন হয়। দেবগণ যাঁহার পাদপদ্ম পূজা করিয়া থাকেন, সেই হরিকে যিনি সকল বস্তুর আত্মা ভাবিয়া নমস্কার করেন, সেই অপগতপাপ পুরুষকে, ঘৃতাহুতি দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় স্পর্শ করিও না, দূর হইতে সরিয়া যাইও। পাশহস্ত যমদূত, ধর্ম্মরাজ যমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিল, বিভো! কিরূপে কোন্ প্রকার ব্যক্তি হরির ভক্ত হন, তাহা বলুন। যম কহিলেন,—যিনি নিজ বর্ণের ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হন, যিনি নিজ সুহৃদ্বর্গে ও বিপক্ষপক্ষে সমভাবে দেখিয়া থাকেন; যিনি পরদ্রব্য অপহরণ করেন না, কোন জীব হিংস

কলিকলুষমলেন যস্য নাত্মা
বিমলমতের্মলিনীকৃতোঽস্তমোহে।
মনসি কৃতজনার্দ্দনং মনুষ্যং
সততমবৈহি হরেরতীব ভক্তম্॥ ২১
কনকমপি রহস্যবেক্ষ্য বুদ্ধ্যা
তৃণমিব যঃ সমবৈতি বৈ পরস্বম্।
ভবতি চ ভগবত্যনন্যচেতাঃ
পুরুষবরং তমবৈহি বিষ্ণুভক্তম্॥ ২২
স্ফটিকগিরিশিলামলঃ ক বিষ্ণু-
র্মনসি নৃণাং ক চ মৎসরাদিদোষঃ।
ন হি তুহিনময়ূখরশ্মিপুঞ্জে
ভবতি হুতাশনদীপ্তিজঃ প্রতাপঃ॥ ২৩
বিমলমতিবিমৎসরঃ প্রশান্তঃ
শুচিচরিতোঽখিলসত্ত্বমিত্রভূতঃ।
প্রিয়হিতবচনোঽস্তমানমায়ে
বসতি সদা হৃদি তস্য বাসুদেবঃ॥ ২৪
বসতি হৃদি সনাতনে চ তস্মিন্
ভবতি পুমান্ জগতোঽস্য সৌম্যরূপঃ।
ক্ষিতিরসমতিরম্যমাত্মনোঽন্তঃ
কথয়তি চারুতয়ৈব শালপোতঃ॥ ২৫
যমনিয়মবিধূতকল্মষাণাং
অনুদিনমচ্যুতসক্তমানসানাম্।
অপগতমদমানমৎসরাণাং
ব্রজ ভট দূরতরেণ মানবানাম্॥ ২৬
হৃদি যদি ভগবাননাদিরাস্তে
হরিরসিশঙ্খগদাধরোঽব্যয়াত্মা।
তদঘমঘবিঘাতকর্ত্তৃভিন্নং
ভবতি কথং সতি চান্ধকারমর্কে॥ ২৭
হরতি পরধনং নিহন্তি জন্তূন্
বদতি তথানৃতনিষ্ঠুরাণি যশ্চ।
অশুভজনিতদুর্ম্মদস্য পুংসঃ
কলুষমতের্হৃদি তস্য নাস্ত্যনন্তঃ॥ ২৮
ন সহতি পরসম্পদং বিনিন্দাং
কলুষমতিঃ কুরুতে সতামসাধুঃ।

করেন না, যাঁহার অন্তঃকরণ রাগাদিশূন্য ও অতি নির্ম্মল, তাঁহাকেই বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবে। ১১—২০। যাঁহার নির্ম্মল অন্তঃকরণ কলিকলুষ দ্বারা সমল না হয়, যিনি মোহশূন্য হৃদয়ে সর্ব্বদা জনার্দ্দনকে চিন্তা করেন, তাঁহাকেই হরির পরম ভক্ত বলিয়া জানিবে। যিনি নির্জ্জনে পরস্ব সুবর্ণ দেখিয়াও তৃণের ন্যায় বুঝিয়া উপেক্ষা করেন, যিনি অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভগবানের চিন্তা করেন, সেই পুরুষপ্রধানকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে। স্ফটিকগিরির ন্যায় নির্ম্মল বিষ্ণু বা কোথায় ও মনুষ্যের মাৎসর্য্যাদিদোষ-কলুষিত হৃদয়ই বা কোথায়? এ উভয়ের অনেক অন্তর। চন্দ্রকিরণ-সমূহে কখনই হুতাশনদীপ্তিজাত উগ্রতা থাকে না, অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি-যুক্ত মনুষ্য কখনই হরিকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না, সুতরাং বিষ্ণুভক্তই হইতে পারে না। যে ব্যক্তি নির্ম্মল-চিত্ত, মাৎসর্য্যরহিত, প্রশান্ত, বিশুদ্ধচরিত, সকল জীবেরই মিত্র, প্রিয়বাদী ও হিতবাদী এবং অভিমান ও মায়ারহিত, তাঁহার হৃদয়েই বাসুদেব বাস করেন। সেই সনাতন বিষ্ণু হৃদয়ে বাস করিলে, মনুষ্য সকল লোকেরই প্রিয়দর্শন হয়। রমণীয় নবীন বৃক্ষ দেখিলেই লোকে বুঝিয়া থাকে যে, ইহার অভ্যন্তরে রমণীয় পার্থিব রস আছে। হে দূত! যম ও নিয়ম দ্বারা যাঁহাদের পাপরাশি দূর হইয়াছে, যাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদা অচ্যুতেই আসক্ত থাকে, যাঁহাদের অভিমান, অহঙ্কার ও মাৎসর্য্য নাই; এবংবিধ মনুষ্যকে দেখিয়া দূর হইতেই পলায়ন করিও। শঙ্খখড়্গগদাধারী অব্যয়াত্মা ভগবান্ হরি যদি হৃদয়ে বাস করেন, তাহা হইলে সকল পাপই পাপবিনাশী ভগবান্ দ্বারা নষ্ট হয়, কারণ সূর্য্য থাকিতে কখন অন্ধকার থাকিতে পারে না। যে পরধন হরণ করে, যে প্রাণিগণের হিংসা করে, যে মিথ্যা বাক্য ব্যবহার করে, যে নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করে, যাহার মন নির্ম্মল নহে, অমঙ্গল কার্য্যে যাহার হৃদয় আসক্ত হইয়াছে,—ঈদৃশ ব্যক্তির হৃদয়ে ভগবান্ বাস করেন না। যে ব্যক্তি, পরের ঐশ্বর্য্য সহ্য করিতে পারে না, যাহার মতি কলুষিত, যে সাধুদিগের নিন্দা করে,

ন যজতি ন দদাতি যশ্চ সন্তং
মনসি ন তস্য জনার্দ্দনোঽধমস্য ॥ ২৯
পরমসুহৃদি বান্ধবে কলত্রে
সুততনয়াপিতৃমাতৃভৃত্যবর্গে।
শঠমতিরুপযাতি যোঽর্থতৃষ্ণাং
তমধমচেষ্টমবেহি নাস্য ভক্তম্ ॥ ৩০
অশুভমতিরসৎপ্রবৃত্তিসক্তঃ
সততমনার্য্যবিশালসঙ্গমত্তঃ।
অনুদিনকৃতপাপবন্ধযত্নঃ
পুরুষপশুর্নহি বাসুদেবভক্তঃ ॥ ৩১
সকলমিদমহঞ্চ বাসুদেবঃ
পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।
ইতি মতিরচলা ভবত্যনন্তে
হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ ॥ ৩২
কমলনয়ন বাসুদেব বিষ্ণো
ধরণিধরাচ্যুত শঙ্খচক্রপাণে।
ভব শরণমিতীরয়ন্তি যে বৈ
ত্যজ ভট দূরতরেণ তানপাপান্ ॥ ৩৩
বসতি মনসি যস্য সোঽব্যয়াত্মা
পুরুষবরস্য ন তস্য দৃষ্টিপাতে।
তব গতিরথবা মমাস্তি চক্র-
প্রতিহতবীর্য্যবলস্য সোঽন্যলোক্যঃ ॥ ৩৪

কালিঙ্গ উবাচ।

ইতি নিজভটশাসনায় দেবো
রবিতনয়ঃ স কিলাহ ধর্ম্মরাজঃ।
মম কথিতমিদঞ্চ তেন তুভ্যং
কুরুবর সম্যগিদং ময়াপি চোক্তম্ ॥ ৩৫

ভীষ্ম উবাচ।

নকুলৈতন্মমাখ্যাতং পূর্ব্বং তেন দ্বিজন্মনা।
কলিঙ্গদেশাদভ্যেত্য প্রীয়তা সুমহাত্মনা ॥ ৩৬
ময়াপ্যেতদ্যথান্যায়ং সম্যগ্বৎস তবোদিতম্।
যথা বিষ্ণুমৃতে নান্যৎ ত্রাণং সংসারসাগরে ॥ ৩৭
কিঙ্করা দণ্ডপাশৌ বা ন যমো ন চ যাতনাঃ।
সমর্থাস্তস্য যস্যাত্মা কেশবালম্বনঃ সদা ॥ ৩৮

যে অসাধু, যে যাগ করে না, সাধুকে দান করে না,—ঈদৃশ অধম ব্যক্তির হৃদয়ে জনার্দ্দন বাস করেন না। যে ব্যক্তি প্রিয়-সুহৃদের নিকট, বন্ধুর নিকট, স্ত্রীর নিকট, পুত্র বা কন্যার নিকট, পিতামাতার নিকট, ভৃত্য সকলের নিকট শঠতা অবলম্বন করিয়া, অর্থতৃষ্ণা করে, সেই অধম-স্বভাব ব্যক্তি, বিষ্ণুভক্ত নহে জানিবে। যে ব্যক্তির মন গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল অতি নীচসংসর্গে মত্ত থাকে, যে ব্যক্তি নিয়ত পাপরাশিতেই লিপ্ত হইতে যত্ন করে,—সেই পুরুষপশু, বাসুদেবের ভক্ত নয়। ভগবান্ বাসুদেব পরমপুরুষ পরমেশ্বর এবং এক অর্থাৎ তাঁহার সদৃশ আর কেহই নাই, এই সকল জগৎ এবং আমিও বাসুদেব ভিন্ন নহি। হৃদয়স্থিত সেই অনন্তদেবের প্রতি যাঁহার এই-রূপ অচলমতি হয়, ঈদৃশ জনকে দূর হইতেই পরিহার করিবে। ২১—৩২। "হে কমলনয়ন! হে বাসুদেব! হে বিষ্ণো! হে ধরণীধর! হে অচ্যুত! হে শঙ্খচক্রপাণে! আমার আশ্রয় হও" যে সকল ব্যক্তি এইরূপ বাক্য বলেন, সেই পাপরহিত ব্যক্তিগণের দূর হইতেই পলায়ন করিও। যে পুরুষশ্রেষ্ঠের অন্তঃকরণে সেই অব্যয় হরি বাস করেন, সেই পুরুষ যত-দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করিবেন, ততদূর পর্য্যন্ত বিষ্ণুচক্র প্রভাবে তোমার ও আমার বলবীর্য্য বিনষ্ট হইবে, সুতরাং তুমি বা আমি ঈদৃশ পুণ্যাত্মার নিকটেও গমন করিতে পারি না, তিনি বৈকুণ্ঠধামে বাস করিবার যোগ্য। কালিঙ্গ কহিলেন,—হে কুরুবর! দেব রবি-তনয় ধর্ম্মরাজ, নিজ দূতকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন। সেই জাতিস্মর মুনি, আমাকে ঐ কথা বলিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমার নিকট ইহা কহিলাম। ভীষ্ম কহিলেন,—হে নকুল! পূর্ব্বে কলিঙ্গদেশ হইতে অভ্যাগত সুমহাত্মা ব্রাহ্মণ প্রীত হইয়া আমাকে এই বিষয় বলিয়াছেন। বৎস! অধুনা আমি সেই বৃত্তান্ত যথারীতি তোমার নিকট কহিলাম। এই সংসারসাগরে বিষ্ণু ব্যতীত আর পরিত্রাণ নাই। যাহার হৃদয়, সকল সময়েই কেশব-

পরাশর উবাচ।

এতন্মুনে তবাখ্যাতং গীতং বৈবস্বতেন যং।
তংপ্রশ্নানুগতং সম্যক্ কিমন্যং শ্রোতুমিচ্ছসি॥৩৯

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েহংশে যমগীতা নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ॥ ৭॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।

ভগবন্ ভগবান্ দেবঃ সংসারবিজিগীষুভিঃ॥
মামাখ্যাহি জগন্নাথো বিষ্ণুরারাধ্যতে যথা॥ ১
আরাধিতাচ্চ গোবিন্দাদারাধনপরৈর্নরৈঃ।
যং প্রাপ্যতে ফলং শ্রোতুং তবেচ্ছামি মহামুনে॥২

পরাশর উবাচ।

যং পৃচ্ছতি ভবানেতং সগরেণ মহাত্মনা।
ঔর্ব্ব আহ যথা পৃষ্টস্তন্মে কথয়তঃ শৃণু॥ ৩

সগরঃ প্রণিপত্যেদমৌর্ব্বং পপ্রচ্ছ ভার্গবম্।
বিষ্ণোরারাধনোপায়সম্বন্ধং মুনিসত্তম॥ ৪
ফলঞ্চারাধিতে বিষ্ণৌ যং পুংসামভিজায়তে।
স চাহ পৃষ্টো যত্তেন তস্মৈত্তেরাখিলং শৃণু॥ ৫

ঔর্ব্ব উবাচ।

ভৌমান্ মনোরথান্ স্বর্গান্ স্বর্গিবন্ধং তথাস্পদম্।
প্রাপ্নোত্যারাধিতে বিষ্ণৌ নির্ব্বাণমপি চোত্তমম্॥৬
যদ্যদিচ্ছতি যাবচ্চ ফলমারাধিতেঽচ্যুতে।
তং তদাপ্নোতি রাজেন্দ্র ভূরি স্বল্পমথাপি বা॥ ৭
যং তু পৃচ্ছসি ভূপাল কথমারাধ্যতে হি সঃ।
তদহং সকলং তুভ্যং কথয়ামি নিবোধ মে॥ ৮
বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যং তত্তোষকারণম্॥ ৯
যজন্ যজ্ঞান্ যজত্যেনং জপত্যেনং জপন্ নৃপ।

প্রিয় রহিয়াছে, তাঁহার যম, যম-কিঙ্কর, যমদণ্ড, যম-পাশ বা যম-যাতনার ভয় নাই। পরাশর কহিলেন,—এই নকুল-প্রশ্ন-প্রসঙ্গে, ভীষ্মকীর্ত্তিত যমগীতা তোমার নিকট বলিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ২৩—৩৯।

তৃতীয়াংশে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭॥

অষ্টম অধ্যায়।

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে ভগবন্! যাহারা সংসারকে জয় করিতে বাসনা করেন, তাঁহারা কিরূপে ভগবান্ দেব জগন্নাথ বিষ্ণুর আরাধনা করেন? এবং হে মহামুনে! ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া, মনুষ্যগণ কোন্ ফল লাভ করেন, তাহাও আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। পরাশর কহিলেন,—তুমি যে জিজ্ঞাসা করিলে, পূর্ব্বে মহাত্মা সগর কর্ত্তৃক এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া, ঔর্ব্ব যাহা প্রত্যুত্তর দেন, আমি বলি শ্রবণ কর। হে মুনিসত্তম! সগর, ভৃগুবংশীয় ঔর্ব্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করেন যে, কি উপায়ে বিষ্ণুর আরাধনা হইতে পারে এবং বিষ্ণুর আরাধনা করিলে, মনুষ্যগণের কি ফল হয়? হে মৈত্রেয়! ঔর্ব্ব এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া যে উত্তর প্রদান করেন, তাহা শ্রবণ কর। ঔর্ব্ব কহিলেন, বিষ্ণুর আরাধনা করিলে, ভূমিসম্বন্ধী সমুদায় মনোরথ সফল হয়, স্বর্গ ও ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তি হয় এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্ব্বাণমুক্তিও পাওয়া যায়। হে রাজেন্দ্র! যে যে ফল যে পরিমাণে ইচ্ছা করা যায়, তাহা অল্পই হউক, আর অধিকই হউক, অচ্যুতের আরাধনা করিলে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। ভূপতে! "কিরূপে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে হয়?" এই কথা যে তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সেই সম্বন্ধে আমি তোমাকে সকল বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। স্বকীয় বর্ণোক্ত আচারসমূহের অনুষ্ঠানপর হইলেই, পুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে সমর্থ হন, যেহেতু স্ব স্ব বর্ণসম্মত আচার-অনুষ্ঠান ভিন্ন অন্য কোন পথই বিষ্ণুর তোষজনক নহে। হে নৃপ! বিধি অনুসারে যজ্ঞ করিলেই বিষ্ণুর যজন হয়, বিধিপূর্ব্বক

ঘ্নংস্তথান্যং হিনস্ত্যেনং সর্ব্বভূতো যতো হরিঃ ॥১০
তস্মাৎ সদাচারবতা পুরুষেণ জনার্দ্দনঃ।
আরাধ্যতে স্ববর্ণোক্ত-ধর্ম্মানুষ্ঠানকারিণা ॥ ১১
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ ধরণীপতে।
স্বধর্ম্মতৎপরো বিষ্ণুমারাধয়তি নান্যথা ॥ ১২
পরাপবাদং পৈশুন্যমনৃতঞ্চ ন ভাষতে।
অন্যোদ্বেগকরঞ্চাপি তোষ্যতে তেন কেশবঃ ॥১৩
পরপত্নীপরদ্রব্যপরহিংসাসু যো মতিম্।
ন করোতি পুমান্ ভূপ তোষ্যতে তেন কেশবঃ ॥
ন তাড়য়তি নো হন্তি প্রাণিনোহন্যাংশ্চ দেহিনঃ।
যো মনুষ্যো মনুষ্যেন্দ্র তোষ্যতে তেন কেশবঃ ॥
দেবদ্বিজগুরূণাং যো শুশ্রূষাসু সদোদ্যতঃ।
তোষ্যতে তেন গোবিন্দঃ পুরুষেণ নরেশ্বর ॥১৬
যথাত্মনি চ পুত্রে চ সর্ব্বভূতেষু যস্তথা।
হিতকামো হরিস্তেন সর্ব্বদা তোষ্যতে সুখম্ ॥১৭
যস্য রাগাদিদোষেণ ন দুষ্টং নৃপ মানসম্।
বিশুদ্ধচেতসা বিষ্ণুস্তোষ্যতে তেন সর্ব্বদা ॥ ১৮
বর্ণাশ্রমেষু যে ধর্ম্মাঃ শাস্ত্রোক্তা নৃপসত্তম।
তেষু তিষ্ঠন্ নরো বিষ্ণুমারাধয়তি নান্যথা ॥ ১৯

সগর উবাচ।

তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি বর্ণধর্ম্মানশেষতঃ।
তথৈবাশ্রামধর্ম্মাংশ্চ দ্বিজবর্য্য ব্রবীহি তান্ ॥ ২০

ঔর্ব্ব উবাচ।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ যথাক্রমম্।
ত্বমেকাগ্রমনা ভূত্বা শৃণু ধর্ম্মান্ ময়োদিতান্ ॥ ২১
দানং দদ্যাৎ যজেদ্ দেবান্ যজ্ঞৈঃ স্বাধ্যায়তৎপরঃ
নিত্যোদকী ভবেদ্বিপ্রঃ কুর্য্যাচ্চাগ্নিপরিগ্রহম্ ॥ ২২
বৃত্ত্যর্থং যাজয়েচ্চান্যান্ অন্যানধ্যাপয়েৎ তথা।
কুর্য্যাৎ প্রতিগ্রহাদানং গুর্ব্বর্থং ন্যায়তো দ্বিজঃ ॥
সর্ব্বভূতহিতং কুর্য্যাৎ নাহিতং কস্যচিদ্দ্বিজঃ।

জপ করিলে বিষ্ণুরই জপ হয়, অন্য কোন প্রাণীরও হিংসা করিলে বিষ্ণুর হিংসা করা হয়, কারণ সেই বিষ্ণু সর্ব্বভূতময়। ১—১০। অতএব সদাচারযুক্ত হইয়া স্ব স্ব বর্ণোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই ভগবান্ জনার্দ্দনের আরাধনা করা হয়। হে ধরণীপতে ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহাঁরা স্ব স্ব ধর্ম্মে রত থাকিলেই ইহাঁদের বিষ্ণুর আরাধনা করা হয়, ইহা নিশ্চয়। যিনি সমক্ষে বা পরোক্ষে পরনিন্দা বা শঠতাচরণ বা মিথ্যা কথা ব্যবহার না করেন, যিনি এমন কোন কার্য্যই করেন না যে, তদ্দ্বারা কোন জীবের উদ্বেগ হইতে পারে, তাঁহার উপরই ভগবান্ বিষ্ণু সন্তুষ্ট হন। হে রাজন্! যিনি পরপত্নীহরণে, পরদ্রব্য-গ্রহণে বা পরহিংসা করণে মতি না করেন, তিনিই ভগবান্ বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন। যিনি কোন জীবকে বা উদ্ভিদ্‌কে বিনষ্ট বা প্রহার না করেন, সেই পুরুষই ভগবান্ বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন। যিনি দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুর সেবাতে সর্ব্বদা উদ্‌যোগী থাকেন, হে নরেশ্বর ! তিনিই ভগবান্ বিষ্ণুর পরিতোষ করিতে পারেন, তাঁহার প্রতিই ভগবান্ বিষ্ণু পরিতুষ্ট হন। যিনি সর্ব্বভূতেরই স্বকীয় পুত্রের ন্যায় মঙ্গল কামনা করেন, তিনি সুখে হরির সন্তোষ জন্মাইতে পারেন। হে রাজন্ ! যাঁহার মন হৃদয় রাগাদিদোষে দূষিত নহে, সেই বিশুদ্ধচিত্ত মনুষ্যের উপর বিষ্ণু সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট থাকেন। হে নৃপ ! শাস্ত্রে যে সমুদায় বর্ণাশ্রমের ধর্ম্ম উক্ত আছে, যে ব্যক্তি তাহাতে প্রবৃত্ত থাকেন, সেই ব্যক্তিই বিষ্ণুর আরাধনা করিতে পারেন, ইহা নিশ্চয়। সগর কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! এক্ষণে আমি আশ্রমধর্ম্ম ও বর্ণধর্ম্ম সকল শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, সেই সমুদায় বলুন। ১১—২০। ঔর্ব্ব কহিলেন,—আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের ধর্ম্ম যথাক্রমে বলিতেছি, তুমি একাগ্রমনা হইয়া শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য এই যে, দান করিবে, যজ্ঞ দ্বারা দেবতার আরাধনা করিতে থাকিবে, বেদাদি অধ্যয়ন করিবে, নিত্য স্নান-তর্পণাদি কর্ম্মে রত থাকিবে এবং অগ্নি পরিগ্রহ করিবে। ব্রাহ্মণ জীবিকার নিমিত্ত অন্য ব্রাহ্মণাদির যাজন করিবে ও অধ্যয়ন করাইবে, বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে বা গুরুদক্ষিণার সময় উপস্থিত হইলে ন্যায়ানুসারে প্রতিগ্রহ করিবে। ব্রাহ্মণ

মৈত্রী সমস্তভূতেষু ব্রাহ্মণস্যোত্তমং ধনম্॥ ২৪
গ্রাবে রত্নে চ পারক্যে সমবুদ্ধির্ভবেদ্দ্বিজঃ।
ঋতাবভিগমঃ পত্ন্যাং শস্যতে চাস্য পার্থিব॥ ২৫
দানানি দদ্যাদিচ্ছাতো দ্বিজেভ্যঃ ক্ষত্রিয়োঽপি হি
যজেচ্চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈরধীয়ীত চ পার্থিব॥ ২৬
শস্ত্রাজীবো মহীরক্ষা প্রবরা তস্য জীবিকা।
তস্যাপি প্রথমে কল্পে পৃথিবীপরিপালনম্॥ ২৭
ধরিত্রীপালনেনৈব কৃতকৃত্যো নরাধিপঃ।
ভবন্তি নৃপতেরংশা যতো যজ্ঞাদিকর্ম্মণাম্॥ ২৮
দুষ্টানাং ত্রাসনাদ্রাজা শিষ্টানাং পরিপালনাৎ।
প্রাপ্নোত্যভিমতান্ লোকান্ বর্ণসংস্থাকরো নৃপঃ॥
পাশুপাল্যং বণিজ্যঞ্চ কৃষিঞ্চ মনুজেশ্বর।
বৈশ্যায়দৌবিকাং ব্রহ্মা দদৌ লোকপিতামহঃ॥ ৩০
তস্যাপ্যধ্যয়নং যজ্ঞো দানং ধর্ম্মশ্চ শস্যতে।
নিত্যনৈমিত্তিকাদীনামনুষ্ঠানঞ্চ কর্ম্মণাম্॥ ৩১
দ্বিজাতিসংশ্রয়ং কর্ম্ম তাদর্থ্যং তেন পোষণম্।
ক্রয়বিক্রয়জৈর্ব্বাপি ধনৈঃ কারুভবেন বা॥ ৩২
দানঞ্চ দদ্যাৎ শূদ্রোঽপি পাপযজ্ঞৈর্যজেত চ।
পিত্র্যাদিকঞ্চ বৈ সর্ব্বং শূদ্রঃ কুর্ব্বীত তেন বৈ॥ ৩৩
ভৃত্যাদিভরণার্থায় সর্ব্বেষাঞ্চ পরিগ্রহঃ।
ঋতুকালাভিগমনং স্বদারেষু মহীপতে॥ ৩৪
দয়া সমস্তভূতেষু তিতিক্ষানভিমানিতা।
সত্যং শৌচমনায়াসো মঙ্গল্যং প্রিয়বাদিতা॥ ৩৫
মৈত্র্যস্পৃহা তথা তদ্বদকার্পণ্যং নরেশ্বর।
অনসূয়া চ সামান্য বর্ণানাং কথিতা গুণাঃ॥ ৩৬
আশ্রমাণাঞ্চ সর্ব্বেষামেতে সামান্যলক্ষণাঃ।
গুণাংস্তথাপদ্ধর্ম্মাংশ্চ বিপ্রাদীনামিমান্ শৃণু॥ ৩৭
ক্ষাত্রং কর্ম্ম দ্বিজস্যোক্তং বৈশ্যকর্ম্ম তথাপদি।

সর্ব্বপ্রাণীর হিতসাধন করিবে, কখন কাহারও অনিষ্ট করিবে না, কারণ সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি মৈত্রীই ব্রাহ্মণের উত্তম ধন। ব্রাহ্মণ পরকীয় রত্নকে প্রস্তর তুল্য বিবেচনা করিবে। হে রাজন্! ঋতুকালে পত্নীগমন করাও ব্রাহ্মণের প্রশস্ত কর্ম্ম। ক্ষত্রিয় ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণকে দান করিবে, বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিবে এবং অধ্যয়ন করিবে। শস্ত্রধারণ করা ও পৃথিবীরক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ জীবিকা। ইহার মধ্যে পৃথিবী-পালন করাই প্রথম কল্প। ক্ষত্রিয় পৃথিবী পালন দ্বারাই কৃতকৃত্য হন, যেহেতু পৃথিবীতে সম্পন্ন যজ্ঞাদি কর্ম্মের অংশ ভূপতিগণ প্রাপ্ত হন। বর্ণস্থিতি-সম্পাদক রাজা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন দ্বারা আপনার অভীষ্টলোক প্রাপ্ত হন। হে মনুজেশ্বর! লোকপিতামহ ব্রহ্মা বৈশ্যজাতির এইরূপ জীবিকা স্থির করিয়াছেন যে, তাহারা পশুপালন করিবে, বাণিজ্য করিবে ও কৃষিকর্ম্ম করিবে। ১১—৩০। অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, এই তিন প্রকারও বৈশ্যের প্রশস্ত ধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত তাহারা অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপও করিবে। শূদ্রের কর্ত্তব্য এই যে, দ্বিজগণের সেবা করিবে; দ্বিজগণের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কর্ম্মাচরণ করিবে, তদ্দ্বারা আত্মপোষণ হইবে, যদি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম দ্বারা আত্ম-পোষণ না হয়, তবে বাণিজ্য দ্বারা বা কারু-ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। এতদ্ব্যতীত শূদ্রেরা দ্বিজসেবার্জ্জিত ধন দ্বারা বৈশ্বদেব নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, দানাদি সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিবে এবং পিতৃশ্রাদ্ধাদি করিয়া নৈমিত্তিক ক্রিয়াসমূহ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। ভৃত্যাদির ভরণের জন্য সকল বর্ণেরই অর্থো-পার্জ্জন করা এবং ঋতুকালে স্বস্ত্রীতে গমন করা কর্ত্তব্য। সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়া, ক্লেশ-সহিষ্ণুতা, অভিমানশূন্যতা, সত্য, বাহ্যশুদ্ধি ও অন্তঃশুদ্ধি, পরিমিত পরিশ্রম, মঙ্গল, প্রিয়-বাদিতা, মৈত্রী, অস্পৃহা, অকার্পণ্য, অনসূয়তা হে রাজন্! এই সমুদায় সমস্ত বর্ণেরই গুণ বলিয়া অভিহিত ও সাধারণ লক্ষণ। অতঃপর ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণের আপদ্ধর্ম্ম অর্থাৎ স্ব স্ব বৃত্তি দ্বারা জীবিকা না চলিলে, কিরূপ বৃত্তি অব-লম্বন করা উচিত, তাহা শ্রবণ কর। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন প্রভৃতি ব্রাহ্মণবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রি-য়ের কর্ম্ম শস্ত্রধারণাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। তদভাবে বৈশ্যকর্ম্ম পশুপালন কৃষি-

রাজন্যস্য চ বৈশ্যোক্তং শূদ্রকর্ম্ম ন বৈ তয়োঃ ॥৩৮
সামর্থ্যে সতি তৎ ত্যাজ্যমুভাভ্যামপি পার্থিব।
তদেবাপদি কর্ত্তব্যং ন কুর্য্যাৎ কর্ম্মসঙ্করম্ ॥ ৩৯
ইত্যেতে কথিতা রাজন্ বর্ণধর্ম্মা ময়া তব।
ধর্ম্মমাশ্রমিণাং সম্যক্ ব্রুবতো মে নিশাময় ॥ ৪০

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে ধর্ম্মো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ঔর্ব্ব উবাচ।

বালঃ কৃতোপনয়নো বেদাহরণতৎপরঃ।
গুরুগেহে বসেদ্ভূপ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥ ১
শৌচাচারবতা তত্র কার্য্যং শুশ্রূষণং গুরোঃ।
ব্রতানি চরতা গ্রাহ্যো বেদশ্চ কৃতবুদ্ধিনা ॥ ২
উভে সন্ধ্যে রবিং ভূপ তথৈবাগ্নিং সমাহিতঃ।
উপতিষ্ঠেৎ তথা কুর্য্যাৎ গুরোরপ্যভিবাদনম্ ॥ ৩
স্থিতে তিষ্ঠেৎব্রজেদ্ যাতি নীচৈরাসীৎ তথা সতি
শিষ্যো গুরৌ নৃপশ্রেষ্ঠ প্রতিকূলং ন সঞ্চরেৎ ॥৪
তেনৈবোক্তঃ পঠেদ্বেদং নান্যচিত্তঃ পুরঃস্থিতঃ।
অনুজ্ঞাতঞ্চ ভিক্ষান্নমশ্নীয়াদ্ গুরুণা ততঃ ॥ ৫
অবগাহেদপঃ পূর্ব্বমাচার্য্যেণাবগাহিতাঃ।
সমিজ্জলাদিকঞ্চাস্য কল্যং কল্যমুপানয়েৎ ॥ ৬
গৃহীতগ্রাহ্যবেদশ্চ ততোঽনুজ্ঞামবাপ্য বৈ।
গার্হস্থ্যমাবসেৎ প্রাজ্ঞো নিষ্পন্নগুরুনিষ্কৃতিঃ ॥ ৭
বিধিনাবাপ্তদারস্তু ধনং প্রাপ্য স্বকর্ম্মণা।
গৃহস্থকার্য্যমখিলং কুর্য্যাদ্ভূপাল শক্তিতঃ ॥ ৮
নিবাপেন পিতৄনর্চ্চেৎ যজ্ঞৈর্দেবাংস্তথাতিথীন।
অন্নৈর্মুনীংশ্চ স্বাধ্যায়ৈরপত্যেন প্রজাপতিম্ ॥ ৯

বাণিজ্যাদিতে রত হইবে। ক্ষত্রিয়ও আপৎকালে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে, পরন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কখনও শূদ্রের বৃত্তি দাসত্বে রত হইবে না। হে রাজন্! যদি কোনরূপে কোন উপায় থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়, শূদ্রের কর্ম্ম অবলম্বন করিবে না; কিন্তু বিপৎকালে উপায়ান্তর বিদ্যমান না থাকিলে কাজে কাজেই শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে। যাহাতে চতুর্ব্বর্ণের বৃত্তি পরস্পর মিশ্রিত না হয়, সেই বিষয়ে সকলেই প্রযত্নপর থাকিবে। রাজন্! এই আমি তোমার নিকট বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম সকল কহিলাম। এক্ষণে আশ্রম-চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩১—৪০।

তৃতীয়াংশে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

ঔর্ব্ব কহিলেন,—হে নৃপতে! বালক, উপনয়নান্তে বেদপাঠে তৎপর হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক, সমাহিতচিত্তে গুরুগৃহে বাস করিবে। সেথানে শৌচ ও আচারানুষ্ঠান করত গুরুশুশ্রূষা করিবে এবং ব্রতসমূহের আচরণ করত বুদ্ধি স্থির করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে। হে রাজন্! দুই সন্ধ্যা সমাহিত হইয়া রবি ও অগ্নির উপাসনা করিবে এবং উপাসনান্তর গুরুকে অভিবাদন করিবে। গুরু গমন করিলে গমন করিবে, গুরু উপবেশন করিলে উপবিষ্ট হইবে; কখনও প্রতিকূলাচরণ করিবে না। গুরু অনুজ্ঞা করিলে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া অনন্যচিত্তে বেদ অধ্যয়ন করিবে; পরে গুরুর আজ্ঞা অনুসারে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিবে। আচার্য্য অগ্রে অবগাহন করিলে, শিষ্য পশ্চাৎ অবগাহন করিবে এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে কুশ, জল ও পুষ্প গুরুর জন্য আহরণ করিবে। শিষ্য এইরূপে আপনার অধ্যয়নোচিত বেদপাঠ সমাপ্ত করত কৃতবিদ্য হইয়া গুরুকে দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক গুরুর অনুমতি অনুসারে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে। রাজন্! গুরুগৃহে বাস সমাপ্ত হইলে, যথাবিধানে বিবাহ করিবে। পরে অধ্যাপনাদি দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া শক্তি অনুসারে সমুদায় গৃহস্থকার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকিবে। পিণ্ডদানাদি দ্বারা পিতৃগণের, যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের, অন্ন দ্বারা অতিথিগণের, স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষিগণের, অপত্যজনন দ্বারা

বলিকর্ম্মণা চ ভূতানি বাক্‌সত্যেনাখিলং জগৎ।
প্রাপ্নোতি লোকান্ পুরুষো নিজকর্ম্মসমর্জ্জিতান্॥
ভিক্ষাভুজশ্চ যে কেচিৎ পরিব্রাড্‌ব্রহ্মচারিণঃ।
তেঽপ্যত্রৈব প্রতিষ্ঠন্তে গার্হস্থ্যং তেন বৈ পরম্॥
বেদাহরণকার্য্যেণ তীর্থস্নানায় চ প্রভো।
অটন্তি বসুধাং বিপ্রাঃ পৃথিবীদর্শনায় চ॥ ১২
অনিকেতা হ্যনাহারা যে তু সায়ংগৃহাশ্চ তে।
তেষাং গৃহস্থঃ সর্ব্বেষাং প্রতিষ্ঠাযোনিরেব চ॥১৩
তেষাং স্বাগতদানাদি বক্তব্যং মধুরং নৃপ।
গৃহাগতানাং দদ্যাচ্চ শয়নাসনভোজনম্॥ ১৪
অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥ ১৫
অবজ্ঞানমহঙ্কারো দম্ভশ্চৈব গৃহে সতঃ।
পরিতাপোপঘাতৌ চ পারুষ্যঞ্চ ন শস্যতে॥ ১৬
যস্তু সম্যক্ করোত্যেবং গৃহস্থঃ পরমং বিধিম্।
সর্ব্ববন্ধবিনির্মুক্তো লোকানাপ্নোত্যনুত্তমান্॥ ১৭
বয়ঃপরিণতৌ রাজন্ কৃতকৃত্যো গৃহাশ্রমী।
পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা॥
পর্ণমূলফলাহারঃ কেশশ্মশ্রুজটাধরঃ।
ভূমিশায়ী ভবেৎ তত্র মুনিঃ সর্ব্বাতিথির্নৃপ॥ ১৯
চর্ম্মকাশকুশৈঃ কুর্য্যাৎ পরিধানোত্তরীয়কে।
তদ্বৎ ত্রিসবনং স্নানং শস্তমস্য নরেশ্বর॥ ২০
দেবতাভ্যর্চ্চনং হোমঃ সর্ব্বাভ্যাগতপূজনম্।
ভিক্ষা বলিপ্রদানঞ্চ শস্তমস্য নরেশ্বর॥ ২১
বন্যস্নেহেন গাত্রাণামভ্যঙ্গশ্চাস্য শস্যতে।
তপস্তশ্চ রাজেন্দ্র শীতোষ্ণাদি সহিষ্ণুতা॥ ২২
যস্ত্বেতাং নিহিতশ্চর্য্যাং বানপ্রস্থশ্চরেন্মুনিঃ।
স দহত্যগ্নিবদ্দোষান্ জয়েল্লোকাংশ্চ শাশ্বতান্॥২৩
চতুর্থশ্চাশ্রমো ভিক্ষোঃ প্রোচ্যতে যো মনীষিভিঃ।

প্রজপতির, বলিকর্ম্ম দ্বারা ভূতগণের এবং সত্য বাক্য দ্বারা সমুদায় লোকের অর্চ্চনাকারী গৃহস্থ, স্বকীয় সৎকর্ম্মার্জ্জিত উত্তম স্বর্গাদিলোকে গমন করেন। ১—১০। যে সকল পরিব্রাজক বা ব্রহ্মচারী ভিক্ষা দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, গৃহস্থই তাঁহাদের আশ্রয়; সেইজন্য গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণেরা বেদসংগ্রহের জন্য কিংবা পৃথিবী-দর্শনের জন্য পৃথিবী বিচরণ করিয়া থাকেন। ইহাঁদের মধ্যে অনেকেরই আহার-সংস্থান বা গৃহ প্রভৃতি নাই। তাঁহারা ভ্রমণ-ক্রমে সায়ংকালে যে স্থলে উপস্থিত হন, তাহাই তাঁহাদের গৃহ। গৃহস্থ এই সকল ব্যক্তির আশ্রয়কারণ। রাজন্! এই সকল ব্যক্তি যখন গৃহে উপস্থিত হইবেন, তখন গৃহস্থ কুশল-জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক মধুর-বাক্য কহিবে এবং সামর্থ্যানুসারে আহার, আসন ও শয্যা প্রদান করিবে। অতিথি হতাশ হইয়া, যাহার গৃহ হইতে ফিরিয়া যান, সে ব্যক্তি অতিথির দুষ্কৃত গ্রহণ করে এবং অতিথি, গৃহস্থের সঞ্চিত পুণ্য লইয়া গমন করে। অতিথির প্রতি অবজ্ঞা, অহঙ্কার প্রকাশ, দম্ভ, দান করিয়া পরিতাপ, প্রত্যাখ্যান ও নিষ্ঠুরতা, এই সমুদায় গৃহস্থের উচিত নহে। যে গৃহস্থ এই সমুদায় উত্তম বিধির অনুষ্ঠান করেন, তিনি সমুদায় সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরকালে উত্তম স্বর্গাদি-লোক প্রাপ্ত হন। রাজন্! গৃহস্থ এইরূপ গৃহস্থের কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া বয়ঃপরিণতি হইলে পত্নীকে পুত্রের নিকট রাখিয়া অথবা পত্নীকে সঙ্গে লইয়া বনগমন করিবে। হে নৃপ! অনন্তর বনে বাস করিয়া, কেশ শ্মশ্রু ও জটা ধারণ করত, ফল, মূল ও বৃক্ষের পত্র আহারপূর্ব্বক ভূমিতে শয়ন করিবে এবং মুনি-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সকল প্রকার অতিথি-পূজা করিবে। চর্ম্ম, কাশ ও কুশ দ্বারা পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র নির্ম্মাণ করিবে। হে নরেশ্বর! এইরূপ ত্রিসন্ধ্যা স্নানও বনবাসীর প্রশস্ত কর্ম্ম। ১১—২০। রাজন্! দেবতাপূজা, হোম, অভ্যাগত ব্যক্তি সকলের পূজা, ভিক্ষুককে ভিক্ষা দান এবং দেবতোদ্দেশে পূজোপহার প্রদানও বনবাসীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। হে রাজেন্দ্র! গাত্রে বন্য স্নেহ মাখিবে এবং শীত গ্রীষ্ম সহ্য-পূর্ব্বক তপস্যা করিবে। যে ব্যক্তি সমাহিত-চিত্তে বানপ্রস্থাশ্রমে মুনিব্যবহার করেন, তিনি হুতাশনের ন্যায় আত্মদোষ সমুদায় দগ্ধ করত অন্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। হে নৃপ! পণ্ডি-

তস্য স্বরূপং গদতো মম শ্রোতুং নৃপার্হসি ॥ ২৪
পুত্রদ্রব্যকলত্রেষু ত্যক্তস্নেহো নরাধিপ।
চতুর্থমাশ্রমং স্থানং গচ্ছেন্নির্মুক্তমৎসরঃ ॥২৫
ত্রৈবর্গিকাংস্ত্যজেৎ সর্ব্বানারম্ভানবনীপতে।
মিত্রাদিষু সমো মৈত্রঃ সমস্তেষ্বেব জন্তুষু ॥ ২৬
জরায়ুজাণ্ডজাদীনাং বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ ক্বচিৎ।
যুক্তঃ কুর্ব্বীত ন দ্রোহং সর্ব্বসংজ্ঞাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥
একরাত্রস্থিতির্গ্রামে পঞ্চরাত্রস্থিতিঃ পুরে।
তথা তিষ্ঠেদ্যথা প্রীতির্দ্বেষো বাস্য ন জায়তে ॥২৮
প্রাণযাত্রানিমিত্তঞ্চ ব্যঙ্গারে ভুক্তবর্জ্জনে।
কালে প্রশস্তবর্ণানাং ভিক্ষার্থং পর্য্যটেদ্গৃহান্ ॥ ২৯
কামঃ ক্রোধস্তথা দর্পমোহলোভাদয়শ্চ যে।
তাংস্তু দোষান্ পরিত্যজ্য পরিব্রাট্ নির্ম্মমো ভবেৎ
অভয়ং সর্ব্বসত্ত্বেভ্যো দত্ত্বা যশ্চরতে মুনিঃ।

তেরা যে চতুর্থ আশ্রমকে ভিক্ষুর আশ্রম বলেন, এক্ষণে সেই ভিক্ষুর আশ্রমের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে নরাধিপ! তৃতীয় আশ্রমান্তে পুত্র, কলত্র ও সমুদায় দ্রব্যে স্নেহশূন্য হইয়া মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করত চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করিবে। হে অবনীপতে! ভিক্ষু—ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গসাধন সমুদায় যাগাদির অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিবেন এবং শত্রু, মিত্র ও ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদায় প্রাণীরই সমান মিত্র হইবেন। বাক্য, মন বা কর্ম্ম দ্বারা জরায়ুজ অণ্ডজ প্রভৃতি কোন জীবেরই কখন অনিষ্টাচরণ করিবেন না। সর্ব্বদা যোগরত থাকিবেন এবং সকলের সহিত সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। গ্রামে এক রাত্রি ও নগরে পঞ্চ রাত্রি বাস করিবেন; ইহার অধিক কাল থাকিবেন না। ইহার মধ্যেও যেখানে প্রীতি জন্মে ও দ্বেষ না হয়, এরূপ স্থানে থাকিবেন। যে সময় গৃহস্থের পাকাদির অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে, যে সময় সকলেরই আহার নিষ্পন্ন হইয়া যাইবে, সেই সময়ে ভিক্ষার জন্য ব্রাহ্মণাদির গৃহে উপস্থিত হইবেন। পরিব্রাট্ ব্যক্তি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহঙ্কার প্রভৃতি দোষ সকল পরিত্যাগ করিয়া মমতাশূন্য হইবেন। যে মুনি সর্ব্বজীবকে অভয় দান করিয়া বিচরণ করেন,

ন তস্য সর্ব্বসত্ত্বেভ্যো ভয়মুৎপদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৩১
কৃতাগ্নিহোত্রং স্বশরীরসংস্থং
শারীরমগ্নিং স্বমুখে জুহোতি।
বিপ্রস্তু ভিক্ষোপগতৈর্হবির্ভি-
শ্চিতাগ্নিনা স ব্রজতি স্ম লোকান্ ॥ ৩২
মোক্ষাশ্রমং যশ্চরতে যথোক্তং
শুচিঃ স্বসঙ্কল্পিতবুদ্ধিযুক্তঃ।
অনিন্ধনং জ্যোতিরিব প্রশান্তং
স ব্রহ্মলোকং জয়তি দ্বিজাতিঃ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে যতিধর্ম্মো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

সগর উবাচ।
কথিতশ্চাতুরাশ্রম্যং চাতুর্বর্ণ্যক্রিয়া তথা।
পুংসঃ ক্রিয়ামহং শ্রোতুমিচ্ছামি দ্বিজসত্তম ॥ ১

সকল জীব হইতেও তাঁহার ভয় উৎপন্ন হয় না। যে ব্রাহ্মণ, চতুর্থ আশ্রমে শারীরিক অগ্নিকে অগ্নিহোত্ররূপে স্বশরীরে সংস্থাপনপূর্ব্বক, ভিক্ষান্নরূপ হবিঃসমূহ দ্বারা নিজ মুখে হোম করত চৈতন্য অগ্নি দ্বারা কর্ম্ম সকল দহন করেন, তিনি উত্তম লোক (ব্রহ্মলোক—মুক্তি) প্রাপ্ত হন। যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মভিন্ন সকল মিথ্যা, সমুদায় জগৎ ব্রহ্মেরই সঙ্কল্প-রচিত, এইরূপ জ্ঞান করিয়া যথোক্ত বিধানে পরম পবিত্র মোক্ষের কারণ চতুর্থ আশ্রমের অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি অনিন্ধন জ্যোতিঃস্বরূপ এবং প্রশান্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবেন। ২১—৩৩।

তৃতীয়াংশে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

সগর কহিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি চতুরাশ্রমের কর্ম্ম ও চতুর্বর্ণের ক্রিয়া সকল বলিলেন, এক্ষণে আপনার নিকট মনুষ্যের জাত-

নিত্যাং নৈমিত্তিকীং কাম্যাং
ক্রিয়াং পুংসামশেষতঃ।
সমখ্যাহি ভৃগুশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞো হ্যসি মে মতঃ॥ ২
ঔর্ব্ব উবাচ।
যদেতদুক্তং ভবতা নিত্যনৈমিত্তিকাশ্রিতম্।
তদহং কথয়িষ্যামি শৃণুষ্বেকমনা নৃপ॥ ৩
জাতস্য জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়াকাণ্ডমশেষতঃ।
পুত্রস্য কুর্ব্বীত পিতা শ্রাদ্ধঞ্চাভ্যুদয়াত্মকম্॥ ৪
যুগ্মাংস্তু প্রাঙ্মুখান্ বিপ্রান্ ভোজয়েন্মনুজেশ্বর।
যথাবৃত্তি তথা কুর্য্যাদ্দৈব্যং পিত্র্যং দ্বিজন্মনাম্॥৫
দধ্না যবৈঃ সবদরৈর্মিশ্রান্ পিণ্ডান্ মুদা যুতঃ।
নান্দীমুখেভ্যস্তীর্থেন দদ্যাদ্দৈবেন পার্থিব॥ ৬
প্রাজাপত্যেন বা সর্ব্বমুপচারং প্রদক্ষিণম্।
কুর্ব্বীত তত্তথাশেষবৃত্তিকালেষু ভূপতে॥ ৭
ততশ্চ নাম কুর্ব্বীত পিতৈব দশমেহহনি।
দেবপূর্ব্বং নরাখ্যং হি শর্ম্মবর্ম্মাদিসংযুতম্॥ ৮
শর্ম্মেতি ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মেতি ক্ষত্রসংশ্রয়ম্।
গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥ ৯
নার্থহীনং নবাশস্তং নাপশব্দযুতং তথা।
নামঙ্গল্যং জুগুপ্সং বা নাম কুর্য্যাৎ সমাক্ষরম্॥১০
নাতিদীর্ঘং ন হ্রস্বং বা নাতিগুর্ব্বক্ষরান্বিতম্।
সুখোচ্চার্য্যন্তু তন্নাম কুর্য্যাদ্যৎ প্রবণাক্ষরম্॥ ১১
ততোহনন্তরসংস্কারসংস্কৃতো গুরুবেশ্মনি।
যথোক্তং বিধিমাশ্রিত্য কুর্য্যাদ্বিদ্যাপরিগ্রহম্॥১২
গৃহীতবিদ্যো গুরবে দত্ত্বা চ গুরুদক্ষিণাম্।
গার্হস্থ্যমিচ্ছন্ ভূপাল কুর্য্যাদ্দারপরিগ্রহম্॥ ১৩
ব্রহ্মচর্য্যেণ বা কালং কুর্য্যাৎ সঙ্কল্পপূর্ব্বকম্।
গুরোঃ শুশ্রূষণং কুর্য্যাৎ তৎপুত্রাদেরথাপি বা॥১৪
বৈখানসো বাপি ভবেৎ প্রব্রজেদ্বা যথেচ্ছয়া।
পূর্ব্বসঙ্কল্পিতং যাদৃক্ তাদৃক্ কুর্য্যান্মহীপতে॥ ১৫
বর্ষৈরেকগুণাং ভার্য্যামুদ্বহেৎ ত্রিগুণঃ স্বয়ম্।

কর্ম্ম আদি ক্রিয়া শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ভৃগুশ্রেষ্ঠ! আমি জানি যে, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব আপনি মানবগণের নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম সমুদায় অশেষ প্রকারে বলুন। ঔর্ব্ব কহিলেন, নৃপ! আপনি যে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ বিষয়ক প্রশ্ন করিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, একমনা হইয়া শ্রবণ করুন। পুত্র জন্মাইলে পিতা তাহার জাতকর্ম্ম প্রভৃতি অশেষ ক্রিয়াকাণ্ড ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবেন। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ সময়ে দুই জন ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া স্বকীয় কুল-ব্যবহার ক্রমে দেবপক্ষের ও পিতৃপক্ষের শ্রাদ্ধকর্ম্ম করিতে হইবে। রাজন্! সন্তুষ্টচিত্তে দধি, যব ও বদর মিশ্রিত পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া, দৈবতীর্থ দ্বারা (অঙ্গুলির অগ্রভাগকে দৈবতীর্থ বলা যায়।) নান্দীমুখ পিতৃগণকে প্রদান করিবে। অথবা প্রজাপতিতীর্থ অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলি-মূল দ্বারাই সমুদায় উপচারদ্রব্য প্রদান করিবে। ভূপতে! সমুদায় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধই প্রাদক্ষিণ্য ক্রমে করা কর্ত্তব্য। অনন্তর পুত্রোৎপত্তিদিনাবধি দশম দিবস অতীত হইলে, পিতা পুত্রের নামকরণ করিবেন। পুরুষের নাম পুরুষবাচক হইবে। নামের প্রথম দেবতার নাম ও শেষে শর্ম্মা বর্ম্মা প্রভৃতির যোগ করিবে। ব্রাহ্মণের নামের শেষে শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের নামের শেষে বর্ম্মা ও বৈশ্য শূদ্রের নামের শেষে (যথাক্রমে) গুপ্ত দাস প্রভৃতি যোগ করা উচিত। অর্থহীন, অপ্রশস্ত, অপশব্দযুক্ত, অমঙ্গল্য ও নিন্দিত নাম ব্যবহার করিবে না। নামের অক্ষরগুলি সম হওয়া উচিত। ১—১০। পিতা,—অনতিদীর্ঘ, অনতিহ্রস্ব, অনতি-সংযুক্তাক্ষরবিশিষ্ট, সুখোচ্চার্য্য, মধুর-অক্ষর নাম রক্ষা করিবেন। অনন্তর বালক সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া গুরুগৃহে গমনপূর্ব্বক যথোক্ত বিধি অবলম্বন করত বিদ্যা পরিগ্রহে রত হইবে। হে ভূপাল! পাঠ সমাপ্ত করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করত গৃহস্থ হইবার ইচ্ছায় দারপরিগ্রহ করিবে; অথবা সঙ্কল্পপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করত জীবন অতিবাহিত করিবে এবং গুরুর বা গুরুপুত্রাদির শুশ্রূষা করিবে; কিংবা পূর্ব্বে যে প্রকার সঙ্কল্প থাকে, তদনুসারে বনবাসী হইবে; অথবা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া যথা ইচ্ছা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। যিনি

নাতিকেশামকেশাং বা নাতিকৃষ্ণাং ন পিঙ্গলাম্॥
নিসর্গতো বিকলাঙ্গীমধিকাঙ্গীং চ নোদ্বহেৎ।
নাবিশুদ্ধাং সরোগাং বাকুলজাং বাতিরোগিণীম্॥
ন দুষ্টাং দুষ্টবাচাটাং ব্যঙ্গিনীং পিতৃমাতৃতঃ।
ন শ্মশ্রুব্যঞ্জনবতীং নচৈব পুরুষাকৃতিম্॥ ১৮
ন ঘর্ঘরস্বরাং ক্ষাম-বাক্যাং কাকস্বরাং ন চ।
নানিবদ্ধেক্ষণাং তদ্বৎ বৃত্তাক্ষীং নোদ্বহেৎ স্ত্রিয়ম্॥
যস্যাশ্চলোমশে জঙ্ঘে গুল্ফৌ যস্যাস্তথোন্নতৌ।
গণ্ডয়োঃ কূপকৌ যস্যা হসন্ত্যাস্তাঞ্চ নোদ্বহেৎ॥২০
নোদ্বহেৎ তাদৃশীং কন্যাং প্রাজ্ঞঃ কার্য্যবিশারদঃ।
নাতিরুক্ষচ্ছবিং পাণ্ডুকরজামরুণেক্ষণাম্॥ ২১
আপীনহস্তপাদঞ্চ ন কন্যামুদ্বহেদ্বুধঃ।
ন বামনাং নাতিদীর্ঘাং নোদ্বহেৎ সংহতভ্রুবম্॥ ২২
ন চাতিচ্ছিদ্রদশনাং ন করালমুখীং নরঃ।
পঞ্চমীং মাতৃপক্ষাচ্চ পিতৃপক্ষাচ্চ সপ্তমীম্॥ ২৩
গৃহস্থস্তূদ্বহেৎ কন্যাং ন্যায্যেন বিধিনা নৃপ।
ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ॥ ২৪
গান্ধর্ব্বরাক্ষসৌ চান্যৌ পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥২৫
এতেষাং যস্য যো ধর্ম্মো বর্ণস্যোক্তো মহর্ষিভিঃ।
কুর্ব্বীত দারাহরণং তেনান্যং পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ২৬
সধর্ম্মচারিণীং প্রাপ্য গার্হস্থ্যং সহিতস্তয়া।
সমুদ্বহেদ্দদাত্যেষা সম্যগ্‌ঢ়া মহাফলম্॥ ২৭

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে
দশমোঽধ্যায়ঃ।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

সগর উবাচ।
গৃহস্থস্য সদাচারং শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং মুনে।
লোকাদস্মাৎ পরস্মাচ্চ যমাতিষ্ঠন্ন হীয়তে॥ ১

গৃহাস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন, তিনি বিবাহ কন্যার বয়ঃক্রম, আপনার বয়ঃক্রমের তৃতীয়াংশ হওয়া উচিত জানিয়া এবং অতিকেশা, বা অল্প-কেশা অতি কৃষ্ণবর্ণা বা অতিপিঙ্গলবর্ণা, স্বভা-বতঃ বিকলাঙ্গী, অধিকাঙ্গী, অবিশুদ্ধা, রুগ্ন-শরীরা, মন্দকুলোৎপন্না, দুষ্টা, কটুভাষিণী, পিতামাতা অনুসারে বিকলাঙ্গী, শ্মশ্রুচিহ্ন-বিশিষ্টা, পুরুষকারা, ঘর্ঘরস্বরা, অতিক্ষীণবচনা, কাকস্বরা, পক্ষ্মশূন্য-নেত্রা, বৃত্তনয়না কন্যাকে বিবাহ করিবেন না। যাহার জঙ্ঘাদ্বয় লোমশ, যাহার গুল্ফ উন্নত, হাস্য করিবার কালে যাহার গণ্ডদ্বয়ে গর্ত্ত হয়, তাহাকে বিবাহ করিবে না। ১১—২০। যাহার আকার কোমল নহে, যাহার নখ পাণ্ডুবর্ণ; যাহার নয়ন অরুণ, এবংবিধ কন্যাকে কার্য্যবিশারদ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিবাহ করিবে না। যাহার হস্ত ও পদ ঈষৎ স্থূল, ঈদৃশ কন্যা বিবাহের যোগ্য নহে; যাহার শরীর অতি খর্ব্ব বা অতি-দীর্ঘ, যাহার ভ্রূযুগল পরস্পর মিলিত, পণ্ডিত ঈদৃশ কন্যা বিবাহ করিবেন না। যাহার দন্তমধ্যে অধিক ছিদ্র আছে, যাহার মুখ করাল, —ঈদৃশ কন্যাকে এবং মাতৃপক্ষে পঞ্চমী ও পিতৃপক্ষে সপ্তমী কন্যাকেও বিবাহ করিবে না। হে রাজন্! গৃহস্থ ব্যক্তি যথাশাস্ত্র ন্যায়ানুগত বিধি অনুসারে বিবাহ করিবে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও সর্ব্বাধম পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহ আছে। এই সকল বিবাহের মধ্যে যে বর্ণের যে বিবাহ ধর্ম্মসম্মত বলিয়া মহর্ষিরা কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই বিবাহ-বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক দার পরিগ্রহ করিবে, কিন্তু পৈশাচবিবাহ করা উচিত নহে। এইরূপে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ-পূর্ব্বক সহধর্ম্মচারিণী পত্নী পরিগ্রহ করিবে; যথাশাস্ত্র বিবাহিতা পত্নী মহাফল প্রদান করে। ২১—২৭।

তৃতীয়াংশে দশম অধ্যায় সমাপ্ত॥

একাদশ অধ্যায়।

সগর কহিলেন, হে মুনে! যে সদাচার অনুষ্ঠান করিলে গৃহস্থ ইহলোকে ও পরলোকে সুখহীন এবং ধর্ম্মচ্যুত না হয়, তাদৃশ সদাচার

ঔর্ব্ব উবাচ।

শ্রূয়তাং পৃথিবীপাল সদাচারস্য লক্ষণম্।
সদাচারবতা পুংসা জিতৌ লোকাবুভাবপি॥ ২
সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ।
তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে॥ ৩
সপ্তর্ষয়োঽথ মনবঃ প্রজানাং পতয়স্তথা।
সদাচারস্য বক্তারঃ কর্ত্তারশ্চ মহীপতে॥ ৪
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে সুস্থে চ মানসে মতিমান্ নৃপ।
বিবুদ্ধশ্চিন্তয়েদ্ধর্ম্মমর্থঞ্চাস্যাবিরোধিনম্॥ ৫
অপীড়য়া তয়োঃ কামমুভয়োরপি চিন্তয়েৎ।
দৃষ্টাদৃষ্টবিনাশায় ত্রিবর্গে সমদর্শিতা॥ ৬
পরিত্যজেদর্থকামৌ ধর্ম্মপীড়াকরৌ নৃপ।
ধর্ম্মমপ্যসুখোদর্কং লোকবিদ্বিষ্টমেব চ॥ ৭
ততঃ কল্যং সমুত্থায় কুর্য্যান্মৈত্রং নরেশ্বর।
নৈঋর্ত্যামিষুবিক্ষেপমতীত্যাভ্যধিকং ভুবঃ॥ ৮
দূরাদাবসথান্মূত্রং পুরীষঞ্চ সমুৎসৃজেৎ।
পাদাবসেচনোচ্ছিষ্টে প্রক্ষিপেন্ন গৃহাঙ্গণে॥ ৯
আত্মচ্ছায়াং তরুচ্ছায়াং গোসূর্য্যাগ্ন্যনিলাংস্তথা।
গুরুদ্বিজাতীংশ্চ বুধো ন মেহেত কদাচন॥ ১০
ন কৃষ্টে শস্যমধ্যে বা গোব্রজে জনসংসদি।
ন বর্ত্মনি ন নদ্যাদিতীর্থেষু পুরুষর্ষভ॥ ১১
নাপ্সু ন বাম্ভসস্তীরে ন শ্মশানে সমাচরেৎ।
উৎসর্গং বৈ পুরীষস্য মূত্রস্য চ বিসর্জ্জনম্॥ ১২
উদঙ্মুখো দিবোৎসর্গং বিপরীতমুখো নিশি।
কুর্ব্বীতানাপদি প্রাজ্ঞো মূত্রোৎসর্গঞ্চ পার্থিব॥১৩
তৃণৈরাস্তীর্য্য বসুধাং বস্ত্রপ্রাবৃতমস্তকঃ।
তিষ্ঠেন্নাতিচিরং তত্র নৈব কিঞ্চিদুদীরয়েৎ॥ ১৪
বল্মীকমূষিকোৎখাতাং মৃদমন্তর্জ্জলাং তথা।
শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ নাদদ্যাল্লেপসম্ভবাম্॥ ১৫
অন্তঃপ্রাণ্যবপন্নাঞ্চ হলোৎখাতাঞ্চ ভূমিপ।
পরিত্যজেন্মৃদশ্চৈতাঃ সকলাঃ শৌচসাধনম্॥ ১৬

শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ঔর্ব্ব কহিলেন,—হে পৃথিবীপাল! সদাচারের লক্ষণ শ্রবণ করুন। সদাচারপরায়ণ মনুষ্য ইহলোক ও পরলোক জয় করিতে পারেন। সৎ শব্দের অর্থ সাধু। যাঁহারা দোষশূন্য, তাঁহাদিগকেই সাধু বলা যায়। সাধুদিগের যে আচার, তাহারই নাম সদাচার। হে মহীপতে! সপ্তর্ষিগণ, মনুষ্যগণ ও প্রজাপতিগণ, এই সদাচারের বক্তা ও কর্ত্তা। হে নৃপ! ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে সুস্থ ও প্রশান্ত অন্তঃকরণ, বুদ্ধিমান জাগরিত হইয়া ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মাবিরোধী অর্থচিন্তা করিবে। ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ের অবিরোধে কামচিন্তাও করিবে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের মধ্যে কাহারও দৃষ্ট বা অদৃষ্টরূপে হানি না হয়, এইজন্য ত্রিবর্গের প্রতিই সম দর্শন রাখা কর্ত্তব্য। হে নৃপ! ধর্ম্মবিরুদ্ধ অর্থ ও কাম পরিত্যাগ করিবে। যে ধর্ম্ম অসুখকর বা সমাজবিরুদ্ধ, তাদৃশ ধর্ম্মও অনুষ্ঠান করিবে না; হে নরেশ্বর! প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করত গ্রামের নৈঋর্তকোণে বাণ-বিক্ষেপের সীমা অতিক্রম করিয়া বাসস্থান হইতে দূরদেশে মলমূত্র ত্যাগ করিবে; যে স্থলে পদচিহ্ন থাকিবে, তাদৃশ স্থানে বা গৃহ-প্রাঙ্গণে মূত্র বা পুরীষ ত্যাগ করিবে না; আত্ম-চ্ছায়ার উপর, গৃহচ্ছায়ার উপর এবং গো, ব্রাহ্মণ ও তরুচ্ছায়ার উপর, বায়ু বা অগ্নির সম্মুখে, অথবা সূর্য্যাভিমুখে, পণ্ডিত প্রস্রাব করিবেন না। ১—১০। পুরুষশ্রেষ্ঠ! হলাদি দ্বারা কৃষ্টভূমিতে, শস্যক্ষেত্র মধ্যে, গোষ্ঠ মধ্যে জনসমাজে, পথিমধ্যে নদ্যাদিতীর্থে জলমধ্যে, তীরে অথবা শ্মশানে মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করিবে না। রাজন্! কোন ব্যাঘাত না থাকিলে পণ্ডিত দিবাভাগে উত্তরমুখ, রাত্রি-কালে দক্ষিণমুখ হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবেন। পুরীষোৎসর্গকালে মৃত্তিকার উপর কতকগুলি তৃণ বিছাইবে। বস্ত্র দ্বারা মস্তক আবৃত করিবে সেস্থানে অধিক সময় বসিয়া থাকিবে না, কথা কহিবে না। অনন্তর শৌচকালে বল্মীক-মৃত্তিকা, মূষিক-মৃত্তিকা, আর্দ্র-মৃত্তিকা, শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা ও গৃহলেপ মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে না। কীটযুক্ত মৃত্তিকা এবং হলোৎখাত মৃত্তিকা পরিত্যাগ করিবে। এই সকল ভিন্ন আর আর সকল মৃত্তিকা দ্বারা শৌচনির্ব্বাহ হইতে

একা লিঙ্গে গুদে তিস্রস্তথা বামকরে দশ।
হস্তদ্বয়ে চ সপ্তান্যা মৃদঃ শৌচোপপাদিকাঃ॥ ১৭
অচ্ছেনাগন্ধফেনেন জলেনাবুদ্বুদেন চ।
আচামেত মৃদং ভূয়স্তথা দদ্যাৎ সমাহিতঃ॥ ১৮
নিষ্পাদিতাঙ্ঘ্রিশৌচস্তু পাদাবভ্যুক্ষ্য বৈ পুনঃ।
ত্রিঃ পিবেৎ সলিলং তেন তথা দ্বিঃ পরিমার্জ্জয়েৎ
শীর্ষণ্যানি ততঃ খানি মূর্দ্ধানঞ্চ নৃপালভেৎ।
বাহূ নাভিঞ্চ তোয়েন হৃদয়ঞ্চাপি সংস্পৃশেৎ॥ ২০
আচান্তশ্চ ততঃ কুর্য্যাৎ পুমান্ কেশপ্রসাধনম্।
আদর্শাঞ্জনমাঙ্গল্যদূর্ব্বাদ্যালভনানি চ॥ ২১
ততঃ স্ববর্ণধর্ম্মেণ বৃত্ত্যর্থঞ্চ ধনার্জ্জনম্।
কুর্ব্বীত শ্রদ্ধাসম্পন্নো যজেচ্চ পৃথিবীপতে॥ ২২
সোমসংস্থা হবিঃসংস্থাঃ পাকসংস্থাশ্চ সংস্থিতাঃ।
ধনে যতো মনুষ্যাণাং যতেতাতো ধনার্জ্জনে॥ ২৩
নদীনদতড়াগেষু দেবখাতজলেষু চ।
নিত্যক্রিয়ার্থং স্নায়ীত গিরিপ্রস্রবণেষু চ॥ ২৪
কূপেষূদ্ধৃততোয়েন স্নানং কুর্ব্বীত বা ভুবি।
স্নায়ীতোদ্ধৃততোয়েন অথবা ভুব্যসম্ভবে॥ ২৫
শুচিবস্ত্রধরঃ স্নাতো দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্।
তেষামেব হি তীর্থেন কুর্ব্বীত সুসমাহিতঃ॥ ২৬
ত্রিরপঃ প্রীণনার্থায় দেবানামপবর্জ্জয়েৎ।
তথর্ষীণাং যথান্যায়ং সকৃচ্চাপি প্রজাপতেঃ॥ ২৭
পিতৄণাং প্রীণনার্থায় ত্রিরপঃ পৃথিবীপতে।
পিতামহেভ্যশ্চ তথা প্রীণয়েৎ প্রপিতামহান্॥ ২৮
মাতামহায় তৎপিত্রে তৎপিত্রে চ সমাহিতঃ।
দদ্যাৎ পৈত্রেণ তীর্থেন কাম্যঞ্চান্যৎ শৃণুষ মে॥ ২৯
মাত্রে প্রমাত্রে তন্মাত্রে গুরুপত্ন্যৈ তথা নৃপ!
গুরবে মাতুলাদীনাং স্নিগ্ধমিত্রায় ভূভুজে॥ ৩০
ইদঞ্চাপি জপেদম্বু দদ্যাদাত্মেচ্ছয়া নৃপ।
উপকারায় ভূতানাং কৃতদেবাদিতর্পণঃ॥ ৩১
দেবাসুরাস্তথা যক্ষা নাগা গন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ।

পারে। লিঙ্গে একবার, গুহ্যদেশে তিনবার, বামহস্তে দশবার, হস্তদ্বয়ে সাতবার মৃত্তিকা লেপন করিলে শৌচ নির্ব্বাহ হয়। অনন্তর গন্ধশূন্য, ফেনশূন্য নির্ম্মল জলে আচমন করিবে। আচমনের পূর্ব্বে সমাহিত হইয়া পুনর্ব্বার মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া, পাদশৌচ করত পাদপ্রক্ষালন করিবে। পরে তিনবার মুখমধ্যে জল গ্রহণ করিয়া দুইবার মুখ মার্জ্জন করিবে। তৎপরে মস্তক, ইন্দ্রিয় সকল, ব্রহ্মরন্ধ্র, বাহুদ্বয়, নাভি ও হৃদয়—এই সমুদয় স্থান যথাক্রমে সজল হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবে। ১১—২০। এই-রূপে শৌচ সাধনপূর্ব্বক স্নানান্তে আচমন করিয়া কেশসংস্কারে প্রবৃত্ত হইবে; আদর্শ, অঞ্জন, দূর্ব্বা প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যসমূহের যথারীতি ব্যবহার করিবে। হে ভূপতে! এই সমস্ত কার্য্য হইলে গৃহস্থ জীবিকার জন্য জাতীয় ধর্ম্মানু-সারে ধনোপার্জ্জন করিবে, শ্রদ্ধা-সহকারে যাগানুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হইবে। অগ্নিষ্টোমাদি সোমসংস্থা, অগ্ন্যাধেয়াদি হবিঃসংস্থা, অষ্টকাদি পাকসংস্থা,—এই সমুদায় ধর্ম্ম্য কর্ম্ম ধন দ্বারাই সম্পন্ন হয়; সুতরাং মনুষ্য ধন উপার্জ্জন করিতে যত্ন করিবে। অনন্তর নিত্যক্রিয়ার জন্য নদী নদ তড়াগ কিংবা দেবখাতে কিংবা পর্ব্বত-প্রস্রবণে স্নান করা উচিত। এই সকলের অভাবে কূপ হইতে জল তুলিয়া ভূমিতে অথবা কূপোদক গৃহে আনিয়া স্নান করিবে। কোন কারণে এই সকল পদার্থের সমাবেশ না ঘটিলে শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করত শুচি হইয়া সমাহিত-মানসে তত্তৎ তীর্থে দেব, ঋষি ও পিতৃতর্পণ করিবে। দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত তিনবার, ঋষিগণের প্রীতির নিমিত্ত তিনবার, প্রজাপতির প্রীতির নিমিত্ত এককার জল প্রদান করিবে। পৃথিবীপতে! এইরূপ পিতৃলোকের তৃপ্তির নিমিত্ত তিনবার জল প্রদান করিবে। পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ ইহাঁদিগকে পিতৃতীর্থ দ্বারা জল প্রদান করিবে। পরে কাম্য তর্পণ বলিতেছি শ্রবণ করুন। এই জল মাতার, ইহা প্রমাতার, ইহা বৃদ্ধপ্রমাতার, ইহা গুরুপত্নীর, ইহা গুরুর, ইহা মাতুলমিত্র-গণের, ইহা রাজার—এইরূপে মন্ত্র পাঠ করিয়া ইচ্ছাক্রমে অভিলষিত বন্ধুগণকে জল প্রদান করিবে। পরে সকল জীবগণের উপকারার্থ

পিশাচা গুহকাঃ সিদ্ধাঃ কুষ্মাণ্ডাস্তরবঃ খগাঃ ॥৩২
জলেচরা ভূমিলয়া বায়্বাহারাশ্চ জন্তবঃ।
প্রীতিমেতে প্রয়ান্ত্বাশু মদ্দত্তেনাম্বুনাখিলাঃ ॥ ৩৩
নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া ॥ ৩৪
যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥৩৫
যত্র ক্বচন সংস্থানাং ক্ষুত্তৃষ্ণোপহতাত্মনাম্।
ইদমপ্যক্ষয়ঞ্চাস্তু ময়া দত্তং তিলোদকম্ ॥ ৩৬
কাম্যোদকপ্রদানন্তে ময়ৈতৎ কথিতং নৃপ।
যদ্দত্ত্বা প্রীণয়ত্যেতন্মনুষ্যঃ সকলং জগৎ ॥ ৩৭
জগদাপ্যায়নোদ্ভূতং পুণ্যমাপ্নোতি চানঘ।
দত্ত্বা কাম্যোদকং সম্যগেতেভ্যঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥৩৮
আচম্য চ ততো দদ্যাৎ সূর্য্যায় সলিলাঞ্জলিম্।
নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে ॥ ৩৯

ততো গৃহার্চ্চনং কুর্য্যাদভীষ্টসুরপূজনম্।
জলাভিষেকপুষ্পাণাং ধূপাদেশ্চ নিবেদনৈঃ ॥ ৪০
অপূর্ব্বমগ্নিহোত্রঞ্চ কুর্য্যাৎ প্রাগ্‌ব্রহ্মণে ততঃ।
প্রজাপতিং সমুদ্দিশ্য দদ্যাদাহুতিমাদরাৎ ॥ ৪১
গুহ্যেভ্যঃ কাশ্যপায়াথ ততোঽনুমতয়ে ক্রমাৎ।
তচ্ছেষং মণিকেঽভ্যোঽথ পর্জ্জন্যায় ক্ষিপেত্ততঃ ॥
দ্বারে ধাতুর্বিধাতুশ্চ মধ্যে চ ব্রহ্মণঃ ক্ষিপেৎ।
গৃহস্য পুরুষব্যাঘ্র দিগ্‌দেবানপি মে শৃণু ॥ ৩৩
ইন্দ্রায় ধর্ম্মরাজায় বরুণায় তথেন্দবে।
প্রাচ্যাদিষু বুধো দদ্যাৎ হুতশেষান্নকং বলিম্ ॥৪৪
প্রাগুত্তরে চ দিগ্‌ভাগে ধন্বন্তরিবলিং বুধঃ।
নির্বপদ্বৈশ্বদেবঞ্চ কর্ম্ম কুর্য্যাদতঃ পরম্ ॥ ৪৫
বায়ব্যে বায়বে দিক্ষু সমস্তাসু ততো দিশাম্।
ব্রহ্মণে চান্তরিক্ষায় ভানবে প্রক্ষিপেদ্বলিম্ ॥ ৪৬
বিশ্বেদেবান্ বিশ্বভূতানথো ভূতপতীন্ পিতৄন্।
যক্ষাণাঞ্চ সমুদ্দিশ্য বলিং দদ্যান্নরেশ্বর ॥ ৪৭

দেবাদি তর্পণ করিবে। ২১—৩১। তাহার মন্ত্র,—দেবগণ, অসুরগণ, নাগগণ, গন্ধর্ব্বগণ, রাক্ষসগণ, পিশাচগণ, গুহকগণ, সিদ্ধগণ, কুষ্মাণ্ডগণ, বৃক্ষগণ, পক্ষিগণ, জলজন্তুগণ, ভূতলস্থ কীটাদি-পবনাহারী প্রাণিগণ, ইহাঁরা সকলে জল দ্বারা শীঘ্র পরিতৃপ্ত হউন। যে সকল প্রাণী বিবিধ নরকে অশেষবিধ যাতনা-ভোগ করিতেছে, তাহাদের তৃপ্তির নিমিত্ত আমি জল প্রদান করিতেছি। যাঁহারা আমার বান্ধব, যাঁহারা আমার বান্ধব নহেন, যাঁহারা অন্য জন্মে আমার বান্ধব ছিলেন এবং যিনি যিনি আমার নিকট হইতে জল প্রার্থনা করেন, তাঁহারা সকলেই মদ্দত্ত জল দ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন। হে নৃপ! কাম্যজল প্রদানের পর আমি যে জল প্রদানের কথা বলিলাম, ইহা প্রদত্ত হইলে অখিললোক প্রীত হন। হে অপাপ! ইহার প্রদাতাও জগতের তৃপ্তিসম্পাদন জন্য পরম পুণ্য লাভ করেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে কাম্যোদক প্রদানানন্তর শ্রদ্ধান্বিত হইয়া, আচমনপূর্ব্বক, সূর্য্যকে সলিলাঞ্জলি প্রদান করিবে। তাহার এই মন্ত্র,—"নমো বিবস্বতে" ইত্যাদি। অনন্তর জলাভিষেক, পুষ্প, ধূপ, দীপ নিবেদন দ্বারা গৃহদেবতা ও স্বকীয় ইষ্ট দেবতার পূজা করিবে। ৩২—৪০। পরে প্রোক্ষণপূর্ব্বক অগ্নিহোত্র নির্ব্বাহ করিয়া প্রথমতঃ ব্রহ্মাকে, পরে প্রজাপতিকে যত্নের সহিত আহুতি প্রদান করিবে। তৎপরে গুহ্য, কশ্যপ ও অনুমতিকে যথাক্রমে জল প্রদান করিয়া তদবশিষ্ট জল, জলাশয় নিকটে জল ও মেঘকে উদ্দেশ করিয়া নিক্ষেপ করিবে। পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! দ্বারের দুই পার্শ্বে ধাতা ও বিধাতার উদ্দেশে ও মধ্য দেশে ব্রহ্মের উদ্দেশে জল প্রদান করিবে। পরে দিক্‌পালদিগের পূজা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। গৃহের পূর্ব্বে ইন্দ্রকে, দক্ষিণে ধর্ম্মরাজকে, পশ্চিমে বরুণকে, উত্তরে চন্দ্রকে হুতশেষ অন্নরূপ বলি প্রদান কবিবে। পূর্ব্ব উত্তর দিকে ধন্বন্তরি-বলি ও বৈশ্ব-দেব-বলি প্রদান করিবে, তৎপরে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবে। হে রাজন্! বায়ু-কোণে বায়ুকে, তৎপরে সমস্ত দিকে ব্রহ্ম, অন্তরীক্ষ ও ভানুকে বলি প্রদান করিবে। পরে বিশ্বদেবগণ, বিশ্বভূতগণ, ভূপতিগণ, পিতৃগণ ও যক্ষগণকে উদ্দেশ করিয়া বলি প্রদান

ততোঽন্যদন্নমাদায় ভূমিভাগে শুচৌ বুধঃ।
দদ্যাদশেষভূতেভ্যঃ স্বেচ্ছয়া তৎ সমাহিতঃ ॥ ৪৮
দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি
সিদ্ধাঃ সযক্ষোরগদৈত্যসঙ্ঘাঃ।
প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তা-
যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তম্ ॥ ৪৯
পিপীলিকাঃ কীটপতঙ্গকাদ্যাঃ
বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মনিবন্ধবদ্ধাঃ।
প্রয়ান্তু তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং
তেভ্যো বিসৃষ্টং সুখিনো ভবন্তু ॥ ৫০
যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু-
র্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি।
তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ
প্রয়ান্তু তৃপ্তিং মুদিতা ভবন্তু ॥ ৫১
ভূতানি সর্ব্বাণি তথান্নমেত-
দহঞ্চ বিষ্ণুর্ন যতোঽন্যদস্তি।
তস্মাদহং ভূতনিকায়ভূত-
মন্নং প্রযচ্ছামি ভবায় তেষাম্ ॥ ৫২
চতুর্দ্দশো ভূতগণো য এষ-
স্তত্র স্থিতো যেঽখিলভূতসঙ্ঘাঃ।
তৃপ্ত্যর্থমন্নং হি ময়া বিসৃষ্টং
তেষামিদং তে মুদিতা ভবন্তু ॥ ৫৩
ইত্যুচ্চার্য্য নরো দদ্যাদন্নং শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
ভুবি ভূতোপকারায় গৃহী সর্ব্বাশ্রয়ো যতঃ ॥ ৫৪
শ্বচণ্ডালবিহঙ্গানামেকং দদ্যাৎ ততো নরঃ।
যে চান্যে পতিতাঃ কেচিদপাত্রা ভুবি মানবাঃ ॥৫৫
ততো গোদোহমাত্রং বৈ কালং তিষ্ঠেদ্গৃহাঙ্গণে।
অতিথিগ্রহণার্থায় তদূর্দ্ধং বা যথেচ্ছয়া ॥ ৫৬
অতিথিং তত্র সংপ্রাপ্তং পূজয়েৎ স্বাগতাদিনা।
তথাসনপ্রদানেন পাদপ্রক্ষালনেন চ ॥ ৫৭
শ্রদ্ধয়া চান্নদানেন প্রিয়প্রশ্নোত্তরেণ চ।
গচ্ছতশ্চানুযানেন প্রীতিমুৎপাদয়েৎ গৃহী ॥ ৫৮
অজ্ঞাতকুলনামানমন্যতঃ সমুপাগতম্।

করিবে। অনন্তর পণ্ডিত ব্যক্তি স্বেচ্ছানুসারে অন্য অন্ন লইয়া সমাহিতমানসে পবিত্র ভূমিতে অশেষ প্রাণীকে প্রদান করিবেন। তাহার মন্ত্র—"দেবগণ, মনুষ্যগণ, পশুগণ, পক্ষিগণ, সিদ্ধগণ, যক্ষগণ, উরগগণ, দৈত্যগণ, প্রেতগণ, পিশাচগণ, তরুগণ, ও অন্যান্য যে সকল জীব, মদ্দত্ত অন্ন ইচ্ছা করে, তাহারা এবং পিপীলিকা কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যাহারা কর্ম্ম-বন্ধনে আবদ্ধ ও বুভুক্ষিত আছে, আমি তাহাদের জন্য এই অন্ন প্রদান করিতেছি। ইহাতে সকলেই পরিতৃপ্ত ও সুখী হউন। ৪১—৫০। যাহাদের মাতা নাই, পিতা নাই, বন্ধু নাই, অন্ন প্রস্তুত করিবার সাধ্য নাই এবং অন্নও নাই, আমি তাঁহাদের তৃপ্তির জন্য পৃথিবীতে এই অন্ন প্রদান করিলাম, এক্ষণে তাঁহারা এই অন্নে তৃপ্তি ও হর্ষ লাভ করুন। নিখিল জীব, এই অন্ন এবং আমি, সকলই বিষ্ণুস্বরূপ; কারণ বিষ্ণু ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই। এই জন্য সমুদায় ভূতসমূহ আমা হইতে ভিন্ন নহে; আমি সমুদায় জীবস্বরূপ; সুতরাং আমি সমুদায় প্রাণিবর্গের তৃপ্তির জন্য অন্ন প্রদান করিলাম। চতুর্দশ প্রকার প্রাণীর অন্তর্গত সকল প্রাণীকেই তৃপ্তির জন্য আমি অন্ন প্রদান করিলাম, এক্ষণে তাহারা সকলেই প্রমোদ লাভ করুন। গৃহস্থ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, শ্রদ্ধা সহকারে ভূতগণের উপকারের নিমিত্ত পৃথিবীতে অন্ন প্রদান করিবে; যেহেতু গৃহস্থই সকলের আশ্রয়। অনন্তর কুক্কুর, চাণ্ডাল, বিহঙ্গ এবং যে কোন পতিত ও অপাত্র মনুষ্য আছে, তাহাদিগের তৃপ্তির নিমিত্ত ভূমিতে অন্ন প্রদান করিবে। পরে অতিথির জন্য, গোদোহন কালমাত্র অপেক্ষা করিবে। অথবা ইচ্ছানুসারে তাহা অপেক্ষা অধিক কাল গৃহের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান থাকিবে। যদি অতিথি উপস্থিত হন, তাহা হইলে স্বাগত-জিজ্ঞাসা, আসনপ্রদান, পাদপ্রক্ষালন, শ্রদ্ধার সহিত অন্ন দান, প্রিয় প্রশ্ন ও প্রিয় উত্তর দ্বারা এবং গমনকালে অনুগমন দ্বারা তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিবে। যাহার কুল ও নাম অজ্ঞাত, অন্যদেশ হইতে যিনি সমাগত, ঈদৃশ অতিথির

পূজয়েদতিথিং সম্যক্ নৈকগ্রামনিবাসিনম্ ॥ ৫৯
অকিঞ্চনমসম্বন্ধমন্যদেশাৎ সমাগতম্।
অসংপূজ্যাতিথিং ভুঞ্জন্ ভোক্তুকামং ব্রজত্যধঃ॥
স্বাধ্যায়গোত্রচরণমপৃষ্ট্বা চ তথা কুলম্।
হিরণ্যগর্ভবুদ্ধ্যা তং মন্যেতাভ্যাগতং গৃহী ॥ ৬১
পিত্রর্থঞ্চাপরং বিপ্রমেকমপ্যাশয়েন্নৃপ।
তদ্দেশ্যং বিদিতাচারসম্ভূতিং পঞ্চযজ্ঞিনম্ ॥ ৬২
অন্নাগ্রঞ্চ সমুদ্ধৃত্য হন্তকারোপকল্পিতম্।
নিবাপভূতং ভূপাল শ্রোত্রিয়ায়োপকল্পয়েৎ ॥ ৬৩
দদ্যাচ্চ ভিক্ষাত্রিতয়ং পরিব্রাড়্ব্রহ্মচারিণাম্।
ইচ্ছয়া চ নরো দদ্যাদ্বিভবে সত্যবারিতম্ ॥ ৬৪
ইত্যেতেঽতিথয়ঃ প্রোক্তাঃ প্রাগুক্তা ভিক্ষবশ্চ যে
চতুরঃ পূজয়ন্নেতান্ নৃযজ্ঞার্ণাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৬৫
অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স দত্ত্বা দুষ্কৃতং তস্মৈ পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ ৬৬
ধাতা প্রজাপতিঃ শক্রো বহ্নির্বসুগণোঽর্য্যমা।
প্রবিশ্যাতিথিমেবৈতে ভুঞ্জতেঽন্নং নরেশ্বর ॥ ৬৭
তস্মাদতিথিপূজায়াং যতেত সততং নরঃ।
স কেবলমঘং ভুঙ্‌ক্তে যো ভুঙ্‌ক্তে ত্বতিথিং বিনা॥
ততঃ সুবাসিনীদুঃখিগর্ভিণী-বৃদ্ধবালকান্।
ভোজয়েৎ সংস্কৃতান্নেন প্রথমং চরমং গৃহী ॥ ৬৯
অভুক্তবৎসু চৈতেষু ভুঞ্জন্ ভুঙ্‌ক্তে হি দুষ্কৃতম্।
মৃতশ্চ নরকং গত্বা শ্লেষ্মভুগ্‌জায়তে নরঃ ॥ ৭০
অস্নাতাশী মলং ভুঙ্‌ক্তে অজপী পূয়শোণিতম্।
অসংস্কৃতান্নভুঙ্মূত্রং বালাদি প্রথমং শকৃৎ ॥ ৭১
তস্মাচ্ছৃণুষ্ব রাজেন্দ্র যথা ভুঞ্জীত বৈ গৃহী।
ভুঞ্জতশ্চ তথা পুংসঃ পাপবন্ধো ন জায়তে ॥ ৭২

পূজা করিবে, কিন্তু একগ্রামবাসী ব্যক্তিকে অতিথি বলিয়া পূজা করা উচিত নহে। যিনি অন্য দেশ হইতে সমাগত, যাঁহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, যিনি পাথেয়াদি রহিত, ঈদৃশ ভোজনার্থী অতিথির পূজা না করিয়া, স্বয়ং গৃহস্থ যদি আহার করেন, তাহা হইলে তিনি নরকগামী হন। ৫৯—৬০। গৃহস্থ ব্যক্তি অভ্যাগত ব্যক্তির গোত্র, শাখা, কুল, বিদ্যা প্রভৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া, হিরণ্যগর্ভ বিবেচনায় তাঁহার পূজা করিবে। নৃপ! অনন্তর পিতৃলোকের তৃপ্তির উদ্দেশে, পঞ্চ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী ও তদ্দেশীয় অন্য একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এই ব্রাহ্মণের আচার ও কুল পরিজ্ঞাত থাকা উচিত। রাজন্! এই মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত ও পৃথক্ স্থাপিত অন্নাগ্র উদ্ধৃত করিয়া শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। গৃহস্থ এইরূপে তিন প্রকার ভিক্ষা প্রদান করিয়া যদি ঐশ্বর্য্য থাকে, তাহা হইলে ইচ্ছানুসারে পরিব্রাট ও ব্রহ্মচারীদিগকে অবারিত দান করিবে। শেষোক্ত এই তিন প্রকার অতিথি ও পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষুগণ, সমুদায়ে চারি প্রকার অতিথির অর্চ্চনাকারী গৃহস্থ, নৃযজ্ঞরূপ ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। যাহার গৃহ হইতে অতিথি নিরাশ হইয়া গমন করেন, সেই গৃহস্বামী অতিথির পাপ সকল গ্রহণ করেন; আর অতিথি গৃহস্বামীর সঞ্চিত পুণ্য হরণ করিয়া গমন করেন। নরপতে! ধাতা, প্রজাপতি, ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য ও বসুগণ, অতিথি-শরীরে প্রবেশ করিয়া অন্ন ভোজন করেন। অতএব অতিথি-পূজা বিষয়ে সকলেই যত্ন করিবে। যে ব্যক্তি অতিথির অপেক্ষা না করিয়া একাকী ভোজন করে, সে কেবল পাপ ভোজন করে। অতিথিসেবার পর গৃহস্থ ব্যক্তি, সুবাসিনী গর্ভিণী দুঃখার্ত্ত বালক ও বৃদ্ধদিগকে সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করাইয়া, পশ্চাৎ স্বয়ং ভোজন করিবে। ৬১—৬৯। এই সকল ব্যক্তির ভোজন না হইলে, সেই আহার তাঁহার দুষ্কৃতাহার বলিয়া গণ্য এবং পরকালে নরকে গমন করিয়া তিনি শ্লেষ্মভুক্ হন। যে ব্যক্তি স্নান না করিয়া ভোজন করে, সে মল ভক্ষণ করে। যে ব্যক্তি জপ না করিয়া আহার করে, সে ব্যক্তি রক্ত ও পূয পান করে। যে ব্যক্তি অসংস্কৃত অন্ন ভোজন করে, সে মূত্র পান করে। যে ব্যক্তি বালক বৃদ্ধ প্রভৃতির অগ্রে আহার করে, সে বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া থাকে। রাজেন্দ্র! যেরূপে গৃহস্থ ব্যক্তির ভোজন করা কর্ত্তব্য ও

ইহ চারোগ্যমতুলং বলবৃদ্ধিস্তথা নৃপ।
ভবত্যনিষ্টশান্তিশ্চ বৈরিপক্ষাভিচারিকা ॥ ৭৩
স্নাতো যথাবং কৃত্বা চ দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্।
প্রশস্তরত্নপাণিস্তু ভুঞ্জীত প্রযতো গৃহী ॥ ৭৪
কৃতজাপ্যো হুতে বহ্নৌ শুদ্ধবস্ত্রধরো নৃপ।
দত্ত্বাহতিথিভ্যো বিপ্রেভ্যো গুরুভ্যঃ সংশ্রিতায় চ
পুণ্যগন্ধবরঃ শস্তমাল্যধারী নরেশ্বর।
নৈকবস্ত্রধরোহথার্দ্রপাণিপাদো নরাধিপ ॥ ৭৬
বিশুদ্ধবদনঃ প্রীতো ভুঞ্জীত ন বিদিঙ্মুখঃ।
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি ন চৈবান্যমনা নৃপ ॥ ৭৭
অন্নং প্রশস্তং পথ্যঞ্চ প্রোক্ষিতং প্রোক্ষণোদকৈঃ
ন কুৎসিতাহৃতং নৈব জুগুপ্সাবদসংস্কৃতম্ ॥ ৭৮
দত্ত্বা তু ভুক্তং শিষ্যেভ্যঃ ক্ষুধিতেভ্যস্তথা গৃহী।
প্রশস্তশুদ্ধপাত্রেষু ভুঞ্জীতাকুপিতো নৃপ ॥ ৭৯
নাসন্দীসংস্থিতে পাত্রে নাদেশে চ নরেশ্বর।
নাকালে নাতিসঙ্কীর্ণে দত্ত্বাগ্রঞ্চ নরোহগ্নয়ে ॥ ৮০
মন্ত্রাভিমন্ত্রিতং শস্তং ন চ পর্য্যুষিতং নৃপ।
অন্যত্র ফলমাংসেভ্যঃ শুষ্কশাকাং তথৈব চ ॥ ৮১
তদ্বদ্‌বাদরিকেভ্যশ্চ গুড়পক্বেভ্য এব চ।
ভুঞ্জীতোদ্ধৃতসারাণি ন কদাচিন্নরেশ্বর ॥ ৮২
নাশেষং পুরুষোহশ্নীয়াদন্যত্র জগতীপতে।
মধ্বন্নদধিসর্পির্ভ্যঃ শক্তুভ্যশ্চ বিবেকবান্ ॥ ৮৩
অশ্নীয়াং তন্মনা ভূত্বা পূর্ব্বন্তু মধুরং রসম্।
লবণাম্লৌ তথা মধ্যে কটুতিক্তাদিকং ততঃ ॥ ৮৪
প্রাগ্‌দ্রবং পুরুষোহশ্নন্ বৈ মধ্যে চ কঠিনাশনম্।
পুনরন্তে দ্রবাশী চ বলারোগ্যে ন মুঞ্চতি ॥ ৮৫
অনিন্দ্যং ভক্ষয়েদিত্থং বাগ্‌যতোহন্নমকুৎসয়ন্।
পঞ্চগ্রাসান্মহামৌনং প্রাণাদ্যাপ্যায়নায় চ ॥ ৮৬
ভুক্ত্বা সম্যগথাচম্য প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোহপি বা।

যেরূপ ভোজনে পাপ না জন্মায়, তাহা শ্রবণ কর। বক্ষ্যমাণ বিধি অনুসারে আহার করিলে ইহলোকে সমধিক আরোগ্য বলবৃদ্ধি, অনিষ্ট-শান্তি ও শত্রুপক্ষের অভিচার হয়। গৃহস্থ ব্যক্তি স্নানানন্তর যথাবিধানে দেব ঋষি ও পিতৃ-তর্পণ করিয়া হস্তে প্রশস্ত রত্নাঙ্গুরীয়ক ধারণ-পূর্ব্বক প্রযত হইয়া আহার করিবে। প্রথমতঃ বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক জপ ও হোম করিয়া অতিথি, ব্রাহ্মণ, গুরু ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে আহার করাইবে। অনন্তর পবিত্র গন্ধদ্রব্য ও প্রশস্ত মাল্য ধারণপূর্ব্বক প্রীতিযুক্ত ও বিশুদ্ধবদন আর্দ্রপাণি ও আর্দ্রপদ হইয়া পূর্ব্ব বা উত্তরদিকে মুখ করিয়া ভোজন করিবে; ভোজনকালে একবস্ত্রধারী বিদিঙ্মুখ বা অন্যমনা হওয়া উচিত নহে। অন্ন প্রশস্ত পথ্য ও প্রোক্ষণোদক দ্বারা প্রোক্ষিত হইবে। কুৎ-সিত ব্যক্তি যে অন্ন আনিয়াছে, যাহা কদর্য্য বা অসংস্কৃত,—এতাদৃশ অন্ন আহার করিবে না। অন্নের কিয়দংশ শিষ্য ও ক্ষুধিত ব্যক্তি-দিগকে দান পূর্ব্বক অকুপিত হইয়া প্রশস্ত ও বিশুদ্ধ পাত্রে আহার করিবে। কাষ্ঠময় ত্রিপদাদির উপরিস্থিত পাত্রে, অযোগ্য স্থানে, অতিসঙ্কীর্ণ স্থানে বা অসময়ে ভোজন করিবে না। অন্নের অগ্রভাগ অগ্নিকে প্রদান না করিয়া ভোজন করা উচিত নহে। ৭০—৮০। রাজন্! প্রশস্ত অন্ন মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। পর্য্যুষিত অন্ন ভোজন করিবে না। ফল, মাংস ও শাক শুষ্ক হইলে অভোজ্য। বদরিকারিকার এবং গুড় পক্ক দ্রব্য শুষ্ক হইলে ভক্ষণ করিবে না। যাহার সার উদ্ধার করিয়া লওয়া হইয়াছে, ঈদৃশ বস্তুও কখন ভক্ষণ করিবে না। হে জগতীপতে! বিবেকী ব্যক্তি মধু অন্ন দধি ঘৃত ও শক্তু ভিন্ন আর কোন দ্রব্য নিঃশেষ করিয়া ভক্ষণ করিবে না। তন্মনা হইয়া ভোজন করিবে, প্রথমতঃ মধুর, মধ্যে লবণ ও অম্ল, শেষে কটুতিক্তাদি রস আহার করিবে। যে ব্যক্তি প্রথমতঃ দ্রবদ্রব্য, মধ্যে কঠিন, শেষে আবার দ্রবদ্রব্য ভোজন করে, তাহার বল ও আরোগ্য নষ্ট হয় না। এই প্রকার রীতিতে অনিষিদ্ধ অন্ন আহার করিবে। প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর তৃপ্তির নিমিত্ত আহার সময়ে বাগ্‌যত হইয়া থাকিবে এবং ভোজ্য অন্নের নিন্দা করিবে না। ভোজনারম্ভ সময়ে মহামৌনী হুঙ্কারাদিবর্জ্জিত হইয়া পঞ্চগ্রাস ভক্ষণ করিবে। আহারান্তে আচমন করিয়া পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে

যথাবৎ পুনরাচামেৎ পাণী প্রক্ষাল্য মূলতঃ ॥ ৮৭
স্বস্থঃ প্রশান্তচিত্তস্তু কৃতাসনপরিগ্রহঃ ।
অভীষ্টদেবতানান্তু কুর্ব্বীত স্মরণং নরঃ ॥ ৮৮
অগ্নিরাপ্যায়য়ত্বন্নং পার্থিবং পবনেরিতঃ ।
দত্তাবকাশং নভসা জরয়ত্বস্তু মে সুখম্ ॥ ৮৯
অন্নং বলায় মে ভূমেরপামগ্ন্যনিলস্য চ ।
ভবত্যেতৎ পরিণতৌ মমাস্ত্বব্যাহতং সুখম্ ॥ ৯০
প্রাণাপানসমানানামুদানব্যানয়োস্তথা ।
অন্নং পুষ্টিকরঞ্চাস্তু মমাস্ত্বব্যাহতং সুখম্ ॥ ৯১

অগস্তিরগ্নির্ব্বড়বানলশ্চ
ভুক্তং ময়ান্নং জরয়ত্বশেষম্ ।
সুখঞ্চ মে তৎপরিণামসম্ভবং
যচ্ছত্বরোগো মম চাস্তু দেহে ॥ ৯২
বিষ্ণুঃ সমস্তেন্দ্রিয়দেহদেহি-
প্রধানভূতো ভগবান্ যথৈকঃ ।
সত্যেন তেনান্নমশেষমেত-
দারোগ্যদং মে পরিণামমেতু ॥ ৯৩

বিষ্ণুরত্তা তথৈবান্নং পরিণামশ্চ বৈ যথা ।
সত্যেন তেন বৈ ভুক্তং জীর্য্যত্বন্নমিদং তথা ॥৯৪
ইত্যুচ্চার্য্য স্বহস্তেন পরিমৃজ্য তথোদরম্ ।
অনায়াসপ্রদায়ীনি কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণ্যতন্দ্রিতঃ ॥ ৯৫
সচ্ছাস্ত্রাদিবিনোদেন সন্মার্গাদ্যবিরোধিনা ।
দিনং নয়েৎ ততঃ সন্ধ্যামুপতিষ্ঠেৎ সমাহিতঃ ॥৯৬
দিনান্তসন্ধ্যাং সূর্য্যেণ পূর্ব্বামৃক্ষৈর্যুতাং বুধঃ ।
উপতিষ্ঠেদ্‌যথান্যায়ং সম্যগাচম্য পার্থিব ॥ ৯৭
সর্ব্বদা সমুপস্থানং সন্ধ্যয়োঃ পার্থিবেষ্যতে ।
অন্যত্র সূতকাশৌচবিভ্রমাতুরভীতিতঃ ॥ ৯৮
সূর্য্যেণাভ্যুদিতো যশ্চ ত্যক্তঃ সূর্য্যেণ চ স্বপন্ ।
অন্যত্রাতুরভাবাৎ তু প্রায়শ্চিত্তী ভবেন্নরঃ ॥ ৯৯
তস্মাদনুদিতে সূর্য্যে সমুত্থায় মহীপতে ।
উপতিষ্ঠেন্নরঃ সন্ধ্যামস্বপংশ্চ দিনান্তজাম্ ॥ ১০০

যথাবিধানে মূলদেশ পর্য্যন্ত হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করত পুনর্ব্বার আচমন করিবে। অনন্তর আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক সুস্থ ও প্রশান্তচিত্ত হইয়া অভীষ্ট দেবগণের স্মরণ করিবে। বায়ু কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত অগ্নি, আকাশ কর্ত্তৃক দত্তাবকাশ মদীয় অন্নকে জীর্ণ করুন। পরে সেই জীর্ণ অন্ন হইতে আমার শরীরস্থিত পার্থিব ধাতু পরিপুষ্ট হউক এবং আমার সুখ হউক। অন্ন হইতে আমার শরীরস্থিত পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু, এ সমুদায়ের শক্তি বর্দ্ধিত হউক এবং অন্নই ঐ ধাতুচতুষ্টয়রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হউক, আমার নিরবচ্ছিন্ন সুখ হউক। ৮১—৯০। এই অন্ন প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান, এই পঞ্চ প্রাণের পুষ্টিকর হউক, আমারও ব্যাঘাত-রহিত সুখলাভ হউক। আমি যে সমুদায় অন্ন ভোজন করিয়াছি, তাহা অগস্তি নামক অগ্নি ও বড়বানল দ্বারা সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হউক এবং আমি অন্নপরিপাকজন্য সুখও লাভ করি, আমার শরীরও রোগহীন হউক। একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দেহ ও আত্মার শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি যে উপাসনা করি, সেই সত্য উপাসনার বলে এই মদ্ভুক্ত নানাবিধ অন্ন, আরোগ্যপ্রদ হইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হউক! আমার নিরবচ্ছিন্ন সুখ হউক। বিষ্ণু ভোক্তা, অন্ন বিষ্ণুর পরিণাম,—এই প্রকার ভাবনাময় সত্য উপাসনাবলে আমার এই ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হউক্। গৃহস্থ ব্যক্তি এই সকল পূর্ব্বলিখিত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক উদর মার্জ্জন করিয়া, আলস্য পরিত্যাগ করত অনায়াস সাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। সাধুসমাদৃত পথের অবিরোধী সৎ-শাস্ত্রাদি পর্য্যালোচনা দ্বারা দিবসের শেষভাগ অতিবাহিত করিবে। অনন্তর সায়ংকাল উপস্থিত হইলে সমাহিতমানসে সন্ধ্যাবন্দনে প্রবৃত্ত হইবে। হে নৃপ! নক্ষত্র থাকিতে প্রাতঃসন্ধ্যা ও সূর্য্য অর্দ্ধাস্তমিত হইলে সায়ংসন্ধ্যা আরম্ভ করিবেন। সন্ধ্যোপাসনা সময়ে যথাবিধি আচমন করিবে। হে নৃপ! সূতকাশৌচ, মৃতকাশৌচ, পীড়া, ভয়, এই কয়েকটী বাধা না থাকিলে প্রতিদিনই সন্ধ্যোপাসনা করিতে হইবে। যে ব্যক্তি পীড়া ব্যতীত, সূর্য্যের উদয় বা অস্ত-কালে শয়ন করিয়া থাকে, সে পাপী হয়। মহীপতে! এই কারণে গৃহস্থ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সমুত্থানপূর্ব্বক সন্ধ্যা বন্দনা করিবে।

উপতিষ্ঠন্তি যে সন্ধ্যাং ন পূর্ব্বাং ন চ পশ্চিমাম্।
ব্রজন্তি তে দুরাত্মানস্তামিস্রং নরকং নৃপ॥ ১০১
পুনঃ পাকমুপাদায় সায়মপ্যবনীপতে।
বৈশ্বদেবনিমিত্তং বৈ পত্ন্যমন্ত্রং বলিং হরেৎ॥১০২
অত্রাপি শ্বপচাদিভ্যস্তথৈবান্নাপবর্জ্জনম্।
অতিথিঞ্চাগতং তত্র স্বশক্ত্যা পূজয়েদ্বুধঃ॥ ১০৩
পাদশৌচাসনপ্রহ্বস্বাগতোক্ত্যা চ পূজনম্।
ততশ্চান্নপ্রদানেন শয়নেন চ পার্থিব॥ ১০৪
দিবাতিথৌ তু বিমুখে গতে যৎ পাতকং নৃপ।
তদেবাষ্টগুণং পুংসাং সূর্য্যোঢ়ে বিমুখে গতে॥১০৫
তস্মাৎ স্বশক্ত্যা রাজেন্দ্র সূর্য্যোঢ়মতিথিং নরঃ।
পূজয়েৎ পূজিতে তস্মিন্ পূজিতাঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥
অন্নশাকাম্বুদানেন স্বশক্ত্যা প্রীণয়েৎ পুমান্।
শয়নপ্রস্তরমহীপ্রদানৈরথবাপি তম্॥ ১০৭

কৃতপাদাদিশৌচশ্চ ভুক্ত্বা সায়ং ততো গৃহী।
গচ্ছেদস্ফুটিতাং শয্যামপি দারুময়ীং নৃপ॥ ১০৮
নাবিশালাং নবা ভগ্নাং নাসমাং মলিনাং ন চ।
ন চ জন্তুময়ীং শয্যামধিতিষ্ঠেদনাস্তৃতাম্॥ ১০৯
প্রাচ্যাং দিশি শিরঃ শস্তং যাম্যায়ামথবা নৃপ।
সদৈব স্বপতঃ পুংসো বিপরীতস্তু রোগদম্॥১১০
ঋতাবুপগমঃ শস্তঃ স্বপত্ন্যামবনীপতে।
পুন্নাম্ন্যৃক্ষে শুভে কালে জ্যেষ্ঠযুগ্মাসু রাত্রিষু॥১১১
নাস্নাতাস্তু স্ত্রিয়ং গচ্ছেন্নাতুরাং ন রজস্বলাম্।
নানিষ্ঠাং ন প্রকুপিতাং নাপ্রশস্তাং ন গর্ভিণীম্॥
নাদক্ষিণাং নান্যকামাং নাকামাং নান্যযোষিতম্।
ক্ষুৎক্ষামামতিভুক্তাং বা স্বয়ঞ্চৈভির্গুণৈর্যুতঃ॥১১৩
স্নাতঃস্রগ্গন্ধধৃক্ প্রীতো ন ধ্যাতঃ ক্ষুধিতোঽপি বা
সকামঃ সানুরাগশ্চ ব্যবায়ং পুরুষো ব্রজেৎ॥১১৪

দিনাবসানে সন্ধ্যাকালেও শয়ন না করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করিবে। ৯৯—১০০। হে নৃপ! যে সকল দুরাত্মা পূর্ব্বসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা না করে, তাহারা অন্ধতামিস্র নামক নরকে গমন করে। অবনীপতে! সায়ংকালে গৃহস্থপত্নী পাক করিয়া অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক বৈশ্বদেব নিমিত্ত মন্ত্রহীন বলি প্রদান করিবে। এ সময়েও জ্ঞানবান্ পুরুষ,—চণ্ডালপ্রভৃতি অসম্বল ব্যক্তিকে অন্ন প্রদান করিবে। যদি সায়ংকালে অতিথি উপস্থিত হন, তাহা হইলে যথাশক্তি তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। পাদোদকপ্রদান, আসনদান, নম্রতাপ্রকাশ, কুশলপ্রশ্ন, অন্নপ্রদান ও শয্যাদান দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। রাজন্! দিবাভাগে অতিথি বিমুখ হইয়া গমন করিলে যে পরিমাণে পাপ হয়, সূর্য্যাস্তগমনের পর অতিথি বিমুখ হইয়া গমন করিলে তাহার অষ্টগুণ পাপ হয়। রাজেন্দ্র! এইজন্য সূর্য্যাস্তগমনের পর সমাগত অতিথিকে সামর্থ্যানুসারে পূজা করিবে। রাত্রিকালে অতিথি পূজিত হইলে সমুদায় দেবতার পূজা করা হয়। ভোজনার্থ শাক অন্ন ও জল প্রদান এবং শয়নার্থ শয্যা, প্রস্তর বা ভূমি প্রদান দ্বারা স্বশক্তি অনুসারে অতিথির প্রীতি উৎপাদন করিবে। রাজন্! গৃহস্থ রাত্রিকালে ভোজনান্তে পাদাদি প্রক্ষালন করিয়া ছিদ্ররহিত গজদন্তময় পর্য্যঙ্কে, তদভাবে কাষ্ঠময় পর্য্যঙ্কে শয়নার্থ গমন করিবে। এই পর্য্যঙ্ক যেন বৃহৎ বা ভগ্ন না হয়, অসম, কীটপূর্ণ না হয় এবং ছিন্ন মলিন ও অনাবৃত না হয়। শয়নকালে পূর্ব্ব বা দক্ষিণদিকে মস্তক করা কর্ত্তব্য। পশ্চিম বা উত্তরশিরা হইয়া শয়ন করিলে রোগ হয়। ১০১—১১০। হে অবনীপতে! ঋতুকালে স্বপত্নীতে গমন করা কর্ত্তব্য। পুংনামক নক্ষত্রে শুভ সময়ে যুগ্ম রাত্রিতে গমন করা উচিত। পত্নী যদি অস্নাতা হয় এবং যদি পীড়িতা বা রজস্বলা হয়, অথবা সকামা না হয়, অথবা অপ্রশস্তা থাকে, অথবা যদি সেই পত্নী কুপিতা বা গর্ভিণী হয়, তবে গমন করিবে না। যে স্ত্রী অনুকূলা নহে, যে অন্য পুরুষে আসক্ত, যে অকামা, যে পরপত্নী, যে ক্ষুধার্ত্তা, যে অধিক ভোজন করিয়াছে, তাহাতে গমন করিবে না; এবং আপনিও যদি পূর্ব্বোক্ত স্বভাবান্বিত হয়, তবে স্ত্রীগমন করিবে না। স্নাত, মাল্য ও গন্ধদ্রব্য ধারী, প্রীত, সকাম ও সানুরাগ হইয়া স্ত্রীগমন করিবে, ক্ষুধাযুক্ত বা চিন্তান্বিত হইয়া

চতুর্দ্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবস্যাথ পূর্ণিমা।
পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তিরেব চ ॥১১৫
তৈলস্ত্রীমাংসসম্ভোগী পর্ব্বস্বেতেষু বৈ পুমান্।
বিণ্মূত্রভোজনং নাম প্রযাতি নরকং নৃপ ॥ ১১৬
অশেষপর্ব্বস্বেতেষু তস্মাৎ সংযমিভির্বুধৈঃ।
ভাব্যং সচ্ছাস্ত্রদেবেজ্যাধ্যানজপ্যপরৈর্নরৈঃ ॥১১৭
নান্যযোনাবযোনৌ বা নোপযুক্তৌষধস্তথা।
দেবদ্বিজগুরূণাঞ্চ ব্যবায়ী নাশ্রমে ভবেৎ ॥ ১১৮
চৈত্যচত্বরতীর্থেষু গোষ্ঠে নৈব চতুষ্পথে।
নৈব শ্মশানোপবনসলিলেষু মহীপতে ॥ ১১৯
প্রোক্তপর্ব্বস্বশেষেষু নৈব ভূপাল সন্ধ্যয়োঃ।
গচ্ছেদ্ব্যবায়ং মতিমান্ মূত্রোচ্চারপীড়িতঃ ॥ ১২০
পর্ব্বস্বভিগমোঽধন্যো দিবা পাপপ্রদো নৃপ।
ভুবি রোগাবহো নৃণামপ্রশস্তো জলাশয়ে ॥ ১২১
পরদারান্ন গচ্ছেচ্চ মনসাপি কদাচন।
কিমু বাচাস্থিবন্ধোঽপি নাস্তি তেষু ব্যবায়িনাম্ ॥
মৃতো নরকমভ্যেতি হীয়তেঽত্রাপি চায়ুষঃ
পরদারগতিঃ পুংসামুভয়ত্রাপি ভীতিদা ॥ ১২৩
ইতি মত্বা স্বদারেষু ঋতুমৎসু নরো ব্রজেৎ।
যথোক্তদোষহীনেষু সকামেষনৃতাবপি ॥ ১২৪

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েংশে গৃহস্থ-ধর্ম্মো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ঔর্ব্ব উবাচ।

দেবগোব্রাহ্মণান্ সিদ্ধবৃদ্ধাচার্য্যাংস্তথার্চ্চয়েৎ।
দ্বিকালঞ্চ নমেৎ সন্ধ্যামগ্নীনুপচরেৎ তথা ॥ ১
সদানুপহতে বস্ত্রে প্রশস্তাশ্চ তথৌষধীঃ।
গারুড়ানি চ রত্নানি বিভৃয়াৎ প্রযতো নরঃ ॥ ২
প্রস্নিগ্ধামলকেশশ্চ সুগন্ধিশ্চারুবেশধৃক্।
সিতাঃ সুমনসো হৃদ্যা বিভৃয়াচ্চ নরঃ সদা ॥ ৩
কিঞ্চিৎ পরস্বং ন হরেন্নাল্পমপ্যপ্রিয়ং বদেৎ।

গমন করিবে না। রাজেন্দ্র! চতুর্দ্দশী অষ্টমী অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি এই কয়েক দিবস পর্ব্ব। যে পুরুষ এই সকল পর্ব্বদিবসে তৈল-মর্দ্দন, মাংসভোজন ও স্ত্রীসম্ভোগ করে, সে বিণ্মূত্র-ভোজন নামক নরকে গমন করে। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা এই সকল পর্ব্বদিবসে জিতেন্দ্রিয় হইয়া সৎশাস্ত্রচর্চ্চা, দেবপূজা, যাগ, ধ্যান ও জপ করিবেন। গো-ছাগাদিযোনিতে, অযোনিতে, দেবালয়ে, ব্রাহ্মণ বা গুরুর আলয়ে অথবা ঔষধ দ্বারা মৈথুনাদি করিবে না। ভূপতে! চৈত্যবৃক্ষতলে, প্রাঙ্গণে, তীর্থে, গোষ্ঠে, চতুষ্পথে, শ্মশানে, উপবনে বা জলমধ্যে মৈথুন করা উচিত নহে। নৃপ! বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত সমুদায় পর্ব্বদিবসে, প্রত্যূষে, সন্ধ্যাসময়ে কিংবা মলমূত্রবেগযুক্ত হইয়া স্ত্রীগমন করিবে না। পর্ব্বদিবসে স্ত্রীগমন করিলে ধনহানি হয়, দিবাভাগে গমন করিলে পাপ হয়, ভূমিতলে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে কীর্ত্তি-নাশ হয়, জলাশয়ে গমন করিলে অমঙ্গল হয়। বাক্য বা মন দ্বারাও কখন পরস্ত্রীগমন করিবে না, কারণ পরস্ত্রীগমন করিলে অস্থিবিহীন হইতে হয়। পরস্ত্রীগমন করিলে ইহলোকে আয়ুঃক্ষয় হয় ও পরলোকে নরকে গমন করে। জ্ঞানবান্ এই সমুদায় চিন্তা করিয়া, পূর্ব্বোক্ত দোষশূন্য সকামা স্বকীয় পত্নীতে ঋতু-কালে বা অন্য সময় ইচ্ছানুসারে গমন করিবে। ১১১—১২৪।

তৃতীয়াংশে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

ঔর্ব্ব কহিলেন,—গৃহস্থ প্রতিদিন দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ, সিদ্ধপুরুষ, বৃদ্ধ আচার্য্যগণের পূজা করিবে এবং দুই সন্ধ্যা সন্ধ্যাদেবীকেই নমস্কার করিবে। অগ্নি সকলের হোমাদি দ্বারা উপচরণ করিবে। গৃহস্থ, সর্ব্বদা প্রযত হইয়া অনুপহত বস্ত্রদ্বয়, মহৌষধি ও গারুড় রত্ন সকল ধারণ করিবে। কেশগুলি সর্ব্বদা চিক্কণ ও পরিষ্কার রাখিবে। সুগন্ধযুক্ত মনোহর বেশধারী হইবে ও উত্তম শুক্ল পুষ্প ধারণ করিবে। কখন কিছু-মাত্রও পরস্ব হরণ করিবে না, কাহাকেও অল্প-

প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়ান্নান্যদোষানুদীরয়েৎ ॥ ৪
নান্যশ্রিয়ং তথা বৈরং রোচয়েৎ পুরুষেশ্বর।
ন দুষ্টং যানমারোহেৎ কূলচ্ছায়াং ন সংশ্রয়েৎ ॥৫
বিদ্বিষ্টপতিতোন্মত্তবহুবৈরাতিকীটকৈঃ।
বন্ধকী-বন্ধকীভর্ত্তৃ-ক্ষুদ্রানৃতকথৈঃ সহ ॥ ৬
তথাতিব্যয়শীলৈশ্চ পরিবাদরতৈঃ শঠৈঃ।
বুধো ন মৈত্রীং কুর্ব্বীত নৈকপন্থানমাশ্রয়েৎ ॥ ৭
নাবগাহেজ্জলৌঘস্য বেগমগ্রে নরেশ্বর।
প্রদীপ্তং বেশ্ম ন বিশেন্নারোহেচ্ছিখরং তরোঃ ॥৮
ন কুর্য্যাদ্দন্তসংঘর্ষং ন কুষ্ণীয়াচ্চ নাসিকাম্।
নাসংবৃতমুখো জৃম্ভেৎ শ্বাসকাসৌ চ বর্জ্জয়েৎ ॥৯
নোচ্চৈর্হসেৎ সশব্দঞ্চ ন মুঞ্চেৎ পবনং বুধঃ।
নখান্ন বাদয়েচ্ছিন্দ্যান্ন তৃণং ন মহীং লিখেৎ ॥ ১০
ন শ্মশ্রু ভক্ষয়েল্লোষ্টং ন মৃদ্নীয়াদ্বিচক্ষণঃ।
জ্যোতীংষ্যমেধ্যঃ শস্তানি নাভিবীক্ষেত চ প্রভো।
নগ্নাং পরস্ত্রিয়ঞ্চৈব সূর্য্যঞ্চাস্তমনোদয়ে ॥ ১১
ন হুংকুর্য্যাচ্ছবঞ্চৈব শবগন্ধো হি সোমজঃ ॥ ১২
চতুষ্পথান্ চৈত্যতরূন্ শ্মশানোপবনানি চ।
দুষ্টস্ত্রীসন্নিকর্ষঞ্চ বর্জ্জয়েন্নিশি সর্ব্বদা ॥ ১৩
পূজ্যদেবধ্বজজ্যোতিশ্ছায়াং নাতিক্রমেদ্বুধঃ।
নৈকঃ শূন্যাটবীং গচ্ছেন্ন চ শূন্যগৃহে বসেৎ ॥ ১৪
কেশাস্থিকণ্টকামেধ্য-বহ্নিভস্মতুষাংস্তথা।
স্নানার্দ্রাং ধরণীঞ্চৈব দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৫
নানার্য্যানাশ্রয়েৎ কাংশ্চিৎ ন জিহ্মান্ রোচয়েদ্বুধঃ
উপসর্পেত ন ব্যালান্ চিরং তিষ্ঠেন্ন চোত্থিতঃ ॥১৬
অতীব জাগরস্বপ্নে তদ্বৎ স্নানাসনে বুধঃ।
ন সেবেত তথা শয্যাং ব্যায়ামঞ্চ নরেশ্বর ॥ ১৭
দংষ্ট্রিণঃ শৃঙ্গিণশ্চৈব প্রাজ্ঞো দূরেণ বর্জ্জয়েৎ।

মাত্রও অপ্রিয় বাক্য কহিবে না, মিথ্যা প্রিয়বাক্য ব্যবহার করিবে না। অন্যের দোষ বর্ণন করিবে না। হে পুরুষেশ্বর! অন্যের সম্পদ্ দেখিয়া লোভ করিবে না, কাহারও সহিত শত্রুতাও করিবে না। নিন্দিত যানে আরোহণ করিবে না, নদীকূলচ্ছায়া আশ্রয় করিবে না। পণ্ডিত ব্যক্তি, লোকবিদ্বিষ্ট ব্যক্তির সহিত, পতিত বা উন্মত্ত ব্যক্তির সহিত, বহুশত্রুসমন্বিত লোকের সহিত, কুদেশস্থিত মনুষ্যের সহিত, বেশ্যা ও বেশ্যাপতির সহিত, অল্পলাভগর্ব্বিত ব্যক্তির সহিত, মিথ্যাবাদীর সহিত, অতি ব্যয়কারী মনুষ্যের সহিত, পরনিন্দাপরায়ণ ব্যক্তির সহিত ও শঠের সহিত মিত্রতা করিবে না। এক পথও আশ্রয় করিবে না। হে নরেশ্বর! স্রোতস্বতী নদ্যাদির স্রোত রহিত জলে স্নান করিবে না; প্রজ্বলিত গৃহে প্রবেশ বা বৃক্ষের শিখরে আরোহণ করিবে না। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিবে না, নাসিকা কুঞ্চিত করিবে না! মুখ আবৃত না করিয়া হাঁই তুলিবে না। শ্বাস ও কাস অনাবৃতমুখ হইয়া বর্জ্জন করিবে। উচ্চ হাস্য বা শব্দপূর্ব্বক অধোবায়ু পরিত্যাগ করিবে না। নখবাদ্য বা নখ দ্বারা তৃণচ্ছেদন করিবে না এবং নখ দ্বারা ভূমিতে লিখিবে না। বিচক্ষণ ব্যক্তি শ্মশ্রুচর্ব্বণ বা লোষ্ট্রমর্দ্দন করিবেন না। প্রভো! অপবিত্র অবস্থায় সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থ ও ব্রাহ্মণাদি প্রশস্ত পদার্থ নিরীক্ষণ করিবেন না। ১—১১। উলঙ্গ পরস্ত্রী ও উদয়াস্তকালীন দিবাকর দর্শন করিবে না; শব দর্শন করিয়া, শবগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ঘৃণা করিবে না, যেহেতু শবগন্ধ সোমের অংশ। রাত্রিকালে চতুষ্পথ, চৈত্যবৃক্ষ, শ্মশান, উপবন ও দুষ্টনারী এ সমুদায়ের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিবে। পূজ্য ব্যক্তি, দেবতা, ধ্বজা ও তেজঃপদার্থ এ সকলের ছায়া অতিক্রম করা বিজ্ঞ ব্যক্তির উচিত নহে। শূন্যগৃহে বাস বা একাকী শূন্য অরণ্যে গমন করিবে না। কেশ, অস্থি, কণ্টক, অপবিত্র বস্তু, অগ্নি, ভস্ম, তুষ ও স্নানজল দ্বারা আর্দ্র ভূমি দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। অনার্য্য ব্যক্তিকে আশ্রয় করিবে না, কুটিল লোকের সহিত আসক্তি করিবে না। হিংস্র জন্তুর নিকট গমন করিবে না। নিদ্রাভঙ্গের পর অধিকক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিবে না। অধিকক্ষণ নিদ্রা, অধিকক্ষণ জাগরণ, অধিকক্ষণ অবস্থান, অধিকক্ষণ স্নান, অধিকক্ষণ উপবেশন, অধিকক্ষণ শয্যাসেবন ও

অবশ্যায়ঞ্চ রাজেন্দ্র পুরোবাতাতপৌ তথা ॥ ১৮
ন স্নায়ান্ন স্বপেন্নগ্নো ন চৈবোপস্পৃশেদ্বুধঃ।
মুক্তকচ্ছশ্চ নাচামেৎ দেবাভ্যর্চ্চাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥১৯
হোমদেবার্চ্চনাদ্যাসু ক্রিয়াস্বাচমনে তথা।
নৈকবস্ত্রঃ প্রবর্ত্তেত দ্বিজবাচনিকে জপে ॥ ২০
নাসমঞ্জসশীলৈস্তু সহাসীত কদাচন।
সদ্বৃত্তসন্নিকর্ষো হি ক্ষণার্দ্ধমপি শস্যতে ॥ ২১
বিরোধং নোত্তমৈর্গচ্ছেন্নাবরৈশ্চ সদা বুধঃ।
বিবাদশ্চ বিবাহশ্চ সমশীলৈর্নৃপেষ্যতে ॥ ২২
নারভেত কলিং প্রাজ্ঞঃ শুষ্কবৈরং ন কারয়েৎ।
অপ্যল্পহানিঃ সোঢ়ব্যা বৈরেণার্থাগমং ত্যজেৎ ॥২৩
স্নাতো নাঙ্গানি নির্ম্মার্জ্জেৎ স্নানশাট্যা ন পাণিনা।
ন চ নির্ধূনয়েৎ কেশানাচামেন্নৈব চোত্থিতঃ ॥ ২৪
পাদেন নাক্রেমৎ পাদং ন পূজ্যাভিমুখং নয়েৎ।
বীরাসনং গুরোরগ্রে ত্যজেত বিনয়ান্বিতঃ ॥ ২৫
অপসব্যং ন গচ্ছেচ্চ দেবাগারচতুষ্পথান্।
মঙ্গল্যপূজ্যাংশ্চ ততো বিপরীতান্নদক্ষিণান্ ॥ ২৬
সোমাগ্ন্যর্কাম্বুবায়ূনাং পূজ্যানাঞ্চ ন সম্মুখম্।
কুর্য্যাৎ ষ্ঠীবনবিন্মূত্রসমুৎসর্গঞ্চ পণ্ডিতঃ ॥ ২৭
তিষ্ঠন্ন মূত্রয়েৎ তদ্বৎ পন্থানং নাবমূত্রয়েৎ।
শ্লেষ্মবিণ্মূত্ররক্তানি সর্ব্বদৈব ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ ২৮
শ্লেষ্মসিংহানকোৎসর্গো নান্নকালে প্রশস্যতে।
বলিমঙ্গলজপ্যাদৌ ন হোমে ন মহাজনে ॥ ২৯
যোষিতো নাবমন্যেত ন চাসাং বিশ্বসেদ্বুধঃ।
ন চৈবের্ষুর্ভবেৎ তাসু নাধিকুর্য্যাৎ কদাচন ॥ ৩০
মাঙ্গল্যপুষ্পরত্নাজ্যপূজ্যাননভিবাদ্য চ।
ন নিষ্ক্রামেদ্গৃহাৎ প্রাজ্ঞঃ সদাচারপরো নৃপ ॥৩১
চতুষ্পথান্ নমস্কুর্য্যাৎ কালে হোমপরো ভবেৎ।
দীনানভ্যুদ্ধরেৎ সাধূনুপাসীত বহুশ্রুতান্ ॥ ৩২

অধিকক্ষণ ব্যায়াম করিবে না। হে রাজেন্দ্র! প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, দংষ্ট্রীর ও শৃঙ্গীর নিকটে যাইবে না। সম্মুখ বায়ু, সম্মুখ রৌদ্র এবং নীহার পরিত্যাগ করিবে। উলঙ্গ হইয়া স্নান নিদ্রা ও আচমন করিবে না। কাছা খুলিয়া আচমন বা বা দেবপূজা করিবে না। হোম, দেবপূজা আদি ক্রিয়া, আচমন, পুণ্যাহবাচন ও জপকার্য্যে একবস্ত্র হইয়া প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। ১২—২০। কুটিলচিত্ত মনুষ্যের সহিত কখনই একত্র অবস্থান করিবে না। ক্ষণার্দ্ধ কালও সাধু ব্যক্তির সংসর্গ প্রশস্ত। জ্ঞানী ব্যক্তি উত্তম বা অধম লোকের সহিত বিরোধ করিবে না। হে নৃপ! বিবাদ ও বিবাহ সমশীল লোকের সহিত করাই কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি কাহারও সহিত বিবাদ আরম্ভ করিবে না, নিস্ফল শত্রুতা করিবে না। অল্প ক্ষতিও সহ্য করা উচিত, তথাপি কাহারও সহিত শত্রুতা দ্বারা অর্থ লাভ করা উচিত নহে। স্নান করিয়া পরিধেয় বস্ত্র বা হস্ত দ্বারা গাত্র সকল মার্জ্জন করিবে না। কেশ কম্পন করিবে না। স্নানের পর জল হইতে উঠিয়া স্থলে আচমন করিবে না। পদ দ্বারা পদ আক্রমণ করিবে না। পূজ্য ব্যক্তির অভিমুখে পদ স্থাপন করিবে না। গুরুজনের সম্মুখে বিনয়ী হইবে, বীরাসন পরিত্যাগ করিবে। দেবাগার, চতুষ্পথ, মাঙ্গলিক দ্রব্য ও পূজ্য ব্যক্তি, এ সমুদায়ের বামভাগ দিয়া গমন করিবে না। এতদ্বিপরীত বস্তু বা ব্যক্তির দক্ষিণ দিক্ দিয়া যাইবে না। পণ্ডিত ব্যক্তি, চন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, জল, বায়ু, পূজ্য ব্যক্তি, এই সকলের অভিমুখে নিষ্ঠীবন, মূত্র বা বিষ্ঠা পরিত্যাগ করিবে না। দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্রাব করিবে না, পথেও প্রস্রাব করিবে না। শ্লেষ্মা, মল, মূত্র ও রক্ত কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। আহারের কালে দেবপূজা, মাঙ্গলিক কার্য্য ও জপ হোম প্রভৃতি কার্য্যকালে এবং মহাজনসমীপে শ্লেষ্মা ত্যাগ করিবে না; হাঁচিবে না। স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করিবে না, তাহাদের উপর অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে, তাহাদের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইবে না এবং তাহাদের উপর কোন বিষয়ের কর্ত্তৃত্বও দিবে না। ২১—৩০। সদাচারপরায়ণ বিদ্বান্ ব্যক্তি মাঙ্গলিক বস্তু, পুষ্প, রত্ন, ঘৃত ও পূজ্য ব্যক্তিকে নমস্কার না করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবে না। চতুষ্পথ সমূহকে নমস্কার করিবে। যথাকালে হোম-পর হইবে, দীন ব্যক্তিকে উদ্ধার

দেবর্ষিপূজকঃ সম্যক্ পিতৃপিণ্ডোদকপ্রদঃ।
সংকর্ত্তা চাতিথীনাং যঃ স লোকানুত্তমান্ ব্রজেৎ ॥
হিতং মিতং প্রিয়ং কালে বশ্যাত্মা যোঽভিভাষতে
স যাতি লোকানাহ্লাদ-হেতুভূতান্ নৃপাক্ষয়ান্ ॥৩৪
ধীমান্ হ্রীমান্ ক্ষমাযুক্ত আস্তিকো বিনয়ান্বিতঃ।
বিদ্যাভিজনবৃদ্ধানাং যাতি লোকাননুত্তমান্ ॥ ৩৫
অকালগর্জ্জিতাদৌ তু পর্ব্বস্বাশৌচকাদিষু।
অনধ্যায়ং বুধঃ কুর্য্যাদুপরাগাদিকে তথা ॥ ৩৬
শমং নয়তি যঃ ক্রুদ্ধান্ সর্ব্ববন্ধুরমৎসরী।
ভীতাশ্বাসনকৃৎ সাধুঃ স্বর্গস্তস্যাল্পকং ফলম্ ॥ ৩৭
বর্ষাতপাদিকে ছত্রী দণ্ডী রাত্র্যটবীষু চ।
শরীরত্রাণকামো বৈ সোপানৎকঃ সদা ব্রজেৎ ॥৩৮
নোর্দ্ধং ন তির্য্যগ্দূরং বা নিরীক্ষন্ পর্য্যটেদ্বুধঃ।
যুগমাত্রং মহীপৃষ্ঠং নরো গচ্ছেদ্বিলোকয়ন্ ॥ ৩৯
দোষহেতূনশেষাংস্তু বশ্যাত্মা যো নিরস্যতি।
তস্য ধর্ম্মার্থকামানাং হানির্নাল্পাপি জায়তে ॥ ৪০
পাপেঽপ্যপাপঃ পরুষেঽপ্যভিধত্তে প্রিয়াণি যঃ।
মৈত্রীদ্রবান্তঃকরণস্তস্য মুক্তিঃ করে স্থিতা ॥ ৪১
যে কামক্রোধলোভানাং বীতরাগা ন গোচরে।
সদাচারস্থিতাস্তেষামনুভাবৈর্ধৃতা মহী ॥ ৪২
তস্মাৎ সত্যং বদেৎ প্রাজ্ঞো যৎ পরপ্রীতিকারণম্
সত্যং যৎ পরদুঃখায় তত্র মৌনপরো ভবেৎ ॥ ৪৩
প্রিয়ং যুক্তং হিতং নৈতদিতি মত্বা ন তদ্বদেৎ।
শ্রেয়স্তত্র হিতং বাক্যং যদ্যপ্যত্যন্তমপ্রিয়ম্ ॥ ৪৪
প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে
সদাচারো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ও বিদ্বান্ সাধু ব্যক্তির সম্মান করিবে। যিনি দেবগণের ও ঋষিগণের পূজক, যিনি পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ ও তর্পণকারী এবং যিনি অতিথি-সংকার করিয়া থাকেন, তিনি উত্তম লোকে গমন করেন। যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া, সময়ে মিতহিত ও প্রিয়বাক্য বলেন, তিনি দেহাবসানে আনন্দজনক অক্ষয় লোকে গমন করেন। যিনি ধীমান্, হ্রীমান্, ক্ষমাবান্, আস্তিক ও বিনীত, তিনি সংকুলজাত বিদ্যাবৃদ্ধ ব্যক্তির যোগ্য উত্তম লোকে গমন করেন। সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ-কালে, পর্ব্বদিবসে, অশৌচ সময়ে ও অকালে মেঘগর্জ্জনে, পণ্ডিত ব্যক্তি অধ্যয়ন করিবেন না। যিনি কুপিত ব্যক্তির ক্রোধের উপশম করেন, যিনি সকলের বন্ধু ও অমৎসর এবং সাধু ভীত ব্যক্তিকে আশ্বস্ত করেন, তাঁহার পক্ষে স্বর্গলাভ অতি সামান্য ফল। যিনি শরীর রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বর্ষার ও রৌদ্রের সময় ছত্র ব্যবহার করিবেন। রাত্রিতে গমন বা বনমধ্যে প্রবেশের সময় দণ্ডপাণি হইয়া চলিবেন এবং গমনকালে সর্ব্বদাই পাদুকা ব্যবহার করিবেন। পার্শ্ব বা ঊর্দ্ধ বা দূরতর প্রদেশ দেখিতে দেখিতে যাওয়া পণ্ডিতের উচিত নহে। গমনকালে সম্মুখবর্ত্তী চারি হস্ত ভূমি পর্য্যবেক্ষণ করত যাইবেন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া পূর্ব্বোক্ত সমুদায় ও অন্যান্য দোষের হেতুকে বিনষ্ট করেন, তাঁহার ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের অল্পও ব্যাঘাত হয় না। ৩১—৪০। পাপী ব্যক্তির প্রতি যিনি পাপ ব্যবহার না করেন, কোন ব্যক্তি নিষ্ঠুর বাক্য বলিলে যিনি তাহাকে প্রিয় বাক্য বলেন, যিনি সমুদায় প্রাণীর বন্ধু এবং সেই বন্ধুতানিবন্ধন যাঁহার চিত্ত আর্দ্র থাকে, মুক্তি তাঁহার হস্তগত। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সদাচারপরায়ণ ও বীতরাগ, যিনি কাম, ক্রোধ ও লোভকে জয় করিয়াছেন, তাঁহার অনুভাবেই পৃথিবী অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি, সকল সময়ে সত্য বাক্য কহিবেন, সত্যই সকলের প্রীতি উৎপাদন করে; যে স্থলে সত্য কথা কহিলে কাহারও অনিষ্ট হয়, সে স্থলে মৌনী হইয়া থাকিবে। যে স্থলে প্রিয়বাক্য হিতজনক ও যুক্তিযুক্ত না হয়, সে স্থলে প্রিয়বাক্য বলিবে না, কারণ হিত-বাক্য যদিও নিতান্ত অপ্রিয় হয়, তথাপি তাহাও বলা শ্রেয়ঃ। যে কার্য্য ইহলোকে প্রাণিগণের মঙ্গলকারী হয়, মতিমান্ সেই কার্য্যই কায়-মনোবাক্যে ভজনা করিবেন। ৪১—৪৫।

তৃতীয়াংশে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

ঔর্ব্ব উবাচ।

সচেলস্য পিতুঃ স্নানং জাতে পুত্রে বিধীয়তে।
জাতকর্ম্ম ততঃ কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধমভ্যুদয়ে চ যৎ॥ ১
যুগ্মান্‌দৈবাংশ্চপিত্র্যাংশ্চসম্যক্‌সব্যক্রমাদ্‌দ্বিজান্‌।
পূজয়েদ্ভোজয়েচ্চৈব তন্মনা নান্যমানসঃ॥ ২
দধ্যক্ষতৈঃ সবদরৈঃ প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোঽপি বা।
দেবতীর্থেন বৈ পিণ্ডান্‌ দদ্যাৎ কায়েন বা নৃপ॥৩
নান্দীমুখঃ পিতৃগণস্তেন শ্রাদ্ধেন পার্থিব।
প্রীয়তে তত্তু কর্ত্তব্যং পুরুষৈঃ সর্ব্ববৃদ্ধিষু॥ ৪
কন্যাপুত্রবিবাহেষু প্রবেশে নববেশ্মনঃ।
নামকর্ম্মণি বালানাং চূড়াকর্ম্মাদিকে তথা॥ ৫
সীমন্তোন্নয়নে চৈব পুত্রাদিমুখদর্শনে।
নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রযতো গৃহী॥ ৬
পিতৃপূজাবিধিঃ প্রোক্তো বৃদ্ধাবেশসমাসতঃ।
শ্রূয়তামবনীপাল প্রেতকর্ম্মক্রিয়াবিধিঃ॥ ৭
প্রেতদেহং শুভৈঃ স্নানৈঃ স্নাপিতং স্রগ্বিভূষিতম্‌।
দগ্ধা গ্রামাদ্‌বহিঃস্নাতাঃ সচেলাঃ সলিলাশয়ে॥ ৮
যত্র তত্র স্থিতায়ৈতদমুকায়েতি বাদিনঃ।
দক্ষিণাভিমুখা দদ্যুর্ব্বান্ধবাঃ সলিলাঞ্জলিম্‌॥ ৯
প্রবিষ্টাশ্চ সমং গোভির্গ্রামং নক্ষত্রদর্শনে।
কটধর্ম্মাংস্ততঃ কুর্য্যুর্ভূমৌ প্রস্তরশায়িনঃ॥ ১০
দাতব্যোঽনুদিনং পিণ্ডঃ প্রেতায় ভুবি পার্থিব।
দিবা চ ভক্তং ভোক্তব্যমমাংসং মনুজর্ষভ॥ ১১
দিনাদি তাবদিচ্ছাতঃ কর্ত্তব্যং বিপ্রভোজনম্‌।
প্রেতস্তৃপ্তিং তথা যাতি বন্ধুবর্গেণ ভুঞ্জতা॥ ১২
প্রথমেঽহ্নি তৃতীয়ে চ সপ্তমে নবমে তথা।
বস্ত্রত্যাগং বহিঃ স্নানং কৃত্বা দদ্যাৎ তিলোদকম্‌॥
ততোঽনু বন্ধুবর্গস্তু ভুবি দদ্যাৎ তিলোদকম্‌।
চতুর্থেঽহ্নি চ কর্ত্তব্যং ভস্মাস্থিচয়নং নৃপ॥ ১৪
তদূর্দ্ধমঙ্গস্পর্শশ্চ সপিণ্ডানামপীষ্যতে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ঔর্ব্ব কহিলেন,—পুত্র জন্মিবামাত্র সন্নিহিত পিতা তৎক্ষণাৎ সচেল হইয়া স্নান করিবেন, অনন্তর পুত্রের জাতকর্ম্ম ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবেন। তিনি অনন্যমানস হইয়া বামদিক্‌ হইতে দেবপক্ষে ও পিতৃপক্ষে যুগ্মযুগ্ম ব্রাহ্মণ স্থাপন করত পূজা করিবেন ও ব্রাহ্মণদিগকে আহার করাইবেন। নৃপ! প্রাঙ্মুখ বা উত্তরমুখ হইয়া দধি আতপতণ্ডুল ও কুলফল দ্বারা নির্ম্মিত পিণ্ড দেবতীর্থ বা প্রজাপতি তীর্থ দ্বারা প্রদান করিবেন। হে রাজন্‌! এই শ্রাদ্ধ নান্দীমুখ, ইহা দ্বারা পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। এই কারণে সকল পুরুষের সর্ব্বপ্রকার বৃদ্ধিকার্য্যে এই নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কন্যার বিবাহ, পুত্রের বিবাহ, নতন গৃহপ্রবেশ, বালকের নামকরণ, চূড়াকর্ম্ম, সীমন্তোন্নয়ন ও পুত্রমুখ-দর্শন কালে এবং অন্যান্য অভ্যুদয় কালে, গৃহস্থ প্রযত হইয়া নান্দীমুখ পিতৃগণের পূজা করিবেন। হে অবনীপাল! পূর্ব্বে প্রাচীন মতানুসারে সংক্ষেপে পিতৃপূজার বিধি উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে প্রেতকর্ম্মের ক্রম শ্রবণ করুন। মরণান্তে সেই মৃতদেহকে স্নান ও মাল্য দ্বারা বিভূষিত করিয়া গ্রামের বাহিরে দগ্ধ করিবে। পরে সেই বস্ত্রের সহিত জলাশয়ে স্নান করত দক্ষিণমুখ হইয়া 'যত্র তত্র স্থিতায় এতৎ' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বান্ধবগণ সলিলাঞ্জলি প্রদান করিবে। দিনের মধ্যে দাহক্রিয়া নিষ্পন্ন হইলে, গোগণের সহিত সায়ংকালে নক্ষত্রদর্শনপূর্ব্বক গ্রামে প্রবেশ করিবে। পরে ভূমিতে তৃণশয্যায় শয়ান থাকিয়া কটধর্ম্ম (প্রেতকার্য্য) পালনে প্রবৃত্ত হইবে। ১—১০। হে নৃপ! অশৌচকাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রেতের উদ্দেশে ভূমিতে এক একটী পিণ্ড দিবে। নরশ্রেষ্ঠ! দিবাভাগে একবার মাংসহীন অন্ন আহার করিবে। এই অশৌচ-কালে ইচ্ছানুসারে সপিণ্ড জ্ঞাতিদিগকে ভোজন করাইবে; কারণ বন্ধুবর্গ ভোজন করিলে মৃত ব্যক্তি তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। অশৌচের প্রথম, তৃতীয়, সপ্তম ও নবম দিবসে বস্ত্রত্যাগ, বহির্দ্দেশে স্নান, প্রেতের উদ্দেশে সতিলোদক প্রদান করিবে। তাহার পরে প্রেতবন্ধুগণও ভূমিতে সতিলোদক প্রদান করিবে। হে নৃপ! অশৌচের চতুর্থ দিবসে ভস্ম ও অস্থিচয়ন

যোগ্যাঃ সর্ব্বক্রিয়াণান্তু সমানসলিলাস্তথা॥ ১৫
অনুলেপনপুষ্পাদিভোগাদন্যত্র পার্থিব।
শয্যাসনোপভোগশ্চ সপিণ্ডানামপীষ্যতে।
ভস্মাস্থিচয়নাদূর্দ্ধং স যোগো ন তু যোষিতা॥ ১৬
বালে দেশান্তরস্থে চ পতিতে চ মুনৌ মৃতে।
সদ্যঃশৌচং তথেচ্ছাতো জলাগ্ন্যুদ্বন্ধনাদিষু॥ ১৭
মৃতবন্ধোর্দশাহানি কুলস্যান্নং ন ভুজ্যতে।
দানং প্রতিগ্রহো যজ্ঞঃ স্বাধ্যায়শ্চ নিবর্ত্ততে॥ ১৮
বিপ্রস্যৈতদ্দ্বাদশাহং রাজন্যস্যাপ্যশৌচকম্।
অর্দ্ধমাসশ্চ বৈশ্যস্য মাসঃ শূদ্রস্য শুদ্ধয়ে॥ ১৯
অযুজো ভোজয়েৎ কামং দ্বিজানাদ্যে ততো দিনে
দদ্যাদ্দর্ভেষু পিণ্ডঞ্চ প্রেতায়োচ্ছিষ্টসন্নিধৌ॥ ২০
বার্য্যায়ুধপ্রতোদাস্তু দণ্ডশ্চ দ্বিজভোজনাৎ।
প্রষ্টব্যোঽনন্তরং বর্ণৈঃ শুধ্যেরংস্তে ততঃ ক্রমাৎ॥
ততঃ স্ববর্ণধর্ম্মা যে বিপ্রাদীনামুদাহৃতাঃ।
তান্ কুর্ব্বীত পুমান জীবেন্নিজধর্ম্মার্জ্জনৈস্তথা॥ ২২
মৃতাহনি চ কর্ত্তব্যমেকোদ্দিষ্টমতঃ পরম্।
আহ্বানাদিক্রিয়াদৈব-নিয়োগরহিতং হি তৎ॥২৩
একোঽর্ঘস্তত্র দাতব্যস্তথৈবৈকং পবিত্রকম্।
প্রেতায় পিণ্ডো দাতব্যো ভুক্তবৎসু দ্বিজাতিষু॥২৪
প্রশ্নশ্চ তত্রাভিরতির্যজমানৈর্দ্বিজন্মনাম্।
অক্ষয্যমমুকস্যেতি বক্তব্যং বিরতৌ তথা॥ ২৫
একোদ্দিষ্টময়ো ধর্ম্ম ইত্থমাবৎসরাৎ স্মৃতঃ।
সপিণ্ডীকরণং তস্মিন্ কালে রাজেন্দ্র তচ্ছৃণু॥২৬
একোদ্দিষ্টবিধানেন কার্য্যং তদপি পার্থিব।
তিলগন্ধোদকৈর্যুক্তং তত্র পাত্রচতুষ্টয়ম্॥ ২৭
পাত্রং প্রেতস্য তত্রৈকং পাত্রত্রয়যুতং তথা।
সেচয়েৎ পিতৃপাত্রেষু প্রেতপাত্রং নৃপ ত্রিষু॥২৮

করিবে, অনন্তর সপিণ্ড জ্ঞাতিবর্গের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে। যাঁহারা সমানোদক, তাঁহারা অশৌচে পঞ্চযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম করিতে পারেন। কিন্তু স্রক্ চন্দন ও পুষ্প প্রভৃতির ভোগ করিবেন না। ঐ কালে সপিণ্ডগণও শয্যা আসন প্রভৃতির ভোগ করিতে পারেন, ভস্ম ও অস্থি চয়নের পর স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ করিবে। বালক, দেশান্তরিত ব্যক্তি, পতিত ব্যক্তি ও গুরু, দেহত্যাগ করিলে, অথবা কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলে, কিংবা জল অগ্নি বা উদ্বন্ধনাদি দ্বারা অপমৃত্যু হইলে, শ্রবণ মাত্রই সদ্যঃ শৌচ হয়। মৃতব্যক্তির সপিণ্ডকুলের অন্ন, মৃতাহ হইতে দশ দিন ভোজন করিবে না। অশৌচকালে দান, পতিগ্রহ, যজ্ঞ অধ্যয়নকর্ম্ম করিবে না। ব্রাহ্মণের অশৌচ দশদিন, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ দিন, বৈশ্যের পঞ্চদশ দিবস, শূদ্রের একমাস অশৌচ অশৌচান্তে আদ্যশ্রাদ্ধ দিবসে তিনটী বা পাঁচটী অথবা যাদৃশ রুচি, কিন্তু তিন পাঁচের কম না হয়, অযুগ্ম ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এই ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্টের নিকটে, কুশের উপর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিবে। ১১—২০। পরে ব্রাহ্মণ ভোজন হইলে ব্রাহ্মণ জলকে, ক্ষত্রিয় অস্ত্রকে, বৈশ্য প্রতোদকে ও শূদ্র যষ্টিকে জিজ্ঞাসা করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবেন। অশৌচান্তে চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যে বর্ণের যে ধর্ম্ম, তিনি তাহাই অবলম্বন করিবেন এবং ধর্ম্মোপার্জ্জিত ধন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইবেন। পরে প্রতিমাসে মৃততিথিতে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে। এই মাসিক শ্রাদ্ধে আবাহনাদি ক্রিয়া ও বৈশ্যদেব আবাহন করিতে হয় না, এই মাসিক শ্রাদ্ধে একটী অর্ঘ্য ও একটী পবিত্র দান করিবে। পরে ব্রাহ্মণ ভোজন হইলে প্রেতোদ্দেশে পিণ্ড দান করিবে। অনন্তর যজমানের 'অভিরম্যতাম্' এই কথার পর ব্রাহ্মণগণ 'অভিরতাঃ স্মঃ' এই উত্তর করিবেন ও 'অমুকস্য অক্ষয্যমিদমুপতিষ্ঠতাম্' এই বাক্য বলিবেন। এইরূপ একবৎসর পর্য্যন্ত প্রতিমাসে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। রাজন্! একবৎসর পূর্ণ হইলে সপিণ্ডীকরণ বিধি বলিতেছি শ্রবণ করুন। হে পার্থিব! এই সপিণ্ডীকরণও একোদ্দিষ্টবিধিক্রমে করিতে হইবে। পরন্তু ইহাতে তিল, গন্ধ ও উদকযুক্ত চারিটী পাত্র স্থাপন করিতে হইবে। এই পাত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রেতের একপাত্র ও পিতৃলোকের তিন পাত্র। অনন্তর প্রেতপাত্রস্থ

ততঃ পিতৃত্বমাপন্নে তস্মিন্ প্রেতে মহীপতে।
শ্রাদ্ধধর্ম্মৈরশেষৈস্ত তৎপূর্ব্বানর্চ্চয়েৎ পিতৃন্ ॥২৯
পুত্রঃ পৌত্রঃ প্রপৌত্রো বা ভ্রাতা বা ভ্রাতৃসন্ততিঃ
সপিণ্ডসন্ততির্বাপি ক্রিয়ার্হা নৃপ জায়তে ॥ ৩০
তেষামভাবে সর্ব্বেষাং সমানোদকসন্ততিঃ ।
মাতৃপক্ষস্য পিণ্ডেন সংবদ্ধা যে জলেন বা ॥ ৩১
কুলদ্বয়েঽপি চোচ্ছিন্নে স্ত্রীভিঃ কার্য্যা ক্রিয়া নৃপ।
সংঘাতান্তর্গতৈর্বাপি কার্য্যা প্রেতস্য বা ক্রিয়া ॥৩২
উৎসন্নবন্ধুঋক্‌থানাং কারয়েদবনীপতিঃ।
পূর্ব্বাঃ ক্রিয়ামধ্যমাশ্চ তথা চৈবোত্তরাঃ ক্রিয়াঃ ॥
ত্রিপ্রকারাঃ ক্রিয়াঃ হ্যেতাস্তাসাং ভেদং শৃণুষ মে
আদাহবার্য্যায়ুধাদিস্পর্শাদ্যন্তাস্ত যাঃ ক্রিয়াঃ ॥৩৪
তাঃ পূর্ব্বা মধ্যমা মাসি মাস্যেকোদ্দিষ্টসংজ্ঞিতাঃ।
প্রেতে পিতৃত্বমাপন্নে সপিণ্ডীকরণাদনু ॥ ৩৫
ক্রিয়ন্তে যাঃ ক্রিয়াঃ পিত্র্যাঃপ্রোচ্যন্তে তা নৃপোত্তরাঃ
পিতৃমাতৃসপিণ্ডৈস্ত সমানসলিলৈস্তথা ॥ ৩৬
তৎসঙ্ঘান্তর্গতৈশ্চৈব রাজ্ঞা বা ধনহারিণা।
পূর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্ত কর্ত্তব্যাঃ পুত্রাদ্যৈরেব চোত্তরাঃ ॥
দৌহিত্রৈর্বা নরশ্রেষ্ঠ কার্য্যাস্তত্তনয়ৈস্তথা।
মৃতাহনি চ কর্ত্তব্যাঃ স্ত্রীণামপ্যুত্তরাঃ ক্রিয়াঃ।
প্রতিসংবৎসরং রাজনেকোদ্দিষ্টবিধানতঃ ॥ ৩৮
তস্মাদুত্তরসংজ্ঞা যাঃ ক্রিয়াস্তাঃ শৃণু পার্থিব।
যদা যদা চ কর্ত্তব্যা বিধিনা যেন বানঘ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে প্রেতৌর্দ্ধ-দেহিকং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

ঔর্ব্ব উবাচ।

ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রনাসত্য-সূর্য্যাগ্নিবসুমারুতান্।
বিশ্বেদেবানৃষিগণান্ বয়াংসি মনুজান্ পশূন্ ॥ ১
সরীসৃপান্ পিতৃগণান্ যচ্চান্যদ্ভূতসংজ্ঞকম্।

জলাদি দ্বারা পিতৃপাত্রত্রয় সেচন করিবে। হে মহীপতে! সেই প্রেত পিতৃভাব প্রাপ্ত হইবার পর স্বধাকারাদি দ্বারা তাঁহা হইতে উর্দ্ধতন তিন পুরুষের অর্চ্চনা করিবে। হে নৃপ! পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র কিংবা অন্য কোন সপিণ্ড সন্তান, সপিণ্ডীকরণে অধিকারী। ২১—৩০। যদি ইহাদের অভাব হয়, তবে সমানোদক সন্তান, তদভাবে মাতামহসপিণ্ড, তাহারও অভাব হইলে মাতামহ-সমানোদক সন্তান সপিণ্ডীকরণ করিবে। যাহার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়ই লোপ পাইয়াছে, স্ত্রীলোকে তাহার সপিণ্ডীকরণ করিতে পারিবে। তাদৃশ স্ত্রীলোক না থাকিলে সমানপ্রবর সহাধ্যায়ী প্রভৃতিরাও প্রেতকৃত্য করিতে পারে। যাহার বন্ধু বা উত্তরাধিকারী কেহই নাই, রাজা তাহার আদ্য, মধ্যম ও অন্তিম প্রেতক্রিয়া করাইবেন। এই তিন প্রকার ক্রিয়ার ভেদ শ্রবণ করুন। দাহ হইতে বর্ণানুসারে জল-শস্ত্র প্রভৃতির স্পর্শ পর্য্যন্ত যে ক্রিয়া, তাহার নাম আদ্য-ক্রিয়া। মাসিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধকে মধ্যক্রিয়া বলা যায়। প্রেত, পিতৃত্ব প্রাপ্ত হইলে সপিণ্ডীকরণের পর যে সকল শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য, তাহার নাম অন্তিমক্রিয়া। পিতা, মাতা, সপিণ্ড, সমানোদক, শিষ্য, গুরু, সহাধ্যায়ী, বন্ধু, রাজা বা অপর কোন উত্তরাধিকারী, পূর্ব্বক্রিয়া করিতে পারেন; পরন্তু পুত্রপৌত্রাদিই অন্তিম ক্রিয়া করিতে পারে, অপরে ঐ ক্রিয়ার অধিকারী নহে। পুত্রাদির অভাবে দৌহিত্র বা দৌহিত্র-তনয় অন্তিমক্রিয়া করিবে। নৃপ! প্রতি-বৎসর মৃততিথিতে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের রীতি-ক্রমে স্ত্রী পুরুষ সকলেরই অন্তিমক্রিয়া করা উচিত। হে পার্থিব! যাহাকে অন্তিমক্রিয়া কহে, তাহা যে যে সময় যে যে বিধি অনুসারে করিবে, তাহা শ্রবণ করুন। ৩১—৩৯।

তৃতীয়াংশে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ঔর্ব্ব কহিলেন,—শ্রদ্ধাসহকারে শ্রাদ্ধ করিলে, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, অশ্বিনীকুমার, সূর্য্য, অগ্নি, বসু, মরুৎ, বিশ্বদেব, ঋষি, পক্ষী, মনুষ্য,

শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধান্বিতঃ কুর্ব্বন্ তর্পয়ত্যখিলং হি তৎ ॥২
মাসি মাস্যসিতে পক্ষে পঞ্চদশ্যাং নরেশ্বর।
তথাষ্টকাসু কুর্ব্বীত কাম্যান্‌কালান্ শৃণুষ মে ॥ ৩
শ্রাদ্ধার্হমাগতং দ্রব্যং বিশিষ্টমথবা দ্বিজম্।
শ্রাদ্ধং কুর্ব্বীত বিজ্ঞায় ব্যতীপাতেঽয়নে তথা ॥৪
বিষুবে চৈব সম্প্রাপ্তে গ্রহণে শশিসূর্য্যয়োঃ।
সমস্তেষেব ভূপাল রাশিষর্কে চ গচ্ছতি ॥ ৫
নক্ষত্রগ্রহপীড়াসু দুষ্টস্বপ্নাবলোকনে।
ইচ্ছাশ্রাদ্ধানি কুর্ব্বীত নবশস্যাগমে তথা ॥ ৬
অমাবস্যা যদা মৈত্র বিশাখাস্বাতিযোগিনী।
শ্রাদ্ধৈঃ পিতৃগণস্তৃপ্তিং তদাপ্নোত্যষ্টবার্ষিকীম্ ॥ ৭
অমাবস্যা যদা পুষ্যে রৌদ্রে চর্ক্ষে পুনর্ব্বসৌ।
দ্বাদশাব্দং তদা তৃপ্তিং প্রয়াস্তি পিতরোঽর্চ্চিতাঃ ॥৮
বাসবাজৈকপাদৃক্ষে পিতৃণাং তৃপ্তিমিচ্ছতাম্।
বারুণে চাপ্যমাবস্যা দেবানামপি দুর্লভা ॥ ৯

পশু, সরীসৃপ ও পিতৃগণ এবং অন্যান্য সমুদায় ভূতগণ তৃপ্তিলাভ করেন। হে নৃপ! প্রতিমাসে অমাবস্যা তিথিতে এবং অষ্টকাতে শ্রাদ্ধ করিবে। ইহা নিত্য শ্রাদ্ধকাল, শ্রাদ্ধের কাম্যকাল আমার নিকটে শ্রবণ কর। যখন শ্রাদ্ধের যোগ্য দ্রব্য গৃহে উপস্থিত হইবে, অথবা যখন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইবে, কিংবা যখন উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়নের শেষ হইবে, তখন কাম্যশ্রাদ্ধ করিবে। বিষুব-সংক্রান্তিতে সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণকালে, প্রত্যেক সংক্রান্তিদিবসে, গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি জন্য পীড়া উপস্থিত হইলে, দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে ও নূতন শস্য গৃহে আসিলে, কাম্যশ্রাদ্ধ বিধেয়। যে অমাবস্যা তিথি অনুরাধা, বিশাখা বা স্বাতীনক্ষত্রযুক্তা হয়, সে অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিলে, পিতৃগণ আট বৎসর পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন। যে অমাবস্যা তিথি পুষ্যা, আর্দ্রা বা পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্তা হয়, সেই অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন। যিনি দেবগণের তৃপ্তি করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে জ্যেষ্ঠা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও শতভিষাযুক্তা অমাবস্যা অতীব দুর্লভ, অর্থাৎ তাদৃশ অমাবস্যায়

নবস্বৃক্ষেষ্বমাবস্যা যদৈতেষ্ববনীপতে।
তদা তৃপ্তিপ্রদং শ্রাদ্ধং পিতৃণাং শৃণু চাপরম্ ॥১০
গীতং সনৎকুমারেণ যদৈলায় মহাত্মনে।
পৃচ্ছতে পিতৃভক্তায় শ্রদ্ধয়াবনতায় চ ॥ ১১

বৈশাখমাসস্য তু যা তৃতীয়া
নবম্যসৌ কার্ত্তিকশুক্লপক্ষে।
নভস্যমাসস্য তমিস্রপক্ষে
ত্রয়োদশী পঞ্চদশী চ মাঘে ॥ ১২
এতা যুগাদ্যাঃ কথিতাঃ পুরাণৈ-
রনন্তপুণ্যাস্তিথয়শ্চতস্রঃ ॥ ১৩
চন্দ্রক্ষয়ো মাধবমাসি যত্র
দিনক্ষয়ে বৈ বিষুবদ্বয়ঞ্চ।
মন্বন্তরাদ্যাস্তিথয়স্তথৈব
চ্ছায়াগতশ্চ ব্যতিপাতযোগঃ ॥ ১৩
উপপ্লবে চন্দ্রমসো রবেশ্চ
ত্রিষষ্টকাস্বপ্যয়নদ্বয়ে চ।
পানীয়মপ্যত্র তিলৈর্বিমিশ্রং
দদ্যাৎ পিতৃভ্যঃ প্রযতো মনুষ্যঃ।

শ্রাদ্ধ করিলে, পিতৃগণ ও দেবগণ অতিশয় তৃপ্তি লাভ করেন। হে অবনীপতে! অমাবস্যা, পূর্ব্বোক্ত নয়টী নক্ষত্রযুক্তা হইলে, তাহাতে কৃত শ্রাদ্ধ, পিতৃলোককে অতিশয় তৃপ্ত করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্য যে দিনে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন, তাহা শ্রবণ কর।১—১০। পিতৃভক্ত শ্রদ্ধাবনত মহাত্মা পুরূরবা, সনৎকুমারের সমীপে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিয়াছিলেন যে, বৈশাখমাসের শুক্লা তৃতীয়া, কার্ত্তিকশুক্লা নবমী, ভাদ্রমাসের ত্রয়োদশী এবং মাঘমাসের অমাবস্যা, এই চারি মাসের চারিটী তিথির নাম যুগাদ্যা। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা বলিয়াছিলেন যে, এই চারি দিবস শ্রাদ্ধাদি করিলে, অনন্ত ফললাভ হয়। বৈশাখ মাসের অমাবস্যা, দিনক্ষয়যুক্ত বিষুব-সংক্রান্তিদ্বয়, মন্বন্তরের আদ্যতিথি সকল, ছায়াগত ব্যতীপাতযোগ, চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণ, অষ্টকাত্রয়, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন আরম্ভ সময়, এই সকল সময়ে যে ব্যক্তি প্রযত হইয়া, পিতৃগণকে সতিল

শ্রাদ্ধং কৃতং তেন সমাঃ সহস্রং
রহস্যমেতৎ পিতরো বদন্তি ॥ ১৫
মাঘাসিতে পঞ্চদশী কদাচি-
দুপৈতি যোগং যদি বারুণেন।
ঋক্ষেণ কালঃ স পরঃ পিতৃণাং
নহ্যল্পপুণ্যৈর্নৃপ লভ্যতেঽসৌ ॥ ১৬
কালে ধনিষ্ঠা যদি নাম তস্মিন্
ভবন্তি ভূপাল তদা পিতৃভ্যঃ।
দত্তং জলান্নং প্রদদাতি তৃপ্তিং
বর্ষাযুতং তৎকুলজৈর্মনুষ্যৈঃ ॥ ১৭
তত্রৈব চেদ্ভাদ্রপদাস্তু পূর্ব্বাঃ
কালে তদা যৎ ক্রিয়তে পিতৃভ্যঃ।
শ্রাদ্ধং পরাং তৃপ্তিমুপেত্য তেন
যুগং সমগ্রং পিতরঃ স্বপন্তি ॥ ১৮
গঙ্গাং শতদ্রুমথবা বিপাশাং
সরস্বতীং নৈমিষগোমতীং বা।
অত্রাবগাহ্যার্চ্চনমাদরেণ
কৃত্বা পিতৃণাং দুরিতং নিহন্তি ॥ ১৯

গায়ন্তি চৈতৎ পিতরঃ সদৈব
বর্ষামঘাতৃপ্তিমবাপ্য ভূয়ঃ।
মাঘাসিতান্তে শুভতীর্থতোয়ৈ-
র্যাস্যামি তৃপ্তিং তনয়াদিদত্তৈঃ ॥ ২০
চিত্তঞ্চ বিত্তঞ্চ নৃণাং বিশুদ্ধং
শস্তশ্চ কালঃ কথিতো বিধিশ্চ।
পাত্রং যথোক্তং পরমা চ ভক্তিঃ
নৃণাং প্রযচ্ছন্ত্যভিবাঞ্ছিতানি ॥ ২১
পিতৃগীতাস্তথৈবাত্র শ্লোকাস্তাংশ্চ শৃণুষ্ব মে।
শ্রুত্বা তথৈব ভবতা ভাব্যং তত্রাদৃতাত্মনা ॥ ২২
অপি ধন্যঃ কুলে জায়াদস্মাকং মতিমান্ নরঃ।
অকুর্ব্বন্ বিত্তশাঠ্যং যঃ পিণ্ডান্ নো নির্ব্বপিষ্যতি ॥
রত্নবস্ত্রমহীযান-সর্ব্বভোগাদিকং বসু।
বিভবে সতি বিপ্রেভ্যো যোঽস্মানুদ্দিশ্য দাস্যতি ॥
অন্নেন বা যথাশক্ত্যা কালেঽস্মিন্ ভক্তিনম্রধীঃ।
ভোজয়িষ্যতি বিপ্রাগ্র্যান্ তন্মাত্রবিভবো নরঃ ॥২৫

জল প্রদান করে, তাহার সহস্র বৎসর শ্রাদ্ধ-করণ জন্য ফললাভ হয়। সকলের অবিদিত এই দিবসসকলের কথা পিতৃগণই বলিয়া থাকেন। যদি কদাচিৎ মাঘমাসের অমাবস্যা তিথি, শতভিষানক্ষত্রযুক্তা হয়, তবে সেই তিথি পিতৃগণের উৎকৃষ্ট সময়। হে নৃপ! ঐ অল্প পুণ্যে মনুষ্যগণ এবংবিধ যোগ প্রাপ্ত হয় না। রাজন্! ঐ মাঘমাসের অমাবস্যা তিথিতে যদি ধনিষ্ঠানক্ষত্রের যোগ উপস্থিত হয়, তবে সেই দিবস সৎকুলোৎপন্ন মনুষ্যেরা পিতৃগণের উদ্দেশে অন্ন জল প্রদান করিলে, সেই পিতৃগণ দশসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন। মাঘমাসের অমাবস্যা যদি পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র-যুক্তা হয়, তবে ঐ তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে, পিতৃগণ সম্পূর্ণ একযুগ তৃপ্তির সহিত নিদ্রা যান। গঙ্গা, শতদ্রু, বিপাশা, সরস্বতী ও নৈমিষারণ্যস্থ গোমতী, এই সকল নদীতে অবগাহন করিয়া আদরের সহিত পিতৃলোকের অর্চ্চনা করিলে, সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয়। পিতৃগণ সর্ব্বদাই এই গান করেন যে, বর্ষাকালের, মঘাতৃপ্তি (অপর পক্ষীয় মঘাযুক্ত ত্রয়োদশীতে বিহিত শ্রাদ্ধ-সম্পাদিত) লাভ করিয়া, পুনর্ব্বার মাঘমাসে অমাবস্যাতে পুত্রপৌত্রাদি-প্রদত্ত মঙ্গলময় তীর্থজল দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিব। ১১—২০। বিশুদ্ধ চিত্ত, বিশুদ্ধ মন, প্রশস্ত কাল, কথিত বিধি, যথোক্ত ও পরম-ভক্তি, শ্রাদ্ধ সময়ে এই সকলের সমাবেশ হইলে মনুষ্যগণ বাঞ্ছিত ফল লাভ করেন। এ স্থলে কতকগুলি পিতৃগীতা শ্লোক আমার নিকটে শ্রবণ করুন; আপনি তাহা শ্রবণ করিয়া আদরের সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিবেন। যিনি বিত্তশাঠ্য পরিহার করত আমাদিগকে পিণ্ডদান করেন, এরূপ ধন্য কোনও মতিমান্ ব্যক্তি যদি আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সন্তানের যদি বিভব থাকে, তবে তিনি আমাদের উদ্দেশে ব্রাহ্মণ সকলকে রত্ন, বস্ত্র, ভূমি, যান, ধন ও সর্ব্ব প্রকার ভোগ্যদ্রব্য দান করিবেন। তাদৃশ ঐশ্বর্য্য না থাকিলে, শ্রাদ্ধকালে ভক্তিনম্রবুদ্ধি

অসমর্থোঽন্নদানস্য ধান্যমামং স্বশক্তিতঃ।
প্রদাস্যতি দ্বিজাগ্র্যেভ্যঃ স্বল্পাল্পাং বাপি দক্ষিণাম্॥
তত্রাপ্যসামর্থ্যযুতঃ করাগ্রাগ্রস্থিতাংস্তিলান্।
প্রণম্য দ্বিজমুখ্যায় কস্মৈচিদ্ভূপ দাস্যতি॥ ২৭
তিলৈঃ সপ্তাষ্টভির্বাপি সমবেতান্ জলাঞ্জলীন্।
ভক্তিনম্রঃ সমুদ্দিশ্য ভুব্যস্মাকং প্রদাস্যতি॥ ২৮
যতঃ কুতশ্চিৎ সম্প্রাপ্য গোভ্যো বাপি গবাহ্নিকম্
অভাবে প্রীণয়ন্নস্মান্ শ্রদ্ধাযুক্তঃ স দাস্যতি॥ ২৯
সর্ব্বাভাবে বনং গত্বা কক্ষামূলপ্রদর্শকঃ।
সূর্য্যাদিলোকপালানামিদমুচ্চৈঃ পঠিষ্যতি॥ ৩০

> ন মেঽস্তি বিত্তং ন ধনং ন চান্যৎ
> শ্রাদ্ধোপযোগ্যং স্বপিতৄন্নতোঽস্মি।
> তৃপ্যন্তু ভক্ত্যা পিতরো ময়ৈতৌ
> ভুজৌ কৃতৌ বর্ত্মনি মারুতস্য॥ ৩১

ঔর্ব্ব উবাচ।

ইত্যেতৎ পিতৃভির্গীতং ভাবাভাবপ্রয়োজনম্
যঃ করোতি কৃতং তেন শ্রাদ্ধং ভবতি পার্থিব॥৩২

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ঔর্ব্ব উবাচ।

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ শ্রাদ্ধে যদ্‌গুণাংস্তান্নিবোধ মে
ত্রিণাচিকেতস্ত্রিমধুস্ত্রিসুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ॥ ১
বেদবিৎ শ্রোত্রিয়ো যোগী তথা বৈ জ্যেষ্ঠসামগঃ।
ঋত্বিক্ স্বস্রীয়দৌহিত্রজামাতৃশ্বশুরস্তথা॥ ২
মাতুলোঽথ তপোনিষ্ঠঃ পঞ্চাগ্ন্যভিরতস্তথা।
শিষ্যাঃ সম্বন্ধিনশ্চৈব মাতাপিতৃরতশ্চ যঃ॥ ৩
এতান্ নিয়োজয়েৎ শ্রাদ্ধে পূর্ব্বোক্তান্‌প্রথমং নৃপ

হইয়া, স্বকীয় সামার্থ্যানুসারে অন্ন দ্বারা ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণকে ভোজন করাইবেন। যদি অন্নদানেও শক্তি না থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণকে স্বশক্তি অনুসারে আম ধান্য অথবা যৎকিঞ্চিন্মাত্র দক্ষিণা প্রদান করিবেন। হে ভূপ! যদি কোন ব্যক্তি এ প্রকার করিতেও অশক্ত হয়, তাহা হইলে করাগ্রে কতকগুলি তিল লইয়া কোন দ্বিজশ্রেষ্ঠকে প্রণিপাত করত অর্পণ করিবে, অথবা ভক্তিনম্র হইয়া আমাদের উদ্দেশে ভূমিতে সাতটী আটটী তিলমিশ্রিত জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে। অথবা যদি ইহাতেও অসমর্থ হয়, তাহা হইলে কোন স্থান হইতে গবাহ্নিক (গাভীর একাহভক্ষ্য) তৃণ আহরণ করত শ্রদ্ধা-যুক্ত হইয়া আমাদের প্রীতির জন্য গাভীকে প্রদান করিবে। যদি ইহার মধ্যে কোনও দ্রব্য সংগ্রহ করিতে না পারে, তাহা হইলে, বনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক কক্ষামূল প্রদর্শন করত সূর্য্যাদি লোকপালগণের সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, আমার বিত্ত নাই, ধন নাই, পিতৃশ্রাদ্ধোপযোগী আর কোন বস্তু নাই, এইজন্য আমি পিতৃগণকে প্রণাম করিতেছি। আমার ভক্তি দ্বারা পিতৃগণ তৃপ্তি লাভ করুন, আমি এই বাহুদ্বয় গগনে উত্থাপিত করিলাম। ঔর্ব্ব কহিলেন, হে নৃপ! ধন থাকুক বা না থাকুক, উভয় অবস্থাতে যে প্রকারে শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়, পিতৃগণ তাহা বলিয়াছেন; সেই বিধি অনু-সারে যিনি কার্য্য করেন, তাঁহার যথাবিহিত শ্রাদ্ধই করা হয়। ২১—৩২।

তৃতীয়াংশে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ঔর্ব্ব কহিলেন,—শ্রাদ্ধকালে যাদৃশ গুণশালী ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে, তাহা শ্রবণ কর। ত্রিণাচিকেত, ত্রিমধু, ত্রিসুপর্ণ, ষড়ঙ্গ-বেদাধ্যায়ী, বেদবিৎ, শ্রোত্রিয়, যোগী ও জ্যেষ্ঠ-সামগ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে; ঋত্বিক্, ভাগিনেয়, দৌহিত্র, জামাতা, শ্বশুর, মাতুল, তপস্যাপরায়ণ, পঞ্চাগ্নি-নিরত, শিষ্য, সম্বন্ধী, মাতাপিতার সেবাপরায়ণ এই সমুদয় ব্রাহ্মণকে পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধে নিযুক্ত করিবে। শ্রাদ্ধকালে, পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ না

ব্রাহ্মণান্ পিতৃপুষ্ট্যর্থমনুকল্পেষনন্তরান্ ॥ ৪
মিত্রধ্রুক্ কুনখী ক্লীবঃ শ্যাবদন্তস্তথা দ্বিজঃ।
কন্যাদূষয়িতা বহ্নিবেদোজ্‌ঝঃ সোমবিক্রয়ী ॥ ৫
অভিশস্তস্তথা স্তেনঃ পিশুনো গ্রামযাজকঃ।
ভৃতকাধ্যাপকস্তদ্বৎ ভৃতকাধ্যাপিতশ্চ যঃ ॥ ৬
পরপূর্ব্বাপতিশ্চৈব মাতাপিত্রোস্তথোজ্‌ঝকঃ।
বৃষলীসূতিপোষ্টা চ বৃষলীপতিরেব চ।
তথা দেবলকশ্চৈব শ্রাদ্ধে নার্হন্তি কেতনম্ ॥ ৭
প্রথমেহহ্নি বুধঃ শস্তান্ শ্রোত্রিয়াদীন্ নিমন্ত্রয়েৎ।
কথয়েচ্চ তদৈবৈষাং নিয়োগান্ পৈত্র্যদৈবিকান্ ॥৮
ততঃ ক্রোধব্যবায়াদীনায়াসঞ্চ দ্বিজৈঃ সহ।
যজমানো ন কুর্বীত দোষস্তত্র মহানয়ম্ ॥ ৯
শ্রাদ্ধে নিযুক্তো ভুক্ত্বা তু ভোজয়িত্বা নিযুজ্য চ।
ব্যাবায়ী রেতসো গর্ত্তে মজ্জয়ত্যাত্মনঃ পিতৄন্ ॥১০
তস্মাৎ প্রথমমত্রোক্তং দ্বিজাগ্র্যাণাং নিমন্ত্রণম্।
অনিমন্ত্র্য দ্বিজান্ গেহমাগতান্ ভোজয়েদ্‌যতীন্ ॥
পবিত্রপাণিরাচান্তানাসনেষূপবেশয়েৎ ॥ ১২
পিতৄণাময়ুজো যুগ্মান্ দেবানামিচ্ছয়া দ্বিজান্।
দেবানামেকমেকং বা পিতৄণাঞ্চ নিযোজয়েৎ ॥১৩
তথা মাতামহশ্রাদ্ধং বৈশ্বদেবসমন্বিতম্।
কুর্ব্বীত ভক্তিসম্পন্নস্তন্ত্রং বা বৈশ্বদৈবিকম্ ॥ ১৪
প্রাঙ্মুখান্ ভোজয়েদ্বিপ্রান্ দেবানামুভয়াত্মকান্।
পিতৃপৈতামহানাঞ্চ ভোজয়েচ্চাপ্যুদঙ্মুখান্ ॥ ১৫
পৃথক্ তয়োঃ কেচিদাহুঃ শ্রাদ্ধস্য করণং নৃপ।
একত্রৈকেন পাকেন বদন্ত্যন্যে মহর্ষয়ঃ ॥ ॥ ১৬
বিষ্টরার্থং কুশান্ দত্ত্বা সম্পূজ্যার্ঘ্যবিধানতঃ।
কুর্য্যাদাবাহনং প্রাজ্ঞো দেবানাং তদনুজ্ঞয়া ॥ ১৭
যবাম্বুনা তু দেবানাং কুর্য্যাদর্ঘ্যং বিধানবিৎ।

থাকিলে, যথাক্রমে তদনুকল্প শেষোক্ত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। মিত্রদ্রোহী, কুনখী, ক্লীব, শ্যাবদন্ত, কন্যাদূষক, অগ্নি ও বেদত্যাগী, সোম-বিক্রয়ী, মহাপাতকী বলিয়া জনসমাজে প্রসিদ্ধ, চৌর, পিশুন, গ্রামযাজক, বেতন গ্রহণপূর্ব্বক অধ্যাপন বা অধ্যয়নকর্ত্তা পরপূর্ব্বাপতি, মাতা-পিতার পরিত্যাগকারী, শূদ্রসন্তান-প্রতিপালক, শূদ্রাণীর ভর্ত্তা ও দেবল এই সকল ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে স্থান পাইতে পারেন না। বিজ্ঞব্যক্তি শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিনে প্রশস্ত শ্রোত্রিয় প্রভৃতি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে, 'আপনি দেবপক্ষের ব্রাহ্মণ ও আপনি পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণ' ইহা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে বলিয়া দিবেন। শ্রাদ্ধের দিবস শ্রাদ্ধকর্ত্তা, ব্রাহ্মণগণের সহিত কলহাদি, ক্রোধ, স্ত্রীসহবাস এবং পরিশ্রম করিবে না, কারণ তাহা মহাদোষ। পূর্ব্বদিন শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিয়া বা নিমন্ত্রিত হইয়া, পরদিন শ্রাদ্ধে ভোজন করাইয়া বা ভোজন করিয়া মৈথুন করিলে, মৈথুনকর্ত্তা নিজ পিতৃগণকে রেতঃকুণ্ডে নিমগ্ন করিয়া থাকে। ১—১০। এই কারণে শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন প্রধান ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে। অনিমন্ত্রিত যতিগণ গৃহে উপস্থিত হইলে, শ্রাদ্ধে তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণগণ গৃহে আগমন করিলে শৌচাদি দ্বারা তাঁহা-দিগকে পূজা করিবে। পরে সেই ব্রাহ্মণ-গণ আচমন করিলে, পবিত্রপাণি হইয়া তাঁহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট আসনসমূহে উপবেশন করাইবে। সামর্থ্যানুসারে পিতৃপক্ষে অযুগ্ম ও দেবপক্ষে যুগ্ম ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিবে; নিতান্ত অসমর্থকল্পে পিতৃপক্ষে একটী ও দেবপক্ষে একটী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিবে। এইরূপ ভক্তি-সহকারে বিশ্বদেব ব্রাহ্মণযুক্ত মাতামহ শ্রাদ্ধ করিবে। কিংবা পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে একটী বিশ্বদেব নিয়োগ করিবে। দেবপক্ষের ব্রাহ্মণগণকে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া ভোজন করা-ইবে। পিতৃপক্ষের মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণ-দিগকে উত্তরমুখে বসাইয়া ভোজন করাইবে। হে নৃপ! কোন কোন মহর্ষিগণ বলেন যে, পিতামহ বর্গের ও মাতামহবর্গের পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। কাহারও বা মতে একত্র এক পাকেই উভয়বর্গের শ্রাদ্ধ করা যায়। বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণকে আসনের জন্য কুশসমূহ প্রদান করিয়া, অর্ঘ্যবিধানানুসারে অর্চ্চনা করত তাঁহাদের অনুমতি লইয়া দেবগণের আবাহন করিবে। পরে বিধানজ্ঞ ব্যক্তি যবসহিত উদক দ্বারা যথাবিধানে দেবগণের অর্ঘ্য প্রদান করিবে

অগ্‌গন্ধধূপদীপাংশ্চ দত্ত্বা তেভ্যো যথাবিধি ॥১৮
পিতৃণামপসব্যং তৎ সর্ব্বমেবোপকল্পয়েৎ।
অনুজ্ঞাঞ্চ ততঃ প্রাপ্য দত্ত্বা দর্ভান্ দ্বিধাকৃতান্ ॥১৯
মন্ত্রপূর্ব্বং পিতৃণান্তু কুর্য্যাদাবাহনং বুধঃ।
তিলাম্বুনা চাপসব্যং দদ্যাদর্ঘ্যাদিকং নৃপ ॥ ২০
কালে তত্রাতিথিং প্রাপ্তমন্নকামং নৃপাধ্বগম্।
ব্রাহ্মণৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ কামং তমপি পূজয়েৎ ॥ ২১
যোগিনো বিবিধৈ রূপৈর্নরাণামুপকারিণঃ।
ভ্রমন্তি পৃথিবীমেতামবিজ্ঞাতস্বরূপিণঃ ॥ ২২
তস্মাদভ্যর্চ্চয়েৎ প্রাপ্তং কালে তত্রাতিথিং বুধঃ।
শ্রাদ্ধক্রিয়াফলং হন্তি নরেন্দ্রাপূজিতোঽতিথিঃ ॥২৩
জুহুয়াদ্ব্যঞ্জনক্ষারবর্জ্জমন্নং ততোঽনলে।
অনুজ্ঞাতো দ্বিজৈস্তৈস্তু ত্রিঃকৃত্বঃ পুরুষর্ষভ ॥ ২৪
অগ্নয়ে কব্যবাহায় স্বাহেত্যাদৌ নৃপাহুতিঃ।
সোমায় বৈ পিতৃমতে দাতব্যা তদনন্তরম্।
বৈবস্বতায় চৈবান্যা তৃতীয়া দীয়তে ততঃ ॥ ২৫
হুতাবশিষ্টমল্পাল্পং পিতৃপাত্রেষু নির্বপেৎ।
ততোঽন্ন মিষ্টমত্যর্থমভীষ্টমতিসংস্কৃতম্ ॥ ২৬
দত্ত্বা জুষধ্বমিচ্ছাতো বাচ্যমেতদনিষ্ঠুরম্।
ভোক্তব্যং তৈশ্চ তচ্চিত্তৈর্মৌনিভিঃ সুমুখৈঃসুখম্
অক্রুধ্যতা চাত্বরতা দেয়ং তেনাপি ভক্তিতঃ।
রক্ষোঘ্নমন্ত্রপঠনং ভূমেরাস্তরণং তিলৈঃ ॥ ২৮
কৃত্বা ধ্যেয়াঃ স্বপিতরস্তএব দ্বিজসত্তমাঃ।
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
মম তৃপ্তিং প্রয়ান্ত্বদ্য বিপ্রদেহেষু সংস্থিতাঃ ॥২৯
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
মম তৃপ্তিং প্রয়ান্ত্বগ্নি-হোমাপ্যায়িতমূর্ত্তয়ঃ ॥ ৩০
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
তৃপ্তিং প্রয়ান্তু পিণ্ডেন ময়া দত্তেন ভূতলে ॥৩১
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
তৃপ্তিং প্রয়ান্তু মে ভক্ত্যা যন্ময়ৈতদিহাকৃতম্ ॥ ৩২

ও মাল্য, গন্ধ, ধূপ, দীপ দান করিবে। অনন্তর বামভাগে পিতৃগণকেও অর্ঘ্যাদি প্রদান করিবে। তৎপরে ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা গ্রহণ করত দুই-ভাগে দর্ভ প্রদান করিবে। পরে পণ্ডিত ব্যক্তি পিতৃগণের আবাহন করিবে। রাজন্! পরে বামভাগে সতিলোদক দ্বারা অর্ঘ্যাদি প্রদান করিবে। ১১—২০। এই সময় অন্নলাভের ইচ্ছায় কোন পথিক অতিথি উপস্থিত হইলে. ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার যথেষ্ট পূজা করিবে। অবিজ্ঞাতস্বরূপ যোগিগণ লোকের উপকার করিবার জন্য নানারূপ ধারণ করিয়া, এই পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেন। হে নরেন্দ্র! এই কারণে জ্ঞানী, শ্রাদ্ধকালে উপস্থিত অতিথির পূজা করিয়া থাকেন, অতিথি অপূজিত হইলে, শ্রাদ্ধফলকে বিনষ্ট করেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞা লইয়া, লবণরহিত শাক প্রভৃতি ব্যঞ্জন ও অন্ন দ্বারা তিনবার অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। রাজন্! তন্মধ্যে 'অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা' এই মন্ত্র বলিয়া প্রথম আহুতি, 'সোমায় পিতৃমতে স্বাহা' এই মন্ত্র বলিয়া, দ্বিতীয় আহুতি, 'বৈবস্বতায় স্বাহা' এই মন্ত্র পাঠ করত তৃতীয় আহুতি প্রদান করিবে। তৎপরে হুতাবশিষ্ট অন্ন লইয়া, অল্প অল্প পিতৃপাত্র সমুদায়ে নির্ব্বপণ করিবে। অনন্তর অত্যন্ত অভীষ্ট অতিসংস্কৃত মিষ্ট অন্ন, নিমন্ত্রিত দ্বিজগণকে দান করিয়া কোমল ভাবে বলিবে যে, আপনারা যথেচ্ছরূপে ভোজন করুন। ব্রাহ্মণগণও তদ্গতচিত্ত হইয়া মৌনাবলম্বনে প্রসন্নমুখে ভোজন করিবেন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা ক্রোধ ও ত্বরাহীন হইয়া, ভক্তিসহ-কারে ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিবেন। অনন্তর রক্ষোঘ্ন ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া ও ভূমিতে তিল ছড়া-ইয়া, সেই সকল দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে আপনার পিতৃলোকস্বরূপ চিন্তা করিবে। আমার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, ব্রাহ্মণশরীরে অধিষ্ঠান করত তৃপ্তি লাভ করুন। আমার পিতা, পিতা-মহ ও প্রপিতামহ, অগ্নিতে হোম দ্বারা আপ্যা-য়িতমূর্ত্তি হইয়া, পরিতৃপ্তি লাভ করুন। ২১-৩০। আমার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, ভূতলে মদ্দত্ত পিণ্ড দ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন। এই শ্রাদ্ধে আমি যাহা করিতে অসমর্থ হইলাম, তাহাও পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, আমার ভক্তি

মাতামহস্তৃপ্তিমুপৈতু তস্য
পিতা তথা তস্য পিতা তথান্যঃ।
বিশ্বে চ দেবাঃ পরমাং প্রয়ান্ত
তৃপ্তিং প্রণশ্যন্তু চ যাতুধানাঃ॥ ৩৩
যজ্ঞেশ্বরো হব্যসমস্তকব্য-
ভোক্তাব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র।
তৎসন্নিধানাদপযান্তু সদ্যো
রক্ষাংস্যশেষাণ্যসুরাশ্চ সর্ব্বে॥ ৩৪
তৃপ্তেষু তেষু বিকিরেদন্নং বিপ্রেষু ভূতলে।
দদ্যাচ্চাচমনার্থায় তেভ্যো বারি সকৃৎ সকৃৎ॥৩৫
সুতৃপ্তৈস্তৈরনুজ্ঞাতঃ সর্ব্বেণান্নেন ভূতলে।
সতিলেন ততঃ পিণ্ডান্ সম্যগ্ দদ্যাৎসমাহিতঃ॥৩৬
পিতৃতীর্থেন সতিলান্ দদ্যাদথ জলাঞ্জলীন্।
মাতামহেভ্যস্তেনৈব পিণ্ডাংস্তীর্থেন নির্বপেৎ॥৩৭
দক্ষিণাগ্রবণকৈব প্রযত্নেনোপপাদয়েৎ।
অবকাশেষু চোক্ষেষু জলতীরেষু চৈব হি॥ ৩৮
দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু পুষ্পধূপাদি পূজিতম্।
স্বপিত্রে প্রথমং পিণ্ডং দদ্যাদুচ্ছিষ্টসন্নিধৌ॥ ৩৯
পিতামহায় চৈবান্যং তৎপিত্রে চ তথাপরম্।
দর্ভমূলে লেপভুজঃ প্রীণয়েল্লেপঘর্ষণৈঃ॥ ৪০
পিণ্ডৈর্মাতামহাংস্তদ্বদ্গন্ধমাল্যাদিসংযুতৈঃ।
পূজয়িত্বা দ্বিজাগ্র্যাণাং দদ্যাচ্চাচমনং ততঃ॥৪১
পিত্রেভ্যঃ প্রথমং ভক্ত্যা তন্মনস্কো নরেশ্বর।
সুস্বধেত্যাশিষা যুক্তাং দদ্যাচ্ছক্ত্যা চ দক্ষিণাম্॥৪২
দত্ত্বা চ দক্ষিণাং তেভ্যো বাচয়েদ্বৈশ্বদেবিকান্।
প্রীয়ন্তামিতি যে বিশ্বেদেবাস্তেন ইতীরয়েৎ॥৪৩
তথেতি চোক্তে তৈর্বিপ্রৈঃ প্রার্থনীয়াস্তথাশিষঃ।
পশ্চাদ্বিসর্জ্জয়েদ্দেবান্ পূর্ব্বং পৈত্র্যান্ মহামতে॥
মাতামহানামপ্যেবং সহ দেবৈঃ ক্রমঃ স্মৃতঃ।
ভোজনে চ স্বশক্ত্যা চ দানে তদ্বদ্বিসর্জ্জনে॥৪৫
আপাদশৌচনাৎ পূর্ব্বং কুর্য্যাদ্দেবদ্বিজন্মসু।

দ্বারা সম্পন্ন জ্ঞানে পরিতৃপ্ত হউন। আমার মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহ এবং বিশ্বদেবগণ পরিতৃপ্ত হউন, রাক্ষস সকল প্রনষ্ট হউক। সমস্ত হব্যকব্যভোক্তা অব্যয়াত্মা যজ্ঞেশ্বর হরি এখানে রহিয়াছেন। তাঁহার সন্নিধানহেতু এইক্ষণেই সমুদায় রাক্ষস ও সমুদায় অসুর পলায়ন করুক। এই মন্ত্র কয়টী ভক্তিভাবে পাঠ করিতে হইবে। পরে ব্রাহ্মণগণ পরিতৃপ্ত হইলে, কতক অন্ন ভূতলে ছড়াইয়া দিবে। পরে আচমনের জন্য ব্রাহ্মণগণকে, এক এক গণ্ডূষ জল প্রদান করিবে। অনন্তর পরিতৃপ্ত ব্রাহ্মণগণ অনুজ্ঞা প্রদান করিলে, সমাহিতমানসে তিল ও ব্যঞ্জনাদি সহিত উত্তম অন্ন দ্বারা ভূমির উপর পিণ্ড দিবে। অনন্তর পিতৃতীর্থ দ্বারা তিলসহিত সলিলাঞ্জলি প্রদান করিবে। মাতামহদিগকেও পিতৃতীর্থ দ্বারা পিণ্ড প্রদান করা উচিত। এই সকল কার্য্যে যত্নপূর্ব্বক দক্ষিণা প্রদান করিবে। ইহার মধ্যে জলতীরে বা অন্য কোন উত্তম পরিষ্কৃত স্থানে কিংবা ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্টের নিকটে দক্ষিণাগ্র কুশ সকল বিস্তার করিয়া, প্রথমে পিতাকে পুষ্প, ধূপ, দীপাদি দ্বারা অর্চ্চিত পিণ্ড প্রদান করিবে। তৎপরে পিতামহকে একটী ও প্রপিতামহকে একটী পিণ্ড দিবে। অনন্তর হস্তলিপ্ত অন্ন ঘর্ষণপূর্ব্বক লেপভোজী পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিবে। ৩১—৪০। অনন্তর গন্ধমাল্য প্রভৃতিসংযুক্ত পিণ্ড সকল দ্বারা মাতামহগণের পূজা করিয়া দ্বিজসমূহকে আচমনীয় জল প্রদান করিবে। হে নরেশ্বর! অনন্তর তন্মনা হইয়া, ভক্তিপূর্ব্বক "সুস্বধা" এই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া, পিতৃসম্বন্ধী ব্রাহ্মণগণকে সামর্থ্যানুসারে দক্ষিণা প্রদান করিবে। অনন্তর দক্ষিণা প্রদান করিয়া, বৈশ্বদেবিক ব্রাহ্মণগণের নিকট বলিবে যে, এই দক্ষিণাপ্রদান দ্বারা বিশ্বদেবগণ প্রীত হউন। ঐ ব্রাহ্মণদিগের নিকট ইহার উত্তর গ্রহণ করিবে। হে মহামতে! ব্রাহ্মণেরা "তথাস্তু" এই কথা বলিলে, তাঁহাদের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবে। প্রথমতঃ পিতৃসম্বন্ধী ব্রাহ্মণদিগকে, পশ্চাৎ দেবপক্ষের ব্রাহ্মণগণকে বিসর্জ্জন করিবে। দেবগণের সহিত মাতামহের শ্রাদ্ধ করিবার কালেও এইরূপ বিধান অবলম্বনীয়। ভোজন, যথাশক্তি দান ও বিসর্জ্জন পিতৃশ্রাদ্ধের ক্রমেই করিবে।

বিসর্জ্জনস্তু প্রথমং পৈত্রমাতামহেষু বৈ ॥ ৪৬
বিসর্জ্জয়েৎ প্রীতিবচঃ সম্মানাভ্যর্চ্চিতাংস্ততঃ।
নিবর্ত্তেতাভ্যনুজ্ঞাত আদ্বারান্তাদনুব্রজেৎ ॥ ৪৭
ততস্তু বৈশ্বদেবাখ্যং কুর্য্যান্নিত্যক্রিয়াং বুধঃ।
ভুঞ্জীয়াচ্চ সমং পূজ্য-ভৃত্যবন্ধুভিরাত্মনঃ ॥ ৪৮
এবং শ্রাদ্ধং বুধঃ কুর্য্যাৎ পৈত্র্যং মাতামহন্তথা।
শ্রাদ্ধৈরাপ্যায়িতা দদ্যুঃ সর্ব্বকামান্ পিতামহাঃ ॥৪৯
ত্রীণি শ্রাদ্ধে পবিত্রাণি দৌহিত্রং কুতপস্তিলাঃ।
রজতস্য তথা দানং কথাসন্দর্শনাদিকম্ ॥ ৫০
বর্জ্জ্যানি কুর্ব্বতা শ্রাদ্ধং কোপোঽধ্বগমনং ত্বরা।
ভোক্তুরপ্যত্র রাজেন্দ্র ত্রয়মেতন্ন শস্যতে ॥ ৫১
বিশ্বদেবাঃ সপিতরস্তথা মাতামহা নৃপ।
কুলঞ্চাপ্যায়তে পুংসাং সর্ব্বং শ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বতাম্ ॥

উভয় পক্ষের শ্রাদ্ধস্থলেই অগ্রে দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণের পাদশৌচ প্রভৃতি কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে, পরন্তু পিতৃপক্ষীয় ও মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণের বিসর্জ্জন অগ্রে করিতে হইবে। অনন্তর প্রীতি-বাক্য ও সম্মানপূর্ব্বক পূজিত ব্রাহ্মণগণকে বিসর্জ্জন করিবে। বিসর্জ্জনকালে দ্বারপর্য্যন্ত পশ্চাৎ গমন করিয়া, তাঁহাদের অনুমতি অনুসারে প্রতিনিবৃত্ত হইবে। তৎপরে বিজ্ঞ ব্যক্তি বৈশ্বদেব নামক নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। অনন্তর সংযতচিত্তে মান্য ব্যক্তি, বন্ধু ও ভৃত্য প্রভৃতির সহিত একত্র ভোজন করিবে। বিজ্ঞ ব্যক্তি, এইরূপে পিতৃশ্রাদ্ধ ও মাতামহশ্রাদ্ধ করিবেন। পিতামহগণ শ্রাদ্ধ দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিলে, সমুদায় কামনা পরিপূর্ণ করেন। শ্রাদ্ধস্থলে দৌহিত্র (খড়্গপাত্র) কুতপ, ছাগলোম রচিত কম্বল, তিল, রজত গ্রহণ, রজত দর্শন ও রজত-কথা শ্রবণ, এই সমুদায় পবিত্রতা-জনক। ৪১—৫০। হে রাজেন্দ্র! যিনি শ্রাদ্ধকর্ত্তা তাঁহার ক্রোধ, পথগমন ও কোন বিষয়ে ত্বরা পরিত্যাগ করা উচিত। যিনি শ্রাদ্ধে ভোজন করেন, তাঁহার পক্ষেও ঐ তিনটী কার্য্য কর্ত্তব্য নহে। মহারাজ! সমুদায় শ্রাদ্ধকর্ত্তার প্রতি বিশ্বদেব, পিতৃমাতামহগণ ও তদ্বং-

সোমাধারঃ পিতৃগণো যোগাধারশ্চ চন্দ্রমাঃ।
শ্রেষ্ঠযোগিনিয়োগস্তু তস্মাদ্ ভূপাল শস্যতে ॥ ৫৩
সহস্রস্যাপি বিপ্রাণাং যোগী চেৎ পুরতঃ স্থিতঃ।
সর্ব্বান্ ভোক্তৃংস্তারয়তি যজমানং তথা নৃপ ॥৫৪

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে শ্রাদ্ধকল্পো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

ঔর্ব্ব উবাচ।

হবিষ্যমৎস্যমাংসৈস্তু শশস্য শকুনস্য চ।
শৌকরচ্ছাগলৈরৈণৈ রৌরবৈর্গবয়েন চ ॥ ১
ঔরভ্রগব্যৈশ্চ তথা মাসবৃদ্ধ্যা পিতামহাঃ।
প্রয়ান্তি তৃপ্তিং মাংসৈস্তু নিত্যং বার্দ্ধ্রীণসামিষৈঃ ॥২
খড়্গমাংসমতীবাত্র কালশাকং তথা মধু।
শস্তানি কর্ম্মণ্যত্যন্ত-তৃপ্তিদানি নরেশ্বর ॥ ৩
গয়ামুপেত্য যঃ শ্রাদ্ধং করোতি পৃথিবীপতে।
সফলং তস্য তজ্জন্ম জায়তে পিতৃতুষ্টিদম্ ॥ ৪

শীয় সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। হে ভূপতে! চন্দ্র পিতৃগণের আধার এবং চন্দ্র-যোগাধার, অতএব শ্রাদ্ধকালে শ্রেষ্ঠ যোগীকে নিয়োগ করা উচিত। হে রাজন্! সহস্র শ্রাদ্ধ-ভোজী ব্রাহ্মণের অগ্রে যদি একজন মাত্র যোগী অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে তিনি সমুদায় ভোক্তা এবং যজমানকে উদ্ধার করেন ৫১—৫৪

তৃতীয়াংশে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

ঔর্ব্ব কহিলেন,—শ্রাদ্ধের দিনে ব্রাহ্মণ-দিগকে হবিষ্য করাইলে, পিতৃগণ একমাস পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন, মৎস্য প্রদানে দুই মাস, শশক-মাংস প্রদানে তিন মাস, পক্ষিমাংস প্রদানে চারিমাস, শূকরমাংস প্রদানে পাঁচ মাস, ছাগ-মাংস প্রদানে ছয় মাস, এণমাংস দিলে সাত মাস, রুরুমৃগমাংস প্রদান করিলে আট মাস, গবয়মাংস প্রদানে নয় মাস, মেষমাংস প্রদানে

প্রসান্তিকাঃ সনীবারাঃ শ্যামাকা দ্বিবিধাস্তথা।
বনৌষধীপ্রধানাস্তু শ্রাদ্ধার্হাঃ পুরুষর্ষভ ॥ ৫
যবাঃ প্রিয়ঙ্গবো মুদ্গা গোধূমা ব্রীহয়স্তিলাঃ।
নিষ্পাবাঃ কোবিদারাশ্চ সর্ষপাশ্চাত্র শোভনাঃ ॥ ৬
অকৃতাগ্রয়ণং যচ্চ ধান্যজাতং নরেশ্বর।
রাজমাসানণূংশ্চৈব মসূরাংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৭
অলাবুং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং পিণ্ডমূলকম্।
গান্ধারকং করম্ভাণি লবণান্যৌষরাণি চ ॥ ৮
আরক্তাশ্চৈব নির্য্যাসাঃ প্রত্যক্ষলবণানি চ।
বর্জ্জ্যান্যেতানি বৈ শ্রাদ্ধে যচ্চ বাচা ন শস্যতে ॥ ৯
নক্তাহৃতং ন চোৎসৃষ্টং তৃপ্যতে ন চ যত্র গৌঃ।
দুর্গন্ধি ফেনিলঞ্চাম্বু শ্রাদ্ধযোগ্যং ন পার্থিব ॥ ১০
ক্ষীরমেকশফানাং যদৌষ্ট্রমাবিকমেব চ।
মার্গঞ্চ মাহিষঞ্চৈব বর্জ্জয়েৎ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি ॥ ১১
ষণ্ডাপবিদ্ধচাণ্ডালপাষণ্ডোন্মত্তরোগিভিঃ।
কৃকবাকু-শ্ব-নগ্নৈশ্চ বানরগ্রামশূকরৈঃ ॥ ১২
উদক্যা সূতকাশৌচিমৃতহারৈশ্চ বীক্ষিতে।
শ্রাদ্ধে সুরা ন পিতরো ভুঞ্জতে পুরুষর্ষভ ॥ ১৩
তস্মাৎ পরিশ্রিতে কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
উর্ব্ব্যাং চ তিলবিক্ষেপাদ্‌যাতুধানান্ নিবারয়েৎ ॥১৪
ন পূতি নৈবোপপন্নং কেশকীটাদিভির্নৃপ।
ন চৈবাভিষবৈর্ম্মিশ্রমন্নং পর্য্যুষিতং তথা ॥ ১৫
শ্রদ্ধাসমন্বিতৈর্দত্তং পিতৃভ্যো নামগোত্রতঃ।
যদাহারস্তু তে জাতাস্তদাহারত্বমেতি তৎ ॥ ১৬
শ্রূয়ন্তে চাপি পিতৃভির্গীতা গাথা মহীপতে।
ঈক্ষাকোর্ম্মনুপুত্রস্য কলাপোপবনে পুরা ॥ ১৭
অপি নস্তে ভবিষ্যন্তি কুলে সন্মার্গগামিনঃ।
গয়ামুপেত্য যে পিণ্ডান্ দাস্যন্ত্যস্মাকমাদরাৎ ॥১৮
অপি নঃ স্বকুলে জায়াদ্ যো নো দদ্যাত্ত্রয়োদশীম্।

দশ মাস, গোমাংস প্রদান করিলে এগার মাস পর্য্যন্ত পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন। পরন্ত যদি বাদ্ধ্রীণস মাংস দেওয়া যায়, তাহা হইলে পিতৃলোক চিরদিন তৃপ্ত থাকেন। হে রাজন্! গণ্ডারের মাংস, কৃষ্ণশাক ও মধু, এই সমুদায় দ্রব্য শ্রাদ্ধকর্ম্মে অত্যন্ত প্রশস্ত ও অত্যন্ত তৃপ্তি-দায়ক। পৃথিবীপতে! যে ব্যক্তি গয়াতে গমনপূর্ব্বক, শ্রাদ্ধ করে, তাহার জন্ম সফল হয়। তাহার পিতৃগণ পরিতুষ্ট থাকেন। হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! দেবধান্য, নীবারধান্য, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ এই দুই প্রকার শ্যামাক ধান্য ও পশ্চাদুক্ত প্রধান বন্যৌষধি, এই সমুদায় দ্রব্য শ্রাদ্ধের উপযুক্ত। যব, প্রিয়ঙ্গু, মুদ্গ, গোধূম, ব্রীহি, তিল, শিম্বী, কোবিদার ও সর্ষপ, এই সমুদায় ওষধি শ্রাদ্ধে প্রশংসনীয়। হে নরেশ্বর! অকৃতাগ্রয়ণ ধান্য, রাজমাষ, সূক্ষ্ম শারী ধান্য ও মসূরদ্বিদল, অলাবূ, গৃঞ্জন, পলাণ্ডু, পিণ্ডাকৃতি মূলক, গান্ধার, করম্ভ, ঊষর-ভূমিতে উৎপন্ন লবণ, স্বভাবতঃ ঈষৎ রক্তবর্ণ বৃক্ষনির্যাস, প্রত্যক্ষ লবণ ও অপ্রশস্ত দ্রব্য শ্রাদ্ধকালে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। রাত্রিতে আনীত জল, অপ্রতিষ্ঠিত দীর্ঘিকার জল, গোসমূহের অতৃপ্তিকারক জল, দুর্গন্ধ জল ও ফেনিল জল, শ্রাদ্ধযোগ্য নহে। ১—১০। একশফ জন্তুর দুগ্ধ, উষ্ট্রদুগ্ধ, মৃগদুগ্ধ, মহিষদুগ্ধ, শ্রাদ্ধকর্ম্মে পরিত্যাগ করিবে। ষণ্ড, অপবিদ্ধ, চাণ্ডাল, পাষণ্ড, উন্মত্ত, চির-রোগী, কুক্কুর, নগ্ন, বানর, গ্রামশূকর, রজ-স্বলা নারী, জননাশৌচ ও মরণাশৌচবিশিষ্ট এবং মৃতহারক, শ্রাদ্ধ দর্শন করিলে, দেবগণ ও পিতৃগণ শ্রাদ্ধ ভোজন করেন না; অত-এব সাবধানে সদাচার-পরায়ণ লোকগণের সম্মুখে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রাদ্ধ করিবে। ভূমিতে তিল নিক্ষেপ করিয়া, নিশাচরগণকে দূর করিবে। দুর্গন্ধ, কেশযুক্ত, কীটযুক্ত, কাঞ্জিক-মিশ্রিত ও পর্য্যুষিত অন্ন, শ্রাদ্ধে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। শ্রদ্ধাসহকারে নামগোত্র উল্লেখ করিয়া, পিতৃ-গণকে অন্ন দান করিলে, পিতৃগণ যদাহারযোগ্য হইয়া, অবস্থিতি করেন, শ্রাদ্ধকর্ত্তা তদাহার প্রাপ্ত হন। কলাপ নামক উপবনে পিতৃগণ মনুপুত্র ইক্ষাকুকে এই গীতা বলিয়াছিলেন যে, আমাদের বংশে সন্মার্গগামী এমত কোন সন্তান জন্মে যে, সে পুত্র গয়ায় গিয়া সমাদরের সহিত আমাদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করে। আমাদের কুলে এমন কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে যে, সে

পায়সং মধুসর্পির্ভ্যাং বর্ষাসু চ মঘাসু চ ॥ ১৯
গৌরীং বা প্যদ্বহেৎকন্যাং নীলংবা বৃষমুৎসৃজেৎ।
যজেত বাশ্বমেধেন বিধিবদ্দক্ষিণাবতা ॥ ২০

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে আচার-কীর্ত্তনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

ইত্যাহ ভগবানৌর্ব্বঃ সগরায় মহাত্মনে।
সদাচারান্ পুরা সম্যক্ মৈত্রেয় পরিপৃচ্ছতে ॥ ১
ময়াপ্যেতদশেষেণ কথিতং ভবতে দ্বিজ।
সমুল্লঙ্ঘ্য সদাচারং কশ্চিন্নাপ্নোতি শোভনম্ ॥ ২

মৈত্রেয় উবাচ।

ষণ্ডাপবিদ্ধপ্রমুখা বিদিতা ভগবন্ মম।
উদক্যাদ্যাশ্চ যে সর্ব্বে নগ্নমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ৩

আমাদের উদ্দেশে ভাদ্রমাসের মঘাসংযুক্ত ত্রয়োদশী তিথিতে, ঘৃত-মধু-সংযুক্ত পায়স প্রদান করে। আমাদের বংশে এমন কোন পুত্র জন্মে যে, সে গৌরী কন্যা বিবাহ বা বৃষ উৎসর্গ করে, অথবা যথাবিধি দক্ষিণা দান করত অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়। ১১—২০।

তৃতীয়াংশে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! পূর্ব্বকালে, সদাচারসমূহের বিষয়, মহাত্মা সগর জানিতে ইচ্ছা করিলে, ভগবান্ ঔর্ব্ব এই সকল কথা বলিয়াছিলেন। আমি তোমার কাছে অশেষ প্রকারে সেই সদাচারের বিষয় বলিলাম। হে দ্বিজ! সদাচার লঙ্ঘন করিয়া কেহই মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ভগবন্! ক্লীব, অপবিদ্ধ ও উদক্যা কাহাকে বলে, তাহা আমার বিদিত আছে; কিন্তু নগ্ন কাহাকে বলে, তাহা

কো নগ্নঃ কিংসমাচারো নগ্নসংজ্ঞাং নরো লভেৎ।
নগ্নস্বরূপমিচ্ছামি যথাবৎকথিতং ত্বয়া ॥ ৪

পরাশর উবাচ।

ঋগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞেয়ং ত্রয়ী বর্ণাবৃতির্দ্বিজ।
এতামুজ্‌ঝতি যো মোহাৎ স নগ্নঃ পাতকী স্মৃতঃ ॥
ত্রয়ী সমস্তবর্ণানাং দ্বিজ সংবরণং যতঃ।
নগ্নো ভবত্যুজ্‌ঝিতায়ামতস্তস্যামসংশয়ম্ ॥ ৬
ইদঞ্চ শ্রূয়তামন্যদ্ভীষ্মায় সুমহাত্মনে।
কথয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞো বসিষ্ঠো মৎপিতামহঃ ॥ ৭
ময়াপি তস্য গদতঃ শ্রুতমেতন্মহাত্মনঃ।
নগ্নসম্বন্ধি মৈত্রেয় যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া ॥ ৮
দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধং দিব্যমব্দং পুরা দ্বিজ।
তস্মিন্ পরাজিতা দেবা দৈত্যৈর্হ্রাদপুরোগমৈঃ ॥৯
ক্ষীরোদস্যোত্তরং কূলং গত্বাতপ্যন্ত বৈ তপঃ।
বিষ্ণোরারাধনার্থায় জগুশ্চেমং স্তবং তথা ॥ ১০

আমি জানি না, এক্ষণে জানিতে ইচ্ছা করি। নগ্ন কে? মনুষ্য কিরূপ আচরণ করিলে নগ্ন সংজ্ঞা লাভ করে? নগ্নের স্বরূপ বা কি? এ সমুদায় আপনি যথাবিধি বলুন, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। পরাশর কহিলেন,—দ্বিজ! বর্ণত্রয়ের আবরণ স্বরূপ ঋগ্ যজুঃসাম-সংজ্ঞক ত্রয়ীকে যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ পরিত্যাগ করে, সেই পাতকীর নাম নগ্ন। হে ব্রহ্মন্! ত্রয়ীই সমস্ত বর্ণের সংবরণ; অতএব এই ত্রয়ীরূপ সংবরণ পরিত্যাগ করিলে, নগ্ন হয়, ইহাতে সংশয় নাই। আমার ধর্ম্মজ্ঞ পিতামহ বসিষ্ঠ, মহাত্মা ভীষ্মকে এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। হে মৈত্রেয়! তুমি যে আমার নিকট নগ্ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহা মহাত্মা মৎপিতামহ যখন ভীষ্মের নিকট বলেন, তখন শুনিয়াছি। হে দ্বিজ! পূর্ব্বকালে কোন সময় দিব্য এক বৎসর ব্যাপিয়া দেবগণ ও অসুরগণের পরস্পর যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে হ্রাদ-প্রমুখ দৈত্যগণ দেবগণকে পরাজয় করেন। অনন্তর দেবগণ ক্ষীর-সমুদ্রের উত্তর-কূলে গমনপূর্ব্বক বিষ্ণুর আরাধনার জন্য তপস্যা আরম্ভ করিলেন ও এই স্তব করিতে লাগি-

দেবা উচুঃ।

আরাধনায় লোকানাং বিষ্ণোরীশস্য যাং গিরম্।
বক্ষ্যামো ভগবানাদ্যস্তয়া বিষ্ণুঃ প্রসীদতু॥ ১১
যতো ভূতান্যশেষাণি প্রসূতানি মহাত্মনঃ।
যস্মিংশ্চ লয়মেষ্যন্তি কস্তং সংস্তোতুমীশ্বরঃ॥ ১২
তথাপ্যরাতিবিধ্বংস-ধ্বস্তবীর্য্যা ভবার্থিনঃ।
ত্বাং স্তোষ্যামস্তবোক্তীনাং যাথার্থ্যং নৈব গোচরে॥
ত্বমুর্ব্বী সলিলং বহ্নির্ব্বায়ুরাকাশমেব চ।
সমস্তমন্তঃকরণং প্রধানং তৎ পরঃ পুমান্॥ ১৪
একং তবৈতদ্ভূতাত্মন্ মূর্ত্তামূর্ত্তময়ং বপুঃ।
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং স্থানকালবিভেদবৎ॥১৫
তত্রেশ তব তৎ পূর্ব্বং ত্বন্নাভিকমলোদ্ভবম্।
রূপং সর্গোপকারায় তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ॥ ১৬
শক্রার্করুদ্রবস্বশ্বি-মরুৎসোমাদিভেদবৎ।
বয়মেব স্বরূপং যৎ তস্মৈ দেবাত্মনে নমঃ॥ ১৭
দম্ভপ্রায়মসম্বোধি তিতিক্ষাদমবর্জ্জিতম্।
যদ্রূপং তব গোবিন্দ তস্মৈ দৈত্যাত্মনে নমঃ॥১৮
নাতিজ্ঞানবহা যস্মিন্ নাড্যস্তিমিততেজসি।
শব্দাদিলোভি যৎ তস্মৈ তুভ্যং যক্ষাত্মনে নমঃ॥১৯
ক্রৌর্য্যমায়াময়ং ঘোরং যচ্চ রূপং তবাসিতম্।
নিশাচরাত্মনে তস্মৈ নমস্তে পুরুষোত্তম॥ ২০
স্বর্গস্থধর্ম্মিসদ্ধর্ম্ম-ফলোপকরণং তব।
ধর্ম্মাখ্যঞ্চ তথা রূপং নমস্তস্মৈ জনার্দ্দন॥ ২১
হর্ষপ্রায়মসংসর্গি গতিমদ্গমনাদিষু।
সিদ্ধাখ্যং তব যদ্রূপং তস্মৈ সিদ্ধাত্মনে নমঃ॥২২
অতিতিক্ষাধনং ক্রূরমুপভোগময়ং হরে।
দ্বিজিহ্বং তব যদ্রূপং তস্মৈ সর্পাত্মনে নমঃ॥২৩
অববোধি চ যচ্ছান্তমদোষমপকল্মষম্।
ঋষিরূপাত্মনে তস্মৈ বিষ্ণো রূপায় তে নমঃ॥ ২৪
ভক্ষয়ত্যথ কল্পান্তে ভূতানি যদবারিতম্।

লেন। ১—১০। দেবগণ কহিলেন, আমরা লোকপ্রভু বিষ্ণুর আরাধনার নিমিত্ত যে সকল বাক্য বলিব, তদ্দ্বারা সেই আদিভূত ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হউন। যে মহাত্মা হইতে অনন্ত ভূতনিবহ উৎপন্ন হইয়াছে ও যাহাতে সকলেই বিলীন হইবে, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার স্তব করিতে সমর্থ হইবে। হে প্রভো! তোমার স্তবোক্তির বিষয় যদিও আমাদের বাক্য ও মনের অগোচর, তথাপি আমরা শত্রুকৃত পরাজয় দ্বারা হীনবীর্য্য হইয়া আপনাদের মঙ্গলার্থে তোমার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তুমি পৃথিবী, তুমি সলিল, তুমি অগ্নি, তুমি সাধু, তুমি আকাশ, তুমি সমুদায় অন্তঃকরণ, তুমি প্রকৃতি, তুমি প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র পুরুষ। হে ভূতাত্মন্! তোমার একমাত্র মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তময় শরীর আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্তও সমুদায় স্থান ও কালের বিভেদ করিতেছে। হে ঈশ্বর! সৃষ্টি করিবার জন্য তোমার নাভিকমল হইতে সমুৎপন্ন যে প্রথম মূর্ত্তি, তিনিই ব্রহ্মা; তুমিই সেই ব্রহ্মার স্বরূপ। আমরা ব্রহ্মরূপী তোমাকে নমস্কার করি। আমরা ইন্দ্র, সূর্য্য, রুদ্র, বসু, অগ্নি, মরুৎ, সোম প্রভৃতি বিবিধ ভেদে যাঁহার স্বরূপ হইতেছি, সেই সমুদায় দেবতাস্বরূপ তোমাকে নমস্কার। হে গোবিন্দ! তোমার যে মূর্ত্তি দম্ভময়, বিবেকশূন্য, ক্ষমা ও দান্ততা-বিবর্জ্জিত, সেই দৈত্যরূপী তোমাকে নমস্কার। হৃদয়রূপ নাড়ী সকল সমধিক জ্ঞানের আধার বলিয়া যাহাদের তেজ স্তিমিত, শব্দ রূপ রস প্রভৃতি বিষয়ে যাহাদের আসক্তি, তাদৃশ যক্ষরূপী তোমাকে নমস্কার। হে পুরুষোত্তম! ক্রূরতা ও মায়ার অদ্বিতীয় আধার যে মূর্ত্তি ঘোর তমোময় বলিয়া খ্যাত, তুমি সেই নিশাচর স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। ১১—২০। হে জনার্দ্দন! স্বর্গস্থিত ধার্ম্মিকগণের উত্তম ধর্ম্মের ফলস্বরূপ অদৃষ্ট, তোমারই রূপভেদ; সেই অদৃষ্টরূপী তোমাকে নমস্কার। যাঁহারা অগ্নি জল প্রভৃতি গমনীয় স্থানে গমন করেন, অথচ কিছুতেই লিপ্ত হন না, যাঁহারা সর্ব্বদা প্রসন্নতাময়, তাদৃশ সিদ্ধগণস্বরূপ তোমাকে নমস্কার। হে হরে! অক্ষমাই যাহাদের সর্ব্বস্ব, যাহারা ক্রূর, যাহাদের উপভোগে পরিতৃপ্তি হয় না, ঈদৃশ দ্বিজিহ্ব-গণরূপী তোমাকে নমস্কার। তোমার যে মূর্ত্তি জ্ঞানময়, প্রশান্ত, দোষহীন ও পাপরহিত, সেই

তদ্রূপং পুণ্ডরীকাক্ষ তস্মৈ কালাত্মনে নমঃ ॥ ২৫
সম্ভক্ষ্য সর্ব্বভূতানি দেবাদীন্যবিশেষতঃ।
নৃত্যত্যন্তে চ যদ্রূপং তস্মৈ রুদ্রাত্মনে নমঃ ॥ ২৬
প্রবৃত্ত্যা রজসো যস্য কর্ম্মণাং কারকাত্মকম্।
জনার্দ্দন নমস্তস্মৈ ত্বদ্রূপায় নরাত্মনে ॥ ২৭
অষ্টাবিংশদ্বধোপেতং যদ্রূপং তামসং তব।
উন্মার্গগামি সর্ব্বাত্মন্ তস্মৈ পশ্বাত্মনে নমঃ ॥ ২৮
যজ্ঞাঙ্গভূতং যদ্রূপং জগতঃ সিদ্ধিসাধনম্।
বৃক্ষাদিভেদৈর্ষড়ভেদি তস্মৈ মুখ্যাত্মনে নমঃ ॥ ২৯
তির্য্যঙ্মানুষদেবাদি-ব্যোমশব্দাদিকঞ্চ যৎ।
রূপং তবাদেঃ সর্ব্বস্য তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ৩০

প্রধানবুদ্ধ্যাদিময়াদশেষাৎ
যদন্যদস্মাৎ পরমং পরাত্মন্।
রূপং তবাদ্যং ন যদন্যতুল্যং
তস্মৈ নমঃ কারণকারণায় ॥ ৩১

শুক্লাদিদীর্ঘাদিঘনাদিহীন-
মগোচরে যস্য বিশেষণানাম্।
শুদ্ধাতিশুদ্ধং পরমর্ষিদৃশ্যং
রূপায় তস্মৈ ভগবন্ নতাঃ স্ম ॥ ৩২
যন্নঃশরীরেষু যদন্যদেহে-
ষশেষবস্তুষজমব্যয়ং যৎ।
যস্মাচ্চ নান্যদ্ব্যতিরিক্তমস্তি
ব্রহ্মস্বরূপায় নতাঃ স্ম তস্মৈ ॥ ৩৩
সকলমিদমজস্য যস্য রূপং
পরমপদাত্মবতঃ সনাতনস্য।
তমনিধনমশেষবীজভূতং
প্রভুমলং প্রণতাঃ স্ম বাসুদেবম্ ॥ ৩৪

পরাশর উবাচ।

স্তোত্রস্যাস্যাবসানে তু দদৃশুঃ পরমেশ্বরম্।
শঙ্খচক্রগদাপাণিং গরুড়স্থং সুরা হরিম্ ॥ ৩৫
তমূচুঃ সকলা দেবাঃ প্রণিপাতপুরঃসরাঃ
প্রসীদ দেব দৈত্যেভ্যস্ত্রাহীতি শরণার্থিনঃ ॥ ৩৬

ঋষিরূপ তোমার মূর্ত্তিকে নমস্কার। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমার যে মূর্ত্তি, কল্পান্তে অবারিত রূপে সমুদায় ভূতকে ভক্ষণ করে, সেই কালরূপী তোমাকে নমস্কার। তোমার যে মূর্ত্তি দেব, মনুষ্য প্রভৃতি সমুদায় জীবসমূহকে নিঃশেষরূপে ভক্ষণপূর্ব্বক নৃত্য করে, তোমার সেই রুদ্রমূর্ত্তিকে নমস্কার। হে জনার্দ্দন! যাহারা রজোগুণের পরিচালন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তুমি সেই মনুষ্যস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বাত্মন! যাহারা অষ্টাবিংশতি প্রকার বধোপেত তমোময় ও উন্মার্গগামী, সেই পশুমূর্ত্তি স্বরূপ তোমাকে নমস্কার। তোমার যে মূর্ত্তি, জগতের সিদ্ধিসাধন যজ্ঞাঙ্গ-স্বরূপ, বৃক্ষলতাদি ভেদে বিভিন্ন প্রকার, সেই উদ্ভিদাত্মক তোমাকে নমস্কার। তুমি সকলের আদি কারণ। তির্য্যক্, মানুষ, দেব, আকাশ, শব্দ প্রভৃতি সকলই তোমার মূর্ত্তি, অতএব সর্ব্বস্বরূপী তোমাকে নমস্কার। ২১—৩০। হে পরমাত্মন্! তোমার যে মূর্ত্তি প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার প্রভৃতি প্রপঞ্চময় অশেষ জগৎ হইতে পৃথক্ সৃষ্ট, সকলের আদি, যাহার সদৃশ অন্য কোনরূপ নাই, সেই কারণ-কারণ মূর্ত্তিস্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি। হে ভগবন্! তোমার যে মূর্ত্তি, শুক্ল কৃষ্ণ প্রভৃতি রূপ রহিত, যে মূর্ত্তির হ্রস্বতা দীর্ঘতা প্রভৃতি পরিমাণ নাই, যে মূর্ত্তি ঘনাদি গুণশূন্য, যাহা সমুদায় বিশেষণের অগোচর, যাহা পবিত্র হইতেও পবিত্রতর, মহর্ষিরা যে মূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন, সেই মূর্ত্তিকে নমস্কার করিতেছি। যিনি আমাদের শরীরে, অন্যান্য সমুদায় শরীরে ও সমুদায় পদার্থে অবস্থান করেন, যিনি জন্ম ও ক্ষয়রহিত, যাঁহা হইতে ভিন্ন আর কোন বস্তুই নাই, সেই ব্রহ্মস্বরূপ, বিষ্ণুকে নমস্কার। যিনি উৎপত্তিহীন, এই সমুদায় প্রপঞ্চ যাঁহার রূপভেদ, পরমপদ ব্রহ্মই যাঁহার আত্মা, যিনি নিত্য অক্ষয় নির্ম্মল প্রভু, যিনি নিখিল জগতের কারণীভূত, সেই বাসুদেবকে নমস্কার করি। পরাশর বলিলেন,—স্তবের অবসান হইলে দেবগণ শঙ্খ-চক্র-গদাপাণি গরুড়ারূঢ় পরমেশ্বর হরিকে দেখিতে পাইলেন। তখন সমুদায় দেবগণ তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! প্রসন্ন হও; আমরা শরণাপন্ন, আমাদিগকে দৈত্যগণ হইতে রক্ষা

ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ দৈত্যৈর্হ্রাদপুরোগমৈঃ।
হৃতং নো ব্রহ্মণোঽপ্যাজ্ঞামুল্লঙ্ঘ্য পরমেশ্বর ॥৩৭
যদ্যপ্যশেষ ভূতস্য বয়ং তে চ ভবাংশকাঃ।
তথাপ্যবিদ্যাভেদেন ভিন্নং পশ্যামহে জগৎ ॥ ৩৮
স্ববর্ণধর্ম্মাভিরতা বেদমার্গানুসারিণঃ।
ন শক্যাস্তেঽরয়ো হন্তুমস্মাভিস্তপসান্বিতাঃ ॥ ৩৯
তমুপায়মমেয়াত্মন্নস্মাকং দাতুমর্হসি।
যেন তানসুরান্ হন্তুং ভবেম ভগবন্ ক্ষমাঃ ॥ ৪০

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তো ভগবাংস্তেভ্যো মায়ামোহং শরীরতঃ।
তমুৎপাদ্য দদৌ বিষ্ণুঃ প্রাহ চেদং সুরোত্তমান্ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

মায়ামোহোঽয়মখিলান্ দৈত্যাংস্তান্মোহয়িষ্যতি।
ততো বধ্যা ভবিষ্যন্তি বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ ॥ ৪২
স্থিতৌ স্থিতস্য মে বধ্যা যাবন্তঃ পরিপন্থিনঃ।
ব্রহ্মণো যেঽধিকারস্য দেববৈত্যাদিকাঃ সুরাঃ ॥৪৩
তদ্গচ্ছত ন ভীঃ কার্য্যা মায়ামোহোঽয়মগ্রতঃ।
গচ্ছন্ত্বদ্যোপকারায় ভবিতা ভবতাং সুরাঃ ॥ ৪৪
ইত্যুক্তা প্রণিপত্যেনং যযুর্দ্দেবা যথাগতম্।
মায়ামোহোঽপি তৈঃ সার্দ্ধং যযৌ যত্র মহাসুরাঃ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে মায়ামোহোৎপত্তির্নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

তপস্যভিরতান্ সোঽথ মায়ামোহো মহাসুরান্।
মৈত্রেয় দদৃশে গত্বা নর্ম্মদাতীরসংশ্রয়ান্ ॥ ১
ততো দিগম্বরো মুণ্ডো বর্হিপত্রধরো দ্বিজ।
মায়ামোহোঽসুরান্ শ্লক্ষ্ণমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২

মায়ামোহ উবাচ।

ভো দৈত্যপতয়ো ব্রূত যদর্থং তপ্যতে তপঃ।
ঐহিকং বাথ পারত্র্যং তপসঃ ফলমিচ্ছথ ॥ ৩

কর। হে পরমেশ্বর! হ্রাদ প্রভৃতি দৈত্যগণ ব্রহ্মার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া, আমাদের ত্রিলোক ও যজ্ঞভাগ হরণ করিয়াছে। যদিও তুমি অশেষ জীবস্বরূপ ও আমরা তাহারা তোমার অংশ, তথাপি আমরা অবিদ্যাভেদে জগৎ সমুদায় পরস্পর ভিন্ন দেখিতেছি। আমাদের শত্রুগণ স্ব স্ব বর্ণধর্ম্মে প্রভু, বেদমার্গানুসারী ও তপঃসম্পন্ন, সুতরাং আমরা তাহাদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইতেছি না। অমেয়াত্মন্ ভগবন্! যাহাতে আমরা সেই সমুদয় অসুরকে নষ্ট করিতে পারি, তুমি আমাদের এরূপ কোন উপায় করিয়া দাও। ৩১—৪০। পরাশর কহিলেন, দেবগণ কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় শরীর হইতে মায়ামোহ উৎপাদন করিয়া সুরশ্রেষ্ঠগণকে প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন,—এই মায়ামোহ, সমুদায় দৈত্যকে মোহিত করিবে, পরে তাহারা বেদমার্গবিহীন হইলে, তোমরা অনায়াসে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে। হে দেবগণ! সৃষ্টিরক্ষার জন্য ব্রহ্মা নিযুক্ত আছেন। যে সকল দৈত্য বা দেবতা ব্রহ্মার অধিকারের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারা আমারই বধ্য। হে দেবগণ! এক্ষণে তোমরা গমন কর, ভয় করিও না; এই মায়ামোহ অগ্রে অগ্রে তোমাদের উপকারের জন্য গমন করুক। পরাশর কহিলেন,—বিষ্ণু এইরূপ কহিলে, দেবগণ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক গমন করিলেন। যেখানে অসুরগণ অবস্থিতি করিতেছে, মায়ামোহও তাঁহাদের সহিত সেই স্থানে গমন করিল। ৪১—৪৫।

তৃতীয়াংশে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—মৈত্রেয়! অনন্তর মায়ামোহ, সেই স্থান হইতে গমন করিয়া দেখিলেন, সেই মহাসুরগণ নর্ম্মদাতীরে তপস্যা করিতেছে। হে দ্বিজ! তখন মায়ামোহ দিগম্বর, মুণ্ডিতমস্তক ও বর্হিপত্রধারী হইয়া অসুরগণকে এইরূপ মধুর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল,—দৈত্যপতিগণ! তোমরা কেন তপস্যা করিতেছ,

অসুরা ঊচুঃ।
পারত্র্যফললাভায় তপশ্চর্য্যা মহামতে।
অস্মাভিরিয়মারব্ধা কিং বা তেঽত্র বিবক্ষিতম্॥৪
মায়ামোহ উবাচ।
কুরুধ্বং মম বাক্যানি যদি মুক্তিমভীপ্সথ।
অর্হধ্বং ধর্ম্মমেতঞ্চ মুক্তিদ্বারমসংবৃতম্॥ ৫
ধর্ম্মো বিমুক্তেরর্হোঽয়ং নৈতদস্মাৎ পরঃ পরঃ।
অত্রৈবাবস্থিতাঃ স্বর্গং বিমুক্তিং বা গমিষ্যথ।
অর্হধ্বং ধর্ম্মমেতঞ্চ সর্ব্বে যূয়ং মহাবলাঃ॥ ৬
পরাশর উবাচ।
এবংপ্রকারৈর্বহুভির্যুক্তিদর্শনবর্দ্ধিতৈঃ।
মায়ামোহেন দৈত্যাস্তে বেদমার্গাদপাকৃতাঃ॥ ৭
ধর্ম্মায়ৈতদধর্ম্মায় সদেতন্ন সদিত্যপি।
বিমুক্তয়ে ত্বিদং নৈতদ্বিমুক্তিং সম্প্রযচ্ছতি॥ ৮
পরমার্থোঽয়মত্যর্থং পরমার্থো ন চাপ্যয়ম্।
কার্য্যমেতদকার্য্যঞ্চ নৈতদেবং স্ফুটন্ত্বিদম্।
দিগ্বাসসাময়ং ধর্ম্মো ধর্ম্মোঽয়ং বহুবাসসাম্॥ ৯
ইত্যনৈকান্তবাদঞ্চ মায়ামোহেন নৈকধা।
তেন দর্শয়িতা দৈত্যাঃ স্বধর্ম্মাস্ত্যাজিতা দ্বিজ॥ ১০
অর্হথেমং মহাধর্ম্মং মায়ামোহেন তে যতঃ।
প্রোক্তাস্তমাশ্রিতা ধর্ম্মমার্হতাস্তেন তেঽভবন্।১১
ত্রয়ীধর্ম্মসমুৎসর্গং মায়ামোহেন তেঽসুরাঃ।
কারিতাস্তন্ময়া হ্যাসংস্তথান্যে তৎপ্রবোধিতাঃ॥১২
তৈরপ্যন্যে পরে তৈশ্চ তৈরপ্যন্যে পরে চ তৈঃ।
অল্পৈরহোভিঃ সন্ত্যক্তা তৈর্দৈত্যৈঃ প্রায়শস্ত্রয়ী॥
পুনশ্চ রক্তাম্বরধৃঙ্মায়ামোহোঽজিতেক্ষণঃ।
অন্যানাহাসুরান্ গত্বা মৃদ্বল্পমধুরাক্ষরম্॥ ১৪
মায়ামোহ উবাচ।
স্বর্গার্থং যদি বাঞ্ছা বো নির্ব্বাণার্থমথাসুরাঃ।
তদলং পশুঘাতাদি দুষ্টধর্ম্মৈর্নিবোধত॥ ১৫

তাহা বল। এই তপস্যা দ্বারা তোমরা ঐহিক, না পারলৌকিক ফল ইচ্ছা কর? অসুরগণ কহিল, মহামতে! পারত্রিক-ফল লাভের জন্য আমরা তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছি, এ বিষয়ে তুমি কি বলিতে ইচ্ছা কর? মায়ামোহ কহিল, যদি তোমরা মুক্তির ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার বাক্যানুসারে কর্ম্ম কর এবং মুক্তির অসংবৃত দ্বার-স্বরূপ মদুক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। এই ধর্ম্মই মুক্তির উপযোগী, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন ধর্ম্মই নাই। এই ধর্ম্মে অবস্থান করিলে স্বর্গ বা মুক্তি, যাহাতে অভিরুচি তাহা পাইতে পারিবে। তোমরা সকলেই মহাবল। তোমরা এই ধর্ম্ম গ্রহণ কর। পরাশর কহিলেন,—এইরূপে মায়ামোহ নানাপ্রকার যুক্তি-প্রদর্শন দ্বারা এবং পরিবর্দ্ধিত বাক্যসমূহ দ্বারা দৈত্যগণকে বেদমার্গ হইতে অপাকৃত করিল। ইহাতে ধর্ম্ম হয়, ইহাতে অধর্ম্ম হয়, এইটী সৎ, এইটী অসৎ, ইহা মুক্তির কারণ, ইহাতে মুক্তি-লাভ হয় না, ইহা অত্যন্ত পরমার্থ, এই কার্য্য পরমার্থ নহে, এইটী সৎকার্য্য, এইটী অকার্য্য, এই বিষয় এরূপ নহে, ইহা স্পষ্ট এই প্রকার, ইহা দিগম্বরদিগের ধর্ম্ম, ইহা বহুবস্ত্র মনুষ্যের ধর্ম্ম, হে দ্বিজ! এইরূপ অনেক প্রকার সংশয়-জনক বাক্য বলিয়া মায়ামোহ, দৈত্যগণকে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইল। ১—১০। মায়ামোহ দৈত্যগণকে বলিয়াছিল যে, তোমরা এই মহাধর্ম্ম অর্হত অর্থাৎ মান্য কর। এইজন্য যাহারা এই ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহারা আর্হত নামে বিখ্যাত হয়। ময়ামোহ এইরূপে অসুরগণকে বেদধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইল; অসুরসমূহও মায়ামোহ-প্রভাবে মূঢ় হইয়া অন্যান্য জনকে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে লাগিল। অসুরদীক্ষিত ব্যক্তিগণও অন্য দৈত্যদিগকে, অন্য দৈত্যেরাও অপর দৈত্যদিগকে, তাহারা আবার আর আর ব্যক্তিকে, আর আর ব্যক্তিরাও অন্যান্য দৈত্যগণকে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করাইল; অল্প দিনের মধ্যেই বৈদিক-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। অনন্তর মায়ামোহ রক্তাম্বর পরিধানপূর্ব্বক চক্ষুতে অঞ্জনরাগ করিয়া অন্য অসুরগণের নিকট গমনপূর্ব্বক মৃদু মধুর বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিল,—হে অসুরগণ! যদি নির্ব্বাণমুক্তি বা স্বর্গ তোমাদের কামনা থাকে, তাহা হইলে পশুহিংসাপ্রভৃতি দুষ্ট ধর্ম্মে

বিজ্ঞানময়মেবৈতদশেষমবগচ্ছথ।
বুধ্যধ্বং মে বচঃ সম্যগ্বুধৈরেবমুদীরিতম্॥ ১৬
জগদেতদনাধারং ভ্রান্তিজ্ঞানার্থতৎপরম্।
রাগাদিদুষ্টমত্যর্থং ভ্রাম্যতে ভবসঙ্কটে॥ ১৭
পরাশর উবাচ।
এবং বুধ্যত বুধ্যধ্বং বুধ্যতৈবমিতীরয়ন্।
মায়ামোহঃ স দৈতেয়ান্ ধর্ম্মমত্যাজয়ন্নিজম্॥ ১৮
নানাপ্রকারবচনং স তেষাং যুক্তিযোজিতম্।
তথা তথা চ তদ্ধর্ম্মং তত্যজুস্তে যথা যথা॥ ১৯
তেঽপ্যন্যেষাং তথৈবোচুরন্যৈরন্যে তথোদিতাঃ।
মৈত্রেয় তত্যজুর্ধর্ম্মং বেদস্মৃত্যুদিতং পরম্॥ ২০
অন্যানপ্যন্যপাষণ্ডপ্রকারৈর্বহুভির্দ্বিজ।
দৈতেয়ান্ মোহয়ামাস মায়ামোহোঽতিমোহকৃৎ॥
স্বল্পেনৈব হি কালেন মায়ামোহেন তেঽসুরাঃ।
মোহিতাস্তত্যজুঃ সর্ব্বাং ত্রয়ীমার্গাশ্রিতাং কথাম্॥
কেচিদ্বিনিন্দাং বেদানাং দেবানামপরে দ্বিজ।
যজ্ঞকর্ম্মকলাপস্য তথান্যে চ দ্বিজন্মনাম্॥ ২৩
নৈতদ্যুক্তিসহং বাক্যং হিংসা ধর্ম্মায় নেষ্যতে।
হবীংষ্যনলদগ্ধানি ফলায়েত্যর্ভকোদিতম্॥ ২৪
যজ্ঞৈরনেকৈর্দ্দেবত্বমবাপ্যেন্দ্রেণ ভুজ্যতে।
শম্যাদি যদি চেৎ কাষ্ঠং তদ্বরং পত্রভুক্ পশুঃ॥২৫
নিহতস্য পশোর্যজ্ঞে স্বর্গপ্রাপ্তির্যদীষ্যতে।
স্বপিতা যজমানেন কিন্নু তস্মান্ন হন্যতে॥ ২৬
তৃপ্তয়ে জায়তে পুংসো ভুক্তমন্যে ন চেৎ ততঃ।
দদ্যাৎ শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধয়ান্নং ন বহেয়ুঃ প্রবাসিনঃ॥ ২৭
জনশ্রদ্ধেয়মিত্যেতদবগম্য ততো বচঃ।
উপেক্ষ্য শ্রেয়সে বাক্যং রোচতাং যন্ময়েরিতম্॥২৮
ন হ্যাপ্তবাদা নভসো নিপতন্তি মহাসুরাঃ।

কোন ফল হইবে না। এই সমুদয় জানিবে, জগৎ বিজ্ঞানময় বলিয়া অবগত হও। আমার বাক্য ভাল করিয়া বুঝ, এবিষয়ে পণ্ডিতগণ এইরূপ বলিয়াছেন যে, এই জগৎ অনাধার। ইহা ভবসঙ্কটে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহা ভ্রমজ্ঞানগোচর অর্থান্বেষণে তৎপর ও রাগাদিদোষে সাতিশয় দূষিত। পরাশর কহিলেন,—মায়ামোহ, এইরূপ জ্ঞাত হও, এইরূপ বুঝিবে, এইরূপ বুঝিয়া রাখ' এই কথা বলিয়া দানবগণকে নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইল। মায়ামোহ দৈত্যগণের নিকট এইরূপে নানাপ্রকার যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিল যে, তাহারা সেই বাক্যানুসারে স্ব স্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। ধর্ম্মত্যাগিগণ অন্যের নিকট কহিল, অন্যেও পরের নিকট প্রচার করিতে লাগিল। হে মৈত্রেয়! দৈত্যেরা এইরূপে বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত পরম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। ১১—২০। হে দ্বিজ! অতিশয় মোহজনক মায়ামোহ, অন্যান্য বহুবিধ পাষণ্ডরূপ ধারণ করিয়া, অন্যান্য অসুরগণকে মোহিত করিল। এইরূপে মায়ামোহমোহপ্রভাবে অসুরগণ অল্পকালে বেদমার্গাশ্রিত সমুদায় কথা পরিত্যাগ করিল। হে দ্বিজ! তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বেদের নিন্দা করিল; কেহ কেহ দেবগণের নিন্দা আরম্ভ করিল; কেহ বা যজ্ঞীয় কর্ম্মকলাপের, কেহ বা ব্রাহ্মণের নিন্দা করিতে লাগিল। যে কার্য্যে কোন প্রাণীর হিংসা হয়, ঈদৃশ কার্য্যে ধর্ম্ম হয়, এই বাক্য কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। ঘৃতসমূহ অনলে দগ্ধ হইলে ফল প্রদান করে, ইহা বালকের যোগ্য বাক্য। অনেক যজ্ঞ দ্বারা দেবতা হইয়া ইন্দ্রের সহিত যদি শমী প্রভৃতি কাষ্ঠ ভোজন করিতে হয়, তবে দেবতা অপেক্ষা পশুও শ্রেষ্ঠ; যেহেতু পশু সরস পত্র ভক্ষণ করে। যজ্ঞস্থলে পশুবধ করিলে, যদি সেই পশু স্বর্গে গমন করে, তবে যজমান কেন আপনার পিতাকে বধ করে না? শ্রাদ্ধকালে একব্যক্তি ভোজন করিলে যদি অন্য ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তাহা হইলে প্রবাসগমন কালে খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে লইবার কি প্রয়োজন? (পুত্রগণ শ্রদ্ধায় গৃহে আহার করিলেই প্রবাসীর তৃপ্তি হইতে পারে)। অতএব ইহা কেবল লোকের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিতেছে। তোমরা ইহা বিবেচনা করিয়া দেখ, ইহাতে উপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ হইতেছে। আমি যাহা কহিলাম, তাহাতে তোমাদের রুচি হউক। অসুরগণ! আপ্ত-

যুক্তিমদ্বচনং গ্রাহ্যং ময়ান্যৈশ্চ ভবদ্বিধৈঃ ॥ ২৯
মায়ামোহেন তে দৈত্যাঃ প্রকারৈর্বহুভিস্তথা।
ব্যুত্থাপিতা যথা নৈষাং ত্রয়ীং কশ্চিদরোচয়ৎ ॥ ৩০
ইত্থমুন্মার্গযাতেষু তেষু দৈত্যেষু তেঽমরাঃ।
উদ্যোগং পরমং কৃত্বা যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ ॥ ৩১
ততো দেবাসুরং যুদ্ধং পুনরেবাভবদ্দ্বিজ।
হতাশ্চ তেঽসুরা দেবৈঃ সন্মার্গপরিপন্থিনঃ ॥ ৩২
স্বধর্ম্মকবচস্তেষামভূদ্ যঃ প্রথমং দ্বিজ।
তেন রক্ষাভবৎ পূর্ব্বং নেশুর্নষ্টে চ তত্র তে ॥৩৩
ততো মৈত্রেয় তন্মার্গবর্ত্তিনো যেঽভবন্ জনাঃ।
নগ্নাস্তে তৈর্যতস্ত্যক্তং ত্রয়ীসংবরণং বৃথা ॥ ৩৪
ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থস্তথাশ্রমাঃ।
পরিব্রাড়্ বা চতুর্থোঽত্র পঞ্চমো নোপপদ্যতে ॥৩৫
যস্তু সন্ত্যজ্য গার্হস্থ্যং বানপ্রস্থো ন জায়তে।
পরিব্রাড্ বাপি মৈত্রেয় স নগ্নঃ পাপকৃন্নরঃ ॥ ৩৬
নিত্যানাং কর্ম্মণাং বিপ্র তস্য হানিরহর্নিশম্।
অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম শক্তঃ পততি তদ্দিনে ॥৩৭
প্রায়শ্চিত্তেন মহতা শুদ্ধিং প্রাপ্নোত্যনাপদি।
পক্ষং নিত্যক্রিয়াহানেঃ কর্ত্তা মৈত্রেয় মানবঃ ॥৩৮
সংবৎসরং ক্রিয়াহানির্যস্য পুংসোঽভিজায়তে।
তস্যাবলোকনাৎসূর্য্যো নিরীক্ষ্যঃ সাধুভিঃ সদা ॥৩৯
স্পৃষ্টে স্নানং সচেলস্য শুদ্ধিহেতুর্মহামতে।
পুংসো ভবতি তস্যোক্তা ন শুদ্ধিঃ পাপকর্ম্মণঃ ॥৪০
দেবর্ষিপিতৃভূতানি যস্য নিঃশ্বস্য বেশ্মনি।
প্রয়ান্ত্যনর্চ্চিতান্যত্র লোকে তস্মান্ন পাপকৃৎ ॥ ৪১
দেবাদিনিঃশ্বাসহতং শরীরং যস্য বেশ্ম চ
ন তেন সঙ্করং কুর্য্যাৎ গৃহাসনপরিচ্ছদৈঃ। ৪২
সম্ভাষণানুপ্রশ্নাদি সহাস্থাঞ্চৈব কুর্ব্বতঃ।
জায়তে তুল্যতা পুংসস্তেনৈব দ্বিজ বৎসরম্ ॥ ৪৩
অথ ভুঙ্‌ক্তে গৃহে তস্য করোত্যাস্থাং তথাসনে।

বাক্য কিছু আকাশ হইতে পতিত হয় না। তোমরা, আমি বা অন্য ব্যক্তি, সকলেরই যুক্তি-সঙ্গত বাক্য গ্রহণ করা উচিত। মায়ামোহ এইরূপে বহুবিধ উপায় দ্বারা দৈত্যগণকে ঈদৃশ বিকৃতিভাবাপন্ন করিয়া দিল যে, তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিরই আর বেদে রুচি রহিল না। ২১—৩০। এইরূপে দৈত্যগণ কুপথগামী হইলে, দেবগণ পরম উদ্যোগ করিয়া তাহাদের নিকট যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। হে দ্বিজ! অনন্তর পুনর্ব্বার দেবাসুরের সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন দেবতারা, সন্মার্গবিভ্রষ্ট অসুরগণকে বিনাশ করিলেন। পূর্ব্বে অসুরগণের স্বধর্ম্মরূপ যে কবচ ছিল, তদ্দ্বারাই তাহারা রক্ষিত ছিল, এক্ষণে সেই ধর্ম্মরূপ কবচ নষ্ট হওয়াতে তাহারা বিনষ্ট হইল। হে মৈত্রেয়! এই সময় অবধি যে সকল মনুষ্য মায়ামোহ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারাই নগ্ন। কারণ তাহারা বেদরূপ আবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও পরিব্রাট্,এই চতুর্ব্বিধ আশ্রম আছে। পঞ্চম আশ্রম নাই। হে মৈত্রেয়! যে ব্যক্তি গার্হস্থ্য আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, বানপ্রস্থ বা পরিব্রাট্ না হয়, সেই পাপাত্মাও নগ্ন বলিয়া গণ্য। হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি সমর্থ হইয়া একদিনমাত্র বিধিবিহিত ক্রিয়া না করে, সে তদ্দিনেই পতিত হয়, তাহার পূর্ব্বকৃত সমুদায় নিত্য কর্ম্মও বিনষ্ট হয়। হে মৈত্রেয়! বিপৎকাল ব্যতীত যে একপক্ষ নিত্য-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করে, সেই ব্যক্তি মহৎ প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ হইতে পারে। এক-বৎসর কাল যে মনুষ্যের নিত্যক্রিয়া না হয়, তাহাকে দর্শন করিলে সাধুদিগের সূর্য্য দর্শন করা কর্তব্য। হে মহামতে! ঈদৃশ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে, বস্ত্রের সহিত স্নান করিয়া শুদ্ধি-লাভ করিতে পারা যায়; কিন্তু সেই পাতকীর শুদ্ধি কিছুতেই হইতে পারে না। ৩১—৪০। এই পৃথিবী মধ্যে যাহার গৃহে দেবগণ, পিতৃগণ ও ভূতগণ, পূজা না পাইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্যত্র প্রতিগমন করেন, তাহা হইতে আর পাপাচারী নাই। যাহার শরীর ও গৃহ দেবগণ, পিতৃগণ ও ভূতগণের নিশ্বাস দ্বারা মলিন হয়, তাহার সহিত এক গৃহ, এক আসন বা এক পরিচ্ছদ দ্বারা সম্পর্ক করিবে না। যে ব্যক্তি উক্ত পাতকীর সহিত একবৎসরকাল সম্ভাষণ, কুশলপ্রশ্ন বা একত্র উপবেশন করে,

শেতে চাপ্যেকশয়নে স সদ্যস্তৎসমো ভবেৎ ॥৪৪
দেবতাপিতৃভূতানি তথানভ্যর্চ্চ্য যোঽতিথীন্।
ভুঙ্‌ক্তে স পাতকং ভুঙ্‌ক্তে নিষ্কৃতিস্তস্য কীদৃশী॥
ব্রাহ্মণাদ্যাশ্চ যে বর্ণাঃ স্বধর্ম্মাদন্যতোমুখম্।
যান্তি তে নগ্নসংজ্ঞাস্তু হীনকর্ম্মস্ববস্থিতাঃ ॥ ৪৬
চতুর্ণাং যত্র বর্ণানাং মৈত্রেয়াত্যন্তসঙ্করঃ।
তত্রাস্থা সাধুবৃত্তীনামুপঘাতায় জায়তে ॥ ৪৭
অনভ্যর্চ্চ্য ঋষীন্ দেবান্ পিতৄন্ ভূতাতিথীংস্তথা
যো ভুঙ্‌ক্তে তস্য সম্ভাষাৎপতন্তি নরকে নরাঃ॥৪৮
তস্মাদেতান নরো নগ্নাংস্ত্রয়ীসন্ত্যাগদূষিতান্।
সর্ব্বদা বর্জ্জয়েৎ প্রাজ্ঞ আলাপস্পর্শনাদিষু ॥ ৪৯
শ্রদ্ধাবদ্ভিঃ কৃতং যত্নাৎ দেবান্ পিতৃপিতামহান্।
ন প্রীণয়তি তচ্ছ্রাদ্ধং যদেভিরবলোকিতম্॥ ৫০
শ্রূয়তে চ পুরা খ্যাতো রাজা শতধনুর্ভুবি।

সে তৎসদৃশ পাতকী হয়। যে ব্যক্তি ঈদৃশ পাতকীর গৃহে ভোজন করে, বা তাহার সহিত একাসনে উপবেশন করে কিংবা এক শয্যায় শয়ন করে, সে তৎক্ষণাৎ তৎসদৃশ হয়। যে ব্যক্তি দেবগণের, পিতৃগণের, ভূতগণের ও অতিথিগণের পূজা না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, সে পাতক ভোজন করে এবং তাহার নিষ্কৃতি নাই। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয় যদি স্ব স্ব ধর্ম্মপরাঙ্মুখ হয়, কিংবা হীনবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহা হইলে নগ্ন সংজ্ঞা লাভ করে। হে মৈত্রেয়! এক গৃহে যদি বর্ণচতুষ্টয় অত্যন্ত সংসর্গ করে, তাহা হইলে সেই গৃহবাসে সাধুব্যবহারের উপঘাত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঋষিগণকে, দেবগণকে, পিতৃগণকে, ভূতগণকে ও অতিথিকে পূজা না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, তাহার সহিত সম্ভাষণ করিলে লোক নরকে গমন করে। এই সকল কারণে বিজ্ঞ ব্যক্তি, বেদপরিত্যাগদূষিত এই সমস্ত নগ্ন ব্যক্তির সহিত কখন আলাপাদি বা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবেন না। শ্রদ্ধাবান্ লোকে, যখন যত্নপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করেন, সেই সময় নগ্নগণ যদি অবলোকন করে, তাহা হইলে শ্রাদ্ধ-কর্ত্তাদেরও সেই শ্রাদ্ধ পিতৃপিতামহগণের তৃপ্তি-

পত্নী চ শৈব্যা তস্যাভূদতিধর্ম্মপরায়ণা ॥ ৫১
পতিব্রতা মহাভাগা সত্যশৌচদয়ান্বিতা।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না বিনয়েন নয়েন চ ॥ ৫২
স তু রাজা তয়া সার্দ্ধং দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
আরাধয়ামাস বিভুং পরমেণ সমাধিনা ॥ ৫৩
হোমৈর্জপৈস্তথা দানৈরুপবাসৈশ্চ ভক্তিতঃ।
পূজাভিশ্চানুদিবসং তন্মনা নান্যমানসঃ ॥ ৫৪
একদা তু সমং স্নাতৌ তৌ তু ভার্য্যাপতী জলে।
ভাগীরথ্যাঃ সমুত্তীর্ণৌ কার্ত্তিক্যাং সমুপোষিতৌ ॥
পাষণ্ডিনমপশ্যেতামায়ান্তং সম্মুখং দ্বিজ।
চাপাচার্য্যস্য তস্যাসৌ সখা রাজ্ঞো মহাত্মনঃ ॥ ৫৬
অতস্তদ্গৌরবাৎ তেন সহালাপমথাকরোৎ।
ন তু সা বাগ্‌যতা দেবী তস্য পত্নী যতব্রতা ॥ ৫৭
উপোষিতাস্মীতি রবিং তস্মিন্ দৃষ্টে দদর্শ চ ॥ ৫৮

সাধন করিতে পারে না। ৪১—৫০। শুনিয়াছি, পূর্ব্বকালে শতধনু নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন। অতি ধর্ম্মপরায়ণা শৈব্যা নাম্নী তাঁহার এক পত্নী ছিলেন। ঐ শৈব্যা পতিব্রতা মহাভাগ্যবতী সত্যনিষ্ঠা শৌচপরায়ণা দয়াপরতন্ত্রা সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না ও বিনয়ান্বিতা ছিলেন। সেই রাজা, শৈব্যার সহিত পরম সমাধি দ্বারা দেবদেব বিভু জনার্দ্দনের আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রতিদিন তন্মনা হইয়া, ভক্তিসহকারে হোম, জপ, দান, উপবাস ও পূজা দ্বারা আরাধনা করিতেন, অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন না। একদা তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে উপবাস করিয়া, একত্র ভাগীরথীসলিলে স্নান-পূর্ব্বক উত্থান করিলেন, এমন সময়ে সম্মুখে সমাগত এক পাষণ্ডকে অবলোকন করিলেন। হে দ্বিজ! এই পাষণ্ড মহাত্মা রাজার চাপাচার্য্যের সখা। রাজা আচার্য্যগৌরব স্মরণ করিয়া, সেই পাষণ্ডের সহিত আলাপ করি-লেন, পরন্তু তাঁহার পত্নী আরব্ধব্রতা দেবী শৈব্যা বাগ্‌যতা হইয়া থাকিলেন। তিনি উপোষিতা ছিলেন বিবেচনা করিয়া সেই পাষণ্ডের দর্শন হওয়াতে সূর্য্য দর্শন করিলেন।

সমাগম্য যথান্যায়ং দম্পতী তৌ যথাবিধি।
বিষ্ণোঃ পূজাদিকং সর্ব্বং কৃতবন্তৌ দ্বিজোত্তম ॥৫৯
কালেন গচ্ছতা রাজা মমারাসৌ সপত্নজিৎ।
অন্বারুরোহ তং দেবী চিতাস্থং ভূপতিং পতিম্ ॥
স তু তেনাপচারেণ শ্বা জজ্ঞে বসুধাধিপঃ।
উপোষিতেন পাষণ্ডসম্ভাষো যঃ কৃতোঽভবৎ ॥৬১
সাপি জাতিস্মরা জজ্ঞে কাশীরাজসুতা শুভা।
সর্ব্ববিজ্ঞানসম্পূর্ণা সর্ব্বলক্ষণপূজিতা ॥ ৬২
তাং পিতা দাতুকামোঽভূৎ বরায় বিনিবারিতঃ।
তয়ৈব তন্ব্যা বিরতো বিবাহারম্ভতো নৃপঃ ॥ ৬৩
ততঃ সা দিব্যয়া দৃষ্ট্যা দৃষ্ট্বা শ্বানং নিজং পতিম্।
বৈদিশাখ্যাং পুরং গত্বা তদবস্থং দদর্শ তম্ ॥ ৬৪
তং দৃষ্ট্বৈব মহাভাগং শ্বানং ভূতং পতিং তথা।
দদৌ তস্মৈ বরাহারং সৎকারপ্রবণং শুভম্ ॥ ৬৫
ভুঞ্জন দত্তং তয়া সোঽন্নমতিমিষ্টমভীপ্সিতম্।
স্বজাতিললিতং কুর্ব্বন্ বহু চাটু চকার বৈ ॥ ৬৬
অতীব ব্রীড়িতা বালা কুর্ব্বতা চাটু তেন সা।
প্রণামপূর্ব্বমাহেদং দয়িতং তং কুযোনিজম্ ॥ ৬৭

পত্ন্যুবাচ

স্মর্য্যতাং তন্মহারাজ দাক্ষিণ্যললিতং ত্বয়া।
যেন শ্বযোনিমাপন্নো মম চাটুকরো ভবান্ ॥ ৬৮
পাষণ্ডিনং সমাভাষ্য তীর্থস্নানাদনন্তরম্।
প্রাপ্তোঽসি কুৎসিতাংযোনিংকিন্নস্মরসিতৎপ্রভো

পরাশর উবাচ

তয়ৈবং স্মারিতে তত্র পূর্ব্বজাতিকৃতে তদা।
দধ্যৌ চিরমথাবাপ নির্ব্বেদমতিদুর্লভম্ ॥ ৭০
নির্বিণ্ণচিত্তঃ স ততো নির্গম্য নগরাৎ ততঃ।
মরুপ্রপতনং কৃত্বা শার্গালীং যোনিমাগতঃ ॥ ৭১
সাপি দ্বিতীয়ে সম্প্রাপ্তে বর্ষে দিব্যেন চক্ষুষা।
জ্ঞাত্বা শৃগালং তং দ্রষ্টুং যযৌ কোলাহলং গিরিম্

হে দ্বিজোত্তম! অনন্তর সেই দম্পতী, যথারীতি আগমনপূর্ব্বক বিধানানুসারে বিষ্ণুপূজা প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্ম করিলেন। কিছুকাল পরে শত্রুজিৎ রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। দেবী শৈব্যাও চিতারূঢ় পতির অনুগমন করিলেন। ৫১—৬০। রাজা উপোষিত হইয়া যে পাষণ্ডের সহিত সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, সেই জন্য কুক্কুরযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার পত্নীও কাশীরাজের দুহিতা রূপে জন্মিলেন এবং সর্ব্ব-বিজ্ঞানসম্পন্না সর্ব্ব-সুলক্ষণসম্পন্না, শোভনা ও জাতিস্মরা হইলেন। অনন্তর কাশীরাজ, কোন বরে কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে ঐ কন্যাই তাঁহাকে বিবাহের আরম্ভ হইতে নিষেধ করাতে রাজা বিরত হইলেন। পরে কাশীপতিতনয়া শৈব্যা দিব্য চক্ষু দ্বারা দেখিলেন যে, তাঁহার পতি কুক্কুর হইয়া বিদিশা-নগরীতে অবস্থান করিতেছেন। তখন তিনি সেই স্থানে গিয়া তদবস্থ ভর্ত্তাকে দেখিতে পাইলেন। হে মহাভাগ! ভর্ত্তাকে তাদৃশ কুক্কুর হইতে দেখিয়া কাশীরাজ-দুহিতা আদরপূর্ব্বক তাঁহাকে উত্তম আহার প্রদান করিলেন। তাঁহার ভর্ত্তাও তৎপ্রদত্ত অভিলষিত অতি মিষ্ট অন্ন ভোজন করিতে করিতে শ্বজাতি-যোগ্য চাটু প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্বামীর চাটুদর্শনে বালা কাশীরাজ-দুহিতা অতীব লজ্জিতা হইলেন। তিনি কুযোনিজাত ভর্ত্তাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন, মহারাজ! আপনি গুরুর সখা বোধে গৌরব প্রকাশপূর্ব্বক যে প্রীতি মধুর বাক্য ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার ফলে অদ্য কুক্কুর জন্ম গ্রহণ করিয়া এই প্রকার চাটু করিতেছ তাহা স্মরণ করুন। প্রভো! আপনি তীর্থ-স্নানের পর পাষণ্ডদর্শনে সম্ভাষণ করিয়া এই কুৎসিত যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন. ইহা কেন স্মরণ করিতেছেন না? ৬১—৬৯। পরাশর কহিলেন,—কাশীরাজ-দুহিতা এইরূপ স্মরণ করিয়া দিলে, কুক্কুর পূর্ব্বজন্মের জন্য অনেক ক্ষণ চিন্তা করিল ও পরে অতিদুর্লভ নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইল। অনন্তর সেই কুক্কুর নির্ব্বিণ্ণ-হৃদয় হইয়া সেই নগরী হইতে নির্গমন-পূর্ব্বক পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে মরুভূমিতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করত শৃগাল-যোনিতে জন্ম-গ্রহণ করিল। পরে দ্বিতীয় বৎসর সেই শৈব্যা দিব্যচক্ষু দ্বারা পতি শৃগাল-যোনিতে

অত্রাপি দৃষ্ট্বা তং প্রাহ শার্গালীং যোনিমাগতম্।
ভর্ত্তারমতিচার্ব্বঙ্গী তনয়া পৃথিবীপতেঃ॥ ৭৩
পত্ন্যুবাচ।
অপি স্মরসি রাজেন্দ্র শ্বযোনিস্থস্য যন্ময়া
প্রোক্তং তে পূর্ব্বচরিতং পাষণ্ডালাপসংশ্রয়ম্॥৭৪
পুনস্তয়োক্তস্তজ্‌জ্ঞাত্বা সত্যং সত্যবতাং বরঃ।
কাননে স নিরাহারস্তত্যাজ স্বং কলেবরম্॥ ৭৫
ভূয়স্ততো বৃকং জাতং গত্বা তং নির্জ্জনে বনে।
স্মারয়ামাস ভর্ত্তারং পূর্ব্ববৃত্তমনিন্দিতা॥ ৭৬
ন ত্বং বৃকো মহাভাগ রাজা শতধনুর্ভবান্।
শ্বা ভূত্বা ত্বং শৃগালোঽভূর্বৃকত্বং সাম্প্রতং গতঃ॥
পরাশর উবাচ।
স্মারিতেন যদা ত্যক্তস্তেনাত্মা গৃধ্রতাং গতঃ।
অবাপ সা পুনশ্চৈনং বোধয়ামাস ভাবিনী॥ ৭৮
নরেন্দ্র স্মর্য্যতামাত্মা হ্যলং তে গৃধ্রচেষ্টয়া।
পাষণ্ডালাপজাতোঽয়ং দোষো যদ্‌গৃধ্রতাং গতঃ॥
ততঃ কাকত্বমাপন্নং সমনন্তরজন্মনি।
উবাচ তন্বী ভর্ত্তারমুপলভ্যাত্মযোগতঃ॥ ৮০
অশেষা ভূভৃতঃ পূর্ব্বং বশ্যা যস্মৈ বলিং দদুঃ।
স ত্বং কাকত্বমাপন্নোজাতেঽদ্যবলিভুক্‌প্রভো॥৮১
পরাশর উবাচ।
এবমেব চ কাকত্বে স্মারিতঃ স পুরাতনম্।
তত্যাজ ভূপতিঃ প্রাণান্ ময়ূরত্বমবাপ চ॥ ৮২
ময়ূরং তং ততঃ সা বৈ চকারানুগতং শুভা।
দত্তৈঃ প্রতিক্ষণং হৃদ্যৈস্তৃপ্তং তজ্জাতিভোজনৈঃ॥
ততস্তু জনকো রাজা বাজিমেধং মহাক্রতুম্।
চকার তস্যাবভৃথে স্নাপয়ামাস তং তদা॥ ৮৪
সস্নৌ স্বয়ঞ্চ তন্বঙ্গী স্মারয়ামাস চাপি তম্।
যথাসৌ শ্বশৃগালাদ্যা যোনির্জগ্রাহ পার্থিবঃ॥ ৮৫
স্মৃতজন্মক্রমঃ সোঽথ তত্যাজ স্বং কলেবরম্।

উৎপন্ন হইয়াছেন দেখিয়া, তাঁহাকে দেখিবার জন্য কোলাহল পর্ব্বতে গমন করিলেন। রমণীয়াকৃতি রাজকুমারী, সেখানে শৃগাল-যোনি-প্রাপ্ত ভর্ত্তাকে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজেন্দ্র! কুক্কুর-যোনিতে অবস্থানকালে পূর্ব্বে, পাষণ্ডের সহিত আলাপ-বিষয়ক যে পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত আপনাকে বলিয়াছিলাম, তাহা কি স্মরণ করেন? পরাশর কহিলেন,—পরম সত্যনিষ্ঠ রাজা শতধনু, পত্নীর নিকট তাদৃশ বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক সমুদায় বুঝিতে পারিলেন এবং অনাহারে সেই কানন মধ্যেই শৃগাল-দেহ পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর তিনি বৃক হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন. অনিন্দিতা কাশীরাজতনয়া নির্জ্জন অরণ্য প্রবেশপূর্ব্বক বৃকরূপী ভর্ত্তাকে পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিলেন; মহাভাগ! আপনি বৃক নহেন। আপনি শতধনু নামক রাজা। আপনি পূর্ব্বে কুক্কুর, পরে শৃগাল হইয়া জন্মান; এক্ষণে বৃক হইয়া জন্মিয়াছেন। কাশী-রাজ-দুহিতা এই কথা স্মরণ করাইয়া দিলে রাজা বৃকদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃধ্র হইয়া জন্মিলেন। রাজকুমারী পুনর্ব্বার গৃধ্রের নিকট গিয়া সমুদায় পূর্ব্ববৃত্তান্ত বুঝাইয়া বলিলেন। কহিলেন, রাজন! আপনি গৃধ্রের ন্যায় চেষ্টা করিবেন না, আপনি কে, তাহা স্মরণ করিয়া দেখুন। পাষণ্ডালাপ-জনিত দোষে আপনি গৃধ্র হইয়াছেন। পরে রাজা গৃধ্রশরীর পরিত্যাগ করিয়া কাক হইলেন। তন্বী কাশীরাজ-দুহিতা যোগবলে কাকরূপী ভর্ত্তাকে জানিয়া কহিলেন, প্রভো! পূর্ব্বে অশেষ ভূপ বশীভূত হইয়া যাহাকে বলি প্রদান করিত, এক্ষণে সেই আপনি কাক হইয়া বলিভুক্ হইলেন। পরাশর কহিলেন,—কাকজন্মেও রাজা এই প্রকার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মারিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন ও পরে ময়ূর হইয়া জন্মিলেন। ৭০—৮২। তখন কাশীরাজ-তনয়া ভর্ত্তাকে ময়ূর হইয়া জন্মিতে দেখিয়া প্রতিক্ষণে ময়ূরজাতির ভক্ষ্য পরম রমণীয় বিবিধ দ্রব্য প্রদান দ্বারা তৃপ্তি সম্পাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে অনুগত করিতে লাগিলেন। অনন্তর জনক রাজা অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, সেই যজ্ঞে সেই ময়ূরটাকে স্নান করাইলেন। কাশীরাজনন্দিনী স্নান করিয়া, রাজা কিরূপে কুক্কুর শৃগাল প্রভৃতির যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন। ময়ূররূপী রাজাও ক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব

জজ্ঞে চ জনকস্যৈব পুত্রোঽসৌ সুমহাত্মনঃ॥ ৮৬
ততঃ সা পিতরং তন্বী বিবাহার্থমচোদয়ৎ।
স চাপি কারয়ামাস পিতা তস্যাঃ স্বয়ংবরম্॥ ৮৭
স্বয়ংবরে কৃতে সা তং সম্প্রাপ্তং পতিমাত্মনঃ।
বরয়ামাস ভূয়োঽপি ভর্তৃভাবেন ভাবিনী॥ ৮৮
বুভুজে চ তয়া সার্দ্ধং স ভোগান্ নৃপনন্দনঃ।
পিতর্য্যুপরতে রাজ্যং বিদেহেষু চকার বৈ॥ ৮৯
ইয়াজ যজ্ঞান্ সুবহূন্ দদৌ দানানি চার্থিনাম্।
পুত্রানুৎপাদয়ামাস যুযুধে চ সহারিভিঃ॥ ৯০
রাজ্যং ভুক্ত্বা যথান্যায়ং পালয়িত্বা বসুন্ধরাম্।
তত্যাজ স প্রিয়ান্ প্রাণান্ সংগ্রামে ধর্ম্মতোনৃপঃ॥
ততশ্চিতাস্থং তং ভূয়ো ভর্ত্তারং সা শুভেক্ষণা।
অন্বারুরোহ বিধিবদ্ যথাপূর্ব্বং মুদা সতী॥ ৯২
ততোঽবাপ তয়া সার্দ্ধং রাজপুত্র্যা স পার্থিবঃ।
ঐন্দ্রানতীত্য বৈ লোকান্লোকান্ কামদুহোঽক্ষয়ান্
স্বর্গাক্ষয়ত্বমতুলং দাম্পত্যমতিদুর্লভম্।
প্রাপ্তং পুণ্যফলং প্রাপ্য সংশুদ্ধিং তাংদ্বিজোত্তম॥
এষ পাষণ্ডসম্ভাষদোষঃ প্রোক্তো ময়া দ্বিজ।
তথাশ্বমেধবভৃথস্নানমাহাত্ম্যমেব চ॥ ৯৫
তস্মাৎ পাষণ্ডিভিঃ পাপৈরালাপস্পর্শনে ত্যজেৎ।
বিশেষতঃ ক্রিয়াকালে যজ্ঞাদৌ চাপি দীক্ষিতঃ॥৯৬
ক্রিয়াহানির্গৃহে যস্য মাসমেকং প্রজায়তে
তস্যাবলোকনাৎ সূর্য্যং পশ্যেত মতিমান নরঃ॥ ৯৭
কিং পুনর্যৈস্তু সন্ত্যক্তা ত্রয়ী সর্ব্বাত্মনা দ্বিজ।
পরান্নভোজিভিঃ পাপৈর্ব্বেদবাদবিরোধিভিঃ॥ ৯৮
পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান শঠান্।
হৈতুকান-বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ॥
দূরাদপাস্তঃ সম্পর্কঃ সহাস্যাপি চ পাপিভিঃ
পাষণ্ডিভির্দুরাচারৈস্তস্মাৎ তান্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। সেই মহাত্মা জনক রাজারই পুত্ররূপে উৎপন্ন হইলেন। অনন্তর তন্বী কাশীরাজকন্যা পিতাকে বিবাহের আয়োজন করিতে বলিলেন। কাশীরাজও কন্যার নিমিত্ত স্বয়ংবরসভা করিলেন। যখন স্বয়ংবরসভা হইল. তখন রাজকন্যা, স্বীয় ভর্ত্তাকে সমাগত দেখিয়া পুনর্ব্বার ভর্তৃভাবে বরণ করিলেন। জনক রাজার পুত্রও কাশীরাজতনয়ার সহিত বিবিধ ভোগ করিতে লাগিলেন। পরে জনক রাজার মৃত্যুর পর তিনি বিদেহদেশে রাজ্য করিতে লাগিলেন। তিনি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন ও যাচকগণকে বহুসংখ্য ধন দান করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহার বহু পুত্র জন্মিল; তিনি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন। তিনি ন্যায়ানুসারে রাজ্যভোগ ও পৃথিবী পালন করিয়া, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রিয় জীবন পরিত্যাগ করিলেন। সুলোচনা সতী রাজকন্যা, আনন্দের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার বিধানানুসারে চিতাশায়ী মৃতপতির অনুগমন করিলেন। ৮৩—৯২। অনন্তর রাজা সেই রাজকন্যার সহিত, ইন্দ্রলোক অতিক্রমপূর্ব্বক বিবিধ কামপ্রদ অক্ষয়লোকে গমন করিলেন। হে দ্বিজোত্তম! তিনি পরিশুদ্ধ হইয়া অতুলনীয় অক্ষয় স্বর্গ, দুর্লভ দাম্পত্যসুখ ও পূর্ব্বার্জ্জিত সমুদায় পুণ্যের ফল ভোগ করেন। হে দ্বিজ! এই আমি তোমার সমীপে পাষণ্ডের সহিত সম্ভাষণের দোষ ও অশ্বমেধ যজ্ঞে স্নানের মাহাত্ম্য বলিলাম। অতএব পাষণ্ড পাপাচারীদিগের সহিত আলাপ বা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না, বিশেষতঃ কোন নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া ও যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার সময় তাহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করা অতীব কর্ত্তব্য। যাহার গৃহে এক মাস কাল নিত্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাদৃশ ব্যক্তির দর্শনে শুদ্ধির জন্য সূর্য্য দর্শন করিবেন। বিশেষতঃ পরান্নভোজী বেদবিরোধী যে সকল পাপাত্মা, বেদ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে দর্শন করিলে সূর্য্য দর্শন করা অতীব কর্ত্তব্য। পাষণ্ড, বিকর্ম্মস্থ, বিড়ালব্রতী, শঠ, হৈতুক ও বকবৃত্তি, এই সকল মনুষ্যকে বাক্যমাত্র দ্বারাও অর্চ্চনা করিবে না। সম্পর্কের কথা দূরে থাকুক, একত্রে পাপীদিগের সহিত অবস্থানেও দোষ স্পর্শে, এইজন্য তাদৃশ ব্যক্তি-

এতে নগ্নাস্তবাখ্যাতা দৃষ্ট্যা শ্রাদ্ধোপঘাতকাঃ।
যেষাং সম্ভাষণাৎ পুসাং দিনপুণ্যং প্রণশ্যতি ॥১০১
এতে পাষণ্ডিনঃ পাপা ন হেতানালপেদ্ বুধঃ।
পুণ্যং নশ্যতি সম্ভাষাদেতেষাং তদ্দিনোদ্ভবম্ ॥১০২

পুংসাং জটাধরণমৌণ্ড্যবতাং বৃথৈব
মোঘাশিনামখিলশৌচনিরাকৃতানাম্।
তোয়প্রদানপিতৃপিণ্ডবহিষ্কৃতানাং
সম্ভাষণাদপি নরা নরকং প্রয়ান্তি ॥ ১০৩
ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

গণের সঙ্গ যত্নপূর্ব্বক পরিহার করিবে। নগ্ন কাহাকে কহে, তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। ইহারা শ্রাদ্ধ দর্শন করিলে শ্রাদ্ধ বিনষ্ট হয়। ইহাদের সহিত সম্ভাষণ করিলে একদিনের পুণ্য প্রনষ্ট হয়। এই পাপাত্মাদিগের নাম পাষণ্ড। পণ্ডিত ব্যক্তি ইহাদের সহিত আলাপ করিবেন না। ইহাদের সহিত সম্ভাষণ করিলে সেই দিনের উপার্জ্জিত পুণ্য ক্ষয় হয়।

নিরর্থকরূপধারী, বিনাকারণে মুণ্ডিতমুণ্ড, দেবাতিথিপূজা ব্যতিরেকে আহারকারী, সর্ব্বপ্রকার শৌচহীন, তর্পণ কিংবা পিতৃপিণ্ডদানে পরাঙ্মুখ এই সকল ব্যক্তির সম্ভাষণমাত্র করিলেও মনুষ্যগণ নরকে গমন করে। ৯৩—১০৩।

তৃতীয়াংশে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥
তৃতীয় অংশ সমাপ্ত।

তৃতীয়াংশ সমাপ্ত।

—o—

বিষ্ণুপুরাণম্।

চতুর্থাংশঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।
ভগবন্ যন্নরৈঃ কার্য্যং সাধুকর্ম্মণ্যবস্থিতৈঃ।
তন্মহ্যং গুরুণাখ্যাতং নিত্যনৈমিত্তিকাত্মকম্॥ ১
বর্ণধর্ম্মাস্তথাখ্যাতা ধর্ম্মা যে চাশ্রমেষু বৈ।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং বংশান্ তাংস্ত্বং প্রব্রূহি মে গুরো॥

পরাশর উবাচ।
মৈত্রেয় শ্রূয়তাময়মনেকযজ্বিবীরশূরভূপালালঙ্কৃতো ব্রহ্মাদির্ম্মানবো বংশঃ।

তথা চোচ্যতে।
ব্রহ্মাদ্যং যো মনোর্ব্বংশমহন্যহনি সংস্মরেৎ।
তস্য বংশসমুচ্ছেদো ন কদাচিদ্ভবিষ্যতি॥ ৩

তদস্য বংশানুপূর্ব্বীমশেষপাপপ্রক্ষালনায় মৈত্রেয়ৈতাং শৃণু। তদ্যথা সকলজগতামনাদিরাদিভূত ঋগ্‌যজুঃসামাদিময়ো ভগবদ্বিষ্ণুময়স্য ব্রহ্মণো মূর্ত্তিরূপং হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মাণ্ডতো ভগবান্ ব্রহ্মা প্রাগ্বভূব॥ ৪

ব্রহ্মণশ্চ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠজন্মা দক্ষঃ প্রজাপতিঃ দক্ষস্যাপ্যদিতিরদিতের্বিবস্বান্ বিবস্বতো মনুর্ম্মনোরিক্ষ্বাকুনৃগধৃষ্টশর্য্যাতিনরিষ্যন্ত-প্রাংশুনাভাগনেদিষ্টকরুষপৃষধ্রাখ্যাঃ পুত্রা বভূবুঃ॥ ৫

প্রথম অধ্যায়

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ভগবন্ গুরুদেব! সন্মার্গানুসারী মনুষ্যগণের নিত্য ও নৈমিত্তিক যে সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য, আপনি তাহা আমাকে বলিয়াছেন। হে গুরো! আপনি আশ্রমসমূহের ও বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্মও বলিয়াছেন। এক্ষণে আমি বংশ সকলের বিবরণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা বলুন। পরাশর কহিলেন,—মৈত্রেয়! এক্ষণে মনুর বংশ শ্রবণ কর; নানা যজ্ঞকর্ত্তা বীর শূর ভূপালগণ উৎপন্ন হইয়া এই বংশকে, অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এই ভূপালগণের আদিপুরুষ ব্রহ্মা। এই প্রকার উক্ত আছে যে, "যে ব্যক্তি আদিপুরুষ ব্রহ্মা হইতে সমগ্র মনুবংশ প্রতিদিন স্মরণ করে, কখনও তাহার বংশসমুচ্ছেদ হয় না।" হে মৈত্রেয়! পূর্ব্বোক্ত কারণে অশেষবিধ পাপ প্রক্ষালনের জন্য এই মনুর বংশ যথানুক্রমে শ্রবণ কর। সেই বংশের বিবরণ এই প্রকার;—পূর্ব্বে সৃষ্টির প্রাক্কালে, ভগবদ্বিষ্ণুময় পরম ব্রহ্মের মূর্ত্তিস্বরূপ অনাদি, সকল জগতের আদিভূত, ঋক্-যজুঃ-সামময়, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড হইতে আবির্ভূত হন। ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষের অদিতি নাম্নী কন্যা, অদিতির পুত্র সূর্য্য, সূর্য্যের

ইষ্টিঞ্চ মিত্রাবরুণয়োর্ম্মনুঃ পুত্রকামশ্চকার॥ ৬
অত্রাপহুতে হোতুরপচারাদিলা নাম কন্যা বভূব॥ ৭

সৈব চ মিত্রাবরুণপ্রসাদাৎ সুদ্যুম্নো নাম মনোঃ পুত্রো মৈত্রেয়াসীৎ। পুনশ্চেশ্বরকোপাৎ স্ত্রী সতী সোমসূনোর্ব্বুধস্যাশ্রমসমীপে বভ্রাম॥ ৮
সানুরাগশ্চতস্যাবুধঃপুরূরবসমাত্মজমুৎপাদয়ামাস৯

জাতে চ তস্মিন্নমিততেজোভিঃ পরমর্ষিভি-রিষ্টিময় ঋঙ্ময়ো যজুর্ম্ময়ঃ সামময়োঽথর্ব্বময়ঃ সর্ব্বময়ো মনোময়ো জ্ঞানময়ো কিঞ্চিন্ময়ো ভগবান্ যজ্ঞপুরুষস্বরূপী সুদ্যুম্নস্য পুংস্ত্বমভিলষদ্ভি-র্যথাবদিষ্টঃ॥ ১০

তৎপ্রসাদাদিলা পুনরপি সুদ্যুম্নোঽভবৎ॥ ১১
তস্যাপ্যুৎকল-গয়-বিনতসংজ্ঞাস্ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ।

সুদ্যুম্নস্তু স্ত্রীপূর্ব্বকত্বাৎ রাজ্যভাগং ন লেভে॥১২

তৎপিত্রা তু বসিষ্ঠবচনাৎ প্রতিষ্ঠানং নাম নগরং সুদ্যুম্নায় দত্তম্। তচ্চাসৌ পুরূরবসে প্রাদাৎ। পৃষধ্রস্তু গুরুগোবধাৎ শূদ্রত্বমগমৎ॥১৩
করূষাৎ কারূষা মহাবলাঃ ক্ষত্রিয়া বভূবুঃ॥ ১৪
নাভাগো নেদিষ্টপুত্রস্তু বৈশ্যতামগমৎ॥ ১৫

তস্মাদ্ভলন্দনঃ পুত্রোঽভবৎ। ভলন্দনাদ্-বৎসপ্রিরুদারকীর্ত্তিঃ বৎসপ্রেঃ প্রাংশুরভবৎ, প্রজানিশ্চ প্রাংশোরেকোঽভবৎ ততশ্চ কনিত্রঃ তস্মাচ্চ ক্ষুপঃ ক্ষুপাচ্চ অতিবলপরাক্রমোঽবি-বিংশোঽভবৎ। ততো বিবিংশঃ তস্মাচ্চ খনী-নেত্রঃ ততশ্চাতিবিভূতিঃ অতিবিভূতের্ভূরিবল-পরাক্রমঃ করন্ধমঃ পুত্রোঽভবৎ তস্মাদপ্যবিক্ষিঃ অবিক্ষেরপ্যতিবলঃ পুত্রো মরুত্তোঽভবৎ॥ ১৬

যস্যেমাবদ্যাপি শ্লোকৌ গীয়েতে।
মরুত্তস্য যথা যজ্ঞস্তথা কস্যাভবদ্ভুবি।
সর্ব্বং হিরণ্ময়ং যস্য যজ্ঞবস্ত্বতিশোভনম্॥

পুত্র মনু। মনুর যে কয়জন পুত্র হয়, তাঁহা-দের নাম ইক্ষাকু, নৃগ, ধৃষ্ট, শর্যাতি, নরিষান্ত, প্রাংশু, নাভাগ, নেদিষ্ট, করূষ, পৃষধ্র *। মনু পুত্রোৎপত্তির পূর্ব্বে পুত্রকামনায় মিত্রাবরুণ নামক দেবদ্বয়ের প্রীতির জন্য যজ্ঞ করেন। মনুপত্নীর প্রার্থনানুসারে হোতা, কন্যালাভের সঙ্কল্প করাতে ঐ বৈকল্পিক যজ্ঞে ইলা নাম্নী কন্যা উৎপন্ন হইল। হে মৈত্রেয়! মিত্রা বরুণ-দেবের অনুগ্রহে সেই ইলা নাম্নী মনুর কন্যাই সুদ্যুম্ন নামক হইল। পুনর্ব্বার ঈশ্বরকোপে ঐ সুদ্যুম্ন কন্যা হইয়া, চন্দ্রপুত্র বুধের আশ্রম-সমীপে ভ্রমণ করিতে লাগিল। বুধ সেই কন্যাতে অনুরক্ত হইয়া তাহাতে পুরূরবা নামক পুত্রকে উৎপাদন করিলেন। পুরূরবা জন্মগ্রহণ করিলে পর, অমিততেজা পরমর্ষিগণ সুদ্যুম্নের পুংস্ত্ব-অভিলাষে ঋঙ্ময়, যজুর্ম্ময়, সামময়, অথর্ব্বময়, সর্ব্বময়, ও মনোময়,কিন্তু পরমার্থতঃ অকিঞ্চিন্ময়, ভগবান যজ্ঞপুরুষরূপী শিবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। ১—১০। ভগবানের প্রসাদে ইলা পুনর্ব্বার পুরুষ, সুদ্যুম্ন হইলেন। সেই সুদ্যুম্নের তিন পুত্র হয়; তাঁহাদের নাম উৎকল, গয় ও বিনত। সুদ্যুম্ন পূর্ব্বে স্ত্রী ছিলেন বলিয়া রাজ্য-ভাগ প্রাপ্ত হইলেন। সুদ্যুম্নের পিতা, বসিষ্ঠ-বাক্যানুসারে সুদ্যুম্নকে প্রতিষ্ঠান নামক নগর প্রদান করেন। সুদ্যুম্নও ঐ নগর পুরূরবাকে দান করিলেন। পৃষধ্র গুরুর গোবধ করিয়া-ছিলেন বলিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। করূষ হইতে কারূষ নামে মহাবল ক্ষত্রিয়গণ উৎপন্ন হন। নেদিষ্ঠপুত্র নাভাগ বৈশ্যতা প্রাপ্ত হন। নাভাগের বৈশ্যত্বপ্রাপ্তির পূর্ব্বে ভলন্দন নামে পুত্র হয়। তাঁহার পুত্র উদারকীর্ত্তি বৎস-প্রীর পুত্র প্রাংশু। প্রাংশুর প্রজানি নামে এক পুত্র হয়। তৎপুত্র খনিত্র, তৎপুত্র ক্ষুপ। ক্ষুপের অবিবিংশনামা এক মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র হয়। তাঁহার পুত্র বিবিংশ, তৎপুত্র খনিনেত্র তৎপুত্র অতিবিভূতি, তৎপুত্র ভূরিবল পরাক্রান্ত করন্ধম, তৎপুত্র অবিক্ষি। অবিক্ষিরও অতি বলশালী মরুত্ত নামে পুত্র হয়। আজ পর্য্যন্ত, মরুত্ত সম্বন্ধে এই শ্লোকদ্বয় গীত হইয়া থাকে. যথা,—মরুত্ত রাজার যে প্রকার

---

* কেহ কেহ অর্থ করেন,—ইক্ষাকুপুত্র নৃগ, নৃগপুত্র ধৃষ্ট ইত্যাদি।

অন্নাদ্যদিন্দ্রঃ সোমেন দক্ষিণাভির্দ্বিজাতয়ঃ।
মরুতঃ পরিবেষ্টারঃ সদস্যাশ্চ দিবৌকসঃ ॥ ১৭

মরুত্তশ্চক্রবর্ত্তী নরিষ্যন্তনামানং পুত্রমবাপ। তস্মাচ্চ দমঃ দমস্য পুত্রো রাজ্যবর্দ্ধনো যজ্ঞে। রাজ্যবর্দ্ধনাৎ সুধৃতিরভূৎ। ততশ্চ নরঃ তস্মাচ্চ কেবলঃ কেবলাদ্ বন্ধুমান বন্ধুমতো বেগবান্ বেগবতো বুধঃ ততঃ তৃণবিন্দুঃ তস্যাপ্যেকা কন্যা ইলিবিলা নাম। তত্শ্চালম্বুষা নাম বরাপ্সরা তৃণবিন্দুং ভেজে। তস্যামস্য বিশালো জজ্ঞে যঃ পুরীং বৈশালীং নাম নির্ম্মমে। হেমচন্দ্রশ্চ বিশালস্য পুত্রোঽভবৎ। তস্মাচ্চ সুচন্দ্রঃ তত্তনয়ো ধূম্রাশ্বঃ তস্যাপি সৃঞ্জয়োঽভূৎ। সৃঞ্জয়াৎ সহদেবঃ ততঃ কৃশাশ্বো নাম পুত্রোঽভূৎ। সোমদত্তঃ কৃশাশ্বাৎ জজ্ঞে। যো দশাশ্বমেধানাজহার। তৎপুত্রশ্চ জনমেজয়ঃ জনমেজয়াৎ সুমতিঃ। এতে বৈশালকা ভূভৃতঃ ॥ ১৮ ॥

শ্লোকোঽপ্যত্র গীয়তে
তৃণবিন্দোঃ প্রসাদেন সর্ব্বে বৈশালকা নৃপাঃ।
দীর্ঘায়ুষো মহাত্মানো বীর্য্যবন্তোঽতিধার্ম্মিকাঃ ॥১৯

শর্য্যাতেঃ কন্যা সুকন্যা নামাভবৎ। যামুপযেমে চ্যবনঃ। আনর্ত্তশ্চ নাম ধার্ম্মিকঃ শর্য্যাতিপুত্রোঽভবৎ। আনর্ত্তস্যাপি রেবতো নাম পুত্রো জজ্ঞে।

যোঽসাবানর্ত্তবিষয়ং বুভুজে পুরীঞ্চ কুশস্থলীমধ্যুবাস। রেবতস্যাপি রৈবতঃ পুত্রঃ ককুদ্মী নাম ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃশতজ্যেষ্ঠোঽভবৎ। তস্য চ রেবতী নাম কন্যা। তামাদায় কস্যেয়মর্হতীতি ভগবন্তমব্জযোনিং প্রষ্টুং ব্রহ্মলোকং জগাম। তাবচ্চ ব্রহ্মণোঽন্তিকে হাহাহূহূসংজ্ঞাভ্যাং গন্ধর্ব্বাভ্যামতিতানং নাম দিব্যং গান্ধর্ব্বমগীয়ত ॥

তাবচ্চ ত্রিমার্গপরিবর্ত্তৈরনেকযুগপরিবৃত্তি তিষ্ঠন্নপি রৈবতকঃ শৃণ্বন্ মুহূর্ত্তমিব মেনে ॥ ২১ ॥

যজ্ঞ হয়, ভুবনে তাদৃশ যজ্ঞ আর কোথায় হইয়াছে? সেই যজ্ঞে সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞীয় বস্তুই সুবর্ণময় ছিল। সেই যজ্ঞে, সোমপানে ইন্দ্র হৃষ্ট হন ও দক্ষিণা দ্বারা ব্রাহ্মণগণ সন্তোষ লাভ করেন। এই যজ্ঞে দেবগণ অন্নাদি পরিবেশন করেন ও সদস্য হন। চক্রবর্ত্তী রাজা মরুত্ত, নরিষ্যন্ত নামে পুত্র লাভ করেন। তৎপুত্র দম, দমেরও রাজ্যবর্দ্ধন নামে এক পুত্র জন্মে। রাজ্যবর্দ্ধনের সুধৃতিনামা পুত্র হয়। তৎপুত্র নর; তৎপুত্র কেবল; তৎপুত্র বন্ধুমান্; তৎপুত্র বেগবান্; তৎপুত্র বুধ; বুধপুত্র তৃণবিন্দু। তৃণবিন্দুর প্রথমে ইলিবিলা নামে এক কন্যা জন্মে, পরে অলম্বুষা নাম্নী অপ্সরা সেই তৃণবিন্দুকে ভজনা করেন। তাঁহার গর্ভে তৃণবিন্দুর বিশাল নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়; ঐ বিশাল, বৈশালী নামে এক পুরী নির্ম্মাণ করেন। বিশালের হেমচন্দ্র নামে পুত্র জন্মে। হেমচন্দ্রের পুত্র সুচন্দ্র, তাহার পুত্র ধূম্রাশ্ব। তৎপুত্র সৃঞ্জয়; তৎপুত্র সহদেব; সহদেবের কৃশাশ্ব নামা পুত্র হয়। তৎপুত্র সোমদত্ত। এই সোমদত্ত দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। সোমদত্তের পুত্র জনমেজয়; তৎপুত্র সুমতি; এই বিশালবংশীয় নরপতিগণ। ইহাঁদের সম্বন্ধে এক শ্লোকও গীত হয়,—"তৃণবিন্দুর প্রসাদে সকল বিশালবংশীয় নৃপতিগণ, দীর্ঘায়ু, মহাত্মা, বীর্য্যবান্ ও অতিধার্ম্মিক ছিলেন। ১১—১৯। শর্য্যাতির সুকন্যা নাম্নী এক কন্যা হয়। তাঁহাকে চ্যবন বিবাহ করেন। শর্য্যাতির আনর্ত্ত নামে এক পরমধার্ম্মিক পুত্র জন্মে। আনর্ত্তেরও রেবত নামে এক পুত্র হয়। সেই রেবত রাজা আনর্ত্তের বিষয় ভোগ করেন ও কুশস্থলী নাম্নী পুরীতে বাস করেন। রেবতেরও রৈবত ককুদ্মীনামা অতি ধর্ম্মাত্মা এক পুত্র ছিলেন এবং তিনি একশত রেবতপুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার রেবতী নামে এক কন্যা হয়। রৈবত ককুদ্মী, "এই কন্যা কাহার উপযুক্তা" এই কথা ভগবান্ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ব্রহ্মলোকে গমন করেন, সেই সময় ব্রহ্মলোকে, হাহা ও হূহূ নামে গন্ধর্ব্বদ্বয় অতিতানযোগে গান করিতেছিলেন। তখন ষড়জ, মধ্যম, গান্ধারাদি স্বর পরিবর্ত্তনে, অতি মনোহর সেই গান শ্রবণ করিতে করিতে রাজা অনেক যুগের পরিবর্ত্তন

গীতাবসানে ভগবন্তমব্জযোনিং প্রণম্য রৈবতকঃ কন্যাযোগ্যং বরমপৃচ্ছৎ। তঞ্চাহ ভগবান্ কথয় যোঽভিমতস্তে বর ইতি। পুনশ্চ প্রণম্য ভগবতে যথাভিমতান্ আত্মনঃ স বরান্ কথয়ামাস ক এষাং ভগবতোঽভিমতঃ কস্মৈ কন্যামিমাং প্রযচ্ছামীতি। ততঃ কিঞ্চিদবনত-শিরাঃ সস্মিতো ভগবানব্জযোনিরাহ ॥ ২২ ॥

যে এতে ভবতোঽভিমতাঃ নৈতেষাং সাম্প্রতমপত্যাপত্য সন্ততিরপ্যবনীতলেঽস্তি। বহূনি হি তবাত্রৈতচ্চাব্ধর্ব্বং শৃণ্বতশ্চতুর্যুগান্যতীতানি। সাম্প্রতং ভূতলেঽষ্টাবিংশতিতমস্য মনোশ্চতুর্যুগমতীতপ্রায়ম্। আসন্নো হি তৎকলিঃ অন্যস্মৈ কন্যারত্নমিদং ভবতৈকাকিনা দেয়ম্ ॥ ২৩

ভবতোঽপি মিত্র-মন্ত্রি-ভৃত্য-কলত্র-বন্ধু-বল-কোষাদয়ঃ সমস্তাঃ কালেনৈতেনাত্যন্তমতীতাঃ ॥২৪

পুনরপ্যুৎপন্নসাধ্বসঃ স রাজা ভগবন্তং প্রণম্য পপ্রচ্ছ, ভগবান্ এবমবস্থিতে মমেয়ং কস্মৈ দেয়েতি। ততঃ স ভগবান্ কিঞ্চিদবনত-কন্ধরং কৃতাঞ্জলিভূতং সপ্তলোক গুরুরব্জ-যোনিরাহ ॥ ২৫

ব্রহ্মোবাচ।

ন হ্যাদিমধ্যান্তমজস্য যস্য
বিদ্মো বয়ং সর্ব্বগতস্য ধাতুঃ।
ন চ স্বরূপং ন পরং স্বভাবং
ন চৈব সারং পরমেশ্বরস্য ॥ ২৬
কলামুহূর্ত্তাদিময়শ্চ কালো
ন যদ্বিভূতেঃ পরিণামহেতুঃ।
অজন্মনাশস্য সমস্তমূর্ত্তে-
রনামরূপস্য সনাতনস্য ॥ ২৭

পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াও বোধ করিলেন, যেন এক মুহূর্ত্তকাল তিনি গান শ্রবণ করিতেছেন। পরে গীত সমাপ্ত হইলে, রৈবতকরাজ, ভগবান্ ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া কন্যার উপযুক্ত বরের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন যে, "তোমার কোন্ বর অভিমত, তাহা বল।" তখন রৈবতক রাজা পুনর্ব্বার ভগবান্ অব্জযোনিকে প্রণাম করিয়া আপনার অভিমত বর সকলের নাম করত কহিলেন, ইহাদের মধ্যে কোন্ বর আপনার অভিমত, কাহাকে আমি এই কন্যা প্রদান করিব? তখন ভগবান্ ব্রহ্মা মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া হাস্য-পূর্ব্বক কহিলেন, যে সকল তোমার অভিমত বরের কথা বলিলে, অবনীতলে, এক্ষণে ইহাদের পুত্রপৌত্রাদির পুত্রাদিও বর্ত্তমান নাই, কারণ তোমার এই স্থলে গীতশ্রবণের মধ্যে বহু যুগ সকল অতীত হইয়াছে। এক্ষণে ভূতলে অষ্টা-বিংশতিতম, মনুর অধিকারের চতুর্যুগ গতপ্রায় এবং চতুর্থ কলিযুগও আসন্ন, এক্ষণে তুমি একাকী * অন্য কোন বরকে কন্যারত্ন প্রদান কর। এইকালের মধ্যে তোমার মন্ত্রী, মিত্র, ভৃত্য, কলত্র, বন্ধু, সৈন্য ও কোষাদি অত্যন্ত অতীত হইয়াছে। ২০—২৪। তখন রৈবতক ভয় সহকারে ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! এইরূপ অবস্থায় আমার কন্যা কাহাকে প্রদান করা যায়? অনন্তর ভগবান্ সপ্তলোকগুরু পদ্মযোনি ব্রহ্মা, অবনতকন্ধর কৃতাঞ্জলি রাজাকে কহিলেন, জন্মরহিত যে ভগবানের আদি, মধ্য বা অন্ত, অমরা কিছুই জানি না; যিনি সর্ব্বগত ও ধাতা; যে পরমেশ্বরের স্বরূপ পর, স্বভাব বা বলের বিষয়ও আমরা জানি না; কলামুহূর্ত্তময় কালও যাঁহার বিভূতির পরিমাণের কারণ নয় †; যাহার জন্ম বা নাশ নাই; যিনি সনাতন ও সর্ব্ব-স্বরূপ ও যাঁহাকে নাম দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে

---

* তোমার সদৃশ অন্য কোন পুরুষ এক্ষণে বর্ত্তমান নাই; সুতরাং তুমি একাকী (সজাতীয় দ্বিতীয় শূন্য)।

† ইহার ভাব এই,—মনুষ্যাদির বিভূতি কালক্রমে ফুরাইয়া যায়; কারণ, তাহা অনিত্য। কিন্তু ভগবানের বিভূতি নিত্য, চিরকালই তাহা সমভাবেই রহিয়াছে; কাল তাহার পরিমাণ করিতে সমর্থ হয় না।

যস্য প্রসাদাদহমচ্যুতস্য
ভূতঃ প্রজাসৃষ্টিকরোঽন্তকারী।
ক্রোধাচ্চ রুদ্রঃ স্থিতিহেতুভূতো
যস্মাচ্চ মধ্যে পুরুষঃ পরস্মাৎ॥ ২৮
মদ্রূপমাস্থায় সৃজত্যজো যঃ
স্থিতৌ চ যোঽসৌ পুরুষস্বরূপী।
রুদ্রস্বরূপেণ চ যোঽত্তি বিশ্বং
ধত্তে তথানন্তবপুঃ সমস্তম্॥ ২৯
শক্রাদিরূপী পরিপাতি বিশ্ব-
মর্কেন্দুরূপশ্চ তমো হিনস্তি।
পাকায় যোঽগ্নিত্বমুপেত্য লোকান্
বিভর্ত্তি পৃথ্বীবপুরব্যয়াত্মা॥ ৩০
চেষ্টাং করোতি শ্বসনস্বরূপী
লোকস্য তৃপ্তিঞ্চ জলস্বরূপী।
দদাতি বিশ্বস্থিতিসংস্থিতস্তু
সর্ব্বাবকাশঞ্চ নভঃস্বরূপী॥ ৩১
যঃ সৃজ্যতে সর্গকৃদাত্মনৈব
যঃ পাল্যতে পালয়িতা চ দেবঃ।
বিশ্বাত্মনঃসংহ্রিয়তেঽন্তকারী
পৃথঙ্ন যস্যাস্য চ যোঽব্যয়াত্মা॥ ৩২
যস্মিন্ জগদ্ যো জগদেতদাদ্যো
যশ্চাশ্রিতোঽস্মিন্ জগতি স্বয়ম্ভূঃ
স সর্ব্বভূতপ্রভবো ধরিত্র্যাং
স্বাংশেন বিষ্ণুর্নৃপতেঽবতীর্ণঃ॥ ৩৩
কুশস্থলী যা তব ভূপ রম্যা
পুরী পুরাভূদমরাবতীব।
সা দ্বারকা সম্প্রতি তত্র চাস্তে
সকেশবাংশো বলদেবনামা॥ ৩৪
তস্মৈ ত্বমেনাং তনয়াং নরেন্দ্র
প্রযচ্ছ মায়ামনুজায় জায়াম্।
শ্লাঘ্যো বরোঽসৌ তনয়া তবেয়ং
স্ত্রীরত্নভূতা সদৃশো হি যোগঃ॥ ৩৫
পরাশর উবাচ।
ইতীরিতোঽসৌ কমলোদ্ভবেন
ভুবং সমাসাদ্য পতিঃ প্রজানাম্।

পারা যায় না; যাঁহার অনুগ্রহে আমি প্রজাগণের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াছি; যাহার ক্রোধময় রুদ্র, জগতের অন্তকর্ত্তা ও স্থিতিকালে পুরুষস্বরূপ, যে পরম হইতে উৎপন্ন হইয়া জগতের স্থিতিকর্ত্তা; যিনি জন্মহীন হইয়াও মৎস্বরূপ গ্রহণ করত সৃষ্টি করিয়াছেন; যিনি স্থিতি কালে স্বয়ং পুরুষবিষ্ণুরূপী; যিনি রুদ্র-স্বরূপে এই জগতের প্রলয় করেন এবং যিনি অনন্ত শরীর ধারণ করিয়া এই সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; যিনি ইন্দ্রাদিরূপে বিশ্বের পরিপালন করেন; যিনি সূর্য্য চন্দ্ররূপে অন্ধকার বিনষ্ট করেন; পৃথিবী-স্বরূপী যে ভগবান্ পাকের জন্য অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া সকল লোকের পোষণ করিতেছেন ও যিনি অব্যয়াত্মা; যিনি শ্বাসস্বরূপে জীবগণের চেষ্টা করিতেছেন; যিনি জলরূপে লোকসমূহের তৃপ্তি করিতেছেন; বিশ্বের স্থিতির জন্য যিনি, আকাশরূপে অবস্থিতি করত সকলের অবকাশ প্রদান করিতেছেন; যিনি সৃষ্টিকর্তৃরূপে আপনাকেই আপনি সৃজন করিতেছেন; যিনি আপনা দ্বারা পালিত, অথচ স্বয়ং প্রতিপালক; যিনি বিশ্বসংসারের অন্তকারী হইয়াও স্বয়ং সংগৃহীত হইতেছেন; যাঁহা হইতে পৃথক্ পদার্থ আর কিছুই নাই ও যিনি অব্যয়াত্মা; যাঁহাতে জগৎ অবস্থিত, যিনি এই জগৎ স্বরূপ, আবার এই জগতেই যিনি আশ্রিত, অথচ যিনি স্বয়ম্ভূ; হে নৃপতে! যিনি সকলের কারণ; যিনি স্বকীয় অংশে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; হে ভূপ! পূর্ব্বকালে তোমার যে অমরাবতীতুল্য রমণীয় কুশস্থলী নামে পুরী ছিল, সেই পুরী এক্ষণে দ্বারকা নাম্নী পুরী হইয়াছে, সেই পুরীতে সেই ভগবান্ বিষ্ণু স্বকীয় অংশে বলদেব নাম গ্রহণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। ২৫—৩৪

হে নরেন্দ্র! সেই মায়ামনুজ ভগবান্ বলদেবকে তোমার এই কন্যাকে পত্নীরূপে প্রদান কর। এই বলদেব, জগতে শ্লাঘ্যতম, তোমার এই তনয়াও স্ত্রীরত্নভূতা; অতএব ইহাদের পরস্পর যোগ সদৃশ, তাহার সন্দেহ নাই পরাশর কহিলেন,—ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা

দদর্শ হ্রস্বান্ পুরুষানশেষান
অল্পৌজসঃ স্বল্পবিবেকবীর্য্যান ॥ ৩৬
কুশস্থলীং তাঞ্চ পুরীমুপেত্য
দৃষ্টান্যরূপাং প্রদদৌ স্বকন্যাম্ ।
সীরধ্বজায় স্ফটিকাচলাভ-
বক্ষঃস্থলায়াতুলবীর্নরেন্দ্রঃ ॥ ৩৭
উচ্চপ্রমাণামতি তামবেক্ষ্য
স্বলাঙ্গলাগ্রেণ স তালকেতুঃ ।
বিনাময়ামাস ততশ্চ সাপি
বভূব সদ্যো বনিতা যথান্যা ॥ ৩৮
তাং রেবতীং রৈবতভূপকন্যাং
সীরায়ুধোঽসৌ বিধিনোপযেমে ।
দত্ত্বা চ কন্যাং স নৃপো জগাম
হিমাচলং বৈ তপসে ধৃতাত্মা ॥ ৩৯

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে রাজবংশ-বর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

বলিলে পর রাজা রৈবতক, পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সকল পুরুষই হ্রস্ব, অল্পতেজাঃ, অল্পবীর্য্য ও হীনবিবেক হইয়াছে। তখন অতুলবী নরেন্দ্র আপনার পুরী কুশস্থলীকে অন্য প্রকার দেখিলেন ; অনন্তর সেখানে বল-দেবকে স্বকীয় কন্যা প্রদান করিলেন। ভগবান্ বলদেবের বক্ষঃস্থল স্ফটিক পর্ব্বতের ন্যায় শুভ্র-বর্ণ ছিল। ভগবান বলদেব, সেই রেবতীকে অতি দীর্ঘাবয়ব দেখিয়া স্বকীয় লাঙ্গলাগ্র দ্বারা তাঁহাকে নম্রাকার করিলেন ; তখন রেবতীও তৎকালীন অন্য বনিতার ন্যায় খর্ব্বাকার হইলেন। বলদেব, সেই রৈবতরাজকন্যা রেবতীকে যথাবিধানে বিবাহ করিলে, অনন্তর ধীরস্বভাব রৈবতক রাজাও কন্যাপ্রদানান্তে তপস্যা করিবার জন্য হিমালয়ে গমন করিলেন। ৩৫—৩৯

চতুর্থাংশে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

যাবচ্চ ব্রহ্মলোকাৎ ককুদ্মী রৈবতো নাম্ভ্যেতি তাবৎ পুণ্যজনসংজ্ঞা রাক্ষসাঃ তামস্য পুরীং কুশস্থলীং জঘ্নুঃ ॥ ১

তাবচ্চাস্য ভ্রাতৃশতং পুণ্যজনত্রাসাৎ দিশো ভেজে। তদন্বয়াশ্চ ক্ষত্রিয়াঃ সর্ব্বদিক্ষু অভবন্। ধৃষ্টস্যাপি ধার্ষ্টকং ক্ষত্রং সমভবৎ। নভাগস্যাত্মজো নাভাগঃ তস্যাম্বরীষোঽম্বরীষস্যাপি-বিরূপোঽভবৎ। বিরূপাৎ পৃষদশ্বো জজ্ঞে। ততশ্চ রথীতরঃ। অত্রায়ং শ্লোকঃ।

এতে ক্ষত্রপ্রসূতা বৈ পুনশ্চাঙ্গিরসঃ স্মৃতাঃ।
রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ২

ক্ষুবতশ্চ মনোরিক্ষ্বাকুর্ঘ্রাণতঃ পুত্রো জজ্ঞে। তস্য পুত্রশতপ্রবরা বিকুক্ষিনিমিদণ্ডাখ্যাস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ শকুনিপ্রমুখাঃ পঞ্চাশৎ পুত্রাঃ উত্তরাপথ-

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

পরাশর কহিলেন,—যে কালের মধ্যে ককুদ্মী রৈবত ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন, তাহার মধ্যে পুণ্যজন-নামধেয় রাক্ষসগণ তাঁহার সেই কুশস্থলী নাম্নী পুরী ধ্বংস করে। সেই সময় রৈবত রাজার একশত ভ্রাতা পুণ্যজন-সংজ্ঞক রাক্ষসগণের ভয়ে দিগ্দিকে পলায়ন করিল। সেই ভ্রাতৃশতের বংশে উৎপন্ন ক্ষত্রিয়-গণ সকল দিকেই অবস্থিতি করেন। ধৃষ্টের বংশীয়েরা ধার্ষ্টক নামে অভিহিত হন। নভাগের পুত্র নাভাগ, তৎপুত্র অম্বরীষ, অম্বরীষের বিরূপ নামে পুত্র হয়। বিরূপের পুত্র পৃষদশ্ব, তাঁহার পুত্র রথীতর। সেই রথীতরের সম্বন্ধে একটী শ্লোক গীত হয় যে, "এই রথীতরের বংশীয়েরা ক্ষত্রিয়, অথচ আঙ্গিরস বলিয়া তাঁহাদিগকে ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলা যায়। হাঁচিবার সময় মনুর ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে ইক্ষ্বাকু নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহার একশত পুত্রের মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ড নামে তিন পুত্র শ্রেষ্ঠ। শকুনি-প্রমুখ তাঁহার পঞ্চাশৎ পুত্র

রক্ষিতারো বভূবুঃ। চত্বারিংশদষ্টৌ চ দক্ষিণাপথে ভূপালাঃ॥ ৩

স চ ইক্ষ্বাকুরষ্টকায়ামুৎপাদ্য শ্রাদ্ধার্হমাংসমানয়েতি বিকুক্ষিমাজ্ঞাপয়ামাস॥ ৫

স তথেতি গৃহীতাজ্ঞো বনমভ্যেত্যানেকান্ মৃগান্ হত্বা অতিশ্রান্তোঽতিক্ষুৎপরীতো বিকুক্ষিরেকং শশমভক্ষয়ৎ শেষঞ্চ মাংসমানীয় পিত্রে নিবেদয়ামাস। ইক্ষ্বাকুণাপি ইক্ষ্বাকুকুলাচার্য্যস্তৎপ্রোক্ষণায় বসিষ্ঠঃ প্রচোদিতঃ প্রাহ অলমনেনামেধ্যেনামিষেণ। দুরাত্মনানেন তে পুত্রেণ এতন্মাংসমুপহতং যতোঽনেন শশকো ভক্ষিতঃ। ততশ্চাসৌ বিকুক্ষিঃ গুরুণৈবমুক্তঃ শশাদসংজ্ঞামবাপ পিত্রাপি চ পরিত্যক্তঃ। পিতর্য্যুপরতে চাখিলামেতাং পৃথ্বীং ধর্ম্মতঃ শশাস। শশাদস্য চ পরঞ্জয়ো নাম পুত্রোঽভবৎ॥ ৬

ইদঞ্চান্যৎ, পুরা হি ত্রেতায়াং দৈবাসুরমতীব ভীষণং যুদ্ধমাসীৎ। তত্র চাতিবলিভিরসুরৈরমরাঃ পরাজিতাঃ ভগবন্তং বিষ্ণুমারাধয়াঞ্চক্রুঃ। প্রসন্নশ্চ দেবানামনাদিনিধনঃ সকলজগৎপরায়ণো নারায়ণঃ প্রাহ জ্ঞাতমেব ময়া যুষ্মাভির্যদভিলষিতং, তদর্থমিদং শ্রূয়তাম্॥ ৮

পরঞ্জয়ো হি নাম শশাদস্য চ রাজর্ষেস্তনয়ঃ ক্ষত্রিয়বর্য্যঃ। তচ্ছরীরেঽহমংশেন স্বয়মেবাবতীর্য্য তান্ অশেষানসুরান্ নিহনিষ্যামি, তদ্ভবদ্ভিঃ পরঞ্জয়োঽসুরবধার্থায় ইহ কার্য্যোদ্যোগঃ কার্য্য ইতি। এতৎ শ্রুত্বা প্রণম্য ভগবন্তং বিষ্ণুমমরাঃ পরঞ্জয়সকাশমাজগ্মুঃ॥ ৯

ঊচুশ্চৈনং ভো ভোঃ ক্ষত্রিয়বর্য্য! অস্মাভিরভ্যর্থিতেন ভবতা অস্মাকমরাতিবধোদ্যতানাং সাহায্যং কৃতমিচ্ছামঃ॥ ১০

তদ্ভবতা অস্মাকমভ্যাগতানাং প্রণয়ভঙ্গো ন কার্য্যঃ। ইত্যুক্তঃ পরঞ্জয়ঃ প্রাহ সকলত্রৈলোক্য-

---

উত্তরাপথে রাজা হন, অপর আটচল্লিশজন পুত্র দক্ষিণাপথে রাজা হন। সেই রাজা ইক্ষ্বাকু, বিকুক্ষিকে উৎপাদন করিয়া এক দিবস অষ্টকাশ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহাকে আজ্ঞা করিলেন, "তুমি শ্রাদ্ধোচিত মাংস আনয়ন কর।" বিকুক্ষি, "যে আজ্ঞা" এই বলিয়া, বনগমনপূর্ব্বক অনেক মৃগ হননান্তে, অতিশয় শ্রান্ত ও ক্ষুধাপীড়িত হইলেন। তখন তিনি, সেই সমাহৃত মৃত পশুগণের মধ্য হইতে একটী শশক ভক্ষণ করিলেন ও ভক্ষণান্তে অপর মাংস সকল আনয়ন করত পিতাকে প্রদান করিলেন। অনন্তর রাজা ইক্ষ্বাকু, ইক্ষ্বাকু-কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে সেই মাংস সকল ধুইতে বলিলেন। তখন বসিষ্ঠ কহিলেন, এই অপবিত্র মাংসে কি প্রয়োজন? তোমার এই দুরাত্মা পুত্র, মাংস সকল নষ্ট করিয়াছে; কারণ, এই পুত্র ইহার মধ্য হইতে একটী শশক ভক্ষণ করিয়াছে। গুরু এইকথা বলিলে, বিকুক্ষি তখন শশাদ নামে বিখ্যাত হইলেন ও তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। পরে ইক্ষ্বাকু মৃত হইলে, শশাদ এই অখিল পৃথিবীকে ধর্ম্মানুসারে শাসন করিতে লাগিলেন। শশাদের পরঞ্জয় নামে পুত্র হয়। আর ইহাও শুনা যায় যে, পূর্ব্বকালে ত্রেতাযুগে দেবতা অসুরগণের পরস্পর অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। পরে অতিবল অসুরগণ, দেবগণকে পরাজয় করিলে, দেবগণ ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর অনাদি-নিধন সকল জগতের গতি ভগবান্ নারায়ণ দেবগণের উপর প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, তোমরা যাহা অভিলাষ করিয়াছ, তাহা আমি জানিয়াছি; এক্ষণে তোমাদের অভিলাষ কিসে নিষ্পন্ন হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। শশাদ নামক রাজর্ষির পরঞ্জয় নামে এক ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ পুত্র আছে। আমি তাহার শরীরে স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হইয়া সকল অসুরগণকে বিনষ্ট করিব। এই কারণে তোমরা অসুরবধের জন্য, পরঞ্জয়কে কার্য্যোদ্যোগী কর। দেবগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া, ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করত পরঞ্জয় নিকটে আগমন করিলেন। ১—৯। দেবগণ আগমন করিয়া পরঞ্জয়কে কহিলেন, হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! আমরা তোমার নিকট অভ্যর্থনা করিতেছি যে, আমরা অরাতিবধে

নাথো যোঽয়ং যুষ্মাকমিন্দ্রঃ শতক্রতুরস্য যদ্যহং স্কন্ধমারূঢ়ো যুষ্মদরাতিভিঃ সহ যোৎস্যে তদাহং ভবতাং সহায়ঃ। ইত্যাকর্ণ্য সমস্তদেবৈরিন্দ্রেণ চ বাঢ়মিত্যেবমঙ্গীপ্সিতম্॥ ১১

ততশ্চ শতক্রতোর্বৃষভরূপধারিণঃ ককুৎস্থো হর্ষসমন্বিতো ভগবতশ্চরাচরগুরোরচ্যুতস্য তেজসাপ্যায়িতো দেবাসুরসংগ্রামে সমস্তানেব অসুরান্ নিজঘান। যতশ্চ বৃষভককুৎস্থেন রাজ্ঞা নিসূদিতমসুরবলম্ ততশ্চাসৌ ককুৎস্থ-সংজ্ঞামবাপ॥ ১২

ককুৎস্থস্যাপ্যনেনাঃ পুত্রোঽভূৎ। অনেনসঃ পৃথুঃ পৃথোর্বিশ্বগশ্বঃ তস্য চার্দ্রোঽভূদার্দ্রস্য যুবনাশ্বঃ তস্য শ্রাবস্তঃ যঃ শ্রাবস্তীং পুরীং নিবেশয়ামাস। শ্রাবস্তস্য বৃহদশ্বস্তাপি কুবলয়াশ্বঃ যোঽসাবুতঙ্কস্য মহর্ষেরপকারিণং ধুন্ধুনামানমসুরং বৈষ্ণবেন তেজসাপ্যায়িতঃ পুত্রসহস্রৈরেকবিংশতিভিঃ পরিবৃতো জঘান ধুন্ধুমারসংজ্ঞামবাপ। তস্য চ সমস্তা এব পুত্রা ধুন্ধুমুখনিঃশ্বাসাগ্নিনা বিপ্লুষ্টা বিনেশুঃ॥ ১৩

দৃঢ়াশ্ব-চন্দ্রাশ্ব-কপিলাশ্বাস্ত্রয়ঃ কেবলমবশেষিতাঃ। দৃঢ়াশ্বাৎ বার্য্যশ্বঃ তস্মাৎনিকুম্ভঃ নিকুম্ভাৎ সংহতাশ্বঃ ততশ্চ কৃশাশ্বঃ তস্মাৎ প্রসেনজিৎ ততো যুবনাশ্বোঽভবৎ। তস্য চাপুত্রস্যাতিনির্ব্বেদাৎ মুনীনামাশ্রমমণ্ডলে নিবসতঃ কৃপালুভিস্তৈর্মুনিভিরপত্যোৎপাদনায় ইষ্টিঃ কৃতা। তস্যাঞ্চ মধ্যরাত্রে নিবৃত্তায়াং মন্ত্রপূতজলপূর্ণকলসং বেদিমধ্যে নিবেশ্য তে মুনয়ঃ সুষুপুঃ॥ ১৪

তেষু চ সুপ্তেষু অতীব তৃট্পরীতঃ স ভূপালস্তমাশ্রমং বিবেশ সুপ্তাংশ্চ তানৃষীন্ নৈবোত্থাপয়ামাস॥ ১৫

তচ্চ কলসজলমপরিমেয়মাহাত্ম্যং মন্ত্রপূতং পপৌ। প্রবুদ্ধাশ্চ ঋষয়ঃ পপ্রচ্ছুঃ কেনৈতন্মন্ত্র-

---

প্রবৃত্ত, তুমি আমাদের সহায়তা করিও। এই কারণ আমরা তোমার নিকটে আসিয়াছি, তুমি আমাদের প্রণয়ভঙ্গ করিও না। দেবগণ এই কথা বলিলে, পরঞ্জয় কহিলেন, এই সকল ত্রৈলোক্যের অধিপতি শতক্রতু, যিনি তোমাদের ইন্দ্র, ইহাঁর স্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক আমি যদি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পাই, তাহা হইলে আমি তোমাদের সহায়, নচেৎ নহি। এই কথা শ্রবণ করিয়া, সকল দেবগণ ও ইন্দ্র "আচ্ছা, তাহাই হইবে" ইহা স্বীকার করিলেন। অতন্তর দেবাসুর সংগ্রামে বৃষভরূপধারী ইন্দ্রের ককুৎ (স্কন্ধ) প্রদেশে অবস্থিত, হর্ষসমন্বিত, রাজা পরঞ্জয়, চরাচরগুরু ভগবান্ অচ্যুতের তেজঃপ্রভাবে পরিপুষ্ট হইয়া, সমস্ত অসুরগণকে হনন করিলেন। যে কারণে রাজা, বৃষভরূপী ইন্দ্রের ককুৎপ্রদেশে অবস্থিত হইয়া, অসুরদলকে দলিত করেন, সে কারণে তাঁহার নাম ককুৎস্থ হইল। ককুৎস্থের অনেনা নামে পুত্র হয়, তৎপুত্র পৃথু। তৎপুত্র বিশ্বগশ্ব। তাঁহার পুত্র আর্দ্র। আর্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত। এই শ্রাবস্ত, শ্রাবস্তী নামে পুরী স্থাপনা করেন। শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব, তাঁহার পুত্র কুবলয়াশ্ব। এই কুবলয়াশ্ব, একবিংশতি সহস্র পুত্রে পরিবৃত হইয়া, বৈষ্ণব তেজঃপ্রভাবে পরিপুষ্টতা লাভ করত উতঙ্ক নামক মহর্ষির অপকারী ধুন্ধু নামক অসুরকে বিনাশ করেন, এইজন্য ইনি ধুন্ধুমার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। এই কুবলয়াশ্বের সকল পুত্রই ধুন্ধু নামক অসুরের মুখ নিশ্বাস-সম্ভূত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়। কেবল তাহার মধ্যে দৃঢ়াশ্ব, চন্দ্রাশ্ব এ কপিলাশ্ব নামে তিন পুত্র অবশিষ্ট থাকে। দৃঢ়াশ্বের পুত্র বার্য্যশ্ব, তৎপুত্র নিকুম্ভ, নিকুম্ভের পুত্র সংহতাশ্ব, তৎপুত্র কৃশাশ্ব, তৎপুত্র প্রসেনজিৎ, তৎপুত্র যবুনাশ্ব। যুবনাশ্ব অপুত্রত্ব-নিবন্ধন অতি নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া, মুনিগণের আশ্রমে বাস করিতেন, কালক্রমে মুনিগণ কৃপা-পরবশ হইয়া, যুবনাশ্বের পুত্রোৎপাদনের জন্য যজ্ঞ করিলেন। সেই যজ্ঞ মধ্যরাত্রে নিবৃত্ত হইলে, মুনিগণ, মন্ত্রপূত জলকলস বেদি মধ্যে রাখিয়া শয়ন করেন। অনন্তর ঋষিগণ নিদ্রিত হইলে রাজা যুবনাশ্ব, অতিশয় তৃষ্ণাযুক্ত হইয়া, সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু মুনিগণকে আর উঠাইলেন না। রাজা, সেই অপরিমেয়-মাহাত্ম্য মন্ত্রপূত বারি পান

পূতং বারি পীতম্? অত্র হি পীতে রাজ্ঞোঽস্য যুবনাশ্বস্য পত্নী মহাবলপরাক্রমং পুত্রং জনয়িষ্যতি। ইত্যাকর্ণ্য স রাজা অজানতা ময়া পীতমিত্যাহ॥ ১৫

গর্ভশ্চ যুবনাশ্বোদরেঽভবৎ। ক্রমেণ চ ববৃধে। প্রাপ্তসময়শ্চ দক্ষিণং কুক্ষিমবনীপতের্নির্ভিদ্য নিশ্চক্রাম ন চাসৌ রাজা মমার॥ ১৬

জাতো নামৈষ কং ধাস্যতীতি তে মুনয়ঃ প্রোচুঃ॥ ১৭

অথাগম্য দেবরাড়ব্রবীৎ মাময়ং ধাস্যতীতি। ততো মান্ধাতা নামতোঽভবৎ। বক্ত্রে চাস্য প্রদেশিনী দেবরাজেন ন্যস্তা তাং পপৌ তাঞ্চামৃতস্রাবিণীমাসাদ্য পীত্বা চাহ্নৈব ব্যবর্দ্ধত। স তু মান্ধাতা চক্রবর্ত্তী সপ্তদ্বীপাং মহীং বুভুজে। ভবতি চাত্র শ্লোকঃ।

যাবৎ সূর্য্য উদেতি স্ম যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি। সর্ব্বং তদ্যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে॥ ১৮

মান্ধাতা চ শশবিন্দুদুহিতরং বিন্দুমতীমুপযেমে পুরুকুৎসম্ অম্বরীষং মুচুকুন্দঞ্চ তস্যামপত্যত্রয়মুৎপাদয়ামাস। পঞ্চাশচ্চ দুহিতরস্তস্য নৃপতের্বভূবুঃ। বহ্বৃচশ্চ সৌভরির্নাম ঋষিরন্তর্জলে দ্বাদশাব্দং কালমুবাস॥ ১৯

তত্র চান্তর্জলে সম্মদনামাতিবহুপ্রজোঽতিপ্রমাণো মীনাধিপতিরাসীৎ। তস্য পুত্রপৌত্রদৌহিত্রাঃ পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতোঽগ্রতো বক্ষঃপুচ্ছশিরসাঞ্চোপরি ভ্রমন্তস্তেনৈব সহাহর্নিশমতিনির্বৃতা রেমিরে। স চাপি তৎস্পর্শোপচীয়মানহর্ষপ্রকর্ষো বহুপ্রকারং তস্যর্ষেঃ পশ্যতঃ তৈরাত্মজপৌত্রদৌহিত্রাদিভিঃ সহানুদিবসং বহুপ্রকারং রেমে। অথান্তর্জলাবস্থিতঃ স সৌভরিরেকাগ্রতাসমাধানমপহায়ানুদিনং তং তস্য

করিলেন। অনন্তর ঋষিগণ জাগরিত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এই মন্ত্রপূত বারি পান করিল? এই জল পান করিলে, যুবনাশ্ব-পত্নী মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিবেন, "এই জল তাঁহার জন্য ছিল।" রাজা এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "না জানিয়া আমি এই জল পান করিয়াছি।" তখন যুবনাশ্বেরই গর্ভ হইল ও কালক্রমে গর্ভ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনন্তর যথাসময়ে নৃপতির দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া বালক নিষ্ক্রান্ত হইল; কিন্তু রাজা মরিলেন না। তখন মুনিগণ বলিলেন, এই জাত বালক, কাহার স্তন্যাদি পান করিয়া জীবিত থাকিবে? অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র, আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, এই বালক আমাকে ধারণ করিবে (অর্থাৎ আমার সাহায্যে জীবিত থাকিবে) এই কারণে এই কুমারের মান্ধাতা নাম হইল। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র, ঐ বালকের মুখে প্রদেশিনী অঙ্গুলি বিন্যাস করিলেন। বালক ঐ অঙ্গুলিই চুষিতে লাগিল। সেই অমৃতস্রাবিণী অঙ্গুলি প্রাপ্ত হইয়া বালক একদিনেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এই বালক মান্ধাতা, কালে চক্রবর্ত্তী ভূপাল হইয়া, সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ভোগ করেন। এই মান্ধাতা সম্বন্ধে শ্লোক আছে যে, "সূর্য্য যেখান হইতে উদিত ও যেখানে অস্ত যান, তাহার অন্তর্গত সমুদায় ক্ষেত্রই যুবনাশ্ববংশীয় রাজা মান্ধাতার বলিয়া কীর্ত্তিত"। ১০—১৮। মান্ধাতা শশবিন্দুকন্যা বিন্দুমতীকে বিবাহ করেন ও তাঁহার গর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামে তিন অপত্য উৎপাদন করেন। মান্ধাতার পঞ্চাশৎ কন্যা হয়। এই কালে বহ্বৃগ্‌বেত্তা সৌভরি নামক ঋষি জলমধ্যে দ্বাদশবৎসর কাল ব্যাপিয়া বাস করেন। সেই জলমধ্যে সম্মদনামা বহুসন্তানশালী অতি দীর্ঘাকার এক মৎস্যাধিপতি বাস করিত। সেই মৎস্যের পুত্র পৌত্র দৌহিত্রগণ সর্ব্বকালেই তাহার পার্শ্বে, পৃষ্ঠদেশে ও অগ্রভাগে এবং বক্ষঃ, পুচ্ছ ও মস্তকের উপর ভ্রমণ করত ঐ মৎস্যের সহিত দিবারাত্রই অতি সুস্থাবস্থায় ক্রীড়া করিত। অবলোকনকারী মহর্ষির অগ্রভাগে সেই সম্মদ নামক মৎস্যও সন্তানাদির স্পর্শজনিত হর্ষভরে সেই পুত্র-পৌত্রদৌহিত্রাদির সহিত প্রতিদিনই বহুপ্রকার ক্রীড়া করিত। অনন্তর জলমধ্যস্থিত সৌভরিও একাগ্রতা সমাধি পরি-

মৎস্যস্যাত্মজপৌত্রদৌহিত্রাদিভিঃ সহাতিরমণীয়ং ললিতমবেক্ষ্যাচিন্তয়ৎ॥ ২০

অহো ধন্যোঽয়মীদৃশমপি অনভিমতং যোন্যন্তরমবাপ্য এভিরাত্মজপৌত্রাদিভিঃ সহ রমমাণোঽতীবাস্মাকং স্পৃহামুৎপাদয়তি বয়মপ্যেবং পুত্রাদিভিঃ সহ রমযিষ্যামঃ। ইত্যেবমভিসমীক্ষ্য স তস্মাদন্তর্জলান্নিষ্ক্রম্য নির্ব্বেষ্টুকামঃ কন্যার্থং মান্ধাতারং রাজানমগচ্ছৎ॥ ২১

অথাগমনশ্রবণসমনন্তরং চোত্থায় তেন রাজ্ঞা সম্যক্‌ অর্ঘ্যাদিনা পূজিতঃ কৃতাসনপরিগ্রহঃ সৌভরিরুবাচ।

নির্ব্বেষ্টু কামোঽস্মি নরেন্দ্র কন্যাং
প্রযচ্ছ মেমা প্রণয়ং বিভাঙ্ক্ষীঃ।
ন হ্যর্থিনঃ কার্য্যবশাভ্যুপেতাঃ
ককুৎস্থগোত্রে বিমুখাঃ প্রয়ান্তি॥ ২২

অন্যেঽপি সন্ত্যেব নৃপাঃ পৃথিব্যাং
ক্ষ্মাপাল যেষাং তনয়াঃ প্রভূতাঃ।
কিন্ত্বর্থিনামর্থিতদানদীক্ষা-
কৃতব্রতং শ্লাঘ্যমিদং কুলং তে॥ ২৩
শতার্দ্ধসঙ্খ্যাস্তব সন্তি কন্যা-
স্তাসাং মমৈকাং নৃপতে প্রযচ্ছ।
যৎ প্রার্থনাভঙ্গভয়াদ্বিভেমি
তস্মাদহং রাজবরাতিদুঃখাৎ॥ ২৪

পরাশর উবাচ।

ইতি ঋষিবচনমাকর্ণ্য স রাজা জরাজর্জ্জরিতদেহং তমৃষিমালোক্য প্রত্যাখ্যানকাতরস্তস্মাচ্চ ভগবতঃ শাপতো বিভ্যৎ কিঞ্চিদধোমুখশ্চিরং দধ্যৌ।

ঋষিরুবাচ।

নরেন্দ্র কস্মাৎ সমুপৈষি চিন্তা-
মশক্যমুক্তং ন ময়াত্র কিঞ্চিৎ।
যাবশ্যদেয়া তনয়া তয়ৈব
কৃতার্থতা নো যদি কিং ন লব্ধম্॥ ২৫

পরাশর উবাচ।

অথ তস্য শাপভীতঃ সপ্রশ্রয়মুবাচাসৌ রাজা।

ত্যাগপূর্ব্বক প্রতিদিন সেই মৎস্যের পুত্রপৌত্র-দৌহিত্রাদির সহিত মনোহর ক্রীড়া অবলোকন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেন, আহা! এই মৎস্যই ধন্য! কারণ এই মৎস্য ঈদৃশ অপকৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করিয়াও এই সকল পুত্রপৌত্রাদির সহিত ক্রীড়া করত আমার অতিশয় স্পৃহা উৎপাদন করিতেছে। আমিও এই মৎস্যের ন্যায় পুত্রপৌত্রাদির সহিত ক্রীড়া করিব। এই প্রকার বিবেচনা করিয়া সৌভরি সেই জলমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবার অভিলাষে কন্যালাভের জন্য মান্ধাতার নিকট গমন করিলেন। সৌভরির আগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা মান্ধাতা গাত্রোত্থান করত অর্ঘ্যাদি দ্বারা সম্যক্‌ প্রকারে আগত সৌভরির পূজা করিলে পর সৌভরি আসন পরিগ্রহ করিয়া কহিলেন,—হে নরেন্দ্র! আমি বিবাহ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, আমাকে তোমার কন্যা প্রদান কর, আমার প্রার্থিত প্রদানে পরাঙ্মুখতা অবলম্বন করিয়া প্রণয়ভঙ্গ করিও না। ককুৎস্থকুলে কখনও যাচকগণ আগমনপূর্ব্বক পরাঙ্মুখ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে না। হে ভূপতে! পৃথিবীতে এমন অনেক ভূপতি আছেন, যাঁহাদের অনেক তনয়া আছে, কিন্তু তোমার এই কুলই শ্লাঘ্য; কারণ সঙ্কল্পই এই কুলের ব্রতস্বরূপ।১৯—২৩ হে নৃপতে! তোমার পঞ্চাশৎ কন্যা আছে, তাহার মধ্যে একটী কন্যা আমাকে প্রদান কর। হে ভূপতে! প্রার্থনা-ভঙ্গের আশঙ্কাসমুৎপন্ন দুঃখ হইতে আমি ভীত হইতেছি। পরাশর কহিলেন, ঋষির এই বাক্য শ্রবণান্তে রাজা, সেই ঋষিকে জরা-জর্জ্জরিত-গাত্র দেখিয়া প্রত্যাখ্যান-কাতর ও সেই ভগবান্‌ সৌভরির শাপভয়ে ভীত হইয়া কিঞ্চিৎ অধোমুখে অবস্থান করত চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঋষি কহিলেন,—হে নরেন্দ্র! তুমি চিন্তা করিতেছ কেন? এই স্থলে আমি অসাধ্য কিছুই বলি নাই। তোমার যে কন্যা অবশ্য প্রদেয়া, তাহা দ্বারা যদি আমার কৃতার্থতা হয়, তবে আমার কি না লব্ধ হইল? পরাশর

রাজোবাচ।

ভগবন্ অস্মৎকুলস্থিতিরিয়ং য এব কন্যায়া অভিরুচিতোঽভিজনবান্ বরস্তস্মৈ কন্যা প্রদীয়তে। ভগবদ্‌যাচ্ঞা চাস্মন্মনোরথানামপ্যগোচরবর্ত্তিনি কথমপ্যেষা সঞ্জাতা তদেবমবস্থিতে ন বিদ্মঃ কিং কুর্ম্ম ইতি তন্ময়া চিন্ত্যত ইত্যভিহিতে তেন ভূভুজা মুনিরচিন্তয়ৎ। অহো অয়মন্যোঽস্মৎপ্রত্যাখ্যানোপায়ঃ। বৃদ্ধোঽয়মনভিমতঃ স্ত্রীণাং কিমুত কন্যানামিতি অমুনা সঞ্চিন্ত্যৈবমভিহিতম্॥ ২৬

এবমস্তু তথা করিষ্যামীতি সংচিন্ত্য মান্ধাতারমুবাচ॥ ২৭

যদ্যেবং তদাদিশ্যতামস্মাকং প্রবেশায়কন্যান্তঃপুরবর্ষধরঃ॥ ২৮

যদি কন্যৈব কাচিন্মামভিলষতি তদাহং দারপরিগ্রহং করিষ্যামীতি অন্যথা চেৎ তদলমস্মাকম্ এতেনাতীতকালারম্ভেণেত্যুক্ত্বা বিররাম। ততশ্চ মান্ধাত্রা মুনিশাপশঙ্কিতেন কন্যান্তঃপুরবর্ষধরঃ সমাজ্ঞপ্তঃ। কন্যান্তঃপুরং প্রবিশন্নেব ভগবানখিলসিদ্ধগন্ধর্ব্বমনুষ্যেভ্যোঽতিশয়েন কমনীয়ং রূপমকরোৎ। প্রবেশ্য চ তমৃষিমন্তঃপুরবর্ষধরস্তাঃ কন্যকাঃ প্রাহ ভবতীনাং জনয়িতা মহারাজঃ সমাজ্ঞাপয়তি, অয়মস্মান্ ব্রহ্মর্ষিঃ কন্যার্থী সমভ্যাগতঃ ময়া চাস্য প্রতিজ্ঞাতং যদ্যস্মৎকন্যকা কাচিদ্ ভগবন্তং বরয়তি তৎকন্যায়াশ্ছন্দে নাহং পরিপন্থানং করিষ্যামি, ইত্যাকর্ণ্য সর্ব্বা এব তাঃ কন্যকাঃ সানুরাগাঃ সমন্মথাঃ করেণব ইবেভযূথপতিং তমৃষিমহমহমিকয়া বরয়াম্বভূবুঃ উচুশ্চ॥ ২৯

অলং ভগিন্যোঽহমিমং বৃণোমি
বৃতো ময়া নৈষ তবানুরূপঃ।

কহিলেন, অনন্তর রাজা, সৌভরির শাপভয়ে ভীত হইয়া অতি বিনয় সহকারে বলিলেন, হে ভগবন্! আমাদের কুলের এই প্রকার নিয়ম যে কন্যা, সৎকুলোৎপন্ন যে বরকে মনোনীত করে, তাহাকেই কন্যা প্রদান করা যায়। আপনারও প্রার্থনা কেন আমাদের মনোরথের অগোচরে বর্ত্তমান হইল? এই প্রকার স্থলে আমার কি করা উচিত, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়া চিন্তা করিতেছি। রাজা এই কথা বলিলে মুনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো! এই আর এক আমার প্রত্যাখানোপায়। "এই ব্যক্তি বৃদ্ধ, প্রৌঢ়াদিগেরও অনভিমত; কন্যাগণের ত কথাই নাই" নিশ্চয় এই প্রকার চিন্তা করিয়াই রাজা এই কথা বলিয়াছেন। তখন সৌভরি এই প্রকার চিন্তা করিয়া মান্ধাতাকে কহিলেন, মহারাজ! এই প্রকার তোমার কুলস্থিতি থাকুক; আমি তাহাই করিতেছি। যদি ইহাই স্থির হয়, তবে আমাকে কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করাইবার জন্য কন্যান্তঃপুর-রক্ষক বর্ষধরকে আদেশ কর। যদি কোন কন্যা আমাকে অভিলাষ করে, তবেই আমি দারপরিগ্রহ করিব; যদি অন্যথা হয়, তবে আমার এ বৃদ্ধ বয়সে বৃথা উদ্যোগে কি প্রয়োজন? এই কথা বলিয়া ঋষি বিরত হইলেন। অনন্তর মান্ধাতা, মুনিশাপশঙ্কায় কন্যান্তঃপুর-রক্ষক বর্ষধরদিগকে প্রবেশ করাইতে আজ্ঞা করিলেন। অনন্তর ভগবান্ সৌভরি, কন্যান্তঃপুরে প্রবেশকালেই অখিল সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-মনুষ্যগণ অপেক্ষা অতিশয় মনোহর রূপ ধারণ করিলেন। পরে সেই ঋষিকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া অন্তঃপুর-রক্ষক ক্লীব সেই কন্যাগণকে কহিল আপনাদের পিতা আজ্ঞা করিলেন, "এই ব্রহ্মর্ষি কন্যার্থী হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, আমিও ইহাঁর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যদি আমার কোন কন্যা আপনাকে বরণ করে, তাহা হইলে আমি সেই কন্যার ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ কখনই করিব না।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই কন্যাগণ সকলেই, হস্তিনীগণ যেরূপ যূথপতিকে বরণ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করে, সেই প্রকার "আমি অগ্রে," "আমি অগ্রে," এই প্রকার বলিতে বলিতে অনুরাগ ও অভিলাষের সহিত সেই ঋষিকে বরণ করিল এবং পরস্পর বলিতে লাগিল, ভগিনীগণ! তোমরা বৃথা চেষ্টা

মমৈব ভর্ত্তা বিধিনৈষ স্বষ্টঃ
স্বষ্টাহমস্তোপশমং প্রযাহি ॥ ৩০
বৃতো ময়ায়ং প্রথমং ময়ায়ং
গৃহং বিশন্নেব বিহন্যসে কিম্ ।
ময়া ময়েতি ক্ষিতিপাত্মজানাং
তদর্থমত্যর্থকলির্বভূব ॥ ৩১
যদা তু সর্ব্বাভিরতীব হর্দ্দাং
ধৃতঃ স কন্যাভিরনিন্দ্যকীর্ত্তিঃ ।
তদা স কন্যাধিকৃতো নৃপায়
যথাবদাচষ্ট বিনম্রমূর্ত্তিঃ ॥ ৩২

তদবগমাৎ কিমেতৎ কথয় কিং করোমীতি কিং ময়াভিহিতমিত্যাকুলমতিরনিচ্ছন্নপি কথমপি রাজানুমেনে। কৃতানুরূপবিবাহশ্চ মহর্ষিঃ সকলা এব তাঃ কন্যকাঃ স্বমাশ্রমমনয়ৎ। তত্র চাশেষশিল্পিশিল্পিপ্রণেতারং বিধাতারমিবান্যং বিশ্বকর্ম্মাণমাহূয় সকলকন্যানামেকৈকস্যাঃ প্রোৎফুল্লপঙ্কজকূজৎকলহংসকারণ্ডবাদিবিহঙ্গমাভিরামজলাশয়াঃ সোপবনাঃ সবিকাশাঃ সাধুশয্যাসনপরিচ্ছদাঃ প্রাসাদাঃ ক্রিয়ন্তামিত্যাদিদেশ ॥ ৩৩

তচ্চ তথৈবানুষ্ঠিতমশেষশিল্পবিশেষাচার্য্যস্ত্বষ্টা দর্শিতবান্ ॥ ৩৪

ততশ্চ পরমর্ষিণা সৌভরিণাজ্ঞপ্তস্তেষু গৃহেষনপায়ানন্দনামা মহানিধিরাসাঞ্চক্রে ॥ ৩৫

ততোহনবরতভক্ষ্যভোজ্যলেহাদ্যুপভোগৈরাগতানুগতভৃত্যাদীনহর্নিশমশেষগৃহেষু তাঃ ক্ষিতীশদুহিতরো ভোজয়ামাসুঃ ॥ ৩৬

একদা তু দুহিতৃস্নেহাকৃষ্টহৃদয়ঃ স মহীপতিরতিদুঃখিতাস্তাঃ সুখিতা বা ইতি বিচিন্ত্য তস্য মহর্ষেরাশ্রমমুপেত্য স্ফুরদংশুমালাং স্ফাটিকময়ীং প্রাসাদমালামতিরম্যোপবনজলাশয়াং দদর্শ ॥ ৩৭

করিতেছ, আমি ইহাঁকে বরণ করিলাম। আমি বরণ করিয়াছি, ইনি তোমার অনুরূপ নহেন। বিধি ইহাঁকে আমারই ভর্ত্তা করিয়া স্বজন করিয়াছেন, আমাকেও ইহাঁর পত্নীরূপে স্বজন করিয়াছেন, তোমরা শান্ত হও।২৪—৩০। কেহ বা বলিতে লাগিল, "আহা, ইনি যখন গৃহে প্রবেশ করেন, তৎকালে প্রথমেই আমি ইহাঁকে বরণ করিয়াছি, তুমি কেন বৃথা বিনষ্ট হইতেছ?" তখন 'আমি বরণ করিয়াছ,' আমি বরণ করিয়াছি' এই কথা লইয়া নরপতিকন্যাগণের অতিশয় বিবাদ আরম্ভ হইল। যখন অতিশয় অনুরাগ-সহকারে কন্যাগণ সেই অনিন্দ্য-কীর্ত্তি ঋষিকে বরণ করিল, তখন কন্যান্তঃপুররক্ষক বিনম্র-মূর্ত্তি হইয়া রাজাকে সকল কথা বলিল। ইহা অবগত হইয়া রাজা 'ইহা কি বল? 'আমি কি করিব?' 'আমি কি বলিয়াছি?' এই প্রকার বাক্য বলিতে লাগিলেন; অবশেষে অত্যন্ত আকুলচিত্ত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও অতি কষ্টে তিনি পূর্ব্বাঙ্গীকার পালন করিলেন। মহর্ষি, অনুরূপ বিবাহ সমাপ্ত হইলে, সেই সকল রাজকন্যাকেই নিজ আশ্রমে লইয়া গেলেন। অনন্তর সেই তপোবন মধ্যেই মহর্ষি, অশেষশিল্পিপ্রণেতা দ্বিতীয় বিধাতার সদৃশ বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন যে, এই সকল কন্যাগণের প্রত্যেকের জন্যই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বহু প্রাসাদ নির্ম্মাণ কর; এই প্রাসাদে যে জলাশয় থাকিবে, তাহা উৎফুল্ল পঙ্কজ ও কূজনশীল কলহংস কারণ্ডব প্রভৃতি জলপক্ষিগণ দ্বারা রমণীয় হইবে। তাহাতে বিচিত্র উপবন থাকিবে, বহু স্থান থাকিবে ও রমণীয় শয্যা আসন ও পরিচ্ছদে প্রাসাদ সকল পরিপূর্ণ থাকিবে। অশেষশিল্পবিশেষাচার্য্য বিশ্বকর্ম্মাও তাঁহার আজ্ঞানুরূপ সকলই অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা তাঁহাকে দেখাইলেন! অনন্তর সেই ঋষির আজ্ঞানুসারে অনপায়ানন্দ নামে এক মহানিধি সেই গৃহসমূহে অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর ক্ষিতিপতি-কন্যাগণ নানাপ্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য লেহাদি উপভোগ দ্বারা সমাগত অতিথি প্রভৃতি, অনুগত কুটুম্বাদি ও ভৃত্যবর্গকে সেই গৃহসমূহে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। এক দিবস, কন্যাস্নেহে আকৃষ্ট-হৃদয় রাজা "আমার সেই কন্যাগণ দুঃখে আছে বা সুখে আছে" এই প্রকার চিন্তাপূর্ব্বক সেই

প্রবিশ্য চৈকং প্রাসাদমাত্মজাং পরিষজ্য কৃতাসনপরিগ্রহঃ প্রবৃত্তস্নেহনয়নাম্বুগর্ভনয়নোঽব্রবীৎ ॥ ৩৮

অপ্যত্র বৎসে ভবত্যাঃ সুখমুত কিঞ্চিদসুখমপি তে মহর্ষিঃ স্নেহবান্ উত সংস্মর্য্যতেঽস্মদ্‌গৃহবাসস্থ।

ইত্যুক্তা তত্তনয়া পিতরমাহ তাত অতিশয়রমণীয়ঃ প্রাসাদোঽত্র অতিমনোজ্ঞমুপবনমতিকলবাক্যবিহগাভিরুতাঃ প্রোৎফুল্লপদ্মাকরজলাশয়াঃ মনোঽনুকূলভক্ষ্যভোজ্যানুলেপনবস্ত্রভূষণাদিভোগোপভোগো মৃদূনি শয়নানি সর্ব্বসম্পৎসমবেতমেতদ্‌গার্হস্থ্যং তথাপি কেন বা জন্মভূমির্ন স্মর্য্যতে ত্বৎপ্রসাদাদিদমশেষমতিশোভনম্ ॥ ৩৯

কিন্তু এতৎ মমৈকং দুঃখকারণং যদস্মদ্ভর্ত্তাস্মদ্‌গেহান্ন নিঃসরতি মমৈব কেবলমতিপ্রীত্যা সমীপবর্ত্তী নান্যাসাং মদ্ভগিনীনামেবঞ্চ মম সহোদরা দুঃখিতা ইত্যেবমতিদুঃখকারণম্ ইত্যুক্তস্তয়া দ্বিতীয়ং প্রাসাদমুপেত্য স্বতনয়াং পরিষজ্যোপবিষ্টস্তথৈব পৃষ্টবান্। তয়াপি তথৈব সর্ব্বমেতৎ প্রাসাদাদ্যুপভোগসুখমাখ্যাতং মমৈব কেবলং পার্শ্ববর্ত্তী নান্যাসামস্মদ্ভগিনীনামিত্যেবমাদি শ্রুত্বা সমস্তপ্রাসাদেষু রাজা প্রবিবেশ তনয়াং তনয়াং তথৈবাপৃচ্ছৎ তাভিশ্চ তথৈবাভিহিতঃ পরিতোষবিস্ময়নির্ভরবিবশহৃদয়ো ভগবন্তং সৌভরিমেকান্তাবস্থিতমুপেত্য কৃতপূজোঽব্রবীৎ ॥ ৪০

দৃষ্টস্তে ভগবন্ সুমহানেষ সিদ্ধিপ্রভাবো নৈবংবিধমন্যস্য কস্যচিদস্মাভির্বিভূতিবিলসিতমুপলক্ষিতম্ কিয়দেতদ্ভগবংস্তপসঃ ফলমিত্যভি-

---

মহর্ষির আশ্রমে আগমন করত দীপ্যমান তেজোবিশিষ্ট স্ফটিকময় সেই প্রাসাদমালা ও তাহাতে অতি মনোহর উপবন জলাশয় প্রভৃতি অবলোকন করিলেন। অনন্তর তাহার মধ্যে একটী প্রাসাদে প্রবেশপূর্ব্বক কন্যাকে স্নেহালিঙ্গন করত আসন পরিগ্রহ করিলেন ও উপচীয়মান-স্নেহাশ্রুপূর্ণ-নয়ন হইয়া বলিলেন, বৎসে! এখানে তোমার সুখ, অথবা কোন অসুখ আছে? মহর্ষি কি তোমাকে অনুরাগ করেন? তুমি কি আমার গৃহবাস স্মরণ করিয়া থাক? রাজা এই কথা বলিলে সেই কন্যা পিতাকে কহিল,—তাত! এই খানে অতিশয় রমণীয় প্রাসাদ, অতি মনোহর উপবন, অতি কলভাষী বিহগশব্দে রমণীয় প্রফুল্লপদ্মপূর্ণ জলাশয়, মনোনুরূপ ভোজ্য ভক্ষ্য অনুলেপন ভূষণ বস্ত্রাদি ভোগোপভোগ ও অতি কোমল শয্যা, এই গার্হস্থ্য সর্ব্বসম্পদই আছে, তথাপি জন্মভূমি কে বিস্মরণ হয়? পিতঃ! আপনার প্রসাদে এখানে সকলই সুন্দর। কিন্তু আমার ইহাই এক দুঃখ-কারণ যে, আমাদিগের পতি আমার গৃহ হইতে বহির্গত হন না। কেবল অতি প্রণয়সহকারে আমার নিকটেই রহিয়াছেন, আমার ভগিনীদিগের মধ্যে অপর কাহারও নিকটে যান না, এইজন্য আমার ভগিনীগণ বড়ই দুঃখিতা আছেন। ইহাই আমার দুঃখকারণ। রাজা এই প্রকারে এক কন্যার গৃহে উক্ত হইয়া আর এক কন্যার গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তপ্রকারে স্নেহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন; সেই কন্যাও সেই প্রকার সর্ব্ববিধ প্রাসাদাদির উপভোগসুখ বর্ণন করিল। আর পূর্ব্বোক্ত কন্যার ন্যায়ই কহিল, আমার পতি আমার পার্শ্ববর্ত্তী থাকেন, অন্য কোন ভগিনীর নিকটে যান না, ইহাই কেবল দুঃখের কারণ। এই প্রকার শ্রবণ করিয়া রাজা একে একে সকল প্রাসাদেই প্রবেশপূর্ব্বক সকল কন্যাকেই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, সকল কন্যাও পূর্ব্বোক্তরূপ সুখের কথা নৃপতির নিকট কীর্ত্তন করিল। ৩১—৪০। তখন রাজা আনন্দ ও বিস্ময় নির্ভরে অবশ-হৃদয় হইয়া নির্জ্জনে অবস্থিত ভগবান্ সৌভরির নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করত কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনার এই সুমহান্ সিদ্ধিপ্রভাব অবলোকন করিলাম, আমরা অপর কোন ব্যক্তির এ প্রকার বিভূতিবিলাস অবলোকন করি নাই। আমার বিশ্বাস, ভগবানের তপস্যার ফল ইহা

পূজ্য তমৃষিং তত্রৈব তেন ঋষিবর্য্যেণ সহ কিঞ্চিৎ কালমভিমতোপভোগং বুভুজে স্বপুরঞ্চ জগাম ॥ ৪১

কালেন গচ্ছতা তস্য রাজতনয়াসু তাসু পুত্রশতং সার্দ্ধমভবৎ। তদনুদিনানুরূঢ়স্নেহঃ স তত্রাতীব মমতাকৃষ্টহৃদয়োঽভবৎ॥ ৪২

অপ্যেতেঽস্মৎপুত্রাঃ কলভাষিণঃ পদ্ভ্যাং গচ্ছেয়ুঃ অপ্যেতে যৌবনিনো ভবেয়ুঃ অপি কৃতদারানেতান্ পশ্যেয়ম্ অপ্যেতেষাং পুত্রা ভবেয়ুঃ অথ তৎপুত্রান্ পুত্রসমন্বিতান্ পশ্যেয়ম্ এবমাদিমনোরথমনুদিনকালসম্পত্তিবৃত্তিমবৈত্যে-তৎ সঞ্চিন্তয়ামাস॥ ৪৩

অহো মে মোহস্যাতিবিস্তারঃ।
মনোরথানাং ন সমাপ্তিরস্তি
বর্ষাযুতেনাপি তথাব্দলক্ষৈঃ।
পূর্ণেষু পূর্ণেষু পুনর্নবানাম্
উৎপত্তয়ঃ সন্তি মনোরথানাম্॥ ৪৪
পদ্ভ্যাং গতা যৌবনিনশ্চ জাতা
দারৈশ্চ সংযোগমিতাঃ প্রসূতাঃ।
দৃষ্টাঃ সুতাস্তত্তনয়প্রসূতিং
দ্রষ্টুং পুনর্বাঞ্ছতি মেঽন্তরাত্মা॥ ৪৫
দ্রক্ষ্যামি তেষামপি চেৎপ্রসূতিং
মনোরথো মে ভবিতা ততোঽন্যঃ।
পূর্ণেঽপি তত্রাপ্যপরস্য জন্ম
নিবার্য্যতে কেন মনোরথস্য॥ ৪৬
আমৃত্যুতো নৈব মনোরথানা-
মন্তোঽস্তি বিজ্ঞাতমিদং ময়া চ।
মনোরথাশক্তিপরস্য চিত্তং
ন জায়তে বৈ পরমাত্মসঙ্গি॥ ৪৭
স মে সমাধির্জলবাসমিত্র-
মৎস্যস্য সঙ্গাৎ সহসৈব নষ্টঃ।
পরিগ্রহঃ সঙ্গকৃতো মমায়ং
পরিগ্রহোত্থাশ্চ মহাবিধিৎসাঃ॥ ৪৮
দুঃখং যদেবৈকশরীরজন্ম
শতার্দ্ধসঙ্খ্যং তদিদং প্রসূতম্।

হইতেও অনেক গুণ, ইহা ত কিঞ্চিন্মাত্র। অনন্তর রাজা, এই প্রকারে সেই ঋষির পূজা করিলেন ও সেই স্থানেই সেই ঋষিশ্রেষ্ঠের সহিত কিছুকাল অভিলাষানুরূপ উপভোগ করিয়া নিজপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কালক্রমে সেই সকল রাজতনয়ার গর্ভে সৌভরির একশত পঞ্চাশৎ পুত্র জন্মিল। অনন্তর সৌভরির প্রতিদিন সেই সকল পুত্রাদির প্রতি স্নেহ বাড়িতে লাগিল; তখন তিনি অতিশয় মমতাকৃষ্ট-হৃদয় হইয়া উঠিলেন। তিনি সর্ব্বদাই ভাবিতেন, আহা! এই মধুরভাষী আমার পুত্রগণ কি হাঁটিতে শিখিবে? ইহারা কি যুবা হইবে? আহা! আমি কি ইহাদিগকে কৃতদার দেখিব? ইহাদের কি পুত্র হইবে? আহা! আমার পুত্রগণকে কি পুত্র-সমন্বিত দেখিতে পারিব? এইরূপে যেমন এক একটী ভাবনার পর এক একটী করিয়া মনোরথ পূর্ণ হইতে লাগিল, অমনি আর একটী অভিলাষ উপস্থিত হইতে লাগিল। এই প্রকার কালানুরূপ মনোরথের আবৃত্তি জানিয়া, সৌভরি একদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অহো! আমার মোহের কি বিস্তার! অযুত অথবা লক্ষ লক্ষ বৎসরেও মনোরথের সমাপ্তি হয় না; কতকগুলি মনোরথ পূর্ণ হইলে, আবার নূতন মনোরথ সকল উৎপন্ন হয়! আমার পুত্রগণ চলিতে শিখিল, যুবা হইল, বিবাহ করিল ও সন্তানোৎপাদন করিল, ইহা ত দেখিলাম; এক্ষণে আমার অন্তরাত্মা আবার সেই পৌত্রগণের পুত্র-জন্ম দেখিতে অভিলাষী! আবার যদি তাহাদেরও সন্তান দেখিতে পারি, তখন নিশ্চয় আবার অন্য মনোরথ উপস্থিত হইবে; আবার সেই মনোরথ পূর্ণ হইলে অপর মনোরথের জন্ম কে নিবারণ করিবে? মরণ পর্য্যন্ত মনোরথসমূহের অন্ত নাই, ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। যাহার চিত্ত মনোরথ-সমূহে আসক্ত, তাহার অন্তঃকরণ কখনই পরমাত্মসঙ্গী হইতে পারে না। আহা! জলবাস-সহচর মৎস্য-সঙ্গে আমার সেই সমাধি সহসা বিনষ্ট হইল। আমার এই দারপরিগ্রহ, আসক্তিজন্য, তাহার সন্দেহ কি? আর পরিগ্রহ

পরিগ্রহেণ ক্ষিতিপাত্মজানাং
সুতৈরনেকৈর্বহুলীকৃতং তং ॥ ৪৯
সুতাত্মজৈস্তত্তনয়ৈশ্চ ভূয়ো
ভূয়শ্চ তেষাং স্বপরিগ্রহেণ।
বিস্তারমেষ্যত্যতিদুঃখহেতুঃ
পরিগ্রহো বৈ মমতানিধানম্ ॥ ৫০
চীর্ণং তপো যত্তু জলাশ্রয়েণ
তস্যর্দ্ধিরেষা তপসোঽন্তরায়ঃ।
মৎস্যস্য সঙ্গাদভবচ্চ যো মে
সুতাদিরাগো মুষিতোঽস্মি তেন ॥ ৫১
নিঃসঙ্গতা মুক্তিপদং যতীনাং
সঙ্গাদশেষাঃ প্রভবন্তি দোষাঃ।
আরূঢ়যোগোঽপি নিপাত্যতেঽধঃ
সঙ্গেন যোগী কিমুতাল্পসিদ্ধিঃ ॥ ৫২
অহং চরিষ্যামি তথাত্মনোঽর্থে
পরিগ্রহগ্রাহগৃহীতবুদ্ধিঃ।
যথা হি ভূয়ঃ পরিহীণদোষো
জনস্য দুঃখৈর্ভবিতা ন দুঃখী ॥ ৫৩
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্
অণোরণীয়াংসমতিপ্রমাণম্।
সিতাসিতঞ্চেশ্বরমীশ্বরাণাম্
আরাধয়িষ্যে তপসৈব বিষ্ণুম্ ॥ ৫৪
তস্মিন্নশেষৌজসি সর্ব্বরূপি-
ণ্যব্যক্তবিস্পষ্টতনাবনন্তে।
মমাচলং চিত্তমপেতদোষং
সদাস্তু বিষ্ণাবভবায় ভূয়ঃ ॥ ৫৫
সমস্তভূতাদমলাদনন্তাৎ
সর্ব্বেশ্বরাদন্যদনাদিমধ্যাৎ।
যস্মান্ন কিঞ্চিৎতমহং গুরূণাং
পরং গুরুং সংশ্রয়মেমি বিষ্ণুম্ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

দ্বারা এই মহতী কার্য্যেচ্ছা হইয়াছে। শরীর-গ্রহণই এক দুঃখ, আমার সেই দুঃখ নরপতি-তনয়াগণের পরিগ্রহে একশত পঞ্চাশটীতে পরিণত এবং বহু সুতরূপে তাহা এক্ষণে আরও বহুলীকৃত হইয়াছে। পুত্রের পুত্রসমূহ, আবার তাহাদেরও পুত্রসমূহ, আবার তাহাদেরও পরিগ্রহ দ্বারা আমার এই মমতা-নিধান দুঃখ-হেতু পরিগ্রহ আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। ৪৯-৫০। আমি জলবাস করিয়া যে তপশ্চর্য্যা করিলাম, তাহার প্রসাদে এই সকল সম্পৎ। আহা! মৎস্য-সঙ্গে তপস্যার বিঘ্নস্বরূপ আমার যে পুত্রাদির অনুরাগ উৎপন্ন হইল, তাহাতেই আমি বঞ্চিত হইলাম! নিঃসঙ্গতাই যতিগণের মুক্তির কারণ; সঙ্গ হইতে অশেষবিধ দোষ উৎপন্ন হয়। যাহার যোগ পূর্ণ হইয়াছে, সে ব্যক্তিও সঙ্গদোষে অধঃপাতে যায়; যাহার সিদ্ধি অল্প, তাহার ত কথাই নাই। পরিগ্রহরূপ গ্রাহে আমার বুদ্ধি আক্রান্ত হইয়াছে; এক্ষণে আমি পরিহীন-দোষ হইয়া যে প্রকারে পুনর্ব্বার পরিজনের দুঃখে আর দুঃখী না হই, সে প্রকারে আত্মোদ্ধারের আচরণ করিব। যিনি সকলেরই বিধাতা, যাঁহার স্বরূপ অচিন্তনীয়, যিনি অণু হইতেও অণু, অথচ যিনি সর্ব্বোপেক্ষা বৃহৎ, যিনি সত্ত্ব ও তমঃস্বরূপ এবং যিনি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে আমি তপস্যা দ্বারা আরাধনা করিব। সেই অনন্ত, জ্যোতির্ম্ময়, সর্ব্বস্বরূপী, অব্যক্ত ও বিস্পষ্টশরীর এবং অনন্তরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি আমার চিত্ত দোষহীন হইয়া সর্ব্বদা মোক্ষের জন্য অচল ভাবে পুনর্ব্বার আসক্ত হউক। যিনি সমস্ত ভূতস্বরূপ, অমল ও অনন্ত; যিনি সর্ব্বেশ্বর; যাঁহার আদি বা মধ্য নাই; যাঁহা ব্যতিরেকে আর কিছুই সত্য নাই; সেই গুরুগণেরও পরমগুরু ভগবান্ বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিলাম। ৫১—৫৬।

চতুর্থাংশে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

ইত্যাত্মানমাত্মনৈবাভিধায়াসৌ সৌভরিরপহায় পুত্রগৃহাসনপরিবর্হাদিকমশেষমর্থজাতং সকলভার্য্যাসমবেতো বনং প্রবিবেশ। তত্রাপ্যনুদিনং বৈখানসনিষ্পাদ্যমশেষং ক্রিয়াকলাপং নিষ্পাদ্য ক্ষয়িতসকলপাপঃ পরিপক্বমনোবৃত্তিরাত্মন্যগ্নীনারোপ্য ভিক্ষুরভবৎ॥ ১

ভগবতি আসজ্যাখিলং কর্ম্মকলাপমজমবিকারমমরণাদিধর্ম্মমবাপ পরং পরবতামচ্যুতপদম্॥ ২

ইত্যেতন্মান্ধাতুর্দুহিতৃসম্বন্ধাদ্ব্যাখ্যাতম্॥ ৩

যশ্চৈতৎ সৌভরিচরিতমনুস্মরতি পঠতি শৃণোত্যবধারয়তি তস্যাষ্টৌ জন্মান্যসম্মতিরসদ্ধর্ম্মো বা মনসোঽসন্মার্গাচরণমশেষহেয়েষু বা মমত্বং ন ভবতীতি অতো মান্ধাতুঃ পুত্রসন্ততিরভিধীয়তে॥ ৪

অম্বরীষস্য মান্ধাতুস্তনয়স্য যুবনাশ্বঃ পুত্রোঽভূৎ। তস্মাৎ হরিতঃ যতোঽঙ্গিরসো হারিতাঃ॥ ৫

রসাতলে চ মৌনেয়া নাম গন্ধর্ব্বাঃ ষট্-কোটিসঙ্খ্যাস্তৈরশেষাণি নাগকুলানি অপহৃত-প্রধানরত্নাধিপত্যান্যক্রিয়ন্ত॥ ৬

তৈশ্চ গন্ধর্ব্ববীর্য্যাবধূতৈরুরগেশ্বরৈর্ভগবান্ অশেষ-দেবেশস্তব-শ্রবণোন্মীলিতোন্নিদ্র-পুণ্ডরীক-নয়নো জলশয়নো নিদ্রাবসানাদ্বিবুদ্ধঃ প্রণিপত্যাভিহিতো ভগবন্ অপ্যস্মাকমেতেভ্যো গন্ধর্ব্বেভ্যো ভয়মুপশমমেষ্যতীত্যাহ ভগবাননাদি-পুরুষঃ পুরুষোত্তমো যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ পুরুকুৎসনামা পুত্রস্তমহমনুপ্রবিশ্যৈতানশেষদুষ্টগন্ধর্ব্বানুপশমং নয়িষ্যামি॥ ৭

ইত্যাকর্ণ্য ভগবতে কৃতপ্রণামাঃ পুনর্নাগলোকমাগতাঃ পন্নগপতয়ো নর্ম্মদাঞ্চ পুরুকুৎসানয়নায় চোদয়ামাসুঃ॥ ৮

তৃতীয় অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—সৌভরি এই প্রকার মনে মনে চিন্তা করিয়া পুত্র, গৃহ, আসন, পরিচ্ছদ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করত সকল ভার্য্যা সমভিব্যাহারে বনে প্রবেশ করিলেন ও প্রতিদিবস সেই বনে বৈখানসকর্ত্তব্য অশেষবিধ ক্রিয়া সম্পাদন করিতে লাগিলেন। পরে পাপ সকল ক্ষীণ হইলে, রাগাদি-পরিহীন-চেতা হইয়া বৈবাহিক অগ্নিকে সঙ্গে করত যতি হইলেন। অনন্তর সৌভরি, ভগবান্ বিষ্ণুতে সকল কর্ম্ম বিন্যাস করিয়া অচ্যুতপদ (মুক্তি) প্রাপ্ত হইলেন। এই অচ্যুতপদ উৎপত্তি-রহিত, বিকার-হীন, মরণাদি ধর্ম্মশূন্য ও ইন্দ্রিয়াদিরও পরমান্তর। মান্ধাতার তনয়াদিগের কথাপ্রসঙ্গে এই সৌভরি-চরিত কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি, এই সৌভরিচরিত স্মরণ, পাঠ বা শ্রবণ করিয়া, অবধারণ করিবে, তাহার আট জন্মপর্য্যন্ত দুর্ম্মতি, অধর্ম্ম ও মনের অসৎমার্গে অনুধাবন হইবে না এবং অশেষবিধ হেয় (সংসার) সমূহে তাহার মমত্ব জন্মিবে না। ইহার পর মান্ধাতার পুত্র-পৌত্রাদির বিবরণ বলিতেছি। মান্ধাতৃ-পুত্র অম্বরীষের যুবনাশ্ব নামে পুত্র হয়। তাঁহার পুত্র হরিত, এই হরিত হইতে হারীত আঙ্গিরস নামে ক্ষত্রিয়কুল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে রসাতলে ষট্‌কোটীসংখ্যক মৌনেয় নামক গন্ধর্ব্ব বাস করিত। তাহারা নাগকুলের প্রধান রত্নসমূহ ও আধিপত্য হরণ করে। তখন গন্ধর্ব্ববীর্য্যবিমানিত নাগগণ, নিদ্রাবসানে প্রবুদ্ধ, 'অনন্ত দেবেন্দ্র' প্রভৃতি স্তব শ্রবণে উন্মীলিত-পুণ্ডরীকনেত্র, জলশায়ী ভগবানের নিকট গমন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! এই গন্ধর্ব্ব হইতে উৎপন্ন আমাদের ভয় কি বিনষ্ট হইবে? তখন অনাদিপুরুষ পুরুষোত্তম ভগবান্ কহিলেন, যৌবনাশ্ব মান্ধাতার পুরুকুৎস নামা এক পুত্র আছে, আমি তাহার শরীরে প্রবেশ করিয়া অশেষ দুষ্ট গন্ধর্ব্বকুলের বিনাশ সাধন করিব। ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া নাগপতিগণ তাঁহাকে প্রণাম-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার রসাতলে

সা চৈনং রসাতলে নীতবতী। রসাতলগতশ্চাসৌ ভগবত্তেজসাপ্যায়িতাত্মবীর্য্যঃ সকলগন্ধর্ব্বান্ জঘান, পুনশ্চ স্বভবনমাজগাম। সকলপন্নগপতয়শ্চ নর্ম্মদায়ৈ বরং দদুঃ। যস্তেহনুস্মরণসমবেতং নামগ্রহণং করিষ্যতি তস্য সর্পবিষভয়ং ন ভবিষ্যতীতি ॥ ৯

অত্র শ্লোকঃ।

নর্ম্মদায়ৈ নমঃ প্রাতর্নর্ম্মদায়ৈ নমো নিশি।
নমোহস্তু নর্ম্মদে তুভ্যং রক্ষ মাং বিষসর্পতঃ ॥

ইত্যুচ্চার্য্যাহর্নিশমন্ধকারপ্রবেশে বা ন সর্পৈর্দশ্যতে ॥ ১০

ন চাপি কৃতানুস্মরণভুজো বিষমপি সুভুক্তমুপঘাতায় ভবিষ্যতি ॥ ১১

পুরুকুৎসায় চ ভবতঃ সন্ততিবিচ্ছেদো ন ভবিষ্যতীত্যুরগপতয়ো বরং দদুঃ ॥ ১২

পুরুকুৎসো নর্ম্মদায়াং ত্রসদস্যুমজীজনং। ত্রসদস্যুস্তঃ সম্ভূতঃ, ততোহনরণ্যস্তং রাবণো দিগ্বিজয়ে জঘান। অনরণ্যস্য পৃষদশ্বঃ পৃষদশ্বস্য হর্য্যশ্বঃ পুত্রোহভবং। ততশ্চ সুমনাঃ, তস্যাপি ত্রিধন্বা, ত্রিধন্বনস্ত্রয্যারুণঃ ॥ ১৩

তস্মাৎ সত্যব্রতঃ। সোহসৌ ত্রিশঙ্কুসংজ্ঞামবাপ, চণ্ডালতামুপগতশ্চ। দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং বিশ্বামিত্রকলত্রাপত্যপোষণার্থং চাণ্ডালপ্রতিগ্রহপরিহরণায় চ জাহ্নবীতীরে ন্যগ্রোধে মৃগমাংসমনুদিনং ববন্ধ ॥ ১৪

পরিতুষ্টেন চ বিশ্বামিত্রেণ সশরীরঃ স্বর্গমারোপিতঃ। ত্রিশঙ্কোর্হরিশ্চন্দ্রঃ। তস্মাৎ রোহিতাশ্বঃ। ততশ্চ হরিতঃ হরিতাচ্চঞ্চুঃ, চঞ্চোর্ব্বিজয়দেবৌ। রুরুকো বিজয়াৎ রুরুকস্য চ বৃকস্ততো বাহুঃ। যেহসৌ হৈহয়তালজঙ্ঘাদিভিরবজিতোহন্তর্ব্বত্ন্যা মহিষ্যা সহ বনং প্রবিবেশ ॥ ১৫

আগমন করত পুরুকুৎসের আনয়নের জন্য নর্ম্মদাকে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর নর্ম্মদা পুরুকুৎসকে রসাতলে লইয়া গেলেন। রাজা পুরুকুৎস রসাতলে গমনপূর্ব্বক ভগবানের তেজঃপ্রভাবে বর্দ্ধিতবীর্য্য হইয়া সকল গন্ধর্ব্বগণকে বিনাশ করিলেন ও পরে স্বভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন সকল পন্নগপতিগণ প্রসন্ন হইয়া নর্ম্মদাকে বর প্রদান করিলেন যে, যে ব্যক্তি (বক্ষ্যমাণ) শ্লোক সমবেত তোমার নাম গ্রহণ করিবে, তাহার সর্পভয় থাকিবে না। সেই শ্লোকটী এই,—প্রাতঃকালে নর্ম্মদাকে নমস্কার, রাত্রিকালে নর্ম্মদাকে নমস্কার। হে নর্ম্মদে! তোমাকে নমস্কার, আমাকে সর্পবিষ হইতে রক্ষা করিও। এই কথা উচ্চারণ করিয়া দিবসে বা রাত্রিতে অন্ধকারে প্রবেশ করিলেও সর্পে দংশন করিবে না। ১—১০। যে ব্যক্তি নর্ম্মদার অনুস্মরণ করিয়া বিষপান করে, তাহার উদরস্থ বিষও তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। উরগপতিগণ পুরুকুৎসকেও 'তোমার কখনই বংশচ্ছেদ হইবে না' এই বর দিলেন। পুরুকুৎস নর্ম্মদার গর্ভে ত্রসদস্যু নামে এক পুত্রোপাদন করেন। ত্রসদস্যুর পুত্র 'সম্ভূত'। তৎপুত্র অনরণ্য, দিগ্বিজয় কালে রাবণ এই অনরণ্যকে হনন করে। অনরণ্যের পুত্র পৃষদশ্ব, তৎপুত্র হর্য্যশ্ব, তৎপুত্র সুমনাঃ, তৎপুত্র ত্রিধন্বা, ত্রিধন্বার পুত্র ত্রয্যারুণ, ত্রয্যারুণের পুত্র সত্যব্রত, ইনিই ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হন ও চণ্ডালতা * প্রাপ্ত হন। এই সময় দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া অনাবৃষ্টি হয়; সেই সময় রাজা ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের পরিবার পরিপোষণ জন্য ও নিজের চণ্ডালতা পরিহারের নিমিত্ত জাহ্নবী তীরস্থ ন্যগ্রোধ বৃক্ষে প্রতিদিন মৃগমাংস বন্ধন করিয়া রাখিতেন। অনন্তর বিশ্বামিত্র পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করান। ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র, তৎপুত্র রোহিতাশ্ব, তৎপুত্র হরিত, তৎপুত্র চঞ্চু। চঞ্চুর দুই পুত্র, বিজয় ও বসুদেব; বিজয়ের পুত্র রুরুক, তৎপুত্র বৃক, তৎপুত্র

* পরিণীয়মানা ব্রাহ্মণকন্যাকে হরণ করা প্রযুক্ত ইহাঁর পিতা ইহাঁকে 'চণ্ডাল হও' বলিয়া শাপ প্রদান করেন।

তস্যাশ্চ সপত্ন্যা গর্ভস্তম্ভনায় গরো দত্তঃ। তেনাস্যা গর্ভঃ স সপ্তবর্ষাণি জঠর এব তস্থৌ। স চ বাহুর্বৃদ্ধভাবাদৌর্ব্বাশ্রমসমীপে মমার॥ ১৬

সা তস্য ভার্য্যা চিতাং কৃত্বা তমারোপ্যানুমরণকৃতনিশ্চয়াভূৎ। অথৈনামতীতানাগতবর্ত্তমানকালবেদী ভগবানৌর্ব্বঃ স্বস্মাদাশ্রমান্নির্য্যায়াব্রবীৎ, অলমেতেনাসদ্‌গ্রহেণ। অখিলভূমণ্ডলপতিরতিবীর্য্যপরাক্রমোঽনেকযজ্ঞকৃদরাতিপক্ষক্ষয়কর্ত্তা তবোদরে চক্রবর্ত্তী তিষ্ঠতি। মৈবং মৈবং সাহসাধ্যবসায়িনী ভবতী ভবতু, ইত্যুক্তা চ সা তস্মাদনুমরণনির্ব্বন্ধাৎ বিররাম॥ ১৭

তেনৈব ভগবতা স্বাশ্রমমানীয়ত। কতিপয়দিনান্তরে চ সহৈব তেন গরেণাতিতেজস্বী বালকো জজ্ঞে। তস্যৌর্ব্বো জাতকর্ম্মাদিকাং ক্রিয়াং নিষ্পাদ্য সগর ইতি নাম চকার। কৃতোপনয়নঞ্চৈনমৌর্ব্বো বেদান্ শাস্ত্রাণ্যশেষাণি অস্ত্রঞ্চাগ্নেয়ং ভার্গবাখ্যমধ্যাপয়ামাস। উৎপন্নবুদ্ধিশ্চ মাতরমপৃচ্ছৎ। অম্ব! কথমত্র বয়ম্? ক্ব বা তাতঃ? তাতোঽস্মাকং কঃ। ইত্যেবমাদি পৃচ্ছতঃ তন্মাতা সর্ব্বমবোচৎ। ততঃ পিতৃরাজ্যহরণামর্ষিতো হৈহয়তালজঙ্ঘাদিবধায় প্রতিজ্ঞামকরোৎ। প্রায়শশ্চ হৈহয়ান্ জঘান। শকযবন-কাম্বোজ-পারদ-পহ্লবা হন্যমানাস্তৎকুলগুরুং বশিষ্ঠং শরণং যযুঃ॥ ১৮

অথৈতান্ বসিষ্ঠো জীবন্মৃতকান্ কৃত্বা সগরমাহ, বৎস! বৎস! অলমেভিরতিজীবন্মৃতকৈরনুসৃতৈঃ॥ ১৯

এতে চ ময়ৈব ত্বৎপ্রতিজ্ঞাপরিপালনায় নিজধর্ম্মং দ্বিজসঙ্গপরিত্যাগং কারিতাঃ॥ ২০

বাহু। হৈহয় তালজঙ্ঘ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ এই বাহুকে পরাজয় করাতে তিনি মহিষীর সহিত বনে প্রবেশ করেন। পরে বনে মহিষীর গর্ভ হইলে, তাঁহার সপত্নী গর্ভস্তম্ভনের জন্য বিষ প্রদান করে। সেই বিষপ্রভাবে মহিষীর গর্ভস্থ জীব সাত বৎসর পর্য্যন্ত জঠরেই অবস্থান করেন। রাজা বাহুও বার্দ্ধক্য অবস্থায় নীত হইয়া অবশেষে ঔর্ব্ব নামক ঋষির আশ্রম নিকটে কালগ্রাসে পতিত হন। রাজমহিষীও চিতা রচনা করিয়া তাহাতে মৃত মহারাজকে আরোহণপূর্ব্বক সহমরণে কৃতনিশ্চয়া হইলেন। অনন্তর অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমানকাল-বৃত্তান্তবেত্তা ভগবান্ ঔর্ব্ব স্বকীয় আশ্রম হইতে নির্গমন করিয়া কহিলেন, হে সাধ্বি! আপনি এই অসদারম্ভ কেন করিতেছেন? আপনার উদরে অখিল ভূমণ্ডলপতি, চক্রবর্ত্তী, অতিবীর্য্যপরাক্রমশালী, অনেক যজ্ঞকর্ত্তা শত্রুপক্ষ-ক্ষয়কারী বালক অবস্থিতি করিতেছেন। আপনি এ প্রকার সাহস ও অধ্যবসায় করিবেন না—করিবেন না। ঋষি এই কথা বলিলে, রাজমহিষী সেই সহমরণ ব্যাপার হইতে নিবৃত্তা হইলেন। ভগবান্ ঔর্ব্ব তৎপরে তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে লইয়া গেলেন। কতিপয় দিনের মধ্যেই সেই বিষের সহিত অতিতেজস্বী বালক জন্মগ্রহণ করিল। ঔর্ব্ব সেই বালকের জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক তাহার 'সগর' এই নাম রাখিলেন। পরে সেই বালকের উপনয়ন হইলে, ঔর্ব্ব তাঁহাকে বেদ, অখিলশাস্ত্র ও ভার্গবাখ্য আগ্নেয় অস্ত্র শিক্ষা দিলেন। বালক পরিপক্ক-বুদ্ধি হইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! আমরা কেন এই তপোবনে রহিয়াছি, আমার পিতাই বা কোথায়? আর আমার পিতাই বা কে? বালক এই প্রকার নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, জননী তাঁহার নিকটে সকল অতীতবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। অনন্তর সগর, পিতার রাজ্যাপহরণে ক্রুদ্ধ হইয়া হৈহয় তালজঙ্ঘাদির বধার্থে প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর প্রায় সকল হৈহয় নৃপতিগণকে বিনষ্ট করিলেন। পরে শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ ও পহ্লবগণ তৎকর্ত্তৃক আহত হইয়া তাঁহার কুলগুরু বসিষ্ঠের শরণাপন্ন হইল। অনন্তর বসিষ্ঠ ইহাদিগকে জীবন্মৃতপ্রায় করিয়া সগরকে কহিলেন, বৎস! এই জীবন্মৃতগণের অনুসরণ করিয়া কি ফল হইবে? এই দেখ, আমি ইহাদিগকে তোমার

স তথেতি তদ্‌গুরুবচনমভিনন্দ্য তেষাং বেশান্যত্বমকারয়ৎ। যবনান্ মুণ্ডিতশিরসঃ অর্দ্ধমুণ্ডান্ শকান্ প্রলম্বকেশান্ পারদান্ পহ্লবাংশ্চ শ্মশ্রুধরান্ নিঃস্বাধ্যায়বষটকারান্ এতানন্যাংশ্চ ক্ষত্রিয়াংশ্চকার। তে চ নিজধর্ম্মপরিত্যাগাদ্‌ব্রাহ্মণৈশ্চ পরিত্যক্তা ম্লেচ্ছতাং যযুঃ। সগরোঽপি স্বমধিষ্ঠানমাগম্য অস্খলিতচক্রঃ সপ্তদ্বীপবতীমিমামুর্ব্বীং প্রশশাস ॥ ২১

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

কশ্যপদুহিতা সুমতির্বিদর্ভরাজতনয়া চ কেশিনী দ্বে ভার্য্যে সগরস্যাস্তাম্॥ ১

তাভ্যাঞ্চাপত্যার্থমারাধিত ঔর্ব্বঃ পরমেণ সমাধিনা বরমদাৎ॥ ২

একা বংশধরমেকং পুত্রম্ অপরা ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি জনয়িষ্যতীতি যস্যা যদভিমতং, গৃহ্যতাম্। ইত্যুক্তে কেশিনী, পুত্রমেকং, সুমতিঃ পুত্রসহস্রাণি ষষ্টিং বব্রে। তথেতি চ ঋষিণাভিহিতে অল্পৈরেবাহোভিরেকৈকমসমঞ্জসং নাম বংশধরং পুত্রমসূত কেশিনী। বিনতাতনয়ায়াস্তু সুমত্যাঃ ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণ্যভবন্। তস্মাদসমঞ্জসোঽংশুমান্ নাম কুমারো জজ্ঞে॥ ৩

স তু অসমঞ্জা বাল্যাদেবাপবৃত্তঃ। পিতা চাস্যাচিন্তয়ৎ অয়মতীতবাল্যো বুদ্ধিমান্ ভবিষ্যতীতি। অথ তত্রাপি বয়স্যতীতে তচ্চরিতমেবৈনং পিতা তত্যাজ॥ ৪

তান্যপি ষষ্টিঃ কুমারসহস্রাণি অসমঞ্জসশ্চরিতমনুচক্রুঃ॥ ৫

প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য স্বকীয় ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণসংসর্গ পরিত্যাগ করাইয়াছি; সুতরাং ইহারা জীবন্মৃত, তাহাতে আর সন্দেহ কি? রাজা সগর, "যে আজ্ঞা" এই বলিয়া গুরুবাক্যের অভিনন্দনপূর্ব্বক তাহাদের বিভিন্ন প্রকার বেশ করিয়া দিলেন। তিনি যবনগণের মস্তক মুণ্ডিত করিলেন, শকগণকে অর্দ্ধমুণ্ডিত করিলেন, পারদগণকে প্রলম্বমান-কেশযুক্ত করিলেন, পহ্লবগণকে শ্মশ্রুধারী করিলেন এবং ইহাদিগকে ও অন্যান্য তাদৃশ ক্ষত্রিয়গণকে স্বাধ্যায় ও বষট্‌কারবিহীন করিয়া দিলেন। তাহারা নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল বলিয়া ব্রাহ্মণগণও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন। সুতরাং তাহারা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর সগর রাজাও স্বপুরে আগমন করত অপ্রতিহত সৈন্যগণে বেষ্টিত হইয়া সপ্তদ্বীপবতী এই পৃথিবীকে শাসন করিতে লাগিলেন। ১১—২১।

চতুর্থাংশে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩॥

চতুর্থ অধ্যায়।

পরাশর কহিবেন,—কশ্যপ-দুহিতা সুমতি ও বিদর্ভ-রাজ-তনয়া কেশিনী, সগরের এই দুইটী পত্নী। এই পত্নীদ্বয় পুত্রলাভের জন্য পরম সমাধি দ্বারা ঔর্ব্ব মহর্ষির আরাধনা করিলে তিনি বর প্রদান করেন যে, তোমাদের মধ্যে একজন বংশধর এক পুত্র প্রসব করিবে, আর একজন ষষ্টিসহস্র পুত্র প্রসব করিবে, এই দুই বরের মধ্যে যাহার যাহাতে অভিরুচি হয়, তিনি সেই বর প্রার্থনা করুন। ঔর্ব্ব এই কথা বলিলে, কেশিনী একপুত্র প্রার্থনা করিলেন এবং সুমতি ষষ্টিসহস্র পুত্র প্রার্থনা করিলেন। "তাহাই হইবে" ঋষি এই কথা বলিলে, পরে অল্পদিনের মধ্যেই কেশিনী অসমঞ্জস নামে এক বংশধর পুত্র প্রসব করিলেন। বিনতা-তনয়া সুমতিরও কালক্রমে ষষ্টিসহস্র পুত্র জন্মিল। কেশিনী-তনয় অসমঞ্জার অংশুমান্ নামে এক পুত্র হয়। সেই অসমঞ্জা বাল্যকাল হইতে বড় দুর্ব্বৃত্ত ছিলেন; তাঁহার পিতা চিন্তা করিতেন,—অসমঞ্জা যৌবনকালে বুদ্ধিমান্ হইবেন। অনন্তর যৌবন অতীত হইলে তিনি সেই প্রকার অসচ্চরিত্র রহিলেন দেখিয়া, সগর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। সগর রাজার অপর ষষ্টিসহস্র পুত্রও অসমঞ্জার চরিত্রের অনুকরণ

ততশ্চাসমঞ্জসচরিতানুকারিভিঃ সাগরৈরপধ্বস্তযজ্ঞাদিসন্মার্গে জগতি দেবাঃ সকলবিদ্যাময়মসংস্পৃষ্টমশেষদোষৈর্ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্যাংশভূতঃ কপিলর্ষিং প্রণম্য তদর্থমূচুঃ॥ ৬

ভগবন্ এভিঃ সগরতনয়ৈরসমঞ্জসচরিতমনুগম্যতে, কথমেবমেভিরনুসরদ্ভির্জগদ্ভবিষ্যতীত্যার্ত্তজগৎপরিত্রাণায় চ ভগবতোঽত্র শরীরগ্রহণম্। ইত্যাকর্ণ্য ভগবান্, অল্পৈরেব দিনৈরেতে বিনঙ্ক্ষ্যন্তি ইত্যুক্তবান্॥ ৭

তত্রান্তরে চ সগরো হয়মেধমারেভে। তত্র তৎপুত্রৈরধিষ্ঠিতমস্যাশ্বং কোঽপ্যপহৃত্য ভুবো বিবরং প্রবিবেশ॥ ৮

ততশ্চাশ্বান্বেষণায় তনয়ান্ যুযোজ। ততস্তেতনয়াশ্চাশ্বখুরপদবীমনুসরন্তোঽতিনির্ব্বন্ধেন বসুধাতলমেকৈকো যোজনং যোজনমবনেশ্চখান॥৯

পাতালে চাশ্বং পরিভ্রমন্তমবনীপতিনন্দনাস্তে দদৃশুঃ। নাতিদূরস্থিতঞ্চ ভগবন্তমপঘনে শরৎকালেঽর্কমিব তেজোভিরনবরতমূর্দ্ধমধশ্চাশেষদিশশ্চোদ্ভাসয়মানং কপিলর্ষিমপশ্যন্॥১০

ততশ্চোদ্যতায়ুধা দুরাত্মায়মস্মদপকারী যজ্ঞবিঘাতকর্ত্তা হয়হর্ত্তা হন্যতাং হন্যতামিত্যধাবন্। ততশ্চ তেনাপি ভগবতা কিঞ্চিদীষৎপরিবর্ত্তিতলোচনেন বিলোকিতাঃ স্বশরীরসমুত্থেনাগ্নিনা দহ্যমানা বিনেশুঃ॥ ১১

সগরোঽপ্যনুগম্যাশ্বানুসারি তৎ পুত্রবলমশেষং পরমর্ষিকপিলতেজসা দগ্ধমংশুমন্তমসমঞ্জসঃ পুত্রমশ্বানয়নায় চোদয়ামাস॥ ১২

স তু সগরতনয়খাতমার্গেণ কপিলমুপগম্য ভক্তিনম্রস্তথা তথা চ তুষ্টাব। যথৈনং ভগবানাহ,

করিল। তখন অসমঞ্জার চরিত্রানুকারী সগরতনয়গণ জগতে যজ্ঞাদি সন্মার্গ বিনষ্ট করিতেছে দেখিয়া দেবগণ, সকল বিদ্যাময় অশেষদোষে নির্লিপ্ত ভগবান্ পুরুষোত্তম-অংশভূত কপিল ঋষিকে প্রণাম করিয়া সেই বিষয়ের জন্য বলিলেন, হে ভগবন্! এই সকল সগরতনয়গণ অসমঞ্জার চরিত্রের অনুগমন করিতেছে, এই সকল অসন্মার্গানুসারী সগরতনয়গণ থাকিলে জগতের কি দশা হইবে? হে ভগবন্! আর্ত্তজনগণের পরিত্রাণের জন্যই আপনার শরীরধারণ হইয়াছে। ভগবান্ কপিল এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, অল্প দিনের মধ্যেই ইহারা বিনষ্ট হইবে। সেই সময়ে সগর রাজা, অশ্বমেধ যজ্ঞের আরম্ভ করেন। সেই যজ্ঞে সগরপুত্রগণ যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষক ছিল। একদিন সেই যজ্ঞীয় অশ্বকে, কোনও এক ব্যক্তি অপহরণ করিয়া ভূমধ্যে প্রবেশ করিল। সগর তনয়গণকে অশ্বান্বেষণের জন্য নিযুক্ত করিলেন। পরে অশ্বান্বেষণে নিযুক্ত সগরতনয়গণ অতিনির্ব্বন্ধ সহকারে অশ্বখুর-চিহ্নিত পথের অনুসরণ করিতে করিতে এক এক জনে, এক এক যোজন বসুধাপৃষ্ঠ খনন-পূর্ব্বক সকলেই পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই সগরপুত্রগণ, পাতালে সেই অশ্ব পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা দেখিতে পাইল। আরও দেখিল যে, অশ্বের অনতিদূরে কপিল বিরাজমান; ভগবান্ কপিল ঋষি, শরৎকালের নির্ম্মল আকাশস্থিত সূর্য্যের ন্যায় অবিরত স্বতেজোনিকর দ্বারা ঊর্দ্ধ, অধঃ ও অষ্টদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া বসিয়া ছিলেন। ১—১০।
অনন্তর সগরতনয়গণ, আয়ুধ উদ্যত করিয়া "এই দুরাত্মা আমাদের অপকারী, এই ব্যক্তিই যজ্ঞবিঘাতের জন্য অশ্ব চুরি করিয়াছে, ইহাকে হনন কর—হনন কর" এই প্রকার বলিতে বলিতে, সেই কপিলমুনির দিকে অভিধাবিত হইল; তখন, সেই ভগবান্ মহর্ষি কপিল, নয়ন ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া তাঁহাদিগকে দেখিলেন। দর্শনকালে তাঁহার শরীর-সমুদ্ভূত বহ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া সগরতনয়গণ বিনষ্ট হইল। সগর রাজা, সেই অশ্বানুগমনকারী পুত্রগণ, পরমর্ষি কপিলতেজে দগ্ধ হইয়াছে, ইহা জানিয়া অসমঞ্জার পুত্র অংশুমান্‌কে অশ্বানয়নের জন্য প্রেরণ করিলেন। তখন, অংশুমান্ সেই সগরতনয়গণ-কৃত পথ দ্বারা, মহর্ষি কপিলের নিকট গমনপূর্ব্বক, ভক্তিনম্রভাবে তাহার স্তব

গচ্ছৈনং পিতামহায়াশ্বং প্রাপয় বরং বৃণীষ চ পুত্র পৌত্রশ্চ তে স্বর্গাদ্গঙ্গামানয়িষ্যতীতি ॥ ১৩

অথাংশুমানপি ব্রহ্মদণ্ডহতানামস্মৎপিতৃণাং স্বর্গায় স্বর্গাযোগ্যানাং স্বর্গপ্রাপ্তিকরং বরমস্মাকং ভগবান্ প্রযচ্ছতু ইত্যাহ ॥ ১৪

তঞ্চাহ ভগবান্ উক্তমেবৈতন্ময়া পৌত্রস্তে ত্রিদিবাদ্গঙ্গাং ভুবমানয়িষ্যতীতি। তদম্ভসা সংস্পৃষ্টেষস্থিভস্মস্বেতে স্বর্গমারোক্ষ্যন্তি ভগবদ্বিষ্ণুপাদাঙ্গুষ্ঠবিনির্গতজলস্য হি তন্মাহাত্ম্যং যন্ন কেবলমভিসন্ধিপূর্ব্বকং স্নানাদ্যুপভোগেষূপকারকমনভিসংহিতমপ্যপেতপ্রাণস্যাস্থিচর্ম্মস্নায়ুকেশাদ্যুৎস্পৃষ্টং শরীরজং যদ্ভূপতিতং সদ্যঃ শরীরিণং স্বর্গং নয়তীত্যুক্তঃ প্রণম্য চ ভগবতে অশ্বমাদায় পিতামহযজ্ঞমাজগাম ॥ ১৫

সগরোঽপ্যশ্বমাদায় তং যজ্ঞং সমাপয়ামাস সাগরং চাত্মজপ্রীত্যা পুত্রত্বে কল্পয়ামাস ॥ ১৬

তস্যাপ্যংশুমতো দিলীপঃ পুত্রোঽভবৎ। দিলীপস্যাপি ভগীরথঃ যোঽসৌ গঙ্গাং স্বর্গাদিহানীয় ভাগীরথীসংজ্ঞাং চকার ॥ ১৭

ভগীরথাৎ শ্রুতঃ তস্যাপি নাভাগঃ ততোঽপ্যম্বরীষঃ তস্মাৎ সিন্ধুদ্বীপঃ তস্যাপ্যযুতাশ্বঃ তৎপুত্র ঋতুপর্ণো নলসহায়োঽক্ষহৃদয়জ্ঞোঽভূৎ ॥

ঋতুপর্ণপুত্রঃ সর্ব্বকামঃ তত্তনয়ঃ সুদাসঃ সুদাসাৎ সৌদাসো মিত্রসহনামা ॥ ১৯

যোঽসাবটব্যাং মৃগয়াগতো ব্যাঘ্রদ্বয়মপশ্যৎ॥২০

তাভ্যাঞ্চ তদ্বনমপমৃগং কৃতম্ ॥ ২১

স চৈকং তয়োর্ব্বাণেন জঘান ॥ ২২

ম্রিয়মাণশ্চাসাবতিভীষণাকৃতিরতিকরালবদনো রাক্ষসোঽভবৎ ॥ ২৩

দ্বিতীয়োঽপি প্রতিক্রিয়াং তে করিষ্যামীত্যুক্ত্বা অন্তর্দ্ধানং জগাম ॥ ২৪

কালেন গচ্ছতা স সৌদাসো যজ্ঞময়জৎ পরিনিষ্ঠিতযজ্ঞে চাচার্য্যবসিষ্ঠে নিষ্ক্রান্তে তদ্রক্ষো

করিতে লাগিলেন। সেই স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান্ মহর্ষি কপিল কহিলেন, বৎস! গমন কর, পিতামহকে এই অশ্ব প্রদান কর; হে পুত্র! বর প্রার্থনা কর, তোমার পৌত্র স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে আনয়ন করিবে। অনন্তর অাংশুমান্ও বর প্রার্থনা করিলেন যে, ব্রহ্মদণ্ডহত অতএব স্বর্গাযোগ্য আমার এই পিতৃব্যগণের স্বর্গপ্রাপ্তিকর বর, ভগবান্ প্রদান করুন। তখন ভগবান্ কপিল তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! আমি ইহা পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, তোমার পৌত্র স্বর্গ হইতে গঙ্গা আনয়ন করিবে। সেই গঙ্গাজল দ্বারা ইহাদের অস্থিসকল স্পৃষ্ট হইলে ইহারা স্বর্গারোহণ করিবে। ভগবান্ বিষ্ণুর পাদাঙ্গুষ্ঠ বিনির্গত জলের ইহাই মাহাত্ম্য যে, কেবল কামনাপূর্ব্বক তাহাতে স্নানাদি করিলেই যে উপকার হয়, তাহা নহে, অকালেও বিগত-প্রাণের ভূপতিত, পরিত্যক্ত শরীরজ অস্থিচর্ম্ম-স্নায়ুকেশাদিও ইহাতে পতিত হইলে, ইহা শরীরীকে স্বর্গারোহণ করাইয়া থাকে। ঋষি এই কথা বলিলে পর, অংশুমান্, ভগবান্ কপিলকে প্রণাম করিয়া অশ্ব গ্রহণপূর্ব্বক, পিতামহযজ্ঞে আগমন করিলেন। সগর রাজাও অংশুমানের নিকট হইতে অশ্ব গ্রহণ করিয়া সেই যজ্ঞ সমাপন করিলেন ও আত্মজ-প্রীতিপ্রযুক্ত অংশুমান্কেই পুত্রত্বে কল্পনা করিলেন। অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ, ইনিই স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে আনয়ন করেন, বলিয়া গঙ্গার নাম ভাগীরথী হয়। ভগীরথের পুত্র শ্রুত, তৎপুত্র নাভাগ, তৎপুত্র অম্বরীষ, তৎপুত্র সিন্ধুদ্বীপ, তাঁহার পুত্র অযুতাশ্ব, তৎপুত্র ঋতুপর্ণ; ইনি নলের সহায় ও অক্ষক্রীড়ায় পারদর্শী ছিলেন। ঋতুপর্ণের পুত্র সর্ব্বকাম, তৎপুত্র সুদাস, তৎপুত্রের নাম সৌদাস মিত্রসহ। এই মিত্রসহ একদিন মৃগয়ায় গিয়া বনমধ্যে ব্যাঘ্রদ্বয় অবলোকন করেন।১১—২০। ঐ ব্যাঘ্রদ্বয় বনের সকল মৃগই ভক্ষণ করিয়াছিল। রাজা মিত্রসহ সেই ব্যাঘ্রদ্বয়ের একটীকে বাণ দ্বারা নিহত করিলেন। মরণকালে, ঐ ব্যাঘ্র অতি ভীষণাকৃতি করালবদন রাক্ষসরূপ ধারণ করিল। দ্বিতীয় ব্যাঘ্র, "তোমার প্রতিক্রিয়া করিব" এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইল। কিছুকাল পরে ঐ সৌদাস রাজা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। অনন্তর আচার্য্য

বসিষ্ঠরূপমাস্থায় যজ্ঞাবসানে মম সমাংসং ভোজনং দেয়ং তৎ সংস্ক্রিয়তাং ক্ষণাদিহাগমিষ্যামীত্যুক্ত্বা নিষ্ক্রান্তঃ॥ ২৫

ভূয়শ্চ সূদবেশং কৃত্বা রাজাজ্ঞয়া মানুষমাংসং সংস্কৃত্য রাজ্ঞে ন্যবেদয়ং। অসাবপি হিরণ্যপাত্রস্থিতং মাংসমাদায় বসিষ্ঠাগমনপ্রতীক্ষোঽভবং॥ ২৬

আগতায় চ বসিষ্ঠায় নিবেদিতবান্ স চাচিন্তয়ং, অহো রাজ্ঞোঽস্য দৌঃশীল্যম্ যেনৈতন্মাংসমস্মাকং প্রযচ্ছতি। কিমেতদ্দ্রব্যজাতমিতি ধ্যানপরোঽভূৎ, অপশ্যচ্চ তন্মানুষমাংসম্। ততশ্চ ক্রোধকলুষীকৃতচেতা রাজানং প্রতি শাপমুৎসসর্জ্জ, যস্মাদভোজ্যমস্মদ্বিধানাং তপস্বিনাম্ অবগচ্ছন্নপি ভবান্ মহ্যং দদাতি, তস্মাত্তবৈবাত্র লোলুপা বুদ্ধির্ভবিষ্যতীতি॥ ২৭

অনন্তরঞ্চ তেনাপি, ভগবতৈবাভিহিতোঽস্মীত্যুক্তঃ, কিং কিং ময়ৈবাভিহিতম্ ইতি পুনরপি সমাধৌ তস্থৌ॥ ২৮

সমাধিবিজ্ঞানাবগতার্থশ্চাস্যানুগ্রহং চকার, নাত্যন্তমেতৎ, দ্বাদশাব্দং ভবতো ভোজনং ভবিষ্যতীতি॥ ২৯

অসাবপি তু প্রগৃহ্যোদকাঞ্জলিং মুনিশাপপ্রদানায়োদ্যতো ভগবানস্মদ্গুরুঃ, নার্হস্যেবং কুলদেবতাভূতমাচার্য্যং শপ্তুমিতি স্বপত্ন্যা মদয়ন্ত্যা প্রসাদিতঃ শস্যাম্বুদরক্ষার্থং তচ্ছাপাম্বু নোর্ব্ব্যাং নাকাশে চিক্ষেপ তেনৈব স্বপাদৌ সিষেচ॥ ৩০

তেন ক্রোধশৃতেনাম্ভসা দগ্ধচ্ছায়ৌ তৎপাদৌ কল্মষতামুপগতৌ॥ ৩১

বসিষ্ঠ যজ্ঞ সমাপন করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলে, সেই রাক্ষস বসিষ্ঠরূপ গ্রহণপূর্ব্বক, "যজ্ঞাবসানে আমাকে মাংসের সহিত ভোজন করান কর্ত্তব্য, সেই জন্য অন্নাদির সংস্কার কর, আমি ক্ষণকাল মধ্যেই আগমন করিতেছি" রাজাকে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার নিষ্ক্রান্ত হইল। পরে রন্ধনকারীর বেশ ধারণ করিয়া রাজাজ্ঞাগ্রহণপূর্ব্বক মনুষ্য-মাংস রন্ধন করত রাজাকে নিবেদন করিল। রাজা সৌদাসও সেই মাংস সুবর্ণপাত্রে রাখিয়া বসিষ্ঠাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বসিষ্ঠ আগমন করিলে, রাজা তাঁহাকে ঐ মাংস নিবেদন করিলেন। তখন বসিষ্ঠ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—অহো! এই রাজার কি দুঃশীলতা! জানিয়াও এই মাংস প্রদান করিল! পরে, এই সকল দ্রব্য কি?" ইহা জানিবার জন্য তিনি ধ্যানপর হইলেন ও ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন যে,তাহা মনুষ্য-মাংস। অনন্তর তিনি ক্রোধবশে কলুষীকৃত-চিত্ত হইয়া রাজার প্রতি শাপ দিলেন যে, অপনি জানিতে পারিয়াও যে কারণ আমাদের ন্যায় তপস্বিগণের অভোজ্য এই অন্ন আমাকে প্রদান করিতেছেন, সেই জন্য আপনার বুদ্ধি নরমাংসলোলুপ হইবে, অর্থাৎ আপনি রাক্ষস হইবেন। অনন্তর রাজা কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনিই আমাকে এই প্রকার করিতে বলিয়াছেন। এই কথা শ্রবণান্তে বসিষ্ঠ,—কি কি?—আমি বলিয়াছি,—এই বলিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানপর হইলেন। অনন্তর বসিষ্ঠ সমাধিবলে সকল বিষয় জানিতে পারিয়া, রাজার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন ও কহিলেন, বহুদিনের জন্য আপনার নরমাংস ভোজন করিতে হইবে না, দ্বাদশ বৎসর মাত্র আপনার নরমাংস ভোজন করিতে হইবে। তখন রাজাও অঞ্জলি পূরিয়া জলগ্রহণপূর্ব্বক বসিষ্ঠকে শাপ প্রদানে উদ্যত হইলেন। সেই সময় তাঁহার পত্নী, মদয়ন্তী—"কি করেন! ভগবান্ বসিষ্ঠ আমাদিগের গুরু; এই প্রকারে কুলদেবতাস্বরূপ আচার্য্যকে শাপপ্রদান করা কর্ত্তব্য নহে"—এই বলিয়া তাঁহাকে প্রসাদিত করিলেন। তখন অঞ্জলিস্থিত সেই শাপ-জল, পৃথিবীতে বা আকাশে নিক্ষেপ করিলে শস্য ও মেঘ নষ্ট হইবে, এই বিবেচনায় রাজা, সেই জল স্বকীয় চরণদ্বয়ে সেচন করিলেন। ২১—৩০। সেই ক্রোধাগ্নিতপ্ত জল সংস্পর্শে তাঁহার পাদদ্বয় বিনষ্টকান্তি হইয়া কল্মাষবর্ণ (কৃষ্ণপাণ্ডুবর্ণ) ধারণ করিল। এই কারণে তাঁহার নাম

ততশ্চ স কল্মাষপাদসংজ্ঞামবাপ, বসিষ্ঠ-শাপাচ্চ ষষ্ঠে কালে রাক্ষসভাবমুপেত্যাটব্যাং পর্যটন্ অনেকশো মানুষানভক্ষয়ৎ ॥ ৩২

একদা তু কঞ্চিন্মুনিমৃতুকালে ভার্য্যয়া সহ সঙ্গতং দদর্শ ॥ ৩৩

তয়োশ্চ তমতিভীষণং রাক্ষসমবলোক্য ত্রাসাং প্রধাবিতয়োর্দম্পত্যোর্ব্রাহ্মণং জগ্রাহ ॥৩৪

ততঃ সা ব্রাহ্মণী বহুশস্তং যাচিতবতী, প্রসীদেক্ষ্বাকুকুলতিলকভূতস্ত্বং মহারাজ-মিত্রসহো ন রাক্ষসঃ। নার্হসি স্ত্রীধর্ম্মসুখাভিজ্ঞো মষ্য-কৃতার্থায়ামিমং মদ্ভর্ত্তারমত্তুমিত্যেবং বহুপ্রকারং তস্যাং বিলপন্ত্যাং ব্যাঘ্রঃ পশুমিব তং ব্রাহ্মণ-মভক্ষয়ৎ ॥ ৩৫

ততশ্চাতিকোপসমন্বিতা ব্রাহ্মণী তং রাজানং, যস্মাদেবং ময্যতৃপ্তায়াং ত্বয়ায়ং মৎপতির্ভক্ষিতঃ, তস্মাৎ ত্বমপ্যন্তমবলোপভোগপ্রবৃত্তৌ প্রাপ্স্যসি, ইতি শশাপাগ্নিং প্রবিবেশ চ ॥ ৩৬

ততস্তস্য দ্বাদশাব্দপর্য্যয়ে বিমুক্তশাপস্য স্ত্রীবিষয়াভিলাষিণো মদয়ন্তী স্মারয়ামাস ॥ ৩৭

ততশ্চ পরমসৌ স্ত্রীসম্ভোগং তত্যাজ। বসিষ্ঠশ্চ অপুত্রিণা রাজ্ঞা পুত্রার্থমভ্যর্থিতো মদয়ন্ত্যাং গর্ভাধানং চকার। যদা চ সপ্ত বর্ষা-ণ্যসৌ গর্ভো ন জজ্ঞে, ততস্তং গর্ভমশ্মনা সা দেবী জঘান। পুত্রশ্চাজায়ত। তস্য চাশ্মক-এব নামাভবৎ। অশ্মকস্য মূলকো নাম পুত্রোঽভবৎ। যোঽসৌ নিঃক্ষত্রেঽস্মিন্ ক্ষ্মাতলে ক্রিয়মাণে স্ত্রীভির্বিবস্ত্রাভিঃ পরিবার্য্য রক্ষিতঃ। ততস্তং নারীকবচমুদাহরন্তি। মূলকাৎ দশরথঃ তস্মাদিলিবিলঃ ততশ্চ বিশ্বসহঃ তস্মাচ্চ খট্বাঙ্গো দিলীপঃ। যোঽসৌ দেবাসুরাণাং সংগ্রামে দেবতাভিরভ্যর্থিতোঽসুরান্ জঘান। স্বর্গে চ কৃতপ্রিয়ৈর্দেবৈর্ব্বরার্থং চোদিতঃ প্রাহ যদ্যবশ্যং

কল্মাষপাদ হইল। পরে, বসিষ্ঠ শাপবশে রাজা তৃতীয় দিবসে রাক্ষসরূপী হইয়া বনে পর্য্যটন করত অনেক মানুষ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ রাক্ষসরূপী রাজা একদিন ঋতু-কালে দয়িতা-সঙ্গত এক ব্রাহ্মণ দর্শন করি-লেন। তখন অতিভীষণ রাক্ষস দেখিয়া অতি-ত্রাসে পলায়ন-পরায়ণ সেই দম্পতীর মধ্যে তিনি ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণী তাঁহার নিকট অনেক যাচ্ঞা করিতে লাগিল যে,—হে মহারাজ! প্রসন্ন হও, তুমি ইক্ষ্বাকু-কুলের তিলকস্বরূপ মহারাজ মিত্রসহ, রাক্ষস নহ। তুমি স্ত্রীধর্ম্মসুখে অভিজ্ঞ; আমাতে অপূর্ণ-মনোরথ আমার এই ভর্ত্তাকে ভক্ষণ করা তোমার উচিত নহে, এই প্রকারে ব্রাহ্মণী বহু বিলাপ করিলেও রাজা তাহা শ্রবণ না করিয়া, ব্যাঘ্র যে প্রকার পশুকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ সেই ব্রাহ্মণকে ভোজন করিলেন। তখন অতি কোপসমন্বিতা ব্রাহ্মণী রাজাকে পাশপ্রদান করিল যে "আমার তৃপ্তি হইতে না হইতেই তুমি আমার পতিকে ভক্ষণ করিলে, এই কারণে তুমি স্ত্রীসম্ভোগে প্রবৃত্ত হইলেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।" ব্রাহ্মণী এইরূপ শাপপ্রদান করিয়া অগ্নি প্রবেশ করিল। অনন্তর দ্বাদশবৎসর অতীত হইলে রাজা বিমুক্তশাপ হইয়া স্ত্রী-সম্ভোগে অভিলাষী হইলে, তাঁহার স্ত্রী মদয়ন্তী তাঁহাকে ব্রাহ্মণীশাপের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, সেই অবধি রাজা স্ত্রীসম্ভোগ পরিত্যাগ করি-লেন। পরে অপুত্র রাজার প্রার্থনানুসারে, বসিষ্ঠ মদয়ন্তীর গর্ভাধান করিলেন। পরে সপ্তমবর্ষ অতীত হইল, তথাপি গর্ভস্থ বালক ভূমিষ্ঠ হইল না দেখিয়া, দেবী মদয়ন্তী প্রস্তর দ্বারা গর্ভে আঘাত করিলেন, তখন পুত্র জন্মিল। সেই পুত্রের নাম অশ্মক হইল। অশ্মকের মূলক নামে পুত্র হইল। এই সময় পরশুরাম, পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বিবস্ত্র স্ত্রীগণ মূলককে পরিবেষ্টন করিয়া রক্ষা করেন, সেই জন্য তাঁহাকে নারীকবচ বলিয়া থাকে। মূলকের পুত্র দশরথ। তৎপুত্র ইলিবিল, তৎপুত্র বিশ্বসহ, তৎপুত্র খট্বাঙ্গ-দিলীপ। এই খট্বাঙ্গ দিলীপ দেবাসুর-সংগ্রামে দেবগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া অসুরগণকে বিনাশ করেন। তখন স্বর্গস্থ দেবগণ, প্রিয়-

বরো গ্রাহ্যস্তন্মমায়ুঃ কথ্যতামিতি। অনন্তরকৈতৈরুক্তম্ একমুহূর্ত্তপ্রমাণমায়ুঃ। ইত্যুক্তোঽস্খলিতগতিনা বিমানেনলঘিমগুণো মর্ত্ত্যলোকমাগমেদ্যমাহ, যথা ন ব্রাহ্মণেভ্যঃ সকাশাদাত্মাপি মে প্রিয়তরো ন চাপি স্বধর্ম্মোল্লঙ্ঘনং ময়া কদাচিদপ্যনুষ্ঠিতম্ ন চ সকলদেবমানুষপশুবৃক্ষাদিকেঽপ্যচ্যুতব্যতিরেকবতী দৃষ্টির্মমাভূৎ তথা তমেব দেবং মুনিজনানুস্মৃতং ভগবন্তমস্খলিতগতিঃ প্রাপয়েয়মিত্যশেষদেবগুরৌ ভগবত্যনির্দ্দেশ্যবপুষি সত্তামাত্রা ন্যস্যাত্মানং পরমাত্মনি বাসুদেবে যুযোজ, তত্রৈব লয়মবাপ॥ ৩৮

তত্রাপি শ্রূয়তে শ্লোকো গীতঃ সপ্তর্ষিভিঃ পুরা।
খট্টাঙ্গেন সমো নান্যঃ কশ্চিদুর্ব্ব্যাং ভবিষ্যতি॥
যেন স্বর্গাদিহাগত্য মুহূর্ত্তং প্রাপ্য জীবিতম্।
ত্রয়োঽভিসংহিতা লোকা বুদ্ধ্যা দানেন চৈব হি॥

খট্টাঙ্গতো দীর্ঘবাহুঃ পুত্রোঽভবৎ। ততো রঘুঃ, তস্মাদপ্যজঃ অজাৎ দশরথঃ দশরথস্যাপি শ্রীভগবানব্জনাভো জগৎস্থিত্যর্থমাত্মাংশেন রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নরূপিণা চতুর্দ্ধা পুত্রত্বমযাসীৎ॥

রামোঽপি বাল এব বিশ্বামিত্রযজ্ঞরক্ষণায় গচ্ছন্ তাড়কাং জঘান॥ ৪১

যজ্ঞে চ মারীচমিষুপাতাহতং দূরং চিক্ষেপ সুবাহুপ্রমুখাংশ্চ ক্ষয়মনয়ৎ। সন্দর্শনমাত্রেণ এব অহল্যামপাপাং চকার। জনকগৃহে চ মাহেশ্বরং চাপমনায়াসেনৈব বভঞ্জ সীতাঞ্চাযোনিজাং জনকরাজতনয়াং বীর্য্যশুল্কাং লেভে॥৪২

সকলক্ষত্রক্ষয়কারিণমশেষহৈহয়কুলকেতুভূতঞ্চ পরশুরামমপাস্তবীর্য্যবলাবলেপং চকার॥ ৪৩

পিতৃবচনাচ্চাগণিতরাজ্যাভিলাষো ভ্রাতৃভার্য্যাসমন্বিতো বনং বিবেশ॥ ৪৪

কারী বলিয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে, তিনি বলিলেন,—যদি আমাকে নিতান্তই বর গ্রহণ করিতে হয়, তবে এই আমার বর যে, "আপনারা বলুন, আমি কতকাল বাঁচিব?" অনন্তর দেবগণ কহিলেন, আপনার এক মুহূর্ত্ত-প্রমাণ আয়ু অবশিষ্ট আছে। দেবগণ এই কথা বলিলে খট্টাঙ্গদিলীপ, অস্খলিতগতি দেব-রথে আরোহণপূর্ব্বক অতি শীঘ্রগতিতে মর্ত্ত্য-লোকে আগমন করিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন যে, "যেমন ব্রাহ্মণগণ হইতে আমার আত্মাও প্রিয়তর নহে, যেমন আমি কখনই স্বধর্ম্মোল্লঙ্ঘন করি নাই, যে প্রকার আমার দৃষ্টি দেব, মানুষ, পশু, বৃক্ষ প্রভৃতিতেও অচ্যুতভেদ উপলব্ধি করে নাই, সেই প্রকারে আমি অদ্য অস্খলিত-জ্ঞানে সেই মুনি-জনানুস্মৃত দেব ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হই" এইরূপ বলিতে বলিতে রাজা খট্টাঙ্গদিলীপ, সেই অশেষগুরু, অনির্দ্দেশ্যশরীর, সত্তামাত্র স্বরূপ পরমাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে, আত্মার যোগ করিলেন ও ভগবান্ বাসুদেবেই বিলীন হইয়া গেলেন। সপ্তর্ষিগণ পুরাকালে, এই খট্টাঙ্গ-দিলীপ সম্বন্ধে এক শ্লোক গান করিয়াছেন। সে শ্লোক এই যে, "পৃথিবীতে খট্টাঙ্গ সদৃশ অপর কেহই জন্মিবে না। এই খট্টাঙ্গ মুহূর্ত্তকাল মাত্র আয়ুঃ জানিতে পারিয়া স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আগমনপূর্ব্বক জ্ঞানরূপ অর্পণ দ্বারা ত্রিলোকই বাসুদেবে প্রবিলাপিত করেন"। খট্টাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু নামা, তৎপুত্র রঘু, তৎপুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ, এই দশরথের ঔরসে ভগবান্ পদ্মনাভ রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নরূপ চারিভাগে স্বীয় অংশে জন্মগ্রহণ করেন। ৩১—৪০। রামচন্দ্র বাল্যাবস্থাতেই বিশ্বামিত্র-যজ্ঞরক্ষণের জন্য গমন করিতে করিতে পথেই তাড়কা নামে রাক্ষসীকে বিনাশ করেন। তিনি বিশ্বামিত্রযজ্ঞে মারীচকে বাণপাতে আহত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন, সুবাহু-প্রমুখ রাক্ষস-গণকে বিনাশ করেন ও অহল্যাকে দর্শনমাত্রই অপাপা করেন। অনন্তর জনক-গৃহে অনায়াসেই মহেশ্বরের ধনুর্ভঙ্গ করেন ও অযোনিজা জনক-রাজতনয়া সীতাকে, বীর্য্যের শুল্কস্বরূপ, পত্নীত্বে গ্রহণ করেন। রামচন্দ্র বিবাহানন্তর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে, পথে যে সকল ক্ষত্রিয়ক্ষয়কারী, অশেষ হৈহয়কুলের কেতুস্বরূপ পরশুরামের বীর্য্য ও বলজনিত গর্ব্বকে খর্ব্ব করিলেন এবং

বিরাধখরদূষণাদীন্ কবন্ধবালিনৌ চ জঘান। বদ্ধা চাম্ভোনিধিম্ অশেষরাক্ষসকুলক্ষয়ং কৃত্বা দশাননাপহৃতাং তদ্বধাপহতকলঙ্কামপ্যনলপ্রবেশ-শুদ্ধামশেষদেবেশসংস্তূয়মানাং সীতাং জনকরাজ-তনয়ামযোধ্যামানিন্যে॥ ৪৫

ভরতোঽপি গন্ধর্ব্ববিষয়সাধনায়োগ্রগন্ধর্ব্ব-কোটীস্তিস্রো জঘান। শত্রুঘ্নেনাপ্যমিতবলপরা-ক্রমো মধুপুত্রো লবণো নাম রাক্ষসেশ্বরো নিহতো মথুরা চ নিবেশিতা। ইত্যেবমাদ্য-তুল-বলপরাক্রম-বিক্রমণৈরতিদুষ্টনিবর্হণৈরশেষ-স্যাস্য জগতো নিষ্পাদিতস্থিতয়ো রামলক্ষ্মণভরত-শত্রুঘ্নাঃ পুনর্দ্দিবমারূঢ়াঃ। যেঽপি তেষু ভগ-বদংশেষনুরাগিণঃ। কোশলনগরজনপদাস্তেঽপি তন্মনসস্তৎসালোকতামবাপুঃ॥ ৪৬

রামস্য তু কুশলবৌ পুত্রৌ লক্ষ্মণস্যাঙ্গদচন্দ্র-কেতূ, তক্ষপুষ্করৌ ভরতস্য, সুবাহুশূরসেনৌ চ শত্রুঘ্নস্য॥ ৪৭

কুশস্যাতিথিঃ অতিথেরপি নিষধঃ পুত্রোঽ-ভবৎ। নিষধস্যাপি নলঃ তস্যাপি নভাঃ নভসঃ পুণ্ডরীকঃ তত্তনয়ঃ ক্ষেমধন্বা তস্য চ দেবানীকঃ। তস্যাপ্যহীনগুঃ (ততো রূপঃ) ততো রুরুঃ তস্য চ পারিপাত্রঃ পারিপাত্রাদ্দলঃ দলাৎ ছলঃ তস্য-প্যুক্থঃ উক্থাদ্বজ্রনাভঃ তস্মাৎ শঙ্খনাভঃ ততো ব্যুত্থিতাশ্বঃ ততশ্চ বিশ্বসহো জজ্ঞে। হিরণ্য-নাভস্ততো মহাযোগীশ্বরজৈমিনিশিষ্যঃ। যতো যাজ্ঞবল্ক্যো যোগমবাপ হিরণ্যনাভস্য পুত্রঃ পুষ্যঃ তস্মাৎ ধ্রুবসন্ধিঃ ততঃ সুদর্শনঃ তস্মাদগ্নিবর্ণঃ ততশ্চ শীঘ্রঃ ততোঽপি মরুঃ পুত্রোঽভূৎ। যোঽসৌ যোগমাস্থায়াদ্যাপি কলাপগ্রামাশ্রিত-স্তিষ্ঠতি। আগামিযুগে সূর্য্যবংশক্ষত্রপ্রবর্ত্তয়িতা ভবিষ্যতীতি। প্রসুশ্রুতস্তস্যাত্মজঃ তস্যাপি সুগন্ধিঃ ততশ্চামর্ষঃ তস্য মহস্বান্ ততো বিশ্রুত-বান্ ততো বৃহদ্বলঃ যোঽর্জ্জুনতনয়েনাভিমন্যুনা ভারতযুদ্ধে ক্ষয়মনীয়ত॥ ৪৮

পিতৃবাক্যে রাজ্যাভিলাষকে গণনা না করিয়া ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত বনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বনে বিরাধ খর দূষণাদি রাক্ষসগণ, কবন্ধ ও বালিকে হনন করিলেন। পরে সমুদ্র বন্ধন-পূর্ব্বক অশেষ রাক্ষসকুল ক্ষয় করিয়া দশাননাপ-হৃতা,দশাননবধদূরীভূতকলঙ্কা, অথচ অগ্নিপ্রবেশ-শুদ্ধা, অশেষদেবেশসংস্তূয়মানা জনকরাজতনয়া সীতাকে অযোধ্যায় আনয়ন করেন। ভরতও গন্ধর্ব্বরাজ্য লাভ করিবার জন্য তিনকোটী সংখ্যক গন্ধর্ব্বকে হনন করেন। শত্রুঘ্নও, অমিতবল-পরাক্রম মধুপুত্র লবণ নামক রাক্ষসেশ্বরকে হনন-পূর্ব্বক মথুরা নামে একটী পুরী স্থাপনা করেন। এইরূপ নানাপ্রকার অতুলনীয় বল পরাক্রম বিক্রমসমূহ দ্বারা অশেষ দুরাত্মাদিগকে হনন করিয়া, এই সকল জগতে স্থিতি সম্পাদনপূর্ব্বক, রাম, লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্ন পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করিলেন। সেই সময় অযোধ্যাবাসী যে মনুষ্য-গণ সেই ভগবদংশচতুষ্টয়ে অনুরাগী ছিলেন, তাঁহারাও রামচন্দ্রে মন অর্পণ করিয়া তাঁহার সালোক্য প্রাপ্ত হন। রামের পুত্র কুশ ও লব, লক্ষ্মণের পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু, ভরতের পুত্র তক্ষ ও পুষ্কর এবং শত্রুঘ্নের পুত্র সুবাহু ও শূরসেন। কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির নিষধ নামে পুত্র হয়. নিষধের পুত্র নল, তৎপুত্র নভঃ, নভর পুত্র পুণ্ডরীক. তৎপুত্র ক্ষেমধন্বা, তৎপুত্র দেবানীক। তৎপুত্র অহীনগু। তৎপুত্র রূপ। তৎপুত্র রুরু। তৎপুত্র পারিপাত্র, তৎ-পুত্র দল, তৎপুত্র ছল, তৎপুত্র উক্থ। তৎপুত্র বজ্রনাভ, তৎপুত্র শঙ্খনাভ, তৎপুত্র ব্যুত্থিতাশ্ব, তৎপুত্র বিশ্বসহ, তৎপুত্র মহাযোগীশ্বর জৈমিনি-শিষ্য হিরণ্যনাভ, এই হিরণ্যনাভের নিকট যাজ্ঞবল্ক্য যোগ শিক্ষা করেন। হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্য, তৎপুত্র ধ্রুবসন্ধি, তৎপুত্র সুদর্শন, তৎপুত্র অগ্নিবর্ণ। তৎপুত্র শীঘ্র, শীঘ্রের মরু নামে পুত্র হয়। এই মরু, যোগে অবস্থান করত অদ্যাপি কলাপগ্রাম আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতে-ছেন এবং ইনিই আগামী যুগে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের প্রবর্ত্তয়িতা হইবেন। মরুর পুত্র প্রসুশ্রুত, তৎপুত্র সুগন্ধি, তৎপুত্র অমর্ষ, তৎ-পুত্র মহস্বান্, তৎপুত্র বিশ্রুতবান্, তৎপুত্র বৃহ-

এতে হীক্ষ্বাকুভূপালাঃ প্রাধান্যেন ময়োদিতাঃ।
এতেষাঞ্চরিতং শৃন্বন্ সর্ব্বপ্রাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৪৯

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

ইক্ষ্বাকুতনয়ো যোঽসৌ নিমির্নাম, স তু সহস্রসংবৎসরং সত্রমারেভে, বসিষ্ঠঞ্চ হোতারং বরয়ামাস ॥ ১

তমাহ বসিষ্ঠঃ, অহমিন্দ্রেণ পঞ্চবর্ষশতং যোগার্থং প্রথমতরং বৃতঃ, তদনন্তরং প্রতিপাল্যতাম্, আগতস্তবাপি ঋত্বিক্ ভবিষ্যামি, ইত্যুক্তে স পৃথিবীপতিনা ন কিঞ্চিদুক্তঃ ॥ ২

বসিষ্ঠোঽপ্যনেন সমন্বীপ্সিতমিত্যমরপতের্যাগমকরোৎ ॥ ৩

সোঽপি তৎকালমেবান্যৈর্গৌতমাদিভির্যাগমকরোৎ। সমাপ্তে চামরপতের্যাগে ত্বরাবান্ বসিষ্ঠো নিমেঃ কর্ম্ম করিষ্যামীত্যাজগাম, তৎকর্ম্মকর্তৃত্বঞ্চ তত্র গৌতমস্য দৃষ্ট্বা, অথ স্বপতে তস্মৈ রাজ্ঞে মামপ্রত্যাখ্যায়ৈতদনেন গৌতমায় কর্ম্মান্তরমর্পিতং যস্মাৎ, তস্মাদয়ং বিদেহো ভবিষ্যতীতি শাপং দদৌ ॥ ৪

প্রতিবুদ্ধশ্চাসাববনীপতিরপি প্রাহ, যস্মান্মামসম্ভাষ্য অজানত এব শয়ানস্য শাপোৎসর্গমসৌ দুষ্টগুরুশ্চকার, তস্মাৎ তস্যাপি দেহঃ পতিতো ভবিষ্যতীতি প্রতিশাপং দত্ত্বা দেহমত্যজৎ ॥ ৫

তস্মাচ্ছাপাচ্চ মিত্রাবরুণয়োস্তেজসি বসিষ্ঠতেজঃ প্রবিষ্টম্ উর্ব্বশীদর্শনাদুদ্ভূতবীর্য্যপ্রপাতয়োঃ সকাশাৎ বসিষ্ঠো দেহমপরং লেভে ॥ ৬

নিমেরপি তচ্ছরীরমতিমনোহরং তৈলগন্ধা-

দল, ভারতযুদ্ধে অভিমন্যু এই বৃহদ্বলকে বিনাশ করিয়াছেন। এই সকল প্রধান প্রধান ইক্ষ্বাকুকুল নৃপতিগণের বিষয় আমি বলিলাম। ইহাদের চরিত্র শ্রবণ করিলে, মনুষ্য সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। ৪১—৪৯।

চতুর্থাংশে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, ইক্ষ্বাকুর নিমি নামে যে পুত্র ছিলেন, তিনি কোন সময়ে সহস্র সংবৎসরব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ করেন এবং সেই যজ্ঞে বসিষ্ঠকে হোতৃত্বে বরণ করেন। বরণ কালে বসিষ্ঠ কহিলেন, ইন্দ্র, পঞ্চশতবর্ষব্যাপী যজ্ঞে আমাকে বরণ করিয়াছেন; সুতরাং তাবৎকাল আপনি প্রতীক্ষা করুন; ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপনান্তে আমি আগমন করিয়া আপনার ঋত্বিক্ হইব। বসিষ্ঠ এই কথা বলিলে পর, রাজা নিমি তাঁহাকে আর কিছুই বলিলেন না। তখন বসিষ্ঠ, "আমার কথা রাজা স্বীকার করিলেন" ইহা ভাবিয়া সুরপতির যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। রাজা নিমিও সেইকালে অন্য গৌতমাদির দ্বারা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিলেন। এদিকে ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে "নিমি-রাজার যজ্ঞ করিতে হইবে" এই ভাবিয়া বসিষ্ঠ, ত্বরা সহকারে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি, গৌতম সকল যজ্ঞ কর্ম্মের কর্তৃত্ব করিতেছেন দেখিয়া, নিদ্রাগত রাজা নিমিকে শাপ প্রদান করিলেন যে,—রাজা নিমি যেমন আমাকে অবজ্ঞা করিয়া, গৌতমের প্রতি এই সকল কর্ম্মের ভার প্রদান করিয়াছেন, সে কারণে তিনি দেহহীন হইবেন। অনন্তর রাজা প্রবুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "যে কারণে এই দুষ্ট গুরু বসিষ্ঠ, আমাকে সম্ভাষণ না করিয়া, শয়ান এবং এই সকল বিষয়ে অজ্ঞাত আমাকে শাপ প্রদান করিলেন, সেইজন্য তাঁহারও দেহ পতিত হইবে।" রাজা এই প্রকার প্রতিশাপ প্রদানান্তে দেহ পরিত্যাগ করিলেন। সেই শাপের প্রভাবে, মিত্রাবরুণের তেজে বসিষ্ঠের তেজ প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর উর্ব্বশীদর্শনে ঐ মিত্রাবরুণের রেতঃ স্খলিত হইলে, সেই বীর্য্য হইতে বসিষ্ঠ অপরদেহ লাভ

দিভিরুপক্লিশ্যমাণং, নৈব ক্লেদাদিকং দোষমবাপ, সদ্যোমৃতমিব তস্থৌ ॥ ৭

যজ্ঞসমাপ্তৌ চ ভাগগ্রহণায়াগতান্ দেবান্ ঋত্বিজ উচুঃ, যজমানায় বরো দীয়তাম্ ইতি। দেবৈশ্ছন্দিতো নিমিরাহ ॥ ৮

ভগবন্তোঽখিলসংসারদুঃখসচ্ছেত্তারো ন হ্যেতাবজ্জগত্যন্যং দুঃখমস্তি, যচ্ছরীরাত্মনোর্ব্বিয়োগো ভবতি, তদহমিচ্ছামি সকললোকলোচনেষু বস্তুম্, ন পুনঃ শরীরগ্রহণং কর্ত্তুম্। ইত্যুক্তে দেবৈরসাবশেষভূতানাং নেত্রেষু আসাস্কারিতঃ ॥ ৯

ততো ভূতান্যুন্মেষনিমেষং চক্রুঃ। অপুত্রস্য চ তস্য ভূভুজঃ শরীরমরাজকভীরবস্তে মুনয়োঽরণ্যাং মমন্থুঃ ॥ ১০

তত্র কুমারো জজ্ঞে। জননাজ্জনকসংজ্ঞাঞ্চাসাববাপ ॥ ১১

অভূদ্বিদেহোঽস্য পিতেতি বৈদেহো মথনান্মিথিরভূৎ। তস্যোদাবসুঃ পুত্রোঽভূৎ। ততো নন্দিবর্দ্ধনঃ, তস্মাৎ সুকেতুঃ, তস্যাপি দেবরাতঃ ততশ্চবৃহদুক্থঃ, তস্য চ মহাবীর্য্যঃ, তস্যাপি সত্যধৃতিঃ, ততশ্চ ধৃষ্টকেতুঃ, ধৃষ্টকেতোর্হর্য্যশ্বঃ, তস্য চ মরুঃ, মরোঃ প্রতিবন্ধকঃ, তস্মাৎ কৃতরথঃ, তস্মাৎ কৃতিঃ, তস্য বিবুধঃ, তস্যাপি মহাধৃতিঃ, তস্য চ কৃতিরাতঃ, ততো মহারোমা, ততঃ সুবর্ণরোমা, তস্যাপি পুত্রো হ্রস্বরোমা, ততঃ সীরধ্বজোঽভূৎ। তস্য পুত্রার্থং যজনভুবং কৃষতঃ সীরে সীতা দুহিতা সমুৎপন্নাসীৎ। সীরধ্বজস্য ভ্রাতা সাঙ্কাশ্যাধিপতিঃ কুশধ্বজনামা। সীরধ্বজস্যাপত্যং ভানুমান্ ॥ ১২

ভানুমতঃ শতদ্যুম্নঃ, তস্য শুচিঃ, তস্মাদূর্জ্জবহো নাম পুত্রো জজ্ঞে। তস্যাপি সত্বধ্বজঃ, ততঃ কুনিঃ, (কুণিঃ) কুনেরঞ্জনঃ, তৎপুত্রঃ ঋতুজিৎ, ততোঽরিষ্টনেমিঃ, তস্মাৎ শ্রুতায়ুঃ,

---

করিলেন। নিমি রাজারও সেই মৃতদেহ, অতি মনোহর তৈল গন্ধাদি দ্বারা লিপ্ত থাকাতে, ক্লেদাদিদোষে দূষিত হইল না বরং সদ্যো-মৃতের ন্যায় অবিকৃতই রহিল। ১—৭। যজ্ঞ সমাপ্তি হইলে, ভাগগ্রহণার্থে আগত দেবগণকে ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন, আপনারা যজমানকে বর প্রদান করুন। অনন্তর দেবগণ বরগ্রহণার্থে আজ্ঞা করিলে, নিমি কহিলেন, "হে অখিল-সংসারের দুঃখচ্ছেদকারী ভগবদ্গণ! আমার ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কিছুই নাই যে, শরীর ও আত্মার পরস্পর বিয়োগ হয়। এই কারণে আমি আর শরীর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু সকল লোকেরই নয়নসমূহে বাস করিতে ইচ্ছা করি।" রাজা নিমি এই কথা বলিলে পর দেবগণ তাঁহাকে সকলের নেত্রে অবস্থিতি করাইলেন। সেই কারণেই ভূতগণ উন্মেষ ও নিমেষ করিয়া থাকে। রাজার কোন পুত্র না থাকাতে মুনিগণ, অরাজকতাভয়ে ভীত হইয়া অরণীতে * মন্থন করিতে লাগিলেন। তাহাতে পুত্র উৎপন্ন হইল। মৃতদেহ হইতে জন্ম হয় বলিয়া ঐ পুত্রের নাম জনক হয়; ঐ পুত্রের পিতা বিদেহ হন বলিয়া তাঁহার নাম বৈদহ হয় এবং মন্থন দ্বারা তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া তাহার আর একটী নাম "মিথি" হয়। তাঁহার পুত্র নন্দিবর্দ্ধন, তৎপুত্র সুকেতু, তৎপুত্র দেবরাত, তৎপুত্র বৃহদুক্থ। তৎপুত্র মহাবীর্য্য, তৎপুত্র সত্যধৃতি, তৎপুত্র ধৃষ্টকেতু, তৎপুত্র হর্য্যশ্ব, তৎপুত্র মরু, তৎপুত্র প্রতিবন্ধক, তৎপুত্র কৃতরথ, তৎপুত্র কৃতি, তৎপুত্র বিবুধ, তৎপুত্র মহাধৃতি, তৎপুত্র কৃতিরাত, তৎপুত্র মহারোমা, তৎপুত্র সুবর্ণরোমা, তৎপুত্র হ্রস্বরোমা, তৎপুত্র সীরধ্বজ। সেই সীরধ্বজ, পুত্রলাভের জন্য যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন, এই সময় লাঙ্গলের অগ্রভাগে সীতা নামে দুহিতা সমুৎপন্না হন। সীরধ্বজের ভ্রাতার নাম কুশধ্বজ, ইনি সাঙ্কাশ্যনগরের অধিপতি। সীরধ্বজের পুত্র ভানুমান্। ভানুমানের পুত্র শতদ্যুম্ন, তৎপুত্র শুচি; শুচির উর্জ্জবহ নামে পুত্র জন্মে। তৎপুত্র সত্যধ্বজ, তৎপুত্র কুনি, তৎপুত্র অঞ্জন, তৎপুত্র

---

* অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠে।

ততঃ সূর্য্যাশ্বঃ, তস্মাৎ সঞ্জয়ঃ, (সংনয়ঃ) ততঃ ক্ষেমারিঃ, তস্মাদনেনাঃ, তস্মান্মীনরথঃ (মানরথঃ), তস্য সত্যরথঃ, তস্য সাত্যরথিঃ, সাত্যরথেরুপগুঃ, তস্মাৎ শ্রুতঃ, (উপগুপ্তঃ,) তস্মাৎ শাশ্বতঃ, তস্মাৎ সুধন্বা (সুবর্চ্চাঃ) তস্যাপি সুভাসঃ, ততঃ সুশ্রুতঃ, তস্মাজ্জয়ঃ, জয়পুত্রো বিজয়ঃ, তস্য ঋতঃ, ঋতাৎ সুনয়ঃ, ততো বীতহব্যঃ, তস্মাৎ সঞ্জয়ঃ, তস্মাৎ (ক্ষেমাশ্বঃ, তস্মাৎ) ধৃতিঃ, ধৃতের্ব্বহুলাশ্বঃ, তস্য পুত্রঃ কৃতিঃ, কৃতৌ সন্তিষ্ঠতেঽয়ং জনকবংশঃ ॥ ১৩

ইত্যেতে মৈথিলাঃ। প্রাচুর্য্যেণ এতেষামাত্মবিদ্যাশ্রয়িণো ভূপালা ভবিষ্যন্তীতি ॥ ১৪

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।

সূর্য্যস্য ভগবন্ বংশঃ কথিতো ভবতা মম।
সোমস্য বংশে ত্বখিলান্ শ্রোতুমিচ্ছামি পার্থিবান্ ॥

কীর্ত্ত্যতে স্থিরকীর্ত্তীনাং যেষামদ্যাপি সন্ততিঃ।
প্রসাদসুমুখস্তন্মে ব্রহ্মন্নাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২

পরাশর উবাচ।

শ্রূয়তাং মুনিশার্দ্দূল বংশঃ প্রথিততেজসঃ।
সোমস্যানুক্রমাৎখ্যাতা যত্রোর্ব্বীপতয়োঽভবন্ ॥ ৩

অয়ং হি বংশোঽতিবলপরাক্রমদ্যুতিশীলচেষ্টাবদ্ভিরতি-গুণান্বিতৈর্নহুষ-যযাতি- কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনাদিভি র্ভূপালৈরলঙ্কৃতঃ ॥ ৪

তমহং কথয়ামি, শ্রূয়তাম্, অখিলজগৎস্রষ্টুর্ভগবন্নারায়ণনাভিসরোজিনীসমুদ্ভবাব্জযোনের্ব্রহ্মণঃ পুত্রোঽত্রিঃ, অত্রেঃ সোমঃ, তঞ্চ ভগবানব্জযোনিরশেষৌষধি-দ্বিজ-নক্ষত্রাণামাধিপত্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥ ৫

স চ রাজসূয়মকরোৎ। তৎপ্রভাবাদত্যুৎকৃষ্টাধিপত্যাধিষ্ঠাতৃত্বাচ্চৈনং মদ আবিবেশ ॥ ৬

ঋতুজিৎ, তৎপুত্র অরিষ্টনেমি, তৎপুত্র শ্রুতায়ুঃ। তৎপুত্র সূর্য্যাশ্ব, তৎপুত্র সঞ্জয়, তৎপুত্র ক্ষেমারি, তৎপুত্র অনেনাঃ, তৎপুত্র মীনরথ, তৎপুত্র সত্যরথ। তৎপুত্র সাত্যরথি, তৎপুত্র উপগু, তৎপুত্র শ্রুত, তৎপুত্র শাশ্বত, তৎপুত্র সুধন্বা, তৎপুত্র সুভাস, তৎপুত্র সুশ্রুত, তৎপুত্র জয়, তৎপুত্র বিজয়, তৎপুত্র ঋত, তৎপুত্র সুনয়, তৎপুত্র বীতহব্য, তৎপুত্র সঞ্জয়, (তৎপুত্র ক্ষেমাশ্ব,) তৎপুত্র ধৃতি, ধৃতির পুত্র বহুলাশ্ব, তৎপুত্র কৃতি। এই কৃতিতেই জনকবংশের অবসান হয়। এই মৈথিল ভূপালগণ। ইহাঁদের মধ্যে প্রায়শই সকল ভূপতিগণ আত্মতত্ত্বে পণ্ডিত। ৮—১৪।

চতুর্থাংশে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি আমার নিকট সূর্য্যের বংশ কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে আমি চন্দ্রের বংশে সমুৎপন্ন নৃপতিগণের বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে ব্রহ্মন্! যে চন্দ্রবংশীয় স্থিরকীর্ত্তি নৃপতিগণের সন্ততি অদ্যাপি জগতে কীর্ত্তিত হয়, আপনি প্রসাদ-সুমুখ হইয়া সেই নৃপতিগণের বিষয় আমার নিকটে বলুন। পরাশর বলিলেন,—হে মুনিশার্দ্দূল মৈত্রেয়! প্রথিততেজা সোমের যে বংশে প্রথিতযশা ভূপালগণ জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশ অনুক্রমে শ্রবণ কর। অতিবল-পরাক্রমশালী, কান্তিমান্ সৎস্বভাব ও দানাদি ক্রিয়ান্বিত, অতিগুণবান্ নহুষ, যযাতি, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রভৃতি ভূপালগণ এই চন্দ্রবংশকে আলোকিত করিয়াছেন। এই বংশের বিষয় আমি তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। অখিলজগৎস্রষ্টা ভগবান্ নারায়ণের নাভি সরোজিনী হইতে সমুৎপন্ন অব্জযোনি ব্রহ্মার পুত্র অত্রি। অত্রির পুত্র চন্দ্র। ভগবান্ ব্রহ্মা, চন্দ্রকে অশেষ নক্ষত্র, ওষধি ও দ্বিজগণের আধিপত্যে অভিষেক করেন। চন্দ্র, রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, পরে সেই রাজসূয় যজ্ঞ প্রভাবে এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট আধিপত্যের অধিষ্ঠাতৃত্বনিবন্ধন তাঁহার অহঙ্কার

মদাবলেপাচ্চাসৌ সকলদেবগুরোর্বৃহস্পতেস্তারাং নাম পত্নীং জহার॥ ৭

বহুশশ্চ বৃহস্পতিচোদিতেন ভগবতা ব্রহ্মণা চোদ্যমানঃ সকলৈশ্চ দেবর্ষিভির্যাচ্যমানোঽপি ন মুমোচ। তস্য হি বৃহস্পতিদ্বেষাদুশনাঃ পার্ষ্ণিগ্রাহোঽভবৎ॥ ৮

অঙ্গিরসশ্চ সকাশোপলব্ধবিদ্যো ভগবান্ রুদ্রো বৃহস্পতেঃ সাহায্যমকরোৎ॥ ৯

যতশ্চোশনাঃ, ততো হি জম্ভকুজম্ভাদ্যাঃ সমস্তা এব দৈত্যদানবনিকায়া মহান্তমুদ্যমং চক্রুঃ। বৃহস্পতেরপি সকলদেবসৈন্যসহায়ঃ শক্রোঽভবৎ॥ ১০

এবঞ্চ তয়োরতীবোগ্রঃ সংগ্রামস্তারকানিনিমিত্তস্তারকাময়ো নামাভবৎ। ততশ্চ সমস্তশস্ত্রাণ্যসুরেষু রুদ্রপুরোগমা দেবা দেবেষু চাশেষদানবা মুমুচুঃ॥ ১১

এবঞ্চ দেবাসুরাহবক্ষোভক্ষুব্ধহৃদয়মশেষমেব জগদ্ ব্রহ্মাণং শরণং জগাম॥ ১২

ততশ্চ ভগবানপ্যুশনসং শঙ্করমসুরান দেবাংশ্চ নিবার্য্য বৃহস্পতেস্তারামদাৎ। তাঞ্চান্তঃপ্রসবামবলোক্য বৃহস্পতিরাহ॥ ১৩

নৈষ মম ক্ষেত্রে ভবত্যান্যস্যতো ধার্য্যস্তুৎস্বজৈনমলমতিধার্ষ্ট্যেনেতি। সা চ তেনৈবমুক্তা পতিব্রতা ভর্ত্তৃবচনাৎ তমীষিকাস্তম্বে গর্ভমুৎসসর্জ্জ॥ ১৪

স চোৎসৃষ্টমাত্র এবাতিতেজসা দেবানাং তেজাংস্যাচিক্ষেপ॥ ১৫

বৃহস্পতিমিন্দুং চ তস্য কুমারস্যাতিচারুতয়া সাভিলাষৌ দৃষ্ট্বা দেবাঃ সমুৎপন্নসন্দেহাস্তারাং পপ্রচ্ছুঃ, সত্যং কথয়াস্মাকমতিসুভগে কস্যায়মাত্মজঃ সোমস্যাথ বৃহস্পতেঃ ইত্যুক্তাপি সা তারা হ্রিয়া ন কিঞ্চিদুবাচ॥ ১৬

বহুশোঽপ্যভিহিতা যদাসৌ দেবেভ্যো নাচচক্ষে, ততঃ স কুমারস্তাং শপ্তুমুদ্যতঃ, প্রাহ চ,

---

উপস্থিত হয়। সেই মদদোষপ্রযুক্ত চন্দ্র, সকল-দেবগুরু বৃহস্পতির তারা নাম্নী পত্নীকে হরণ করিলেন। অনন্তর বৃহস্পতির প্রার্থনায় ভগবান্ ব্রহ্মা, চন্দ্রকে বহুবার অনুরোধ করিলেও এবং সকল দেবর্ষিগণ যাচ্ঞা করিলেও চন্দ্র তারাকে পরিত্যাগ করিলেন না। বৃহস্পতির প্রতি দ্বেষ নিবন্ধন শুক্রও তাঁহার সহায় হইলেন। এদিকে, অঙ্গিরার নিকট হইতে বিদ্যালাভ করিয়া ভগবান্ রুদ্রও বৃহস্পতির সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলেন। শুক্র, চন্দ্রের পক্ষে ছিলেন বলিয়া জম্ভ কুজম্ভ প্রভৃতি দানবগণ, তাঁহার সাহায্যার্থ মহান উদ্যোগ করিল। এদিকে সকল-দেবসৈন্য-সহায় ইন্দ্র, বৃহস্পতির সাহায্য করিতে লাগিলেন। ১—১০। তখন উভয় পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইল, এই সংগ্রাম তারার নিমিত্ত হইল বলিয়া ইহার নাম তারকাময়। অনন্তর, রুদ্রপ্রমুখ দেবগণ ও দানবগণ পরস্পর শস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে এই প্রকারে দেবাসুর-যুদ্ধে ক্ষুব্ধ-হৃদয় অশেষ জগৎ, ব্রহ্মার শরণ লইল। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা,—শুক্র, শঙ্কর, অসুর ও দেবগণকে নিবারণ করিয়া বৃহস্পতিকে তারা প্রদান করিলেন। অনন্তর বৃহস্পতি, তারাকে গর্ভিণী দেখিয়া কহিলেন, "আমার ক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তির ঔরসজাত পুত্র,তোমার ধারণ করা উচিত নহে; তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর।" বৃহস্পতি এই কথা বলিলে পতিব্রতা তারা পতিবাক্যে সেই গর্ভ ঈষিকাস্তম্বে * পরিত্যাগ করিলেন। নিক্ষেপমাত্রে সমুৎপন্ন পুত্র, স্বকীয় কান্তি দ্বারা দেবগণেরও তেজের অভিভব করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। তখন সেই কুমারের প্রতি বৃহস্পতি ও চন্দ্র,—এই উভয়কেই সাভিলাষে অবলোকন করিতেছেন দেখিয়া, দেবগণ সন্দিহান-ভাবে তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে অতিসুভগে! তুমি সত্য করিয়া বল, এই সন্তান কাহার? চন্দ্রের অথবা বৃহস্পতির?" দেবগণ এই কথা বলিলে, তারা লজ্জায় কিছু বলিতে পারিলেন না। অনেকবার জিজ্ঞাসা

* মুঞ্জতৃণগুচ্ছ।

দুষ্টে অম্ব কস্মান্মম তাতং নাখ্যাসি অদ্যৈব তেহলীকলজ্জাবত্যাঃ শাস্তিময়মহং করোমি, যথা নৈবমদ্যাপ্যতিমন্থরবচনা ভবতীতি ॥ ১৭

অথ ভগবান্ পিতামহস্তং কুমারং সন্নিবার্য্য স্বয়মপৃচ্ছং তারাম্, কথয় বৎসে কস্যায়মাত্মজঃ সোমস্যাথ বৃহস্পতেঃ ইত্যুক্তা লজ্জাজড়মাহ সোমস্যেতি ॥ ১৮

ততঃ স্ফুরদুচ্ছ্বাসিতামলকপোলকান্তির্ভগবানুড়ুপতিস্তমালিঙ্গ্য কুমারং সাধু সাধু বৎস প্রাজ্ঞোহসীতি বুধ ইতি নাম চক্রে ॥ ১৯

স চ আখ্যাতমেবৈতং যথেলায়ামাত্মজং পুরূরবসমুৎপাদয়ামাস।

পুরূরবাস্ত্বতিদানশীলোহতিযজ্বা। অতিতেজস্বী। যং সত্যবাদিনমতিরূপবন্তং মিত্রাবরুণশাপান্মানুষে লোকে ময়া বস্তব্যম্ ইতি কৃতমতিরুর্ব্বশী দদর্শ॥ ২০

দৃষ্টমাত্রে চ যস্মিন্ অপহায় মানমশেষমপাস্য স্বর্গসুখাভিলাষং তন্মনা ভূত্বা তমেবোপতস্থে ॥২১

সোহপি চ তামতিশয়িতসকললোকস্ত্রীকান্তিসৌকুমার্য্যলাবণ্যাতিবিলাস-হাসাদিগুণামবলোক্য তদায়ত্তচিত্তবৃত্তির্ব্বভূব ॥ ২২

উভয়মপি তন্মনস্কমনন্যদৃষ্টি পরিত্যক্তসমস্তান্যপ্রয়োজনমভূৎ ॥ ২৩

রাজা তু প্রাগল্ভ্যাৎ তমাহ ॥ ২৪

সুভ্রু ত্বামহমভিকামোহস্মি প্রসীদানুরাগমুদ্বহ ইত্যুক্তা লজ্জাবখণ্ডিতমুর্ব্বশী প্রাহ ॥ ২৫

ভবত্বেবং যদি মে সময়পরিপালনং ভবান্ করোতীতি ॥ ২৬

আখ্যাহি মে সময়মিত্যথ পৃষ্টা পুনরব্রবীৎ ॥ ২৭

শয়নসমীপে মমোরণকদ্বয়ং পুত্রভূতং নাপনেয়ম্ ॥ ২৮

করিলেও যখন তারা দেবগণের নিকট কিছুই বলিলেন না, তখন সেই কুমার তাঁহাকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন,—"অয়ি দুষ্টস্বভাবে জননি! কেন আমার পিতার নাম করিতেছ না? অলীকলজ্জাবতি! তোমার শাস্তি আমি এই প্রকারে প্রদান করিতেছি যে, আর কেহও তোমার ন্যায় এইরূপ মন্থরভাষিণী হইতে পারিবে না। অনন্তর ভগবান্ পিতামহ সেই কুমারকে নিবারণ করিয়া তারাকে কহিলেন,—"বৎসে! বল এ পুত্র কাহার?—চন্দ্রের অথবা বৃহস্পতির?" এইরূপে উক্ত হইয়া তারা, লজ্জাজড়িতভাবে কহিলেন,"চন্দ্রের" অনন্তর ভগবান্ চন্দ্র সেই কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "হে বৎস! সাধু সাধু, তুমি প্রাজ্ঞ বটে, এই কারণে তোমার নাম বুধ রহিল।" আলিঙ্গনকালে চন্দ্রের কপোলকান্তি, উচ্ছ্বসিত ও দীপ্যমান হইয়াছিল। সেই বুধ, ইলার গর্ভে, যে প্রকারে পুরূরবাকে উৎপাদন করেন,ইহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই পুরূরবা অতি দানশীল, বহু যজ্ঞকারী ও অতি তেজস্বী ছিলেন। অনন্তর কোন সময়ে "মিত্রাবরুণের শাপ-প্রভাবে আমাকে মনুষ্যলোকে বাস করিতে হইবে" ইহা বিবেচনা করিয়া উর্ব্বশী মনুষ্যলোকে আগমন করত সেই সত্যবাদী অতি রূপবান্ রাজা পুরূরবাকে দর্শন করিলেন। ১১—২০। তাঁহাকে দেখিবামাত্র উর্ব্বশী অশেষ মান ও স্বর্গসুখাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর রাজা পুরূরবাও সেই অতিশয়িত সকল-স্ত্রীকান্তি-সৌকুমার্য্য-লাবণ্য অতিবিলাস হাস্যাদিগুণময়ী উর্ব্বশীকে দেখিয়া তদধীন মনোবৃত্তি হইলেন। তৎকালে রাজা ও উর্ব্বশী উভয়েই পরস্পরাসক্তচিত, অনন্যদৃষ্টি ও পরিত্যক্ত-সকল-প্রয়োজন হইলেন। তখন রাজা অসঙ্কোচে কহিলেন, হে সুভ্রু! আমি তোমার প্রতি অভিলাষী হইয়াছি,—তুমি প্রসন্ন হও,আমার প্রতি অনুরাগ বহন কর।" রাজা এই প্রকার বলিলে, উর্ব্বশী লজ্জাশিথিলভাবে কহিলেন, আমার প্রতিজ্ঞা যদি আপনি পালন করেন, তাহা হইলে এই প্রকারই হইবে। "তোমার কি পণ" এই কথা রাজা জিজ্ঞাসা করিলে উর্ব্বশী পুনর্ব্বার কহিলেন, আমার পুত্রদ্বয়-স্বরূপ এই মেষদ্বয়কে আপনি কখনই আমার শয্যার নিকট হইতে

ভবাংশ্চ ময়া নগ্নো ন দ্রষ্টব্যঃ, ঘৃতমাত্রঞ্চ মমাহারঃ। ইত্যেবমেবেতি ভূপতিরাহ। তয়া চ সহাবনীপতিরলকায়াং চৈত্ররথাদিবনেষু অমলপদ্মষণ্ডেষু অভিরমণীয়েষু মানসাদিসরঃসু অভিরমমাণ এব ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি অনুদিনপ্রবর্দ্ধমানপ্রমোদোঽনয়ৎ। উর্ব্বশী চ তদুপভোগাৎ প্রতিদিনপ্রবর্দ্ধমানানুরাগা অমরলোকবাসেঽপি ন স্পৃহাং চকার। বিনা চোর্ব্বশ্যা সুরলোকোঽপ্সরসাং সিদ্ধগন্ধর্ব্বাণাঞ্চ নাতিরমণীয়োঽভবৎ॥ ২৯

ততশ্চোর্ব্বশী-পুরূরবসোঃ সময়বিদ্বিশ্বাবসুর্গন্ধর্ব্বসমবেতো নিশি শয়নাভ্যাসাদেকমুরণকং জহার॥ ৩০

তস্য চাকাশে নীয়মানস্যোর্ব্বশী শব্দমশৃণোৎ। আহ চ, মমানাথায়াঃ পুত্রঃ কেনাপ্যপহ্রিয়তে কং শরণমুপযামীত্যাকর্ণ্য রাজা, নগ্নং মাং দেবী দ্রক্ষ্যতীতি ন যযৌ। অথান্যমপ্যুরণকমাদায় গন্ধর্ব্বা যযুঃ। তস্যাপ্যপহ্রিয়মাণস্য শব্দমাকর্ণ্য আকাশে পুনরপি, অনাথাস্ম্যহমভর্তৃকা কুপুরুষাশ্রয়েতি আর্ত্তরাবিণী বভূব। রাজাপ্যমর্ষবশাদন্ধকারমেতদিতি খড়্গমাদায় দুষ্ট দুষ্ট হতোঽসীতি ব্যাহরন্নভ্যধাবৎ। তাবচ্চ গন্ধর্ব্বৈরতীবোজ্জ্বলা বিদ্যুৎ জনিতা। তৎপ্রভয়া চোর্ব্বশী রাজানমপগতাম্বরং দৃষ্ট্বা অপবৃত্তসময়া তৎক্ষণাদেবাপক্রান্তা॥ ৩১

পরিত্যজ্য তাবুরণকৌ গন্ধর্ব্বাঃ সুরলোকমুপাগতাঃ। রাজাপি তৌ মেষাবাদায় হৃষ্টমনাঃ স্বশয়নমায়াতো নোর্ব্বশীং দদর্শ॥ ৩২

তাঞ্চাপশ্যন্নপগতাম্বর এবোন্মত্তরূপো বভ্রাম কুরুক্ষেত্রে চাম্ভোজসরসি অন্যাভিশ্চতসৃভিরপ্স-

---

দূরে রাখিতে পারিবেন না; আপনি আমার নিকট উলঙ্গ হইবেন না এবং ঘৃতমাত্রই আমার আহার; এই তিনটীই আমার পণ। তখন রাজা কহিলেন, আচ্ছা, তাহাই হইবে। অনন্তর, রাজা উর্ব্বশীর সহিত কখন অলকায় চৈত্ররথাদি বনে, কখন বা অতি রমণীয় অমল-পদ্মসমূহ-শোভিত মানসাদি সরোবরে ক্রীড়া করত প্রতিদিনই নানা প্রকার প্রমোদ বৃদ্ধি সহকারে, ষষ্টিসহস্র বৎসর যাপন করিলেন। উর্ব্বশীও রাজার সহিত উপভোগ সুখে প্রতিদিনই প্রবর্দ্ধমানানুরাগ হইয়া অমর-লোকবাসেও স্পৃহা পরিত্যাগ করিলেন। তখন উর্ব্বশী ব্যতিরেকে অপ্সরা, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণের সুরলোক আর রমণীয় বোধ হইল না। অনন্তর পণবেত্তা বিশ্বাবসু, গন্ধর্ব্বগণসমবেত হইয়া রাত্রে উর্ব্বশী ও পুরূরবার শয্যার সমীপ হইতে একটী মেষ হরণ করিলেন। আকাশমার্গে অপহ্রিয়মাণ মেষের শব্দ শ্রবণ করিয়া উর্ব্বশী কহিলেন,—"আমি অনাথা, কোন্ ব্যক্তি আমার পুত্রহরণ করিতেছে, আমি কাহার শরণ লইব?" এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা নিজের উলঙ্গাবস্থা প্রযুক্ত 'এই অবস্থা পাছে উর্ব্বশী দেখিতে পান,' এই ভয়ে মেষের উদ্ধার করিতে গমন করিলেন না। অনন্তর গন্ধর্ব্বগণ আর একটী মেষ গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন সেই অপহ্রিয়মাণ মেষের শব্দ পুনর্ব্বার শ্রবণ করিয়া উর্ব্বশী আর্ত্তস্বরে কহিলেন,—আমি অনাথা, ভর্তৃহীনা ও কুপুরুষাশ্রয়া, কে আমার সন্তানকে রক্ষা করিবে? তখন রাজা ক্রোধবশে, 'এক্ষণে অন্ধকার, আমার উলঙ্গাবস্থা উর্ব্বশী দেখিতে পাইবেন না' এই ভাবিয়া খড়্গ-গ্রহণপূর্ব্বক, 'অরে দুষ্ট! দুষ্ট! হত হইলি' এই বলিতে বলিতে ধাবিত হইলেন। সেই সময় গন্ধর্ব্বগণ অতি উজ্জ্বল বিদ্যুৎ করিলেন; সেই বিদ্যুৎপ্রভায় উর্ব্বশী, রাজাকে বিগতবস্ত্র দেখিতে পাইয়া 'পণভঙ্গ হইয়াছে' এই বোধে প্রস্থান করিলেন। ২১—৩১। তখন গন্ধর্ব্বগণ মেষদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। পরে রাজা সেই মেষদ্বয়কে গ্রহণ করিয়া হৃষ্টমনে নিজ শয্যায় আগমন করিলেন, কিন্তু উর্ব্বশীকে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর উর্ব্বশীর অদর্শনে রাজা বিগত-বস্ত্র হইয়া উন্মত্তভাবে ভ্রমণ করিতে লাগি-

রোভিঃ সমবেতামুর্ব্বশীং দদর্শ। ততশ্চোন্মত্তরূপো রাজা, জায়ে হ তিষ্ঠ, মনসি ঘোরে বচসি, ইত্যনেকপ্রকারং সূক্তমবোচং ॥ ৩৩

আহ চোর্ব্বশী, মহারাজ অলমনেনাবিবেকচেষ্টিতেন, অন্তর্ব্বত্নী অহম্, অব্দান্তে ভবতাত্রাগন্তব্যম্, কুমারস্তে ভবিষ্যতি, একাঞ্চ নিশামহং ত্বয়া সহ বৎস্যামি, ইত্যুক্তঃ প্রহৃষ্টঃ স্বপুরমাজগাম। তাসাঞ্চাপ্সরসামুর্ব্বশী কথয়ামাস, অয়ং স পুরুষোৎকর্ষো, যেনাহমেতাবন্তং কালমনুরাগাকৃষ্টমনসা সহোষিতা ॥ ৩৪

ইত্যেবমুক্তাস্তা অপ্সরস উচুঃ, সাধু সাধু অস্য রূপম্, অনেন সহাস্মাকমপি সর্ব্বকালমভিরন্তুং স্পৃহা ভবেদিতি ॥ ৩৫

অব্দে চ পূর্ণে স রাজা তত্রাজগাম, কুমারঞ্চায়ুষমস্মৈ তদোর্ব্বশী দদৌ, একাঞ্চ নিশাং তেন রাজ্ঞা সহোষিত্বা পঞ্চপুত্রোৎপত্তয়ে গর্ভমবাপ ॥ ৩৬

উবাচ চৈনং রাজানম্, অস্মৎপ্রীত্যা মহারাজায় সর্ব্ব এব গন্ধর্ব্বা বরদাঃ সংবৃত্তাঃ, তস্মাৎ ব্রিয়তাং বর ইতি ॥ ৩৭

আহ রাজা চ, বিজিত-সকলারাতিবিহতেন্দ্রিয়সামর্থ্যো বন্ধুমানমিতবলকোষঃ, নান্যদস্মাকমুর্ব্বশীসালোক্যাৎ অপ্রাপ্যমস্তি, তদহমনয়া সহোর্ব্বশ্যা কালং নেতুমভিলষামি ॥ ৩৮

ইত্যুক্তে গন্ধর্ব্বা রাজ্ঞেঽগ্নিস্থালীং দদুঃ ॥ ৩৯

উচুশ্চ এনমগ্নিমাম্নায়ানুসারী ভূত্বা ত্রিধা কৃত্বা উর্ব্বশীসলোকতামনোরথমুদ্দিশ্য সম্যক্ যজেথাঃ ততোঽবশ্যমভিলষিতমবাপ্স্যসি ॥ ৪০

ইত্যুক্তস্তামগ্নিস্থালীমাদায়াজগাম, অন্তরটব্যামাচিন্তয়ৎ অহো মে অতিমূঢ়তা যদগ্নি-

---

লেন। অনন্তর এক দিবস, কুরুক্ষেত্রে অম্ভোজ সরোবরে রাজা, অন্যান্য চারিজন অপ্সরার সহিত বর্ত্তমানা উর্ব্বশীকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইবামাত্র উন্মত্তপ্রায় রাজা, উর্ব্বশীকে কহিলেন,—"হে নির্দ্দয়ে! জায়ে! এস, আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠান কর, আমার কথা শুন।" এইরূপ সূক্ত বাক্য শ্রবণে উর্ব্বশী কহিলেন,—মহারাজ! অবিবেকের ন্যায় চেষ্টা করিয়া কোন ফল নাই, এক্ষণে আমি গর্ভবতী, এক বৎসর পরে আপনি এখানে আসিবেন, ঐ সময় আপনার একটী পুত্র হইবে এবং একরাত্রি আমি আপনার সহবাস করিব। উর্ব্বশী এই কথা বলিলে পর রাজা প্রহৃষ্ট হইয়া স্বপুরে আগমন করিলেন। তখন উর্ব্বশী অপর অপ্সরোগণকে কহিলেন, "ইনিই সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরূরবা, ইহাঁর সহিতই অনুরাগাকৃষ্ট-হৃদয়ে এতকাল সহবাস করিয়াছি।" এই প্রকার উক্ত হইয়া অপ্সরোগণ কহিলেন,—ইহার রূপ, সাধু! সাধু! আমাদেরও ইহাঁর সহিত সর্ব্বকালে অভিরমণে স্পৃহা হয়। অনন্তর এক বৎসর পূর্ণ হইলে রাজা পুনর্ব্বার সেই স্থানে আগমন করিলেন। তখন উর্ব্বশী তাঁহাকে আয়ুর্নামক, একটী পুত্র প্রদান করিলেন এবং এক নিশা রাজার সহবাস করিয়া পুনর্ব্বার পাঁচটী পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত গর্ভ ধারণ করিলেন। অনন্তর উর্ব্বশী রাজাকে কহিলেন,—"আমার প্রীতি-নিবন্ধন সকল গন্ধর্ব্বগণ মহারাজকেও বর প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, সেই কারণে আপনি তাঁহাদের নিকটে বর প্রার্থনা করুন।" তখন রাজা কহিলেন,—"আমার শত্রুগণ পরাজিত, ইন্দ্রিয়সামর্থ্য অবিহত, বর্দ্ধমান ও পরিমিত সৈন্য এবং কোষ পরিপূর্ণই আছে; কেবল উর্ব্বশী সহবাস এক্ষণে আমার অপ্রাপ্য, এই কারণে আমি উর্ব্বশীর সহিত কাল যাপন করিতে ইচ্ছা করি।" রাজা এই প্রকার বর প্রার্থনা করিলে, গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাকে অগ্নিস্থালী প্রদান করিলেন ও কহিলেন, বেদানুসারী হইয়া উর্ব্বশী-সহবাসকামনাপূর্ব্বক প্রতিদিন তিন ভাগ করত এই অগ্নির যজন করিবেন, তাহা হইলে আপনার অভিলষিত প্রাপ্ত হইবেন। ৩২—৪০। এইরূপে উক্ত হইয়া রাজা অগ্নিস্থালী গ্রহণ করত স্বপুরে আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন; আগমনকালে পথে বনমধ্যে চিন্তা করিলেন,

স্থালী ময়ানীতা নোর্ব্বশীতি। অথৈনামটব্যামেবাগ্নিস্থালীং তত্যাজ স্বপুরঞ্চাজগাম ॥ ৪১

ব্যতীতার্দ্ধরাত্রৌ বিনিদ্রশ্চাচিন্তয়ং মমোর্ব্বশীসালোক্যপ্রাপ্ত্যর্থমগ্নিস্থালী গন্ধর্ব্বৈর্দ্দত্তা, সা চ ময়া অটব্যাং পরিত্যক্তা। তদহং তত্র তদাহরণায় যাস্যামি ইত্যুত্থায় তত্রাপ্যুপগতো নাগ্নিস্থালীমপশ্যং। শমীগর্ভঞ্চাশ্বত্থমগ্নিস্থালীস্থানে দৃষ্ট্বা অচিন্তয়ং, ময়াত্র স্থালী নিক্ষিপ্তা সা চাশ্বত্থঃ শমীগর্ভোঽভূং। তদেতমেবাহমগ্নিরূপমাদায় স্বপুরমভিগম্য অরণীং কৃত্বা তদুৎপন্নাগ্নেরুপাস্তিং করিষ্যামীতি ॥ ৪২

এবমেব স্বপুরমুপগতোঽরণীং চকার ॥ ৪৩

তংপ্রমাণঞ্চাঙ্গুলৈঃ কুর্ব্বন্ গায়ত্রীমপঠং। পঠতশ্চাক্ষরসংখ্যান্যেবাঙ্গুলান্যরণ্যভবং ॥ ৪৪

তত্রাগ্নিং নির্ম্মথ্যাগ্নিত্রয়মাম্নায়ানুসারী ভূত্বা জুহাব উর্ব্বশীসালোক্যং চেহ ফলমভিসংহিতবান্। তেনৈবাগ্নিবিধিনা বহুবিধান্ যজ্ঞান্ ইষ্ট্বা গন্ধর্ব্বলোকান্ প্রাপ্য উর্ব্বশ্যা সহ বিয়োগং নাবাপ ॥ ৪৫

একোঽগ্নিরাদাবভবং ঐলেন ত্বত্র মন্বন্তরে ত্রেতা প্রবর্ত্তিতা ॥ ৪৬

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

তস্যাপ্যায়ুর্ধীমানমাবসু-বিশ্ববসু-শতায়ুঃশ্রুতায়ুঃ (অযুতায়ুঃ) সংজ্ঞাঃ ষড়ভবন্ পুত্রাঃ ॥ ১

"অহো আমার কি মূঢ়তা! যেহেতু অগ্নিস্থালী আনয়ন করিলাম, কিন্তু উর্ব্বশীকে আনয়ন করিলাম না! এই প্রকার চিন্তা করিয়া রাজা বন মধ্যে সেই অগ্নিস্থালী পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বপুরে আগমন করিলেন।" অনন্তর অর্দ্ধরাত্র অতীত হইলে বিনিদ্র রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, উর্ব্বশী-সহবাসলাভের নিমিত্ত গন্ধর্ব্বগণ আমাকে অগ্নিস্থালী প্রদান করিয়াছিলেন, আমি সেই অগ্নিস্থালী বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আমি সেই অগ্নিস্থালী আনয়ন করিবার জন্য সেই স্থলে গমন করিব। এই প্রকার চিন্তাপূর্ব্বক রাজা সেই বনে গমন করিলেন, কিন্তু অগ্নিস্থালী দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর পূর্ব্বে যেখানে অগ্নিস্থালী নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেইখানে শমীগর্ভস্থ একটী অশ্বত্থ দেখিতে পাইয়া চিন্তা করিলেন, "এই খানেই আমি অগ্নিস্থালী নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, সেই স্থালীই শমীগর্ভস্থ অশ্বত্থরূপে পরিণত হইয়াছে, সেইজন্য আমি এই অশ্বত্থকে অগ্নিরূপে গ্রহণ করিয়া নিজপুরে গমন করত এই অশ্বত্থকে অরণী করিয়া তদুৎপন্ন অগ্নির উপাসনা করিব।" এইরূপ বিবেচনা করিয়া রাজা সেই অশ্বত্থকে গ্রহণ করত নিজপুরে আগমন করিলেন। এবং তাহা দ্বারা অরণী করিলেন। পরে সেই কাষ্ঠকে অঙ্গুলীপ্রমাণ করিয়া গায়ত্রী পাঠ করিলেন। অনন্তর গায়ত্রীর অক্ষরসংখ্যানুসারে অঙ্গুলি-প্রমাণ অরণি উৎপন্ন হইল। অনন্তর রাজা অরণী ঘর্ষণ করিয়া অগ্নিত্রয় উৎপাদন করত, বেদানুসারে তাহাতে হোম করিতে লাগিলেন এবং ইহলোকে উর্ব্বশীর সহবাসরূপ ফল কামনা করিলেন। অনন্তর সেই অগ্নি বিধি দ্বারা বহুবিধ যজ্ঞ করিয়া তৎপ্রসাদে গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হইলেন এবং আর তাঁহার উর্ব্বশী বিয়োগ হইল না। পূর্ব্বে এক অগ্নিই ছিল, কিন্তু এই মন্বন্তরে ইলাপুত্র পুরূরবা ত্রিবিধ অগ্নি প্রবর্ত্তিত করিলেন। ৪১—৪৬।

চতুর্থাংশে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—পুরূরবারও আয়ুঃ, ধীমান্, অমাবসু, বিশ্ববসু, শতায়ুঃ ও শ্রুতায়ুঃ

অমাবসোর্ভীমো নাম পুত্ত্রোঽভবৎ। ভীমস্য কাঞ্চনঃ, কাঞ্চনাৎ সুহোত্রঃ, তস্যাপি জহ্নুঃ। যোঽসৌ যজ্ঞবাটমখিলং গঙ্গাম্ভসা প্লাবিতমালোক্য ক্রোধসংরক্তনয়নো ভগবন্তং যজ্ঞপুরুষমাত্মনি পরমেণ সমাধিনা সমারোপ্যাখিলামেব গঙ্গামপিবৎ ॥ ২

অথৈনং দেবর্ষয়ঃ প্রসাদয়ামাসুঃ দুহিতৃত্বে চাস্য গঙ্গামনয়ৎ। জহ্নোশ্চ সুজহ্নুর্নাম পুত্ত্রোঽভবৎ। তস্যাপ্যজকঃ, ততো বলাকাশ্বঃ, তস্মাৎ কুশঃ, কুশস্য কুশাশ্বকুশনাভামূর্ত্তরয়ামাবসবশ্চত্বারঃ পুত্ত্রা বভূবুঃ ॥ ৩

তেষাং কুশাশ্বঃ শক্রতুল্যো মে পুত্ত্রো ভবেদিতি তপশ্চচার। তঞ্চোগ্রতপসমবলোক্য মা ভবত্বন্যোঽস্মত্তুল্যবীর্য্য ইত্যাত্মনৈবাস্যেন্দ্রঃ পুত্ত্রত্বমগচ্ছৎ ॥ ৪

গাধির্নাম স কৌশিকোঽভবৎ গাধিশ্চ সত্যবতীং নাম কন্যামজনয়ৎ। তাঞ্চ ভার্গব ঋচীকো বব্রে।

গাধিরপ্যতিরোষণায় অতিবৃদ্ধায় চ ব্রাহ্মণায় দাতুমনিচ্ছন্নেকতঃ শ্যামকর্ণানামিন্দুবর্চ্চসামনিলরংহসামশ্বানাং সহস্রং কন্যাশুল্কমযাচত ॥ ৫। ৬

তেনাপি ঋষিণা বরুণসকাশাদুপলভ্য অশ্বতীর্থোৎপন্নং তাদৃশাশ্বসহস্রং দত্তম্ ॥ ৭

ততস্তামৃচীকঃ কন্যামুপয়েমে। ঋচীকশ্চ তস্যাশ্চরুমপত্যার্থং চকার। তয়া প্রসাদিতশ্চ তন্মাত্রে ক্ষত্রবরপুত্ত্রোৎপত্তয়ে চরুমপরং সাধয়ামাস ॥ ৮

এষ চরুর্ভবত্যা অয়মপরস্ত্বন্মাত্রা সম্যগুপযোজ্য ইত্যুক্ত্বা বনং জগাম ॥ ৯

উপযোগকালে চ তাং মাতা সত্যবতীমাহ, সর্ব্ব এবাত্মপুত্ত্রমতিগুণং সমভিলষতি, নাত্মজায়াভ্রাতৃগুণেষতীবাদৃতো ভবতীত্যতোঽর্হসি মম

(অযুতায়ুঃ) নামে ছয়টী পুত্র হয়। অমাবসুরও ভীম নামে পুত্র হইল। ভীমের পুত্র কাঞ্চন, তৎপুত্র সুহোত্র, তৎপুত্র জহ্নু। এই জহ্নু, অখিল স্বীয় যজ্ঞবাটীকে গঙ্গাজলে প্লাবিত দেখিয়া ক্রোধসংরক্তনয়নে পরমসমাধিবলে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষকে স্বীয় আত্মাতে সমারোপণ পূর্ব্বক সমুদয় গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন। সেই সময় দেবঋষিগণ ইহাঁকে প্রসন্ন করত গঙ্গাকে ইহাঁর দুহিতা স্বরূপে স্বীকার করান। তখন জহ্নু তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। জহ্নুর সুজহ্নু নামে পুত্র হয়, তৎপুত্র অজক, তৎপুত্র বলাকাশ্ব, তৎপুত্র কুশ, কুশের কুশাশ্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরয় ও অমাবসু নামে চারিজন পুত্র হয়; তাঁহাদের মধ্যে কুশাশ্ব, 'আমার ইন্দ্রতুল্য পুত্র জন্মিবে' এই সঙ্কল্প করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি উগ্র তপস্যা করিতেছেন দেখিয়া ইন্দ্র, 'অপর কেহ মৎসদৃশ পরাক্রম শালী না হউক' এই ভাবিয়া স্বয়ংই তাঁহার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই ইন্দ্রই কৌশিক গাধি-নামা হইলেন। গাধির সত্যবতী নাম্নী কন্যা হয়। এই সত্যবতীকে ভার্গব ঋচীক প্রার্থনা করিলেন। গাধিও অতি-ক্রুদ্ধস্বভাব অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিতে অনিচ্ছুক হইয়া, এক সহস্র শ্যামকর্ণ, চন্দ্রের ন্যায় শ্বেতকান্তি ও বায়ু-সদৃশ বেগবান্ অশ্ব, কন্যার মূল্যস্বরূপে যাচ্ঞা করিলেন। সেই ঋষিও বরুণদেবের নিকট হইতে, অশ্বতীর্থোৎপন্ন তাদৃশ অশ্বসহস্র, লাভ করিয়া রাজাকে প্রদান করিলেন। অনন্তর ঋচীক, সেই কন্যাকে বিবাহ করিলেন। অনন্তর কোন সময়ে ঋচীক সত্যবতীর সন্তানকামনায় চরু (যজ্ঞীয় পায়স) করিলেন। তখন সত্যবতী তাঁহাকে প্রসন্ন করত স্বকীয় জননীরও ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ পুত্রোৎপত্তির জন্য প্রার্থনা করিলে, তিনি আর এক চরু প্রস্তুত করিলেন। চরু প্রস্তুত হইতে মহর্ষি ঋচীক, স্বীয় পত্নী সত্যবতীকে 'এই চরু তোমার এবং এই অপরটী তোমার মাতার উপযোগী', এই বলিয়া বনে গমন করিলেন। ১—৯। অনন্তর চরু সেবনকালে সত্যবতীর জননী সত্যবতীকে কহিলেন,—"সকলেই নিজের জন্য অতিগুণবান্ পুত্রের অভিলাষ করিয়া থাকে, কিন্তু কেহই

তস্মাত্ত্বীয়ঞ্চরুং দাতুং মদীয়ঞ্চরুমাত্মনোপ-যোক্তুম্ ॥১০

মৎপুত্রেণ হি সকলভূমণ্ডলপরিপালনং কার্য্যম্ ॥১১

কিয়দ্ব্রাহ্মণস্য বলবীর্য্যসম্পদিত্যুক্তা সা স্বং চরুং মাত্রে দত্তবতী ॥ ১২

অথ বনাদভ্যাগত্য সত্যবতীমৃষিরপশ্যৎ, আহ চৈনাম্, অতিপাপে কিমিদমকার্য্যং ভবত্যা কৃতম্, অতিরৌদ্রং তে বপুরালক্ষ্যতে, নূনং ত্বয়া ত্বন্মাতৃসংস্কৃতশ্চরুরুপযুক্তো ন যুক্তমেতৎ ॥ ১৩

ময়া হি তত্র চরৌ সকলৈব শৌর্য্যবীর্য্যবল-সম্পদারোপিতা, ত্বদীয়ে চরাবপ্যখিলশান্তিজ্ঞান-তিতিক্ষাদিকা ব্রাহ্মণগুণসম্পৎ। এতচ্চ বিপরীতং কুর্ব্বত্যাস্তবাতিরৌদ্রাস্ত্রধারণমারণ-নিষ্ঠঃ ক্ষত্রিয়াচারঃ পুত্রো ভবিষ্যত্যস্যাশ্চোপ-শমরুচিঃ ব্রাহ্মণাচারঃ ॥ ১৪

ইত্যাকর্ণ্যৈব সা তস্য পাদৌ জগ্রাহ। প্রণি-পত্য চ এনমাহ, ভগবন ময়ৈতদজ্ঞানাদনুষ্ঠিতং, প্রসাদং মে কুরু, মৈবংবিধঃ পুত্রো ভবতু, কাম-মেবংবিধঃ পৌত্রো ভবতু ইত্যুক্তো মুনিরপ্যাহ, এবমস্তু ইতি ॥ ১৫

অনন্তরঞ্চ সা জমদগ্নিমজীজনৎ। তন্মাতা চ বিশ্বামিত্রং জনয়ামাস। সত্যবতী চ কৌশিকী নাম নদ্যভবৎ। জমদগ্নিরিক্ষ্বাকুবংশোদ্ভবস্য রেণোস্তনয়াং রেণুকামুপযেমে। তস্যাঞ্চা-শেষক্ষত্রবংশহন্তারং পরশুরামসংজ্ঞং ভগবতঃ সকললোকগুরোর্নারায়ণস্যাংশং জমদগ্নিরজীজনৎ

বিশ্বামিত্রপুত্রস্তু ভার্গব এব শুনঃশেফো নাম দেবৈর্দ্দত্তঃ, ততশ্চ দেবরাতনামাভবৎ। ততশ্চান্যে মধুচ্ছন্দ-জয়--কৃতদেব--দেবাষ্টক--কচ্ছপহারীত-কাখ্যা বিশ্বামিত্রপুত্রা বভূবুঃ ॥ ১৭

আত্মপত্নীর ভ্রাতৃগুণে তাদৃশ আদর করে না, (এইজন্য বোধ হয়, ঋষি আমার চরু অপেক্ষা তোমার চরুই তাদৃশ উত্তম করিয়াছেন) অতএব তুমি তোমার চরুটী আমাকে দাও ও আমার চরুটী তুমি ভক্ষণ কর।” আরও কহিলেন, “আমার পুত্রের সকল ভূমণ্ডল পালন করিতে হইবে। আর ব্রাহ্মণের বলবীর্য্য সম্পত্তিতে কি প্রয়োজন সাধিত হইবে?” জননী এই কথা বলিলে পর সত্যবতী স্বকীয় চরু, মাতাকে প্রদান-পূর্ব্বক মাতৃচরু নিজে ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর ঋষি বন হইতে আগমন করিয়া সত্য-বতীকে দেখিলেন ও কহিলেন,—হে অতি-পাপে! তুমি এ কি অকর্য্য করিয়াছ? তোমার শরীর অতি রৌদ্র দেখাইতেছে; আমি বিবেচনা করিতেছি যে, তুমি তোমার মাতার চরু ভক্ষণ করিয়াছ। সত্যবতি! তোমার এ কর্ম্ম উচিত হয় নাই; কারণ তোমার মাতার চরুতে আমি সকল বীর্য্যসম্পদের সমাবেশ করিয়াছিলাম এবং তোমার চরুতে অখিল শান্তি জ্ঞান মতি তিতিক্ষা প্রভৃতি ব্রাহ্মণসম্প-দের সমাবেশ করিয়াছিলাম। তুমি ইহার বিপরীত করিয়াছ, এই কারণে তোমার পুত্র রৌদ্রাস্ত্রধারণ ও মারণাদিনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়াচার হইবে, এবং তোমার মাতার পুত্র শান্তির অভিলাষী ব্রাহ্মণাচার হইবে। ঋষি এই কথা বলিলে সত্যবতী ঋষির পাদদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক প্রণিপাত করিয়া কহিলেন,—“ভগবন্! আমি অজ্ঞান বশতঃ এইরূপ করিয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমার যেন এতাদৃশ পুত্র না হয়, পরন্তু এতাদৃশ পৌত্র হউক। সত্যবতী এইরূপ প্রার্থনা করিলে ঋষি কহিলেন, “তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই হইবে।” অনন্তর যথাসময়ে সত্যবতী জমদগ্নিকে প্রসব করিলেন এবং তন্মাতা বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিলেন। পরে সত্যবতী কৌশিকী নামে নদী হইলেন। জমদগ্নি ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব রেণু নামক রাজার কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করিলেন এবং সেই রেণুকার গর্ভে, অশেষ-ক্ষত্রিয়বংশের উচ্ছেদ-কারী সকল লোক গুরু নারায়ণের অংশভূত পরশুরাম নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। দেবগণ, ভৃগুবংশীয় শুনঃশেফকে বিশ্বামিত্রের পুত্ররূপে প্রদান করেন। তৎপরে বিশ্বামিত্রের অন্যান্য যে সকল পুত্র জন্মিল, তাহাদের নাম মধুচ্ছন্দ, জয়, কৃতদেব, দেবাষ্টক, কচ্ছপ ও

তেষাঞ্চ বহূনি কৌশিকগোত্রাণি ঋষ্যন্তরেষু বৈবাহ্যানি ভবন্তীতি ॥ ১৮

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

পুরূরবসো জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো যস্ত্বায়ুর্নামা, স বাহোর্দুহিতরমুপযেমে। তস্যাং স পঞ্চ পুত্রান্ জনয়ামাস। নহুষ-ক্ষত্রবৃদ্ধ-রম্ভ-রজি-সংজ্ঞাঃ, তথৈবানেনাঃ পঞ্চমঃ পুত্রোঽভূৎ। ক্ষত্রবৃদ্ধাৎ সুহোত্রঃ পুত্রোভূৎ। কাশলেশ-গৃৎসমদাস্তস্য পুত্রাস্ত্রয়োঽভবন্। গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যপ্রবর্ত্তয়িতাভূৎ ॥ ১

কাশস্য কাশিরাজঃ, ততো দীর্ঘতমাঃ পুত্রোঽভবৎ। ধন্বন্তরিস্তু দীর্ঘতমসোঽভূৎ। স হি সংসিদ্ধকার্য্যকরণঃ সকলসম্ভূতিষশেষজ্ঞানবিৎ ॥২

ভগবতা নারায়ণেন চ অতীতসম্ভূতাবস্মৈ বরো দত্তঃ ॥ ৩

কাশিরাজগোত্রেঽবতীর্য্য ত্বমষ্টধা সম্যগায়ুর্ব্বেদং করিষ্যসি। যজ্ঞভাগ্‌ভবিষ্যসি ইতি ॥ ৪

তস্য চ ধন্বন্তরেঃ পুত্রঃ কেতুমান্। কেতুমতো ভীমরথঃ, তস্যাপি দিবোদাসঃ, ততঃ প্রতর্দ্দনঃ। স চ মদ্রশ্রেণ্যবংশবিনাশাদশেষাঃ শত্রবোঽনেন জিতা ইতি শত্রুজিদভবৎ ॥ ৫

তেন চ প্রীতিমতাত্মপুত্রো বৎস বৎসেত্যভিহিতঃ, অতো বৎসোঽসা ভবৎ ॥ ৬

সত্যব্রততয়া ঋতধ্বজসংজ্ঞামবাপ। পুনশ্চ কুবলয়নামানমশ্বং লেভে; কুবলয়াশ্ব ইত্যস্যাং পৃথিব্যাং প্রথিতঃ ॥ ৭

তস্য চ বৎসস্য পুত্রোঽলর্কো নামাভবৎ। যস্য অয়মদ্যাপি শ্লোকো গীয়তে।—

ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি ষষ্টিং বর্ষশতানি চ।
অলর্কাদপরো নান্যো বুভুজে মেদিনীং যুবা ॥ ৮

হারীতক। সেই সকল অপত্যাদি কৌশিক গোত্র এবং তাঁহাদের ঋষ্যন্তর বংশে বিবাহ হয়, কিন্তু সমান প্রবরে নহে। ১০—১৮।

চতুর্থাংশে সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—পুরূরবার জ্যেষ্ঠ পুত্র যাঁহার নাম আয়ুঃ, তিনি বাহুর কন্যাকে বিবাহ করিলেন এবং তাঁহার গর্ভে পাঁচটী পুত্র উৎপাদন করিলেন। সেই পুত্রগণের নাম যথা,—নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রম্ভ, রজি ও অনেনাঃ। ক্ষত্রবৃদ্ধের সুহোত্রনামক পুত্র হয়। এই সুহোত্রের তিন পুত্র,—কাশ, লেশ ও গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শৌনক, এই শৌনকই চাতুর্ব্বর্ণ্য-প্রবর্ত্তয়িতা হন। কাশের পুত্র কাশিরাজ; কাশিরাজের দীর্ঘতমা নামে পুত্র হয়, দীর্ঘতমার পুত্র ধন্বন্তরি; এই ধন্বন্তরির দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে মর্ত্ত্যধর্ম্ম ছিল না এবং ইনি সকল জন্মেই অশেষ-শাস্ত্রজ্ঞ। পূর্ব্বজন্মে ভগবান নারায়ণ ইহাকে বর প্রদান করেন যে, "তুমি কাশিরাজ গোত্রে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত আয়ুর্ব্বেদকে আট ভাগে বিভক্ত করিবে এবং তুমি যজ্ঞভাক্ হইবে।" সেই ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান্, তৎপুত্র দিবোদাস, তৎপুত্র প্রতর্দ্দন, প্রতর্দ্দন মদ্রশ্রেণ্য বংশের উচ্ছেদ করিয়া অশেষ শত্রুগণকে পরাজয় করিয়াছিলন বলিয়া, তাঁহার 'শত্রুজিৎ' নাম হয়। ইহাঁর পিতা দিবোদাস, ইহাঁকে অতি প্রীতির সহিত "বৎস! বৎস! বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, সেই কারণে ইহাঁর অপর নাম বৎস এবং ইনি অতিশয় সত্যব্রত ছিলেন বলিয়া ইহার আর একটী নাম হয় ঋতধ্বজ। পুনশ্চ ইনি কুবলয় নামক অশ্বের প্রাপ্তি-নিবন্ধন পরে কুবলয়াশ্ব নামে এই পৃথিবীতে প্রথিত হন। বৎসের অলর্কনামা পুত্র হয়। এই অলর্ক-সম্বন্ধে অদ্যাবধি একটী শ্লোক গীত হয় যথা,—"পূর্ব্বকালে অলর্ক ব্যতিরেকে অপর কোন ভূপতিই যুবাবস্থায় ষাট্ হাজার ও ষাট্ শত বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবীর ভোগ করিতে পারেন

তথালর্কস্য সন্নতির্নামাত্মজোঽভবৎ। ততঃ সুনীথঃ, তস্য সুকেতুঃ, ততো ধর্ম্মকেতুঃ, ততঃ সত্যকেতুঃ, তস্মাৎ বিভুঃ, তত্তনয়ঃ সুবিভুঃ, ততশ্চ সুকুমারঃ, তস্যাপি ধৃষ্টকেতুঃ, ততশ্চ বৈনহোত্রঃ, ততশ্চ ভার্গঃ, ভার্গস্য ভার্গভূমিঃ, অতশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যপ্রবৃত্তিঃ, ইত্যেতে কাশ্যপা ভূপতয়ঃ কথিতাঃ। রজেস্তু সন্ততিঃ শ্রূয়তামিতি॥ ৯

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

রজেঃ- পঞ্চপুত্রশতান্যতুলবীর্য্যসারাণ্যাসন্। দেবাসুরসংগ্রামারম্ভে পরস্পরবধেপ্সবো দেবাশ্চাসুরাশ্চ ব্রহ্মাণং পপ্রচ্ছুঃ॥ ১

ভগবন্ অস্মাকমত্র বিরোধে কতরঃ পক্ষো জেতা ভবিষ্যতীতি। অথাহ ভগবান্, যেষামর্থে রজিরাত্তায়ুধো যোৎস্যতীতি। অথ দৈত্যৈরুপেত্য রজিরাত্মসাহায্যদানায়াভ্যর্থিতঃ প্রাহ যোৎস্যেঽহং ভবতামর্থে, যদ্যহমমরজয়াদ্ভবতামিন্দ্রো ভবিষ্যামি। ইত্যাকর্ণ্যৈতৎ তৈরভিহিতো ন বয়মন্যথা বদিষ্যামোঽন্যথা করিষ্যামঃ, অস্মাকমিন্দ্রঃ প্রহ্লাদস্তদর্থময়মুদ্যম ইত্যুক্ত্বা গতেষ্বসুরেষু দেবৈরপ্যসাববনীপতিরেবমেবোক্তঃ। তেনাপি চ তথৈবোক্তে দেবৈরিন্দ্রস্ত্বং ভবিষ্যসীতি সমন্বীপ্সিতম্॥ ২

রজিনাপি দেবসৈন্যসহায়েন অনেকৈর্মহাস্ত্রৈস্তদশেষমসুরবলং নিসূদিতম্। অথ জিতারাতিপক্ষশ্চ ইন্দ্রো রজিচরণযুগলমাত্মশিরসা নিপীড্যাহ, ভয়ত্রাণদানাদস্মৎপিতা ভবান্, অশেষলোকানামুত্তমোত্তমো ভবান্, যস্যাহং পুত্রস্ত্রিলোকেন্দ্রঃ॥ ৩

নাই। সেই অলর্কের সন্নতিনামক পুত্র হয়। তৎপুত্র সুনীত, তৎপুত্র সুকেতু, তৎপুত্র ধর্ম্মকেতু, তৎপুত্র সত্যকেতু, তৎপুত্র বিভু, তৎপুত্র সুবিভু, তৎপুত্র সুকুমার, তৎপুত্র ধৃষ্টকেতু, তৎপুত্র বৈনহোত্র, তৎপুত্র ভার্গ, তৎপুত্র ভার্গভূমি। এই ভার্গভূমি হইতে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবর্ত্তিত হয়। এই কাশ্যভূপালগণের বিবয় তোমাকে কহিলাম; এক্ষণে রজির বংশাবলি শ্রবণ কর। ১—৯

চতুর্থাংশে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮॥

নবম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—রজির অতুল-পরাক্রমসার পঞ্চশত পুত্র ছিল। কোন কালে দেবাসুর-সংগ্রামে, পরস্পর বধেচ্ছু দেব ও অসুরগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে ভগবন্! আমাদের এই বিরোধে কোন্ পক্ষ জয়ী হইবে? অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা কহিলেন, যাঁহাদিগের জন্য রজিরাজা অস্ত্রধারণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিবেন, তাঁহারাই জয়ী হইবেন। অনন্তর দৈত্যগণ আসিয়া সাহায্যলাভার্থ রজির নিকট প্রার্থনা করাতে, রজি কহিলেন, "যদি আপনারা সুরগণকে জয় করিয়া আমাকে ইন্দ্রত্ব প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি আপনাদের জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি।" এই কথা শ্রবণ করিয়া অসুরগণ কহিল, "আমরা একপ্রকার বলিয়া অন্যপ্রকার আচরণ করিব না। প্রহ্লাদ আমাদের ইন্দ্র, তাঁহার জন্যই আমাদের এই উদ্যোগ, অতএব আপনার অঙ্গীকারে বদ্ধ হইতে পারিব না।" এইরূপ বলিয়া দৈত্যগণ প্রস্থান করিলে পর, দেবগণ আগমন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রার্থনা করিলে, রাজাও পূর্ব্বে যে প্রকার অসুরগণের নিকট বলিয়াছিলেন, দেবগণের নিকটও তাহাই বলিলেন। তখন দেবগণও স্বীকার করিলেন,—"আপনিই আমাদের ইন্দ্র হইবেন।" অনন্তর রজি, দেবসৈন্যসহায় হইয়া অনেক মহাস্ত্র দ্বারা সেই অসুরগণকে বিনাশ করিলেন। যখন শত্রুপক্ষ সকল বিনষ্ট হইল, তখন ইন্দ্র রজির পদদ্বয়, স্বীয় মস্তক দ্বারা নিপীড়ন করিয়া কহিলেন, "আপনি ভয় হইতে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া

স চাপি রাজা প্রহস্যাহ, এবমেবাস্তু, অনতিক্রমণীয়া হি বৈরিপক্ষাদপ্যনেকবিধচাটুবাক্যগর্ভ প্রণতিঃ, ইত্যুক্ত্বা স্বপুরমাজগাম॥ ৪

শতক্রতুরপীন্দ্রত্বং চকার। স্বর্যাতে চ রজৌ নারদর্ষিচোদিতা রাজসুতাঃ শতক্রতুমাত্মপিতৃপুত্রমাচারাদ্রাজ্যং যাচিতবন্তঃ॥ ৫

অপ্রদানে চাবজিত্যেন্দ্রমতিবলিনঃ স্বয়মিন্দ্রত্বং চক্রুঃ। ততশ্চ বহুতিথে কালে ব্যতীতে বৃহস্পতিমেকান্তে দৃষ্ট্বাপহৃতত্রৈলোক্যযজ্ঞভাগঃ শতক্রতুরাহ॥ ৬

বদরীফলমাত্রমপ্যর্হসি মম আপ্যায়নায় পুরোডাশখণ্ডং দাতুমিত্যুক্তো বৃহস্পতিরুচে, যদ্যেবং পূর্ব্বমেব ত্বয়াহং চোদিতঃ স্যাং তন্ময়া ত্বদর্থং কিমকর্তব্যমিতি॥ ৭

স্বল্পৈরেবাহোভিস্ত্বাং নিজং পদং প্রাপয়িষ্যামি ইত্যভিধায় তেষামনুদিনাভিচারিকং বুদ্ধিমোহায় শক্রস্য চ তেজোবৃদ্ধয়ে জুহাব। তে চাপি তেন বুদ্ধিমোহেনাভিভূয়মানা ব্রহ্মদ্বিষো ধর্ম্মত্যাগিনো বেদবাদপরাঙ্মুখা বভূবুঃ। ততশ্চ তানপেতধর্ম্মাচারান্ ইন্দ্রো জঘান। পুরোহিতাপ্যায়িততেজাশ্চ ত্রিদিবমাক্রামৎ। এতদিন্দ্রস্য স্বপদচ্যবনারোহণং শ্রুত্বা পুরুষঃ স্বপদভ্রংশং দৌরাত্ম্যং বা ন চ আপ্নোতি। রম্ভস্ত্বনপত্যোঽভবৎ। ক্ষত্রবৃদ্ধসুতঃ প্রতিক্ষত্রঃ, তৎপুত্রঃ সঞ্জয়ঃ, তস্যাপি জয়ঃ, ততশ্চ বিজয়ঃ,তস্মাচ্চ যজ্ঞকৃৎ, তস্য হর্ষবর্দ্ধনঃ, হর্ষবর্দ্ধনসুতঃ সহদেবঃ, তস্মাদদীনঃ, তস্য জয়সেনঃ, ততশ্চ সংস্কৃতিঃ, তৎপুত্রঃ ক্ষত্রধর্ম্মা, ইত্যেতে ক্ষত্রবৃদ্ধস্য। অতো নহুষবংশং বক্ষ্যামি ইতি॥ ৮

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে নিমিবংশবিস্তারো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

আমাদের পিতা, আপনি এক্ষণে লোকসমূহের মধ্যে সর্ব্বোত্তম হইলেন ; কারণ,ত্রিলোকেন্দ্র আমি আপনার পুত্র।" তখন রাজা রজিও হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, "আচ্ছা তাহাই হউক, বৈরিপক্ষেরও অনেকবিধ চাটুবাক্যগর্ভা প্রণতি অতিক্রম করা উচিত নহে,—স্বপক্ষের ত কথাই নাই।" এই বলিয়া রাজা স্বপুরে আগমন করিলেন। ওদিকে শতক্রতুই ইন্দ্রত্ব করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা রজি স্বর্গে গমন করিলে পর, রজি-পুত্রেরা নারদঋষি প্রেরণায় স্বকীয় পিতার স্বীকৃত পুত্র ইন্দ্রের নিকট আচারানুসারে রাজ্য প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে ইন্দ্র রাজ্য প্রদান না করাতে অতি বলশালী রজিপুত্রগণ ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া আপনারাই ইন্দ্রত্ব করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে অপহৃতত্রৈলোক্য যজ্ঞভাগ ইন্দ্র, নির্জ্জনে বৃহস্পতিকে দর্শন করিয়া কহিলেন, "বদরীফলপ্রমাণ ঘৃত প্রদান করিয়া কি আমার তৃপ্তি করিতে পারিবেন?" ইন্দ্র নির্ব্বিঘ্ন-ভাবে এই কথা বলিলে, বৃহস্পতি কহিলেন, "যদি তুমি পূর্ব্বেই আমার নিকট প্রার্থনা করিতে, তাহা হইলে তোমার জন্য কো'ন কর্ম্ম আমার অকরণীয় হইত? এক্ষণে অল্পদিনের মধ্যেই তোমাকে নিজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি।" এই বলিয়া বৃহস্পতি, রজিপুত্রগণের বুদ্ধিমোহের জন্য প্রতিদিন অভিচারাদিক্রিয়া করিতে লাগিলেন ও ইন্দ্রের তেজোবৃদ্ধির জন্য হোম করিতে লাগিলেন। অনন্তর রজিপুত্রগণ সেই বুদ্ধিমোহ প্রযুক্ত অভিভূত হইয়া, ব্রহ্মদ্বেষী ধর্ম্মত্যাগী ও বেদবাদ-পরাঙ্মুখ হইলেন। তখন ইন্দ্র অনায়াসে অপেত-ধর্ম্মাচার সেই রজিপুত্রগণকে হনন করিলেন এবং পুরোহিত বৃহস্পতির অনুগ্রহে বর্দ্ধিততেজা হইয়া স্বর্গ আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করিলেন। ইন্দ্রের এই পদভ্রংশ ও পুনঃপ্রাপ্তি শ্রবণ করিলে পুরুষ, স্বপদভ্রংশ কিংবা দৌরাত্ম্যপ্রাপ্ত হয় না। রম্ভ অনপত্য ছিলেন। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র প্রতিক্ষত্র, তৎপুত্র সঞ্জয়, তৎপুত্র জয়, তৎপুত্র বিজয়, তৎপুত্র যজ্ঞকৃৎ, তৎপুত্র হর্ষবর্দ্ধন, হর্ষবর্দ্ধনের পুত্র সহদেব, তৎপুত্র অদীন, তৎপুত্র জয়সেন, তৎপুত্র সংস্কৃতি, তৎপুত্র ক্ষত্রধর্ম্মা। এই সকল ক্ষত্রবৃদ্ধবংশীয় ভূপালগণের বিষয় কথিত হইল। অতঃপর নহুষবংশ বলিব। ১—৮।

চতুর্থাংশে নবম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯॥

দশমোঽধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ।

যতি-যযাতি-সংযাতি--অযাতি-বিযতি--কৃতি-সংজ্ঞা নহুষস্য ষট্‌পুত্রা মহাবলপরাক্রমা বভূবুঃ। যতিস্তু রাজ্যং নৈচ্ছং। যযাতিস্তু ভূভৃদভবং উশনসশ্চ দুহিতরং দেবযানীং শর্ম্মিষ্ঠাঞ্চ বার্ষপর্ব্বণীমুপযেমে ॥ ১

অত্রানুবংশশ্লোকো ভবতি।
যদুঞ্চ তুর্ব্বসুঞ্চৈব দেবযানী ব্যজায়ত।
দ্রুহ্যঞ্চাণুঞ্চ পুরুঞ্চ শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী ॥ ২
কাব্যশাপাচ্চ অকালেনৈব যযাতির্জরামবাপ ॥ ৩

প্রসন্নশুক্রবচনাচ্চ জরাং সংক্রাময়িতুং জ্যেষ্ঠং পুত্রং যদুমুবাচ ত্বন্মাতামহশাপাদয়মকালেনৈব জরা মামুপস্থিতা। তামহং তস্যৈবানুগ্রহাং ভবতঃ সঞ্চারয়াম্যেকং বর্ষসহস্রং ন তৃপ্তোঽস্মি বিষয়েষু, ত্বদ্বয়সা বিষয়ানহং ভোক্তুমিচ্ছামি ॥ ৪

নাত্র ভবতা প্রত্যাখ্যানং কর্ত্তব্যম্ ইত্যুক্তঃ স নৈচ্ছং তাং জরামাদাতুম্। তঞ্চাপি পিতা শশাপ, ত্বংপ্রসূতির্ন রাজ্যার্হা ভবিষ্যতীতি ॥ ৫

অনন্তরঞ্চ দ্রুহ্যং তুর্ব্বসুমনুঞ্চ পৃথিবীপতির্জরাগ্রহণার্থং স্বযৌবনপ্রদানায় চ চোদয়ামাস। তৈরপ্যেকৈকশ্যেন প্রত্যাখ্যাতস্তাংশ্চ শশাপ। অথ শর্ম্মিষ্ঠাতনয়মশেষকনীয়াংসং পুরুং তথৈবাহ, স চাতিপ্রবণমতিঃ প্রণম্য পিতরং সবহুমানং, মহান্ প্রসাদোঽয়মস্মাকমিত্যুদারমভিধায় জরাং প্রতিজগ্রাহ, স্বকীয়ঞ্চ যৌবনং পিত্রে দদৌ, সোঽপি চ নবং যৌবনমাসাদ্য ধর্ম্মাবিরোধেন যথাকামং যথাকালোপপন্নং যথোৎসাহং বিষয়ং চচার, সম্যক্ প্রজাপালনমকরোং ॥ ৬

দশম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—যতি, যযাতি, সংযাতি, অযাতি বিযতি ও কৃতি নামে নহুষের ছয়টী পুত্র হয়। ইহাঁরা সকলেই পরাক্রান্ত ছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে যতি রাজ্যইচ্ছা করেন নাই; যযাতিই রাজা হইলেন। তিনি শুক্রের দুহিতা দেবযানী ও বৃষপর্ব্বার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিলেন, এই স্থলে যযাতিপুত্রগণের সম্বন্ধে একটী শ্লোক আছে, যথা,—"দেবযানী,—যদু ও তুর্ব্বসুকে প্রসব করেন এবং বৃষপর্ব্বদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা, দ্রুহ্য, অনু ও পুরুকে প্রসব করেন। যযাতি, শুক্রের শাপে অকালেই জরা প্রাপ্ত হন।" অনন্তর শুক্র প্রসন্ন হইলে তদ্বচনানুসারে যযাতি স্বীয় জরা সংক্রামিত করিবার জন্য জ্যেষ্ঠপুত্র যদুকে কহিলেন, "হে পুত্র! তোমার মাতামহ-শাপপ্রভাবে অকালেই আমার জরা উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার অনুগ্রহেই আমি সেই জরা তোমাতে একসহস্র বংসরের জন্য সংক্রামিত করিতে ইচ্ছা করি। আমি এখনও বিষয়-ভোগে তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই, সুতরাং আমি বিষয়-ভোগ করিতে ইচ্ছা করি। এই বিষয়ে তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিও না।" রাজা এই কথা বলিলে যদু, জরাগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তখন যযাতি তাঁহাকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, "তোমার বংশে কেহই রাজ্যার্হ হইবে না।" অনন্তর রাজা ক্রমে ক্রমে দ্রুহ্য, তুর্ব্বসু ও অনুর নিকটে গমন করিয়া তাঁহাদের যৌবন-গ্রহণ পূর্ব্বক নিজের জরা তাঁহাদিগকে সংক্রমণ করিতে প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু একে একে তাঁহারা সকলেই যযাতিকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। রাজাও তাঁহাদিগকে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শাপ প্রদান করিলেন। অনন্তর রাজা, সর্ব্বকনিষ্ঠ শর্ম্মিষ্ঠাপুত্র পুরুর নিকট গমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয় কহিলেন। তখন অতি প্রবলমতি পুরু পিতাকে প্রণামপূর্ব্বক বহুমানের সহিত, "আমার উপর ইহা আপনার মহান্ অনুগ্রহ" এইরূপ উদার বাক্য বলিয়া পিতার জরা গ্রহণ করিলেন ও পিতাকে স্বকীয় যৌবন প্রদান করিলেন। অনন্তর, রাজা যযাতিও নবীনযৌবন প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মের অবিরোধে অভিলাষানুরূপ যথাকালে

বিশ্বাচ্যা সহোপভোগং ভুক্ত্বা কামানামন্ত-মবাপ্স্যামীত্যনুদিনং তন্মনস্কো বভূব ॥ ৭

অনুদিনঞ্চ উপভোগতশ্চ কামানতীব রম্যান্ মেনে ॥ ৮

ততশ্চৈবমগায়ত।

যযাতিরুবাচ।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ৯
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং তদিত্যতিতৃষং ত্যজেৎ ॥১০
যদা ন কুরুতে ভাবং সর্ব্বভূতেষু পাপকম্।
সমদৃষ্টেস্তদা পুংসঃ সর্ব্বা এব সুখা দিশঃ ॥ ১১
যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
তাং তৃষ্ণাং সন্ত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ সুখেনৈবাভিপূর্য্যতে
জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ কেশা দন্তা জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ।
ধনাশা জীবিতাশা চ জীর্য্যতোঽপি ন জীর্য্যতি ॥১৩
পূর্ণং বর্ষসহস্রং মে বিষয়াসক্তচেতসঃ।
তথাপ্যনুদিনং তৃষ্ণা মমৈতেষ্বেব জায়তে ॥ ১৪
তস্মাদেতামহং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মণ্যাধ্যায়মানসম্।
নির্দ্বন্দ্বো নির্ম্মমো ভূত্বা চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ ॥ ১৫

পরাশর উবাচ।

পুরোঃ সকাশাদাদায় জরাং দত্বা চ যৌবনম্।
রাজ্যেঽভিষিচ্য পূরুঞ্চ প্রযযৌ তপসে বনম্ ॥ ১৬
দিশি দক্ষিণপূর্ব্বস্যাং তুর্ব্বসুং প্রত্যথাদিশৎ।
প্রতীচ্যাঞ্চ তথা দ্রুহ্যুং দক্ষিণাপথতো যদুম্ ॥১৭
উদীচ্যাঞ্চ তথৈবানুং কৃত্বা মণ্ডলিনো নৃপান্।
সর্ব্বপৃথ্বীপতিঃ পূরুং সোঽভিষিচ্য বনং যযৌ ॥ ১৮

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে
দশমোঽধ্যায়ঃ।

উপপন্ন ও নিয়মিত উৎসাহে বিষয়ভোগ ও সম্যক্‌রূপে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। রাজা যযাতি বিশ্বাচীর সহিত নানাপ্রকার উপভোগ করত প্রতিদিনই 'কামসমূহের অন্ত দেখিব' এই প্রকার বিবেচনায় নিতান্ত উন্মনস্ক হইলেন। প্রতিদিনই তিনি এই প্রকারে উপভোগে রত হইয়া বিষয় সকলকে অতি রমণীয় বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা যযাতি একদিন বলিতে লাগিলেন,—বিষয়গণের অভিলাষ কখনই উপভোগ দ্বারা শান্ত হয় না; বরঞ্চ ঘৃতাহুতি দ্বারা অগ্নির ন্যায় ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। পৃথিবীতে ধান্য, যব, হিরণ্য, পশু ও স্ত্রী প্রভৃতি যত বিষয় আছে, তাহাতে এক ব্যক্তিরও অভিলাষ পূর্ণ হয় না; ইহা বিবেচনা করিয়া অতিতৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ১—১০। পুরুষ যখন সর্ব্বভূতে সমান দৃষ্টি করত সকল ভূতেই পাপময় ভাব না করেন, তখন তাঁহার পক্ষে সকল দিক্‌ই সুখময়। দুর্ম্মতিগণ যাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, যাহা শরীর জীর্ণ হইলেও জীর্ণ হয় না, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেই তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিলে অনন্ত সুখে অভিপূরিত হইতে পারেন। জরাগ্রস্ত ব্যক্তির কেশসমূহ জীর্ণ হয় এবং দন্ত সকলও জীর্ণ হয়; কিন্তু তাহার ধনাশা ও জীবনাশা কখনও জীর্ণ হয় না; নিত্য নূতন ভাবেই বাড়িয়া থাকে। এক সহস্রবর্ষ পূর্ণ হইল, আমার মন বিষয়ে সম্পূর্ণ ভাবে আসক্ত রহিয়াছে; কিন্তু তথাপি প্রতিদিন এই সকল বিষয়ে আমার তৃষ্ণা বাড়িতেছে। এই সকল কারণে আমি তৃষ্ণা পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মে মন অর্পণ করত দ্বন্দ্বহীন ও নির্ম্মম হইয়া মৃগসমূহের সহিত বনে বিচরণ করিব। পরাশর কহিলেন, অনন্তর রাজা যযাতি, পূরুর নিকট হইতে জরা গ্রহণ করত তাঁহাকে যৌবন অর্পণপূর্ব্বক রাজ্যে অভিষেক করিয়া তপস্যা করিবার জন্য বনে গমন করিলেন। রাজা যযাতি, দক্ষিণপূর্ব্বদিকে তুর্ব্বসুকে, পশ্চিমদিকে দ্রুহ্যুকে, দক্ষিণাপথে যদু এবং উত্তরদিকে অনুকে খণ্ড খণ্ড ভাগে রাজ্য প্রদান করত পূরুকে সর্ব্বপৃথ্বীপতিত্বে অভিষেক করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন। ১১—১৮।

চতুর্থাংশে দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

অতঃপরং যযাতেঃ প্রথমপুত্রস্য যদোর্বংশমহং কথয়ামি। যত্রাশেষলোকনিবাসিমনুষ্যসিদ্ধ-গন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষস-গুহককিম্পুরুষাপ্সরউরগ-বিহগ-দৈত্যদানবদেবর্ষিদ্বিজর্ষি-মুমুক্ষুভির্ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষার্থিভিস্তংফললাভায় সদাভিষ্টুতাপপরিচ্ছেদ্য-মাহাত্ম্যেনাংশেন ভগবাননাদিনিধনো বিষ্ণুরবততার॥ ১

অত্র শ্লোকঃ।

যদোর্ব্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
যত্রাবতীর্ণং বিষ্ণ্বাখ্যং পরং ব্রহ্ম নিরাকৃতি॥ ২

সহস্রজিৎক্রোষ্টু-নলরঘুসংজ্ঞাশ্চত্বারো যদুপুত্রা বভূবুঃ। সহস্রজিৎ-পুত্রঃ শতজিৎ। তস্য হৈহয়বেণুহয়াস্ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ। হৈহয়াৎ ধর্ম্মনেত্রঃ, ততঃ কুন্তিঃ, কুন্তেঃ সাহঞ্জিঃ, তত্তনয়ো মহিষ্মান্, তস্মাৎ ভদ্রশ্রেণ্যঃ, অতো দুর্দ্দমঃ, তস্মাৎ ধনকঃ, ধনকস্য কৃতবীর্য্যকৃতাগ্নিকৃতবর্ম্ম-কৃতৌজসশ্চত্বারঃ পুত্রাঃ। কৃতবীর্য্যাদর্জ্জুনঃ সপ্তদ্বীপপতির্ব্বাহুসহস্রী জজ্ঞে। যোঽসৌ ভগবদংশমত্রিকুলপ্রসূতং দত্তাত্রেয়াখ্যমারাধ্য বাহুসহস্রমধর্ম্মসেবানিবারণং ধর্ম্মেণ পৃথিবীজয়ং ধর্ম্মতশ্চানুপালনমরাতিভ্যোঽপরাজয়মখিলজগৎপ্রখ্যাতপুরুষাচ্চ মৃত্যুম্, ইত্যেতান্ বরান্ অভিলষিতবান্, লেভে চ। তেনেয়মশেষদ্বীপবতী পৃথ্বী সম্যক্ পরিপালিতা। দশযজ্ঞসহস্রাণ্যসাবযজৎ। তস্য চ শ্লোকোঽদ্যাপি গীয়তে॥ ৩

ন নূনং কার্ত্তবীর্য্যস্য গতিং যাস্যন্তি পার্থিবাঃ।
যজ্ঞৈর্দানৈস্তপোভির্ব্বা প্রশ্রয়েণ দমেন চ॥ ৪
অনষ্টদ্রব্যতা চ তস্য রাজ্যেঽভবৎ॥ ৫

এবং পঞ্চাশীতিসহস্রাণ্যব্দানব্যাহতারোগ্য-

একাদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—অতঃপর আমি যযাতির প্রথম পুত্র যদুর বংশ কীর্ত্তন করিতেছি। অশেষলোক-নিবাসী মনুষ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, গুহ্যক, কিম্পুরুষ, অপ্সর, উরগ, বিহগ, দৈত্য, দানব, দেবর্ষি ও দ্বিজর্ষিগণ—কেহ বা মোক্ষের প্রত্যাশায়, কেহ বা ধর্ম্ম ও অর্থের প্রত্যাশায় যাঁহাকে সর্ব্বদা স্তব করেন, সেই অনাদিনিধন ভগবান্ বিষ্ণু, এই যদুবংশে, অপরিচ্ছেদ্যমাহাত্ম্য স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হন। এই যদুবংশ সম্বন্ধে একটী শ্লোক আছে, যথা,—"যে যদুবংশে নিরাকার বিষ্ণু-সংজ্ঞক পরব্রহ্ম অবতীর্ণ হন, সেই বংশের বিবরণ শ্রবণ করিলে, মনুষ্য সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।" যদুর চারিটী পুত্র হয়। তাঁহাদের নাম, সহস্রজিৎ; ক্রুষ্টু, নল ও রঘু; সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ, শতজিতের হৈহয়, বেণু ও হয় নামে তিন পুত্র হয়। হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্মনেত্র, তৎপুত্র কুন্তি, কুন্তির পুত্র সাহঞ্জি, তৎপুত্র মহিষ্মান্, তৎপুত্র ভদ্রশ্রেণ্য, তৎপুত্র দুর্দ্দম, তৎপুত্র ধনক। ধনকের কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতবর্ম্মা ও কৃতৌজাঃ নামে চারিজন পুত্র হয়; তন্মধ্যে কৃতবীর্য্যের অর্জ্জুন নামে পুত্র হয়, এই অর্জ্জুন সহস্রবাহুশালী ও সপ্তদ্বীপপতি হন। এই অর্জ্জুন, ভগবানের অংশ অত্রিকুল-সমুৎপন্ন দত্তাত্রেয়কে আরাধনা করিয়া "সহস্র বাহু, অধর্ম্মসেবানিবারণ, ধর্ম্ম দ্বারা পৃথিবী-জয় ও ধর্ম্ম দ্বারাই তাহার প্রতিপালন, শত্রুর নিকট অপরাজয় এবং অখিল-ভুবন-পরিচিত পুরুষের হস্তে মরণ"—এই কয়টী বর প্রার্থনা করেন। দত্তাত্রেয়ও তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত বর কয়টী প্রদান করেন। এই অর্জ্জুন সপ্তদ্বীপবতী বসুমতীকে সম্যক্ প্রকারে প্রতিপালন করেন ও দশসহস্র যজ্ঞ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে একটী শ্লোক অদ্যাপি গীত হইয়া থাকে; যথা,—"বহুতর যজ্ঞ, বহুতর দান, অনন্ত তপস্যা, বিনয় বা দান দ্বারা অন্য কোন ভূপতিই নিশ্চয়ই কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সমকক্ষ হইতে পারিবেন না। তাঁহার রাজ্যে কোন দ্রব্যই নষ্ট হইত না।" রাজা অর্জ্জুন এই প্রকারে অব্যাহত আরোগ্য, শ্রী, বল ও পরাক্রম সহকারে পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া রাজ্য

শ্রীবলপরাক্রমো রাজ্যমকরোৎ। মাহিষ্মত্যাং দিগ্বিজয়াভ্যাগতো নর্ম্মদাজলাবগাহনক্রীড়ানি-পানমদাকুলেনাযত্নেনৈব তেনাশেষদেবদৈত্য-গন্ধর্ব্বেশজয়োদ্ভূতমদাবলেপোঽপি রাবণঃ পশুরিব বদ্ধা স্বনগরৈকান্তে স্থাপিতঃ॥ ৬

যঃ পঞ্চাশীতিবর্ষসহস্রোপলক্ষণকালাবসানে ভগবন্নারায়ণাংশেন পরশুরামেণ উপসংহৃতঃ। তস্য পুত্রশতং, প্রধানাঃ পঞ্চপুত্রা বভূবুঃ, শূর-শূরসেন-বৃষণ-মধুধ্বজজয়ধ্বজসংজ্ঞাঃ। জয়-ধ্বজাৎ তালজঙ্ঘঃ পুত্রোঽভবৎ। তালজঙ্ঘস্য পুত্রশতমাসীৎ। যেষাং জ্যেষ্ঠো বীতিহোত্রঃ, তালজঙ্ঘাখ্যং তথান্যো ভরতঃ, ভরতাৎ বৃষ-সুজাতৌ চ। বৃষস্য পুত্রো মধুরভবৎ। তস্যাপি বৃষ্ণিপ্রমুখং পুত্রশতমাসীৎ। যতো বৃষ্ণিসংজ্ঞা-মেতদ্গোত্রমবাপ। মধুসংজ্ঞাহেতুশ্চ মধুরভবৎ। যাদবাশ্চ যদুনামোপলক্ষণাৎ॥ ৭

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে
একাদশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

ক্রোষ্টুশ্চ যদুপুত্রস্তস্যাত্মজো বৃজিনীবান্। ততশ্চ স্বাহিঃ, ততো রুষদ্রুঃ, রুষদ্রোশ্চিত্র-রথঃ, তত্তনয়ঃ শশবিন্দুশ্চতুর্দশমহারত্নশ্চক্রবর্ত্তী অভবৎ॥ ১

তস্য চ শতসহস্রং পত্নীনামভবৎ। দশ-লক্ষসঙ্খ্যাশ্চ পুত্রাঃ। তেষাঞ্চ পৃথুযশাঃ, পৃথু-কর্ম্মা, পৃথুজয়ঃ, পৃথুদানঃ, পৃথুকীর্ত্তিঃ, পৃথুশ্রবাঃ, ষট্ পুত্রাঃ প্রধানাঃ। পৃথুশ্রবসঃ পুত্রঃ তমঃ, তস্মাদুশনাঃ। যো বাজিমেধানাং শতমাজ-হার। তস্য চ শিতেষুর্নাম পুত্রোঽভূৎ, তস্যাপি রুক্মকবচঃ, ততঃ পরাবৃৎ, পরাবৃতো রুক্মেষু-পৃথুরুক্ম-জ্যামঘ-পালিত-হরিত-সংজ্ঞাঃ তস্য

করিয়াছিলেন। একদিবস তিনি নর্ম্মদা-জলাব-গাহন-ক্রীড়া সময়ে অতিশয়-মদ্যপান-জনিত মত্ততায় আকুল ছিলেন, এমন সময় অশেষ দেব, দৈত্য ও গন্ধর্ব্বেশ্বরগণের জয়-সম্ভূত গর্ব্বে রাবণ, তাঁহার পুর আক্রমণ করেন; তখন তিনি অনায়াসেই রাবণকে পশুর ন্যায় বন্ধন করিয়া স্বীয় নগরের এক নির্জ্জন স্থানে রাখিয়া দেন। এই অর্জ্জুন পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর অতীত হইলে পর ভগবান্ নারায়ণের অংশ পরশুরাম কর্ত্তৃক নিহত হন। অর্জ্জুনের একশত পুত্র; তন্মধ্যে পাঁচ জন পুত্রই প্রধান। তাঁহাদের নাম যথা,—শূর, শূরসেন, বৃষণ, মধুধ্বজ ও জয়ধ্বজ; তন্মধ্যে জয়ধ্বজের তাল-জঙ্ঘ নামে এক পুত্র হয়। এই তালজঙ্ঘের এক শত পুত্র; তাহাদের মধ্যে বীতিহোত্র ও ভরতই জ্যেষ্ঠ। ভরতের পুত্র বৃষ ও সুজাত। বৃষের মধু নামে এক পুত্র হয়। এই মধুরও বৃষ্ণিপ্রমুখ একশত পুত্র হয়; এই কারণেই যদুকুল বৃষ্ণি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এই কুলের মধুসংজ্ঞার কারণ মধুই হন। এবং যদুনামোপলক্ষণ-প্রযুক্ত ইহাঁরা যাদব নামে বিখ্যাত। ১—৭।

চতুর্থাংশে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—যদুপুত্র ক্রোষ্টুর বৃজিনীবান্ নামে এক পুত্র হয়। তৎপুত্র স্বাহি, তৎপুত্র রুষদ্রু, রুষদ্রুর পুত্র চিত্ররথ, তৎপুত্র শশবিন্দু। এই শশবিন্দুর নিকট চতুর্দ্দশ মহারত্ন ছিল এবং ইনি চক্রবর্ত্তী রাজা হন। শশবিন্দুর শতসহস্র পত্নী ও দশলক্ষ সংখ্যক পুত্র হয়। তাঁহাদিগের মধ্যে ছয়টী পুত্রই শ্রেষ্ঠ; তাঁহাদিগের নাম,—পৃথুযশা, পৃথুকর্ম্মা, পৃথুজয়, পৃথুদান, পৃথুকীর্ত্তি ও পৃথুশ্রবাঃ। পৃথুশ্রবার পুত্র তমঃ, তৎপুত্র উশনা। এই উশনা একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন; ইহাঁর শিতেষু নামে এক পুত্র হয়। তৎপুত্র রুক্মকবচ, তৎপুত্র পরাবৃৎ। পরাবৃতের পাঁচটী পুত্র হয়; তাঁহাদিগের নাম,—রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরিত। ইহাদের মধ্যে জ্যামঘ সম্বন্ধে শ্লোক গীত হইয়া

পকাত্মজা বভূবুঃ। অত্রাদ্যাপি জ্যামঘস্য শ্লোকো গীয়তে॥ ২

ভার্য্যাবশ্যাস্তু যে কেচিদ্ভবিষ্যন্ত্যথবা মৃতাঃ।
তেষান্তু জ্যামঘঃ শ্রেষ্ঠঃ শৈব্যাপতিরভূন্নৃপঃ॥
অপুত্রা তস্য সা পত্নী শৈব্যা নাম তথাপ্যসৌ।
অপত্যকামোঽপি ভয়াৎ নান্যাং ভার্য্যামবিন্দত॥

স ত্বেকদাতিপ্রভূত-গজতুরগ-সম্মর্দ্দনাতিদারুণে মহাহবে যুধ্যমানঃ সকলমেবারাতিচক্রমজয়ৎ। তচ্চারিচক্রমপাস্তপুত্রকলত্রবন্ধুবলকোষং স্বমধিষ্ঠানং পরিত্যজ্য দিশঃ প্রবিদ্রুতম্॥৩

তস্মিংশ্চ বিদ্রুতেঽতিত্রাসাল্লোলায়তলোচনযুগলং ত্রাহি তাত ভ্রাতঃ ইত্যাকুলবিলাপবিধুরং রাজকন্যারত্নমদ্রাক্ষীৎ॥ ৪

তদ্দর্শনাচ্চ তস্যামনুরাগানুগতান্তরাত্মা স ভূপোঽচিন্তয়ৎ॥ ৫

সাধ্বিদং মমাপত্যবিরহিতস্য বন্ধ্যাভর্ত্তুঃ সাম্প্রতং বিধিনাপত্যকারণং কন্যারত্নমুপপাদিতম্। তদেতৎ উদ্বহামি। অথ চৈনাং স্যন্দনমারোপ্য স্বমধিষ্ঠানং নয়ামি॥ ৬

তথৈব দেব্যাহমনুজ্ঞাতঃ সমুদ্বক্ষ্যামীতি। অথৈনাং রথমারোপ্য স্বনগরমাগচ্ছৎ॥ ৭

বিজয়িনঞ্চ রাজানমশেষপৌরভৃত্য-পরিজনামাত্যসমবেতা শৈব্যা দ্রষ্টুমধিষ্ঠানদ্বারমাগতা॥

সা চ অবলোক্য রাজ্ঞঃ সব্যপার্শ্ববর্ত্তিনীং কন্যামীষদুদ্ভূতামর্ষস্ফুরদধরপল্লবা রাজানমবোচৎ, অতিচপলচিত্তাত্র স্যন্দনে কেয়মারোপিতা ইতি। অসাবপ্যনালোচিতোত্তরবচনোঽতিভয়াৎ তামাহ, স্নুষা মমেয়মিতি॥ ৯

অথৈনং শৈব্যোবাচ।

নাহং প্রসূতা পুত্রেণ নান্যা পত্ন্যভবৎ তব।
স্নুষাসংবন্ধবাচ্যৈষা কতমেন সুতেন তে॥ ১০

পরাশর উবাচ।

ইত্যাত্মের্ষ্যাকোপ-কলুষিত-বচনমুষিতবিবেকস্যা দুরুক্তপরিহারার্থমিদমবনীপতিরাহ॥ ১১

থাকে, যথা,—"জগতে স্ত্রীর বশীভূত, (যাহারা মৃত হইয়াছে বা উৎপন্ন হইবে) তাহাদিগের মধ্যে শৈব্যাপতি রাজা জ্যামঘই শ্রেষ্ঠ।" তাঁহার পত্নী শৈব্যা অপুত্রা হন, অপত্যকাম হইলেও রাজা তাঁহার ভয়ে অন্য ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সেই রাজা জ্যামঘ, একদিবস, অনন্ত অশ্ব গজ প্রভৃতির সম্মর্দ্দন-জনিত অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রামে যুদ্ধ করিতে করিতে সকল শত্রু-সৈন্যই পরাজয় করিলেন। অনন্তর পরাজিত শত্রুসমূহ পুত্র, কলত্র, বন্ধু ও কোষাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক এবং স্বীয় নগর ছাড়িয়া দিগ্বিদিকে পলায়ন করিল। শত্রুসমূহ পলায়ন করিলে, রাজা, "হে তাত! হে ভ্রাতঃ! আমাকে রক্ষা কর" এইরূপে বিলাপ-প্রবৃত্ত এক রাজকন্যারত্ন দেখিতে পাইলেন। অতিত্রাস বশতঃ ঐ কন্যার আয়ত নয়নদ্বয় চঞ্চল হওয়াতে তাহার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ কন্যার দর্শনে তাহার প্রতি অনুরাগাকৃষ্টচেতা রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমি অপত্যহীন ও বন্ধ্যা ভর্ত্তা, সম্প্রতি বিধাতা আমার অপত্যলাভের জন্যই এই কন্যারত্ন প্রদান করিলেন; আমি এই কন্যাকে বিবাহ করিব। অতএব ইহাকে এক্ষণে নিজ নগরে লইয়া যাই। অনন্তর সেইখানে দেবী শৈব্যার অনুজ্ঞায় ইহাঁকে বিবাহ করা যাইবে।" এই প্রকারে চিন্তা করিয়া রাজা সেই কন্যাকে রথে আরোহণ করাইয়া নিজ নগরে গমন করিলেন। অনন্তর দেবী শৈব্যা, অনেক পরিজন, পৌর, ভৃত্য ও অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে, বিজয়ী রাজাকে দেখিবার জন্য নগরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ১—৮। পরে তিনি রাজার বামপার্শ্ববর্ত্তিনী কন্যাকে অবলোকন করত তৎকালসমুৎপন্ন কোপে অধরপল্লব ঈষৎ স্ফুরিত করিয়া রাজাকে কহিলেন, "হে অতিচপল-চিত্ত! এই রথে কাহাকে আরোহণ করাইয়াছ?" তখন রাজা, অতিভয়-প্রযুক্ত প্রত্যুত্তর বাক্যের আলোচনা না করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "এই কন্যাটী আমার পুত্রবধূ।" অনন্তর শৈব্যা রাজাকে কহিলেন, "আমার ত পুত্র হয় নাই, তোমারও অন্য পত্নী নাই; তবে তোমার কি প্রকার পুত্রের

যস্তে জনিষ্যত্যাত্মজঃ অস্যেয়মনাগতমেব ভার্য্যা নিরূপিতা. ইত্যাকর্ণ্যোদ্ভূতমৃদুহাসা তথেত্যাহ, প্রবিবেশ চ রাজ্ঞা সহাধিষ্ঠানমিতি॥ ১২

অনন্তরঞ্চাতিশুদ্ধলগ্নহোরাংশকাবয়বোক্তকৃত-পুত্রজন্মালাপগুণাৎ বয়সঃ পরিণামমুপগতাপি শৈব্যা স্বল্পৈরেবাহোভির্গর্ভমবাপ॥ ১৩

কালেন চ পুত্রমজীজনৎ। তস্য চ বিদর্ভ ইতি পিতা নাম চক্রে। স চ তাং স্নুষামুপযেমে॥ ১৪

তস্যাঞ্চাসৌ ক্রথকৌশিকসংজ্ঞৌ পুত্রাবজনয়ৎ। পুনশ্চ তৃতীয়ং রোমপাদসংজ্ঞং কুমারমজীজনৎ রোমপাদাদ্বভ্রুঃ, বভ্রোঃ পুত্রো ধৃতিঃ। কৌশিকস্যাপি চেদিঃ পুত্রোঽভূৎ যস্য সন্ততৌ চৈদ্যা ভূপালাঃ। ক্রথস্য স্নুষাপুত্রস্য পুত্রঃ কুন্তিরভবৎ॥ ১৫

কুন্তের্বৃষ্ণিঃ, বৃষ্ণের্নির্বৃতিঃ, নির্বৃতের্দশার্হঃ, ততশ্চ ব্যোমা, তস্মাদপি জীমূতঃ, তস্যাপি বংশকৃতিঃ, ততো ভীমরথঃ, তস্মাৎ নবরথঃ ততশ্চ দশরথঃ, তস্য শকুনিঃ, তত্তনয়ঃ করম্ভিঃ, করম্ভের্দেবরাতোঽভবৎ। তস্মাৎ দেবক্ষত্রঃ, তস্য মধুঃ, মধোরনবরথঃ অনবরথাৎ কুরুবৎসঃ, ততশ্চানুরথঃ, ততঃ পুরুহোত্রো জজ্ঞে। ততশ্চ অংশঃ, ততশ্চ সত্বতঃ, সত্বতাদেতে সাত্বতাঃ॥ ১৬

ইত্যেতাং জ্যামঘসন্ততিং সম্যক্‌ শ্রদ্ধাসমন্বিতং শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১৭

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

সম্বন্ধে ইহাকে পুত্রবধূ বলিতেছ?” পরাশর কহিলেন,—“এই প্রকার নিজের প্রতি শৈব্যার কোপ-কলুষিত বাক্যে বিবেক-নাশ-প্রযুক্ত কথিত অসম্বদ্ধ বাক্যের পরিহারার্থে রাজা কহিলেন, “তোমার যে পুত্র জন্মিবে, ভবিষ্যৎকালে ইনি তাঁহারই ভার্য্যারূপে নিরূপিতা হইয়াছেন।” এই কথা শ্রবণে শৈব্যা ঈষৎ-হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, “আচ্ছা, তাহাই হইবে।” অনন্তর রাজার সহিত শৈব্যা নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর, রাজা ও শৈব্যার যে পুত্র-জন্ম-বিষয়ক আলাপ হয়, তাহা বিশুদ্ধ লগ্নহোরাংশক অবয়বাদিতে * (অস্তু এই উক্তি সহকারে) নিষ্পন্ন হয়, এই কারণে শৈব্যা সন্তান প্রসবোচিত বয়ঃক্রম অতিক্রম করিলেও অল্পদিনের মধ্যেই গর্ভবতী হইলেন। কালক্রমে শৈব্যা পুত্র প্রসব করিলেন। পিতা জ্যামঘ, পুত্রের বিদর্ভ এই নাম রাখিলেন। অনন্তর, কালে এই বিদর্ভ, সেই পূর্ব্বোক্ত রাজকন্যাকে বিবাহ করিলেন। বিদর্ভ সেই রাজকন্যার গর্ভে ক্রথ ও কৌশিক নামক দুই পুত্রোৎপাদন করিলেন। পরে পুনর্ব্বার রোমপাদ নামক আর এক পুত্রোৎপাদন করিলেন। রোমপাদের পুত্র বভ্রু, বভ্রুর পুত্র ধৃতি। কৌশিকেরও চেদি নামে পুত্র হইল। এই চেদির সন্ততিতে চৈদ্য ভূপালগণ জন্মগ্রহণ করেন। জ্যামঘের পুত্রবধূর পুত্র ক্রথেরও কুন্তি নামে পুত্র হইল। কুন্তির পুত্র বৃষ্ণি, বৃষ্ণির পুত্র নির্ব্বৃতি, নির্ব্বৃতির পুত্র দশার্হ, তৎপুত্র ব্যোমা, তৎপুত্র জীমূত, তৎপুত্র বংশকৃতি, তৎপুত্র ভীমরথ, তৎপুত্র নবরথ, তৎপুত্র দশরথ, তৎপুত্র শকুনি, তৎপুত্র করম্ভি; করম্ভির দেবরাত নামে পুত্র হয়। দেবরাতের পুত্র দেবক্ষেত্র, তৎপুত্র মধু। মধুর পুত্র অনবরথ, অনবরথের পুত্র কুরুবৎস, তৎপুত্র অনুরথ এবং অনুরথ হইতে পুরুহোত্রের জন্ম হয়। পুরুহোত্রের পুত্র অংশ, তৎপুত্র সত্বত, এই সত্বত হইতে এই সাত্বত বংশ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই জ্যামঘ-বংশাবলি, যিনি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করিবেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবেন। ৯—১৭।

চতুর্থাংশে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২॥

---

* জ্যোতিষ-শাস্ত্রোক্ত প্রশস্ত সময়বিশেষই ইহার তাৎপর্য্য।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

ভজিন-ভজমান-দিব্যান্ধক-দেবাবৃধ-মহাভোজ-বৃষ্ণিসংজ্ঞাঃ সত্বতস্য পুত্রা বভূবুঃ ॥ ১

ভজমানস্য নিমি-বৃকণ-বৃষ্ণয়ঃ, তথান্যে ত্রৈমাত্রাঃ—শতাজিৎ--সহস্রাজিৎ--অযুতাজিৎ-সংজ্ঞাঃ ॥২

দেবাবৃধস্যাপি বভ্রুঃ পুত্রোঽভূৎ। তস্য চ অয়ং শ্লোকো গীয়তে ॥ ৩

যথৈব শৃণুমো দূরাদপশ্যামস্তথান্তিকাৎ।
বভ্রুঃ শ্রেষ্ঠো মনুষ্যাণাং দেবৈর্দেবাবৃধঃ সমঃ ॥ ৪
পুরুষাঃ ষট্ চ ষষ্টিশ্চ ষট্ সহস্রাণি চাষ্ট চ।
যেঽমৃতত্বমনুপ্রাপ্তা বভ্রোর্দেবাবৃধাদপি ॥ ৫

মহাভোজস্ত্বতিধর্ম্মাত্মা। তস্যান্বয়ে ভোজ-মার্ত্তিকাবতা বভূবুঃ ॥ ৬

বৃষ্ণেঃ সুমিত্রো যুধাজিচ্চ পুত্রোঽভবৎ। ততশ্চানমিত্রশিনী তথা ॥ ৭

অনমিত্রান্নিঘ্নঃ, নিঘ্নস্য প্রসেনসত্রাজিতৌ। তস্য চ সত্রাজিতস্য ভগবানাদিত্যঃ সখা অভবৎ ॥৮

একদা তু অম্ভোধেস্তীরসংশ্রয়ঃ সূর্য্যং সত্রাজিত-স্তুষ্টাব। তন্মনস্কতয়া চ ভাস্বানভিষ্টূয়মানোঽগতস্তস্য তস্থৌ, অস্পষ্টমূর্ত্তিধরং চৈনমালোক্য সত্রাজিতঃ সূর্য্যমাহ, যথৈব ব্যোম্নি ত্বাং বহ্নি-পিণ্ডোপমমহমপশ্যং তথৈবাদ্যাগ্রতো গতমপ্যত্র ন কিঞ্চিদ্ভগবতা প্রসাদীকৃতং বিশেষমুপলক্ষয়ামি ॥ ৯

ইত্যেবমুক্তে (ভগবতা) সূর্য্যেণ নিজকণ্ঠাদুন্মুচ্য স্যমন্তকনামা মণিরবতার্য্য একান্তে ন্যস্তঃ। ততস্তমাতাম্রোজ্জ্বলহ্রস্ববপুষম্ ঈষদাপিঙ্গলনয়নমাদিত্যমদ্রাক্ষীৎ। কৃতপ্রণিপাতস্তবাদিকঞ্চ সত্রাজিতমাহ ভগবান্, বরমস্মত্তোঽভিমতং বৃণী-

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—সত্বতের যে কয় জন পুত্র হয়, তাঁহাদের নাম যথা,—ভজিন, ভজমান, দিব্য, অন্ধক, দেবাবৃধ, মহাভোজ ও বৃষ্ণি। ভজমানের পুত্র নিমি, বৃকণ ও বৃষ্ণি, এই তিনজনের বৈমাত্রেয় শতাজিৎ, সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ। দেবাবৃধের বভ্রু নামক এক পুত্র হয়। সেই বভ্রু সম্বন্ধে এই শ্লোক গীত হয়; যথা,—"আমরা দূরে থাকিয়াও যেমন শুনিয়া থাকি, নিকটে থাকিয়াও তাদৃশই দেখিতে পাই। বভ্রু মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠ এবং দেবাবৃধও দেবগণের তুল্য। এই বভ্রু ও দেবাবৃধের প্রবর্ত্তিত পথে গমন করিয়া ক্রমান্বয়ে ছয় জন, ষাট জন ও ছয় এবং আট সহস্র জন মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।" মহাভোজ অতি ধর্ম্মাত্মা ছিলেন; তাঁহার বংশে ভোজ ও মার্ত্তিকাবত সংজ্ঞক ভূপালগণ জন্ম গ্রহণ করেন। বৃষ্ণির সুমিত্র ও যুধাজিৎ নামে দুই পুত্র হয়। সুমিত্রের পুত্র অনমিত্র ও শিনি। অনমিত্রের পুত্র নিঘ্ন, নিঘ্নের পুত্র প্রসেন ও সত্রাজিত। ভগবান্ আদিত্য সত্রাজিতের সখা হন। সত্রাজিত একদিবস সমুদ্রের তীরে অবস্থান করিয়া সূর্য্যের স্তব করিতে লাগিলেন। সত্রাজিত কর্ত্তৃক তদ্গত-চিত্তে সংস্তূয়মান হইয়া দিবাকর তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সূর্য্যকে অস্পষ্ট-মূর্ত্তিধর অবলোকন করিয়া সত্রাজিত কহিলেন, "আপনাকে আকাশে যেমন তপ্ত-বহ্নিপিণ্ডের ন্যায় দেখিয়াছি, আপনি আমার সম্মুখে আসিয়াছেন, কিন্তু আপনার প্রসাদে কৈ তাহা হইতে কিছুই ত বিশেষ দেখিতে পাইতেছি না!" সত্রাজিত এইরূপ বলিলে পর (ভগবান্) সূর্য্য নিজ কণ্ঠদেশ হইতে স্যমন্তক নামক মণি খুলিয়া একস্থানে রাখিয়া দিলেন। অনন্তর সত্রাজিত, সূর্য্যকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার নয়ন ঈষৎ আপিঙ্গলবর্ণ, তাঁহার বপুঃ ঈষৎ তাম্রবর্ণ, উজ্জ্বল, অথচ হ্রস্ব। অনন্তর, সত্রাজিত পুনর্ব্বার প্রণামপূর্ব্বক স্তবাদি করিলে ভগবান্ সূর্য্য তাঁহাকে কহিলেন, তুমি তোমার অভিমত বর আমার নিকটে প্রার্থনা কর। তখন সত্রাজিৎ সূর্য্যের নিকট সেই স্যমন্তক মণিটী প্রার্থনা

ষেতি, স চ তদেব মণিরত্নমযাচত। স চাপি তস্মৈ তং দত্ত্বা বিয়তি স্বং ধিষ্ণ্যমারুরোহ ॥ ১০

সত্রাজিতোঽপ্যমলমণিরত্নসনাথকণ্ঠতয়া সূর্য্য ইব তেজোভিরশেষদিগন্তরাণ্যুদ্ভাসয়ন্ দ্বারকাং বিবেশ ॥ ১১

দ্বারকাবাসিজনপদস্তু তমায়ান্তমবেক্ষ্য ভগবন্তমনাদিপুরুষং পুরুষোত্তমমবনিভারাবতারণায়াংশেন মানুষরূপধারিণং প্রণিপত্যাহ, ভগবন্ ভগবন্তময়ং নূনং দ্রষ্টুমায়াত্যাদিত্যঃ। ইত্যাকর্ণ্য প্রহস্য চ তানাহ ভগবান্, নায়মাদিত্যঃ, সত্রাজিতোঽয়মাদিত্যদত্তং স্যমন্তকাখ্যং মহামণিং বিভ্রদত্রোপয়াতি। তদেনং বিশ্রব্ধাঃ পশ্যত, ইত্যুক্তাস্তে যযুঃ ॥ ১২

স চ তং স্যমন্তকাখ্যং মহামণিমাত্মনিবেশনে চক্রে ॥ ১৩

প্রতিদিনঞ্চ তন্মণিরত্নপ্রবরমষ্টৌ কনকভারান্ স্রবতি ॥ ১৪

তৎপ্রভাবাচ্চ সকলস্যৈব রাষ্ট্রস্যোপসর্গা অনাবৃষ্টি-ব্যালাগ্নিচৌরদুর্ভিক্ষাদিভয়ং ন ভবতি ॥১৫

অচ্যুতোঽপি তদ্রত্নমুগ্রসেনস্য ভূপতের্যোগ্যমেতদিতি লিপ্সাঞ্চক্রে, গোত্রভেদভয়াচ্চ শক্তোঽপি ন জহার ॥ ১৬

সত্রাজিতোঽপ্যচ্যুতো নামৈতং যাচিষ্যতীত্যবগতরত্নলোভঃ স্বভ্রাত্রে প্রসেনায় তদ্রত্নং দত্তবান্ ॥ ১৭

তচ্চ শুচিনা ধ্রিয়মাণমশেষসুবর্ণস্রাবাদিকং গুণমুৎপাদয়তি, অন্যথা যএব ধারয়তি তমেব হন্তীতি, অসাবপি প্রসেনঃ স্যমন্তকেন কণ্ঠাসক্তেনাশ্বমারুহ্যাটব্যাং মৃগয়ামগচ্ছৎ। তত্র চ সিংহাদ্বধমবাপ। সাশ্বঞ্চ তং নিহত্য সিংহোঽপ্যমলমণিরত্নমাস্যাগ্রেণাদায় গন্তুমুদ্যতঃ ঋক্ষাধিপতিনা জাম্ববতা দৃষ্টো ঘাতিতশ্চ। জাম্ববানপ্য-

---

করিলেন। সূর্য্যও সত্রাজিতকে ঐ মণিরত্ন প্রদান করিয়া নিজ স্থানে আরোহণ করিলেন। ১—১০। অনন্তর সত্রাজিত, কণ্ঠদেশে সেই অমল মণিরত্ন থাকাতে সূর্য্যসদৃশ দেদীপ্যমান হইয়া অশেষ তেজঃসমূহ দ্বারা দিগন্তর সকল উদ্ভাসিত করত দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। দ্বারকায় সত্রাজিতকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দ্বারকাবাসী জনগণ, অবনী-ভারাবতারণার্থ স্বীয় অংশে অবতীর্ণ, মানুষরূপী অনাদি পুরুষ পুরুষোত্তমকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "ভগবন্! নিশ্চয়ই ভগবান্ সূর্য্য ভগবৎস্বরূপ আপনাকে দেখিতে আসিতেছেন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, "এই ব্যক্তি আদিত্য নহেন; ইনি সত্রাজিত, আদিত্য-প্রদত্ত স্যমন্তকাখ্য মণি ধারণ করিয়া এখানে আসিতেছেন। তোমরা বিশ্রব্ধভাবে ইহাঁকে দর্শন কর।" ভগবান্ এই কথা বলিলে তাহারা স্ব স্ব স্থানে গমন করিল। অনন্তর সত্রাজিত সেই মণি আপনার গৃহে রাখিয়া দিলেন। প্রতিদিন সেই সর্ব্বোত্তম মণিরত্ন আট ভার করিয়া সুবর্ণ প্রসব করিতে লাগিল এবং সেই মণির প্রভাবে সকল রাষ্ট্রেরই উপসর্গ, অনাবৃষ্টি, হিংস্র জন্তু, অগ্নি ও চৌরাদি হইতে ভয় দূর হইল। ভগবান্ অচ্যুতও 'রাজা উগ্রসেনেরই এবংবিধ রত্ন ধারণ করা উচিত' এই বিবেচনায় সেই রত্নের প্রতি সস্পৃহ হইলেন; কিন্তু গোত্র-ভেদ-ভয়ে হরণ করিলেন না। সত্রাজিতও, কৃষ্ণের সেই রত্নে লোভ হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, "পাছে হরি আমার নিকট এই রত্ন যাচ্ঞা করেন,"—এই ভয়ে স্বকীয় ভ্রাতা প্রসেনকে ঐ রত্ন প্রদান করিলেন। এই রত্নের ইহাই গুণ ছিল যে, ইহা শুদ্ধাবস্থায় ধৃত হইলে অশেষ সুবর্ণাদি প্রসব করিত; কিন্তু অশুচি অবস্থায় ইহাকে ধারণ করিলে, ইহা ধারণ-কর্ত্তার প্রাণ বধ করিত। এই প্রসেন একদিন স্যমন্তক মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক মৃগয়ার জন্য বনে গমন করিলেন। সেই স্থলে এক সিংহ তাঁহাকে বধ করিল। অশ্বের সহিত প্রসেনকে বধ করিয়া সিংহ সেই অমল মণিরত্ন গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিতে উদ্যত হইয়াছে,

মলং তন্মণিরত্নমাদায় স্ববিলং প্রবিবেশ, সুকুমারকসংজ্ঞায় চ বালকায় ক্রীড়নমকরোৎ॥ ১৮

অনাগচ্ছতি চ তস্মিন্ প্রসেনে কৃষ্ণো মণিরত্নমভিলষিতবান্, ন চ প্রাপ্তবান্, নূনমেতদস্য কর্ম্ম, নান্যেন প্রসেনো হন্যত ইত্যখিল এব যদুলোকঃ পরস্পরং কর্ণাকর্ণ্যকথয়ৎ॥ ১৯

বিদিতলোকাপবাদবৃত্তান্তশ্চ ভগবান্ যদুসৈন্যপরিবারঃ প্রসেনাশ্বপদবীমনুসসার, দদর্শ চাশ্বসমেতং প্রসেনং নিহিতং সিংহেন অখিলজনপদমধ্যে সিংহপদদর্শনকৃতপরিশুদ্ধিঃ সিংহপদমনুসসার॥ ২০

ঋক্ষবিনিহতঞ্চ সিংহমপ্যল্পে ভূমিভাগে দৃষ্ট্বা ততশ্চ তদ্রত্নগৌরবাদৃক্ষস্যাপি পদান্যনুযযৌ। গিরিতটে চ সকলমেব যদুসৈন্যমবস্থাপ্য তৎপদানুসারী ঋক্ষবিলং প্রবিবেশ। অর্দ্ধপ্রবিষ্টশ্চ ধাত্র্যাঃ সুকুমারকমুল্লাপয়ন্ত্যা বাণীং শুশ্রাব॥ ২১

সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মা রোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ॥ ২২

ইত্যাকর্ণ্য লব্ধস্যমন্তকোদন্তোঽন্তঃপ্রবিষ্টঃ কুমারক্রীড়নকীকৃতঞ্চ ধাত্রীহস্তে তেজোভির্জ্জাজ্বল্যমানং স্যমন্তকং দদর্শ॥ ২৩

তঞ্চ স্যমন্তকাভিলাষচক্ষুষমপূর্ব্বং পুরুষমাগতমবেক্ষ্য ধাত্রী ত্রাহি ত্রাহীতি ব্যাজহার॥ ২৪

তদার্ত্তনাদশ্রবণানন্তরঞ্চামর্ষপূর্ণহৃদয়ঃ স জাম্ববান্ আজগাম, তয়োশ্চ পরস্পরং যুধ্যতোর্দ্বয়োর্যুদ্ধমেকবিংশতিদিনান্যভবৎ। তে চ যদুসৈনিকাস্তত্র সপ্তাষ্টদিনানি তন্নিষ্ক্রান্তিমুদীক্ষমাণাস্তস্থুঃ। অনিষ্ক্রমমাণে চ মধুরিপৌ

এমন সময়, ভাল্লুকাধিপতি জাম্ববান্ তাহাকে দেখিতে পাইয়া বিনাশ করিলেন। অনন্তর জাম্ববান্ সেই অমল রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক নিজগর্ত্তে প্রবেশ করিয়া মণিটী সেই নিজের সুকুমার নামক বালককে ক্রীড়ার্থে প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই প্রসেন আগমন করিতেছেন না দেখিয়া, যদুকুলে সকলে কাণাকাণি করিতে লাগিলেন যে "কৃষ্ণ এই মণির প্রতি অভিলাষী ছিলেন; কিন্তু ঐ মণি তিনি পান নাই, নিশ্চয়ই ইহা কৃষ্ণের কর্ম্ম; প্রসেনকে আর কেহই বধ করে নাই।" অনন্তর, ভগবান্ তাদৃশ লোকাপবাদবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া যদুসৈন্যসমভিব্যাহারে প্রসেনের অশ্বপদবী অনুসরণ করত দেখিলেন, অশ্বসমেত প্রসেন সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। তখন সিংহপদ দর্শনে অখিল জনপদই বিশ্বাস করিল যে, সিংহই প্রসেনকে নিহত করিয়াছে; কৃষ্ণ করেন নাই। ভগবানও তখন বিশুদ্ধ হইয়া সিংহপদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ১১—২০। অনন্তর অল্প দূরেই গিয়া দেখিলেন সিংহ, ভল্লুক-নিহত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তখন তিনি সেই ঋক্ষের পদবীর অনুসরণ করিলেন। অনন্তর তিনি গিরি-তটে সকল সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়া, ঋক্ষ-পদানুসরণ করত সেই ঋক্ষ-বিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি অর্দ্ধপ্রবিষ্ট হইয়াই, একটী সুন্দর বালকের প্রলোভনার্থে কোন ধাত্রী-মুখোচ্চরিত বক্ষ্যমাণ বাক্য শ্রবণ করিলেন, যথা,—"সিংহ প্রসেনকে বধ করিয়াছে, জাম্ববান্ও সেই সিংহকে হনন করিয়াছেন। হে সুকুমার! তুমি রোদন করিও না; এই স্যমন্তক মণি তোমারই।" এই কথা শ্রবণে ভগবান্ স্যমন্তক মণির বার্ত্তা জানিতে পারিয়া গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ঐ কুমারের ক্রীড়নার্থে ধাত্রী-হস্তে স্যমন্তক মণি স্বকীয় তেজে অতিশয় দীপ্তি পাইতেছে। তখন ধাত্রী, স্যমন্তকাভিলাষে নিহিত-দৃষ্টে সেই পুরুষকে আগত দেখিয়া 'ত্রাহি ত্রাহি' রবে চীৎকার করিয়া উঠিল। অনন্তর ধাত্রীর আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া জাম্ববান ক্রোধপূর্ণ হৃদয়ে সেই স্থানে আগমন করিলেন। তখন দুইজনে যুদ্ধ আরম্ভ হইল; পরে উভয়ের পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে একবিংশতি দিন অতীত হইয়া গেল। এদিকে, যদুসৈনিকগণ গর্ত্ত হইতে কৃষ্ণের নির্গমনাশায় সাত আট দিন প্রতীক্ষা করিয়া যখন দেখিল যে, ভগবান্ নিষ্ক্রান্ত হইলেন না, তখন তাহারা বিবেচনা

অসাববশ্যমত্র বিলেঽত্যন্তনাশমাপ্তো ভবিষ্যত্যন্যথা তস্য কথমেতাবন্তি দিনানি শত্রুজয়ে ব্যাক্ষেপো ভবতীতি কৃতাধ্যবসায়া দ্বারকামাগতা হতঃ কৃষ্ণ ইতি কথয়ামাসুঃ ॥ ২৫

তদ্বান্ধবাশ্চ তৎকালোচিতমখিলমুপরতক্রিয়াকলাপং চক্রুঃ ॥ ২৬

তত্র চাস্য যুধ্যমানস্যাতিশ্রদ্ধাদত্তবিশিষ্টপাত্রোপযুক্তান্নতোয়াদিনা কৃষ্ণস্য বলপ্রাণপুষ্টিরভূৎ ॥ ২৭

ইরতস্যানুদিনমতি গুরুপুরুষভিদ্যমানস্যাতিনিষ্ঠুরপ্রহারপীড়িতাখিলাবয়বস্য নিরাহারতয়া বলহানিঃ। নির্জ্জিতশ্চ ভগবতা জাম্ববান্ প্রণিপত্যাহ, অসুরসুরযক্ষগন্ধর্ব্বরাক্ষসাদিভিরপ্যখিলৈর্ভগবান্ ন জেতুং শক্যঃ,কিমুতাবনিগোচরৈরল্পবীর্য্যৈর্নরাবয়বভূতৈশ্চ তির্য্যগ্‌যোন্যনুসৃতিভিঃ কিং পুনরস্মদ্বিধৈরবশ্যং ভগবতোঽস্মৎস্বামিনো নারায়ণস্য সকলজগৎপরায়ণস্যাংশেন ভগবতা ভবিতব্যমিত্যুক্তঃ ॥ ২৮

তস্মৈ ভগবানখিলমবনিভারাবতারমাচচক্ষে ॥ ২৯

প্রীত্যাভিজ্ঞতকরতলস্পর্শনেন চৈনমপগতযুদ্ধখেদং চকার ॥ ৩০

স চ প্রণিপত্যৈনং পুনরপি প্রসাদ্য জাম্ববতীং নাম কন্যাং গৃহাগমনার্ঘ্যভূতাং গ্রাহয়ামাস ॥ ৩১

স্যমন্তকমণিমপ্যসৌ প্রণিপত্য তস্মৈ প্রদদৌ। অচ্যুতোঽপ্যতিপ্রণতাৎ তস্মাদ-গ্রাহ্যমপি তন্মণিরত্নমাত্মশোধনায় জগ্রাহ ॥ ৩২

সহ জাম্ববত্যা দ্বারকামাজগাম। ভগবদাগমনোদ্ভূতহর্ষোৎকর্ষস্য দ্বারকাবাসিজনস্য কৃষ্ণাবলোকনানুক্ষণমেবাতিপরিণতবয়সোঽপি নবযৌবনমিবাভবৎ। আনকদুন্দুভিঞ্চ দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি চ সকলযাদবাঃ স্ত্রিয়শ্চ সভাজয়ামাসুঃ ॥ ৩৩

ভগবানপি যথানুভূতমশেষযাদবসমাজে যথাবদাচচক্ষে, স্যমন্তকঞ্চ সত্রাজিতায় দত্ত্বা

করিল, তিনি এই গর্ত্তের মধ্যে নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহা না হইলে, এতদিন তাঁহার শত্রুজয়ে বিলম্ব হইবে কেন? তখন তাহারা এই প্রকার স্থির করিয়া দ্বারকায় আগমন করিয়া প্রকাশ করিল যে, "কৃষ্ণ হত হইয়াছেন।" অনন্তর কৃষ্ণের বান্ধবগণ তৎকালোচিত প্রেতক্রিয়া (শ্রাদ্ধাদি) সকল সম্পন্ন করিলেন। এদিকে সেই সকল বান্ধবগণ কর্ত্তৃক অতি শ্রদ্ধাসহকারে প্রদত্ত অন্ন-জলাদি দ্বারা যুদ্ধকালে ভগবানের বল ও প্রাণের পুষ্টি হইল। কিন্তু অতিগুরু-পুরুষভিদ্যমান ও অতি নিষ্ঠুর-প্রহার-পীড়িত জাম্ববানের আহার অভাবে বলহানি হইতে লাগিল। এই কারণে ভগবান্ জাম্ববান্‌কে পরাজিত করিলেন। তখন জাম্ববান্ প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, "অসুর, সুর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসাদি সকলে মিলিত হইয়াও ভগবান্‌কে জয় করিতে পারে না; আমাদের ন্যায় অবনীতল-বিহারী মনুষ্যদের ক্রীড়া-সাধন, অল্পবীর্য্য, তির্য্যগ্‌জন্মানুসারিগণের ত কথাই নাই। আপনি নিশ্চয়ই আমাদের স্বামী, সকল জগতের গতি, নারায়ণের অংশ, তাহার সন্দেহ নাই। জাম্ববান্ এই কথা বলিলে, ভগবান্ তাঁহাকে অখিল-অবনীভার-হরণের জন্য স্বকীয় অবতারের বিষয় বলিলেন এবং প্রীতির সহিত তদীয় অঙ্গে করস্পর্শ করিয়া তাঁহার যুদ্ধখেদের অপনয়ন করিলেন। ২১—৩০। অনন্তর, জাম্ববান্ ভগবান্‌কে পুনর্ব্বার প্রণামপূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া গৃহাগমনের অর্ঘ্যস্বরূপ স্বীয় কন্যা জাম্ববতীকে তাঁহার পত্নীরূপে গ্রহণ করাইলেন এবং পুনর্ব্বার প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাকে স্যমন্তক মণি প্রদান করিলেন। তখন ভগবান্ অচ্যুতও অতি প্রণত জাম্ববানের নিকট হইতে সেই মণিরত্ন অগ্রাহ্য হইলেও, আত্মশোধনের জন্য গ্রহণ করিলেন। তৎপরে কৃষ্ণ জাম্ববতীর সহিত দ্বারকায় আগমন করিলেন। কৃষ্ণাবলোকনের পরক্ষণেই দ্বারকাবাসিগণ ভগবদাগমনোদ্ভূত হর্ষভরে যেন বৃদ্ধাবস্থা ছাড়িয়া নূতন যৌবন প্রাপ্ত হইল। তখন যাদবগণ ও স্ত্রী সকলে মিলিয়া বসুদেবকে, "বড়ই মঙ্গল, মঙ্গল" এই প্রকার বাক্যে সম্মান করিতে লাগিলেন। অনন্তর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, ভগবান্ যাদব-সমাজে

মিথ্যাভিশস্তিবিশুদ্ধিমবাপ, জাম্ববতীকান্তঃপুরে নিবেশয়ামাস। সত্রাজিতোঽপি ময়াস্যাভূতমলিনমারোপিতমিতি জাতসন্ত্রাসঃ স্বসুতাং সত্যভামাং ভগবতে ভার্য্যাং দদৌ ॥ ৩৪

তাঞ্চাক্রূরকৃতবর্ম্ম-শতধন্বপ্রমুখা যাদবাঃ পূর্ব্বং বরয়ামাসুঃ। ততস্তৎপ্রদানাদবজ্ঞাতমাত্মানং মন্যমানাঃ সত্রাজিতে বৈরানুবন্ধং চক্রুঃ। অক্রূরকৃতবর্ম্মপ্রমুখাশ্চ শতধন্বানমূচুঃ, অয়মতিদুরাত্মা সত্রাজিতো যোঽস্মাভির্ভবতা চাভ্যর্থিতোঽপ্যাত্মজামস্মান্ ভবন্তং চাবিগণয্য কৃষ্ণায় দত্তবান্, তদলমনেন জীবতা। ঘাতয়িত্বৈনং তন্মহারত্নং ত্বয়া কিং ন গৃহ্যতে বয়মপ্যভ্যুপপৎস্যামঃ, যদ্যচ্যুতস্তবাপি বৈরানুবন্ধং করিষ্যতীতি ॥ ৩৫

এবমুক্তস্তথেত্যসাবপ্যাহ। জতুগৃহদগ্ধানাঞ্চ পাণ্ডুনন্দনানাং বিদিতপরমার্থোঽপি ভগবান্, দুর্য্যোধনপ্রযত্নশৈথিল্যার্থং কুল্যকরণায় বারণাবতং গতঃ ॥ ৩৬

গতে চ তস্মিন্ সুপ্তমেব সত্রাজিতং শতধন্বা জঘান, মণিরত্নঞ্চাদদে। পিতৃবধামর্ষপূর্ণা চ সত্যভামা শীঘ্রং স্যন্দনমারূঢ়া বারণাবতং গত্বা, ভগবতেঽহং প্রতিপাদিতেতি অক্ষান্তিমতা শতধন্বনা অস্মৎপিতা ব্যাপাদিতঃ, তচ্চ স্যমন্তকমণিরত্নমপহৃতম্। তদিয়মস্যাবহাসনা। তদালোচ্য যদত্র যুক্তং, তৎ ক্রিয়তামিতি কৃষ্ণমাহ ॥ ৩৭

তয়া চৈবমুক্তঃ পরিতুষ্টান্তঃকরণোঽপি কৃষ্ণঃ সত্যভামামমর্ষতাম্রলোচনঃ প্রাহ, সত্যে মমৈষাবহাসনা নাহমেতাং তস্য দুরাত্মনঃ সহিষ্যে।

তাহা সমস্ত বলিলেন; সত্রাজিতকে স্যমন্তক মণি প্রদানপূর্ব্বক মিথ্যাপবাদ দোষ হইতে, বিশুদ্ধি লাভ করিলেন এবং জাম্ববতীকে অন্তঃপুরে নিবেশিত করিলেন। সত্রাজিতও 'আমি কৃষ্ণের নামে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছি' —এই ভাবিয়া ভীত হইয়া নিজ কন্যা সত্যভামাকে ভগবানের ভার্য্যাস্বরূপে প্রদান করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বে অক্রূর, কৃতবর্ম্মা ও ও শতধন্বা প্রভৃতি যাদবগণ সেই কন্যাকে (সত্যভামাকে) প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সত্রাজিত, ভগবান্‌কে ঐ কন্যা অর্পণ করিলে, "সত্রাজিত আমাদিগকে অবজ্ঞা করিল" এই ভাবিয়া তাঁহারা সত্রাজিতের প্রতি শত্রুতা আরম্ভ করিলেন। অক্রূর কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি যাদবগণ শতধন্বাকে কহিলেন, "এই সত্রাজিত অতি দুরাত্মা; কারণ, আমরা ইহার নিকট প্রার্থনা করিলেও এই দুষ্ট আমাদিগকে এবং আপনাকে গণনা না করিয়া, কৃষ্ণকে স্বীয় তনয়া প্রদান করিয়াছে। অতএব ইহার জীবনে কি প্রয়োজন, আপনি ইহাকে বিনাশ করিয়া এই মহারত্ন কেন লইতেছেন না? যদি কৃষ্ণ আপনার সহিত ইহার জন্য শত্রুতা করেন, তাহা হইলে আমরা সকলেই আপনার সাহায্য করিব। তাঁহারা এই কথা বলিলে শতধন্বা কহিলেন, "আচ্ছা তাহাই করিব।" এদিকে ভগবান্ কৃষ্ণ, জতুগৃহ-দাহানন্তর পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াও, দুর্য্যোধনের যত্নের শিথিলতা-সম্পাদনরূপ কুলোচিত কর্ম্মার্থে বারণাবতে গমন করিলেন। কৃষ্ণ বারণাবতে গমন করিলে পর শতধন্বা, সুপ্ত সত্রাজিতকে বধ করিয়া স্যমন্তক মণিরত্নটীকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর পিতৃবধ-জন্য ক্রোধপূর্ণ-হৃদয়া সত্যভামা শীঘ্র রথারোহণপূর্ব্বক বারণাবতে গমন করিয়া ভগবান্‌কে কহিলেন, "পিতা আমাকে আপনার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, এইজন্য শতধন্বা ক্রুদ্ধ হইয়া আমার পিতাকে হনন করিয়াছে এবং সেই স্যমন্তক নামক মণিরত্নও অপহরণ করিয়াছে। এই ব্যক্তি এইরূপে অবমান করিয়াছে, ইহা আলোচনা করিয়া যাহা উচিত বোধ হয়, তাহা করুন।" ৩১—৩৭। সত্যভামা এই কথা বলিলে ভগবান্ মনে মনে পরিতুষ্ট হইয়াও প্রকাশে ক্রোধতাম্র-নয়নে সত্যভামাকে কহিলেন, "সত্য, শতধন্বা এই অবমাননা আমারই করিয়াছে, আমি তাহার এই অবমাননা কখনই সহ্য করিব না। প্রকাণ্ড বৃক্ষ

ন হ্যনুল্লঙ্ঘ্য বরপাদপং তৎকৃতনীড়াশ্রয়িণো বিহঙ্গা বধ্যন্তে॥ ৩৮। ৩৯॥

তদলমত্যর্থমমুনাস্মৎপুরতঃ শোকপ্রেরিত-বাক্যপরিকরেণ, ইত্যুক্ত্বা দ্বারকামভ্যেত্য বল-দেবমেকান্তে বাসুদেবঃ প্রাহ, মৃগয়াগতং প্রসেন-মটব্যাং মৃগপতির্জঘান। সত্রাজিতোঽপ্যধুনা শতধন্বনা নিধনং প্রাপিতঃ। তদুভয়বিনাশাৎ তন্মণিরত্নমাবাভ্যাং সামান্যং ভবিষ্যতি॥ ৪০

তদুত্তিষ্ঠ, আরুহ্যতাং রথঃ, শতধনুর্নিধনায়ো-দ্যমং কুরু, ইত্যভিহিতস্তথেতি সমন্বীপ্সিতবান্। কৃতোদ্যোগৌ চ তাবুভাবুপলভ্য শতধন্বা কৃত-বর্ম্মাণমুপেত্য পার্ষ্ণিপূরণকর্ম্মনিমিত্তমতোদয়ৎ। আহ চৈনং কৃতবর্ম্মা, নাহং বলভদ্রবাসুদেবাভ্যাং সহ বিরোধায়ালম্, ইত্যুক্তশ্চাক্রূরমচোদয়ৎ। আহ চাসাবপি ন হি কশ্চিৎ ভগবতা পাদপ্রহার-পরিকম্পিতজগত্ত্রয়েণ অসুরবরবনিতাবৈধব্য-কারিণা প্রবলরিপুচক্রাপ্রতিহতচক্রেণ চক্রিণা, মদমুদিতনয়নাবলোকিতারিবলবিশাতনেন অতি-গুরু-বৈরি-বারণা-কর্ষণাবিষ্কৃত-মহি-মোরু-সীরেণ সীরিণা চ সহ সকলজগদ্বন্দ্যানামমরবরাণামপি যোদ্ধুং সমর্থঃ, কিমুতাহম্। তদন্যতঃ শরণমভি-লষ্যতাম্॥ ৪১

ইত্যুক্তঃ শতধনুরাহ, যদ্যস্মৎপরিত্রাণাসমর্থং ভবানাত্মানমবগচ্ছতি, তদয়মস্মন্মণিঃ সংগৃহ্য রক্ষ্যতাম্। ইত্যুক্তঃ সোঽপ্যাহ, যদ্যন্তায়ামপ্য-বস্থায়াং ন কস্মৈচিত্তবান্ কথয়িষ্যতি, তদহমেনং গ্রহিষ্যামি। তথেত্যুক্তে অক্রূরস্তন্মণিরত্নং জগ্রাহ॥ ৪২

শতধনুরপ্যতুলবেগাং শতযোজনবাহিনীং বড়বামারুহ্যাপক্রান্তঃ। শৈব্যসুগ্রীবমেঘপুষ্প-

---

উল্লঙ্ঘন না করিয়া কখনই তদুপরি কৃত-নীড়স্থ পক্ষিগণকে হনন করা যায় না। আমার কাছে এ প্রকার শোকসম্ভূতপ্রেরিত বাক্য আর কেন বলিতেছ? শোক পরিত্যাগ কর। আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি।” ভগবান্ এই কথা বলিয়া দ্বরকায় আগমন করত নির্জ্জনে বলদেবকে কহিলেন, বনমধ্যে মৃগয়াগত প্রসনকে সিংহ হনন করিয়াছে, এই সত্রাজিতকে সম্প্রতি শতধন্বা নিধন করিয়াছে; সুতরাং অধিকারী না থাকাতে ঐ মণিরত্ন এক্ষণে আমাদের দুজনেরই সম্পত্তি হইবে; অতএব উত্থান করুন, রথে আরোহণ করুন এবং শতধনুর নিধনের জন্য উদ্যোগ করুন। ভগবান্ এই কথা বলিলে, বলদেবও তাহা স্বীকার করিলেন। অনন্তর শতধন্বা বাসুদেব ও বলদেবকে কৃতোদ্যোগ জানিতে পারিয়া কৃতবর্ম্মার নিকটে গমন করত তাঁহাকে সাহায্যলাভের প্রত্যাশায় প্রার্থনা করিলেন। তখন কৃতবর্ম্মা তাঁহাকে কহিলেন, আমি বাসুদেব ও বলভদ্রের সহিত বিরোধে সমর্থ নহি। এই কথা শ্রবণে শত-ধন্বা অক্রূরকে প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর অক্রূরও কহিলেন,—জগতে এমন কেহই নাই যে, যাঁহার পাদ-প্রহারে ত্রিজগৎ কম্পিত হয় এবং যিনি অসুর-শ্রেষ্ঠগণের বনিতা-সমূহের বৈধব্যকারী, প্রবল রিপুমণ্ডলে অপ্রতিহত চক্র, সেই চক্রীর সহিত,—অথবা মদমুদিত নয়নাব-লোকন দ্বারা অরিবলের দমনকারী এবং অতি বলশালী ‘শত্রুরূপ হস্তিগণের আকর্ষণার্থে আবিষ্কৃত-মহিমা সেই প্রকাণ্ড-হলধারী হল-ধরের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়; আমার ত সাধ্যই নাই। এই কারণে আপনি অন্যত্র শরণ প্রার্থনা করুন। অক্রূর এই প্রকার বলিলে শতধনুঃ কহিলেন, যদি আপনি আপনাকে আমার পরিত্রাণে অসমর্থ বিবেচনা করেন, তবে আমার এই মণিটী গ্রহণপূর্ব্বক রক্ষা করুন। শতধনুঃ এই প্রকার কহিলে, অক্রূর কহিলেন, আমি ইহাকে তবেই রাখিতে পারি, যদি আপনি মরণকালেও এই মণির সন্ধান কাহাকেও না বলেন। অনন্তর শতধনুঃ “তাহাই হইবে” এই কথা বলিলে পরে, অক্রূর ঐ মণি গ্রহণ করিলেন। অনন্তর শতধনুঃ,—অতুল বেগবতী শতযোজন-বাহিনী এক বড়বাতে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন। তৎপরে

বলাহকাশ্বচতুষ্টয়যুক্তরথাবস্থিতৌ বলদেববাসুদেবৌ তমনুপ্রয়াতৌ ॥ ৪৩

সা চ বড়বা শতযোজনপ্রমাণং মার্গমতীত্য পুনরপি বাহমানা মিথিলাবনোদ্দেশে প্রাণানুৎসসর্জ্জ। শতধনুরপি তাং পরিত্যজ্য পদাতিরেবাদ্রবৎ ॥ ৪৪

কৃষ্ণোঽপি বলভদ্রমাহ তাবদত্রৈব স্যন্দনে ভবতা স্থেয়ম্। অহমেনমধমাচারং পদাতিরেব পদাতিমনুগম্য যাবদ্ঘাতয়ামি। অত্র হি ভূভাগে দৃষ্টদোষা হয়া নৈতেঽশ্বা ভবতেমং ভূমিভাগমুল্লঙ্ঘ্য নেয়াঃ ॥ ৪৫

তথেত্যুক্ত্বা বলভদ্রো রথ এব তস্থৌ। কৃষ্ণোঽপি দ্বিক্রোশমাত্রং ভূবিভাগমনুসৃত্য দূরস্থস্যৈব চক্রং ক্ষিপ্ত্বা শতধনুষঃ শিরশ্চিচ্ছেদ। তচ্ছরীরাম্বরাদিষু চ বহুপ্রকারমন্বিষ্যন্নপি স্যমন্তকং মণিং নাবাপ যদা, তদোপগম্য বলভদ্রমাহ, বৃথৈবাস্মাভির্ঘাতিতঃ শতধনুর্ন প্রাপ্তমখিলজগৎসারভূতং তন্মণিরত্নম্। ইত্যাকর্ণ্য উদ্ভূতকোপো বলদেবো বাসুদেবমাহ, ধিক্ ত্বাং যস্ত্বমর্থলিপ্সুঃ। এতচ্চ তে ভ্রাতৃত্বান্মর্ষয়ে তদয়ং পন্থাঃ, স্বেচ্ছয়া গম্যতাম্, ন মে দ্বারকয়া, ন ত্বয়া, ন বন্ধুভিঃ কার্য্যম্। অলমেভির্মমাগ্রতোঽলীকশপথৈঃ। ইত্যাক্ষিপ্য তং তথা প্রসাদ্যমানোঽপি ন তস্থৌ, বিদেহপুরীং প্রবিবেশ ॥ ৪৬

জনকশ্চার্ঘ্যপূর্ব্বকমেবৈনং গৃহং প্রবেশয়ামাস। স তত্রৈব চ তস্থৌ। বাসুদেবোঽপি দ্বারকামাজগাম। যাবচ্চ জনকরাজগৃহে বলভদ্রোঽবতস্থে, তাবৎ ধার্ত্তরাষ্ট্রো দুর্য্যোধনস্তৎসকাশাদ্গদাশিক্ষামশিক্ষিত ॥ ৪৭

বর্ষত্রয়ান্তে চ বভ্রূগ্রসেনপ্রভৃতিভির্যাদবৈর্ন

শৈব, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামে অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত রথে আরোহণ করিয়া, বলদেব ও বাসুদেব তাঁহার অনুগমন করিলেন। ৩৮—৪৩। সেই বড়বা শতযোজন-প্রমাণ পথ অতিক্রম করিয়াও পুনর্ব্বার বহনার্থে প্রযুক্ত হওয়ায়, মিথিলার বনসমীপে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তখন শতধনুঃ, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজেই পলায়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃষ্ণও বলভদ্রকে কহিলেন, আমি পদব্রজেই সেই পদাতি অধমাচারের অনুসরণ করিয়া হনন করত যতক্ষণ না প্রত্যাবর্ত্তন করি, আপনি ততক্ষণ এই রথে অবস্থান করুন। অশ্বগণ, এই ভূমিভাগে বড়বার মৃত শরীরাদি দেখিয়াছে, সুতরাং ইহাদিগকে এই ভূমি উল্লঙ্ঘন করিয়া লইয়া যাওয়া, আপনার উচিত নহে। "তাহাই হউক" এই বলিয়া বলভদ্র রথোপরি অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণও দুইক্রোশ মাত্র ভূমিভাগ অনুসরণ করত দূরস্থ শতধনুকে দেখিতে পাইয়া, চক্রক্ষেপে তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন। অনন্তর তাঁহার শরীর ও বস্ত্রাদিতে বহুপ্রকার অনুসন্ধান করিয়া, ঐ মণি পাইলেন না। তখন বলভদ্রের নিকট গমন করিয়া, তাঁহাকে কহিলেন, বৃথাই আমরা শতধনুকে বিনাশ করিলাম; কিন্তু অখিল সংসারের সারভূত সেই মণিরত্নটী পাইলাম না। এই কথা শ্রবণ করিয়া, বলভদ্র কোপসহকারে বাসুদেবকে কহিলেন, তোমাকে ধিক্! তুমি অর্থলিপ্সু, তুমি ভ্রাতা বলিয়া আমি তোমার এই অপরাধ ক্ষমা করিলাম। এই পথ; তুমি স্বেচ্ছায় চলিয়া যাও; তোমাতে বা বন্ধুবর্গে আমার কোন কার্য্য নাই। কেন তুমি আমার সম্মুখে অলীক শপথ করিতেছ? বলভদ্র, এই প্রকারে ভগবান্‌কে তিরস্কার করত তৎকর্ত্তৃক নানাপ্রকারে প্রসাদ্যমান হইয়াও সেখানে অবস্থিতি করিলেন না; তিনি বিদেহপুরীতে প্রবেশ করিলেন। বিদেহরাজ জনক, তাঁহাকে অর্ঘ্যপ্রদানপূর্ব্বক নিজগৃহে প্রবেশ করাইলেন। বলভদ্রও সেইখানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে বাসুদেবও দ্বারকায় আগমন করিলেন। সে সময় বলভদ্র জনকরাজগৃহে অবস্থান করেন, সেই সময়ে দুর্য্যোধন তাঁহার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন। অনন্তর তিন বৎসরের পর, বভ্রু উগ্রসেন প্রভৃতি

তদ্রত্নং কৃষ্ণেনাপহৃতমিতি কৃতাবগতিভির্বিদেহ-পুরীং গত্বা বলদেবঃ সংপ্রত্যায্য দ্বারকামানীতঃ॥

অক্রূরোঽপ্যুত্তমমণিসমুদ্ভূতসুবর্ণধ্যানপরস্ততো যজ্ঞানীজে॥ ৪৯

সবনগতৌ হি ক্ষত্রিয়বৈশ্যৌ নিঘ্নন্ ব্রহ্মহা ভবতীত্যতো দীক্ষাকবচং প্রবিষ্ট এব তস্থৌ দ্বিষষ্টিবর্ষাণি॥ ৫০

এবং তন্মণিরত্নপ্রভাবাৎ অত্রোপসর্গদুর্ভিক্ষ-মরকাদিকং নাভূৎ॥ ৫১

অথাক্রূরপক্ষীয়ৈর্ভোজৈঃ শত্রুঘ্নে সাত্বতস্য প্রপৌত্রে ব্যাপাদিতে ভোজৈঃ সহাক্রূরো দ্বার-কামপহায় অপক্রান্তঃ॥ ৫২

তদপক্রান্তিদিনাদারভ্য অত্রোপসর্গব্যালা-নাবৃষ্টিমরকাদ্যুপদ্রবা বভূবুঃ। অথ যাদববলভ-দ্রোগ্রসেন-সমবেতোঽমন্ত্রয়ন্তগবানুরগারি-কেতনঃ, কিয়দিদমেকদৈব প্রচুরোপদ্রবাগমনমেতদা-লোচ্যতাম্॥ ৫৩

ইত্যুক্তে অন্ধকনামা যদুবৃদ্ধঃ প্রাহ, অস্যা-ক্রূরস্য পিতা শ্বফল্কো নাম যত্র যত্রাভূৎ, তত্র তত্র দুর্ভিক্ষঃ, মরকানাবৃষ্ট্যাদিকঞ্চ নাভূৎ॥ ৫৪

কাশিরাজস্য বিষয়েঽত্যন্তানাবৃষ্ট্যাং শ্বফল্কো-ঽনীয়ত ততস্তৎক্ষণাদেব দেবো ববর্ষ। কাশি-রাজস্য পত্ন্যাশ্চ গর্ভে কন্যা পূর্ব্বমাসীৎ॥ ৫৫

সাপি পূর্ণেঽপি প্রসূতিকালে নৈব নিশ্চ-ক্রাম। এবঞ্চ তস্য গর্ভস্য দ্বাদশ বর্ষাণ্যনিষ্ক্রা-মতো যযুঃ। কাশিরাজস্তু তামাত্মজাং গর্ভ-স্থামাহ, পুত্রি কস্মান্ন জায়সে নিষ্ক্রম্যতাম্, আস্যন্তে দ্রষ্টুমিচ্ছামি। স্বকাঞ্চ মাতরং কিমিতি চিরং ক্লেশয়সি ইত্যুক্তা সা গর্ভস্থৈব ব্যাজহার.

যাদবগণ, 'কৃষ্ণ সেই রত্ন অপহরণ করেন নাই' ইহা জানিয়া বিদেহপুরীতে গমনপূর্ব্বক শপথাদি দ্বারা বলভদ্রের বিশ্বাস উৎ-পাদন করত, তাঁহাকে দ্বারকায় আনয়ন করি-লেন। এখানে অক্রূরও সেই উত্তমমণিসমুদ্ভূত সুবর্ণসমূহ দ্বারা কোন্ কর্ম্ম করা উচিত, তাহা বিবেচনা করিয়া অনেক যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞে দীক্ষিত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে হনন করিলে, ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়, সুতরাং যজ্ঞ-দীক্ষিত অবস্থায়, কৃষ্ণ তাঁহাকে হনন করিয়া কখনই মণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না, এইরূপ চিন্তা করিয়া অক্রূর, দীক্ষারূপ বর্ম্ম ধারণ করত দ্বিষষ্টি বৎসর পর্য্যন্ত যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। এই প্রকার সেই মণিরত্নের প্রভাবে দ্বারকায় আর উপসর্গ, দুর্ভিক্ষ বা মরকাদি হইতে পারিত না। ৪৪—৫১। অনন্তর অক্রূরপক্ষীয় ভোজ-গণ, সাত্বতের প্রপৌত্র শত্রুঘ্নকে বিনাশ করিলে পর, সেই ভোজগণের সহিত অক্রূরও দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। অক্রূরের পলায়নদিন হইতেই দ্বারকায় উপসর্গ, হিংস্র-জন্তুর ভয়, অনাবৃষ্টি ও মকরাদি উপদ্রব উপ-স্থিত হইল। তখন ভগবান্ গরুড়ধ্বজ, যাদব, বলভদ্র ও উগ্রসেন প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া কহিলেন, "এক দিবসেই এবংবিধ প্রচুর উপদ্রব কেন উপস্থিত হইল? ইহার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত।" ভগবান্ এই কথা বলিলে, অন্ধকনামা একজন যদুবৃদ্ধ কহিলেন, এই অক্রূরের পিতা শ্বফল্ক যেখানে যেখানে বাস করিতেন, সেইখানে সেইখানেই মরক ও অনাবৃষ্ট্যাদি হইত না। কোন সময়, কাশী-রাজের রাজ্যে অত্যন্ত অনাবৃষ্টি হয়, সেই সময় সেইখানে শ্বফল্ককে লইয়া যাওয়া হয়। শ্বফল্ক সেখানে গমন করিবামাত্রই দেবরাজ বৃষ্টি করিলেন। এই সময় কাশীরাজের পত্নী গর্ভবতী ছিলেন, ঐ গর্ভে একটী কন্যা ছিল। প্রসবকাল উপস্থিত হইলেও সেই কন্যা গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল না। এই প্রকারে দ্বাদশ বৎসর গত হইল, তথাপি কন্যা ভূমিষ্ঠ হইল না। অন-ন্তর কাশীরাজ একদিন গর্ভস্থা তনয়াকে সম্বো-ধন করিয়া কহিলেন, "হে পুত্রি! তুমি কেন জন্মগ্রহণ করিতেছ না,—কেন তুমি নিষ্ক্রান্ত হইতেছ না? আমি তোমার মুখ দেখিতে ইচ্ছা করি, এত দীর্ঘকাল ধরিয়া কেন তোমার মাতাকে ক্লেশ দিতেছ?" রাজা এই প্রকার বলিলে, সেই গর্ভস্থ কন্যা বলিতে আরম্ভ করিল, "যদি

তাত যদ্যেকৈকাং গান্দিনে দিনে ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছসি, তদাহ-মস্যৈস্ত্রিভির্ব্বর্ষৈরস্মাদ্গর্ভাং তাবদবশ্যং নিষ্ক্রমিষ্যামীতি। এতচ্চ তদ্বচনমাকর্ণ্য রাজা ব্রাহ্মণায় দিনে দিনে গাং প্রাদাং। সাপি তাবতা কালেন জাতা। ততস্তস্যাঃ পিতা গান্দিনীতি নাম চকার। তাঞ্চ গান্দিনীং কন্যাং শ্বফল্কায়োপকারিণে; গৃহাগতায়ার্ঘ্যভূতাং প্রাদাং, সা চ গান্দিনী প্রতিদিনং যাবজ্জীবং ব্রাহ্মণায় গাং দত্তবতী। তস্যামযমক্রূরঃ শ্বফল্কাং জজ্ঞে। তস্যৈবং গুণমিথুনাদুৎপত্তিঃ॥ ৫৬

তং কথমস্মিন্নপক্রান্তেঽত্র মরকদুর্ভিক্ষাদ্যুপদ্রবা ন ভবিষ্যন্তি। তদয়মানীয়তামিতি, অলমত্রাতিগুণবত্যপরাধান্বেষণেন ইতি॥ ৫৭

যদুবৃদ্ধস্যান্ধকস্য এতদ্বচনমাকর্ণ্য কেশবোগ্রসেনবলভদ্রপুরোগমৈর্যদুভিঃ কৃতাপরাধতিতিক্ষাভবমভয়ং দত্ত্বা শ্বাফল্কিঃ স্বপুরমানীতঃ, তত্রাগত এব তংস্বস্যমন্তকমণেরনুভাবাদনাবৃষ্টিমরকদুর্ভিক্ষব্যালাদ্যুপদ্রবঃ শশাম। কৃষ্ণশ্চ চিন্তয়ামাস, স্বল্পমেতং কারণং যদয়ং গান্দিন্যাং শ্বফল্কেনাক্রূরো জনিতঃ, সুমহাংশ্চায়মনাবৃষ্টিদুর্ভিক্ষমরকাদ্যুপশমনকারী প্রভাবঃ॥ ৫৮

তদ্যস্য সকাশে স মহামণিঃ স্যমন্তকাখ্যস্তিষ্ঠতি। তস্য হ্যেবংবিধাঃ প্রভাবাঃ শ্রূয়ন্তে। অয়মপি যজ্ঞাদনন্তরমন্যং ক্রত্বন্তরং, তস্মাং যজ্ঞান্তরং যজতীতি। অল্পোপাদানঞ্চাস্য। অসংশয়মত্রাসৌ বরমণিস্তিষ্ঠতীতি, কৃতাধ্যবসায়োঽন্যং প্রয়োজনমুদ্দিশ্য সকলযাদবসমাজমাত্মগেহে এবাচীকরং। তত্র চোপবিষ্টেষখিলেষু যাদবেষু পূর্ব্বপ্রয়োজনমুপন্যস্য পর্য্যবসিতে চ তস্মিন্ প্রসঙ্গাগতপরিহাসকথামক্রূরেণ সহ কৃত্বা জনার্দ্দনস্তমক্রূরমাহ॥ ৫৯

প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণকে এক একটী করিয়া গাভী প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে আর তিন বৎসর পরে আমি গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইব।" কন্যার এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা প্রতিদিনই ব্রাহ্মণকে একটী করিয়া গাভী প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিন বৎসর অতীত হইলে, সেই কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। অনন্তর কাশীরাজ ঐ কন্যার নাম 'গান্দিনী' রাখিলেন। অনন্তর গৃহাগত উপকারী শ্বফল্ককে অর্ঘ্যস্বরূপে ঐ কন্যা প্রদান করিলেন। সেই গান্দিনীও যাবজ্জীবন প্রতিদিনই ব্রাহ্মণকে একটী করিয়া গাভী দান করিতেন। সেই শ্বফল্ক, গান্দিনীতে এই অক্রূরকে উৎপাদন করেন। এই প্রকার গুণবিশিষ্ট মিথুন হইতেই অক্রূরের জন্ম; সুতরাং সেই অক্রূর চলিয়া গেলে, কেনই বা মরক দুর্ভিক্ষাদি উপদ্রব হইবে না? এই কারণে এক্ষণে অক্রূরকে আনয়ন করুন; অতি গুণবান্ সেই অক্রূরের অপরাধ অন্বেষণে কোন প্রয়োজন নাই।" যদুবৃদ্ধ অন্ধকের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কেশব উগ্রসেন বলভদ্র প্রমুখ যাদবগণ কৃতাপরাধ-সহনরূপ অভয় প্রদান করিয়া শ্বফল্কপুত্র অক্রূরকে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। অক্রূর আগমন করিবামাত্রই সেই স্যমন্তক মণির অনুভাবে অনাবৃষ্টি, মরক, দুর্ভিক্ষ, হিংস্রক জন্তু প্রভৃতির উপদ্রব শান্ত হইল। তখন কৃষ্ণ, চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'অক্রূর গান্দিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা অল্পমাত্র কারণ; এবংবিধ মরক দুর্ভিক্ষাদি উপদ্রবের প্রশমনকারী হেতু, নিশ্চয়ই ইহা অপেক্ষা গুরুতর হইবে। সেই কারণে নিশ্চয়ই ইহার নিকটে সেই স্যমন্তকাখ্য মহামণি আছে; কারণ সেই মণির এই প্রকার প্রভাব সকল শুনা গিয়াছে। আর এ ব্যক্তিও এক যজ্ঞের পর আর এক যজ্ঞ, আবার তাহা সমাপ্ত হইলে আর এক যজ্ঞ আরম্ভ করে; কিন্তু ইহার তাদৃশ ধনাদিও দেখা যায় না, সুতরাং সেই শ্রেষ্ঠমণি নিশ্চয়ই ইহার কাছে আছে। ভগবান্ এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া কোন প্রয়োজন উদ্দেশে নিজগৃহে সকল যাদবগণের এক সভা করিলেন। অনন্তর সকল যাদবগণ উপবেশন করিলে পূর্ব্বপ্রয়োজন সকলের নিকট উপন্যাসপূর্ব্বক সমাপ্ত করিয়া জনার্দ্দন, অক্রূরের সহিত প্রসঙ্গাধীন পরিহাস

দানপতে জানীম এব বয়ং যথা শতধন্বনা অখিলজগৎসারভূতং স্যমন্তকরত্নং ভবতঃ সকাশে সমর্পিতম্। তদেতদ্রাষ্ট্রোপকারকং ভবতঃ সকাশে তিষ্ঠতীতি, তিষ্ঠতু, সর্ব্বএব বয়ং তৎ-প্রভাবফলভুজঃ, কিন্ত্বেষ বলভদ্রোঽস্মানাশঙ্কিতবান্। তদস্মৎপ্রীতয়ে দর্শয়, ইত্যভিহিতঃ সরত্নঃ সোঽচিন্তয়ৎ। কিমত্রানুষ্ঠেয় অন্যথা চেৎ ব্রবীম্যহং, তৎ কেবলাম্বরতিরোধানমন্বিষ্যন্তো রত্নমেতে দ্রক্ষ্যন্তীতি, অতোঽন্বেষণং ন ক্ষেমমিতি সঞ্চিন্ত্য তমখিলজগৎকারণভূতং নারায়ণমাহাক্রূরঃ ভগবন্ মমৈতৎ স্যমন্তকমণি-রত্নং শতধনুষা সমর্পিতম্॥ ৬০

অপগতে চ তস্মিন্ অদ্য শ্বঃ পরশ্বো বা ভগবান্ মাং যাচিষ্যতীতি কৃতমতিরতিকৃচ্ছ্রেণৈতা-

করত তাঁহাকে কহিলেন যে, হে দানপতে! আমরা সকলেই ইহা জানি যে, শতধন্বা অখিল জগতের সারভূত সেই স্যমন্তক রত্ন আপনার নিকট অর্পণ করিয়াছে, এইক্ষণে সেই রাজ্যোপকারক রত্ন আপনার নিকটে রহিয়াছে, থাকুক; তাহাতে কি ক্ষতি? বরঞ্চ আমরা সকলেই সেই রত্নের প্রসাদ ভোগ করিতেছি। কিন্তু বলভদ্র আশঙ্কা করিয়াছেন যে, ঐ রত্ন আমার নিকটে আছে, একারণে আপনি আমাদের প্রীতির জন্য একবার তাঁহাকে সেই রত্নটি দেখান। ভগবান্ এই কথা বলিলে পর, নিজের কাছে সেইখানেই রত্ন থাকা প্রযুক্ত অক্রূর চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এস্থলে কি করা কর্ত্তব্য! যদি আমি মিথ্যা কথা বলি, তাহা হইলে ইহারা অন্বেষণপূর্ব্বক, কেবল বস্ত্র দ্বারা আবৃত এই রত্নকে দেখিতে পাইবে। অতএব অন্বেষণ কখনই মঙ্গলের জন্য হইবে না। অক্রূর এই প্রকার চিন্তা করিয়া সেই সকল জগতের কারণ-ভূত নারায়ণকে কহিলেন, হে ভগবন্! এই সেই স্যমন্তক মণি, শতধনুঃ ইহা আমাকে অর্পণ করিয়াছেন। ৫২—৬০। সেই শত-ধন্বার মৃত্যুর পর 'অদ্য বা কল্য আপনি আমার নিকট হইতে চাহিয়া লইবেন এই

বন্তং কালমধারয়মস্য চ ধারণক্লেশেনাহমশেষোপভোগেষ্বসঙ্গিমানসো ন বেদ্মি স্বসুখকলামপি॥ ৬১

এতাবন্মাত্রমশেষরাষ্ট্রোপকারি ধারয়িতুং ন শক্নোতীতি মাং ভগবান্ মংস্যত ইত্যাত্মনা ন চোদিতম্॥ ৬২

তদিদং স্যমন্তকরত্নং গৃহ্যতাম্, ইচ্ছয়া যস্যাভিমতং তস্য সমর্প্যতাম্। ততঃ সোঽধরবস্ত্রনিগোপিতাতিলঘুকনকসমুদ্গকং প্রকটীকৃতবান্॥৬৩

ততশ্চ নিষ্ক্রাম্য স্যমন্তকমণিং তত্র যদুসমাজে মুমোচ। মুক্তমাত্রে চ তেনাতিকান্ত্যা তদখিলমাস্থানমুদ্দ্যোতিতম্॥ ৬৪

অথাহাক্রূরঃ, স এষ মণির্যঃ শতধন্বনাস্মাকং সমর্পিতঃ, যস্যায়ং, স এনং গৃহ্ণাত্বিতি। তন্মণি-রত্নমালোক্য সর্ব্বযাদবানাং সাধু সাধ্বিতি

ভাবিয়া অনেক কষ্টে এতকাল ইহাকে ধারণ করিয়াছিলাম। ইহার ধারণ-জনিত ক্লেশপ্রযুক্ত আমার মানস এতকাল উপভোগসমূহে অসঙ্গী ছিল, এতকাল আমি অংশমাত্রও সুখ অনুভব করিতে পারি নাই। 'পাছে ভগবান্ মনে করেন যে, এই ব্যক্তি রাজ্যের অশেষ উপকারী অথচ স্বল্পভার পদার্থ টীও ধারণ করিতে সমর্থ হইল না, এই ভাবিয়া আমি নিজে বলি নাই। এক্ষণে এই স্যমন্তক রত্ন আপনি গ্রহণ করুন এবং যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকেই ইহা প্রদান করুন। অক্রূর এই কথা বলিয়া স্বকীয় অধরবস্ত্র দ্বারা সঙ্গোপিত অতি লঘু একটী সুবর্ণকৌটা বাহির করিলেন। অনন্তর অক্রূর কৌটা হইতে সেই স্যমন্তক মণি বাহির করিয়া যদুসমাজের সম্মুখে পরিত্যাগ করিলেন; সেই মণি প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র স্বকীয় কান্তি দ্বারা অখিল সভাকে উদ্দ্যোতিত করিল। অনন্তর অক্রূর কহিলেন, "যে স্যমন্তক মণি শতধন্বা আমাকে দিয়াছিল, এই সেই স্যমন্তক মণি; এই মণিতে যাঁহার অধিকার আছে, তিনি গ্রহণ করুন।" তখন সেই মণি-রত্ন অবলোকন করিয়া বিস্মিত-মানস সকল যাদবগণের মুখেই "সাধু সাধু" এই বাক্য শুনা

বিস্মিতমনসাং বাচোঽশ্রূয়ন্ত। তমালোক্য মমায়মচ্যুতেনৈব সামান্যঃ সমন্বীপ্সিত ইতি বলভদ্রঃ সস্পৃহোঽভবৎ॥ ৬৫

মমৈবেদং পিতৃধনমিত্যতীব চ সত্যভামাপি স্পৃহয়াঞ্চকার। বল-সত্যাননাবলোকনাৎ কৃষ্ণোঽপ্যাত্মানং চক্রান্তরাবস্থিতমিব মেনে॥ ৬৬

সকলযাদবসমক্ষঞ্চাক্রূরমাহ, এতদ্ধি মণিরত্নমাত্মশোধনায়ৈষাং যদূনাং দর্শিতম্। এতচ্চ মম বলভদ্রস্য চ সামান্যং, পিতৃধনঞ্চৈতৎ সত্যভামায়া নান্যস্য॥ ৬৭

এতচ্চ সর্ব্বকালং শুচিনা ব্রহ্মচর্য্যগুণবতা ধ্রিয়মাণমশেষরাষ্ট্রস্যোপকারকম্, অশুচিনা ধ্রিয়মাণমাধারমেব হন্তি॥ ৬৮

অতোঽহমস্য ষোড়শস্ত্রীসহস্রপরিগ্রহাদসমর্থো ধারণে॥ ৬৯

কথঞ্চৈতৎ সত্যভামা স্বীকরোতু। আর্য্যেণ বলভদ্রেণাপি মদিরাপানাদ্যশেষোপভোগপরিত্যাগঃ কথং কার্য্যঃ। তদয়ং যদুলোকোঽয়ং বলভদ্রোঽহং সত্যা চ ত্বাং দানপতে প্রার্থয়ামঃ, এতদ্ভবানেব ধারয়িতুং সমর্থঃ। ত্বৎস্থঞ্চাস্য রাষ্ট্রস্যোপকারকং, তদ্ভবানশেষরাষ্ট্রোপকারনিমিত্তমেতৎ পূর্ব্ববৎ ধারয়তু। ত্বয়ান্যথা ন বক্তব্যমিত্যুক্তে দানপতিস্তথেত্যুক্ত্বা জগ্রাহ। তন্মহামণিরত্নং ততঃ প্রভৃতি চাক্রূরঃ প্রকটেনৈবাতীবতেজসা জাজ্বল্যমানেনাত্মকণ্ঠাসক্তেনাদিত্য ইবাংশুমালী চচার॥ ৭০

ইত্যেতাং ভগবতো মিথ্যাভিশস্তিক্ষালনাং যঃ স্মরতি, ন তস্য কদাচিদল্পাপি মিথ্যাভিশস্তির্ভবতি, অব্যাহতেন্দ্রিয়শ্চাখিলপাপমোক্ষমবাপ্নোতি॥ ৭১

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩॥

যাইল। সেই মণি অবলোকন করিয়া বাসুদেব, 'ইহা আমার' এই বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন দেখিয়া বলভদ্রও 'তাহাতে সস্পৃহ হইলেন। ইহা 'আমারই পিতৃধন' এই ভাবিয়া সত্যভামাও তাহার প্রতি স্পৃহাবতী হইলেন। বলভদ্র ও সত্যভামার আনন অবলোকন করিয়া কৃষ্ণ আপনার প্রতি সংশয়িত হইলেন। অনন্তর ভগবান্, সকল যাদবগণের সমক্ষে অক্রূরকে কহিলেন, "আমার অপবাদক্ষালন দ্বারা আত্মশুদ্ধি প্রকাশ করিবার জন্য এই রত্ন সকল যাদবগণের সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই রত্নে বলভদ্র ও আমার সমান অধিকার, আর ইহা সত্যভামার পিতৃধন, অন্য কাহারও ইহাঁতে অধিকার নাই। আমি ষোড়শ সহস্র স্ত্রী পরিগ্রহ করিয়াছি, সুতরাং ইহাকে ধারণ করিতে সমর্থ নহি। কারণ সর্ব্বকালেই শুচি ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অবলম্বন করিয়া ইহাকে ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলেই রাজ্যের উপকার হয়। কিন্তু অশুচি হইয়া ইহাকে ধারণ করিলে ইহা ধারণকর্ত্তাকে বিনাশ করে। এই কারণে সত্যভামাই বা ইহাকে কেমন করিয়া গ্রহণ করিবেন? আর্য্য বলভদ্রই বা কি প্রকারে মদিরা-পানাদি উপভোগ পরিত্যাগ করিবেন? এইজন্য হে দানপতে অক্রূর! এই সকল যাদবগণ, বলবদ্র, সত্যভামা ও আমি, এই সকলে মিলিয়া আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনিই ইহাকে ধারণ করিতে সমর্থ। এই অখিল রাজ্যের উপকারক রত্নটী আপনারই ধন। অতএব আপনিই সকল রাজ্যের উপকারার্থে ইহাকে ধারণ করুন; আপনি ইহাতে অন্যথা বলিবেন না।" ভগবান্ এই কথা বলিলে পর, দানবপতি অক্রূর, "তাহাই হইবে" এই বলিয়া ঐ মণিটি গ্রহণ করিলেন। তদবধি অক্রূর স্বীয় কণ্ঠে সংস্থিত সেই জাজ্বল্যমান মণির জ্যোতি দ্বারা সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী হইয়া সকল সমক্ষেই বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই ভগবানের মিথ্যাপবাদক্ষালন বৃত্তান্ত যে ব্যক্তি শ্রবণ করিবে, তাহার কোন কালে অল্পমাত্রও মিথ্যাপবাদ হইবে না। তাহার ইন্দ্রিয় অব্যাহত থাকিবে এবং সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে। ৬১—৭১।

চতুর্থাংশে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

অনমিত্রস্যানুজঃ শিনির্নামাভবৎ। তস্যাপি সত্যকঃ, সত্যকাৎ সাত্যকিঃ, যুযুধাননামা, ততোঽপ্যসঙ্গঃ তৎপুত্রশ্চ তূণিঃ তূণের্যুগন্ধর-ইতি শৈনেয়াঃ॥ ১

অনমিত্রস্যৈবান্বয়ে পৃশ্নিঃ, তস্মাচ্চ শ্বফল্কঃ। তৎপ্রভাবঃ কথিত এব। শ্বফল্কস্য কনীয়াংশ্চিত্রকো নামাভবৎ ভ্রাতা, শ্বফল্কাদক্রূরো গান্দিন্যামভবৎ। অথোপমদ্গু-মৃদর-বিশারি-মেজয়-গিরিক্ষত্রোপক্ষত্র-শত্রুঘ্ন-বিমর্দ্দন-ধর্ম্মধৃক্-দৃষ্ট-শর্ম্ম-গন্ধমোজাবাহ-প্রতি-বাহাখ্যাঃ পুত্রাঃ সুতারাখ্যা চ কন্যা। দেববান্ উপদেবশ্চ অক্রূরপুত্রৌ। পৃথু-বিপৃথু-প্রমুখাঃ চিত্রকস্য পুত্রা বহবোঽভবন্॥ ২

কুকুর-ভজমান-শুচিকম্বল-বর্হিষাখ্যাঃ তথা অন্ধকস্য চত্বারঃ পুত্রাঃ॥ ৩

কুকুরাৎ ধৃষ্টঃ, তস্মাচ্চ কপোতরোমা, ততশ্চ বিলোমা, তস্মাদপি তুম্বুরুসখা ভবসংজ্ঞক-শ্চন্দনোদকদুন্দুভিঃ। ততশ্চাভিজিৎ, ততঃ পুনর্ব্বসুঃ, তস্যাপ্যাহুকঃ পুত্রঃ, আহুকী কন্যাভূৎ॥ ৪

আহুকস্য দেবকোগ্রসেনৌ দ্বৌ পুত্রৌ। দেববানুপদেবশ্চ সুদেবো দেবরক্ষিতো দেবকস্যাপি চত্বারঃ পুত্রাঃ। তেষাঞ্চ বৃকদেবা উপদেবা দেবরক্ষিতা শ্রীদেবা শান্তিদেবা সহদেবা দেবকী চ সপ্ত ভগিন্যঃ। তাশ্চ সর্ব্বা এব বসুদেব উপযেমে। উগ্রসেনস্যাপি কংস-ন্যগ্রোধ-সুনামকঙ্ক-শঙ্কু-স্বভূমি-রাষ্ট্র-পাল-যুদ্ধমুষ্টি-তুষ্টিমৎ-সংজ্ঞাঃ পুত্রাঃ, কংসা-কংসবতী-সুতনু-রাষ্ট্রপালী-কঙ্কী চোগ্রসেনতনুজাঃ॥ ৫

ভজমানাচ্চ বিদূরথঃ পুত্রোঽভবৎ। বিদূরথাৎ শূরঃ, শূরাৎ শমী, শমিনঃ প্রতিক্ষত্রঃ, তস্মাৎ স্বয়ম্ভোজঃ, ততশ্চ হৃদিকঃ॥ ৬

ততশ্চ কৃতবর্ম্মা, তস্মাৎ শতধনুর্দেবমীঢ়্-ষাদ্যা বভূবুঃ॥ ৭

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—অনমিত্রের শিনি নামে এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। শিনির পুত্র সত্যক, সত্যক-পুত্র সাত্যকি (যুযুধান) তৎপুত্র অসঙ্গ, তৎপুত্র তুমি, তৎপুত্র যুগন্ধর; এই ইহাঁরাই শৈনেয় বলিয়া খ্যাত। অনমিত্রের বংশে পৃশ্নি জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পুত্র শ্বফল্ক। এই শ্বফল্কের প্রভাব পূর্ব্বে বলিয়াছি। চিত্রকনামা, শ্বফল্কের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। শ্বফল্কের ঔরসে গান্দিনীর গর্ভে অক্রূর জন্মগ্রহণ করেন। এবং শ্বফল্কের সুতারা নাম্নী এক কন্যা হয় ও আরও কয়টী পুত্র হয়। তাহাদিগের নাম যথা,—উপমদ্গু, মৃদর, বিশারি, মেজয়, গিরিক্ষত্র, উপক্ষত্র, শত্রুঘ্ন, বিমর্দ্দন, ধর্ম্মধৃক্, দৃষ্টশর্ম্ম, গন্ধমোজ, অবাহ ও প্রতিবাহ। অক্রূরের দুই পুত্র; দেববান ও উপদেব। চিত্রকেরও পৃথু-বিপথুপ্রমুখ বহুপুত্র হইয়াছিল। অন্ধকের চারিটী পুত্র; তাঁহাদের নাম—কুকুর; ভজমান, শুচিকম্বল ও বর্হিষ। কুকুরের পুত্র ধৃষ্ট, তৎপুত্র কপোতরোমা, তৎপুত্র বিলোমা, তৎপুত্র ভবনামক; ইনি তুম্বুরুসখা; ইহাঁর আর এক নাম চন্দনোদক-দুন্দুভি। ভবের পুত্র অভিজিৎ, তৎপুত্র পুনর্ব্বসু, পুনর্ব্বসুর আহুক নামে পুত্র ও আহুকী নাম্নী এক কন্যা হয়। দেবক ও উগ্রসেন নামে আহুকের দুই পুত্র। দেবকের চারি পুত্র—দেববান, উপদেব, সুদেব ও দেবরক্ষিত নামা। এই চারি পুত্রের সাতটী ভগিনী; তাহাদের নাম—বৃকদেবা, উপদেবা, দেবরক্ষিতা, শ্রীদেবা শান্তিদেবা, সহদেবা ও দেবকী। বসুদেব এই সাতটী কন্যাকেই বিবাহ করেন। উগ্রসেনের পুত্রগণের নাম—কংস, ন্যগ্রোধ, সুনাম, কঙ্ক, শঙ্কু, স্বভূমি, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধমুষ্টি ও তুষ্টিমান্। কন্যাগণের নাম—কংসা, কংসবতী, সুতনু, রাষ্ট্রপালী ও কঙ্কী। ভজমানের বিদূরথ নামে এক পুত্র হয়। তৎপুত্র শূর, তৎপুত্র শমী, তৎপুত্র

দেবীমঢ়ুষস্য শূরঃ, শূরস্যাপি মারিষা নাম পত্ন্যভবৎ॥ ৮

অস্যাঞ্চাসৌ দশ পুত্রানজনয়ৎ বসুদেক-পূর্ব্বান্। বসুদেবস্য জাতমাত্রস্যৈব এতদ্‌গৃহে ভগবদংশাবতারমব্যাহতদৃষ্ট্যা পশ্যদ্ভির্দ্দেবৈর্দিব্যা আনকা দুন্দুভয়শ্চ বাদিতাঃ॥ ৯

ততস্তদৈবানকদুন্দুভিসংজ্ঞামবাপ। তস্যাপি দেবভাগ-দেবশ্রবোঽনাধৃষ্টি-করুন্ধক- বৎসবালক-সৃঞ্জয়-শ্যাম-শমীক-গণ্ডুষ-সংজ্ঞা নব ভ্রাতরো বভূবুঃ, পৃথা শ্রুতকীর্ত্তিঃ শ্রুতশ্রবা রাজাধিদেবী চ বসুদেবাদীনাং পঞ্চ ভগিন্যোঽভবন্। শূরস্য চ কুন্তিভোজনামা সখাভবৎ। তস্মৈ চাপুত্রায় পৃথামাত্মজাং বিধিনা শূরোঽদদৎ। তাঞ্চ পাণ্ডুরুবাহ। তস্যাঞ্চ ধর্ম্মানিল-শক্রৈ-র্যুধিষ্ঠির-ভীমার্জ্জুনাখ্যাস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ সমুৎপাদিতাঃ। পূর্ব্বমনূঢ়ায়াশ্চ ভগবতা ভাস্বতা কর্ণাখ্যঃ কানীনঃ পুত্রোঽজন্যত॥ ১০

তস্যাশ্চ সপত্নী মাদ্রী নামাভবৎ। তস্যাঞ্চ নাসত্যদস্রাভ্যাং নকুল-সহদেবৌ পাণ্ডোঃ পুত্রৌ জনিতৌ। শ্রুতদেবান্তু বৃদ্ধশর্ম্মা নাম কারুষ উপযেমে। তস্যাং দন্তবক্রো নাম মহাসুরো জজ্ঞে। শ্রুতকীর্ত্তিমপি কৈকেয়রাজ উপযেমে। তস্যাং সন্তর্দ্দনাদয়ঃ পঞ্চ কৈকেয়াঃ পুত্রা বভূবুঃ। রাজাধিদেব্যামাবন্ত্যৌ বিন্দানুবিন্দৌ জজ্ঞাতে॥ ১১

শ্রুতশ্রবসমপি চেদিরাজো দমঘোষনামা উপযেমে। তস্যাঃ শিশুপালমুৎপাদয়ামাস। সহি পূর্ব্বমপ্যনাচারবিক্রমসম্পন্নো দৈত্যাদি-পুরুষো হিরণ্যকশিপুরভূৎ॥ ১২

যশ্চ ভগবতা সকললোকগুরুণা যাততঃ পুনরপ্যক্ষতবীর্য্যশৌর্য্যসম্পৎ পরাক্রমগুণঃ সমা-

---

প্রতিক্ষত্র, তৎপুত্র স্বয়ম্ভোজ, তৎপুত্র হৃদিক, তৎপুত্র কৃতবর্ম্মা, তৎপুত্র শতধনুঃ ও দেবমীঢ়ু-ষাদি। দেবমীঢ়ুষের শূরনামা এক পুত্র হয়। এই শূরের মারিষা নাম্নী এক পত্নী ছিলেন। শূর, সেই পত্নী গর্ভে বসুদেব আদি করিয়া দশ পুত্র উৎপাদন করেন। জন্মিবামাত্র, অব্যাহত দৃষ্টি দ্বারা ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা দেবগণ "ইহার গৃহে ভগবদংশ অবতীর্ণ হইবেন" এই বলিয়া আনক-দুন্দুভি বাদ্য করিয়াছিলেন; এই কারণে সেই সময়েই তাঁহার আনকদুন্দুভি নাম হইল। বসুদেবের নয়জন ভ্রাতা ও পাঁচটী ভগিনী ছিলেন। তাঁহাদের নাম—দেবভাগ, বেদশ্রবাঃ, অনাধৃষ্টি, করুন্ধক, বৎসবালক, সৃঞ্জয়, শ্যাম, শমীক ও গণ্ডুষ (এই নয় জন ভ্রাতা); পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্ত্তি, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধি-দেবী (এই কয়জন ভগিনী)। বসুদেবের পিতা শূরের, কুন্তিভোজ নামে এক সখা ছিলেন। এই কুন্তিভোজ অপুত্র, এইজন্য শূর তাঁহাকে বিধানানুসারে স্বীয় কন্যা পৃথা সমর্পণ করেন। এই পৃথাকে পাণ্ডু বিবাহ করেন এবং এই পৃথার গর্ভে ধর্ম্ম, বায়ু ও ইন্দ্র, যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন নামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন এবং বিবাহের পূর্ব্বেই ভগবান্ সূর্য্য, পৃথার গর্ভে কর্ণ নামক এক কানীন * পুত্র উৎপাদন করেন। ১—১০। পৃথার মাদ্রী নাম্নী এক সপত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও দুই পুত্র উৎ-পাদন করেন; তাঁহাদের নাম—নকুল ও সহ-দেব। কারুষ বৃদ্ধশর্ম্মা, শ্রুতদেবাকে বিবাহ করেন, তাঁহারই গর্ভে দন্তবক্রনামক মহাসুর জন্মগ্রহণ করে। কৈকেয়রাজ শ্রুতকীর্ত্তিকে বিবাহ করেন; শ্রুতকীর্ত্তির গর্ভে সন্তর্দ্দন প্রভৃতি পাঁচজন কৈকেয়াখ্য পুত্র হয়। অবন্তি-রাজ রাজাধিদেবীকে বিবাহ করেন, তাঁহার গর্ভে দুই সন্তান হয়; তাঁহাদের নাম যথা—বিন্দ ও অনুবিন্দ। চেদিরাজ দম-ঘোষ শ্রুতশ্রবাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার গর্ভে শিশুপাল নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। সেই শিশুপালই পূর্ব্বজন্মে অনা-চার বিক্রমসম্পন্ন দৈত্যাদিপুরুষ হিরণ্যকশিপু ছিল। এই হিরণ্যকশিপু সকললোক-

---

* অবিবাহিতা কন্যার গর্ভে উৎপন্ন পুত্রের নাম কানীন।

ক্রান্তসকলত্রৈলোক্যেশ্বরপ্রতাপো দশাননোঽভবৎ। ১৩

বহুকালোপভুক্তভগবৎসকাশাদেবাপ্ত-শরীরপাতোদ্ভবপুণ্যফলোঽথ ভগবতৈব রাঘবরূপিণা সোঽপি নিধনমুপনীতঃ চেদিরাজ-দমঘোষ- পুত্রঃ শিশুপালনামাভবৎ ॥ ১৪

শিশুপালত্বে চ ভগবতো ভূভারাবতারণায়াবতীর্ণাংশস্য পুণ্ডরীকনয়নাখ্যস্য উপরি দ্বেষানুবন্ধমতিতরাং চকার। ভগবতা চ নিধনমুপনীতস্তত্রৈব পরমাত্মভূতে মনসস্তদেকাগ্রতয়া তত্রৈব সাযুজ্যমবাপ ॥ ১৫

ভগবান্ হি প্রসন্নো যথাভিলষিতং দদাতি, অপ্রসন্নোঽপি নিঘ্নম্ দিব্যমনুপমং স্থানং প্রযচ্ছতি ॥ ১৬

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

গুরু ভগবান্ বিষ্ণু কর্তৃক ঘাতিত হয় এবং পরে পুনর্ব্বার অনিবারিত-বীর্য্য শৌর্য্যসম্পৎ সকল-ত্রৈলোক্যেশ্বর-প্রতাপের আক্রমণকারী দশাননরূপে জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর, বহুকাল পর্য্যন্ত ঐ রাবণ নানাপ্রকার উপভোগ করিল এবং ভগবানের হস্তেই নিধনরূপ পুণ্যের ফলে পুনর্ব্বার রামরূপী ভগবান্ কর্তৃক ঘাতিত হইল ও মরণান্তে দমঘোষপুত্র শিশুপালরূপে জন্মগ্রহণ করিল। এ শিশুপাল-জন্মেও ভূমিভারহরণের জন্য অংশরূপে অবতীর্ণ ভগবান্ পুণ্ডরীক-নয়নের দ্বেষানুবন্ধ করিতে লাগিল. অনন্তর ভগবান্ তাহাকে নিধন করিলে সে, সেই পরমাত্মভূত ভগবানের প্রতি মনের একাগ্রতাপ্রযুক্ত সাযুজ্য (মুক্তি) প্রাপ্ত হইল। ভগবান্ প্রসন্ন হইলে যেমন অভিলষিত বস্তু দান করেন, সেইরূপ অপ্রসন্ন হইয়া বিনাশ করিলেও দিব্য অনুপম স্থান প্রদান করিয়া থাকেন। ১১—১৬।

চতুর্থাংশে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।

হিরণ্যকশিপুত্বে চ রাবণত্বে চ বিষ্ণুনা।
অবাপ নিহতো ভোগানপ্রাপ্যানমরৈরপি ॥
ন লয়ং তত্র তেনৈব নিহতঃ স কথং পুনঃ।
সম্প্রাপ্তঃ শিশুপালত্বে সাযুজ্যং শাশ্বতে হরৌ ॥
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং সর্ব্বধর্ম্মভৃতাং বর।
কৌতূহলপরেণৈতং পৃষ্টো মে বক্তুমর্হসি ॥ ১

দৈত্যেশ্বরস্য তু বধায়াখিললোকোৎপত্তিস্থিতিবিনাশকারিণা পূর্ব্বতনুং গৃহ্নতা নৃসিংহরূপমাবিষ্কৃতম্। তত্র হিরণ্যকশিপোর্ব্বিষ্ণুরয়মিত্যেবং ন মনস্যভূৎ ॥ ২

নিরতিশয়পুণ্যজাতসম্ভূতমেতৎসত্ত্বমিতি রজোদ্রেকপ্রেরিতৈকাগ্রমতিস্তদ্ভাবনাযোগাৎ, অতো-

---

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—আপনি সকল ধর্ম্মজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ, আমি কৌতূহল-পরবশ হইয়া একটী বিষয় শুনিবার জন্য আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহা আমার নিকট বলুন। সেই বিষয়টী এই যে, এই শিশুপাল পূর্ব্বে হিরণ্যকশিপু ও রাবণজন্মে ভগবান্ কর্তৃক নিহত হইয়া নানাপ্রকার অমরদুর্লভ ভোগসমূহ লাভ করিয়াছিল ; কিন্তু ভগবান্ কর্তৃক নিহত হইয়া সেই জন্মেই বা কি কারণে সেই ভগবানে লয়প্রাপ্ত হয় নাই ; আর শিশুপালজন্মেই বা তৎকর্তৃক নিহত হইয়া, কেনই বা সেই সনাতন ভগবানে লয় (সাযুজ্য মুক্তি, প্রাপ্ত হইল ? পরাশর কহিলেন,—পূর্ব্বকালে দৈত্যেশ্বরের বধের জন্য অখিল লোকের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশকারী ভগবান্ পূর্ব্বতনু-গ্রহণকালে নৃসিংহরূপই প্রকটিত করেন। সেই সময় 'এই নৃসিংহই বিষ্ণু' এইপ্রকার চিন্তা হিরণ্যকশিপুর হৃদয়ে উদিত হয় নাই। 'কিন্তু ইহা নিরতিশয়-পুণ্যসমূহ-সম্ভূত প্রাণী' এই প্রকার রজোগুণ প্রেরণায় একাগ্রমতি হইয়া মরণকালে তাদৃশ ভাবনা করিয়াছিল বলিয়া,

হবাপ্তবধহৈতুকীং নিরতিশয়ামেবাখিলত্রৈলোক্যাধিক্যধারিণীং দশাননত্বে ভোগসম্পদমবাপ ॥৩

নাতস্তস্মিন্ অনাদিনিধনে পরব্রহ্মভূতে ভগবত্যনালম্বনীকৃতে মনসস্তত্র লয়ম্॥ ৪

দশাননত্বেঽপ্যনঙ্গপরাধীনতয়া জানকীসমাসক্তচেতসো দাশরথিরূপধারিণঃ তদ্রূপদর্শনমেবাসীৎ, নায়মচ্যুত ইত্যাসক্তির্বিপদ্যতোঽন্তঃকরণস্য মানুষবুদ্ধিরেব কেবলমভূৎ॥ ৫

পুনরচ্যুত-বিনিপাতমাত্র-ফলমখিল-ভূমণ্ডল-শ্লাঘ্যচেদিরাজকুলজন্মাব্যাহতং চৈশ্বর্য্যং শিশুপালত্বে চ অবাপ॥ ৬

তত্র ত্বখিলান্যেব ভগবন্নামকারণান্যভবন্। ততশ্চ তৎকারণকৃতানাং তেষামশেষাণামেবাচ্যুতনাম্নামনবরতমনেকজন্মসংবর্দ্ধিতবিদ্বেষানুবন্ধিচিত্তো বিনিন্দন্ সন্তর্জ্জনাদিষু উচ্চারণমকরোৎ॥ ৭

তচ্চ রূপমুৎফুল্লপদ্মদলামলাক্ষমত্যুজ্জ্বলপীতবস্ত্র-ধার্য্যমল-কিরীটকেয়ূরকটকোপশোভিতমুদারপীবরচতুর্বাহুশঙ্খচক্রগদাসিধরম্, অতিপ্রৌঢ়বৈরানুভাবাৎ অটনভোজনস্নানাসনশয়নাদিষবস্থান্তরেষু নৈবাপ যযাবস্যাত্মচেতসঃ॥ ৮

ততস্তমেবাক্রোশেষূচ্চারয়ন্ তমেব হৃদয়ে ধারয়ন্নাত্মবধায় ভগবদস্তচক্রাংশুমালোজ্জ্বলমক্ষয়তেজঃস্বরূপং পরমব্রহ্মস্বরূপমপগতরাগদ্বেষাদিদোষং ভগবন্তমদ্রাক্ষীৎ॥ ৯

তাবচ্চ ভগবচ্চক্রেণাশু ব্যাপাদিতঃ। তেন তৎস্মরণদগ্ধাখিলাঘসঞ্চয়ো ভগবতৈবান্তমুপনীতঃ তস্মিন্নেব লয়মুপযযৌ। এতৎ তবাখিলং ময়াভিহিতম্। ভগবানিহ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ দ্বেষানুবন্ধেনাপ্যখিলসুরাসুরাদি-দুর্লভং ফলং প্রযচ্ছতি, কিমুত সম্যক্ ভক্তিমতাম্॥ ১০

ভগবান্ হইতে মরণলাভ-জনিত অখিল-ত্রৈলোক্য-মধ্যে আধিক্যধারিণী অতিশয় ভোগ-সম্পত্তি রাবণজন্মে প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই কারণেই হিরণ্যকশিপুর সেই আদি ও অন্ত রহিত পরব্রহ্মভূত ভগবানে মন লীন হয় নাই। অনন্তর দশাননজন্মেও চিত্তের কামপরাধীনত্ব প্রযুক্ত জানকীর প্রতি আসক্তচিত্ত রাবণের দাশরথিরূপধারী ভগবানের দর্শন মাত্রই হইয়াছিল; কিন্তু সেই রামচন্দ্রই যে স্বয়ং অচ্যুত, এ কথা মনে উদিত হয় নাই, সুতরাং বিপন্ন অন্তঃকরণে কেবল তাঁহার প্রতি মানুষবুদ্ধিই হইয়াছিল। পরে পুনর্ব্বার নারায়ণের হস্তে নিধনের ফলস্বরূপ অখিল ভূমণ্ডলে শ্লাঘ্য চেদিরাজকুলে শিশুপালরূপে জন্মগ্রহণ করত অব্যাহত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইল। এই শিশুপাল-জন্মে এমন বহুতর কারণ ছিল, যাহাতে প্রায়ই ভগবানের নাম স্মরণ করিতে হইত। অনেক জন্ম হইতেই ভগবানের প্রতি চিত্তের দ্বেষানুবন্ধিত্ব প্রযুক্ত সন্তাড়নাদিতে নিন্দাচ্ছলে শিশুপাল, অচ্যুতের অনেক নামের প্রায়ই উচ্চারণ করিত। তখন বহুকালের শত্রুতানিবন্ধন শিশুপালের চিত্ত হইতে ভ্রমণ, ভোজন, স্নান, আসন ও শয়নাদি অবস্থাসমূহেও ভগবানের রূপ অপসৃত হইত না। সেরূপ, প্রফুল্লপদ্মদল-সদৃশ অমলনেত্রধারী, অত্যুজ্জ্বলপীতবস্ত্রধারী, অমলকেয়ূর কিরীট ও কটক দ্বারা উপশোভিত, উদার পীবর চতুর্বাহু দ্বারা শঙ্খ চক্র গদা ও অসিধর। অনন্তর শিশুপাল, আক্ষেপকালেও ভগবানের নাম উচ্চারণ করত তাঁহারই চিন্তা করিতে লাগিল, আর সকল সময়েই দেখিতে লাগিল যেন স্বীয় বধের জন্য ভগবান্ চক্র ক্ষেপণ করিয়াছেন এবং সেই চক্রের তেজোরাশিতে উজ্জ্বল পরমব্রহ্মস্বরূপ অপগত-রাগদ্বেষাদি-দোষ ভগবান্ অক্ষয়-তেজঃস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। ১—৯। শিশুপালের এই প্রকার মানসিক ভাবের সময় ভগবান্ চক্রক্ষেপ করিয়া তাহাকে বিনাশ করিলেন। এই কারণে ভগবান্ কর্ত্তৃক নিহত শিশুপাল, অখিল পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া সেই ভগবানেই লয় প্রাপ্ত হইল। এই আমি তোমার নিকট সকল বিষয় বলিলাম। দ্বেষের সহিত যদি ভগবানের নাম স্মরণাদি করা যায়, তাহা হইলেও তিনি অখিল-সুরাসুরাদি-দুর্লভ ফল প্রদান করেন;

বসুদেবস্যানকদুন্দুভেঃ পৌরবী-রোহিণী-মদিরাভদ্রা-দেবকী-প্রমুখা বহ্ব্যঃ পত্ন্যোঽভবন্॥ ১১

বলভদ্র-শারণশঠ-দুর্ম্মদাদীন্ পুত্রান্ রোহিণ্যামানকদুন্দুভিরুৎপাদয়ামাস। বলভদ্রোঽপি রেবত্যাং নিশঠোল্মুকৌ পুত্রাবজনয়ৎ। মার্ষ্টি-মার্ষ্টিমচ্ছিশি-শিশু-সত্য-ধৃতি-প্রমুখাঃ শারণস্যাত্মজাঃ। ভদ্রাশ্ব-ভদ্র-বাহু-দুর্দ্দম-ভূতাদ্যা রোহিণ্যাঃ কুলজাঃ॥ ১২

নন্দোপনন্দকৃতকাদ্যা মদিরায়াস্তনয়াঃ। ভদ্রায়াশ্চোপনিধি-গদাদ্যাঃ। বৈশাল্যা চ কৌশিকমেকমজনয়দানকদুন্দভিঃ। দেবক্যামপি কীর্ত্তি-মৎ সুষেণোদাপি-ভদ্রসেন--ঋজু-দাস-ভদ্র-দেহাখ্যাঃ ষট্ পুত্রা জজ্ঞিরে॥ ১৩

তাংশ্চ সর্ব্বানেব কংসো ঘাতিতবান্। অনন্তরঞ্চ সপ্তমং গর্ভমর্দ্ধরাত্রে ভগবৎপ্রহিতা যোগনিদ্রা রোহিণ্যা জঠরমপকৃষ্য নীতবতী॥ ১৪

কর্ষণাচ্চাসাবপি সঙ্কর্ষণাখ্যামবাপ॥ ১৫

ততঃ সকলজগন্মহাতরুমূলভূতো ভূতাতীত-ভবিষ্যাদি-সকল-সুরাসুর-মুনি-মনুজ-মনসামপ্যগোচরোঽব্জভবপ্রমুখৈরনলপ্রমুখৈশ্চ প্রণম্যাবনিভারাবতারণায় প্রসাদিতো ভগবাননাদি-মধ্যো দেবকীগর্ভে সমবততার বাসুদেবঃ॥ ১৬

তৎপ্রসাদবিবর্দ্ধিতমানাভিমানা চ যোগনিদ্রা নন্দগোপপত্ন্যা যশোদায়া গর্ভমধিষ্ঠিতবতী॥ ১৭

সুপ্রসন্নাদিত্যচন্দ্রাদিগ্রহমব্যালাদিভয়ং সুস্থ-মানস-মখিলমেবৈতৎ জগদ-পাস্তাধর্ম্মম-ভবৎ তস্মিংশ্চ পুণ্ডরীকনয়নে জায়মানে॥ ১৮

জাতেন চ তেনাখিলমেবৈতৎ সন্মার্গবর্ত্তি জগদক্রিয়ত। ভগবতোঽপ্যত্র মর্ত্ত্যলোকে-ঽবতীর্ণস্য ষোড়শসহস্রাণ্যেকোত্তরশতাধিকানি স্ত্রীণামভবন্। তাসাঞ্চ রুক্মিণী সত্যভামা জাম্ববতী জালহাসিনী প্রমুখা অষ্টৌ পত্ন্যঃ প্রধানাঃ। তাসু চাষ্টাযুতানি লক্ষঞ্চ পুত্রাণাং ভগবানখিলমূর্ত্তিরনাদিমানজনয়ৎ॥ ১৯

ভক্তির সহিত স্মরণাদি করিলে ত কথাই নাই। আনকদুন্দুভি বসুদেবের পৌরবী, রোহিণী, মদিরা, ভদ্রা ও দেবকী আদি বহু পত্নী ছিল। আনকদুন্দুভি, রোহিণীর গর্ভে বলভদ্র, শারণ, শঠ ও দুর্ম্মদ প্রভৃতি বহু সন্তান উৎপাদন করেন। বলভদ্র রেবতীর গর্ভে নিশঠ, উল্মুক নামে পুত্রদ্বয় উৎপাদন করেন। মার্ষ্টি মার্ষ্টিমৎ, শিশি, শিশু ও সত্য-ধৃতিপ্রমুখ, শারণের বহুসন্তান হয়। ভদ্রাশ্ব, ভদ্রবাহু, দুর্ম্মদ ও ভূতপ্রমুখগণ রোহিণীর কুল-জাত। নন্দ, উপনন্দ ও কৃতক প্রভৃতি মদিরার পুত্র। উপনিধি ও গদ প্রভৃতি ভদ্রার পুত্র। আনকদুন্দুভিও, বৈশালীর গর্ভে কৌশিক নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। দেবকীর গর্ভেও কীর্ত্তিমান্, সুষেণ, উদাপি, ভদ্রসেন, ঋজুদাস ও ভদ্রদেহ নামে ছয়টী পুত্র হয়। ঐ ছয় জন পুত্রকেই কংস বিনাশ করিয়াছিল। অনন্তর, সপ্তম বার গর্ভ হইলে, অর্দ্ধরাত্রে ভগবৎপ্রহিতা যোগনিদ্রা, দেবকীর গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর জঠরে সন্তান লইয়া যান। বলভদ্র গর্ভাবস্থান কালে আকৃষ্ট হন বলিয়া তাঁহার সঙ্কর্ষণ নাম হয়। অনন্তর নিখিল-জগৎ-স্বরূপ মহাবৃক্ষের মূলভূত, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের সকল সুরাসুর ও মুনিগণের মনেরও অগোচর আদি ও মধ্য রহিত ভগবান্ বাসুদেব, অবনিভার-হরণার্থ ব্রহ্মা ও অনলপ্রমুখ দেবগণ কর্ত্তৃক প্রণাম সহকারে প্রসাদিত হইয়া দেবকীর গর্ভে অবতীর্ণ হইলেন। ভগবানের অনুগ্রহে বর্দ্ধিত মান মহিমা যোগনিদ্রাও নন্দগোপপত্নী যশোদার গর্ভে অধিষ্ঠান করেন। পুণ্ডরীকনয়ন ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিলে এই জগতের অধর্ম্ম নষ্ট হইল, আদিত্য ও চন্দ্রাদি গ্রহ সুপ্রসন্ন হইল, হিংস্র জন্তু প্রভৃতির ভয় দূরে গেল ও অখিল লোকই সুস্থ-মানস হইল। ১০—১৮। ভগবান্ জন্ম-গ্রহণ করিয়া অখিল জগৎকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিলেন। এই মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ ভগবানের ষোড়শ সহস্র ও একশত পত্নী হয়। তাঁহাদের মধ্যে রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী ও জাল-

তেষাঞ্চ প্রদ্যুম্ন-চারুদেষ্ণ-সাম্বাদয়স্ত্রয়োদশ প্রধানাঃ। প্রদ্যুম্নো হি রুক্মিণস্তনয়াং ককুদ্মতীং নামোপযেমে। তস্যামস্যানিরুদ্ধো জজ্ঞে। অনিরুদ্ধোঽপি রুক্মিণ এব পৌত্রীং সুভদ্রাং নামোপযেমে। তস্যামস্য বজ্রোঽভবৎ। বজ্রস্য প্রতিবাহুঃ, তস্যাপি সুচারুঃ। এবমনেকশত-সাহস্রপুরুষসঙ্খ্যস্য যদুকুলস্য পুরুষসংখ্যা বর্ষ-শতৈরপি জ্ঞাতুং ন শক্যতে। যতো হি শ্লোকাবত্র চরিতার্থৌ॥ ২০

তিস্রঃ কোট্যঃ সহস্রাণামষ্টাশীতিশতানি চ।
কুমারাণাং গৃহাচার্য্যাশ্চাপযোগ্যাসু যে রতাঃ॥ ২১
সঙ্খ্যানাং যাদবানাং কঃ করিষ্যতি মহাত্মনাম্।
যত্রাযুতানামযুতং লক্ষেণাস্তে শতাধিকম্॥ ২২
দেবাসুরহতা যে তু দৈতেয়াঃ সুমহাবলাঃ।
তে চোৎপন্না মনুষ্যেষু জনোপদ্রবকারিণঃ॥ ২৩
তেষামুৎসাদনার্থায় ভুবি দেবো যদোঃ কুলে।
অবতীর্ণঃ কুলশতং যত্রৈকাভ্যধিকং দ্বিজ॥ ২৪
বিষ্ণুস্তেষাং প্রমাণে চ প্রভুত্বে চ ব্যবস্থিতঃ।
নিদেশস্থায়িনস্তস্য বভূবুঃ সর্ব্বযাদবাঃ॥ ২৫
প্রসূতিং বৃষ্ণিবীরাণাং যঃ শৃণোতি নরঃ সদা।
স সর্ব্বপাতকৈর্মুক্তো বিষ্ণুলোকং প্রপদ্যতে॥২৬

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

ইত্যেষ সমাসতস্তে কথিতঃ, তুর্ব্বসোর্ব্বংশ-মবধারয়॥ ১

তুর্ব্বসোর্ব্বহ্নিরাত্মজঃ, বহ্নের্গোভানুঃ, ততশ্চ ত্রৈশাম্বঃ, তস্মাচ্চ করন্ধমঃ, তস্মাদপি মরুত্তঃ, সোঽনপত্যোঽভবৎ। ততশ্চ গৌরবং দুষ্মন্তং

হাসিনী প্রভৃতি আটটী স্ত্রীই প্রধানা। আদি-মধ্য-রহিত অখিল-মূর্ত্তি ভগবান্, সেই সকল পত্নীর গর্ভে আট অযুত ও আট লক্ষ পুত্র উৎপাদন করেন। সেই সকল পুত্রগণের মধ্যে প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ ও সাম্ব আদি ত্রয়োদশ পুত্রই প্রধান। প্রদ্যুম্ন, রুক্মীর ককুদ্মতী নামে এক কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। অনিরুদ্ধও রুক্মীর পৌত্রী সুভদ্রাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে অনু-রুদ্ধেরও বজ্র নামে এক পুত্র হয়। বজ্রের পুত্র প্রতিবাহু, তৎপুত্র সুচারু। এই প্রকারে অনেক-শত-সহস্র-পুরুষ-সমূহ শোভিত যদুকুলের পুরুষ-সংখ্যা একশত বর্ষেও জ্ঞাত হইতে পারা যায় না। এই শ্লোকদ্বয়ই এখানে যথেষ্ট। যথা—"যদুকুমারগণের চাপশিক্ষা প্রদান করিবার জন্য তিন কোটি অষ্টাশীতি শত সহস্র সংখ্যক গৃহাচার্য্যগণ সর্ব্বদা রত থাকিতেন। মহাত্মা যাদবগণের এবম্প্রকারে গণনা করিতে কে সক্ষম হইবে! এই যাদবগণের সংখ্যা লক্ষ অযুত ও শতাধিক অযুত হইবে।" যে সকল মহাবল দৈত্যগণ দেবাসুরসংগ্রামে নিহত হন, তাঁহারাই জনসমূহের উপদ্রব করণার্থে মনুষ্যলোকে যদুবংশে উৎপন্ন হন। হে দ্বিজ! তাঁহাদেরই উৎসাদন করিবার জন্য ভগবান্ দেব বাসুদেব যদুকুলে অবতীর্ণ হন। এই যদু হইতে একাধিক শত কুল উৎপন্ন হয়। সেই যাদবগণের কার্য্যাকার্য্য-নিয়ম ও পালনে বিষ্ণুই প্রভু ছিলেন। সকল যাদবগণই তাঁহার নিদেশে অবস্থিতি করিতেন। যে মনুষ্য, বৃষ্ণি-বীর-গণের বংশের কথা সর্ব্বদা শ্রবণ করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করত বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। ১৯—২৬।

চতুর্থাংশে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫॥

ষোড়শ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—এই যদুবংশের সং-ক্ষিপ্ত বিবরণ তোমার নিকট বলিলাম। এক্ষণে তুর্ব্বসুর বংশ শ্রবণ কর। তুর্ব্বসুর পুত্র বহ্নি, তৎপুত্র গোভানু, তৎপুত্র ত্রৈশাম্ব, তৎপুত্র করন্ধম, তৎপুত্র মরুত্ত। এই মরুত্ত অনপত্য

পুত্রমকল্পয়ং। এবং যযাতিশাপাং তদ্বংশঃ পৌরবং বংশমাশ্রিতবান্ ॥ ২

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

দ্রুহ্যোস্তু তনয়ো বভ্রুঃ ॥ ১

ততঃ সেতুঃ, সেতুপুত্র আরদ্বান্ নাম, তদাত্মজো গান্ধারঃ, ততো ধর্ম্মঃ, ধর্ম্মাং ধৃতঃ, ধৃতাং দুর্গমঃ, ততঃ প্রচেতাঃ, প্রচেতসঃ পুত্রশতমধর্ম্মবহুলানাং ম্লেচ্ছানামুদীচ্যাদীনামাধিপত্যমকরোং ॥ ২

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

যযাতেশ্চতুর্থস্য পুত্রস্য অনোঃ সভানর-চাক্ষুষ-পরমেক্ষু-সংজ্ঞাস্ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ; সভানরপুত্রঃ কালানরঃ, কালানরাং সৃঞ্জয়ঃ, সৃঞ্জয়াং পুরঞ্জয়ঃ, তস্মাং জনমেজয়ঃ, ততো মহামণিঃ, তস্মাচ্চ মহামনাঃ, তস্মাদপ্যুশীনর-তিতিক্ষু দ্বৌ পুত্রৌ উৎপন্নৌ। উশীনরস্যাপি শিবিনৃগনরকৃমি-খর্ব্বাখ্যাঃ পঞ্চপুত্রা বভূবুঃ। বৃষদর্ভ-সুবীর-কৈকেয়-মদ্রকাশ্চত্বারঃ শিবিপুত্রাঃ, তিতিক্ষোরুষদ্রথঃ পুত্রোঽভূং, ততো হেমঃ, হেমাং সুতপাঃ, তস্মাদ্বলিঃ যস্য ক্ষেত্রে দীর্ঘতমসা অঙ্গ-বঙ্গকলিঙ্গ-সুহ্মপুণ্ড্রাখ্যং বালেয়ং ক্ষত্রমজন্যত ॥ ১

তন্নামসন্ততিসংজ্ঞাশ্চ পঞ্চ বিষয়া বভূবুঃ ॥ ২

অঙ্গসুতঃ পারঃ, ততো দিবিরথঃ, তস্মাং ধর্ম্মরথঃ, ততশ্চিত্ররথঃ। রোমপাদসংজ্ঞো যস্য পুত্রো দশরথো জজ্ঞে। যস্মৈ অজপুত্রো দশ-

---

হন, এই কারণে তিনি পুরুবংশীয় দুষ্মন্তকে পুত্ররূপে কল্পিত করেন, এই প্রকারে যযাতি-শাপ-প্রভাবে তুর্ব্বসুর বংশ পৌরববংশকে আশ্রয় করিয়াছিল। ১। ২।

চতুর্থাংশে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—দ্রুহ্যুর পুত্র বভ্রু, বভ্রুর পুত্র সেতু, সেতুর পুত্র আরদ্বান্, তৎপুত্র গান্ধার, তৎপুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্মের পুত্র ধৃত, ধৃতের পুত্র দুর্গম, তৎপুত্র প্রচেতাঃ। প্রচেতার একশত পুত্র উদীচ্যাদি ম্লেচ্ছগণের আধিপত্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। ১। ২।

চতুর্থাংশে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—যযাতির চতুর্থ পুত্র ও অণুর তিনটী পুত্র হয়। তাঁহাদের নাম—সভানর, চাক্ষুষ ও পরমেক্ষু। সভানরের পুত্র কালানর, কালানরের পুত্র সৃঞ্জয়, সৃঞ্জয়ের পুত্র পুরঞ্জয়, তৎপুত্র জনমেজয়, তৎপুত্র মহামণি, তৎপুত্র মহামনা; মহামনার উশীনর ও তিতিক্ষু নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়; উশীনরেরও পাঁচটী পুত্র হয়। তাঁহাদের নাম—শিবি, নৃগ, নর, কৃমি ও খর্ব্ব। শিবির চারিজন পুত্র হয়। তাঁহাদের নাম—বৃষদর্ভ, সুবীর, কৈকেয় ও মদ্রক। তিতিক্ষুর পুত্র উষদ্রথ, তৎপুত্র হেম, হেমের পুত্র সুতপাঃ, তৎপুত্র বলি; এই বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা নামক ঋষি—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামে পাঁচজন বালেয় ক্ষত্রিয় উৎপন্ন করেন। এই বলির সন্ততিগণের নামানুসারে পাঁচটী দেশের নামও অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি হইয়াছে। অঙ্গের পুত্র পার, তৎপুত্র দিবিরথ, তৎপুত্র ধর্ম্মরথ, তৎপুত্র চিত্ররথ; এই চিত্ররথের পুত্র দশরথ. এই

রথঃ শান্তাং নাম কন্যামনপত্যায় দুহিতৃত্বে যুযোজ ॥ ৩

রোমপাদাচ্চ তুরঙ্গঃ, তস্মাচ্চ পৃথুলাক্ষঃ, ততশ্চম্পঃ। যশ্চম্পাং নিবেশয়ামাস ॥ ৪

চম্পস্য হর্য্যঙ্গঃ, ততো ভদ্ররথঃ বৃহদ্রথঃ বৃহৎকর্ম্মা চ। বৃহৎকর্ম্মণশ্চ বৃহদ্ভানুঃ, তস্মাদ্ বৃহন্মনাঃ, ততো জয়দ্রথঃ। জয়দ্রথস্তু ব্রহ্মক্ষত্রান্তরালসম্ভূত্যাং পত্ন্যাং বিজয়ং নাম পুত্রমজীজনৎ ॥ ৫

বিজয়শ্চ ধৃতিং পুত্রমবাপ। তস্যাপি ধৃতব্রতঃ পুত্রোঽভূৎ। ধৃতব্রতাৎ সত্যকর্ম্মা, সত্যকর্ম্মণস্তু অধিরথঃ। যোঽসৌ গঙ্গাং গতো মঞ্জুষাগতং পৃথাপবিদ্ধং কর্ণং পুত্রমবাপ ॥ ৬

কর্ণাদ্বৃষসেন ইত্যেতে অঙ্গাঃ ॥ ৭

অতশ্চ পুরোর্ব্বংশং শ্রোতুমর্হসীতি ॥ ৮

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

দশরথের আর একটী নাম রোমপাদ; এই রোমপাদের অপুত্রত্বনিবন্ধন অজপুত্র দশরথ, স্বীয় কন্যা শান্তাকে ইহাঁর কন্যাস্বরূপে প্রদান করেন। রোমপাদের পুত্র তুরঙ্গ, তৎপুত্র পৃথুলাক্ষ, তৎপুত্র চম্প; ইনি চম্পা নাম্নী নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। চম্পের পুত্র হর্য্যঙ্গ; তৎপুত্র ভদ্ররথ, বৃহদ্রথ ও বৃহৎকর্ম্মা। বৃহৎকর্ম্মার পুত্র বৃহদ্ভানু, তৎপুত্র বৃহন্মনঃ, তৎপুত্র জয়দ্রথ। জয়দ্রথ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সঙ্কর হইতে উৎপন্ন পত্নীর গর্ভে বিজয় নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ধৃতির পুত্র ধৃতব্রত, ধৃতব্রতের পুত্র সত্যকর্ম্মা, সত্যকর্ম্মার পুত্র অধিরথ। এই অধিরথই পৃথার পরিত্যক্ত কর্ণ নামে পুত্রকে কাষ্ঠপিঞ্জর মধ্যে প্রাপ্ত হন। কর্ণের পুত্র বৃষসেন। ইহাঁরাই অঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত। অনন্তর পুরুর বংশ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১—৮।

চতুর্থাংশে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

পুরোর্জনমেজয়ঃ পুত্রঃ, তস্যাপি প্রচিন্বান্, প্রচিন্বতঃ প্রবীরঃ, তস্মান্মনস্যুঃ, মনস্যোশ্চাভয়দঃ, তস্যাপি সুদ্যুম্নঃ, ততো বহুগবঃ, তস্য সম্পাতিঃ, সম্পাতেরহম্পাতিঃ, ততো রৌদ্রাশ্বঃ। ঋতেযুঃ, কৃতেযুঃ, কক্ষেযুঃ, স্থণ্ডিলেযুঃ, ধৃতেযুঃ, জলেযুঃ, স্থলেযুঃ, সন্ততেযুঃ, ধনেযুঃ বনেযুঃ, নামানো রৌদ্রাশ্বস্য দশাত্মজা বভূবুঃ॥ ১

ঋতেয়ো রন্তিনারঃ পুত্রোঽভূৎ। তংসুম্ অপ্রতিরথং ধ্রুবঞ্চ রন্তিনারঃ পুত্রানবাপ। অপ্রতিরথাৎ কণ্বঃ, তস্যাপি মেধাতিথিঃ। যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজা বভূবুঃ। তংসোরৈনিলঃ, ততো দুষ্মন্তাদ্যাশ্চত্বারঃ পুত্রা বভূবুঃ, দুষ্মন্তাচ্চক্রবর্ত্তী ভরতোঽভবৎ। যন্নামহেতুর্দেবৈঃ শ্লোকো গীয়তে।

মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ।
ভরস্ব পুত্রং দুষ্মন্ত মাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্ ॥ ২

ঊনবিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—পুরুর পুত্র জনমেজয়, তৎপুত্র প্রচিন্বান্, তৎপুত্র প্রবীর, তৎপুত্র মনস্যু। মনস্যুর পুত্র অভয়দ, তৎপুত্র সুদ্যুম্ন, তৎপুত্র বহুগব, তৎপুত্র সম্পাতি, তৎপুত্র অহম্পাতি, তৎপুত্র রৌদ্রাশ্ব। রৌদ্রশ্বের দশজন পুত্র; তাঁহাদের নাম,—ঋতেযু, কৃতেযু, কক্ষেযু, স্থণ্ডিলেযু, ধৃতেযু, স্থলেযু, জলেযু, সন্ততেযু, ধনেযু ও বনেযু। ঋতেযুর রন্তিনার নামে এক পুত্র হয়। রন্তিনার, তংসু, অপ্রতিরথ ও ধ্রুব নামে তিনটী পুত্র লাভ করেন। অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব, তৎপুত্র মেধাতিথি; এই মেধাতিথি হইতেই কাণ্বায়ন নামে দ্বিজগণ উৎপন্ন হন। তংসুর পুত্র ঐনিল, ঐনিলের দুষ্মন্ত প্রভৃতি চারিজন পুত্র হয়। দুষ্মন্তের পুত্র ভরত চক্রবর্ত্তী রাজা হন। ইহাঁর ভরত নাম হইবার কার স্বরূপ একটী শ্লোক দেবগণ গান করিয়া থাকেন, যথা,—"মাতা কেবল চর্ম্মময় পাত্রের

রেতোধাঃ পুত্র উন্নয়তি নরদেব যমক্ষয়াৎ।
ত্বঞ্চাস্য ধাতা গর্ভস্য সত্যমাহ শকুন্তলা॥ ৩

ভরতস্য চ পত্নীনাং যে নব পুত্রা বভূবুর্নৈতে মমানুরূপাঃ পুত্রা ইত্যভিহিতাস্তন্মাতরো জঘ্নুঃ পরিত্যাগভয়াৎ॥ ৪

ততোঽস্য পুত্রজন্মনি বিতথে পুত্রার্থিনো মরুৎস্তোমযাজিনো দীর্ঘতমসা পার্ষ্ণ্যপাস্ত বৃহস্পতি বীর্য্যাদুতথ্যপত্নী মমতা সমুৎপন্নো ভরদ্বাজাখ্যঃ পুত্রো মরুদ্ভির্দত্তঃ॥ ৫

তস্যাপি নামনির্ব্বচনশ্লোকঃ পঠ্যতে॥ ৬
মূঢ়ে ভরদ্বাজমিমং ভরদ্বাজং বৃহস্পতে।
যাতৌ যদুক্ত্বা পিতরৌ ভরদ্বাজস্ততস্ত্বয়ম্॥ ৭

ইতি ভরদ্বাজশ্চ তস্য বিতথে পুত্রজন্মনি মরুদ্ভির্দত্তঃ ততো বিতথসংজ্ঞামবাপ॥ ৮

বিতথস্য ভবন্মন্যুঃ পুত্রোঽভূৎ। বৃহৎক্ষত্র-মহাবীর্য্য-নর-গর্গাদ্যাভবন্মন্যুপুত্রাঃ নরস্য সংকৃতিঃ, সংকৃতে রুচিরধীরন্তিদেবৌ। গর্গাচ্ছিনিঃ ততো গার্গ্যাঃ শৈন্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ॥ ৯

মহাবীর্য্যাদুরুক্ষয়ো নাম পুত্রোঽভূৎ। তস্য ত্রয্যারুণপুষ্করিণ্যৌ কপিলশ্চ পুত্রত্রয়মভূৎ। তচ্চ ত্রিতয়মপি পশ্চাদ্বিপ্রতামুপজগাম। বৃহৎ-ক্ষত্রস্য সুহোত্রঃ, সুহোত্রাৎ হস্তী। য ইদং হস্তিনাপুরমারোপয়ামাস। অজমীঢ়দ্বিমীঢ়পুরু-মীঢ়াস্ত্রয়ো হস্তিনস্তনয়াঃ, অজমীঢ়াৎ কণ্বঃ, কণ্বাৎ মেধাতিথিঃ, যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজাঃ॥ ১০

অজমীঢ়স্যান্যঃ পুত্রো বৃহদিষুঃ, বৃহদিষো-র্বৃহদ্বসুঃ, ততশ্চ বৃহৎকর্ম্মা, তস্মাৎ জয়দ্রথঃ।

তুল্য, পুত্রের প্রতি পিতারই অধিকার; পুত্র যাহার ঔরস-জাত, তাহারই স্বরূপ। হে দুষ্মন্ত! তুমি পুত্রের ভরণ কর; শকুন্তলার অবমান করিও না। হে নরদেব! ঔরস-জাত পুত্র, পিতাকে যমগৃহ হইতে উদ্ধার করে। তুমি এই পুত্রের আধাতা, শকুন্তলা একথা সত্যই বলিয়াছেন।" ভরতের পত্নীগণের গর্ভে যে নয়টী পুত্র হয়, "ইহারা আমার অনুরূপ নহে" ভরত এই কথা বলায় ঐ পুত্রের জননীগণ, "পাছে রাজা আমাদের পরিত্যাগ করেন" এই ভয়ে সেই পুত্রগণকে বিনাশ করেন। অনন্তর ভরতের পুত্র-জন্মের বৈফল্য হইলে পর, তিনি 'মরুৎস্তোম' নামে যজ্ঞ আরম্ভ করেন। সেই সময় মরুদ্গণ, তাঁহাকে ভরদ্বাজ নামে এক পুত্র প্রদান করিলেন, এই ভরদ্বাজ, দীর্ঘতমার পদতল-প্রহারক্ষিপ্ত বৃহস্পতি-বীর্য্যে উতথ্যপত্নী মমতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই ভরদ্বাজেরও নামকারণ একটী শ্লোক পঠিত হয়, যথা,—"এই ভরদ্বাজের জন্মের পর বৃহস্পতি মমতাকে কহিলেন, হে মূঢ়ে! মমতে! এই পুত্র আমাদের দুইজন হইতেই উৎপন্ন, তুমি ইহাকে ভরণ কর। তখন মমতা কহিলেন, হে বৃহস্পতে! এই পুত্র আমাদের দুইজন হইতে উৎপন্ন, অতএব তুমি ইহাকে ভরণ কর। পরস্পর এইরূপ বলিয়া, পিতা ও মাতা প্রস্থান করেন বলিয়া এই পুত্রের নাম ভরদ্বাজ হইল।" ভরতের পুত্রজন্ম বিতথ (ব্যর্থ) হওয়া প্রযুক্ত মরুদ্গণ এই ভরদ্বাজকে পুত্র-স্বরূপে প্রদান করেন বলিয়া এই ভরদ্বাজের একটী নাম হইল "বিতথ"। বিতথের ভবন্মন্যু নামে এক পুত্র হয়, ভবন্মন্যুর বৃহৎ-ক্ষত্র, মহা-বীর্য্য নর ও গর্গাদি অনেক পুত্র হয়। নরের পুত্র সংকৃতি, সংকৃতির দুই পুত্র—রুচিরধী ও রন্তিদেব। গর্গের পুত্র শিনি, এই শিনি হইতেই গার্গ্য ও শৈন্য নামে কীর্ত্তিত ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মহাবীর্য্যের উরুক্ষয় নামে এক পুত্র হয়। এই উরুক্ষয়ের ত্রয্যারুণ, পুষ্করিণ্য ও কপিল নামে তিনজন পুত্র হন এবং এই তিন পুত্রই পরে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। বৃহৎক্ষত্রের পুত্র সুহোত্র, সুহোত্রের পুত্র হস্তী। এই হস্তীই হস্তিনা নামে পুরী নির্ম্মাণ করেন। হস্তীর তিন পুত্র; অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়। অজমীঢ়ের পুত্র কণ্ব, কণ্বের পুত্র মেধাতিথি; এই মেধা-তিথি হইতেই কাণ্বায়ন দ্বিজগণ উৎপন্ন হন। ১—১০। অজমীঢ়ের আর এক পুত্রের নাম

ততোঽপি বিশ্বজিৎ, ততশ্চ সেনজিৎ। রুচিরাশ্ব-কাশ্যদৃঢ়ধনুর্বৎসহনুসংজ্ঞাঃ সেনাজিতঃ পুত্রাঃ রুচিরাশ্বতঃ পৃথুসেনঃ, তস্মাৎ পারঃ, পারাৎ নীপঃ। তস্যৈকশতং পুত্রাণাম্ তেষাং প্রধানঃ কাম্পিল্যাধিপতিঃ সমরঃ॥ ১১

সমরস্যাপি পারসম্পার-সদশ্বাস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ। পারাৎ পৃথুঃ, পৃথোঃ সুকৃতিঃ, সুকৃতের্বিভ্রাজঃ ততশ্চানুহঃ। স চ শুকদুহিতরং কীর্ত্তিং নামোপযেমে॥ ১২

অনুহাৎ ব্রহ্মদত্তঃ, ততো বিষক্সেনঃ তস্যোদকসেনঃ, ততো ভল্লাটঃ, তস্যাত্মজো দ্বিমীঢ়ঃ, দ্বিমীঢ়স্য যবীনরসংজ্ঞঃ, তস্যাপি ধৃতিমান্, ততঃ সত্যধৃতিঃ, ততশ্চ দৃঢ়নেমিঃ, তস্মাচ্চ সুপার্শ্বঃ, ততঃ সুমতিঃ, ততশ্চ সন্নতিমান্, সন্নতিমতঃ কৃতোঽভূৎ। যং হিরণ্যনাভো যোগমধ্যাপয়ামাস। যশ্চতুর্ব্বিংশতিং প্রাচ্যসামগানাং চকার সংহিতাঃ॥ ১৩

কৃতাচ্চোগ্রায়ুধঃ। যেন প্রাচুর্য্যেণ নীপক্ষয়ঃ কৃতঃ॥ ১৪

উগ্রায়ুধাৎ ক্ষেম্যঃ, তস্মাৎ সুবীরঃ, তস্য নৃপঞ্জয়ঃ, ততো বহুরথঃ। ইত্যেতে পৌরবাঃ। অজমীঢ়স্য নীলিনী নাম পত্নী। তস্যাং নীলসংজ্ঞঃ পুত্রোঽভবৎ। তস্মাদপি শান্তিঃ, শান্তেঃ সুশান্তিঃ, সুশান্তেঃ পুরুজানুঃ, ততশ্চক্ষুঃ, ততোহর্য্যশ্বঃ, তস্মাৎ মুদ্গলসৃঞ্জয়বৃহদিষুপ্রবীর-কাম্পিল্যাঃ। পঞ্চানামেতেষাং বিষয়াণাং রক্ষণায়ালমেতে মৎপুত্রাঃ, ইতি পিত্রাভিহিতাঃ, অতস্তে পাঞ্চালাঃ॥ ১৫

মুদ্গলাচ্চ মৌদ্গল্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ। মুদ্গলাৎ বৃদ্ধশ্বঃ, বৃদ্ধশ্বাৎ দিবোদাসোঽহল্যা চ মিথুনমভূৎ। শরদ্বতোঽহল্যায়াং শতানন্দোঽভবৎ। শতানন্দাৎ সত্যধৃতিঃ ধনুর্বেদান্তগো জজ্ঞে। সত্যধৃতেস্তু বরাপ্সরসমূর্ব্বশীং দৃষ্ট্বা রেতঃস্কন্নং শরস্তম্বে পপাত॥ ১৬

বৃহদিষু; বৃহদিষু পুত্র বৃহদ্বসু, তৎপুত্র, বৃহৎকর্ম্মা, তৎপুত্র জয়দ্রথ, তৎপুত্র বিশ্বজিৎ, তৎপুত্র সেনজিৎ। রুচিরাশ্ব, কাশ্য, দৃঢ়ধনুঃ ও বৎসহনু নামে সেনজিতের চারিজন পুত্র হয়। রুচিরাশ্বের পুত্র পৃথুসেন, তৎপুত্র পার, পারের পুত্র নীপ। নীপের একশত পুত্র; তাহাদের মধ্যে কাম্পিল্যাধিপতি সমরই শ্রেষ্ঠ। সমরের তিন পুত্র; পার, সম্পার ও সদশ্ব। পারের পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র সুকৃতি, সুকৃতির পুত্র বিভ্রাজ, তৎপুত্র অনুহ; অনুহ শুককন্যা কীর্ত্তিকে বিবাহ করেন। অনুহের পুত্র ব্রহ্মদত্ত, তৎপুত্র বিষক্সেন, তৎপুত্র উদক্সেন, তৎপুত্র ভল্লাট, তৎপুত্র দ্বিমীঢ়, দ্বিমীঢ়ের পুত্র যবীনর, তৎপুত্র ধৃতিমান্, তৎপুত্র সত্যধৃতি, তৎপুত্র দৃঢ়নেমি, তৎপুত্র সুপার্শ্ব, তৎপুত্র সুমতি, তৎপুত্র সন্নতিমান, সন্নতিমানের পুত্র কৃত। এই কৃতকে হিরণ্যনাভ, যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করান এবং এই কৃত, প্রাচ্য সামগগণের চতুর্ব্বিংশতি সংহিতা প্রণয়ন করেন। কৃতের পুত্র উগ্রায়ুধ; এই উগ্রায়ুধ অনেক নৃপবংশীয় ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করেন। উগ্রায়ুধের পুত্র ক্ষেম্য, তৎপুত্র সুবীর, তৎপুত্র নৃপঞ্জয়, তৎপুত্র বহুরথ। এই ইহাঁরাই পুরুবংশীয় নৃপতি। অজমীঢ়ের নীলিনী নামে এক পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে নীলনামা এক পুত্র জন্মে। নীলের পুত্র শান্তি, শান্তির পুত্র সুশান্তি, সুশান্তির পুত্র পুরুজানু, তৎপুত্র চক্ষু, তৎপুত্র হর্য্যশ্ব; হর্য্যশ্বের পাঁচজন পুত্র—মুদ্গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, প্রবীর ও কাম্পিল্য। পিতা ঐ পুত্রগণের উদ্দেশে, 'এই আমার পুত্রগণই আমার অধীন পাঁচটী দেশ রক্ষা করিতে সমর্থ' এই কথা বলায় উহাঁদের নাম 'পাঞ্চাল' হয়। মুদ্গল হইতেই জাত ক্ষত্রিয়গণ কোন কারণে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করত মৌদ্গল্য নামে অভিহিত হন। মুদ্গলের পুত্র বৃদ্ধশ্ব, বৃদ্ধশ্বের দিবোদাস নামে পুত্র ও অহল্যা নামে এক কন্যা হয়। অহল্যার গর্ভে গৌতমের ঔরসে শতানন্দ নামে এক পুত্র হয়, শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি; এই সত্যধৃতি ধনুর্ব্বেদের পারদর্শী

তচ্চ দ্বিধাগতমপত্যদ্বয়ং কুমারঃ কন্যকা চ অভবং। মৃগয়ামুপাগতঃ শান্তনুর্দৃষ্ট্বা কৃপয়া জগ্রাহ ॥ ১৭

ততঃ স কুমারঃ কৃপঃ, কন্যা চাশ্বত্থাম্নো-জননী কৃপী দ্রোণপত্ন্যভবং। দিবোদাসস্য মিত্রয়ুঃ, মিত্রয়োশ্চ্যবনো নাম রাজা, চ্যবনাৎ সুদাসঃ, ততঃ সৌদাসঃ সহদেবঃ, তস্যাপি সোমকঃ, অতো জন্তুঃ শতপুত্রজ্যেষ্ঠোঽভবং। তেষাং যবীয়ান্ পৃষতঃ, পৃষতাৎ দ্রুপদঃ, তস্মাৎ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, তস্মাৎ ধৃষ্টকেতুঃ। অজমীঢ়স্যান্য-ঋক্ষনামা পুত্রোঽভূৎ। ঋক্ষাৎ সংবরণঃ, সংবরণাৎ কুরুঃ। য ইদং ধর্ম্মক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং চকার ॥ ১৮

সুধনু-জহ্নু-পরিক্ষিৎ-প্রমুখাঃ কুরোঃ পুত্রা বভূবুঃ। সুধনুষঃ সুহোত্রঃ, তস্মাৎ চ্যবনঃ, চ্যবনাৎ কৃতকঃ, ততশ্চোপরিচরো বসুঃ। বৃহদ্রথ-প্রত্যগ্র-কুশাম্বমাবেল্লমৎস্য-প্রমুখা বসোঃ পুত্রাঃ সপ্তাজয়ন্ত। বৃহদ্রথাৎ কুশাগ্রঃ, তস্মাদৃষভঃ, ততঃ পুষ্পবান্, তস্মাৎ সত্যধৃতঃ, তস্মাৎ সুধন্বা, তস্য চ জন্তুঃ। বৃহদ্রথাচ্চান্যঃ শকলদ্বয়জন্মা জরয়া সন্ধিতো জরাসন্ধো নাম, তস্মাৎ সহদেবঃ, ততঃ সোমাপিঃ, ততঃ শ্রুতশ্রবাঃ। ইত্যেতে মাগধা ভূভৃতঃ ॥ ১৯

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে
একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥১৯॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

পরিক্ষিতো জনমেজয়-শ্রুতসেনোগ্রসেন-ভীমসেনাশ্চত্বারঃ পুত্রাঃ ॥ ১

জহ্নোস্তু সুরথো নামাত্মজো বভূব ॥ ২

তস্য বিদূরথঃ, বিদূরথস্য সার্ব্বভৌমঃ, সার্ব্ব-

ছিলেন। এক দিবস, অপ্সরঃশ্রেষ্ঠা উর্ব্বশীকে দেখিয়া সত্যধৃতির রেতঃ স্খলিত হইয়া শরগুচ্ছে পতিত হইল। অনন্তর ঐ রেতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একটী পুত্র ও একটী কন্যাতে পরিণত হইল। এই সময় রাজা শান্তনু মৃগয়ার্থে আগমন করেন। তিনি সেই পুত্র ও কন্যাকে দেখিয়া কৃপাপূর্ব্বক ঐ দুইটীকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর, সেই কুমারের নাম হইল কৃপ, আর ঐ কন্যার নাম কৃপী। এই কৃপী অশ্বত্থামার জননী এবং দ্রোণপত্নী। দিবোদাসের পুত্র মিত্রয়ু, মিত্রয়ুর পুত্র রাজা চ্যবন, চ্যবনের পুত্র সুদাস, সুদাসের পুত্র সহদেব, তৎপুত্র সোমক, সোমকের একশত পুত্রের মধ্যে জন্তু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং এই এক শত পুত্রের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পৃষত। পৃষতের পুত্র দ্রুপদ, তৎপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, তৎপুত্র ধৃষ্টকেতু। অজমীঢ়ের ঋক্ষ নামে আর একটী পুত্র ছিল। ঋক্ষের পুত্র সংবরণ, সংবরণের পুত্র কুরু; এই কুরুই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র স্থাপন করেন। সুধনুঃ, জহ্নু ও পরীক্ষিৎপ্রমুখ কুরুর অনেক পুত্র হয়। সুধনুর পুত্র সুহোত্র, তৎপুত্র চ্যবন, চ্যবনের পুত্র কৃতক, তৎপুত্র উপরিচর বসু; উপরিচর বসুর সাত জন পুত্র হয়; তন্মধ্যে বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্র, কুশাম্ব, মাবেল্ল ও মৎস্যই শ্রেষ্ঠ। বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র, তৎপুত্র ঋষভ, তৎপুত্র পুষ্পবান্, তৎপুত্র সত্যধৃত, তৎপুত্র সুধন্বা, তৎপুত্র জন্তু। বৃহদ্রথের আর একটী পুত্র হয়। এই পুত্র জন্মকালে দুই খণ্ডে বিভক্ত থাকে। পরে জরা নামে এক রাক্ষসী ঐ দুইখণ্ডকে একত্রিত করায় ঐ পুত্রের নাম জরাসন্ধ হয়। তৎপুত্র সহদেব, তৎপুত্র সোমাপি, তৎপুত্র শ্রুতশ্রবাঃ। ইহাঁরাই মাগধ নরপতি। ১১—১৯।

চতুর্থাংশে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—পরিক্ষিতের চারি পুত্র; জনমেজয়, শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। জহ্নুর সুরথ নামে এক পুত্র হয়। তৎপুত্র বিদূরথ, বিদূরথের পুত্র সার্ব্বভৌম, সার্ব্বভৌমের

ভৌমাৎ জয়সেনঃ, তস্মাৎ আরাবী, ততশ্চ অযুতায়ুঃ, অযুতায়োরক্রোধনঃ, তস্মাৎ দেবাতিথিঃ, ততশ্চ ঋক্ষোঽন্যঃ ॥ ৩

ঋক্ষাৎ ভীমসেনঃ, ততশ্চ দিলীপঃ, দিলীপাৎ প্রতীপঃ, তস্যাপি দেবাপি-শান্তনুবাহ্লীক-সংজ্ঞাস্ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ। দেবাপির্বাল্য এবারণ্যং বিবেশ ॥ ৪

শান্তনুরবনীপতিরভবৎ। অয়ঞ্চ তস্য শ্লোকঃ পৃথিব্যাং গীয়তে।

যং যং করাভ্যাং স্পৃশতি জীর্ণং যৌবনমেতি সঃ শান্তিঞ্চাপ্নোতি যেনাগ্র্যাং কর্ম্মণা তেন শান্তনুঃ ॥ ৫

তস্য শান্তনো রাষ্ট্রে দ্বাদশ বর্ষাণি দেবো ন ববর্ষ ॥ ৬

ততশ্চ অশেষরাষ্ট্রবিনাশমবেক্ষ্যাসৌ রাজা ব্রাহ্মণান্ অপৃচ্ছৎ, ভোঃ কস্মাৎ অস্মিন্ রাষ্ট্রে দেবো ন বর্ষতি, কো মমাপরাধঃ ইতি। তে তমূচুঃ—অগ্রজস্য তেঽর্হেয়মবনিস্ত্বয়া ভুজ্যতে পরিবেত্তা ত্বম্, ইত্যুক্তঃ সপুনস্তান্ অপৃচ্ছৎ, কিং ময়া বিধেয়মিতি। তে তমূচুঃ—যাবৎ দেবাপির্ন পতনাদিভির্দোষৈরভিভূয়তে তাবৎ তস্যার্হং রাজ্যং তদলমেতেন তস্মৈ দীয়তাম্, ইত্যুক্তে তস্য মন্ত্রিপ্রবরেণ অশ্মসারিণা তত্রারণ্যে তপস্বিনে বেদবাদবিরোধবক্তারঃ প্রয়োজিতাঃ ॥ ৭

তৈরপি অতিঋজুমতেস্তস্য মহীপাতপুত্রস্য বুদ্ধির্বেদবিরোধমার্গানুসারিণ্যক্রিয়ত ॥ ৮

রাজা চ শান্তনুর্দ্বিজবচনোৎপন্নপরিবেদনশোকস্তান্ ব্রাহ্মণান্ অগ্রণীকৃত্য অগ্রজরাজ্যপ্রদানায় অরণ্যং জগাম। তদাশ্রমমুপগতাশ্চ তমবনীপতিপুত্রং দেবাপিমুপতস্থুঃ। তে ব্রাহ্মণা বেদবাদানুবন্ধানি বচাংসি রাজ্যমগ্রজেন কর্ত্তব্যমিত্যর্থবন্তি তমূচুঃ। অসাবপি বেদবাদ-

---

পুত্র জয়সেন, তৎপুত্র আরাবী, তৎপুত্র অযুতায়ুঃ, অযুতায়ুর পুত্র অক্রোধন, তৎপুত্র দেবাতিথি, তৎপুত্র ঋক্ষ। এই ঋক্ষ, অজমীঢ়ের পুত্র ঋক্ষ হইতে স্বতন্ত্র। ঋক্ষের পুত্র ভীমসেন, তৎপুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র প্রতীপ। প্রতীপের তিন পুত্র; দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক। দেবাপি বাল্যকালেই অরণ্যে প্রবেশ করেন; শান্তনু রাজা হন। পৃথিবীতে এই শান্তনু সম্বন্ধে একটী শ্লোক গীত হয়; যথা,—"রাজা শান্তনু, স্বীয় হস্তদ্বয় দ্বারা বৃদ্ধকে স্পর্শ করিলে বৃদ্ধও যৌবন লাভ করিত; এবং তাহার স্পর্শে জীবগণ অত্যুত্তম শান্তিলাভ করিত। এইজন্যই ইহাঁর নাম শান্তনু হয়।" সেই শান্তনুর রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর বৃষ্টি হয় নাই। অনন্তর, রাজা শান্তনু অশেষ রাষ্ট্রের বিনাশ হইতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "হে দ্বিজগণ! আমার রাজ্যে বৃষ্টি হইতেছে না কেন? আমি কি অপরাধ করিয়াছি?" তখন ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, "এই পৃথিবী আপনার অগ্রজের, অথচ আপনি ইহার ভোগ করিতেছেন, সুতরাং আপনি পরিবেত্তা, এই দোষেই অনাবৃষ্টি হইয়াছে। অনন্তর, 'আমার কি কর্ত্তব্য" পুনর্ব্বার এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, "আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবাপি যতদিন পর্য্যন্ত পাতিত্য-জনক কোন দোষাচরণ না করেন, ততদিন এই রাজ্য তাঁহারই প্রাপ্য, সুতরাং তাঁহার প্রাপ্য রাজ্য তাঁহাকে প্রদান করুন। ইহাতে আপনার প্রয়োজন কি?" ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিলে পর শান্তনুর মন্ত্রী অশ্মসারী, বন মধ্যে স্থিত দেবাপির নিকট বেদবাদ-বিরোধ-বক্তৃগণকে প্রেরণ করিলেন। সেই বেদবাদবিরুদ্ধবক্তৃগণও অতি সরলমতি রাজপুত্র দেবাপির বুদ্ধিকে বেদবিরুদ্ধমার্গানুসারিণী করিল। এদিকে রাজা শান্তনু ব্রাহ্মণগণের বাক্যে অতিশয় পরিবেদন-শোকান্বিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে অগ্রসর করত অগ্রজকে রাজ্য প্রদান করিবার জন্য বনে গমন করিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণগণ, বনে রাজপুত্র দেবাপির নিকট উপস্থিত হইয়া "অগ্রজেরই রাজ্য করা কর্ত্তব্য" এই প্রকার নানাবিধ বেদবাদ-সম্মত অর্থযুক্ত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দেবাপিও যুক্তিদূষিত ও

বিরোধিযুক্তিদূষিতমনেক-প্রকারং তানাহ। ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ শান্তনুমূচুঃ, আগচ্ছ ভো রাজন্ অলমত্রাতিনির্ব্বন্ধেন, প্রশান্ত এবাসাবনাবৃষ্টি-দোষঃ পতিতোঽয়মনাদিকাল-মহিতবেদ-বচন-দূষণোচ্চারণাৎ। পতিতে চ অগ্রজে নৈব পরিবেদ্যং ভবতি ইত্যুক্তঃ শান্তনুঃ স্বপুরমাগত্য রাজ্যমকরোৎ। বেদবাদবিরোধিবচনোচ্চারণ-দূষিতে চ জ্যেষ্ঠেঽস্মিন্ ভ্রাতরি দেবাপাবখিল-শস্যনিষ্পত্তয়ে ববর্ষ ভগবান্ পর্জ্জন্যঃ। বাহ্লীকস্য সোমদত্তঃ পুত্রোঽভূৎ॥ ৯

সোমদত্তস্যাপি ভূরি-ভূরিশ্রবঃশলসংজ্ঞাস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ। শান্তনোরপ্যমরনদ্যাং গঙ্গায়ামুদার-কীর্ত্তিরশেষশাস্ত্রার্থবিদ্ ভীষ্মঃ পুত্রোঽভূৎ। সত্যবত্যাঞ্চ চিত্রাঙ্গদ-বিচিত্রবীর্য্যৌ পুত্রাবজনয়ৎ শান্তনুঃ। চিত্রাঙ্গদস্ত বাল এব চিত্রাঙ্গদেন গন্ধর্ব্বেণাহবে বিনিহিতঃ। বিচিত্রবীর্য্যোঽপি কাশিরাজতনয়ে অম্বিকাম্বালিকে উপযেমে। তদুপভোগাদিখেদাচ্চ যক্ষ্মণা গৃহীতঃ পঞ্চত্বমগমৎ। সত্যবতীনিয়োগাচ্চ মৎপুত্রঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মাতুর্ব্বচনমনতিক্রমণীয়মিতি বিচিত্রবীর্য্যক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্রপাণ্ডূ, তৎপ্রহিত-ভুজিষ্যায়াঞ্চ বিদুর-মুৎপাদয়ামাস॥ ১০

ধৃতরাষ্ট্রোঽপি দুর্য্যোধন-দুঃশাসনাদি প্রধানং পুত্রশতং (গান্ধার্য্যাম্) উৎপাদয়ামাস। পাণ্ডোরপ্যরণ্যে মৃগশাপোপহতপ্রজননসামর্থ্যস্য ধর্ম্ম-বায়ুশক্রৈর্যুধিষ্ঠিরভীমসেনার্জ্জুনাঃ কুন্ত্যাং, নকুল-সহদেবৌ চ অশ্বিভ্যাং মাদ্র্যাং পঞ্চ পুত্রাঃ সমুৎপাদিতাঃ। তেষাং দ্রৌপদ্যাং পঞ্চ-পুত্রা বভূবুঃ। যুধিষ্ঠিরাৎ প্রতিবিন্ধ্যঃ, ভীম-সেনাৎ স্রুতসোমঃ, শ্রুতকীর্ত্তিরর্জ্জুনাৎ, শতানীকো নকুলাৎ, শ্রুতকর্ম্মা সহদেবাৎ। অপরে চ পাণ্ডবানামাত্মজাঃ। তদ্যথা, যৌধেয়ী যুধি-

---

বেদবাদবিরুদ্ধ অনেক প্রকার বাক্য বলিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ রাজা শান্তনুকে কহিলেন, "হে রাজন্! এই বিষয়ে অতি নির্ব্বন্ধে প্রয়োজন নাই; আপনি আগমন করুন। এই ব্যক্তি অনাদিকালপূজিত বেদবাক্যের বিরোধী বাক্য উচ্চারণ করাতে পতিত হইয়াছেন, সুতরাং অগ্রজ পতিত হইলে কনিষ্ঠ আর পরিবেত্তা হয় না।" এইরূপে উক্ত হইয়া রাজা শান্তনু, নিজপুরে আগমন করত পুনর্ব্বার রাজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবাপি বেদবাদবিরুদ্ধবাক্যোচ্চারণ করিয়া দূষিত হইলে পর অখিলশস্য নিষ্পত্তির জন্য দেবতা বৃষ্টি করিলেন। বাহ্লীকের পুত্র সোমদত্ত ও সোমদত্তের তিন পুত্র; ভূরি, ভূরিশ্রবাঃ ও শল। শান্তনুর, অমরনদী গঙ্গার গর্ভে উদার-কীর্ত্তি ও অশেষ-শাস্ত্রার্থবিৎ ভীষ্ম নামে এক পুত্র হয়। সত্যবতী নাম্নী আর এক পত্নীর গর্ভে শান্তনু, বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামে আরও দুইটী পুত্র উৎপাদন করেন। চিত্রাঙ্গদ বাল্যকালে চিত্রাঙ্গদনামক এক গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হন। বিচিত্রবীর্য্য কাশীরাজের কন্যা অম্বিকা অম্বালিকাকে বিবাহ করেন। কিন্তু ঐ কন্যাদ্বয়ের অতিশয় উপভোগ বশত খিন্ন হইয়াই অকালে যক্ষ্মা রোগে প্রাণপরিত্যাগ করেন। অনন্তর, সত্যবতীর নিয়োগানুসারে মৎপুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, "মাতার বাক্য অনতিক্রমণীয়" এই বলিয়া বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুকে উৎপাদন করেন এবং বিচিত্রবীর্য্যের পত্নী-প্রেরিত দাসীর গর্ভে বিদুরকে উৎপাদন করেন। ১—১০। ধৃতরাষ্ট্র (গান্ধারীর গর্ভে) দুর্য্যোধন-দুঃশাসনাদি-প্রধান এক শত পুত্র উৎপাদন করেন। পাণ্ডু অরণ্যে মৃগশাপ-প্রভাবে জনন-সামর্থ্যহীন হন, এই কারণে তাঁহার পত্নী কুন্তীর গর্ভে ধর্ম্ম, বায়ু ও ইন্দ্র, যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন নামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও তৎপত্নী মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেবকে উৎপাদন করেন। এই যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডুপুত্রগণের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভে পাঁচটী পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিন্ধ্য, ভীমসেনের পুত্র স্রুতসোম, অর্জ্জুনের পুত্র শ্রুতকীর্ত্তি, নকুলের পুত্র শতানীক ও সহদেবের পুত্র শ্রুত-

ষ্ঠিরাৎ দেবকং পুত্রমবাপ। হিড়িম্বা ঘটোৎকচং ভীমসেনাৎ পুত্রমবাপ। কাশী চ ভীমসেনাদেব সর্ব্বত্রগং পুত্রমবাপ। সহদেবাচ্চ বিজয়া সুহোত্রং নাম পুত্রং প্রাপ্তবতী। করেণুমত্যাঞ্চ নকুলোঽপি নিরমিত্রমজীজনৎ। অর্জ্জুনস্যাপ্যুলূপ্যাং নাগকন্যামিরাবান্ নাম পুত্রোঽভূৎ। মণিপুরপতিপুত্র্যাঞ্চ পুত্রিকাধর্ম্মেণ বভ্রুবাহনং নাম পুত্রমজীজনৎ॥ ১১

সুভদ্রায়াঞ্চার্ভকত্বেঽপি যোঽসাবতিবলপরাক্রমসমস্তারাতিরথবিজেতা সোঽভিমন্যুরজায়ত। অভিমন্যোরুত্তরায়াং পরিক্ষীণেষু কুরুষশ্বত্থামপ্রযুক্তব্রহ্মাস্ত্রেণ গর্ভএব ভস্মীকৃতো ভগবতঃ সকলসুরাসুরবন্দিতচরণযুগলস্যাত্মেচ্ছাকারণমানুষরূপধারিণোঽনুভাবাৎ পুনর্জ্জীবিতমবাপ্য পরিক্ষিৎ জজ্ঞে॥ ১২

যোঽয়ং সাম্প্রতমেতদ্ভূমণ্ডলমখণ্ডিতায়তিধর্ম্মেণ পালয়তীতি॥ ১৩

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে
বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

অতঃপরং ভবিষ্যানহং ভূমিপালান্ কীর্ত্তয়িষ্যে। যোঽয়ং সাম্প্রতমবনীপতিঃ তস্যাপি জনমেজয়-শ্রুতসেনোগ্রসেন-ভীমসেনাঃ পুত্রাশ্চত্বারো ভবিষ্যন্তি॥ ১

তস্যাপরঃ শতানীকো ভবিষ্যতি। যোঽসৌ যাজ্ঞবল্ক্যাৎ বেদমধীত্য কৃপাদস্ত্রাণ্যবাপ্য বিষয়বিরক্তচিত্তবৃত্তিশ্চ শৌনকোপদেশাদাত্মবিজ্ঞানপ্রবণঃ পরং নির্ব্বাণমাপ্স্যতি॥ ২

শতানীকাদশ্বমেধদত্তো ভবিতা, তস্মাদপ্যধি-

কর্ম্মা। পাণ্ডবগণের আরও অনেক পুত্র ছিল, যথা,—যৌধেয়ী যুধিষ্ঠিরের ঔরসে দেবক নামে পুত্র লাভ করেন, ভীমসেনের ঔরসে হিড়িম্বা, ঘটোৎকচ নামে পুত্র এবং কাশী সর্ব্বত্রগ নামে পুত্র লাভ করেন। বিজয়া সহদেবের ঔরসে সুহোত্র নামে এক পুত্র লাভ করেন। নকুল করেণুমতীর গর্ভে নিরমিত্র নামক এক পুত্র উৎপদন করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনেরও নাগকন্যা উলূপীর গর্ভে ইরাবান্ নামে এক পুত্র হয় এবং পুত্রিকা-ধর্ম্মানুসারে অর্জ্জুন মণিপুরাধিপতির কন্যাতে বভ্রুবাহন নামক আর এক পুত্র উৎপাদন করেন। যিনি বালক হইয়াও অতিবলপরাক্রমশালী শত্রুপক্ষ সকলেরও বিজয়কারী, সেই অভিমন্যু অর্জ্জুনের ঔরসে ও সুভদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কুরুকুল পরিক্ষীণ হইলে অশ্বত্থামা স্বপ্রযুক্ত ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা অভিমন্যুসম্ভূত উত্তরার গর্ভকে ভস্মীভূত করেন; কিন্তু পরে সকলসুরাসুর-বন্দিত-চরণ-যুগল এবং আত্মেচ্ছাপ্রযুক্তই মায়ামনুষ্যরূপধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে সেই গর্ভেই পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া পরিক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিক্ষিৎ পরবর্ত্তিকালেও শুভময় এই অখিল ভূমণ্ডল সম্প্রতি ধর্ম্মের সহিত শাসন করিতেছেন। ১১—১৩।

চতুর্থাংশে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২০॥

একবিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—ইহার পরে আমি ভবিষ্য ভূপালগণের বিষয় বলিব, শ্রবণ কর। যিনি এইক্ষণে রাজা, তাঁহার চারি জন পুত্র হইবে; জনমেজয়, শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। জনমেজয়ের শতানীক নামে এক পুত্র হইবে। ঐ শতানীক, যাজ্ঞবল্ক্য সকাশে বেদ অধ্যয়ন ও কৃপের নিকট শস্ত্রবিদ্যা লাভ করিয়া পরে বিষয়সমূহে বিরক্তচেতাঃ হইবেন এবং পরে শৌনকের উপদেশে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া, পরম নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিবেন। শতানীকের অশ্বমেধদত্ত নামে এক পুত্র হইবে।

সীমকৃষ্ণঃ, অধিসীমকৃষ্ণাৎ নিচক্ষুঃ যো গঙ্গয়াপহৃতে হস্তিনাপুরে কৌশাম্ব্যাং নিবৎস্যতি। তস্যাপ্যুষ্ণঃ পুত্রো ভবিতা। উষ্ণাচ্চিত্ররথঃ, ততঃ শুচিরথঃ, তস্মাৎ বৃষ্ণিমান্‌, ততঃ সুষেণঃ, তস্মাদপি সুনীথঃ, সুনীথাদৃচঃ, অতো নৃচক্ষুঃ, তস্যাপি সুখাবলঃ, তস্মাৎ পরিপ্লবঃ, ততশ্চ সুনয়ঃ, ততো মেধাবী, মেধাবিনো নৃপঞ্জয়ঃ, অতো মৃদু, তস্মাৎ তিগ্মঃ, তিগ্মাৎ বৃহদ্রথঃ, তস্মাৎ বসুদানঃ, অতোহপ্যপরঃ শতানীকঃ ॥ ৩

তস্মাচ্চ উদয়নঃ, উদয়নাদহীনরঃ ততশ্চ খণ্ডপাণিঃ, অতো নিরমিত্রঃ, তস্মাচ্চ ক্ষেমকঃ। তত্রায়ং শ্লোকঃ।

ব্রহ্মক্ষত্রস্য যো যোনির্বংশো রাজর্ষিসংকৃতঃ।
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং সসংস্থাং প্রাপ্স্যতে কলৌ

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেহংশে
একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

অতশ্চেক্ষ্বাকবো ভবিষ্যাঃ পার্থিবাঃ কথ্যন্তে। বৃহদ্বলস্য পুত্রো বৃহৎক্ষণঃ ॥ ১

তস্মাদ্‌ গুরুক্ষেপঃ ততো বৎসঃ, বৎসাৎ বৎসব্যূহঃ, ততঃ প্রতিব্যোমঃ, তস্যাপি দিবাকরঃ, তস্মাৎ সহদেবঃ ॥ ২

ততো বৃহদশ্বঃ, তৎসূনুর্ভানুরথঃ, তস্যাপি সুপ্রতীকঃ, ততো মরুদেবঃ, মরুদেবাৎ সুনক্ষত্রঃ, তস্মাৎ কিন্নরঃ, কিন্নরাদন্তরিক্ষঃ, তস্মাৎ সুবর্ণঃ, ততশ্চ অমিত্রজিৎ, ততশ্চ বৃহদ্রাজঃ, তস্যাপি ধর্ম্মী, ধর্ম্মিণঃ কৃতঞ্জয়ঃ, কৃতঞ্জয়াদ্রণঞ্জয়ঃ, রণঞ্জয়াৎ সঞ্জয়ঃ, তস্মাৎ শাক্যঃ, শাক্যাৎ ক্রুদ্ধোদনঃ, তস্মাৎ রাতুলঃ, ততঃ প্রসেনজিৎ, ততশ্চ ক্ষুদ্রকঃ ততঃ কুণ্ডকঃ, তস্মাদপি সুরথঃ, ততশ্চ সুমি-

---

তৎপুত্র অধিসীমকৃষ্ণ, অধিসীমকৃষ্ণের নিচক্ষু নামে এক পুত্র হইবে। এই নিচক্ষুই গঙ্গা কর্তৃক হস্তিনাপুর অপহৃত হইলে, কৌশাম্বীতে আসিয়া বাস করিবেন। তাঁহার উষ্ণ নামে এক পুত্র হইবে। উষ্ণের পুত্র চিত্ররথ, তৎপুত্র শুচিরথ, তৎপুত্র বৃষ্ণিমান্‌, তৎপুত্র সুষেণ, তৎপুত্র সুনীথ, সুনীথের পুত্র ঋচ, তৎপুত্র নৃচক্ষু, সুখাবল, তৎপুত্র পরিপ্লব, তৎপুত্র সুনয়, তৎপুত্র মেধাবী, মেধাবীর পুত্র নৃপঞ্জয়, তৎপুত্র মৃদু, তৎপুত্র তিগ্ম, তিগ্মের পুত্র বৃহদ্রথ, তৎপুত্র বসুদান, তৎপুত্র শতানীক ; সুতরাং এই শতানীক জনমেজয়ের পুত্র শতানীক হইতে স্বতন্ত্র। তৎপুত্র উদয়ন, উদয়নের পুত্র অহীনর, তৎপুত্র খণ্ডপাণি, তৎপুত্র নিরমিত্র, নিরমিত্রের ক্ষেমক নামে এক পুত্র হইবেন। এই ক্ষেমকসম্বন্ধে একটী শ্লোক আছে ; যথা—"ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তির কারণস্বরূপ যে বংশকে অনেক রাজর্ষিগণ জন্মগ্রহণ দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছেন, সেই বংশ কলিযুগে ক্ষেমক নামক রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া সমাপ্তি লাভ করিবে"। ১—৪।

চতুর্থাংশে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—অতঃপর ইক্ষ্বাকুবংশীয় ভবিষ্য ভূপালগণের বিষয় বলিব। বৃহদ্বলের বৃহৎক্ষণ নামে এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র গুরুক্ষেপ, তৎপুত্র বৎস, বৎসের পুত্র বৎসব্যূহ, তৎপুত্র প্রতিব্যোম, তৎপুত্র দিবাকর, তৎপুত্র সহদেব। তৎপুত্র বৃহদশ্ব, তৎপুত্র ভানুরথ, তৎপুত্র সুপ্রতীক, তৎপুত্র মরুদেব, মরুদেবের পুত্র সুনক্ষত্র, তৎপুত্র কিন্নর, কিন্নরের পুত্র অন্তরিক্ষ, তৎপুত্র সুবর্ণ, তৎপুত্র অমিত্রজিৎ, তৎপুত্র বৃহদ্রাজ, তৎপুত্র ধর্ম্মী, ধর্ম্মীর পুত্র কৃতঞ্জয়, কৃতঞ্জয়ের পুত্র রণঞ্জয়, রণঞ্জয়ের পুত্র সঞ্জয়; তৎপুত্র শাক্য, শাক্যের পুত্র ক্রুদ্ধোদন, তৎপুত্র রাতুল, তৎপুত্র প্রেসেনজিৎ, তৎপুত্র ক্ষুদ্রক, তৎপুত্র কুণ্ডক, তৎপুত্র সুরথ, তৎপুত্র অন্য সুমিত্র ; এই ইহাঁরাই ইক্ষ্বাকু-

ত্রোহন্তঃ ইত্যেতে চেক্ষাকবো বৃহদ্বলান্বয়াঃ। অত্রানুবংশশ্লোকঃ।
ইক্ষ্বাকুণাময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তো ভবিষ্যতি।
যতস্তং প্রাপ্য রাজানং সসংস্থা প্রাপ্স্যতে কলৌ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেংশে
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

মাগধানাং বার্হদ্রথানাং ভবিষ্যাণামনুক্রমং কথয়ামি ॥ ১

অত্র হি বংশে মহাবলা জরাসন্ধপ্রধানা বভূবুঃ ॥

জরাসন্ধসুতাৎ সহদেবাৎ সোমাপিঃ, তস্মাৎ শ্রুতবান্, তস্যাপ্যযুতায়ুঃ, ততশ্চ নিরমিত্রঃ, তত্তনয়ঃ সুক্ষত্রস্তস্মাদপি বৃহৎকর্ম্মা, ততশ্চ সেনজিৎ, তস্মাচ্চ শ্রুতঞ্জয়ঃ, ততো বিপ্রঃ, তস্য চ পুত্রঃ শুচিনামা ভবিষ্যতি। তস্যাপি ক্ষেম্যঃ, ততশ্চ সুব্রতাৎ ধর্ম্মঃ, ততঃ সুশ্রমঃ, ততো দৃঢ়সেনঃ, ততঃ সুমতিঃ, তস্মাৎ সুবলঃ, তস্য সুনীতো ভবিতা। ততঃ সত্যজিৎ, সত্যজিতো বিশ্বজিৎ, তস্যাপি রিপুঞ্জয়ঃ পুত্রঃ, ইত্যেতে বার্হদ্রথা ভূপতয়ো বর্ষসহস্রমেকং ভবিষ্যন্তি ॥ ৩

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেংশে
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

যোঽয়ং রিপুঞ্জয়ো নাম বার্হদ্রথোঽন্ত্যঃ, তস্য সুনিকো নামামাত্যো ভবিষ্যতি ॥ ১

স চৈনং স্বামিনং হত্বা স্বপুত্রং প্রদ্যোতনামানমভিষেক্ষ্যতি। তস্যাপি পালকনামা পুত্রো ভবিতা। ততশ্চ বিশাখযূপঃ, তৎপুত্রো জনকঃ, তস্য চ নন্দিবর্দ্ধনঃ ইত্যেতে অষ্টত্রিংশদুত্তরমব্দশতং পঞ্চপ্রদ্যোতাঃ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি ॥ ২

বংশীয় বৃহদ্বলের সন্ততি ভূপতিগণ হইবেন। এই বংশ সম্বন্ধে একটী শ্লোক আছে; যথা,—"এই প্রসিদ্ধ ইক্ষ্বাকুবংশ সুমিত্র পর্য্যন্তই; কারণ ইক্ষ্বাকুবংশ, সুমিত্র নামক রাজাকে পাইয়া, কলিযুগে সমাপ্তি লাভ করিবে"। ১—৩।

চতুর্থাংশে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—ভবিষ্য মাগধ বার্হদ্রথ নৃপতিগণের অনুক্রম বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই বংশে জরাসন্ধ প্রভৃতি নৃপতিগণই প্রধান ছিলেন। জরাসন্ধপুত্র সহদেবের সোমাপি নামে এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র শ্রুতবান্, তৎপুত্র অযুতায়ুঃ, তৎপুত্র নিরমিত্র, তৎপুত্র সুক্ষত্র, তৎপুত্র বৃহৎকর্ম্মা, তৎপুত্র সেনজিৎ, তৎপুত্র শ্রুতঞ্জয়, তৎপুত্র বিপ্র, বিপ্রের শুচিনামা এক পুত্র হইবে। শুচির পুত্র ক্ষেম্য, তৎপুত্র সুব্রত, তৎপুত্র ধর্ম্ম, তৎপুত্র সুশ্রম, তৎপুত্র দৃঢ়সেন, তৎপুত্র সুমতি, তৎপুত্র সুবল, সুবলের সুনীতি নামে এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র সত্যজিৎ, সত্যজিতের পুত্র বিশ্বজিৎ, তৎপুত্র রিপুঞ্জয়। এই বার্হদ্রথ ভূপতিগণ এক সহস্রবৎসর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবেন। ১—৩।

চতুর্থাংশে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—বার্হদ্রথবংশীয় যে রিপুঞ্জয় নামে শেষ রাজা, তাঁহার সুনিক নামে এক অমাত্য হইবে। ঐ অমাত্য, স্বামী রিপুঞ্জয়কে হত্যা করিয়া প্রদ্যোতনামা স্বকীয় পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে। প্রদ্যোতের পালকনামা এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র বিশাখযূপ, তৎপুত্র জনক, তৎপুত্র নন্দিবর্দ্ধন, প্রদ্যোতবংশীয় এই পাঁচ জন নৃপতি একশত অষ্টত্রিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত পৃথিবী ভোগ করিবে

ততশ্চ শিশুনাগঃ, তৎপুত্ৰশ্চ কাকবর্ণো ভবিতা। তৎপুত্রঃ ক্ষেমধর্ম্মা, তস্যাপি ক্ষত্রৌজাঃ, তৎপুত্রো বিম্বসারঃ, ততশ্চাজাতশত্রুঃ, তস্মাচ্চ দর্ভকঃ, দর্ভকাচ্চোদয়াশ্বঃ, তস্মাদপি নন্দিবৰ্দ্ধনঃ, ততো মহানন্দী, ইত্যেতে শৈশুনাগা দশ ভূমিপালাস্ত্রীণি বর্ষশতানি দ্বিষষ্ট্যধিকানি ভবিষ্যন্তি ॥ ৩

মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মানন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোঽখিলক্ষত্রান্তকারী ভবিতা ॥ ৪

ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূমিপালা ভবিষ্যন্তি, স চৈকচ্ছত্রামনুল্লঙ্ঘিতশাসনো মহাপদ্মঃ পৃথিবীং ভোক্ষ্যতি ॥ ৫

তস্যাপ্যষ্টৌ সুতাঃ সুমাত্যাদ্যা ভবিতারঃ। তস্য চ মহাপদ্মস্যানু পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। মহাপদ্মঃ, তৎপুত্রাশ্চ একং বর্ষশতমবনীপতয়ো ভবিষ্যন্তি। নবৈব তান্ নন্দান কৌটিল্যো ব্রাহ্মণঃ সমুদ্ধরিষ্যতি ॥ ৬

তেষামভাবে মৌর্য্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। কৌটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥ ৭

তস্যাপি পুত্রো বিন্দুসারো ভবিষ্যতি। তস্যাপি অশোকবর্দ্ধনঃ, ততঃ সুযশাঃ, ততো দশরথঃ, ততঃ সঙ্গতঃ, ততঃ শালিশুকঃ, তস্মাৎ সোমশর্ম্মা, তস্মাৎ শতধন্বা, তস্যাপ্যনুবৃহদ্রথনামা ভবিতা। এবং মৌর্য্যা দশ ভূপতয়ো ভবিষ্যন্তি অব্দশতং সপ্তত্রিংশদুত্তরম্। তেষামন্তে পৃথিবীং শুঙ্গা ভোক্ষ্যন্তি ॥ ৮

ততঃ পুষ্পমিত্রঃ সেনাপতিঃ স্বামিনং হত্বা রাজ্যং করিষ্যতি ॥ ৯

অস্যাত্মজোঽগ্নিমিত্রঃ, তস্মাৎ সুজ্যেষ্ঠঃ, ততো বসুমিত্রঃ, তস্মাদার্দ্রকঃ, ততঃ পুলিন্দকঃ, ততো ঘোষবসুঃ, তস্মাদপি বজ্রমিত্রঃ, ততো ভাগবতঃ ॥ ১০

তস্মাৎ দেবভূতিঃ, ইত্যেতে দশ শুঙ্গা দ্বাদশোত্তরং বর্ষশতং পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। ততঃ কণ্বানেষা ভূর্যাস্যতি ॥ ১১

নন্দিবৰ্দ্ধনের পুত্র শিশুনাগ, শিশুনাগের কাকবর্ণ নামে এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র ক্ষেমধর্ম্মা, তৎপুত্র ক্ষত্রৌজাঃ, তৎপুত্র বিম্বসার, তৎপুত্র অজাতশত্রু, তৎপুত্র দর্ভক, দর্ভকের পুত্র উদয়াশ্ব, তৎপুত্র নন্দিবর্দ্ধন, তৎপুত্র মহানন্দী। এই শিশুনাগবংশীয় দশ জন ভূমিপাল তিন শত বাষট্টি বৎসর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে। মহানন্দীর শূদ্রাগর্ভজাত অতিলোভী মহাপদ্মানন্দনামা এক পুত্র হইবে। এই ব্যক্তি দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় অখিল ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশ করিবে। সেই কাল হইতে শূদ্রগণ ভূমিপাল হইবে। সেই মহাপদ্ম, অনুল্লঙ্ঘিত শাসনে একচ্ছত্রা পৃথিবীর ভোগ করিবে। মহাপদ্মের সুমাত্য প্রভৃতি, আটজন পুত্র হইবে এবং তাহারা মহাপদ্মের মরণান্তে পৃথিবী ভোগ করিবে। মহাপদ্ম ও তৎপুত্রগণের রাজ্য-ভোগকাল একশত বৎসর। কৌটিল্যপ্রধান একজন ব্রাহ্মণ (চাণক্য) এই নয় জন নন্দবংশীয়কেই উচ্ছেদ করিবেন। নন্দবংশীয়গণের উচ্ছেদের পর, মৌর্য্য শূদ্ররাজগণ পৃথিবী ভোগ করিবে। কৌটিল্যই মৌর্য্য-বংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। চন্দ্রগুপ্তের বিন্দুসার নামে এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র অশোকবর্দ্ধন, তৎপুত্র, সুযশাঃ, তৎপুত্র দশরথ, তৎপুত্র সঙ্গত, তৎপুত্র শালিশুক, তৎপুত্র সোমশর্ম্মা, তৎপুত্র শতধন্বা, শতধন্বার বৃহদ্রথনামা পুত্র, এই দশ জন মৌর্য্য-বংশীয় ভূপতি হইবে, যথাসম্ভব এক শত সায়ত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিবে। তৎপরে শুঙ্গবংশীয় রাজগণ পৃথিবী ভোগ করিবে। অনন্তর, সেনাপতি পুষ্পমিত্র স্বামীকে হত্যা করিয়া রাজত্ব করিবে। এই পুষ্পমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র, তৎপুত্র সুজ্যেষ্ঠ, তৎপুত্র বসুমিত্র, তৎপুত্র আর্দ্রক, তৎপুত্র পুলিন্দক, তৎপুত্র ঘোষবসু, তৎপুত্র বজ্রমিত্র, তৎপুত্র ভাগবত। তৎপুত্র দেবভূতি। এই শুঙ্গবংশীয় দশ জন ভূপতি একশত বার বৎসর যথাসম্ভব রাজ্য ভোগ করিবেন।১-১১। অনন্তর এই পৃথিবী কণ্ববংশীয় নৃপতিগণকে আশ্রয় করিবে।

দেবভূতিস্তু শুঙ্গরাজানং ব্যসনিনং, তস্যৈবামাত্যঃ কণ্বো বসুদেবনামা নিপাত্য স্বয়মবনীং ভোক্তা। তৎপুত্রো ভূমিমিত্রঃ, তস্যাপি নারায়ণঃ, নারায়ণস্য সুশর্ম্মা, এতে কাণ্বায়না‌শ্চত্বারঃ, পঞ্চচত্বারিংশদ্বর্ষাণি ভূপতয়ো ভবিষ্যন্তি। সুশর্ম্মাণং কণ্বঞ্চ ভৃত্যো বলাৎ শিপ্রকনামা হত্বা অন্ধ্রজাতীয়ো বসুধাং ভোক্ষ্যতি। ততশ্চ কৃষ্ণনামা তদ্‌ভ্রাতা ভূপতির্ভাবী। তস্য শ্রীশান্তকর্ণিঃ, তস্যাপি পূর্ণোৎসঙ্গঃ, তৎপুত্রশ্চ শাতকর্ণিঃ, তস্মাচ্চ লম্বোদরঃ, তস্মাৎ দ্বিবিলকঃ, ততো মেঘস্বাতিঃ, ততঃ পট্টমান্, ততশ্চ অরিষ্টকর্ম্মা, ততো হালঃ, হালাৎ পত্তলকঃ, ততঃ প্রবিল্লসেনঃ, ততঃ সুন্দরঃ শাতকর্ণী, তস্মাৎ চকোরঃ শাতকর্ণী॥ ১২

ততঃ শিবস্বাতিঃ, ততশ্চ গোমতীপুত্রঃ, তৎপুত্রঃ পুলিমান্, তস্যাপি শাতকর্ণী শিবশ্রীঃ, ততঃ শিবস্কন্ধঃ, ততো যজ্ঞশ্রীঃ, ততো বিজয়ঃ, ততশ্চন্দ্রশ্রীঃ, তস্যাপি পুলোমাচিঃ, এবমেতে ত্রিংশৎ, চত্বার্য্যব্দশতানি ষট্‌পঞ্চাশদধিকানি পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি অন্ধ্রভৃত্যাঃ। সপ্তাভীরা দশগর্দ্দভিলাঃ ভূভুজো ভবিষ্যন্তি॥ ১৩

ততঃ ষোড়শ শকা ভূভুজো ভবিতারঃ। ততশ্চ অষ্টৌ যবনাঃ চতুর্দ্দশ তুখারাঃ, মুণ্ডাশ্চ ত্রয়োদশ, একাদশ মৌনাঃ, এতে পৃথিবীং ত্রয়োদশ বর্ষশতানি নবনবত্যধিকানি ভোক্ষ্যন্তি॥ ১৪

ততশ্চ পৌরা একাদশ ভূপতয়ঃ অষ্টশতানি ত্রীণি মহীং ভোক্ষ্যন্তি॥ ১৫

তেষু ছন্নেষু কৈলকিলা যবনা ভূপতয়ো ভবিষ্যন্তি। মূর্দ্ধাভিষিক্তস্তেষাং বিন্ধ্যশক্তিঃ॥ ১৬

ততঃ পুরঞ্জয়ঃ, ততো রামচন্দ্রঃ, তস্মাৎ ধর্ম্মঃ, ধর্ম্মাৎ বরাঙ্গঃ, কৃতনন্দনঃ, সুধিনন্দিঃ, নন্দিযশাঃ শিশকপ্রবারী চ এতে বর্ষশতং ষড়্‌বর্ষাণি ভবিষ্যন্তি। ততস্তৎপুত্রাস্ত্রয়ো-

---

দেবভূতিনামা কণ্ববংশীয় একজন শুঙ্গরাজবংশের অমাত্য, ব্যসনাসক্ত শুঙ্গবংশীয় রাজাকে হনন করিয়া নিজেই পৃথিবী ভোগ করিবে। দেবভূতির পুত্র ভূমিমিত্র, তৎপুত্র নারায়ণ, নারায়ণের পুত্র সুশর্ম্মা। কণ্ববংশীয় এই চারি জন ভূপতি পঁয়তাল্লিশ বৎসর কাল যথাসম্ভব রাজত্ব করিবে। অন্ধ্রজাতীয় শিপ্রকনামা এক জন ভৃত্য, কণ্ববংশীয় সুশর্ম্মাকে নিহত করিয়া রাজা হইবে। তাহার পর শিপ্রকের ভ্রাতা কৃষ্ণ নামক একজন রাজা হইবে। কৃষ্ণের পুত্র শ্রীশান্তকর্ণি, তৎপুত্র পূর্ণোৎসঙ্গ, তৎপুত্র শাতকর্ণি, তৎপুত্র লম্বোদর, তৎপুত্র দ্বিবিলক, তৎপুত্র মেঘস্বাতি, তৎপুত্র পট্টমান্, তৎপুত্র অরিষ্টকর্ম্মা, তৎপুত্র হাল, হালের পুত্র পত্তলক, তৎপুত্র প্রবিল্লসেন, তৎপুত্র সুন্দর শাতকর্ণী, তৎপুত্র চকোর শাতকর্ণী, তৎপুত্র শিবস্বাতি, তৎপুত্র গোতমীপুত্র, তৎপুত্র পুলিমান্, তৎপুত্র শাতকর্ণী শিবশ্রী, তৎপুত্র শিবস্কন্ধ, তৎপুত্র যজ্ঞশ্রী, তৎপুত্র বিজয়, তৎপুত্র চন্দ্রশ্রী, তৎপুত্র পুলোমাচি। এই অন্ধ্রজাতীয় ভৃত্য-বংশীয় ত্রিশ জন ভূপতি যথাসম্ভব চারিশত ছাপান্ন বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবী ভোগ করিবে। তৎপরে সাত জন আভীর ও দশ জন গর্দ্দভিল রাজা হইবে। অনন্তর ষোল জন শকবংশীয় রাজা হইবে। তৎপরে আট জন যবন রাজা হইবে। তৎপরে চতুর্দ্দশ তুখার, তৎপরে ত্রয়োদশ মুণ্ড ও একাদশ মৌনগণ যথাক্রমে একহাজার তিন শত নিরানব্বই বৎসর কাল রাজত্ব করিবে। অনন্তর, পৌরবংশীয় এগার জন ভূপতি তিন শত বৎসর কাল রাজত্ব করিবে। পরে তাহারা বিনষ্ট হইলে কৈলকিল নামে যবনগণ রাজা হইবে। বিন্ধ্যশক্তি তাহাদের মুখ্য রাজা। বিন্ধ্যশক্তির পুত্র পুরঞ্জয়, তৎপুত্র রামচন্দ্র, তৎপুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে বরাঙ্গ, কৃতনন্দন, সুধিনন্দি, নন্দিযশাঃ ও শিশকপ্রবারী উৎপন্ন হইবে। ইহারা যথাসম্ভব এক শত ছয় বৎসর কাল রাজত্ব করিবে। অনন্তর, ইহাদের ত্রয়োদশ জন পুত্র, পরে বাহ্লীকবংশীয় তিন জন, অনন্তর পুষ্পমিত্র, পট্টমিত্র ও সুমিত্র (পদ্মমিত্র) আদি ত্রয়োদশ জন ও মেকলদেশজাত সাত জন ও নয় জন কোশলাপুরীতে যথাক্রমে

দশৈব. বাহ্লীকাশ্চ ত্রয়:, ততঃ পুষ্পমিত্র-পটুমিত্র-পদ্মমিত্রাস্ত্রয়োদশ মেকলাশ্চ সপ্ত কোশলায়াস্ত নচৈব ভূপতয়ো ভবিষ্যন্তি। নৈষধাস্ত তাবন্ত এব ভূপতয়ো ভবিষ্যন্তি ॥ ১৭

মাগধায়াং বিশ্বস্ফটিকসংজ্ঞোঽন্যান্ বর্ণান্ করিষ্যতি। কৈবর্ত্তকটু-পুলিন্দ-ব্রহ্মণ্যান্ রাজ্যে স্থাপয়িষ্যং যংসাদ্যাখিলক্ষত্রজাতিম্। নব নাগাঃ পদ্মাবত্যাং কান্তিপুর্য্যাং, মথুরায়ামনুগঙ্গাপ্রয়াগং মাগধা গুপ্তাশ্চ ভোক্ষ্যন্তি। কোশলীড় (পরাড্রক) তাম্রলিপ্তান্ সমুদ্রতটপুরীশ্চ দেবরক্ষিতো রক্ষিষ্যতি। কলিঙ্গমাহিষিকমাহেন্দ্রভৌমা গুহাং ভোক্ষ্যন্তি। নৈষাদ-নৈমিষিক-কালতোয়ান্ জনপদান্ মণিধারবংশা ভোক্ষ্যন্তি। স্ত্রীরাজ্য (ত্রৈরাজ্য) মূষিকজনপদান্ কনকাহ্বয়া ভোক্ষ্যন্তি। সৌরাষ্ট্রাবন্তিশূদ্রানর্বুদমরুভূমিবিষয়াংশ্চ ব্রাত্যা দ্বিজাভীরশূদ্রাদ্যা ভোক্ষ্যন্তি। সিন্ধু-তটদার্বীকোর্বীচন্দ্রভাগাকাশ্মীরবিষয়ান্ ব্রাত্যা ম্লেচ্ছাদয়ঃ শূদ্রা ভোক্ষ্যন্তি। এতে চ তুল্যকালাঃ সর্ব্বে পৃথিব্যাং ভূভৃতো ভবিষ্যন্তি। অল্পপ্রসাদা বৃহৎকোপাঃ সর্ব্বকালমনৃতাধর্ম্মরুচয়ঃ স্ত্রী-বাল-গো-বধকর্ত্তারঃ পরস্বাদানরুচয়োঽল্পসারা উদিতাস্তমিতপ্রায়াঃ স্বল্পায়ুষো মহেচ্ছা অত্যল্পধর্ম্মাশ্চ ভবিষ্যন্তি ॥ ১৮

তৈশ্চ বিমিশ্রা জনপদাস্তচ্ছীলবর্ত্তিনো রাজাশ্রয়শুষ্মিণো ম্লেচ্ছাশ্চার্য্যাশ্চ বিপর্য্যয়েণ বর্ত্তমানাঃ প্রজাঃ ক্ষপয়িষ্যন্তি ॥ ১৯

ততশ্চানুদিনমল্পাল্পহ্রাসাদ্ব্যবচ্ছেদাৎ ধর্ম্মার্থয়োর্জ্জগতঃ সংক্ষেপো ভবিষ্যতি ॥ ২০

ততশ্চার্থ এবাভিজনহেতুর্ব্বলমেবাশেষধর্ম্মহেতুরভিরুচিরেব দাম্পত্যসম্বন্ধহেতুরনৃতমেব ব্যবহারজয়হেতুঃ স্ত্রীত্বমেবোপভোগহেতুঃ রত্নতাম্রভাগিতৈব পৃথিবীহেতুর্ব্রহ্মসূত্রমেব বিপ্রত্ব-

---

রাজা হইবে। পরে নিষধদেশীয় নয় জন রাজা হইবে। অনন্তর মগধাপুরীতে বিশ্বস্ফটিক নামা এক জন, অন্য বর্ণ প্রবর্ত্তিত করিবে এবং কৈবর্ত্ত, কটু, পুলিন্দ ও যংসাদি সঙ্কীর্ণ ক্ষত্রিয়জাতিকে রাজ্যে স্থাপিত করিবে। পদ্মাবতীপুরীতে নাগবংশীয় নয় জন এবং গঙ্গা ও প্রয়াগের নিকটস্থিত কান্তিপুরী ও মথুরায় মাগধগণ ও গুপ্তগণ রাজা হইয়া পৃথিবী ভোগ করিবে। দেবরক্ষিত নামে এক ব্যক্তি কোশলীড় ও তাম্রলিপ্ত জনপদসমূহ ও তটস্থ সমুদ্রপুরী সকলকে রক্ষা করিবে। কলিঙ্গ, মাহিষীক, মাহেন্দ্র ও ভৌমগণ গুহাপুরীকে ভোগ করিবে। মণিধার-বংশীয়গণ নৈষাদ, নৈমিষিক ও কালতোয় প্রভৃতি জনপদ ভোগ করিবে। কনকবংশীয়গণ স্ত্রীরাজ্য ও মূষিক নামে জনপদসমূহ ভোগ করিবে। পতিত ব্রাহ্মণ, আভীর ও শূদ্র আদি করিয়া নীচগণ সৌরাষ্ট্র, অবন্তি, শূদ্র, অর্ব্বুদ ও মরুভূমি প্রভৃতি বিষয়সমূহ ভোগ করিবে। সিন্ধুতট, দার্ব্বী, কোর্ব্বী চন্দ্রভাগা ও কাশ্মীর প্রভৃতি দেশ সকলকে ম্লেচ্ছ ও ব্রাত্য শূদ্রগণ ভোগ করিবে। ইহারা সকলেই সমান কাল পৃথিবীতে রাজ্য করিবে। এবং এই সকল নৃপতিগণ সর্ব্বদাই অপ্রসন্ন, অতিকোপশালী, সর্ব্বকালেই মিথ্যা ও অধর্ম্মে স্পৃহাবান্, স্ত্রী, বালক ও গোবধকারী, পরধনগ্রহণ-প্রয়াসী, অল্পসার এবং উদয় ও অস্তের ন্যায় স্বল্পায়ু হইবে। ইহাদের ইচ্ছা মহতী হইবে, কিন্তু ধর্ম্মকার্য্য অতি অল্পই নিষ্পন্ন হইবে। ইহাদের দ্বারা জনপদ সকল পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যাইবে এবং রাজ-স্বভাবানুকারী ও রাজার আশ্রয় লাভে বলবান্ আর্য্য ও ম্লেচ্ছগণ বিপরীত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া এই সকল রাজার অধিকার কালে প্রজাক্ষয় করিবে। অনন্তর প্রতিদিন ধর্ম্মের অল্প অল্প হ্রাস ও অর্থের উচ্ছেদনিবন্ধন জগতে ধর্ম্ম ও অর্থ সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। ১২—২০। তৎপরে অর্থই কুলের কারণ হইবে, ধনই অশেষ ধর্ম্মের প্রতি কারণ হইবে, অভিরুচিমাত্রই দাম্পত্য সম্বন্ধের হেতু হইবে, বিচারে মিথ্যারই জয় হইবে, স্ত্রীই উপভোগের কারণ হইবে (অর্থাৎ জাত্যাদিবিচার থাকিবে না), রত্ন ও তাম্র, যাহার যত থাকিবে, সেই তাবৎ পরিমাণে পৃথিবী ভোগ করিবে।

হেতুঃ লিঙ্গধারণমেবাশ্রমহেতুরন্যায় এব বৃত্তিহেতুঃ ॥ ২১ ॥ ২২

দৌর্ব্বল্যমেব আবৃত্তিহেতুর্ভয়গর্ব্বোচ্চারণমেব পাণ্ডিত্যহেতুঃ ॥ ২৩

দানমেব ধর্ম্মহেতুঃ আঢ্যতৈব সাধুত্বহেতুঃ॥২৪

স্নানমেব প্রসাধনহেতুঃ স্বীকরণং বিবাহহেতুঃ সদ্‌বেশধার্য্যেব পাত্রং দূরায়তনোদকমেব তীর্থমিত্যেবমনেকদোষোত্তরে ভূমণ্ডলে সর্ব্ববর্ণেষ্বেব যো যো বলবান্ স ভূপতির্ভবিষ্যতি। এবঞ্চাতিলুব্ধকরভারাসহাঃ শৈলানামন্তরা দ্রোণী প্রজাঃ সংশ্রয়িষ্যন্তি, মধুশাকমূলফলপত্রপুষ্পাহারাশ্চ ভবিষ্যন্তি, তরুবল্কলচীরপ্রাবরণাশ্চাতিবহুপ্রজাঃ শীতবাতাতপবর্ষসহা ভবিষ্যন্তি। ন চ কশ্চিৎ ত্রয়োবিংশতিবর্ষাণি জীবিষ্যতি। অনবরতং চাত্র কলিযুগে ক্ষয়মায়াত্যখিলমেবৈষ জনঃ ক্ষয়মুপৈষ্যতি ॥ ২৫

শ্রৌতস্মার্ত্তধর্ম্মে বিপ্লবমত্যন্তমুপগতে ক্ষীণপ্রায়ে চ কলাবশেষজগৎস্রষ্টুশ্চরাচরগুরোরাদিমধ্যান্তময়স্য সর্ব্বময়স্য ব্রহ্মময়স্যাত্মস্বরূপিণো ভগবতো বাসুদেবস্যাংশঃ সম্ভলগ্রামপ্রধানব্রাহ্মণবিষ্ণুযশসো গৃহে অষ্টগুণর্দ্ধিসমন্বিতঃ কল্কিরূপী জগত্যত্রাবতীর্য্য সকলম্লেচ্ছদস্যুদুষ্টাচরণচেতসামশেষাণামপরিচ্ছিন্নমাহাত্ম্যশক্তিঃ ক্ষয়ং করিষ্যতি ॥ ২৬

স্বধর্ম্মেষু চাখিলং জগৎ সংস্থাপয়িষ্যতীতি। অনন্তরঞ্চাশেষকলেরবসানে প্রবুদ্ধানাং তেষামেব জনপদানামমলস্ফটিকবিশুদ্ধমতয়ো ভবিষ্যন্তি ॥ ২৭

তেষাঞ্চ বীজভূতানামশেষমনুষ্যাণাং পরিণতানামপি তৎকালকৃতানামপত্যপ্রসূতির্ভবিষ্যতি ॥ ২৮

তানি চ তদপত্যানি কৃতযুগধর্ম্মানুসারীণি ভবিষ্যন্তীতি ॥ ২৯

অত্রোচ্যতে।

যদা চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ তথা তিষ্যবৃহস্পতী।

যজ্ঞোপবীতই বিপ্রত্বের হেতু হইবে, চিহ্নধারণমাত্রই আশ্রমের হেতু হইবে এবং অন্যায়ই জীবিকানির্ব্বাহের কারণ হইবে। দুর্ব্বলতা অবৃত্তির হেতু ও ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক চীৎকারই পাণ্ডিত্যের কারণ হইবে। দানই ধর্ম্মের কারণ ও আঢ্যতাই সাধুতার কারণ হইবে। সেই সময় স্নানই বেশের কারণ হইবে, স্বীকারমাত্রই বিবাহের কারণ হইবে, যিনি সদ্‌বেশধারী, তিনিই সৎপাত্র হইবেন এবং দূরবর্ত্তী আয়তন বা উদক তীর্থরূপে পরিগণিত হইবে। এই প্রকার বহুদোষময় ভূমণ্ডলে যে যে বলবান্ হইবে, সেই সেই ব্যক্তিই পৃথিবীপতি হইবে এবং প্রজা সকল অতিলুব্ধ রাজার করভার সহন করিতে না পারিয়া পর্ব্বতের মধ্যে দ্রোণী সকল আশ্রয় করিবে ও মধু শাক ফল-মূলাদি আহার করিবে। তখন প্রজাগণ তরুবল্কল ও চীর পরিধান করিবে এবং শীত বাতাদি আতপ ও বর্ষা সহ্য করিবে। কোন ব্যক্তিই ত্রয়োবিংশতি বৎসরও জীবিত থাকিবে না। কলিযুগ এই প্রকারে যতই অন্তিম দশায় উপনীত হইবে, ততই অখিললোকও অনবরত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকিবে।

এইরূপে ক্ষীণপ্রায় শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ধর্ম্ম অত্যন্ত বিপ্লব প্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্মা যাঁহার কলাবশেষমাত্র, যিনি চরাচরের গুরু ও আদিভূত, যিনি সর্ব্বময়, ব্রহ্মময় ও পরমাত্মস্বরূপ, সেই ভগবান বাসুদেবের অংশ সম্ভলগ্রামের প্রধান ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশার গৃহে অষ্টৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া সকল ম্লেচ্ছ, দস্যু ও দুরাত্মাগণের ক্ষয় করিবেন। ঐ কল্কিরূপী ভগবানের মহাত্ম্য ও শক্তি সর্ব্বত্র অব্যাহত হইবে। ভগবান্ কল্কিরূপ ধারণ করিয়া অখিল জগৎকে পুনর্ব্বার স্ব স্ব ধর্ম্মসমূহে স্থাপন করিবেন। অনন্তর, কলির অবসানে সেই সকল জনপদবাসী মনুষ্যগণ পুনর্ব্বার প্রবুদ্ধ হইবে এবং তাহাদের মতি স্ফটিকের ন্যায় বিশুদ্ধ হইবে। সেই সকল তৎকাল-জাত বীজভূত মনুষ্যগণ পরিণত হইলেও তাঁহাদের অপত্য প্রসূত হইতে থাকিবে। সেই সকল অপত্যগণই তৎকালে সত্যযুগোচিত ধর্ম্মমার্গে প্রবর্ত্তিত হইবে। এই বিষয়ে কথিত

একরাশী সমেষ্যন্তি ভবিষ্যতি তদাকৃতম্‌ ॥ ৩০
অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ তথৈবানাগতাশ্চ যে।
এতে বংশেষু ভূপালাঃ কথিতা মুনিসত্তম ॥ ৩১
যাবৎ পরিক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্‌।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্‌ ॥ ৩২
সপ্তর্ষীণান্তু যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি।
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্‌ ॥ ৩৩
তে তু পারীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্‌ দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ ॥ ৩৪
যদৈব ভগবদ্বিষ্ণোরংশো যাতো দিবং দ্বিজ।
বসুদেবকুলোদ্ভূতস্তদৈব কলিরাগতঃ ॥ ৩৫
যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং পস্পর্শেমাং বসুন্ধরাম্‌।
তাবৎ পৃথ্বীপরিষঙ্গে সমর্থো নাভবৎ কলিঃ ॥ ৩৬
গতে সনাতনস্যাংশে বিষ্ণোস্তত্র ভুবো দিবম্‌।

হয় যে, "যে কালে চন্দ্র, সূর্য্য এবং বৃহস্পতি একরাশিতে পুষ্যানক্ষত্রে আগমন করিবেন, সেই সময় সত্যযুগ উপস্থিত হইবে।" ২১—৩০। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার নিকট এই সকল বংশসমূহে অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত নৃপতিগণের বিষয় বর্ণন করিলাম। পরিক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত কালের পরিমাণ পঞ্চদশ সহস্র বৎসর, ইহা জানিবে। আকাশে সপ্তর্ষিগণের মধ্যে প্রথমোদিত যে নক্ষত্রদ্বয় আছে, সেই নক্ষত্রদ্বয়ের ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী নক্ষত্রদ্বয়ের মধ্যে সমদেশাবস্থিত যে একটী করিয়া নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, ঐ এক একটী নক্ষত্রের সহিত যুক্ত হইয়া সপ্তর্ষিগণ এক শত বৎসর কাল অবস্থান করেন। হে দ্বিজোত্তম! সপ্তর্ষিগণ পরিক্ষিতের রাজ্যকালে মধ্যবর্ত্তী মঘানক্ষত্রযুক্ত ছিলেন সেই সময় কলি, দ্বাদশ শত বৎসর পরিমিত কাল প্রবৃত্ত হয়। যে সময় ভগবান্‌ বিষ্ণুর অংশ বাসুদেব স্বর্গে গমন করেন, সেই সময়ই কলি আগমন করিয়াছে। ভগবান্‌ বাসুদেব যত দিন পাদপদ্ম দ্বারা এই পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়া ছিলেন, ততদিন কলি পৃথিবীকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। অনন্তর তৎকালে

তত্যাজ সানুজো রাজ্যং ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩৭
বিপরীতানি দৃষ্ট্বা চ নিমিত্তানি স পাণ্ডবঃ।
যাতে কৃষ্ণে চকারাথ সোঽভিষেকং পরীক্ষিতে ॥
প্রযাস্যন্তি যদা চৈতে পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥ ৩৯
যস্মিন্‌ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগং তস্য সংখ্যাং নিবোধ মে ॥ ৪০
ত্রীণি লক্ষাণি বর্ষাণাং দ্বিজ মানুষসংখ্যয়া।
ষষ্টিশ্চৈব সহস্রাণি ভবিষ্যত্যেষ বৈ কলিঃ ॥ ৪১
শতানি তানি দিব্যানি সপ্ত পঞ্চ চ সংখ্যয়া।
নিঃশেষেণ ততস্তস্মিন ভবিষ্যতি পুনঃ কৃতম্‌ ॥ ৪২
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
যুগে যুগে মহাত্মানঃ সমতীতাঃ সহস্রশঃ ॥ ৪৩
বহুত্বান্নামধেয়ানাং পরিসংখ্যা কুলে কুলে।
পুনরুক্তবহুত্বাৎ তু ন ময়া পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৪৪
দেবাপিঃ পৌরবো রাজা মরুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ।
মহাযোগবলোপেতৌ কলাপগ্রামসংশ্রয়ৌ ॥ ৪৫

সনাতন বিষ্ণুর অংশ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলে পর ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনুজগণের সহিত রাজ্য ত্যাগ করেন। কৃষ্ণ স্বর্গে গমন করার পর রাজা যুধিষ্ঠির অমঙ্গলসূচক লক্ষণ সকল দর্শন করিয়া পরিক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছিলেন। এই মহর্ষিগণ যৎকালে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে গমন করিবেন, সেই সময় নন্দের রাজ্যকাল হইতেই কলি, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। কৃষ্ণ যেদিন স্বর্গে গমন করেন, সেই দিনেই কলি উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে কলির সংখ্যা আমার নিকট শ্রবণ কর। ৩১—৪০। মনুষ্যসংখ্যানুসারে তিন লক্ষ ষাটি হাজার বৎসর কলি বর্ত্তমান থাকিবে। অনন্তর কলির অবসানে দিব্য-সংখ্যানুসারে দ্বাদশ শত বৎসর সত্যযুগ বর্ত্তমান থাকিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যুগে যুগে অসংখ্য মহাত্মা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ অতীত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদের বহুত্বনিবন্ধন ও প্রত্যেক কুলের পুনরুক্ত ও বহুত্ব ভয়ে ঐ পরিসংখ্যা নির্দ্দেশ করিলাম না। মহাযোগ-বলশালী পুরুবংশীয় রাজা

কৃতে যুগ ইহাগত্য ক্ষত্রপ্রবর্ত্তকৌ হিতৌ।
ভবিষ্যতো মনোর্বংশে বীজভূতৌ ব্যবস্থিতৌ ৪৬
এতেন ক্রমযোগেন মনুপুত্রৈর্বসুন্ধরা।
কৃতত্রেতাদিসংজ্ঞানি যুগানি ত্রীণি ভুজ্যতে॥ ৪৭
কলৌ তু বীজভূতাস্তে কেচিৎ তিষ্ঠন্তি ভূতলে।
যথৈব দেবাপিমরু সাম্প্রতং সমবস্থিতৌ॥ ৪৮
এষ তূদ্দেশতো বংশস্তবোক্তো ভূভুজাং ময়া।
নিখিলো গদিতুং শক্যো নৈব জন্মশতৈরপি॥ ৪৯
এতে চান্যে চ ভূপালা যৈরত্র ক্ষিতিমণ্ডলে।
কৃতং মমত্বং মোহান্ধৈ নত্যেংনিত্যকলেবরৈঃ॥৫০
কথং মমেয়মচলা মৎপুত্রস্য কথং মহী।
মদ্বংশস্যেতি চিন্তার্ত্তা জগ্মুরন্তমিমে নৃপাঃ॥ ৫১
তেভ্যঃ পূর্ব্বতরাশ্চান্যে তেভ্যস্তেভ্যস্তথাপরে।
ভবিষ্যাশ্চৈব যাস্যন্তি তেষামন্যে চ যেংপ্যনু॥

বিলোক্যাত্মজয়োদ্যোগ-যাত্রাব্যগ্রান্ নরাধিপান্।
পুষ্পপ্রহাসৈঃ শরদি হসতীব বসুন্ধরা॥ ৫৩
মৈত্রেয় পৃথিবী গীতাঃ শ্লোকাশ্চাত্র নিবোধ তান্।
যানাহ ধর্ম্মধ্বজিনে জনকায়াসিতো মুনিঃ॥ ৫৪

পৃথিব্যুবাচ।

কথমেষ নরেন্দ্রাণাং মোহো বুদ্ধিমতামপি।
যেন ফেনসধর্ম্মাণোংপ্যতিবিশ্বস্তচেতসঃ॥ ৫৫
পূর্ব্বমাত্মজয়ং কৃত্বা জেতুমিচ্ছন্তি মন্ত্রিণঃ।
ততো ভৃত্যাংশ্চ পৌরাংশ্চ জিগীষন্তে তথা রিপূন্
ক্রমেণানেন জেষ্যামো বয়ং পৃথ্বীং সসাগরাম্।
ইত্যাসক্তধিয়ো মৃত্যুং ন পশ্যন্ত্যবিদূরগম্॥ ৫৭
সমুদ্রাবরণং যাতি মন্মণ্ডলমথো বশম্।
কিয়দাত্মজয়াদেতন্মুক্তিরাত্মজয়ে ফলম্॥ ৫৮
উৎসৃজ্য পূর্ব্বজা যাতা যাং নাদায় গতঃ পিতা।

দেবাপি ও ইক্ষাকুবংশীয় রাজা মরু, ইহাঁরা দুই জনে সত্যযুগে পুনর্ব্বার আগমনপূর্ব্বক কলাপ-গ্রাম আশ্রয় করিয়া ক্ষত্রবংশ প্রবর্ত্তিত করিবেন। ইহাঁরা ভবিষ্যৎ মনুবংশের বীজ-রূপে অবস্থিতি করিতেছেন। এই প্রকার ক্রমযোগেই মনুপুত্রগণ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর, এই তিন যুগেই পৃথিবী ভোগ করিয়া থাকেন। যে প্রকার এক্ষণে দেবাপি ও মরু, বীজরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, এইরূপ কোন কোন মহাত্মা কলিযুগে বীজরূপে ভূতলে অবস্থান করিয়া থাকেন। আমি তোমায় সংক্ষেপে এই নৃপতিগণের বংশ কীর্ত্তন করিলাম, সকল বংশের বিবরণ বাহুল্যরূপে শত জন্মেও কীর্ত্তন করিয়া উঠা যায় না। অনিত্য-শরীর এই সকল ভূপতিগণ ও অন্যান্য নরপতিবর্গ মোহান্ধ হইয়া এই কল্লান্তস্থায়ী ভূমণ্ডলের উপর মমতা করিয়া গিয়াছেন। ৪১—৫০। এই পৃথ্বী কি প্রকারে অচলা হইয়া আমার অথবা মৎপুত্রের অথবা মদীয় বংশের অধীন হইয়া থাকিবে, এই প্রকার ভাবনা করিতে করিতে এই সকল মহীপতিগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সকল মহী-পালগণের পূর্ব্ব পূর্ব্বতর নৃপতিগণও এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া-ছেন এবং ভবিষ্যৎ নৃপতিগণও এই প্রকার চিন্তা করত বিলয় প্রাপ্ত হইবেন। হে মৈত্রেয়! প্রতি বৎসর এই সকল নৃপতিগণকে আত্ম-জয়োদ্যোগ যাত্রায় ব্যগ্র দেখিয়া এই বসুন্ধরা শরৎকালে প্রস্ফুটিত-পুষ্প-সমূহ-শোভিতা হইয়া যেন হাস্য করিয়া থাকেন। হে মৈত্রেয়! এই বিষয়ে পৃথিবীকর্তৃক গীত কতকগুলি শ্লোক আছে, তাহা তুমি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে অসিত মুনি,ধর্ম্মধ্বজী জনকের নিকট এই শ্লোক কয়টী বলিয়াছিলেন। পৃথিবী কহিয়াছিলেন যে, "এই নরেন্দ্রগণ বুদ্ধিমান্ হইলেও ইহাঁদের এবম্প্র-কার মোহ কেন উপস্থিত হয়? আহা! ইহাঁরা ফেনের ন্যায় অল্পকালস্থায়ী হইয়া কি প্রকারে আপনার স্থিরত্ববিষয়ে বিশ্বস্তচেতা হন? এই নরপতিগণ পূর্ব্বে ইন্দ্রিয় জয় করিয়া মন্ত্রিগণকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন। অনন্তর ক্রমান্বয়ে ভৃত্যপৌর ও রিপুগণকে জয় করিতে অভিলাষী হন। তাঁহারা, 'ক্রমে আমি সসাগরা পৃথিবীকে, জয় করিতে পারিব' এই প্রকার চিন্তায় আসক্ত হইয়া নিকটস্থিত মৃত্যুকে দেখিতে পান না। সমুদ্রাবরণ ধরণীমণ্ডলের বশ্যতা আত্মজয়ের নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। কারণ মোক্ষই আত্মজয়ের ফল। পিতা ও পিতামহ

তাং মমেতি বিমূঢ়ত্বাদ্‌জেতুমিচ্ছন্তি পার্থিবাঃ ॥৫৯
মৎকৃতে পিতৃপুত্রাণাং ভ্রাতৃণাঞ্চাপি বিগ্রহাঃ।
জায়ন্তেঽত্যন্তমোহেন মমতাবৃতচেতসাম্ ॥ ৬০
পৃথ্বী মমেয়ং সকলা মমৈষা
মমান্বয়স্যাপি চ শাশ্বতেয়ম্
যো যো মৃতো হ্যত্র বভূব রাজা
কুবুদ্ধিরাসীদিতি তস্য তস্য ॥ ৬১
দৃষ্ট্বা মমত্বাদৃতচিত্তমেকং
বিহায় মাং মৃত্যুপথং ব্রজন্তম্।
তস্যান্বয়স্থস্য কথং মমত্বং
হৃদ্যাস্পদং মৎপ্রভবং করোতি ॥ ৬২
পৃথ্বী মমৈষাশু পরিত্যজৈনাং
বদন্তি যে দূতমুখৈঃ স্বশত্রুম্।
নরাধিপাস্তেষু মমাতিহাসঃ
পুনশ্চ মূঢ়েষু দয়াভ্যুপৈতি ॥ ৬৩
পরাশর উবাচ।
ইত্যেতে ধরণী গীতা শ্লোকা মৈত্রেয় যৈঃ শ্রুতাঃ।
মমত্বং বিলয়ং যাতি তাপন্যস্তং যথা হিমম্ ॥৬৪
ইত্যেষ কথিতঃ সম্যঙ্মনোর্ব্বংশো ময়া তব।
যত্র স্থিতিপ্রবর্ত্তস্য বিষ্ণোরংশাংশকা নৃপাঃ ॥ ৬৫
শৃণুয়াদ্ য ইমং ভক্ত্যা মনুবংশমনুক্রমাৎ।
তস্য পাপমশেষং বৈ প্রণশ্যত্যমলাত্মনঃ ॥ ৬৬
ধনধান্যর্দ্ধিমতুলাং প্রাপ্নোত্যব্যাহতেন্দ্রিয়ঃ।
শ্রুত্বৈবমখিলং বংশং প্রশস্তং শশিসূর্য্যয়োঃ ॥ ৬৭
ইক্ষ্বাকুজহ্নুমান্ধাতৃসগরাবিক্ষিতান্ রঘূন্।
যযাতিনহুষাদ্যাংশ্চ জ্ঞাত্বা নিষ্ঠামুপাগতান্।
মহাবলান্ মহাবীর্য্যাননন্তধনসঞ্চয়ান্ ॥ ৬৮
কৃতান্ কালেন বলিনা কথাশেষান্ নরাধিপান্।
শ্রুত্বা ন পুত্রদারাদৌ গৃহক্ষেত্রাদিকে তথা।
দ্রব্যাদৌ চ কৃতপ্রজ্ঞো মমত্বং কুরুতে নরঃ ॥ ৬৯
তপ্তং তপো যৈঃ পুরুষপ্রবীরৈ-
রুদ্বাহুভির্ব্বর্ষগণাননেকান্।

প্রভৃতি যে পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কেহই লইয়া যাইতে পারেন নাই; আহা! নরপতিগণ মূঢ় হইয়া কি প্রকারে সেই পৃথিবীকে আমার বলিয়া জয় করিতে ইচ্ছা করেন? আমার (পৃথিবীর) প্রতি মমতাসক্ত হইয়া নরপতিগণ অত্যন্ত মোহে পিতা, পুত্র ও ভ্রাতার সহিত পরস্পর যুদ্ধ করিয়া থাকেন। ৫১—৬০। এই পৃথিবীতে যিনি যিনি অতীত রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই এই প্রকার কুবুদ্ধি হইয়াছিল যে, তাঁহারা সকলেই ভাবিতেন, "এই সকল পৃথিবীই আমার এবং এই পৃথিবী আমার বংশীয়গণের নিত্য অধিকারে থাকিবে।" মমত্বাদৃত চিত্ত এক জনকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া তদ্বংশীয়গণ পুনর্ব্বার হৃদয়ে কি প্রকারে আমার প্রতি মমতাকে স্থান দান করে? "ইহা আমার পৃথিবী; অতএব তুমি ইহাকে সত্বর পরিত্যাগ কর," যাহারা দূতমুখ দ্বারা শত্রুগণকে এই প্রকার বাক্য বলিয়া থাকে, সেই সকল নৃপতিগণকে লক্ষ্য করিয়া আমার হাস্য উপস্থিত হয়, আবার মূঢ় বলিয়া দয়াও হইয়া থাকে।" পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! ধরণীকর্তৃক গীত এই শ্লোক-সমূহ যাহারা শ্রবণ করে, তাপন্যস্ত হিমের ন্যায় তাহাদের মমতা নষ্ট হইয়া যায়। এই মনুর বংশ আমি তোমার নিকট সম্যক্‌প্রকারে কীর্ত্তন করিলাম। মনুবংশে স্থিতিপ্রবৃত্ত ভগবান বিষ্ণুর অল্প অল্প অংশে নৃপতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি এই মনুবংশ অনুক্রমে ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিবে, তাহার বুদ্ধি নির্ম্মল হইবে ও অশেষ পাপ নষ্ট হইবে। চন্দ্র ও সূর্য্যের এই মঙ্গলময় অখিল বংশ শ্রবণ করিলে মনুষ্য অব্যাহতেন্দ্রিয় হইয়া অতুলনীয় ধনধান্য ও ঋদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পরম নিষ্ঠাবান্ ইক্ষ্বাকু, জহ্নু, মান্ধাতা, সগর, অবিক্ষিত ও রঘুবংশীয় এবং যযাতি নহুষ প্রভৃতি মহাবল ও বীর্য্যশালী, অনন্তধনাধিকারী, বলবান্ কালের প্রভাবে ইদানীং কথামাত্রশেষ নরপতিগণের চরিত্র শ্রবণপূর্ব্বক অবধান করিলে মনুষ্য কৃতপ্রজ্ঞ হয় এবং পুত্র দারাদি ও গৃহক্ষেত্রাদি দ্রব্যে তাহার আর মমতা থাকে না। যে সকল পুরুষপ্রবীরগণ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া

ইষ্টাশ্চ যজ্ঞবলিনোঽতিবীর্য্যাঃ
কৃতাস্তু কালেন কথাবশেষাঃ ॥ ৭০
পৃথুঃ সমস্তান্ প্রচচার লোকান্
অব্যাহতো যোঽরিবিদারিচক্রঃ।
স কালবাতাভিহতো বিনষ্টঃ
ক্ষিপ্তং যথা শাল্মলিতূলমগ্নৌ ॥ ৭১
যঃ কার্ত্তবীর্য্যো বুভুজে সমস্তান্
দ্বীপান্ সমাক্রম্য হতারিচক্রঃ।
কথাপ্রসঙ্গে ত্বভিধীয়মানঃ
স এব সঙ্কল্পবিকল্পহেতুঃ ॥ ৭২
দশাননাবিক্ষিতরাঘবাণা-
মৈশ্বর্য্যমুদ্ভাসিতদিঙ্মুখানাম্।
ভস্মাপি জাতং ন কথং ক্ষণেন
ভ্রূভঙ্গপাতেন ধিগন্তকস্য ॥ ৭৩
কথাশরীরত্বমবাপ যদ্বৈ
মান্ধাতৃনামা ভুবি চক্রবর্ত্তী।
শ্রুত্বাপি তং কোঽপি করোতি সাধু-
র্মমত্বমাত্মন্যপি মন্দচেতাঃ ॥ ৭৪

ভগীরথাদ্যাঃ সগরঃ ককুৎস্থো-
দশাননো রাঘবলক্ষ্মণৌ চ।
যুধিষ্ঠিরাদ্যাশ্চ বভূবুরেতে
সত্যং ন মিথ্যা ক নু তেন বিদ্মঃ ॥ ৭৫
যে সাম্প্রতং যে চ নৃপা ভবিষ্যাঃ
প্রোক্তা ময়া বিপ্রবরোগ্রবীর্য্যাঃ।
যে তে তথান্যে চ তথাভিধেয়াঃ
সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি যথৈব পূর্ব্বে ॥ ৭৬
এতদ্বিদিত্বা ন নরেণ কার্য্যং
মমত্বমাত্মন্যপি পণ্ডিতেন।
তিষ্ঠন্তু তাবৎ তনয়াত্মজাদ্যাঃ
ক্ষেত্রাদয়ো যে তু শরীরতোঽন্যে ॥৭৭

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে
চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

অনেকবর্ষ-সমূহব্যাপী তপস্যা ও যজ্ঞসমূহ করিয়াছেন, সেই সকল বলবীর্য্যশালী মনুষ্য-গণকেও কাল, কথামাত্রাবশেষ করিয়াছে। ৬১—৭০। যে পৃথু রাজা সর্ব্বত্র অব্যাহত-প্রভাবে লোকসমূহে বিচরণ করিতেন, যাঁহার সৈন্য শত্রুগণকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিত, সেই পৃথুরাজও কালরূপ বায়ুকর্তৃক অভিহত হইয়া অগ্নিরাশি-প্রক্ষিপ্ত শাল্মলি বৃক্ষের তুলার ন্যায় বিনষ্ট হইয়াছেন। যে কার্ত্তবীর্য্য, আক্রমণানন্তর রিপুগণকে বিনাশ করিয়া সকল দ্বীপ ভোগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার নাম করিলে মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, তিনি ছিলেন কি না? দিঙ্মণ্ডলের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক দশানন, অবিক্ষিত ও রামচন্দ্র প্রভৃতির ঐশ্বর্য্য অন্তকের ভ্রূভঙ্গপাতে ক্ষণকাল মধ্যে ভস্ম হয় নাই বা কিরূপে? (অর্থাৎ ভস্মই হইয়াছে) অতএব ঐশ্বর্য্যকে ধিক্। মান্ধাতৃনামা চক্রবর্ত্তী ভূপাল যখন কথাবশেষ হইয়াছেন, তখন ইহা শুনিয়াও কোন্ মন্দচেতাঃ শরীরে মমত্ব করিতে পারে? (পৃথিবীর প্রতি মমত্ব দূরে থাক)। ভগীরথাদি এবং সগর, ককুৎস্থ দশানন, রাঘব, লক্ষ্মণ ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি রাজগণ ছিলেন, ইহা সত্য, মিথ্যা নহে; কিন্তু তাঁহারা এক্ষণে কোথায়, তাহা জানি না। হে বিপ্রবর! বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উগ্রবীর্য্যশালী যে সকল নৃপতিগণের কথা বলিয়াছি এবং তদ্ব্যতীত আরও যে সকল ভূপতি হইবেন, তাঁহারা সকলেই পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপগণের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন; কেহই চিরস্থায়ী নহেন। পণ্ডিত ব্যক্তি এই সকল জানিয়া আপনার শরীরের প্রতিও মায়া করিবেন না; শরীর ভিন্ন যে সকল কন্যা, পুত্র ও ক্ষেত্রাদি আছে, তাহারা দূরেই থাকুক। ৭১—৭৭।

চতুর্থাংশে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

চতুর্থাংশ সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমাংশঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।

নৃপাণাং কথিতঃ সর্ব্বো ভবতা বংশবিস্তরঃ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব যথাবদনুবর্ণিতম্॥ ১
অংশাবতারো ব্রহ্মর্ষে যোঽয়ং যদুকুলোদ্ভবঃ।
বিষ্ণোস্তং বিস্তরেণাহং শ্রোতুমিচ্ছাম্যশেষতঃ॥২
চকার যানি কর্ম্মাণি ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
অংশাংশেনাবতীর্য্যোর্ব্ব্যাং তত্র তানি মুনে বদ॥৩

পরাশর উবাচ।

মৈত্রেয় শ্রূয়তামেতদ্যঃ পৃষ্টোঽহমিদং ত্বয়া।
বিষ্ণোরশাংশসম্ভূতিচরিতং জগতো হিতম্॥ ৪
দেবকস্য সুতাং পূর্ব্বং বসুদেবো মহামুনে।
উপযেমে মহাভাগাং দেবকীং দেবতোপমাম্॥ ৫
কংসস্তয়োর্বররথং চোদয়ামাস সারথিঃ।
বসুদেবস্য দেবক্যাঃ সংযোগে ভোজবর্দ্ধনঃ॥ ৬
অথান্তরীক্ষে বাগুচ্চৈঃ কংসমাভাষ্য সাদরম্।
মেঘগম্ভীরনির্ঘোষং সমাভাষ্যেদমব্রবীৎ॥ ৭
যামেতাং বহসে মূঢ় সহ ভর্ত্রা রথে স্থিতাম্।
অস্যাস্তে চাষ্টমো গর্ভঃ প্রাণানপহরিষ্যতি॥ ৮

পরাশর উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য সমাদায় খড়্গং কংসো মহাবলঃ।
দেবকীং হন্তুমারব্ধো বসুদেবোঽব্রবীদিদম্॥ ৯

প্রথম অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—আপনি রাজগণের সমস্ত বংশ-বিস্তার ও বংশানুচরিত যথাযথ বর্ণন করিলেন। হে ব্রহ্মর্ষে! যদুকুলে উৎপন্ন এই যে বিষ্ণু-অংশাবতার, ইঁহার বিষয় আমি বিস্তাররূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে মুনে! ভগবান্ পুরুষোত্তম অংশ রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা বলুন। পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই জগতের হিতকর বিষ্ণুর অংশাংশের উৎপত্তি ও চরিত এই শ্রবণ কর। হে মহামুনে! পূর্ব্বকালে বসুদেব, দেবকের কন্যা দেবতোপমা মহাভাগা দেবকীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বসুদেব এবং দেবকীর বিবাহে ভোজবর্দ্ধন কংস, সারথি হইয়া দম্পতীর রথ চালনা করিয়াছিল। সেই সময় আকাশে সাদরে মেঘ-গম্ভীর শব্দে কংসকে সম্বোধন করিয়া দৈববাণী হইয়াছিল যে, হে মূঢ়! পতির সহিত যাহাকে তুমি রথে করিয়া লইয়া যাইতেছে, ইহার অষ্টম গর্ভে যিনি জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনি তোমার প্রাণ হরণ করিবেন। পরাশর কহিলেন,—মহাবল কংস ইহা শ্রবণ করিয়া খড়্গ-গ্রহণপূর্ব্বক দেবকীকে হত্যা

ন হন্তব্যা মহাবাহো দেবকী ভবতা তব।
সমর্পয়িষ্যে সকলান্ গর্ভানস্যোদরোদ্ভবান্॥ ১০
পরাশর উবাচ।
তথেত্যাহ চ তং কংসো বসুদেবং দ্বিজোত্তম।
ন ঘাতয়ামাস চ তাং দেবকীং তস্য গৌরবাৎ॥১১
এতস্মিন্নেব কালে তু ভূরিভারাবপীড়িতা।
জগাম ধরণী মেরৌ সমাজে ত্রিদিবৌকসাম্॥ ১২
সব্রহ্মকান সুরান্ সর্ব্বান্ প্রণিপত্যাহ মেদিনী।
কথয়ামাস তং সর্ব্বং খেদাৎ করুণভাষিণী॥ ১৩
পৃথিব্যুবাচ।
অগ্নিঃ সুবর্ণস্য গুরুর্গবাং সূর্য্যঃ পরো গুরুঃ।
মমাপ্যখিললোকানাং গুরুর্নারায়ণো গুরুঃ॥ ১৪
প্রজাপতিপতির্ব্রহ্মা পূর্ব্বেষামপি পূর্ব্বজঃ।
কলাকাষ্ঠানিমেষাত্মা কালশ্চাব্যক্তমূর্ত্তিমান্॥ ১৫
তদংশভূতঃ সর্ব্বেষাং সমূহো বঃ সুরোত্তমাঃ।
আদিত্যা মরুতঃ সাধ্যা রুদ্রা বস্বশ্বিবহ্নয়ঃ॥ ১৬
পিতরো যে চ লোকানাং স্রষ্টারোঽত্রিপুরোগমাঃ।
এতৎ তস্যাপ্রমেয়স্য রূপং বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ॥ ১৭
যক্ষরাক্ষসদৈতেয়াঃ পিশাচোরগদানবাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব রূপং বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ॥১৮
গ্রহর্ক্ষতারকাচিত্রগগনাগ্নিজলানিলাঃ।
অহঞ্চ বিষয়াশ্চৈতৎ সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ॥ ১৯
তথাপ্যনেকরূপস্য তস্য রূপাণ্যহর্নিশম্।
বাধ্যবাধকতাং যান্তি কল্লোলা ইব সাগরে॥ ২০
তৎ সাম্প্রতমিমে দৈত্যাঃ কালনেমিপুরোগমাঃ।
মর্ত্ত্যলোকং সমাক্রম্য বাধন্তেঽহর্নিশং প্রজাঃ॥২১
কালনেমির্হতো যোঽসৌ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ সম্ভূতঃ স মহাসুরঃ॥ ২২
অরিষ্টো ধেনুকঃ কেশী প্রলম্বো নরকস্তথা।
সুন্দোঽসুরস্তথাত্যুগ্রো বাণশ্চাপি বলেঃ সুতঃ॥২৩
তথান্যে চ মহাবীর্য্যা নৃপাণাং ভবনেষু যে।
সমুৎপন্না দুরাত্মানস্তান্ ন সংখ্যাতুমুৎসহে॥ ২৪
অক্ষৌহিণ্যোঽত্র বহুলা দিব্যমূর্ত্তিধৃতাং সুরাঃ।
মহাবলানাং দৃপ্তানাং দৈত্যেন্দ্রাণাং মমোপরি॥২৫

করিতে উদ্যত হইল। তখন বসুদেব বলিলেন, হে মহাবাহো! দেবকীকে আপনি বধ করিবেন না, ইহার গর্ভে যাহারা উৎপন্ন হইবে, তাহাদের সকলকেই আমি আপনাকে সমর্পণ করিব। ১—১০। পরাশর কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! কংস বসুদেবের বাক্যে 'তাহাই হইবে' বলিয়া দেবকীকে হত্যা করিল না। এই সময়ে পৃথিবী বহুতর ভারে নিপীড়িতা হইয়া সুমেরু-পর্ব্বতে দেবগণের নিকট গমন করেন। পৃথিবী, ব্রহ্মা প্রভৃতি সমস্ত দেবগণকে প্রণাম করিয়া দুঃখিতা হইয়া করুণভাষায় সমস্ত বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন। পৃথিবী কহিলেন,—অগ্নি যেমন সুবর্ণের এবং সূর্য্য যেমন গোসমূহের পরম গুরু, তদ্রূপ আমার ও লোকসমূহের নারায়ণ পরম গুরু। তিনি প্রজাপতিরও পতি, প্রাচীনগণেরও প্রাচীন, কলা-কাষ্ঠা নিমেষাত্মা কাল স্বরূপ এবং অব্যক্তমূর্ত্তিমান। হে সুর-শ্রেষ্ঠগণ! আপনারা সকলেই তাঁহার অংশ-সমুদ্ভূত এবং আদিত্য, মরুৎ, সাধ্য, রুদ্র বসু, অশ্বী, বহ্নি ও পিতৃগণ এবং অত্রি প্রভৃতি সৃষ্টি-কর্ত্তৃগণ, সেই অপ্রমেয় মহাত্মা বিষ্ণুরই রূপ। যক্ষ, রাক্ষস, দৈত্য, পিশাচ, সর্প, দানব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ মহাত্মা বিষ্ণুরই রূপ। গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকাবিচিত্র গগন, অগ্নি, জল, অনিল এবং আমি ও বিষয়-সমূহ, এই সমস্ত জগৎই বিষ্ণুময়। তথাপি বহুরূপ সেই বিষ্ণুর রূপ-সমূহ সমুদ্রে তরঙ্গের ন্যায় দিবারাত্রি বাধ্য-বাধকভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১১—২০। সম্প্রতি কালনেমি প্রভৃতি দৈত্যগণ মর্ত্ত্যলোক আক্রমণ করিয়া অহর্নিশ প্রজাসমূহকে ক্লেশ প্রদান করিতেছে। এই কালনেমি পূর্ব্বে প্রভাবশীল বিষ্ণু কর্ত্তৃক হত হইয়াছিল। সে এক্ষণে উগ্রসেনের পুত্র কংসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে আর অরিষ্ট, ধেনুক, কেশী, প্রলম্ব, নরক, সুন্দ এবং বলির পুত্র অত্যুগ্র বাণাসুর ও অন্যান্য মহাবীর্য্য দুরাত্মগণ, নৃপতিগণের ভবনে উৎপন্ন হইয়াছে। আমি তাহাদের সংখ্যা করিতে সমর্থা নহি। হে সুরগণ! এই সময় মহাবলদর্পিত ও দিব্যমূর্ত্তিধর দৈত্যেন্দ্রগণের বহুতর অক্ষৌহিণী আমার উপর

তদ্ভূরিভারপীড়ার্ত্তা ন শক্নোম্যমরেশ্বরাঃ।
বিভর্ত্তুমাত্মানমহমিতি বিজ্ঞাপয়ামি বঃ॥ ২৬
ক্রিয়তাং তন্মহাভাগা মম ভারাবতারণম্।
যথা রসাতলং নাহং গচ্ছেয়মিতি বিহ্বলা॥ ২৭

পরাশর উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য ধরাবাক্যমশেষং ত্রিদশৈস্ততঃ।
ভুবো ভারাবতারার্থং ব্রহ্মা প্রাহ প্রচোদিতঃ॥ ২৮

ব্রহ্মোবাচ।

যথাহ বসুধা সর্ব্বং সত্যমেতদ্দিবৌকসঃ।
অহং ভবো ভবন্তশ্চ সর্ব্বং নারায়ণাত্মকম্॥ ২৯
বিভূতয়স্তু যাস্তস্য তাসামেব পরস্পরম্।
আধিক্যন্যূনতা বাধ্যবাধকত্বেন বর্ত্ততে॥ ৩০
তদাগচ্ছত গচ্ছামঃ ক্ষীরাব্ধেস্তটমুত্তরম্।
তত্রারাধ্য হরিং তস্মৈ সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়াম বৈ॥ ৩১
সর্ব্বদৈব জগত্যর্থে স সর্ব্বাত্মা জগন্ময়ঃ।
স্বল্পাংশেনাবতীর্য্যোর্ব্ব্যাং ধর্ম্মস্য কুরুতে স্থিতিম্॥ ৩২

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ বিপ্র সহ দেবৈঃ পিতামহঃ।
সমাহিতমতিশ্চৈবং তুষ্টাব গরুড়ধ্বজম্॥ ৩৩

ব্রহ্মোবাচ।

দ্বে বিদ্যে ত্বমনাম্নায় পরা চৈবাপরা তথা।
তে এব ভবতো রূপে মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মকে প্রভো॥ ৩৪
দ্বে ব্রাহ্মণী ত্বণীয়োঽতিস্থূলাত্মন্ সর্ব্ব সর্ব্ববিৎ।
শব্দব্রহ্মপরঞ্চৈব ব্রহ্মব্রহ্মময়স্য যৎ॥ ৩৫
ঋগ্বেদস্ত্বং যজুর্ব্বেদঃ সামবেদস্ত্বথর্ব্ব চ।
শিক্ষা কল্পো নিরুক্তঞ্চ ছন্দো জ্যোতিষমেব চ॥ ৩৬
ইতিহাসপুরাণে চ তথা ব্যাকরণং প্রভুঃ।
মীমাংসা ন্যায়কং তত্ত্বং ধর্ম্মশাস্ত্রাণ্যধোক্ষজ॥ ৩৭
আত্মাত্মদেহগুণবদ্বিচারাচারি যদ্বচঃ।
তদপ্যাদিপতে নান্যদধ্যাত্মাত্মস্বরূপবৎ॥ ৩৮
ত্বমব্যক্তমনির্দ্দেশ্যমচিন্ত্যানামবর্ণবৎ।
অপাণিপাদরূপঞ্চ শুদ্ধং নিত্যং পরাৎপরম্॥ ৩৯

বিরাজ করিতেছে। হে সুরেশ্বরগণ! তাহাদের প্রভূত ভারে আমি নিপীড়িতা হইয়া আপনাদিগকে জানাইতেছি যে, আমি আর আত্মাকে ভরণ করিতে পারিতেছি না; অতএব হে মহাভাগগণ! আপনারা আমার ভারাবতরণ করুন; আমি যেন অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া রসাতলে গমন না করি। পরাশর কহিলেন,—পৃথিবীর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পৃথিবীর ভারাবতারণের জন্য দেবগণ কর্তৃক প্রচোদিত হইয়া ব্রহ্মা বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে দেবগণ! পৃথিবী যাহা বলিলেন, সমস্তই সত্য; আমি বা মহাদেব এবং আপনারা সকলেই নারায়ণাত্মক। তাঁহারই যে সমস্ত বিভূতি তাহারা ন্যূনাধিক্যভাবে পরস্পর বাধ্য-বাধকরূপে অবস্থান করিতেছে। অতএব আসুন, আমরা ক্ষীরসমুদ্রের উত্তরতটে গমন করি এবং তথায় হরিকে আরাধনা করিয়া তাঁহাকে সমস্ত নিবেদন করি। কারণ সর্ব্বদাই সর্ব্বাত্মা সেই জগন্ময়ই জগতের জন্য স্বল্পাংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মের রক্ষা করিয়া থাকেন। ২১—৩২

পরাশর কহিলেন,—হে বিপ্র! এই বলিয়া ব্রহ্মা, দেবগণের সহিত ক্ষীরসমুদ্র-তটে গমন করিলেন এবং সমাহিত-চিত্তে এইরূপে গরুড়ধ্বজের স্তব করিতে লাগিলেন,—হে প্রভো! অনাম্নায়! (অর্থাৎ বেদের অবিষয়) পরা এবং অপরা, এই দ্বিবিধ বিদ্যাই তোমার মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তাত্মক রূপ। হে সূক্ষ্ম! হে অতিস্থূলাত্মন্! হে সর্ব্ব! হে সর্ব্ববিৎ! শব্দ এবং পরম ভেদে দ্বিবিধ ব্রহ্মই তোমার রূপ। তুমি ঋগ্বেদ, তুমি যজুর্ব্বেদ, তুমি সামবেদ, তুমিই অথর্ব্ববেদ এবং তুমিই শিক্ষা, কল্প নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। হে অধোক্ষজ! তুমিই ইতিহাস ও পুরাণ, তুমিই ব্যাকরণ, মীমাংসা, ন্যায়, তত্ত্ব এবং ধর্ম্মশাস্ত্র। হে আদিপতে! জীবাত্মা, পরমাত্মা, স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ এবং তাহার অব্যক্ত কারণ, এই সকল বিচারযুক্ত এবং অধ্যাত্ম ও আত্মার স্বরূপবিশিষ্ট যে বাক্য, তাহা তোমা হইতে অতিরিক্ত নয়। তুমি অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অনির্দ্দেশ্য, অনাম, অবর্ণ, অপাণি, অপাদ, অরূপ,

শ্রোত্যকর্ণঃ পরিপশ্যসি ত্বম্
অচক্ষুরেকো বহুরূপরূপঃ।
অপাদহস্তো জবনো গ্রহীতা
ত্বং বেৎসি সর্ব্বং নচ সর্ব্ববেদ্যঃ ॥ ৪০
অণোরণীয়াংসমসংস্বরূপং
ত্বাং পশ্যতোঽজ্ঞাননিবৃত্তিরগ্র্যা।
ধীরস্য ধীর্যস্য বিভর্ত্তি নান্যদ্-
বরেণ্যরূপাৎ পরতঃ পরাত্মন্ ॥ ৪১
ত্বং বিশ্বনাভির্ভুবনস্য গোপ্তা
সর্ব্বাণি ভূতানি তবান্তরাণি।
যদ্‌ভূতভব্যং তদণোরণীয়ঃ
পুমাংস্তমেকঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ ॥ ৪২
একশ্চতুর্দ্ধা ভগবান্ হুতাশো-
বর্চ্চোবিভূতিং জগতো দদাসি।
ত্বং বিশ্বতশ্চক্ষুরনন্তমূর্ত্তে
ত্রেধা পদং সংনিদধে বিধাতঃ ॥ ৪২
যথাগ্নিরেকো বহুধা সমিধ্যতে
বিকারভেদৈরবিকাররূপঃ।
তথা ভবান্ সর্ব্বগতৈকরূপো
রূপাণ্যশেষাণ্যনুপুষ্যতীশ ॥ ৪৪
একস্ত্বমগ্র্যং পরমং পদং যৎ
পশ্যন্তি ত্বাং সূরয়ো জ্ঞানদৃশ্যম্।
ত্বত্তো নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি স্বরূপীহ
যদ্বা ভূতং যচ্চ ভাব্যং পরাত্মন্ ॥ ৪৫
ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপস্ত্বং সমষ্টিব্যষ্টিরূপবান্।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বশক্তিজ্ঞানবলর্দ্ধিমান্ ॥ ৪৬
অন্যূনশ্চাপ্যবৃদ্ধিশ্চ স্বাধীনো নাদিমান্ বশী।
ক্লমতন্দ্রাভয়ক্রোধকামাদিভিরসংযুতঃ ॥ ৪৭
নিরবদ্যঃ পরপ্রীতো নিরনিষ্টোঽক্ষরক্রমঃ।
সর্ব্বেশ্বর পরাধার ধাম্নাং ধামাত্মকোঽক্ষয়ঃ ॥ ৪৮
সকলাবরণাতীত নিরালম্বন ভাবন।
মহাবিভূতিসংস্থান নমস্তে পুরুষোত্তম ॥ ৪৯
নাকারণাৎ কারণাদ্বা কারণাকারণান্ন চ।

শুদ্ধ, নিত্য এবং পরাৎপর। তুমি কর্ণ-হীন হইয়াও শ্রবণ কর, চক্ষুহীন হইয়াও দর্শন কর, এক হইয়াও বহুরূপে বিরাজ কর, পাদহীন হইয়াও গমন কর, হস্তহীন হইয়াও গ্রহণ কর, তুমি সমস্তই জান, অথচ তুমি সকলের বেদ্য নহ। ৩৩—৪০। হে পরমাত্মন্! যে ধীর ব্যক্তির বুদ্ধি তোমার শ্রেষ্ঠ রূপ ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করে না, অণু হইতেও অণুতর ও অসৎ স্বরূপ তোমাকে দর্শনশীল সেই ব্যক্তির মূল অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। তুমি সমস্ত বিশ্বের আশ্রয় ও নিখিল ভুবনের রক্ষাকর্ত্তা, সমস্ত ভূতগণ তোমাতেই অবস্থান করিতেছে। যেহেতু ভূত ও ভব্য তোমা হইতেই হইয়াছে ও হইবে, অতএব তুমিই অণু ইহতে অণুতর এবং প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র এক-মাত্র পুরুষ। তুমিই চতুর্ব্বিধ অগ্নিরূপে জগতের তেজ ও সম্পদ্ প্রদান করিতেছ। হে অনন্ত-মূর্ত্তে! চতুর্দ্দিকেই তোমার চক্ষু বিরাজমান রহি-য়াছে। হে বিধাতঃ! তুমিই ত্রিপাদ দ্বারা তিন লোক ব্যাপিয়া রহিয়াছ। যেমন অবিকাররূপ একমাত্র অগ্নি বিকারভেদে বহু প্রকারে প্রজ্ব-লিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ তুমি সর্ব্বব্যাপি-একরূপ হইয়াও অনন্ত রূপ ধারণ করিয়া থাক। যাহা শ্রেষ্ঠ পরম পদ, তাহা একমাত্র তুমিই; বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তোমাকে জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন। তোমা ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই। হে পরমাত্মন! এ জগতে যাহা কিছু অতীত অথবা ভাবী পদার্থ, সে সমস্ত তোমাতেই। তুমি ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপ, তুমিই সমষ্টি ও ব্যষ্টি রূপ, তুমিই সর্ব্বজ্ঞ ও সকলের দ্রষ্টা এবং তুমিই সমস্ত শক্তি, জ্ঞান, বল ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। তোমার ন্যূনতা বা বৃদ্ধি নাই, তুমি স্বাধীন, অনাদি ও জিতেন্দ্রিয় এবং শ্রম, আলস্য, ভয়, ক্রোধ ও কামাদির সহিত অসংযুক্ত। তুমি নির্ম্মল, পরোপকারী, পরের প্রতিকূলতাশূন্য ও অক্ষর ক্রম। হে পরাধার সর্ব্বেশ্বর! তুমিই তেজঃসমূহের অক্ষয় প্রকাশক। হে সমস্ত আবরণ হইতে অতীত! হে নিরালম্বন! হে ভাবন! হে মহাভূতির আশ্রয়! হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার। অকারণ বা কোন কারণ নিবন্ধন

শরীরগ্রহণং বাপি ধর্ম্মত্রাণায় তে পরম্॥ ৫০
পরাশর উবাচ।
ইত্যেবং সংস্তুতিং শ্রুত্বা মনসা ভগবানজঃ।
ব্রহ্মাণমাহ প্রীতাত্মা বিশ্বরূপধরো হরিঃ॥ ৫১
শ্রীভগবানুবাচ।
ভো ভো ব্রহ্মন্ ত্বয়া মত্তঃ সহ দেবৈর্যদিষ্যতে।
তদুচ্যতামশেষং বঃ সিদ্ধমেবাবধার্য্যতাম্॥ ৫২
পরাশর উবাচ।
ততো ব্রহ্মা হরের্দিব্যং বিশ্বরূপমবেক্ষ্য তৎ।
তুষ্টাব ভূয়ো দেবেষু সাধ্বসাধনতাত্মসু॥ ৫৩
ব্রহ্মোবাচ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রমূর্ত্তে
সহস্রবাহো বহুবক্ত্রপাদ
নমো নমস্তে জগতঃ প্রবৃত্তি-
বিনাশসংস্থানকরাপ্রমেয়॥ ৫৪
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মাতিবৃহৎপ্রমাণ
গরীয়সামপ্যতিগৌরবাত্মন্।
প্রধানবুদ্ধীন্দ্রিয়বৎ-প্রধান-
মূলাৎ পরাত্মন্ ভগবন্ প্রসীদ॥ ৫৫
এষা মহী দেব মহীপ্রসূতৈ-
র্মহাসুরৈঃ পীড়িত-শৈলবন্ধা।
পরায়ণং ত্বাং জগতামুপৈতি
ভারাবতারার্থমপারসারম্॥ ৫৬
এতে বয়ং বৃত্ররিপুস্তথায়ং
নাসত্যদস্রৌ বরুণো যমশ্চ।
ইমে চ রুদ্রা বসবঃ সসূর্য্যাঃ
সমীরণাগ্নিপ্রমুখাস্তথান্যে॥ ৫৭
সুরাঃ সমস্তাঃ সুরনাথ কার্য্য-
মেভির্ম্ময়া যচ্চ তদীশ সর্ব্বম্।
আজ্ঞাপয়াজ্ঞাং প্রতিপালয়ন্ত-
স্তবৈব তিষ্ঠাম সদাস্তদোষাঃ॥ ৫৮
পরাশর উবাচ।
এবং সংস্তূয়মানস্তু ভগবান্ পরমেশ্বরঃ।
উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে॥ ৫৯
উবাচ চ সুরানেতৌ মৎকেশৌ বসুধাতলে।
অবতীর্য্য ভুবো ভারক্লেশহানিং করিষ্যতঃ॥ ৬০

কিংবা কারণাকারণনিবন্ধন তোমার শরীরপরিগ্রহ নহে, কেবল ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য তুমি শরীর ধারণ করিয়া থাক। ৪১—৫০। পরাশর কহিলেন—বিশ্বরূপধর ভগবান্ হরি, এই প্রকার স্তব শ্রবণে প্রীত হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই সকল দেবগণ ও তুমি আমার নিকটে যাহা অভিলাষ করিতেছ, তাহা বল এবং তাহা অশেষ-প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছে, ইহাও নিশ্চয় কর। পরাশর কহিলেন, তৎপরে ভগবানের সেই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া দেবগণ ভয়ে অবনত-শরীর হইলে ব্রহ্মা পুনরায় স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে সহস্রমূর্ত্তে! হে সহস্রবাহো! হে বহুবক্ত্র ও বহুপাদ! আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার। হে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-কর! হে অপ্রমেয়! আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার। হে সূক্ষ্ম হইতেও অতি সূক্ষ্ম! হে অতিবৃহৎ-প্রমাণ! হে গৌরব-শালিগণেরও অতি গৌরব-যুক্ত! হে প্রধান বুদ্ধি ও অহঙ্কারের মূল পুরুষ হইতেও পরাত্মন্! হে ভগবন্! তুমি প্রসন্ন হও। হে দেব! এই পৃথিবী পৃথিবীতে সমুৎপন্ন কতকগুলি মহাসুর কর্ত্তৃক অতি শ্লথশৈলবন্ধনা হইয়া ভারবতারণের নিমিত্ত অপার-সার এবং জগতের একমাত্র গতি তোমার নিকট আগমন করিয়াছে। হে সুরনাথ! এই ইন্দ্র, এই অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এই বরুণ, এই যম, এই রুদ্রগণ, এই সূর্য্যের সহিত বসুগণ এবং বায়ু অগ্নি প্রভৃতি আমরা ও এই অন্যান্য দেবগণ, ইহাঁদের এবং আমার যাহা কর্ত্তব্য, তৎসমস্ত তুমি আজ্ঞা কর। হে ঈশ! তোমারই আজ্ঞা প্রতিপালনে আমরা সর্ব্বদা নির্দ্দোষ হইয়া অবস্থান করিতেছি। পরাশর কহিলেন,—হে মহামুনে! ভগবান্ পরমেশ্বর এই প্রকারে স্তুত হইয়া আপনার শ্বেত ও কৃষ্ণ দুই গাছি কেশ উৎপাটন করিলেন এবং সুরগণকে কহিলেন, আমার এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভারজন্য ক্লেশ অপনয়ন

সুরাশ্চ সকলাঃ স্বাংশৈরবতীর্য্য মহীতলে।
কুর্ব্বন্তু যুদ্ধমুন্মত্তৈঃ পূর্ব্বোৎপন্নৈর্ম্মহাসুরৈঃ॥ ৬১
ততঃ ক্ষয়মশেষাস্তে দৈতেয়া ধরণীতলে।
প্রযাস্যন্তি ন সন্দেহো মদ্দৃক্‌পাতবিচূর্ণিতাঃ॥ ৬২
বসুদেবস্য যা পত্নী দেবকী দেবতোপমা।
তস্যায়মষ্টমো গর্ভো মৎকেশো ভবিতা সুরাঃ॥৬৩
অবতীর্য্য চ তত্রায়ং কংসং ঘাতয়িতা ভুবি।
কালনেমিং সমুদ্ভূতমিত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে হরিঃ॥ ৬৪
অদৃশ্যায় ততস্তেঽপি প্রণিপত্য মহাত্মনে।
মেরুপৃষ্ঠং সুরা জগ্মুরবতেরুশ্চ ভূতলে॥ ৬৫
কংসায় চাষ্টমো গর্ভো দেবক্যাং ধরণীধরঃ।
ভবিষ্যতীত্যাচচক্ষে ভগবান্ নারদো মুনিঃ॥ ৬৬
কংসোঽপি তদুপশ্রুত্য নারদাৎ কুপিতস্ততঃ।
দেবকীং বসুদেবঞ্চ গৃহে গুপ্তাবধারয়ৎ॥ ৬৭
জাতং জাতঞ্চ কংসায় তেনৈবোক্তং যথা পুরা।
তথৈব বসুদেবোঽপি পুত্রমর্পিতবান্ দ্বিজ॥ ৬৮

হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাঃ ষড়্‌গর্ভা ইতি বিশ্রুতাঃ।
বিষ্ণুপ্রযুক্তা তান্ নিদ্রা ক্রমাদ্‌গর্ভে ন্যযোজয়ৎ॥৬৯
যোগনিদ্রা মহামায়া বৈষ্ণবী মোহিতং যয়া।
অবিদ্যয়া জগৎ সর্ব্বং তামাহ ভগবান্ হরিঃ॥৭০

শ্রীভগবানুবাচ।

নিদ্রে গচ্ছ মমাদেশাৎ পাতালতলসংশ্রয়ান্।
একৈকশ্যেন ষড়্‌গর্ভান্ দেবকীজঠরং নয়॥ ৭১
হতেষু তেষু কংসেন শেষাখ্যোঽংশস্ততো মম।
অংশাংশেনোদরে তস্যাঃ সপ্তমঃ সম্ভবিষ্যতি॥ ৭২
গোকুলে বসুদেবস্য ভার্য্যান্যা রোহিণী স্থিতা।
তস্যাঃ স সম্ভূতিসমং দেবি নেয়স্ত্বয়োদরম্।
সপ্তমো ভোজরাজস্য ভয়াদ্রোধোপরোধতঃ॥ ৭৩
দেবক্যাঃ পতিতো গর্ভ ইতি লোকো বদিষ্যতি।
গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ সোঽথ লোকে সঙ্কর্ষণেতি বৈ।
সংজ্ঞামবাপ্স্যতে বীরঃ শ্বেতাদ্রিশিখরোপমঃ॥৭৪
ততোঽহং সম্ভবিষ্যামি দেবকীজঠরে শুভে

করিবে, আর দেবগণ আপন আপন অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্বোৎপন্ন ও উন্মত্ত মহাসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকুন। তাহাতে পৃথিবীতে সেই অশেষ দৈত্যসমূহ আমার দৃষ্টিপাতমাত্রে বিচূর্ণিত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, ইহার সন্দেহ নাই। ৫১—৬২। হে সুরগণ! বসুদেবের দেবতাসদৃশী দেবকী নামে যে পত্নী আছেন, তাঁহার অষ্টম গর্ভে আমার এই কেশ জন্মগ্রহণ করিবে এবং ইহা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া কংসরূপে সমুৎপন্ন কালনেমি অসুরকে বিনাশ করিবে। ইহা বলিয়া হরি অন্তর্হিত হইলেন। তৎপরে দেবগণও দর্শন পথের অতীত সেই মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া সুমেরু পর্ব্বতে গমন করিলেন এবং ক্রমশঃ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ নারদমুনি কংসকে বলিলেন যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভে অনন্তদেব জন্মগ্রহণ করিবেন। কংস নারদের নিকট তাহা শ্রবণ করত ক্রুদ্ধ হইয়া দেবকী ও বসুদেবকে গুপ্তভাবে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। হে দ্বিজ! বসুদেব স্বকৃত পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে এক একটী পুত্র উৎপন্ন হইবামাত্র তাহাদিগকে কংসের নিকট সমর্পণ করিতে লাগিলেন। হিরণ্যকশিপুর ছয়টী পুত্র বিখ্যাত ছিল, বিষ্ণুকর্তৃক প্রেরিত হইয়া নিদ্রা তাহাদিগকে ক্রমশঃ দেবকীর গর্ভে স্থাপন করিয়াছিলেন। যাঁহার দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে, সেই অবিদ্যাস্বরূপিণী যোগনিদ্রা বিষ্ণুর মহামায়া; ভগবান্ হরি তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, হে নিদ্রে! তুমি আমার আদেশে পাতালস্থিত ছয়টী গর্ভ এক এক করিয়া যথাক্রমে দেবকীর জঠরে স্থাপন কর ৬৩—৭১। সেই গর্ভগুলি কংস কর্তৃক হত হইলে, শেষ নামক আমার অংশ অংশাংশভাবে দেবকীর জঠরে সপ্তমগর্ভরূপে সমুৎপন্ন হইবে গোকুলে রোহিণী নামে বসুদেবের আর এক পত্নী আছেন। দেবকীর সপ্তম গর্ভ, ভোজরাজ কংসের ভয়ে কারাগার হইতে তুমি সেই রোহিণীর উদরে স্থাপন করিও। লোকে বলিবে, দেবকীর গর্ভ পতিত হইয়াছে। এই গর্ভসঙ্কর্ষণনিবন্ধন শ্বেতপর্ব্বতশিখর-সদৃশ সেই বীর জগতে সঙ্কর্ষণ নামে খ্যাত হইবে। তৎপরে আমি দেবকীর শুভজঠরে প্রবেশ করিব;

গর্ভে ত্বয়া যশোদায়া গন্তব্যমবিলম্বিতম্ ॥ ৭৫
প্রাবৃট্‌কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যামহং নিশি।
উৎপৎস্যামি নবম্যাঞ্চ প্রসূতিং ত্বমবাপ্স্যসি ॥৭৬
যশোদাশয়নে মান্তু দেবক্যাস্ত্বামনিন্দিতে।
মচ্ছক্তিপ্রেরিতমতির্বসুদেবো নয়িষ্যতি ॥ ৭৭
কংসশ্চ ত্বামুপাদায় দেবি শৈলশিলাতলে।
প্রক্ষেপ্স্যত্যন্তরীক্ষে চ ত্বং স্থানং সমবাপস্যসি ॥৭৮
ততস্ত্বাং শতদৃক্ শক্রঃ প্রণম্য মম গৌরবাৎ।
প্রণিপাতানতশিরা ভগিনীত্বে গ্রহীষ্যতি ॥ ৭৯
ততঃ শুম্ভনিশুম্ভাদীন্ হত্বা দৈত্যান্ সহস্রশঃ।
স্থানৈরনেকৈঃ পৃথিবীমশেষাং মণ্ডয়িষ্যসি ॥ ৮০
ত্বং ভূতিঃসন্নতিঃ কীর্ত্তিঃ ক্ষান্তির্দ্যৌঃপৃথিবী ধৃতিঃ।
লজ্জা পুষ্টিরুষা যা চ কাচিদন্যা ত্বমেব সা ॥ ৮১
যে ত্বামার্য্যেতি দুর্গেতি বেদগর্ভেঽম্বিকেতি চ।
ভদ্রেতি ভদ্রকালীতি ক্ষেম্যা ক্ষেমঙ্করীতি চ ॥৮২
প্রাতশ্চৈবাপরাহ্নে চ স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্ত্তয়ঃ।
তেষাং হি প্রার্থিতং সর্ব্বং মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যতি ॥৮৩
সুরামাংসোপহারৈস্তু ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ পূজিতা।
নৃণামশেষকামাংস্ত্বং প্রসন্না সম্প্রদাস্যসি ॥ ৮৪
তে সর্ব্বে সর্ব্বদা ভদ্রে মৎপ্রসাদাদসংশয়ম্।
অসন্দিগ্ধা ভবিষ্যন্তি গচ্ছ দেবি যথোদিতম্ ॥ ৮৫

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

যথোক্তং সা জগদ্ধাত্রী দেবদেবেন বৈ তদা।
ষড়্‌গর্ভ-গর্ভবিন্যাসং চক্রে চান্যস্য কর্ষণম্ ॥ ১
সপ্তমে রোহিণীং প্রাপ্তে গর্ভে গর্ভং ততো হরিঃ।
লোকত্রয়োপকারায় দেবক্যাঃ প্রবিবেশ বৈ ॥ ২
যোগনিদ্রা যশোদায়াস্তস্মিন্নেব ততো দিনে।

তুমিও কালবিলম্ব না করিয়া যশোদার গর্ভে গমন করিও। বর্ষাকালে শ্রাবণমাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে নিশীথ সময়ে আমি জন্মগ্রহণ করিব এবং তুমিও নবমীতে জন্মগ্রহণ করিবে। বসুদেব আমার শক্তিতে প্রেরিত হইয়া আমাকে যশোদার শয়নগৃহে এবং তোমাকে দেবকীর শয্যায় আনয়ন করিবেন। হে দেবি! কংসও তোমাকে গ্রহণ করিয়া প্রস্তরখণ্ডের উপর নিক্ষেপ করিবে, তুমি তাহাতে নিক্ষিপ্ত না হইয়াই আকাশমার্গে অবস্থান করিবে। তখন সহস্রলোচন ইন্দ্র আমার মর্য্যাদায় তোমাকে প্রণাম করিয়া অবনতমস্তকে তোমাকে ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করিবে। তৎপরে তুমি শুম্ভ নিশুম্ভ প্রভৃতি বহুতর দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া, বিন্ধ্য জালন্ধর প্রভৃতি বহুবিধ স্থানসমূহ দ্বারা পৃথিবীকে ভূষিত করিবে। তুমিই বিভূতি, তুমিই সন্নতি, তুমিই কীর্ত্তি, তুমিই ক্ষান্তি, তুমিই স্বর্গ, তুমিই পৃথিবী, তুমিই ধৃতি, তুমিই লজ্জা, তুমিই পুষ্টি, তুমিই উষা এবং যাহা কিছু অন্য আছে, তাহা সমস্তই তুমি। যাহারা প্রাতঃ এবং সায়ংকালে ভক্তিপূর্ব্বক আর্য্যা, দুর্গা, বেদগর্ভা, অম্বিকা, ভদ্রা, ভদ্রকালী, ক্ষেম্যা অথবা ক্ষেমঙ্করী বলিয়া তোমাকে স্তব করিবে, আমার প্রসাদে তাহাদের সমস্ত অভিলাষ সিদ্ধ হইবে। সুরা, মাংস, ভক্ষ্য ও ভোজ্য দ্বারা পূজায় তুমি প্রসন্ন হইয়া, মনুষ্যগণের অশেষ প্রার্থিত বিষয় প্রদান করিবে। হে ভদ্রে! তোমাকর্তৃক প্রদত্ত সেই কামনিচয় আমার প্রসাদে নিশ্চয়ই পরিপূর্ণ হইবে। হে দেবি! তুমি যথোদিত স্থানে গমন কর। ৭২—৮৫।

পঞ্চমাংশে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—তখন জগতের ধাত্রী সেই যোগনিদ্রা, দেবদেব বিষ্ণু যেমন কহিয়াছিলেন, তদনুসারে ছয়টী গর্ভকে দেবকীর গর্ভে বিন্যাস ও সপ্তম গর্ভের কর্ষণ করিয়াছিলেন। সপ্তম গর্ভ রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ লাভ করিলে পরে, ভগবান্ হরি, লোক-ত্রয়ের উপকারের জন্য দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। যোগ-

সম্ভৃতা জঠরে তদ্বদ্‌যথোক্তং পরমেষ্ঠিনা ॥ ৩
ততো গ্রহগণঃ সম্যক্ প্রচচার দিবি দ্বিজ।
বিষ্ণোরংশে ভুবং যাতে ঋতবশ্চাভবন্ শুভাঃ ॥৪
ন সেহে দেবকীং দ্রষ্টুং কশ্চিদপ্যতিতেজসা।
জাজ্বল্যমানাং তাং দৃষ্টা মনাংসি ক্ষোভমাযযুঃ ॥ ৫
অদৃষ্টাঃ পুরুষস্ত্রীভির্দ্দেবকীং দেবতাগণাঃ।
বিভ্রাণাং বপুষা বিষ্ণুং তুষ্টুবুস্তামহর্নিশম্ ॥ ৬
প্রকৃতিস্ত্বং পরা সূক্ষ্মা ব্রহ্মগর্ভাভবঃ পুরা।
ততো বাণী জগদ্ধাতুর্ব্বেদগর্ভাসি শোভনে ॥ ৭
সূর্য্যস্বরূপগর্ভা চ সৃষ্টিভূতা সনাতনে।
বীজভূতা তু সর্ব্বস্য যজ্ঞগর্ভাভবস্ত্রয়ী ॥ ৮
ফলগর্ভা ত্বমেবেজ্যা বহ্নিগর্ভা তথারণিঃ
অদিতির্দ্দেবগর্ভা ত্বং দৈত্যগর্ভা তথা দিতিঃ ॥ ৯
জ্যোৎস্না বাসরগর্ভা ত্বং জ্ঞানগর্ভাসি সন্নতিঃ।
নয়গর্ভধরা নীতির্লজ্জা ত্বং প্রশ্রয়োদ্বহা ॥ ১০

নিদ্রাও তৎপর দিবস সেই সময়ে পরমেশ্বরের আদেশানুসারে যশোদার গর্ভে সম্ভূত হইলেন। হে দ্বিজ! বিষ্ণুর অংশ পৃথিবীতে আগমন করিলে, আকাশে গ্রহগণ সম্যক্‌রূপে বিচরণ করিতে লাগিল এবং ঋতু সকল মঙ্গল রূপ ধারণ করিল। অত্যন্ত তেজে জাজ্বল্যমান দেবকীকে দর্শন করিতে কেহই সমর্থ হইল না এবং তাঁহাকে দেখিয়া, বিপক্ষগণের মন ক্ষুব্ধ হইতে লাগিল। দেবগণ তত্রস্থ স্ত্রী ও পুরুষগণের অদৃশ্য হইয়া, দিবারাত্র বিষ্ণুর গর্ভধারিণী সেই দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন, হে শোভনে! পূর্ব্বে তুমি ব্রহ্মপ্রতিবিম্বধারিণী সূক্ষ্ম প্রকৃতি ছিলে, তুমিই তৎপরে বাণীস্বরূপা হইয়া জগতের বিধাতার বেদগর্ভা হইয়াছ। হে সনাতনি! তুমিই সূর্য্যস্বরূপগর্ভা হইয়া, সৃষ্টিরূপে বিরাজ করিতেছ এবং সকলের বীজভূতা তুমিই বেদময়ী যজ্ঞগর্ভা। তুমিই ফলগর্ভা যজ্ঞস্বরূপিণী এবং তুমিই বহ্নিগর্ভা অরণি, তুমিই বেদগর্ভা অদিতি এবং তুমিই দৈত্যগর্ভা দিতি। তুমিই বাসরগর্ভা জ্যোৎস্নাস্বরূপিণী, তুমিই জ্ঞানগর্ভা সন্নতি, তুমিই নয়গর্ভা নীতি এবং তুমিই আশ্রয়োদ্বহা লজ্জাস্বরূপিণী।

কামগর্ভা তথেচ্ছা ত্বং ত্বং তুষ্টিস্তোষগর্ভিণী।
মেধা চ বোধগর্ভাসি ধৈর্য্যগর্ভোদ্বহা ধৃতিঃ।
গ্রহর্ক্ষতারকাগর্ভা দ্যৌরস্যাখিলহৈতুকী ॥ ১১
এতা বিভূতয়ো দেবি তথান্যাশ্চ সহস্রশঃ।
তথাসঙ্খ্যা জগদ্ধাত্রি সাম্প্রতং জঠরে তব ॥ ১২
সমুদ্রাদ্রিনদীদ্বীপ-বনপত্তনভূষণা
গ্রাম-খর্ব্বট-খেটাঢ্যা সমস্তা পৃথিবী শুভে ॥ ১৩
সমস্তবহ্নয়োঽম্ভাংসি সকলাশ্চ সমীরণাঃ।
গ্রহর্ক্ষতারকাচিত্রং বিমানশতসঙ্কুলম্ ॥ ১৪
অবকাশমশেষস্য যদ্দদাতি নভশ্চ তৎ।
ভূর্লোকোঽথভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোঽথমহর্জ্জনঃ ॥১৫
তপশ্চ ব্রহ্মলোকশ্চ ব্রহ্মাণ্ডমখিলং শুভে
তদন্তর্যে স্থিতা দেবা দৈত্যগন্ধর্ব্বচারণাঃ ॥ ১৬
মহোরগাস্তথা যক্ষা রাক্ষসাঃ প্রেতগুহ্যকাঃ।
মনুষ্যাঃ পশবশ্চান্যে যে চ জীবা যশস্বিনি ॥ ১৭
তৈরন্তঃস্থৈরনন্তোঽসৌ সর্ব্বেশঃ সর্ব্বভাবনঃ

১—১০। তুমিই কামগর্ভা ইচ্ছাস্বরূপিণী, তুমিই সন্তোষগর্ভা তুষ্টিস্বরূপা, তুমিই বোধগর্ভা মেধা, তুমিই ধৈর্য্যগর্ভা ধৃতি, তুমিই গ্রহনক্ষত্রতারকাগর্ভা অখিলের হেতুভূতা আকাশস্বরূপিণী। হে দেবি জগদ্ধাত্রি! এই সমস্ত এবং অন্যান্য বহুবিধ অসংখ্য বিভূতি, সম্প্রতি তোমার জঠরে বিরাজ করিতেছে। হে শুভে! সমুদ্র, পর্ব্বত নদী, দ্বীপ, বন ও গৃহ বিভূষিত এবং গ্রাম, খর্ব্বট * ও খেট † যুক্ত সমস্ত পৃথিবী, সর্ব্বপ্রকার অনল, জলসমূহ সমস্ত সমীরণ, গ্রহনক্ষত্রতারকাচিত্রিত, বিমানশত-সঙ্কুল এবং সকলের অবকাশদাতা আকাশ, ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, ব্রহ্মলোক এবং অখিল ব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তর্ব্বর্ত্তী দেবদৈত্য, গন্ধর্ব্ব, চারণ, মহোরগ, যক্ষ, রাক্ষস, প্রেত, গুহ্যক, মনুষ্য, পশু ও অন্যান্য যে সমস্ত জীব আছে, হে যশস্বিনি! অন্তঃস্থিত সেই সমস্ত জীবগণের সহিত সর্ব্বেশ,

* পর্ব্বতপ্রান্তবর্ত্তী গ্রাম। † কৃষকদিগের গ্রাম।

রূপকর্ম্মস্বরূপাণি ন পরিচ্ছেদগোচরে।
যস্যাখিলপ্রমাণানি স বিষ্ণুর্গর্ভগস্তব ॥ ১৮
ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা বিদ্যা সুধা ত্বং জ্যোতিরম্বরম্
ত্বং সর্ব্বলোকরক্ষার্থমবতীর্ণা মহীতলে ॥ ১৯
প্রসীদ দেবি সর্ব্বস্য জগতঃ শং শুভে কুরু।
প্রীত্যা ত্বং ধারয়েশানং ধৃতং যেনাখিলং জগৎ ॥২০

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

এবং সংস্তূয়মানা সা দেবৈর্দেবমধারয়ৎ।
গর্ভেণ পুণ্ডরীকাক্ষং জগতস্ত্রাণকারণম্ ॥ ১
ততোঽখিলজগৎপদ্মবোধায়াচ্যুতভানুনা।
দেবকী পূর্ব্বসন্ধ্যায়ামাবিভূ তং মহাত্মনা। ২
তজ্জন্মদিনমত্যর্থমাহ্লাদ্যমলদিঙ্মুখম্।
বভূব সর্ব্বলোকস্য কৌমুদী শশিনো যথা ॥ ৩
সন্তঃ সন্তোষমধিকং প্রশমং চণ্ডমারুতঃ।
প্রসাদং নিমগা যাতা জায়মানে জনার্দ্দনে ॥ ৪
সিন্ধবো নিজশব্দেন বাদ্যং চক্রুর্ম্মনোহরম্।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৫
সসৃজুঃ পুষ্পবর্ষাণি দেবা ভুব্যন্তরীক্ষগাঃ।
জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তা জায়মানে জনার্দ্দনে ॥ ৬
মধ্যরাত্রেঽখিলাধারে জায়মানে জনার্দ্দনে।
মন্দং জগর্জ্জুর্জলদাঃ পুষ্পবৃষ্টিমুচো দ্বিজ ॥ ৬
ফুল্লেন্দীবরপত্রাভং চতুর্ব্বাহুমুদীক্ষ্য তম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং জাতং তুষ্টাবানকদুন্দুভিঃ ॥ ৮
অভিষ্টূয় চ তং বাগ্‌ভিঃ প্রসন্নাভির্ম্মহামতিঃ।
বিজ্ঞাপয়ামাস তদা কংসাদ্ভীতো দ্বিজোত্তম ॥ ৯

সর্ব্বভাবন এবং প্রমাণনিচয় যাহার তত্ত্ব, লীলা ও মূর্ত্তি নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ, সেই ভগবান্ বিষ্ণু, তোমার গর্ভে অবস্থান করিতেছেন। তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি বিদ্যা, তুমি সুধা, তুমি জ্যোতিঃ এবং তুমিই অম্বরস্বরূপিণী ; লোক-সমূহের রক্ষার জন্যই তুমি মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছ। হে দেবি! তুমি প্রসন্ন হও, হে শুভে! সমস্ত জগতের কল্যাণ কর ; যিনি সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, প্রীতির সহিত তুমি সেই ঈশ্বরকে ধারণ কর। ১১—২০।

পঞ্চমাংশে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া দেবকী, পুণ্ডরীক-লোচন ও জগতের ত্রাণ কারণ সেই দেবকে গর্ভে ধারণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে অখিল-জগৎরূপ পদ্মের বিকাশের জন্য দেবকীরূপ পূর্ব্বসন্ধ্যাতে মহাত্মা বিষ্ণুরূপ সূর্য্য আবির্ভূত হইলেন। চন্দ্রের জ্যোৎস্না যেমন সমস্তলোকের আহ্লাদকর হয়, তদ্রূপ ভগবানের জন্মদিন লোকনিবহের অতি-শয় আহ্লাদজনক হইয়াছিল এবং সেই দিবস দিঙ্মণ্ডল অত্যন্ত নির্ম্মল হইয়াছিল। জনা-র্দ্দনের জন্মগ্রহণ-কালে সাধুগণ অতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, প্রচণ্ড বায়ু শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং নদী সকল প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সিন্ধু সকল নিজশব্দে মনোহর বাদ্য করিয়াছিল, গন্ধর্ব্বগণ গান এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিয়াছিল। দেবগণ অন্তরীক্ষ হইতে পৃথিবীতে পুষ্পবর্ষণ করিয়া-ছিলেন এবং অগ্নিসমূহ শান্তভাবে প্রজ্বলিত হইয়াছিল। হে দ্বিজ! মধ্যরাত্রিতে অখিলা-ধার বিষ্ণুর উৎপত্তিসময়ে মেঘ সকল পুষ্পবর্ষণ-পূর্ব্বক মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিয়াছিল। বসুদেব প্রফুল্ল-ইন্দীবর-দল-প্রভ, চতুর্ব্বাহু ও বক্ষঃ-স্থলে শ্রীবৎসচিহ্নাঙ্কিত সেই বিষ্ণুকে উৎপন্ন দর্শন করিয়া স্তব করিয়াছিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মহামতি বসুদেব বিশুদ্ধবাক্যসমূহ দ্বারা জগৎ-পতির স্তব করিয়া কংসের ভয়ে ভীত হইয়া সেই সময় নিবেদন করিলেন,—হে দেবদেবেশ!

বসুদেব উবাচ।

জ্ঞাতোঽসি দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর।
দিব্যং রূপমিদং দেব প্রসাদেনোপসংহর॥ ১০
অদ্যৈব দেব কংসোঽয়ং কুরুতে মম যাতনম্।
অবতীর্ণমিতি জ্ঞাত্বা ত্বামস্মিন্ মম মন্দিরে॥ ১১

দেবক্যুবাচ।

যোঽনন্তরূপোঽখিলবিশ্বরূপো-
গর্ভেষু লোকান্ বপুষা বিভর্ত্তি।
প্রসীদতামেষ স দেবদেবঃ
স্বমায়য়াবিষ্কৃতবালরূপঃ॥ ১২
উপসংহর সর্ব্বাত্মন্ রূপমেতচ্চতুর্ভুজম্।
জানাতু মাবতারং তে কংসোঽয়ং দিতিজাধমঃ॥১৩

শ্রীভগবানুবাচ।

স্তুতোঽহং যং ত্বয়া পূর্ব্বং পুত্রার্থিন্যা তদদ্য তে।
সফলং দেবি সঞ্জাতং জাতোঽহং যত্তবোদরাৎ॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ভগবাংস্তূষ্ণীংবভূব মুনিসত্তম।
বসুদেবোঽপি তং রাত্রাবাদায় প্রযযৌ বহিঃ॥ ১৫
মোহিতাশ্চাভবংস্তত্র রক্ষিণো যোগনিদ্রয়া।
মথুরাদ্বারপালাশ্চ ব্রজত্যানকদুন্দুভৌ॥ ১৬
বর্ষতাং জলদানাঞ্চ তোয়মত্যুল্বণং নিশি।
সংছাদ্যানুযযৌ শেষঃ ফণেনানকদুন্দুভিম্॥ ১৭
যমুনাং চাতিগম্ভীরাং নানাবর্ত্তসমাকুলাম্।
বসুদেবো বহন্ বিষ্ণুং জানুমাত্রবহাং যযৌ॥ ১৮
কংসস্য করমাদায় তত্রৈবাভ্যাগতাংস্তটে।
নন্দাদীন্ গোপবৃন্দাংশ্চ যমুনায়া দদর্শ সঃ॥ ১৯
তস্মিন্ কালে যশোদাপি মোহিতা যোগনিদ্রয়া।
তামেব কন্যাং মৈত্রেয় প্রসূতা মোহিতে জনে ২০
বসুদেবোঽপি বিন্যস্য বালমাদায় দারিকাম্
যশোদাশয়নে তূর্ণমাজগামামিতদ্যুতিঃ॥ ২১
দদৃশে চ প্রবুদ্ধা সা যশোদা জাতমাত্মজম্।
নীলোৎপলদলশ্যামং ততোঽত্যর্থং মুদং যযৌ॥ ২২
আদায় বসুদেবোঽপি দারিকাং নিজমন্দিরম্
দেবকীশয়নে ন্যস্য যথাপূর্ব্বমতিষ্ঠত॥ ২৩

হে শঙ্খচক্রগদাধর! আপনাকে আমি জানিতে পারিয়াছি। হে দেব! আপনি প্রসন্ন হইয়া এই দিব্যরূপ উপসংহার করুন আমার এই মন্দিরে আপনাকে অবতীর্ণ জানিলে কংস অদ্যই আমার সর্ব্বনাশ করিবে। ১—১১। দেবকী কহিলেন,—যিনি অনন্ত এবং অখিল-বিশ্বরূপ, নিজদেহে লোকসমূহকে ধারণ করিতে-ছেন, সেই এই দেবদেব নিজ মায়ায় বালরূপে বিরাজ করত আমাদের উপর প্রসন্ন হউন। হে সর্ব্বাত্মন্! আপনি এই চতুর্ভুজ রূপ উপসংহার করুন, দৈত্যকুলের অধম কংস যেন আপনাকে অবতার বলিয়া জানিতে না পারে। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে দেবি! তুমি পূর্ব্বে পুত্রার্থিনী হইয়া আমার স্তব করিয়াছিলে, তাহা অদ্য তোমার সফল হইল; যেহেতু, তোমার উদর হইতে আমি উৎপন্ন হইলাম। পরাশর কহিলেন,—হে মুনিসত্তম, এই কথা বলিয়া ভগবান্ তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিলেন এবং বসুদেবও সেই রাত্রিতে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া বাহিরে গমন করিলেন। বসুদেবের গমন-কালীন তত্রস্থ রক্ষিগণ এবং মথুরার দ্বারপালগণ যোগনিদ্রা কর্তৃক মোহিত হইয়াছিল। সেই রাত্রিতে অনন্তদেব, বর্ষণশীল মেঘসমূহের ভয়ঙ্কর বারিরাশি, ফণা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বসুদেবের অনুগমন করিতে লাগি-লেন। বসুদেব বিষ্ণুকে বহন করত অতিশয় গভীর ও নানা-আবর্ত্ত-সঙ্কুল যমুনা নদী জানু-পরিমিত জলেই পার হইলেন এবং কংসের নিমিত্ত কর লইয়া যমুনা-তটে সমাগত নন্দ প্রভৃতি গোপবৃন্দকে দর্শন করিলেন। হে মৈত্রেয়! সেই সময়েই যোগনিদ্রা কর্তৃক জন-সমূহ মোহাচ্ছন্ন হইলে বিমোহিতা যশোদাও সেই কন্যাকে প্রসব করিয়াছিলেন। অমিতবুদ্ধি বসুদেবও যশোদার শয্যায় বালককে রাখিয়া কন্যা গ্রহণ করত শীঘ্র প্রত্যাগমন করিলেন। ১২—২১। তৎপরে যশোদা জাগরিত হইয়া নীলপদ্মপত্রের ন্যায় শ্যামবর্ণ আত্মজ উৎপন্ন হইয়াছে দেখিয়া অতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হই-লেন। বসুদেবও সেই কন্যাকে নিজগৃহে আনয়ন করিয়া দেবকীর শয্যায় রাখিয়া পূর্ব্ববং

ততো বালধ্বনিং শ্রুত্বা রক্ষিণঃ সহসোত্থিতাঃ।
কংসায়াবেদয়ামাসুর্দেবকীপ্রসবং দ্বিজ॥ ২৪
কংসস্তূর্ণমুপেত্যৈনাং ততো জগ্রাহ বালিকাম্।
মুঞ্চ মুঞ্চেতি দেবক্যা সন্নকণ্ঠ্যা নিবারিতঃ॥ ২৫
চিক্ষেপ চ শিলাপৃষ্ঠে সা ক্ষিপ্তা বিয়তি স্থিতিম্।
অবাপ রূপঞ্চ মহৎ সায়ুধাষ্টমহাভুজম্॥ ২৬
প্রজহাস তথৈবোচ্চৈঃ কংসঞ্চ রুষিতাব্রবীৎ।
কিং ময়া ক্ষিপ্তয়া মূঢ় জাতো যস্ত্বাং বধিষ্যতি॥২৭
সর্ব্বস্বভূতো দেবানামাসীন্মৃত্যুঃ পুরা স তে।
তদেতৎ সম্প্রধার্য্যাশু ক্রিয়তাং হিতমাত্মনঃ॥২৮
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ দেবী দিব্যস্রক্-গন্ধ-ভূষণা।
পশ্যতো ভোজরাজস্য স্তুতা সিদ্ধৈর্ব্বিহায়সি॥ ২৯

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

অবস্থিত হইলেন। হে দ্বিজ! তৎপরে রক্ষিগণ সহসা বালকের ধ্বনি শ্রবণে উত্থিত হইয়া কংসের নিকট দেবকীর প্রসববার্তা নিবেদন করিল। তৎপরে কংস শীঘ্র আগমন করিয়া দেবকী কর্তৃক গদ্গদ কণ্ঠে "ত্যাগ করুন, ত্যাগ করুন" এইরূপ নিবারিত হইয়াও সেই কন্যাকে গ্রহণ করত শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল। সেই কন্যা, কংসকর্তৃক নিক্ষিপ্তা হইয়া আকাশেই রহিলেন এবং আয়ুধের সহিত অষ্টমহাভুজ-বিশিষ্ট মহৎ রূপ ধারণপূর্ব্বক উচ্চ হাস্য করত রুষ্টা হইয়া কংসকে বলিলেন, "হে মূঢ়! আমাকে নিক্ষেপ করিলে তোমার কি হইবে? যিনি তোমাকে বধ করিবেন, দেবগণের সর্ব্বস্ব-ভূত সেই পরম পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এবং তিনিই পূর্ব্বজন্মেও তোমার মৃত্যুস্বরূপ হইয়াছিলেন। ইহা বিবেচনা করিয়া শীঘ্র আপনার হিতের উপায় কর।" ভোজরাজের সমক্ষে এই কথা বলিয়া দিব্য মাল্য ও চন্দনে ভূষিতা সেই দেবী সিদ্ধগণ কর্তৃক সংস্তুত হইয়া আকাশমার্গে অন্তর্হিত হইলেন। ২২—২৯।

পঞ্চমাংশে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

কংসস্তত্তোদ্বিগ্নমনাঃ প্রাহ সর্ব্বান্ মহাসুরান্।
প্রলম্বকেশি-প্রমুখানাহূয়াসুরপুঙ্গবান্॥ ১

কংস উবাচ।

হে প্রলম্ব মহাবাহো কেশিন্ ধেনুক পূতনে।
অরিষ্টাদ্যৈস্তথা চান্যৈঃ শ্রূয়তাং বচনং মম॥ ২
মাং হন্তুমমরৈর্যত্নঃ কৃতঃ কিল দুরাত্মভিঃ।
মদ্বীর্য্যতাপিতৈর্বীরাঃ ন ত্বেতান্ গণয়াম্যহম্॥ ৩
কিমিন্দ্রেণাল্পবীর্য্যেণ কিং হরেণৈকচারিণা।
হরিণা বাপি কিং সাধ্যং ছিদ্রেষ্বসুরঘাতিনা॥ ৪
কিমাদিত্যৈঃ সবসুভিরল্পবীর্য্যৈঃ কিমগ্নিভিঃ।
কিঞ্চান্যৈরমরৈঃ সর্ব্বৈর্মদ্বাহুবলনির্জ্জিতৈঃ॥ ৫
কিং ন দৃষ্টোঽমরপতির্ময়া সংযুগমেত্য সঃ।
পৃষ্ঠেনৈব বহন্ বাণানপাগচ্ছন্ন বক্ষসা॥ ৬
মদ্রাষ্ট্রে বারিতা বৃষ্টির্যদা শক্রেণ কিং তদা।
মদ্বাণভিন্নৈর্জলদৈরাপো মুক্তা যথেপ্সিতাঃ॥ ৭

চতুর্থ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—তৎপরে কংস উদ্বিগ্ন-চিত্তে প্রলম্ব, কেশী প্রভৃতি সমস্ত অসুরপ্রধান-গণকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, হে মহাবাহো প্রলম্ব! হে কেশিন! হে ধেনুক! হে পূতনে! অরিষ্ট প্রভৃতি অন্যান্য অসুরগণের সহিত আপনারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমার বীর্য্য দ্বারা তাপিত হইয়া দুরাত্মা দেবগণ, আমাকে মারিবার জন্য যত্ন করিয়াছে; কিন্তু আমি ইহাদিগের মধ্যে কাহাকেও গণ্য করি না। অল্পবীর্য্য ইন্দ্র, তাপস মহাদেব এবং ছলক্রমে অসুরগণের বিনাশকারী বিষ্ণুরই বা কি সাধ্য এবং বসুগণের সহিত অল্পবীর্য্য আদিত্যসমূহের বা অগ্নির, কিংবা আমার বাহুবল-পরাজিত সমস্ত দেবগণেরই বা কি সাধ্য? আপনারা কি দেখেন নাই যে, অমরপতি আমার সহিত যুদ্ধে পৃষ্ঠ দ্বারাই বাণসমূহ বহন করত পলায়ন করি-য়াছে। ইন্দ্র যখন আমার রাজ্যে অনাবৃষ্টি করিয়াছিল, তখন আমার বাণ দ্বারা বিভিন্ন

কিমুর্ব্বীমবনীপালা মদ্বাহুবলভীরবঃ।
ন সর্ব্বে সন্নতিং যাতা জরাসন্ধমৃতে গুরুম্ ॥ ৮
অমরেষু চ মেঽবজ্ঞা জায়তে দৈত্যপুঙ্গবাঃ।
হাস্যং মে জায়তে বীরাস্তেষু যত্নপরেষ্বপি ॥ ৯
তথাপি খলু দুষ্টানাং তেষামভ্যধিকং ময়া।
অপকারায় দৈত্যেন্দ্রা যতনীয়ং দুরাত্মনাম্ ॥ ১০
তদ্যে যশস্বিনঃ কেচিৎ পৃথিব্যাং যে চ যজ্বিনঃ।
কার্য্যো দেবাপকারায় তেষাং সর্ব্বাত্মনা বধঃ ॥ ১১
উৎপন্নশ্চাপি মৃত্যুর্ম্মে ভূতপূর্ব্বঃ স বৈ কিল
ইত্যেতদ্বালিকা প্রাহ দেবকীগর্ভসম্ভব ॥ ১২
তস্মাদ্বালেষু পরমো যত্নঃ কার্য্যো মহীতলে
যত্রোদ্রিক্তং বলং বালে স হন্তব্যঃ প্রযত্নতঃ ॥ ১৩

পরাশর উবাচ।

ইত্যাজ্ঞাপ্যাসুরান্ কংসঃ প্রবিশ্যাত্মগৃহং ততঃ।
মুমোচ বসুদেবঞ্চ দেবকীঞ্চ নিরোধতঃ ॥ ১৪

কংস উবাচ।

যুবয়োর্ঘাতিতা গর্ভা বৃথৈবৈতে ময়া পুনঃ।
কোঽপ্যন্য এব নাশায় বালো মম সমুদ্গতঃ ॥ ১৫
তদলং পরিতাপেন নূনং তদ্ভাবিনো হি তে।
অর্ভকা যুবয়োঃ কো বা ন যুবেঽন্তে বিনশ্যতে ॥১৬
ইত্যাশ্বাস্য বিমুক্ত্বা চ কংসস্তৌ পরিশঙ্কিতঃ।
অন্তর্গৃহং দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রবিবেশ পুনঃ স্বকম্ ॥১৭

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

মেঘসমূহ হইতে কি যথেপ্সিত বারিমোচন হয় নাই? গুরু জরাসন্ধ ব্যতিরেকে পৃথিবীতে আমার বাহুবলে ভীত হইয়া সমস্ত রাজগণ কি আমার নিকট নত হয় নাই? হে দৈত্যশ্রেষ্ঠগণ! দেবগণের উপরও আমার অবজ্ঞা হইতেছে, হে বীরগণ! তাহাদিগকে আমার মৃত্যুতে যত্নপর দেখিয়া আমার হাস্যও আসিতেছে। ১—৯। হে দৈত্যশ্রেষ্ঠগণ! তথাপি সেই দুষ্ট এবং দুরাত্মগণের অপকারে জন্য আমার বিশেষরূপে যত্ন করা কর্ত্তব্য। অতএব পৃথিবীতে যে কেহ যশস্বী এবং যাগশীল আছে, দেবগণের অপকারের জন্য সর্ব্বথা তাহাদের প্রত্যেককে বধ করিতে হইবে। আমার ভূতপূর্ব্ব সেই মৃত্যু পুনরায় উৎপন্ন হইয়াছে, দেবকীগর্ভসম্ভূতা বালিকা এই কথা বলিয়াছে। অতএব পৃথিবীতে বালকগণের উপরেই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে বালকের বলের আধিক্য দেখা যাইবে, তাহাকেই যত্নপূর্ব্বক বধ করিতে হইবে। পরাশর কহিলেন,—কংস অসুরগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া আপনার গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক বসুদেব ও দেবকীকে কারাগৃহ হইতে মুক্ত করিল এবং কহিল, "আমি ব্যর্থই আপনাদের এই গর্ভসমূহ বিনাশ করিয়াছি; আমার নাশের জন্য অন্য কোন বালক উৎপন্ন হইয়াছে ইহাতে আপনারা কোন অনুতাপ করিবেন না। কারণ আপনাদের বালকগণের অদৃষ্টে সেইরূপই মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট ছিল। দেখুন, আয়ুকাল পূর্ণ হইলে কে না বিনষ্ট হয়?" হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কংস, বসুদেব ও দেবকীকে এইরূপ আশ্বাসবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক কারামুক্ত করিয়া ভীতচিত্তে পুনরায় আপন গৃহে প্রবেশ করিল। ১০—১৭।

পঞ্চমাংশে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

বিমুক্তো বসুদেবোঽস্য নন্দস্য শকটং গতঃ।
প্রহৃষ্টং দৃষ্টবান্ নন্দং পুত্রো জাতো মমেতি বৈ ॥১
বসুদেবোঽপি তং প্রাহ দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি সাদরম্।
বার্দ্ধকেঽপি সমুৎপন্নস্তনয়োঽয়ং তবাধুনা ॥ ২

পঞ্চম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—বসুদেব বিমুক্তি লাভ করিয়া নন্দের শকটমোচন স্থানে গমন করিলেন এবং নন্দকে পুত্রজন্ম জন্য আনন্দিত দর্শন করিলেন। বসুদেবও সাদরে তাঁহাকে বলিলেন যে, এই বৃদ্ধ বয়সে আপনার এই পুত্র

দত্তো হি বার্ষিকঃ সর্ব্বো ভবদ্ভির্নৃপতেঃ করঃ।
যদর্থমাগতাস্তস্মাৎ নাবস্থেয়ং মহাধনাঃ॥ ৩
যদর্থমাগতাঃ কার্য্যং তন্নিষ্পন্নং কিমাস্যতে।
ভবদ্ভির্গম্যতাং নন্দ তচ্ছীঘ্রং নিজগোকুলম্॥ ৪
মমাপি বালকস্তত্র রোহিণীপ্রসবো হি যঃ।
স রক্ষণীয়ো ভবতা যথায়ং তনয়ো নিজঃ॥ ৫

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তাঃ প্রযযুর্গোপা নন্দগোপপুরোগমাঃ।
শকটারোপিতৈর্ভাণ্ডৈঃ করং দত্ত্বা মহাবলাঃ॥ ৬
বসতাং গোকুলে তেষাং পূতনা বালঘাতিনী।
সুপ্তং কৃষ্ণমুপাদায় রাত্রৌ তস্মৈ দদৌ স্তনম্॥ ৭
যস্মৈ যস্মৈ স্তনং রাত্রৌ পূতনা সম্প্রযচ্ছতি।
তস্য তস্য ক্ষণেনাঙ্গং বালকস্যোপহন্যতে॥ ৮
কৃষ্ণস্তস্যাঃ স্তনং গাঢ়ং করাভ্যামবপীড়িতম্।
গৃহীত্বা প্রাণসহিতং পপৌ কোপসমন্বিতঃ॥ ৯
সা বিমুক্তমহারাবা বিচ্ছিন্নস্নায়ুবন্ধনা।
পপাত পূতনা ভূমৌ ম্রিয়মাণাতিভীষণা॥ ১০
তন্নাদশ্রুতিসন্ত্রাসাৎ প্রবুদ্ধাস্তে ব্রজৌকসঃ।
দদৃশুঃ পূতনোৎসঙ্গে কৃষ্ণং তাঞ্চ নিপাতিতাম্॥ ১১
আদায় কৃষ্ণং সন্ত্রস্তা যশোদাপি দ্বিজোত্তম।
গোপুচ্ছং ভ্রাম্য হস্তেন বালদোষমপাকরোৎ॥ ১২
গোঃ করীষমুপাদায় নন্দগোপোঽপি মস্তকে।
কৃষ্ণস্য প্রদদৌ রক্ষাং কুর্ব্বংশ্চৈতদুদীরয়ন্॥ ১৩

নন্দগোপ উবাচ।

রক্ষতু ত্বামশেষাণাং ভূতানাং প্রভবো হরিঃ।
যস্য নাভিসমুদ্ভূত-পঙ্কজাদভবজ্জগৎ॥ ১৪
যেন দংষ্ট্রাগ্রবিধৃতা ধারয়ত্যবনী জগৎ।
বরাহরূপধৃগ্ দেবঃ স ত্বাং রক্ষতু কেশবঃ॥ ১৫
নখাঙ্কুরবিনির্ভিন্ন-বৈরিবক্ষঃস্থলো বিভুঃ।
নৃসিংহরূপী সর্ব্বত্র স ত্বাং রক্ষতু কেশবঃ॥ ১৬

উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অতি ভাগ্যের কথা। আপনারা রাজার বার্ষিক সমস্ত করই প্রদান করিয়াছেন, তথাপি হে মহাধনগণ! আপনারা এই রাজার অধীনে বাস করিবেন না। আমি এই কথা আপনাদিগকে বলিতে আসিয়াছি! আমি যেজন্য আসিয়াছি, আপনারা তাহা নিষ্পন্ন করুন; আপনারা কেন বসিয়া রহিয়াছেন? হে নন্দ! আপনারা শীঘ্র নিজ গোকুলে গমন করুন। রোহিণীর গর্ভজাত আমার যে বালক তথায় আছে, আপনি নিজের এই বালকের মত তাহারও রক্ষা করিবেন। পরাশর কহিলেন,—বসুদেব কর্ত্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া নন্দ প্রভৃতি মহাবল গোপগণ রাজার প্রাপ্য কর প্রদান করত শকটের উপর ভাণ্ডসমূহ রাখিয়া গোকুলে গমন করিলেন। তাঁহাদের গোকুলে বাসকালীন কোন রজনীতে বালঘাতিনী পূতনা নিদ্রাগত কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিয়া স্তন্য প্রদান করিয়াছিল। রাত্রিকালে পূতনা যাহাকে যাহাকে স্তন্য প্রদান করে, অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই সেই বালকের অঙ্গসমূহ উপহত হইয়া যায়। কৃষ্ণ কোপান্বিত হইয়া কর দ্বারা অবপীড়িত ও গাঢ় স্তন, গ্রহণ করিয়া পূতনার প্রাণের সহিত পান করিয়াছিলেন। তখন অতিশয় ভীষণা পূতনা ম্রিয়মাণা হইয়া বিকট শব্দ করিয়াছিল এবং স্নায়ুবন্ধনসমূহ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ভূমে নিপতিত হইল। সেই শব্দ শ্রবণে ভীত সেই ব্রজবাসিগণ জাগরিত হইয়া দেখিলেন যে, পূতনার ক্রোড়ে কৃষ্ণ রহিয়াছেন এবং পূতনা মরিয়া রহিয়াছে। হে দ্বিজোত্তম! তখন যশোদা ত্রস্তভাবে কৃষ্ণকে গ্রহণ করিয়া হস্ত দ্বারা গোরুর লাঙ্গুল ভ্রমণ করাইয়া বাল-দোষ অপাকরণ করিলেন এবং নন্দগোপও গোময়চূর্ণ গ্রহণ করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে বলিতে রক্ষা বিধানপূর্ব্বক কৃষ্ণের মস্তকে প্রদান করিলেন। ১—১৩। নন্দগোপ কহি-লেন,—যাঁহার নাভিসমুদ্ভূত কমল হইতে সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে, অখিল ভূতের উৎ-পত্তিবীজ সেই হরি তোমাকে রক্ষা করুন। যাঁহার দন্তের অগ্রভাগে বিধৃতা হইয়া ধরণী জগৎকে ধারণ করিয়াছেন, বরাহরূপধারী সেই দেব কেশব তোমাকে রক্ষা করুন। নখর দ্বারা যিনি শত্রুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন, সেই সর্ব্বব্যাপী নৃসিংহরূপী কেশব সর্ব্বদা তোমাকে

বামনো রক্ষতু সদা ভবন্তং যঃ ক্ষণাদভূৎ।
ত্রিবিক্রমঃ ক্রমাক্রান্ত-ত্রৈলোক্যঃ স্ফুরদায়ুধঃ॥১৭
শিরস্তে পাতু গোবিন্দঃ কণ্ঠং রক্ষতু কেশবঃ।
গুহ্যঞ্চ জঠরং বিষ্ণুর্জঙ্ঘাপাদৌ জনার্দ্দনঃ॥ ১৮
মুখং বাহূ প্রবাহূ চ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
রক্ষত্বব্যাহতৈশ্বর্য্যস্তব নারায়ণোঽব্যয়ঃ॥ ১৯
শার্ঙ্গ-চক্র-গদা-খড়্গ-শঙ্খনাদহতাঃ ক্ষয়ম্।
গচ্ছন্তু প্রেত-কুষ্মাণ্ড-রাক্ষসা যে তবাহিতাঃ॥ ২০
ত্বাং পাতু দিক্ষু বৈকুণ্ঠো বিদিক্ষু মধুসূদনঃ।
হৃষীকেশোঽম্বরে ভূমৌ রক্ষতু ত্বাং মহীধরঃ॥২১
এবং কৃতস্বস্ত্যয়নো নন্দগোপেন বালকঃ।
শায়িতঃ শকটস্যাধো বালপর্য্যঙ্কিকাতলে॥ ২২
তে চ গোপা মহদ্দৃষ্ট্বা পূতনায়াঃ কলেবরম্।
মৃতায়াঃ পরমং ত্রাসং বিস্ময়ং পরমং যযুঃ॥ ২৩

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

রক্ষা করুন। যিনি ক্ষণমধ্যে পাদ-বিন্যাস দ্বারা ত্রৈলোক্য আক্রান্ত করিয়া আয়ুধের সহিত বিরাজিত ত্রিবিক্রমরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই বামনদেব সর্ব্বদা তোমাকে রক্ষা করুন। গোবিন্দ তোমার মস্তক রক্ষা করুন, কেশব তোমার কণ্ঠ রক্ষা করুন, বিষ্ণু তোমার গুহ্য এবং জঠর রক্ষা করুন, জনার্দ্দন তোমার জঙ্ঘা এবং পদ রক্ষা করুন। অব্যয় এবং অব্যাহতৈশ্বর্য্য নারায়ণ তোমার মুখ, বাহু, প্রবাহু, মন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় রক্ষা করুন। প্রেত, কুষ্মাণ্ড ও রাক্ষসসমূহ যাহারা তোমার শত্রু, তাহারা শার্ঙ্গ, চক্র, গদা, খড়্গ এবং শঙ্খধ্বনি দ্বারা হত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হউক। বৈকুণ্ঠ তোমাকে দিক্‌সমূহে রক্ষা করুন; মধুসূদন বিদিক্‌সমূহে, হৃষীকেশ আকাশে এবং মহীধর ভূমিতে তোমাকে রক্ষা করুন। বালক, নন্দগোপ কর্ত্তৃক এইরূপে কৃত-স্বস্ত্যয়ন হইয়া শকটের নিম্নে দোলার উপর শায়িত হইল এবং সেই গোপগণ, মৃত পূতনার বৃহৎ কলেবর দর্শন করিয়া অত্যন্ত ভয় ও বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৪—২৩।

পঞ্চমাংশে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।
কদাচিৎ শকটাধস্তাৎ শয়ানো মধুসূদনঃ।
চিক্ষেপ চরণাবূর্দ্ধং স্তন্যার্থী প্ররুরোদ চ॥ ১
তস্য পাদপ্রহারেণ শকটং পরিবর্ত্তিতম্।
বিধ্বস্তকুম্ভভাণ্ডং বৈ বিপরীতং পপাত চ॥ ২
ততো হাহাকৃতং সর্ব্বো গোপগোপীজনো দ্বিজ।
আজগামাথ দদৃশে বালমুত্তানশায়িনম্॥ ৩
গোপাঃ কেনেতি কেনেদং শকটং পরিবর্ত্তিতম্।
তত্রৈবং বালকাঃ প্রোচুর্ব্বালেনানেন পাতিতম্॥ ৪
রুদতা দৃষ্টমস্মাভিঃ পাদবিক্ষেপতাড়িতম্।
শকটং পরিবৃত্তং বৈ নৈতদন্যস্য চেষ্টিতম্॥ ৫
ততঃ পুনরতীবাসন্ গোপা বিস্মিতচেতসঃ।
নন্দগোপোঽপি জগ্রাহ বালমত্যন্তবিস্মিতঃ॥ ৬

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—কোন সময়ে শকটের নীচে শয়ান মধুসূদন স্তনার্থী হইয়া চরণদ্বয় ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ এবং রোদন করিতেছিলেন। তাঁহার পাদ-প্রহারে শকট উল্টাইয়া পড়িল এবং শকটস্থিত কুম্ভ ও ভাণ্ডসমূহ ভগ্ন হইয়া গেল। হে দ্বিজ! তখন সমস্ত গোপ ও গোপীজন হাহাকার করিতে করিতে আসিয়া দেখিল যে, বালক উত্তানভাবে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তখন তাহারা কে শকট উল্টাইল, ইহা বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহাতে বালকগণ উত্তর করিল যে, এই বালক শকট উল্টাইয়া ফেলিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, এ রোদন করিতে করিতে পা ছুড়িতেছিল, তাহাতেই শকট উলটিয়া পড়িয়াছে; ইহা আর কেহ করে নাই। তখন গোপসমূহ আরও অধিক বিস্মিত হইল এবং

যশোদা শকটারূঢ়-ভগ্নকাণ্ডকপালিকাঃ।
শকটং চার্চ্চয়ামাস দধিপুষ্পফলাক্ষতৈঃ॥ ৭
গর্গশ্চ গোকুলে তত্র বসুদেবপ্রণোদিতঃ।
প্রচ্ছন্ন এব গোপানাং সংস্কারানকরোৎতয়োঃ॥ ৮
জ্যেষ্ঠঞ্চ রামমিত্যাহ কৃষ্ণঞ্চৈব তথাপরম্।
গর্গো মতিমতাং শ্রেষ্ঠো নাম কুর্ব্বন্ মহামতিঃ॥৯
স্বল্পেনৈব হি কালেন রিঙ্গিণৌ তৌ তদা ব্রজে।
ঘৃষ্টজানুকরৌ তৌ হি বভূবতুরুভাবপি॥ ১০
করীষভস্মদিগ্ধাঙ্গৌ ভ্রমমাণাবিতস্ততঃ।
ন নিবারয়িতুং শেকে যশোদা ন চ রোহিণী॥ ১১
গোবাটমধ্যে ক্রীড়ন্তৌ বৎসবাটগতৌ পুনঃ।
তদহর্যাতগোবৎস-পুচ্ছাকর্ষণতৎপরৌ॥ ১২
যদা যশোদা তৌ বালাবেকস্থানচরাবুভৌ।
শশাক নো বারয়িতুং ক্রীড়ন্তাবতিচঞ্চলৌ॥ ১৩
যশোদা যষ্টিমাদায় কোপেনানুগতা চ তম্।
কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং তর্জ্জয়ন্তী রুষা তদা॥ ১৪
দাম্না বদ্ধা তদা মধ্যে নিবব্যাথ উদূখলে।
কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্ম্মাণমাহ চেদমমর্ষিতা॥ ১৫
যদি শক্নোষি গচ্ছ ত্বমতিচঞ্চলচেষ্টিত।
ইত্যুক্ত্বা চ নিজং কর্ম্ম সা চকার কুটুম্বিনী॥ ১৬
ব্যগ্রায়ামথ তস্যাং স কর্ষমাণ উদূখলম্।
যমলার্জ্জুনমধ্যেন জগাম কমলেক্ষণঃ॥ ১৭
কর্ষতা বৃক্ষয়োর্ম্মধ্যে তির্য্যগ্‌গতমুদূখলম্।
ভগ্নাবুত্তুঙ্গশাখাগ্রৌ তেন তৌ যমলার্জ্জুনৌ॥ ১৮
ততঃ কটকটাশব্দং সমাকর্ণ্য চ কাতরঃ।
আজগাম ব্রজজনো দদৃশে চ মহাদ্রুমৌ॥ ১৯
ভগ্নস্কন্ধৌ নিপতিতৌ ভগ্নশাখৌ মহীতলে।
নবোদ্গতাল্পদন্তাংশু-সিতহাসঞ্চ বালকম্॥ ২০
তয়োর্ম্মধ্যগতং বদ্ধং দাম্না গাঢ়ং তথোদরে।
ততশ্চ দামোদরতাং স যযৌ দামবন্ধনাৎ॥ ২১
গোপবৃদ্ধাস্ততঃ সর্ব্বে নন্দগোপপুরোগমাঃ।
মন্ত্রয়ামাসুরুদ্বিগ্না মহোৎপাতাতিভীরবঃ॥ ২২

নন্দগোপ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বালককে কোলে লইলেন। যশোদা, দধি পুষ্প ফল ও অক্ষত দ্বারা শকটস্থিত ভগ্ন ভাণ্ডের কপালিকা ও শকট পূজা করিতে লাগিলেন। সেই গোকুলে বসুদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া গর্গমুনি গোপগণের অজ্ঞাতসারে সেই বালকদ্বয়ের সংস্কারসমূহ নিষ্পন্ন করিলেন। মতিমৎশ্রেষ্ঠ মহামতি গর্গ নামকরণের সময় জ্যেষ্ঠের রাম এবং কনিষ্ঠের কৃষ্ণ নাম রক্ষা করিলেন। অতি অল্পকালেই ব্রজমধ্যে সেই উভয় বালকই জানু ও কর সংবর্ষণে (হাঁমাগুড়ি দিয়া) ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। ১—১০। যখন তাঁহারা গোময় ও ভস্ম দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত করিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তখন যশোদা বা রোহিণী, কেহই তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থা হইতেন না। বালকদ্বয় কখন গোগৃহে, কখন বা গোবৎসের গৃহে সদ্যোজাত গোবৎসের পুচ্ছ আকর্ষণ করত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। যখন যশোদা একত্র-বিহারী ও ক্রীড়াশীল অতি চঞ্চল ঐ বালকদ্বয়কে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন রোষভরে যষ্টি গ্রহণপূর্ব্বক কমললোচন কৃষ্ণের অনুগমন করত তাঁহাকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া উদূখলে বাঁধিয়া রাখিলেন এবং অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণকে অমর্ষভাবে বলিতে লাগিলেন, "হে অতিচঞ্চল! যদি তোমার সামর্থ্য থাকে, গমন কর।" যশোদা এই কথা বলিয়া নিজ গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা হইলেন। যশোদা গৃহকর্ম্মে ব্যগ্রা হইলে কমলেক্ষণ কৃষ্ণ, উদূখল টানিয়া লইয়া যমল অর্জ্জুন-বৃক্ষের মধ্যদিয়া গমন করিতে লাগিলেন। বৃক্ষদ্বয়ের মধ্য দিয়া বক্রভাবে উদূখল আকর্ষণ করাতে উর্দ্ধশাখ সেই অর্জ্জুন-বৃক্ষদ্বয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। ব্রজবাসী, সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণ করত কাতরভাবে আগমন করিল, এবং ভগ্নস্কন্ধ ও ভগ্নশাখ সেই বৃক্ষদ্বয়কে ভূমিতে পতিত এবং নবোদ্গত ক্ষুদ্র দন্তের কিরণে সিত হাস্যবিশিষ্ট, সেই বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যগত ও উদরে রজ্জু দ্বারা গাঢ় আবদ্ধ সেই বালককে দর্শন করিল। তদবধি দাম (রজ্জু) দ্বারা বন্ধন-নিবন্ধন সেই বালকের দামোদর নাম হইল। ১১—২১। তদনন্তর মহোৎপাতভীত নন্দগোপ প্রভৃতি গোপবৃদ্ধগণ উদ্বিগ্ন হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, "এস্থানে

স্থানে নেহ ন নঃ কার্য্যং গচ্ছামোঽন্যন্মহাবনম্।
উৎপাতা বহবো হ্যত্র দৃশ্যন্তে নাশহেতবঃ॥ ২৩
পূতনায়া বিনাশশ্চ শকটস্য বিপর্য্যয়ঃ।
বিনা বাতাদি-দোষেণ দ্রুময়োঃ পতনং তথা॥ ২৪
বৃন্দাবনমিতঃ স্থানাৎ তস্মাদ্‌গচ্ছাম মা চিরম্।
যাবদ্ভৌমমহোৎপাত-দোষো নাভিভবেদ্‌ব্রজম্॥ ২৫
ইতি কৃত্বা মতিং সর্ব্বে গমনে তে ব্রজৌকসঃ।
উচুঃ স্বং স্বং কুলং শীঘ্রং গম্যতাং মা বিলম্ব্যতাম্
ততঃ ক্ষণেন প্রযযুঃ শকটৈর্গোধনৈস্তথা।
যূথশো বৎসবালাংশ্চ কালয়ন্তো ব্রজৌকসঃ॥ ২৭
দ্রব্যাবয়বনির্দ্ধূতং ক্ষণমাত্রেণ তৎ তথা।
কাককাকী-সমাকীর্ণং ব্রজস্থানমভূদ্দ্বিজ॥ ২৮
বৃন্দাবনং ভগবতা কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
শুভেন মনসা ধ্যাতং গবাং বৃদ্ধিমভীপ্সতা॥ ২৯
ততস্তত্রাতিরুক্ষেঽপি ঘর্ম্মকালে দ্বিজোত্তম।
প্রাবৃট্‌কাল ইবোদ্ভূতং নবং শষ্পং সমন্ততঃ॥ ৩০
স সমাবাসিতঃ সর্ব্বো ব্রজো বৃন্দাবনে ততঃ।
শকটীবাটপর্য্যন্ত-চন্দ্রার্দ্ধাকারসংস্থিতিঃ॥ ৩১
বৎসপালৌ চ সংবৃত্তৌ রামদামোদরৌ ততঃ।
একস্থানস্থিতৌ গোষ্ঠে চেরতুর্ব্বাললীলয়া॥ ৩২
বর্হিপত্র-কৃতাপীড়ৌ বন্যপুষ্পাবতংসকৌ।
গোপবেণুকৃতাতোদ্য-পত্রবাদ্যকৃতস্বনৌ॥ ৩৩
কাকপক্ষধরৌ বালৌ কুমারাবিব পাবকী।
হসন্তৌ চ রমন্তৌ চ চেরতুস্তৌ মহাবলৌ॥ ৩৪
ক্বচিৎ হসন্তাবন্যোন্যং ক্রীড়মানৌ তথাপরৈঃ।
গোপপুত্রৈঃ সমং বৎসাংশ্চারয়ন্তৌ বিচেরতুঃ॥৩৫
কালেন গচ্ছতা তৌ তু সপ্তবর্ষৌ মহাব্রজে।
সর্ব্বস্য জগতঃ পালৌ বৎসপালৌ বভূবতুঃ॥ ৩৬
প্রাবৃট্‌কালস্ততোঽতীব মেঘৌঘস্থগিতাম্বরঃ।
বভূব বারিধারাভিরৈক্যং কুর্ব্বন্ দিশামিব॥ ৩৭
প্ররূঢ়নবশষ্পাঢ্যা শক্রগোপাচিতা মহী।
তদা মারকতীবাসীৎ পদ্মরাগবিভূষিতা॥ ৩৮

আমাদের বাসের প্রয়োজন নাই, আমরা অন্য মহাবনে গমন করি। কারণ এখানে নাশের হেতুস্বরূপ পূতনার বিনাশ, শকটের বিপর্য্যয় এবং বিনা বায়ুতে বৃক্ষদ্বয়ের পতনরূপ বহুবিধ উৎপাত দেখা যাইতেছে। অতএব যে পর্য্যন্ত কোন ভৌম মহোৎপাত ব্রজকে বিনাশ না করে, তাহার মধ্যেই আমরা এস্থান হইতে বৃন্দাবনে গমন করি; বিলম্বের প্রয়োজন নাই।" ব্রজবাসিগণ এইরূপে স্থিরমতি হইয়া আপন আপন পরিবারবর্গকে বলিল, 'শীঘ্র গমন কর, বিলম্ব করিও না।' তদনন্তর ব্রজবাসিগণ ক্ষণমধ্যে শকট ও গোধনের সহিত দলে দলে গোবৎস ও বালকগণকে চালন করত গমন করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজ! তখন দ্রব্য-সমূহের অবশিষ্টাংশে সমাকীর্ণ সেই ব্রজভূমি কাক ও কাকীগণ দ্বারা ব্যাপ্ত হইল। তখন অক্লিষ্টকর্ম্মা ভগবান্ কৃষ্ণ, গোসমূহের বৃদ্ধির ইচ্ছায় বিশুদ্ধমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজোত্তম! তাহাতে সেই স্থানে চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত রুক্ষ গ্রীষ্মকালেও বর্ষাকালের ন্যায় নূতন শষ্পসমূহ উৎপন্ন হইল। ২২—৩০। তখন সেই ব্রজবাসিগণ বৃন্দাবনে শকটীবাট পর্য্যন্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সংস্থিত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। রাম এবং দামোদর বৎসসমূহের পালক হইয়া একত্র বাল্যলীলা করত গোষ্ঠমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাবল রাম ও কৃষ্ণ মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ ও কর্ণে বন্য কুসুম ধারণ করত গোপোচিত বেণু দ্বারা মৃদঙ্গাদির বাদ্য সম্পাদন এবং পত্রময় বাদ্যযন্ত্র দ্বারা নানাবিধ বাদ্য করিয়া কাকপক্ষ ধারণপূর্ব্বক পাবকিকুমারদ্বয়ের ন্যায় সহাস্যবদনে ক্রীড়া করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। কখনও উভয়ে হাস্যপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে করিতে অন্যান্য গোপবালকের সহিত গোরু চরাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কালক্রমে সপ্তমবর্ষ বয়সে সমস্ত জগতের পালক সেই বালকদ্বয়, বৎসগণের পালক হইয়া উঠিলেন। তদনন্তর মেঘসমূহ দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত এবং বারিধারা দ্বারা দিক্‌সমূহকে একাকার করিয়া বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। নূতন শষ্পে পরিপূর্ণা ও শক্রগোপ কীটসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া পৃথিবী তখন পদ্মরাগ-মণি-

জগ্মুরুন্মার্গবাহীনি নিম্নগাম্ভাংসি সর্ব্বতঃ।
মনাংসি দুর্ব্বিনীতানাং প্রাপ্য লক্ষ্মীং নবামিব ॥৩৯
ন রেজেঽন্তরিতশ্চন্দ্রো নির্ম্মলো মলিনৈর্ঘনৈঃ।
সদ্বাক্যবাদো মূর্খাণাং প্রগল্‌ভাভিরিবোক্তিভিঃ ॥৪০
নির্গুণেনাপি চাপেন শক্রস্য গগনে পদম্।
অবাপ্যতাবিবেকস্য নৃপস্যেব পরিগ্রহে ॥ ৪১
মেঘপৃষ্ঠে বলাকানাং ররাজ বিমলা ততিঃ।
দুর্বৃত্তের্বৃত্তচেষ্টেব কুলীনস্যাতিশোভনা ॥ ৪২
ন ববন্ধাম্বরে স্থৈর্য্যং বিদ্যুদত্যন্তচঞ্চলা।
মৈত্রীব প্রবরে পুংসি দুর্জ্জনেন প্রযোজিতা ॥ ৪৩
মার্গা বভূবুরস্পষ্টা নবশষ্পচয়াবৃতাঃ।
অর্থান্তরমনুপ্রাপ্তাঃ প্রজড়ানামিবোক্তয়ঃ ॥ ৪৪
উন্মত্তশিখিসারঙ্গে তস্মিন্ কালে মহাবনে।
কৃষ্ণরামৌ মুদা যুক্তৌ গোপালৈশ্চেরতুঃ সহ ॥৪৫
ক্বচিদ্গোপৈঃ সমং রম্যং গেয়নৃত্য-রতাবুভৌ।
চেরতুঃ ক্বচিদত্যর্থং শীতবৃক্ষতলাশ্রয়ৌ ॥ ৪৬

ভূষিতা মরকতময়ী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নূতন ধনপ্রাপ্ত দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিগণের মনের ন্যায় নদীর জলরাশি উন্মার্গবাহী হইয়া গমন করিতে লাগিল। মূর্খগণের প্রগল্‌ভোক্তির সহিত সদ্বাক্যবাদ যেমন শোভা পায় না, তদ্রূপ নির্ম্মল চন্দ্র কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আবৃত হইয়া শোভাহীন হইলেন। ৩৯—৪০। বিবেকহীন রাজার সভায় নির্গুণ পুরুষ যেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তদ্রূপ গগনমণ্ডলে গুণহীন ইন্দ্রধনুঃ, পদ লাভ করিল। দুর্ব্বৃত্ত জনে কুলীন ব্যক্তির শোভন নিষ্কপট চেষ্টার ন্যায় মেঘপৃষ্ঠে বিমল বলাকা-শ্রেণী বিরাজিত হইল। সচ্চরিত্র পুরুষে দুর্জ্জনকৃত মিত্রতার ন্যায় অত্যন্ত চঞ্চল বিদ্যুৎ গগনে স্থিরতা লাভ করিতে পারিল না। মূর্খ-জনের অর্থান্তরসমাকুল উক্তিসমূহের ন্যায় পথ সকল নূতন শষ্পচয়ে আবৃত হইয়া অস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইল। সেই সময়ে উন্মত্ত ময়ূর ও ভ্রমরগণ পরিশোভিত মহাবনমধ্যে রাম ও কৃষ্ণ, গোপালগণের সহিত আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কোন সময় গোপ-গণের সহিত রমণীয় গীত ও নৃত্যে রত

ক্বচিৎ কদম্বস্রক্-চিত্রৌ ময়ূরস্রগ্ধরৌ ক্বচিৎ।
বিচিত্রৌ ক্বচিদাস্তেতাং বিবিধৈর্গিরিধাতুভিঃ ॥ ৪৭
পর্ণশয্যাসু সংসুপ্তৌ ক্বচিন্নিদ্রান্তরেষিণৌ।
ক্বচিদ্গর্জ্জতি জীমূতে হাহাকাররবাদৃতৌ ॥ ৪৮
গায়তামন্যগোপানাং প্রশংসাপরমৌ ক্বচিৎ।
ময়ূরকেকানুগতৌ গোপবেণুপ্রবাদকৌ ॥ ৪৯
ইতি নানাবিধৈর্ভাবৈরুত্তমপ্রীতিসংযুতৌ।
ক্রীড়াসক্তৌ বনেতস্মিন্ চেরতুঃ প্রীতমানসৌ ॥৫০
বিকালে তু সমং গোভির্গোপবৃন্দসমন্বিতৌ।
আজগ্মতুঃ কৃষ্ণবলৌ গোপবেশধরাবুভৌ ॥ ৫১
বিকালে চ যথাজোষং ব্রজমেত্য মহাবলৌ।
গোপৈঃ সমানৈঃ সহিতৌ চিক্রীড়াতেঽমরাবিব ॥৫২

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

হইয়া, কখন বা বকুল-বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া উভয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন; কখন কদম্বমাল্য, কখন ময়ূরপুচ্ছ ও বিবিধ পার্ব্বতীয় ধাতুরাগে বিভূষিত হইয়া বিচিত্র বেশে উভয়ে বিরাজ করিতে লাগিলেন। কখন নিদ্রাভিলাষে পর্ণশয্যায় শয়ন করিলেন; কখন মেঘের গর্জ্জনে দুই জনে হাহাকার রব করিতে লাগিলেন; কখন বা কোন গোপ গান করি-তেছে, উভয়ে তাহার প্রশংসা করিতে লাগি-লেন; কখন বা ময়ূরের কেকাস্বরের অনুকরণ করত গোপবেণু বাদন করিতে লগিলেন; ইত্যাদি নানাপ্রকার ভাবে পরমপ্রীতি-সহকারে উভয়ে ক্রীড়াসক্ত হইয়া প্রসন্নমনে সেই বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যাকাল হইলে গো ও গোপগণ সমভিব্যাহারে গোপবেশধারী রাম ও কৃষ্ণ, ব্রজে আগমন করিতে লাগিলেন। যথাকালে ব্রজে আগমন করত সমবয়স্ক গোপ-গণের সহিত মিলিত হইয়া মহাবল রাম ও কৃষ্ণ, অমরদ্বয়ের ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগি-লেন। ৪১—৫২।

পঞ্চমাংশে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

একদা তু বিনা রামং কৃষ্ণো বৃন্দাবনং যযৌ।
বিচচার বৃতো গোপৈর্ব্বন্যপুষ্পস্রগুজ্জ্বলঃ॥ ১
স জগামাথ কালিন্দীং লোলকল্লোলশালিনীম্।
তীরসংলগ্নফেনৌঘৈর্হসন্তীমিব সর্ব্বতঃ॥ ২
তস্যাং চাতিমহাভীমং বিষাগ্নিশৃতবারিণম্॥
হ্রদং কালিয়নাগস্য দদৃশেঽতীবভীষণম্॥ ৩
বিষাগ্নিনা বিসরতা দগ্ধতীরমহাতরুম্।
বাতাহতাম্বুবিক্ষেপ-স্পর্শদগ্ধবিহঙ্গমম্॥ ৪
তমতীব মহারৌদ্রং মৃত্যুবক্ত্রমিবাপরম্।
বিলোক্য চিন্তয়ামাস ভগবান মধুসূদনঃ॥ ৫
অস্মিন্ বসতি দুরাত্মা কালিয়োঽসৌ বিষায়ুধঃ।
যো ময়া নির্জ্জিতস্ত্যক্ত্বা দুষ্টো নষ্টঃ পয়োনিধিম্॥৬
তেনেয়ং দূষিতা সর্ব্বা যমুনা সাগরংগতা।
ন গোপৈর্গোধনৈর্ব্বাপি তৃষার্ত্তৈরুপযুজ্যতে॥ ৭
তদস্য নাগরাজস্য কর্ত্তব্যো নিগ্রহো ময়া।
নিস্ত্রাসাস্তু সুখং যেন চরেয়ুর্ব্রজবাসিনঃ॥ ৮
এতদর্থং নৃলোকেঽস্মিন্নবতারো ময়া কৃতঃ।
যদেষামুৎপতস্থানাং কার্য্যা শান্তির্দুরাত্মনাম্॥ ৯
তদেনং নাতিদূরস্থং কদম্বমুরুশাখিনম্।
অধিরুহ্যোৎপতিষ্যামি হ্রদেঽস্মিন্ননিলাশিনঃ॥ ১০

পরাশর উবাচ।

ইত্থং বিচিন্ত্য বদ্ধা চ গাঢ়ং পরিকরং ততঃ।
নিপপাত হ্রদে তত্র সর্পরাজস্য বেগিতঃ॥ ১১
তেনাপি পততা যত্র ক্ষোভিতঃ স মহাহ্রদঃ।
অত্যর্থং দূরজাতাংস্তু সমসিঞ্চন্ মহীরুহান্॥ ১২
তে হি দুষ্টবিষজ্বালাতপ্তাম্বুপবনোক্ষিতাঃ।
জজ্বলুঃ পাদপাঃ সদ্যো জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরাঃ॥
আস্ফোটয়ামাস তদা কৃষ্ণো নাগহ্রদে ভুজম্॥১৩
তচ্ছব্দশ্রবণাচ্চাশু নাগরাজোঽভ্যুপাগমৎ।
আতাম্রনয়নো দুষ্টবিষজ্বালাকুলৈঃ ফণৈঃ।
বৃতো মহাবিষৈশ্চান্যৈরুরগৈরনিলাশিভিঃ॥ ১৪

সপ্তম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—একদা রাম ব্যতিরেকে কৃষ্ণ, বৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং বন-ফুলের মালায় বিভূষিত হইয়া গোপগণের সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন। এক সময়ে কৃষ্ণ, লোলকল্লোলশালিনী যমুনায় গমন করিলেন এবং দেখিলেন,—তীরসংলগ্ন ফেনপুঞ্জ দ্বারা যমুনা চারিদিকে হাস্য করিতেছেন এবং সেই যমুনা মধ্যে বিষাগ্নি দ্বারা সন্তপ্তবারি, কালিয় নাগের অতি ভীষণ হ্রদ দর্শন করিলেন। সেই হ্রদোদ্গত বিষাগ্নি দ্বারা তীরস্থিত বৃহৎ বৃক্ষসমূহ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং বায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্ত সেই হ্রদের জল স্পর্শে বিহঙ্গমগণ দগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। দ্বিতীয় মৃত্যুমুখ তুল্য সেই ভয়ঙ্কর হ্রদ দর্শন করিয়া ভগবান্ মধুসূদন চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে দুষ্ট, আমার বিভূতি গরুড় কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়া পয়োধি ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, সেই দুষ্টাত্মা বিষায়ুধ কালিয় ইহাতে বাস করিতেছে। ইহার দ্বারা সাগরগামিনী এই যমুনা দূষিতা হইয়াছে, গো অথবা গোপগণ তৃষার্ত্ত হইলেও ইহার জল পান করিতে পায় না। অতএব আমি এই নাগরাজের নিগ্রহ করিব, যাহাতে ব্রজজন নির্ভয়ে ইহাকে সুখে ব্যবহার করিতে পারে। উৎপথগামী এই সমস্ত দুরাত্মাদিগকে শাস্তি প্রদান করাই আমার মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য। অতএব নিকটস্থ এই কদম্ব বৃক্ষের উর্দ্ধতন শাখায় আরোহণ করিয়া আমি এই নাগরাজের হ্রদে পতিত হই। ১—১০। পরাশর কহিলেন,—এইরূপ চিন্তা করিয়া কৃষ্ণ দৃঢ়রূপে বস্ত্রাদি বন্ধন করত বেগসহকারে সর্পরাজের সেই হ্রদ-মধ্যে নিপতিত হইলেন। কৃষ্ণ তাহাতে পতিত হইলে সেই মহাহ্রদ ক্ষোভিত হইয়া দূরস্থিত মহীরুহগণকে সম্যক্‌রূপে সিঞ্চন করিল। দুষ্ট বিষজ্বালায় সন্তপ্তজলবাহী পবন দ্বারা সন্তাড়িত হইয়া সেই পাদপসমূহ তেজে দিগন্তর ব্যাপ্ত করত তৎক্ষণাৎ জ্বলিতে লাগিল। তখন কৃষ্ণ নাগের হ্রদমধ্যে বাহু আস্ফোটন করিতে লাগিলেন। সেই শব্দ শ্রবণে চক্ষুঃ রক্তবর্ণ করত অন্যান্য মহাবিষ সর্পসমূহে পরিবৃত হইয়া দুষ্ট

নাগপত্ন্যশ্চ শতশো হারিহারোপশোভিতাঃ।
প্রকম্পিততনুক্ষেপ-চলৎকুণ্ডলকান্তয়ঃ ॥ ১৫
ততঃ প্রবেশিতঃ সর্ব্বৈঃ স কৃষ্ণো ভোগবন্ধনম্।
দদংশুশ্চাপি তে কৃষ্ণং বিষজ্বালাবিলৈর্ম্মুখৈঃ ॥১৬
তং তত্র পতিতং দৃষ্ট্বা সর্পভোগনিপীড়িতম্।
গোপা ব্রজমুপাগম্য চুক্রুশুঃ শোকলালসাঃ ॥ ১৭
এষ মোহং গতঃ কৃষ্ণো মগ্নো বৈ কালি হ্রদে।
ভক্ষ্যতে সর্পরাজেন তদাগচ্ছত পশ্যত ॥ ১৮
তং শ্রুত্বা তে তদা গোপা বজ্রপাতোপমং বচঃ।
গোপ্যশ্চ ত্বরিতা জগ্মুর্যশোদাপ্রমুখা হ্রদম্ ॥ ১৯
হা হা ক্বাসাবিতি জনো গোপীনামতিবিহ্বলঃ।
যশোদয়া স সম্ভ্রান্তো দ্রুতং প্রস্খলিতং যযৌ ॥২০
নন্দগোপশ্চ গোপাশ্চ রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ।
ত্বরিতং যমুনাং জগ্মুঃ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥ ২১
দদৃশুশ্চাপি তে তত্র সর্পরাজবশং গতম্।
নিঃপ্রযত্নং কৃতং কৃষ্ণং সর্পভোগেন বেষ্টিতম্ ॥২২
নন্দগোপশ্চ নিশ্চেষ্টো ন্যস্য পুত্রমুখে দৃশৌ।
যশোদা চ মহাভাগা বভূব মুনিসত্তম ॥ ২৩
গোপ্যস্ত্বন্যা রুদত্যশ্চ দদৃশুঃ শোককাতরাঃ।
প্রোচুশ্চ কেশবং প্রীত্যা ভয়কাতর্য্যগদ্গদম্ ॥২৪
সর্ব্বা যশোদয়া সার্দ্ধং বিশামোঽত্র মহাহ্রদে।
নাগরাজস্য নো গন্তমস্মাকং যুজ্যতে ব্রজে ॥ ২৫
দিবসঃ কো বিনা সূর্য্যং বিনা চন্দ্রেণ কা নিশা।
বিনা বৃষেণ কা গাবো বিনা কৃষ্ণেন কো ব্রজঃ ॥ ২৬
বিনা কৃতা ন যাস্যামঃ কৃষ্ণেনানেন গোকুলম্।
অরণ্যং নাপি সেব্যঞ্চ বারিহীনং যথা সরঃ ॥ ২৭
যত্র নেন্দীবরদলপ্রখ্যকান্তিরয়ং হরিঃ।
তেনাপি মাতুর্ব্বাসেন রতিরস্তীতি বিস্ময়ঃ ॥ ২৮
উৎফুল্লপঙ্কজদলস্পষ্টকান্তিবিলোচনম্।
অপশ্যন্তো হরিং দীনাঃ কথং গোষ্ঠে ভবিষ্যথ ॥২৯
অত্যন্তমধুরালাপ-হৃতাশেষমনোধনাঃ।
ন বিনা পুণ্ডরীকাক্ষং যাস্যামো নন্দগোকুলম্ ॥৩০

বিষজ্বালাকুল ফণাবিষ্ট নাগরাজও শীঘ্র আগমন করিল। তাহার সহিত মনোহর হার এবং প্রকম্পিত শরীরের উৎক্ষেপণে চঞ্চল কুণ্ডল দ্বারা বিশোভিত শত শত নাগপত্নীও আগমন করিল। তখন সকলে কুণ্ডলীকৃত দেহে কৃষ্ণকে বেষ্টন করিল এবং বিষজ্বালা-পরিপূর্ণ মুখ দ্বারা তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। গোপগণ হ্রদমধ্যে কৃষ্ণকে নিপতিত ও বিষজ্বালায় নিপীড়িত দেখিয়া ব্রজে আগমন করত শোকে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল যে, "কৃষ্ণ কালিয় হ্রদে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে ও সর্পকর্তৃক ভক্ষিত হইতেছে; তোমরা আগমন কর ও দেখ।" গোপ ও যশোদাপ্রমুখ গোপীগণ বজ্রপাতসদৃশ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শীঘ্র তথায় গমন করিল। যশোদার সহিত গোপীজন সম্ভ্রান্তভাবে "হা হা কোথায় কৃষ্ণ!" এই বলিয়া অতিশয় বিহ্বল হইয়া স্খলিতপদে দ্রুতগতিতে তথায় গমন করিল এবং নন্দগোপ, অন্যান্য গোপগণ ও অদ্ভুতবিক্রম রাম, কৃষ্ণদর্শনাভিলাষে শীঘ্র যমুনায় গমন করিলেন। ১১—২১। তথায় তাঁহারা সর্পরাজের বশপ্রাপ্ত ও সর্পফণায় আবৃত অথচ নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিত কৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। হে মুনিসত্তম! নন্দগোপ ও মহাভাগা যশোদা কৃষ্ণের মুখে নয়নার্পণ করত নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। অন্যান্য গোপীগণ শোকে কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিল এবং প্রীতিসহকারে কৃষ্ণকে দর্শন করত ভয় ও কাতরতায় গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিল যে, আমরা সকলে যশোদার সহিত নাগরাজের এই মহাহ্রদে প্রবেশ করি; আমাদের ব্রজে যাওয়া উচিত নহে। সূর্য্য বিনা দিবস কি? চন্দ্র বিনা রাত্রি কি? বৃষ বিনা গরু কি? এবং কৃষ্ণ ব্যতিরেকে ব্রজই বা কি? যেমন বারিহীন সরোবর সেব্য নহে, তদ্রূপ কৃষ্ণবিরহিত হইয়া আমরা গোকুলে প্রবেশ করিব না এবং অরণ্যেও বাস করিব না। যেখানে ইন্দীবরদলকান্তি হরি নাই, সে মাতৃগৃহেও যে রতি আছে, ইহা অতি বিস্ময়ের কথা। প্রফুল্লপদ্মকান্তিলোচন হরিকে না দেখিয়া তোমরা কি প্রকারে গোষ্ঠে থাকিবে? অত্যন্ত মধুর আলাপ দ্বারা যিনি সকলের মনোধন হরণ করিয়াছেন, সেই পুণ্ডরীকাক্ষ ব্যতিরেকে আমরা গোকুলে

ভোগেনাবেষ্টিতস্যাপি সর্পরাজেন পশ্যত।
স্মিতশোভিমুখং গোপ্যঃ কৃষ্ণস্যাস্মদ্বিলোকনে॥৩১
পরাশর উবাচ।
ইতি গোপীবচঃ শ্রুত্বা রৌহিণেয়ো মহাবলঃ।
গোপাংশ্চ ত্রাসবিধুরান্ বিলোক্যস্তিমিতেক্ষণঃ॥৩২
নন্দঞ্চ দীনমত্যর্থং ন্যস্তদৃষ্টিং সুতাননে।
মূর্চ্ছাকুলাং যশোদাঞ্চ কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংজ্ঞয়া॥ ৩৩
কিমিদং দেবদেবেশ ভাবোঽয়ং মানুষস্ত্বয়া।
ব্যজ্যতেঽত্যন্তমাত্মানংকিমনন্তং ন বেৎসি যৎ॥৩৪
ত্বমস্য জগতো নাভিরারাণামিব সংশ্রয়ঃ।
কর্ত্তাপহর্ত্তা পাতা চ ত্রৈলোক্যে ত্বং ত্রয়ীময়ঃ॥ ৩৫
সেন্দ্ররুদ্রাশ্বিবসুভিরাদিত্যৈর্ম্মরুদগ্নিভিঃ।
চিন্ত্যসে ত্বমচিন্ত্যাত্মন্ সমস্তৈশ্চৈব যোগিভিঃ॥৩৬
জগত্যর্থং জগন্নাথ ভারাবতরণেচ্ছয়া।
অবতীর্ণোঽত্র মর্ত্ত্যেষু তবাংশশ্চাহমগ্রজঃ॥ ৩৭
মনুষ্যলীলাং ভগবন্ ভজতা ভবতা সুরাঃ।
বিড়ম্বয়ন্তস্ত্বল্লীলাং সর্ব্ব এব সমাসতে॥ ৩৮
অবতার্য্য ভবান্ পূর্ব্বং গোকুলেঽত্র সুরাঙ্গনাঃ।
ক্রীড়ার্থমাত্মনঃ পশ্চাদবতীর্ণোঽসি শাশ্বতঃ॥ ৩৯
অত্রাবতীর্ণা যে কৃষ্ণ! গোপা এব হি বান্ধবাঃ।
গোপ্যশ্চ সীদতঃ কস্মাৎ ত্বং বন্ধূন্ সমুপেক্ষসে॥
দর্শিতো মানুষো ভাবো দর্শিতং বালচাপলম্।
তদয়ং দম্যতাং কৃষ্ণ দুরাত্মা দশনায়ুধঃ॥ ৪১
পরাশর উবাচ।
ইতি সংস্মারিতঃ কৃষ্ণঃ স্মিতভিন্নোষ্ঠসংপুটঃ।
আস্ফোট্য মোচয়ামাস স্বদেহং ভোগবন্ধনাৎ॥৪২
আনম্য চাপি হস্তাভ্যামুভাভ্যাং মধ্যমং ফণম্।
আরুহ্যাভুগ্নশিরসঃ প্রননর্ত্তোরুবিক্রমঃ॥ ৪৩
ব্রণাঃ ফণেঽভবংস্তস্য কৃষ্ণস্যাঙ্ঘ্রিনিকুট্টনৈঃ॥
যত্রোন্নতিঞ্চ কুরুতে ননামাস্য ততঃ শিরঃ॥ ৪৪
মূর্চ্ছামুপাযযৌ ভ্রান্ত্যা নাগঃ কৃষ্ণস্য রেচকৈঃ
দণ্ডপাতনিপাতেন ববাম রুধিরং বহু॥ ৪৫

গমন করিব না। দেখ, সর্পরাজের ফণা দ্বারা আবৃত, তথাপি কৃষ্ণের স্মিতশোভী মুখ প্রকাশ পাইতেছে। ২২—৩১। পরাশর কহিলেন,—স্তিমিতলোচন মহাবল রৌহিণেয়, গোপীগণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং গোপগণকে ভয়বিহ্বল, নন্দকে অতিশয় দীন ও কৃষ্ণের মুখে ন্যস্ত-দৃষ্টি এবং যশোদাকে মূর্চ্ছিত দর্শন করিয়া স্বীয় সঙ্কেতে কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন, হে দেবদেবেশ! তুমি কি আপনাকে অনন্ত বলিয়া জানিতেছ না? নিরর্থক কেন এই মানুষ-ভাব প্রকাশ করিতেছ? রথ-নাভি যেমন আরাশ্রয়, তদ্রূপ তুমি এই জগতের আশ্রয় এবং কর্ত্তা, অপহর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা; ত্রৈলোক্যমধ্যে তুমিই ত্রয়ীময়। হে অচিন্ত্য-রূপিন্! ইন্দ্র, রুদ্র, অশ্বী, বসু, আদিত্য, মরুৎ, অগ্নি এবং সমস্ত যোগিগণ কর্ত্তৃক তুমিই চিন্তিত হইতেছ। হে জগন্নাথ! পৃথিবীর জন্য ভারাবতারণেচ্ছায় তুমি মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছ এবং তোমারই অংশ আমি তোমার অগ্রজরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। হে ভগবন্! তুমি মনুষ্যলীলা ভজনা করিতেছ; এই সমস্ত সুরগণ তোমার লীলার অনুকারী হইয়া গোপ-বেশে অবতীর্ণ হইয়াছে। তুমি লীলার জন্য গোকুলে সুরাঙ্গনাসমূহকে গোপীরূপে অবতীর্ণ করাইয়া, স্বয়ং নিত্য হইয়াও পশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছ। হে কৃষ্ণ! গোকুলে অবতীর্ণ গোপ ও গোপীগণই তোমার বান্ধব; কিহেতু তুমি বিষণ্ন বান্ধবগণকে উপেক্ষা করিতেছ? হে কৃষ্ণ! আর কেন? মানুষভাব দর্শন করাইয়াছ, বালচাপল্যও দেখান হইয়াছে, এক্ষণে দশনায়ুধ এই দুরাত্মাকে দমন কর। ৩২—৪১। পরাশর কহিলেন,—রাম কর্ত্তৃক এইরূপে স্মারিত হইয়া হাস্যবদনে কৃষ্ণ আস্ফোটনপূর্ব্বক ভোগবন্ধন হইতে আপনার দেহ মুক্ত করিলেন এবং উভয় হস্ত দ্বারা নাগরাজের মধ্যম ফণা নোয়াইয়া, সেই আভুগ্ন-মস্তক সর্পের উপর আরোহণ করত প্রচণ্ডবিক্রমে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণের পাদপ্রহারে তাহার ফণায় ব্রণসমূহ উৎপন্ন হইল এবং যেদিকে মস্তক উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, সেই দিকেই মস্তক নত হইয়া যাইতে লাগিল। নাগরাজ, কৃষ্ণের দণ্ডপাতসদৃশ রেচকাখ্য গতি-

তন্নির্ভিন্নশিরোগ্রীবমাসেভাঃ স্রুতশোণিতম্।
বলোক্য শরণং জগ্মুস্তৎপত্ন্যো মধুসূদনম্॥ ৪৬
নাগপত্ন্য উচুঃ।
জ্ঞাতোঽসি দেবদেবেশ সর্ব্বেশস্ত্বমনুত্তম।
পরং জ্যোতিরচিন্ত্যং যস্তদংশঃ পরমেশ্বরঃ॥ ৪৭
ন সমর্থাঃ সুরাস্তোতুং যমনন্যভবং প্রভুম্।
স্বরূপবর্ণনং তস্য কথং যোষিৎ করিষ্যতি॥ ৪৮
যস্যাখিলং মহী ব্যোম জলাগ্নি পবনাত্মকম্।
ব্রহ্মাণ্ডমল্পকাংশাংশস্তোষ্যামস্তং কথং বয়ম্॥ ৪৯
যতন্তো ন বিদুর্নিত্যং যৎস্বরূপমযোগিনঃ।
পরমার্থমণোরল্পং স্থূলাৎ স্থূলং নতাঃ স্মতম্॥ ৫০
ন যস্য জন্মনে ধাতা যস্য নান্তায় চান্তকঃ।
স্থিতিকর্ত্তা ন চান্যোঽস্তি যস্য তস্মৈ নমঃ সদা॥৫১
কোপঃ স্বল্পোঽপি তে নাস্তি ক্ষিতিপালনমেব তে।
কারণং কালিয়স্যাস্য দমনে শ্রূয়তামতঃ॥ ৫২
স্ত্রিয়োঽনুকম্প্যাঃ সাধূনাং মূঢ়া দীনাশ্চ জন্তবঃ।
যতস্ততোঽস্য দীনস্য ক্ষম্যতাং ক্ষমতাং বর॥ ৫৩
সমস্তজগদাধারো ভবানল্পবলঃ ফণী।
ত্বয়া চ পীড়িতো জহ্যাৎ মুহূর্ত্তার্দ্ধেন জীবিতম্॥৫৪
ক্ক পন্নগোঽল্পবীর্য্যোঽয়ং ক্ক ভবান্ ভুবনাশ্রয়ঃ।
প্রীতিদ্বেষৌ সমোৎকৃষ্টগোচরৌ চ যতোঽব্যয়ঃ॥
ততঃ কুরু জগৎস্বামিন্ প্রসাদমবসীদতঃ।
প্রাণাংস্ত্যজতি নাগোঽয়ং ভর্ত্তৃভিক্ষা প্রদীয়তাম্॥
পরাশর উবাচ।
ইত্যুক্তে তাভিরাশ্বস্য ক্লান্তদেহোঽপি পন্নগঃ।
প্রসীদ দেবদেবেতি প্রাহ বাক্যং শনৈঃ শনৈঃ॥৫৭
তুবাষ্ট গুণমৈশ্বর্য্যং নাথ স্বাভাবিকং বলম্।
নিরস্যাতিশয়ং যস্য তস্য স্তোষ্যামি কিং ত্বহম্॥৫৮
ত্বং পরস্ত্বং পরস্যাদ্যঃ পরং ত্বত্তঃ পরাত্মক।
পরস্মাৎ পরমো যস্ত্বং ততস্তোষ্যামি কিং ত্বহম্॥

বিশেষ দ্বারা মূৰ্চ্ছিত হইল এবং বহুতর রক্ত বমন করিল। নাগরাজের মস্তক ও গ্রীবা ভগ্ন হওয়ার আস্য হইতে নিরন্তর রক্তস্রাব হইতেছে দেখিয়া তাহার পত্নীগণ মধুসূদনের শরণাগত হইল। নাগপত্নীগণ বলিল,—হে দেবদেব! আমরা তোমাকে জানিতে পারিয়াছি, তুমি সকলের ঈশ এবং অনুত্তম; যিনি অচিন্ত্য পরম জ্যোতিঃ, তুমি তাঁহার অংশ এবং পরমেশ্বর। দেবগণ, যে অনন্যভব প্রভুকে স্তব করিতে সমর্থ হন না, স্ত্রীলোকে কি প্রকারে তাঁহার স্বরূপ বর্ণন করিবে? পৃথিবী, আকাশ, জল, অগ্নি ও পবনাত্মক অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাহার অল্পাংশেরও অংশস্বরূপ, আমরা কি প্রকারে তাঁহার স্তব করিব? অযোগী ব্যক্তিগণ নিরন্তর যত্নশীল হইয়াও যাঁহার স্বরূপ জানিতে পারে না, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম এবং স্থূল হইতেও স্থূল সেই পরমার্থস্বরূপকে আমরা প্রণাম করি। বিধাতা, যাঁহার জন্মের নিমিত্ত নহেন ও অন্তকও যাঁহার নাশের নিমিত্ত নহেন এবং অন্য কেহও যাঁহার স্থিতিকর্ত্তা নাই, আমরা সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রণাম করি। এই নাগরাজের দমনে তোমার কিছুমাত্র ক্রোধ নাই, কেবল ক্ষিতিপালনই ইহার প্রয়োজন; অতএব শ্রবণ কর; যেহেতু স্ত্রী, মূঢ়, দীন, জন্তুগণের উপর সাধুগণের কৃপা লক্ষিত হয়, তন্নিবন্ধন হে ক্ষমিশ্রেষ্ঠ! এই দীনকে আপনি ক্ষমা করুন। আপনি সমস্ত জগতের আধার, আর এই সর্প অতি অল্পবল; আপনা দ্বারা পীড়িত হইলে এ মুহূর্ত্তার্দ্ধমধ্যেই জীবন ত্যাগ করিবে। কোথায় এই অল্পবীর্য্য সর্প, আর কোথায় ভুবনের আশ্রয় আপনি!—হে অব্যয়! সমানে প্রীতি এবং উৎকৃষ্টেই দ্বেষ লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব হে জগৎস্বামিন্! এই অবসন্ন দীনজনের প্রতি প্রসন্ন হউন, আর বিলম্ব করিবেন না, নাগরাজ প্রাণত্যাগ করিতেছেন; আমাদিগকে পতি ভিক্ষা প্রদান করুন। ৪২—৫৩। পরাশর কহিলেন,—নাগপত্নীগণ এইরূপ বলিলে নাগরাজ ক্লান্তদেহেও আশ্বস্ত হইয়া "হে দেবদেব! আপনি প্রসন্ন হউন" বারংবার এই কথা বলিতে লাগিল। আরও বলিল,—হে নাথ! নিরতিশয় অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য যাঁহার স্বাভাবিক বল, আমি কি প্রকারে তাঁহার স্তব করিব? তুমি পর (সর্ব্বোৎকৃষ্ট), তুমি পরেরও আদি, হে পরাত্মক! প্রকৃতি তোমা হইতেই পরিচালিত;

যস্মাৎ ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ চন্দ্রেন্দ্রমরুতোঽশ্বিনৌ।
বসবশ্চ সহাদিত্যৈস্তস্য স্তোষ্যামি কিং ত্বহম্ ॥৬০
একাবয়বসূক্ষ্মাংশো যস্যৈতদখিলং জগৎ।
কল্পনাবয়বস্তেষ তং স্তোষ্যামি কথং ত্বহম্ ॥ ৬১
সদসদ্রূপিণো যস্য ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদশোত্তমাঃ।
পরমার্থং ন জানন্তি তস্য স্তোষ্যামি কিং ত্বহম্ ॥৬২
ব্রহ্মাদ্যৈরর্চ্চ্যতে দিব্যৈর্যশ্চ পুষ্পানুলেপনৈঃ।
নন্দনাদিসমুদ্ভূতৈঃ সোঽর্চ্চ্যতে বা কথং ময়া ॥ ৬৩
যস্যাবতাররূপাণি দেবরাজঃ সদার্চ্চতি।
ন বেত্তি পরমং রূপং সোঽর্চ্চ্যতে বা কথং ময়া ॥
বিষয়েভ্যঃ সমাহৃত্য সর্ব্বাক্ষাণি চ যোগিনঃ।
সমর্চ্চয়ন্তি ধ্যানেন সোঽর্চ্চ্যতে বা কথং ময়া ॥৬৫
হৃদি সংকল্প্য যদ্রূপং ধ্যানেনার্চ্চন্তি যোগিনঃ।
ভাবপুষ্পাদিনা নাথ সোঽর্চ্চ্যতে বা কথং ময়া ॥৬৬
সোঽহং তে দেবদেবেশ নার্চ্চনায়াং স্তুতৌ ন চ।
সামর্থ্যবান্ কৃপামাত্র-মনোবৃত্তিঃ প্রসীদ মে ॥ ৬৭
সর্পজাতিরিয়ং ক্রূরা যস্যাং জাতোঽস্মি কেশব।
তৎস্বভাবোঽয়মত্রাস্তি নাপরাধো মমাচ্যুত ॥ ৬৮
সৃজ্যতে ভবতা সর্ব্বং তথা সংহ্রিয়তে জগৎ।
জাতিরূপস্বভাবাশ্চ সৃজ্যন্তে জগতাং ত্বয়া ॥ ৬৯
যথাহং ভবতা সৃষ্টো জাত্যা রূপেণ চেশ্বর।
স্বভাবেন চ সংযুক্তস্তথেদং চেষ্টিতং মম ॥ ৭০
যদন্যথা প্রবর্ত্তেয়ং দেবদেব ততো ময়ি।
ন্যায্যো দণ্ডনিপাতো বৈ তবৈব বচনং যথা ॥ ৭১
তথাপি যজ্জগৎস্বামী দণ্ডং পাতিতবান্ ময়ি।
স সোঢ়োঽয়ং বরং দণ্ডস্ত্বত্তো নান্যত্র মে বরঃ ॥৭২
হতবীর্য্যো হতবিষো দমিতোঽহং ত্বয়াচ্যুত।
জীবিতং দীয়তামেকমাজ্ঞাপয় করোমি কিম্ ॥ ৭৩

শ্রীভগবানুবাচ।

নাত্র স্থেয়ং ত্বয়া সর্প কদাচিদ্‌যমুনাজলে।
সভৃত্যপরিবারস্ত্বং সমুদ্রসলিলং ব্রজ ॥ ৭৪

যিনি পর হইতেও পরম, আমি কি প্রকারে তাঁহার স্তব করিব? যাঁহা হইতে ব্রহ্মা, রুদ্র, চন্দ্র, ইন্দ্র, মরুৎ, অশ্বী এবং আদিত্যগণের সহিত বসুগণ উৎপন্ন হইয়া থাকেন, আমি কিরূপে তাঁহার স্তব করিব? এই সমস্ত জগৎ যাহার একটী অবয়বের সূক্ষ্মাংশ, আমি কল্পনা করিয়া তাঁহার কি স্তব করিব? ব্রহ্মাদি দেবগণ, সদসৎস্বরূপ যাঁহার পরমার্থ জানেন না, আমি কি প্রকারে তাঁহার স্তব করিব? যিনি নন্দনকানন-সমুদ্ভূত দিব্য পুষ্প এবং অনুলেপন দ্বারা ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হন, আমি কিরূপে তাঁহার পূজা করিব? ইন্দ্র যাঁহার পরম তত্ত্ব না জানিয়া অবতারসমূহকে অর্চ্চনা করেন, আমি কিরূপে তাঁহার অর্চ্চনা করিব? যোগিগণ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে সমাহৃত করিয়া ধ্যান দ্বারা যাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন, আমি কিরূপে তাঁহার পূজা করিব? হে নাথ! যোগিগণ ধ্যান দ্বারা হৃদয়ে যাহার রূপ কল্পনা করিয়া ভাবরূপ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন, আমি কিরূপে তাঁহার পূজা করিব? হে দেবদেবেশ! আমি তোমার অর্চ্চনা বা স্তুতি করিতে অসমর্থ, কেবলমাত্র কৃপাপূর্ব্বক আমার উপর প্রসন্ন হউন। হে কেশব! আমি যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই সর্পজাতি অতিশয় ক্রূর, তাহাদিগের স্বভাবই এইরূপ; হে অচ্যুত! আমার কোন অপরাধ নাই। আপনা দ্বারাই সমস্ত জগৎ সৃষ্ট হইতেছে এবং আপনিই সমস্ত সংহার করিতেছেন; জগতের জাতি, রূপ, স্বভাব, সমস্ত আপনারই সৃষ্ট। হে ঈশ্বর! আপনি আমাকে যে জাতিতে যেরূপে সৃজন করিয়াছেন এবং যেরূপ স্বভাবের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন, আমি সেইরূপই আচরণ করিতেছি। হে দেবদেব! যদি আমি অন্যথাচরণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তোমারই বাক্যানুসারে আমার উপর দণ্ডনিপাত অবশ্য কর্ত্তব্য। হে জগৎস্বামিন্! তথাপি আপনি যে আমাকে দণ্ড দিলেন, অন্যের নিকট হইতে বর গ্রহণ অপেক্ষা সেই দণ্ড আমি শ্রেয়ঃ বোধ করি। হে অচ্যুত! আপনা দ্বারা দমিত হইয়া আমি হতবীর্য্য এবং হতবিষ হইয়াছি, একমাত্র আমার জীবন ভিক্ষা দান করুন; আজ্ঞা করুন, আমি কি করিব? ৫৪—৭৩। শ্রীভগবান্ কহিলেন,

মৎপদানি চ তে সর্প দৃষ্ট্বা মূর্দ্ধনি সাগরে।
গরুড়ঃ পন্নগরিপুস্ত্বয়ি ন প্রহরিষ্যতি॥ ৭৫

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সর্পরাজানং মুমোচ ভগবান্ হরিঃ।
প্রণম্য সোঽপি কৃষ্ণায় জগাম পয়সাং নিধিম্॥৭৬
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং সভৃত্যাপত্যবান্ধবঃ।
সমস্তভার্য্যাসহিতং পরিত্যজ্য স্বকং হ্রদম্॥ ৭৭
ততঃ সর্ব্বে পরিষজ্য মৃতং পুনরিবাগতম্।
গোপা মূর্দ্ধনি গোবিন্দং সিষিচুর্নেত্রজৈর্জলৈঃ॥৭৮
কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্ম্মাণমন্যে বিস্মিতচেতসঃ।
তুষ্টুবুর্মুদিতা গোপা দৃষ্ট্বা শিবজলাং নদীম্॥ ৭৯
গীয়মানঃ স গোপীভিশ্চরিতৈশ্চারুচেষ্টিতঃ।
সংস্তূয়মানো গোপৈস্তু কৃষ্ণো ব্রজমুপাগমৎ॥৮০

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

—হে সর্প! তুমি কখনই এই যমুনাজলে থাকিও না; ভৃত্য এবং পরিবারবর্গের সহিত সমুদ্রসলিলে গমন কর। হে সর্প! সমুদ্রে তোমার মস্তকে আমার পদচিহ্ন দর্শন করিয়া সর্পশত্রু গরুড় তোমাকে ক্লেশ প্রদান করিবে না। পরাশর কহিলেন,—ভগবান হরি এই কথা বলিয়া সর্পরাজকে মোচন করিলেন। নাগরাজও কৃষ্ণকে প্রণাম করত ভৃত্য অপত্য, বান্ধব এবং সমস্ত পত্নীগণের সহিত সর্ব্বভূত-সমক্ষে স্বকীয় হ্রদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রে গমন করিল। তদনন্তর সমস্ত গোপজন, পুনরাগত মৃতের ন্যায়, কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করত নেত্রজল দ্বারা মস্তকে সেচন করিয়াছিল। অন্যান্য গোপগণ নদীর জল বিশুদ্ধ দর্শন করত হর্ষিত হইয়া, বিস্মিতচিত্তে অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিল। চারুচেষ্টিত কৃষ্ণ, স্বীয় চরিতোল্লেখে গোপীগণ কর্ত্তৃক গীয়মান ও গোপগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া ব্রজধামে আগমন করিলেন। ৭৪—৮০।

পঞ্চমাংশে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

গাঃ পালয়ন্তৌ চ পুনঃ সহিতৌ বলকেশবৌ।
ভ্রমমাণৌ বনে তস্মিন্ রম্যং তালবনং গতৌ॥ ১
তত্তু তালবনং দিব্যং ধেনুকো নাম দানবঃ।
মৃগমাংসকৃতাহারঃ সদাধ্যাস্তে খরাকৃতিঃ॥ ২
তত্তু তালবনং পক্ব-ফলসম্পৎসমন্বিতম্।
দৃষ্ট্বা স্পৃহান্বিতা গোপাঃ ফলদানেঽব্রুবন্ বচঃ॥৩
হে রাম হে কৃষ্ণ সদা ধেনুকেনৈষ রক্ষ্যতে।
ভূপ্রদেশো যতস্তস্মাৎ পক্কানীমানি সন্তি বৈ॥ ৪
ফলানি পশ্য তালানাং গন্ধামোদিতদীংশি চ।
বয়মত্তুমভীপ্স্যামঃ পাত্যন্তাং যদি রোচসে॥ ৫
ইতি গোপকুমারাণাং শ্রুত্বা সঙ্কর্ষণো বচঃ।
কৃষ্ণশ্চ পাতয়ামাস ভুবি তালফলানি বৈ॥ ৬
ফলানাং পততাং শব্দমাকর্ণ্য স দুরাসদঃ।
আজগাম সুদুষ্টাত্মা কোপাদ্দৈতেয়গর্দ্দভঃ॥ ৭

অষ্টম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—কোন সময়ে গোপালনে রত বলরাম এবং কেশব সেই বনে ভ্রমণ করিতে করিতে রমণীয় তালবনে উপস্থিত হইলেন। গর্দ্দভাকৃতি ধেনুক নামে দৈত্য, মৃগমাংস আহার করত সেই সেই দিব্য তালবনে সর্ব্বদা অবস্থান করিত। পক্ব-ফল-সম্পত্তি-সমন্বিত সেই তালবন দর্শন করত ফলগ্রহণে লুব্ধ হইয়া গোপগণ বলিল, হে রাম! হে কৃষ্ণ! এই ভূমিপ্রদেশ ধেনুক নামক দৈত্য দ্বারা সর্ব্বদা রক্ষিত বলিয়া, এ পক্ব তাল-ফলসমূহ রহিয়াছে। দেখ, ইহার গন্ধে দিক্‌সমূহ আমোদিত হইয়াছে, আমরা এই ফল খাইতে ইচ্ছা করিতেছি, যদি ইচ্ছা হয় তবে পাড়িয়া দেও। গোপবালকগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাম ও কৃষ্ণ তালফলসমূহকে ধরায় পাতিত করিলেন। পতনশীল ফল সকলের শব্দ শ্রবণ করত সেই দুরাত্মা দৈত্যগর্দ্দভ, ক্রোধভরে আগমন করিল এবং পশ্চাতের পদদ্বয় দ্বারা

পস্তাামুভাভ্যাং স তদা পশ্চিমাভ্যাং বলী বলম্।
জঘানোরসি তাভ্যাঞ্চ স চ তেনাপ্যগৃহত ॥ ৮
গৃহীত্বা ভ্রামণেনৈব সোঽম্বরে গতজীবিতম্।
তস্মিন্নেব চ চিক্ষেপ বেগেন তৃণরাজনি ॥ ৯
ততঃ ফলান্যনেকানি তালাগ্রান্নিপতন্ খরঃ।
পৃথিব্যাং পাতয়ামাস মহাবাতোঽম্বুদানি চ ॥ ১০
অন্যানপ্যস্য বৈ জ্ঞাতীনাগতান্ দৈত্যগর্দ্দভান্।
কৃষ্ণশ্চিক্ষেপ তালাগ্রে বলভদ্রশ্চ লীলয়া ॥ ১১
ক্ষণেনালঙ্কৃতা পৃথ্বী পক্বৈস্তালফলৈস্তথা।
দৈত্যগর্দ্দভদেহৈশ্চ মৈত্রেয় শুশুভেঽধিকম্ ॥ ১২
ততো গাবো নিরাবাধাস্তস্মিংস্তালবনে দ্বিজ।
নবশস্পং সুখং চেরুর্যন্ন ভুক্তমভূৎ পুরা ॥ ১৩

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

সবলে বলভদ্রের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে লাগিল। বলভদ্র তাহার সেই পাদদ্বয় ধারণ করত ঘুরাইতে লাগিলেন, তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ অম্বরপথে প্রাণত্যাগ করিল; তখন তাহাকে তাল-বৃক্ষের উপর বেগে নিক্ষেপ করিলেন, তৎপরে সে গর্দ্দভ, তাল-বৃক্ষের অগ্রদেশ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইবার কালে, মহাবায়ু কর্ত্তৃক উৎক্ষিপ্ত হইয়া, বহুতর তালফল পতিত হইল। এই বার্ত্তা অবগত হইয়া সমাগত ইহার অন্যান্য দৈত্যগর্দ্দভ জ্ঞাতিগণকে কৃষ্ণ ও বলরাম, অনায়াসে তালবৃক্ষের অগ্রদেশে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হে মৈত্রেয়! অল্প সময়ের মধ্যেই বহুতর পক্ব তালফল দ্বারা পৃথিবী যেরূপ অলঙ্কৃতা হইল, সেইরূপ দৈত্যগর্দ্দভগণের দেহসমূহ দ্বারাও অধিকতর শোভিতা হইল। হে দ্বিজ! তদনন্তর সেই তালবনে গোসমূহ, পূর্ব্বে যাহা কোন দিন আহার করে নাই, এমন নূতন শস্পসমূহের উপর সুখস্বচ্ছন্দে নির্ব্বিঘ্নে বিহার করিতে লাগিল। ১—১৩।

পঞ্চমাংশে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

তস্মিন্ রাসভদৈত্যেয়ে সানুগে বিনিপাতিতে।
সেব্যং গো-গোপ-গোপীনাং রম্যং তালবনং বভৌ
ততস্তৌ জাতহর্ষৌ তু বসুদেবসুতাবুভৌ।
হত্বা ধেনুকদৈতেয়ং ভাণ্ডীরবটমাগতৌ ॥ ২
ক্ষ্বেড়মানৌ প্রগায়ন্তৌ বিচিন্বন্তৌ চ পাদপাং।
চারয়ন্তৌ চ গা দূরে ব্যাহরন্তৌ চ নামভিঃ ॥ ৩
নির্যোগপাশস্কন্ধৌ তৌ বনমালাবিভূষিতৌ।
শুশুভাতে মহাত্মানৌ বালশৃঙ্গাবিবর্ষভৌ ॥ ৪
সুবর্ণাঞ্জনবর্ণাভ্যাং তৌ তদা রুষিতাম্বরৌ।
মহেন্দ্রায়ুধসংযুক্তৌ শ্বেতকৃষ্ণাবিবাম্বুধৌ ॥ ৫
চেরতুর্লোকসিদ্ধাভিঃ ক্রীড়াভিরিতরেতরম্।

নবম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—অনুচরগণের সহিত সেই রাসভাসুর নিহত হইলে পর গাভী, গোপ ও গোপীগণের স্বচ্ছন্দবিচরণে সেই মনোহর তালবন অতিশয় শোভা পাইয়াছিল। অনন্তর সঞ্জাতহর্ষ বসুদেবসুত রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে ধেনুকাসুরকে বিনাশ করিয়া ভাণ্ডীর নামক বটবৃক্ষের নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইখানে তাঁহারা নানা প্রকার ক্রীড়া করিতে করিতে কখনও বা গান করিতে লাগিলেন, কখনও বা বৃক্ষ হইতে পুষ্পচয়ন করিতে লাগিলেন, কখনও বা নাম ধরিয়া দূরস্থিত গাভীসমূহকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্কন্ধদেশে গোগণের বন্ধনরজ্জু লম্বিত ছিল এবং তাঁহারা উভয়েই বনমালা বিভূষিত ছিলেন। তাহাতে নবীনশৃঙ্গোদ্গমকালে বালবৃষভগণ যে প্রকার শোভাশালী হয়, ঐ মহাত্মদ্বয়ও তৎকালে তাদৃশ শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। সুবর্ণ ও অঞ্জন বর্ণ দ্বারা তাঁহাদের বসন রঞ্জিত ছিল, সুতরাং তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন বৃন্দাবনগগনে ইন্দ্রায়ুধসংযুক্ত দুই খানি শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের মেঘ উদিত হইয়াছে। সমস্ত

সমস্তলোকনাথানাং নাথভূতৌ ভুবংগতৌ ॥ ৬
মনুষ্যধর্ম্মাভিরতৌ মানয়ন্তৌ মনুষ্যতাম্।
তজ্জাতিগুণযুক্তাভিঃ ক্রীড়াভিশ্চেরতুর্বনম্॥ ৭
ততঃ স্যন্দোলিকাভিশ্চ নিযুদ্ধৈশ্চ মহাবলৌ।
ব্যায়ামং চক্রতুস্তত্র ক্ষেপণীয়ৈস্তথাশ্মভিঃ॥ ৮
তল্লিপ্সুরসুরস্তত্র উভয়োরমমাণয়োঃ।
আজগাম প্রলম্বাখ্যো গোপবেশতিরোহিতঃ॥ ৯
সোঽবগাহত নিঃশঙ্কস্তেষাং মধ্যমমানুষঃ।
মানুষং বপুরাস্থায় প্রলম্বো দানবোত্তমঃ॥ ১০
তয়োশ্ছিদ্রান্তরং প্রেপ্সুরবিষহ্যমমন্যত।
কৃষ্ণং ততো রৌহিণেয়ং হন্তুং চক্রে মনোরথম্॥
হরিণাক্রীড়নং নাম বালক্রীড়নকং ততঃ।
প্রকুর্ব্বতো হি তে সর্ব্বে দ্বৌ দ্বৌ যুগপদুৎপতন্॥
শ্রীদাম্না সহ গোবিন্দঃ প্রলম্বেন তথা বলঃ।
গোপালৈরপরৈশ্চান্যে গোপালাঃ পুপ্লুবুস্ততঃ॥১৩
শ্রীদামানং ততঃ কৃষ্ণঃ প্রলম্বং রোহিণীসুতঃ।
জিতবান্ কৃষ্ণপক্ষীয়ৈর্গোপৈরন্যে পরাজিতাঃ॥১৪
তে বাহয়ন্তস্ত্বন্যোন্যং ভাণ্ডীরস্কন্ধমেত্য বৈ।
পুনর্নিবিবৃতুঃ সর্ব্বে যে যৈশ্চাত্র পরাজিতাঃ॥ ১৫
সঙ্কর্ষণং তু স্কন্ধেন শীঘ্রমুৎক্ষিপ্য দানবঃ।
ন তস্থৌ স জগামৈব স চন্দ্র ইব বারিদঃ॥ ১৬
অসহন্ রৌহিণেয়স্য স ভারং দানবোত্তমঃ।
ববৃধে সুমহাকায়ঃ প্রাবৃষীব বলাহকঃ॥ ১৭
সঙ্কর্ষণস্তু তং দৃষ্ট্বা দগ্ধশৈলোপমাকৃতিম্।

লোকনাথগণের নাথভূত হইয়াও, তাঁহারা ভূতলে গমনপূর্ব্বক পরস্পর লোকসিদ্ধ নানা-প্রকার ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মনুষ্যধর্ম্মাভিরত হইয়া মনুষ্যতার সম্মানপূর্ব্বক মনুষ্য-জাতির গুণযুক্ত নানাপ্রকার ক্রীড়া করত বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই মহাবলদ্বয় কখন স্যন্দোলিকা (দোলনা) দ্বারা কখন বাহুযুদ্ধ দ্বারা, কখনও বা ক্ষেপণীয় প্রস্তর-খণ্ড দ্বারা নানাপ্রকার ব্যায়াম করিতে লাগি-লেন। উভয়ে সেই প্রকার ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময়ে প্রলম্বনামা একজন অসুর তাঁহা-দিগকে লইয়া যাইবার জন্য, প্রচ্ছন্ন গোপবেশ ধারণ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সেই দানবশ্রেষ্ঠ প্রলম্ব, মনুষ্যাকারে নিঃশঙ্ক-ভাবে সেই রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি ক্রীড়নশীল বালকগণের মধ্যে প্রবেশ করিল। ১—১০। উভয়ের ছিদ্রান্তরাভিলাষী সেই অসুর, কৃষ্ণকে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ বোধ করিল, অনন্তর সে কোন ছলে রামকে বধ করিতে অভিলাষী হইল। অনন্তর গোপবালকগণ সকলে মিলিয়া হরিণা-ক্রীড় নামে * এক প্রকার বালক্রীড়া আরম্ভ করিয়া প্লুতগতিতে পরস্পর দুই দুইজনে মিলিয়া লক্ষ্যস্থানে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর গোবিন্দ শ্রীদামের সহিত, বলভদ্র প্রলম্বের সহিত, তদ্ভিন্ন গোপবালকগণও অন্যান্য গোপ-বালকের সহিত প্লুতগতিতে দৌড়িতে লাগি-লেন। অনন্তর কৃষ্ণ শ্রীদামকে, রোহিণীসুত প্রলম্বকে এবং কৃষ্ণপক্ষীয় গোপগণ অন্য গোপবালকগণকে পরাজিত করিলেন। সেই পরাজিত বালকগণ, জেতা বালকগণকে স্কন্ধে করিয়া ভাণ্ডীর বৃক্ষের নিকট লইয়া গিয়া, পুনর্ব্বার নিবৃত্ত হইল। কিন্তু সেই দানব, বলদেবকে স্কন্ধে বহন করিয়া সচন্দ্র জলধরের ন্যায় শীঘ্র গমন করিতে লাগিল; আর প্রতি-নিবৃত্ত হইল না। দানবশ্রেষ্ঠ, রৌহিণেয় বল-দেবের ভারসহন করিতে না পারিয়া প্রাবৃট-কালের মেঘের ন্যায় অতি মহাকায় হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনন্তর দগ্ধশৈলোপমাকৃতি,

* দুইজন করিয়া বালক একটী নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখে এক স্থান হইতে প্লুতগতিতে গমন করিবে, পরে তাহাদের উভয়ের যে অগ্রে লক্ষ্যস্থানে যাইতে পারিবে, সেই জয়ী হইবে। পরাজিত বালক বিজয়ীকে স্কন্ধে করিয়া সেই স্থান হইতে পূর্ব্ব স্থানে লইয়া আসিবে এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে পুনরায় সেইরূপ তাহাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবে। এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া যে ক্রীড়া করা হয়, তাহার নাম হরিণাক্রীড়ন।

স্রগ্‌দামলম্বাভরণং মুকুটাটোপিমস্তকম্ ॥ ১৮
রৌদ্রং শকটচক্রাক্ষং পাদন্যাস-চলংক্ষিতিম্।
হ্রিয়মাণস্ততঃ কৃষ্ণমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৯
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হ্রিয়াম্যেষ পর্ব্বতোদগ্রমূর্ত্তিনা।
কেনাপি পশ্য দৈত্যেন গোপালচ্ছদ্মরূপিণা ॥ ২০
যদত্র সাম্প্রতং কার্য্যং ময়া মধুনিষূদন।
তৎ কথ্যতাং প্রয়াত্যেষ দুরাত্মা দানবাধমঃ ॥ ২১

পরাশর উবাচ।

তমাহ রামং গোবিন্দঃ স্মিতভিন্নৌষ্ঠসম্পুটঃ।
মহাত্মা রৌহিণেয়স্য বলবীর্য্যপ্রমাণবিৎ ॥ ২২
কিময়ং মানুষো ভাবো ব্যক্তমেবাবলম্ব্যতে।
সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্বগুহ্যানাং গুহ্যগুহ্যাত্মনা ত্বয়া ॥ ২৩
স্মরাশেষজগদ্বীজকারণং কারণাগ্রজম্।
আত্মানমেকং তদ্বচ্চ জগত্যেকার্ণবে চ যৎ ॥ ২৪
কিন্ন বেৎসি যথাহঞ্চ ত্বঞ্চৈকং কারণং ভুবঃ।
ভারাবতারণার্থায় মর্ত্ত্যলোকমুপাগতৌ ॥ ২৫
নভঃ শিরস্তেঽম্বুময়ী চ মূর্ত্তিঃ
পাদৌ ক্ষিতির্বক্ত্রমনন্ত বহ্নিঃ।
সোমো মনস্তে শ্বসিতং সমীরো-
দিশশ্চতস্রোঽব্যয়বাহবস্তে ॥ ২৬
সহস্রবক্ত্রো ভগবান্ মহাত্মা
সহস্রহস্তাঙ্ঘ্রি-শরীরভেদঃ
সহস্রপদ্মোদ্ভবযোনিরাদ্যঃ
সহস্রশস্ত্বাং মুনয়ো গৃণন্তি ॥ ২৭
দিব্যং হি রূপং তব বেত্তি নান্যো-
দেবৈরশেষৈরবতাররূপম্।
তবার্চ্চ্যতে বেৎসি ন কিং যদন্তে
ত্বয্যেব বিশ্বং লয়মভ্যুপৈতি ॥ ২৮
ত্বয়া ধৃতেয়ং ধরণী বিভর্ত্তি
চরাচরং বিশ্বমনন্তমূর্ত্তে।
কৃতাদিভেদৈরজ কালরূপো
নিমেষপূর্ব্বো জগদেতদৎসি ॥ ২৯
অত্তং যথা বাড়ববহ্নিনাম্বু
হিমস্বরূপং পরিগৃহ্য কান্তম্।

মাল্য ও আভরণধারী, মুকুটশোভিতমস্তক, ভয়ঙ্কর শকটচক্রের ন্যায় গোলাকার-চক্ষুঃ ও পাদক্ষেপে বসুধা কম্পনকারী সেই অসুরকে দেখিয়া, হ্রিয়মাণ বলভদ্র কৃষ্ণকে বলিলেন, হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! এই ছদ্ম গোপালরূপী, পর্ব্বতের ন্যায় উন্নতশরীর কোন দৈত্য, আমাকে হরণ করিতেছে; তুমি দেখ। হে মধুনিসূদন! এক্ষণে আমায় যাহা করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দাও; এই দুরাত্মা দানবাধম চলিয়া যাইতেছে। ১১—২১। পরাশর কহিলেন,—তখন বলভদ্রের বলবীর্য্যপ্রমাণবেত্তা মহাত্মা কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করত রামকে কহিলেন, হে সর্ব্বাত্মন্! আপনি সর্ব্বপ্রকার গুহ্যপদার্থ অপেক্ষা গুহ্যাত্মা হইয়াও এ প্রকার স্পষ্ট মানুষভাব অবলম্বন করিতেছেন কেন? আপনি স্বকীয় আত্মাকে স্মরণ করুন, আপনি অশেষ জগতের বীজেরও কারণ ও কারণেরও পূর্ব্ববর্ত্তী এবং প্রলয়কালে একমাত্র আপনিই অবস্থিতি করিয়া থাকেন। আপনি কি জানেন না যে, আমি ও আপনি উভয়েই জগৎকারণ এবং ভূমিভার হরণ করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি? আকাশ আপনার মস্তক, আপনার মূর্ত্তি জলময়ী, হে অনন্ত! ক্ষিতিই আপনার পদদ্বয়, বহ্নিই আপনার মুখ, চন্দ্রমা আপনার মন, বায়ু আপনার নিশ্বাস। হে অব্যয়! চারিটী দিকই আপনার বাহুচতুষ্টয়, হে ভগবন্! আপনার সহস্র বক্ত্র; আপনার হস্ত অঙ্ঘ্রি, শরীর, সকলই সহস্র প্রকার; আপনি সহস্র ব্রহ্মার কারণ, মুনিগণ, সহস্ররূপেই আপনার স্তব করিয়া থাকেন। অন্য কোন ব্যক্তিই আপনার দিব্য রূপকে জানে না। অখিল দেবগণ সকলে আপনার অবতাররূপের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। আপনি কি জানেন না যে, অনন্তকালে আপনাতেই বিশ্ব লীন হইয়া থাকে? হে অনন্তমূর্ত্তে! আপনি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন বলিয়া এই ধরণী চরাচরকে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে; হে অজ! আপনি নিমেষাদি কালরূপী, আপনিই সত্য ত্রেতাদি যুগভেদে এই জগৎকে গ্রাস করিতেছেন। বাড়বানল কর্ত্তৃক পীত জল, যে প্রকার মনোহর

হিমাচলে ভানুমতোহংশুসঙ্গাং
জলত্বমভ্যেতি পুনস্তদেব ॥ ৩০
এবং ত্বয়া সংহরণেহত্তমেতং
জগং সমস্তং পুনরপ্যবশ্যম্ ।
তবৈব সর্গায় সমুদ্যতস্য
জগত্ত্বমভ্যেত্যনুকল্পমীশ ॥ ৩১
ভবানহঞ্চ বিশ্বাত্মন্নেকমেব হি কারণম্ ।
জগতোহস্য জগত্যর্থে ভেদেনাবাং ব্যবস্থিতৌ ॥৩২
তং স্মর্য্যতামমেয়াত্মন্ ত্বয়াত্মা জহি দানবম্ ।
মানুষ্যমেবাবলম্ব্য বন্ধূনাং ক্রিয়তাং হিতম্ ॥ ৩৩
পরাশর উবাচ ।
ইতি সংস্মারিতো বিপ্র কৃষ্ণেন সুমহাত্মনা ।
বিহস্য পীড়য়ামাস প্রলম্বং বলবান্ বলঃ ॥ ৩৪
মুষ্টিনা চাহনন্ মূর্দ্ধ্নি কোপসংরক্তলোচনঃ ।
তেন চাস্য প্রহারেণ বহির্যাতে বিলোচনে ॥ ৩৫
সনিষ্কাশিতমস্তিষ্কো মুখাচ্ছোণিতমুদ্বমন্ ।
নিপপাত মহীপৃষ্ঠে দৈত্যবর্য্যো মমার চ ॥ ৩৬
প্রলম্বং নিহতং দৃষ্ট্বা বলেনাদ্ভুতকর্ম্মণা ।
প্রহৃষ্টাস্তুষ্টুবুর্গোপাঃ সাধু সাধ্বিতি চাব্রুবন্ ॥ ৩৭
সংস্তূয়মানো গোপৈস্তু রামো দৈত্যে নিপাতিতে ॥
প্রলম্বে সহ কৃষ্ণেন পুনর্গোকুলমাযযৌ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেহংশে
নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।
তয়োর্বিহরতোস্তত্র রামকেশবয়োর্ব্রজে ।
প্রাবৃট্ ব্যতীতা বিকসং-সরোজা চাভবচ্ছরং ॥ ১
অবাপুস্তাপমত্যর্থং সর্ক্যঃ পল্বলোদকে ।
পুত্রক্ষেত্রাদিসক্তেন মমত্বেন যথা গৃহী ॥ ২
ময়ূরা মৌনিনস্তস্থুঃ পরিত্যক্তমদা বনে ।

হিমস্বরূপ ধারণ করিয়া, হিমালয়ে সূর্য্যকিরণ-সম্পর্কে পুনর্ব্বার সেই জলরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রলয়কালে আপনাতেই লীন এই বিশ্ব, আপনি সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলে পুনর্ব্বার আপনার জগদ্রূপত্ব লাভ করিয়া থাকে। হে ঈশ্বর! প্রতিকল্পেই আপনি এই প্রকার জগতের প্রলয়ান্তে পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ২২—৩১। হে বিশ্বাত্মন্! আপনি এবং আমি এই উভয়েই জগতের একীভূত কারণ হইয়াও জগতের মঙ্গলের জন্য, ভিন্নরূপেই অবস্থান করিতেছি। হে অমেয়াত্মন্! সেই হেতু আপনি স্বকীয় আত্মাকে স্মরণ করুন এবং বন্ধুগণের মঙ্গলার্থে মনুষ্যভাবেই এই দানব-নিধন করুন। পরাশর কহিলেন,—হে বিপ্র! সুমহাত্মা কৃষ্ণ, এই প্রকারে বলদেবকে প্রকৃত অবস্থা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তখন বলবান্ বলদেব, হাস্য করত প্রলম্বাসুরকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। অনন্তর কোপভরে আরক্তলোচন বলভদ্র, মুষ্টি দ্বারা তাহার মস্তকে প্রহার করিলেন, সেই প্রহারে ঐ অসুরের নয়নদ্বয় বহির্গত হইয়া পড়িল। অনন্তর তাহার মস্তিষ্ক নিষ্কাশিত হইয়া পড়াতে, সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ, মুখ দ্বারা শোণিত বমন করিতে করিতে মহীপৃষ্ঠে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর অদ্ভুতকর্ম্মা বলদেব কর্তৃক, প্রলম্বাসুরকে নিহত হইতে দেখিয়া, প্রহৃষ্ট গোপবালকগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিল ও 'সাধু সাধু' এই বাক্য বলিতে লাগিল। অনন্তর ঐ প্রলম্বনামা দৈত্য নিপাতিত হইলে পর, গোপগণকর্তৃক সংস্তূয়মান বলদেব, কৃষ্ণের সহিত পুনর্ব্বার গোকুলে প্রত্যাগমন করিলেন। ৩২—৩৮।

পঞ্চমাংশে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—ব্রজে রাম ও কেশব এই প্রকারে বিহারে আসক্ত ছিলেন, এমন অবস্থায় বর্ষাকাল অতীত হইল এবং শরৎকাল উপস্থিত হইল; পদ্মসমূহও বিকসিত হইল। পল্বল জলে মৎস্যগণ, পুত্র পত্নী প্রভৃতির আসঙ্গজনিত মমতায় গৃহিব্যক্তির ন্যায় অতিশয় তাপপ্রাপ্ত

অসারতাং পরিজ্ঞায় সংসারস্যেব যোগিনঃ ॥ ৩
উৎসৃজ্য জলসর্ব্বস্বং নির্ম্মলাঃ সিতমূর্ত্তয়ঃ।
তত্যজুশ্চাম্বরং মেঘা গৃহং বিজ্ঞানিনো যথা ॥ ৪
শরৎসূর্য্যাংশুতপ্তানি যযুঃ শোষং সরাংসি চ।
বহ্বালম্বি-মমত্বেন হৃদয়ানীব দেহিনাম্ ॥ ৫
কুমুদৈঃ শরদম্ভাংসি যোগ্যতালক্ষণং যযুঃ।
অববোধৈর্ম্মনাংসীব সম্বন্ধমমলাত্মনাম্ ॥ ৬
তারকাবিমলে ব্যোম্নি ররাজাখণ্ডমণ্ডলঃ।
চন্দ্রশ্চরমদেহাত্মা যোগী সাধুকুলে যথা ॥ ৭
শনৈঃ শনৈস্তীরং তত্যজুশ্চ জলাশয়াঃ।
মমত্বং ক্ষেত্রপুত্রাদি রূঢ়মুচ্চৈর্যথা বুধাঃ ॥ ৮
পূর্ব্বত্যক্তৈঃ সরোহম্ভোভির্হংসা যোগং পুনর্যযুঃ।
ক্লেশৈঃ কুযোগিনোঽশেষৈরন্তরায়হতা ইব ॥ ৯
নিভৃতোঽভবদত্যর্থং সমুদ্রঃ স্তিমিতোদকঃ।
ক্রমাবাপ্ত-মহাযোগো নিশ্চলাত্মা যথা যতিঃ ॥ ১০
সর্ব্বত্রাতিপ্রসন্নানি সলিলানি তদাভবন্।
জ্ঞাতে সর্ব্বগতে বিষ্ণৌ মনাংসীব সুমেধসাম্ ॥ ১১
বভূব নির্ম্মলং ব্যোম শরদা ধ্বস্ততোয়দম্।
যোগাগ্নিদগ্ধক্লেশৌঘং যোগিনামিব মানসম্ ॥ ১২
সূর্য্যাংশুজনিতং তাপং নিন্যে তারাপতিঃ শমম্।
অহঙ্কারোদ্ভবং দুঃখং বিবেকঃ সুমহানিব ॥ ১৩
নভসোঽভ্রান্ ভুবঃ পঙ্কান্ কালুষ্যং চাম্ভসঃ শরৎ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ প্রত্যাহার ইবাহরৎ ॥ ১৪
প্রাণায়াম ইবাম্ভোভিঃ সরসাং কৃতপূরকৈঃ।
অভ্যস্যতোঽনুদিবসং রেচকাকুম্ভকাদিভিঃ ॥ ১৫
বিমলাম্বরনক্ষত্রে কালে চাভ্যাগতো ব্রজম্।
দদর্শেন্দ্রমহারম্ভায়োদ্যতাংস্তান্ ব্রজৌকসঃ ॥ ১৬
কৃষ্ণস্তানুৎসুকান্ দৃষ্ট্বা গোপানুৎসবলালসান্।

হইতে লাগিল। সংসারের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সন্ত্যক্তাহঙ্কার যোগিগণের ন্যায় ময়ূরগণও বনে মদপরিত্যাগপূর্ব্বক মৌনী হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। জ্ঞানিজন যে প্রকার সর্ব্বপ্রকার মমতা পরিত্যাগান্তে গৃহ পরিত্যাগ করত বনে গমন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শুভ্রবর্ণ মেঘগণ জলরূপ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ম্মল হইয়া আকাশ পরিত্যাগ করিল। বহুজনের প্রতি অর্পিত মমতায় দেহিগণের হৃদয়ের ন্যায় শরৎকালীন রবিকিরণতপ্ত সরোবরসমূহ শোষপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। অমলস্বভাব ব্যক্তিগণের মনঃসমূহ যে প্রকার জ্ঞানের সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শরৎকালীন জলরাশি কুমুদের সহিত সম্পর্কযোগ্যতা প্রাপ্ত হইল। তারকাবিমল নভোমণ্ডলে, অখণ্ডমণ্ডলচন্দ্রিমা, সৎকুলোৎপন্না চরমদেহাত্মা যোগীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। পণ্ডিতগণ যে প্রকার পুত্রাদির উপর রূঢ়মমতাকে ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ জলাশয় সকল ক্রমে ক্রমে তীর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। যে প্রকার কুযোগিগণ বিঘ্নাভিভূত হইয়া পুনর্ব্বার অশেষবিধ ক্লেশযুক্ত হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বপরিত্যক্ত সরোবরজলসমূহের সহিত হংসগণ পুনর্ব্বার যোগপ্রাপ্ত হইল। ক্রমে ক্রমে মহাযোগের লাভকর্ত্তা নিশ্চলাত্মা যতির ন্যায় নিশ্চলাম্বু সমুদ্র, অতিশয় নির্ব্বিকারভাব প্রাপ্ত হইল। ১—১০। সর্ব্বত্রগ ভগবান্ বিষ্ণুকে জানিতে পারিলে মন যে প্রকার হয়, তদ্রূপ সেই সময় জলসমূহ অতীব প্রসন্ন হইয়াছিল। শরৎকালাগমে মেঘ সকল বিনষ্ট হওয়াতে আকাশ, যোগাগ্নিদগ্ধক্লেশ যোগিগণের চিত্তের ন্যায় নির্ম্মল হইল। সুমহান্ বিবেক, যে প্রকার অহঙ্কারসম্ভূত দুঃখকে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ চন্দ্রমাও সূর্য্যকিরণজনিত সন্তাপকে শান্ত করিয়াছিল। ইন্দ্রিয়ার্থসমূহ হইতে প্রত্যাহার, যে প্রকারে ইন্দ্রিয়গণকে হরণ করে, সেইরূপ শরৎকালও আকাশের মেঘসমূহ, পৃথিবীর কর্দ্দমসমূহ এবং জলের মালিন্য হরণ করিয়াছিল। রেচক ও কুম্ভকাদি দ্বারা প্রতিদিন অভ্যাসশীল ব্যক্তির যেপ্রকার প্রাণায়াম হয়, তদ্রূপ সরোবরের পরিপূর্ত্তিকারক জলসমূহ দ্বারা লোকনিবহের প্রাণের দৈর্ঘ্য সম্পাদিত হইয়াছিল। এবম্প্রকার আকাশ ও নক্ষত্রের নৈর্ম্মল্যাধায়ী শরৎকালে কোনদিন ভগবান্ ব্রজে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সকল ব্রজবাসিগণ মহারম্ভে (যজ্ঞে) উদ্যত হইয়াছেন। মহা-

কৌতূহলাদিদং বাক্যং প্রাহ বৃদ্ধান্‌ মহামতিঃ॥
কোঽয়ং শক্রমহো নাম যেন বো হর্ষ আগতঃ।
প্রাহ তং নন্দগোপশ্চ পৃচ্ছন্তমতিসাদরম্‌॥ ১৮
মেঘানাং পয়সাং চেশো দেবরাজঃ শতক্রতুঃ।
তেন সঞ্চোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যম্বুময়ং রসম্‌॥ ১৯
তদ্‌বৃষ্টিজনিতং শস্যং বয়মন্যে চ দেহিনঃ।
বর্ত্তয়ামোপযুঞ্জানাস্তর্পয়ামশ্চ দেবতাঃ॥ ২০
ক্ষীরবত্য ইমা গাবো বৎসবত্যশ্চ নির্বৃতাঃ।
তেন সংবর্দ্ধিতৈঃ শস্যৈঃ পুষ্টাস্তুষ্টা ভবন্তি বৈ॥২১
নাশস্যা নাতৃণা ভূমির্ন বুভুক্ষার্দ্দিতো জনঃ।
দৃশ্যতে যত্র দৃশ্যন্তে বৃষ্টিমন্তো বলাহকাঃ॥ ২২
ভৌমমেতং পয়ো দুগ্ধং গোভিঃ সূর্য্যস্য বারিদঃ।
পর্জ্জন্যঃ সর্ব্বলোকস্য ভবায় ভুবি বর্ষতি॥ ২৩
তস্মাৎ প্রাবৃষি রাজানঃ সর্ব্বে শক্রং মুদা যুতাঃ।
মখৈঃ সুরেশমর্চ্চন্তি বয়মন্যে চ মানবাঃ॥ ২৪

পরাশর উবাচ।

নন্দগোপস্য বচনং শ্রুত্বেত্থং শক্রপূজনে।
কোপায় ত্রিদশেন্দ্রস্য প্রাহ দামোদরস্তদা॥ ২৫
ন বয়ং কৃষিকর্ত্তারো বাণিজ্যাজীবিনো ন চ।
গাবোঽস্মদ্দৈবতং তাত বয়ং বনচরা যতঃ॥ ২৬
আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিস্তথাপরা।
বিদ্যাচতুষ্টয়ং ত্বেতং বার্ত্তামত্র শৃণুষ্ব মে॥ ২৭
কৃষির্ব্বণিজ্যা তদ্বত্তু তৃতীয়ং পশুপালনম্‌।
বিদ্যা হ্যেতা মহাভাগ বার্ত্তা বৃত্তিত্রয়াশ্রয়াঃ॥ ২৮
কর্ষকাণাং কৃষির্বৃত্তিঃ পণ্যং বিপণিজীবিনাম্‌।
অস্মাকং গাঃ পরাবৃত্তি-র্বার্ত্তাভেদৈরিয়ং ত্রিভিঃ॥২৯
বিদ্যয়া যো যয়া যুক্তস্তস্য সা দৈবতং মহৎ।
সৈব পূজ্যার্চ্চনীয়া চ সৈব তস্যোপকারিকা॥ ৩০
যোঽন্যস্য ফলমশ্নন্‌ বৈ পূজয়ত্যপরং নরঃ।
ইহ চ প্রেত্য চৈবাসৌ তাত নাপ্নোতি শোভনম্‌॥

অতি কৃষ্ণ, উৎসবলালস বৃদ্ধগোপগণকে অবলোকন করিয়া, কৌতূহল সহকারে তাঁহাদিগকে এই বাক্য বলিলেন যে, এ কোন্‌ ইন্দ্র-যজ্ঞ, যাহার জন্য আপনারা এত হর্ষ-প্রকাশ করিতেছেন? তখন নন্দগোপ, জিজ্ঞাসাকারী কৃষ্ণকে অতি আদরের সহিত কহিলেন,—যে দেবরাজ ইন্দ্র, মেঘ ও জলনিকরের কর্ত্তা, তিনিই মেঘগণকে প্রেরণ করেন, তাহাতেই মেঘগণ বারিবর্ষণ করিয়া থাকে। ১২—১৯। অন্যান্য দেহিগণ ও আমরা সকলেই সেই বৃষ্টিজনিত শস্যের লাভে প্রাণধারণ করিয়া থাকি এবং দেবতাগণেরও তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকি। এই সকল বৎসবতী গাভীগণ, সেই বৃষ্টি জন্য সংবর্দ্ধিত শস্যনিকর দ্বারা হৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়া দুগ্ধ ধারণ করিয়া থাকে এবং নির্ব্বৃত হয়। যেস্থানে মেঘ সকল বারিবর্ষণ করিয়া থাকে, সেই স্থানের ভূমি, শস্যরহিতা বা তৃণরহিতা দৃষ্ট হয় না এবং তথাকার কোন জনকে ক্ষুধাপীড়িত দেখা যায় না। বারিপ্রদ ইন্দ্র, সূর্য্যরশ্মি দ্বারা পীত ভূমিরসকে সর্ব্বলোকের উপকারের জন্য পৃথিবীতে বর্ষণ করিয়া থাকেন। সেই কারণে আমরা, অন্যান্য মনুষ্যগণ ও রাজগণ সকলেই হর্ষসহকারে, বর্ষাকালে, সেই সুরেশ্বর ইন্দ্রকে যজ্ঞ দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকি। পরাশর কহিলেন,—শক্রপূজাবিষয়ে নন্দগোপের এবংপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া দামোদর, দেবেন্দ্রের ক্রোধ জন্মাইবার জন্যই কহিলেন, হে পিতঃ! আমরা কৃষিকর্ত্তা বা বাণিজ্যজীবী নহি, আমরা বনচর; গাভীগণই আমাদের দেবতা। আন্বীক্ষিকী,ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি এই চারি প্রকার বিদ্যা। ইহার মধ্যে বার্ত্তা কাহাকে বলে, আমার নিকট তাহা শ্রবণ করুন। হে মহাভাগ! বার্ত্তা তিন রকম—বৃত্তিভেদে ত্রিবিধ; যথা,—কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন। ইহার মধ্যে কৃষি নামে যে বৃত্তি, তাহা কৃষকের অবলম্বন; বিপণিজীবিগণের অবলম্বনীয় বাণিজ্য এবং আমাদের গাভীই মুখ্য অবলম্বন। এই তিনপ্রকার বার্ত্তাভেদে তিন প্রকার বৃত্তি যথাক্রমে যাহার অবলম্বনীয়, তাহা বলিলাম; যে যে বিদ্যা দ্বারা প্রতিপালিত, সেই তাহার মহতী দেবতা; তাহারই পূজা করা উচিত। কারণ সেই তাহার মহোপকারজনিকা। ২০—৩০। যে ব্যক্তি, এক ব্যক্তি দ্বারা ফল লাভ করিয়া, অন্যের পূজা করিয়া

কৃষ্যন্তাঃ প্রথিতাঃ সীমাঃ সীমান্তঞ্চ পুনর্ব্বনম্!
বনান্তা গিরয়ঃ সর্ব্বে তে চাস্মাকং পরা গতিঃ ॥৩২
ন দ্বারবন্ধাবরণা ন গৃহক্ষেত্রিণস্তথা।
সুখিনঃ সকলে লোকে যথা বৈ চক্রচারিণঃ॥ ৩৩
শ্রূয়ন্তে গিরয়শ্চামী বনেঽস্মিন্ কামরূপিণঃ।
তত্তদ্রূপং সমাস্থায় রমন্তে স্বেষু সানুষু॥ ৩৪
যদা চৈতেঽপরাধ্যন্তে তেষাং যে কাননৌকসঃ।
তদা সিংহাদিরূপৈস্তান্ ঘাতয়ন্তি মহীধরাঃ॥ ৩৫
গিরিযজ্ঞস্ত্বয়ং তস্মাৎ গোযজ্ঞশ্চ প্রবর্ত্ত্যতাম্।
কিমস্মাকং মহেন্দ্রেণ গাবঃ শৈলাশ্চ দেবতাঃ॥৩৬
মন্ত্রযজ্ঞপরা বিপ্রাঃ সীতাযজ্ঞাশ্চ কর্ষকাঃ।
গিরিগোযজ্ঞশীলাশ্চ বয়মদ্রিবনাশ্রয়াঃ॥ ৩৭

থাকে, হে পিতঃ! ইহকালে বা পরকালে তাহার মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। যেখানে কৃষি হয়, তাহার নাম ক্ষেত্র, সাধারণ প্রচারার্থ ভূমিই তাহার সীমা, সাধারণ প্রচারভূমিরও সীমা বন, সেই বনের সীমা স্বরূপে পর্ব্বতসমূহ অবস্থিতি করিতেছে, সেই পর্ব্বতসমূহই আমাদের গতি। যে সকল মনুষ্য দ্বারবন্ধ প্রভৃতি দ্বারা আবৃত হইয়া অবস্থান করে এবং যাহারা গৃহ ও ক্ষেত্র প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট সীমায় বিচরণ করিয়া থাকে, তাহাদের অপেক্ষা স্বচ্ছন্দচারিগণ অনেক সুখী। এইরূপ শুনা গিয়া থাকে যে, এই সকল গিরিগণ কামরূপী এবং ইহাঁরা সেই সেই রূপ ধারণ করিয়া, এই বনে নিজ নিজ সানুদেশে বিহার করিয়া থাকেন। যে সকল কাননবাসিগণ, যখন এই সকল গিরিদেবতার নিকট কোনও অপরাধ করিয়া থাকে, তখনই এই গিরিদেবগণও সিংহাদিরূপ ধারণ করিয়া, সেই অপরাধিগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন। সেই কারণে এই ইন্দ্রযজ্ঞকে অদ্য হইতে গিরিযজ্ঞ রূপে প্রবর্ত্তিত করুন। মহেন্দ্রের পূজায় আমাদের কি লাভ হইবে। গাভী ও শৈলগণই আমাদের দেবতা। বিপ্রগণ মন্ত্রযজ্ঞনিরত, কৃষকগণ সীতাযজ্ঞপর, আর অদ্রিবনাশ্রিত মাদৃশ গোপগণ গিরি ও গো যজ্ঞশীল হইবে; ইহাতে আর সংশয় কি?

তস্মাদ্গোবর্দ্ধনঃ শৈলো ভবদ্ভির্ব্বিবিধার্হণৈঃ।
অর্চ্চ্যতাং পূজ্যতাং মেধ্যং পশুং হত্বা বিধানতঃ॥
সর্ব্বঘোষস্য সন্দোহো গৃহ্যতাং মা বিচার্য্যতাম্।
ভোজ্যন্তাং তেন বৈ বিপ্রাস্তথা যে চাভিবাঞ্ছকাঃ॥
সমর্চ্চিতে কৃতে হোমে ভোজিতেষু দ্বিজাতিষু।
শরৎ পুষ্পকৃতাপীড়াঃ পরিগচ্ছন্তু গোগণাঃ॥ ৪০
এতন্মম মতং গোপাঃ সম্প্রত্যাদ্রিয়তে যদি।
ততঃ কৃতা ভবেৎ প্রীতির্গবামদ্রেস্তথা মম॥ ৪১
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নন্দাদ্যাস্তে ব্রজৌকসঃ।
প্রীত্যুৎফুল্লমুখা বিপ্র সাধু সাধ্বিত্যথাব্রুবন্॥ ৪২
শোভনং তে মতং বৎস যদেতদ্ভবতোদিতম্।
তৎ করিষ্যামহে সর্ব্বং গিরিযজ্ঞঃ প্রবর্ত্ত্যতাম্॥৪৩

পরাশর উবাচ।

তথা চ কৃতবন্তস্তে গিরিযজ্ঞং ব্রজৌকসঃ।
দধিপায়সমাংসাদ্যৈর্দদুঃ শৈলবলিং ততঃ॥ ৪৪

সেই কারণ আপনারা বিবিধ উপহার লইয়া গোবর্দ্ধন শৈলের পূজা করুন এবং যথাবিধানে পবিত্র পশু হনন করিয়া তাঁহার পূজা করুন। সকল ব্রজেরই দুগ্ধাদি সংগ্রহ করুন, কোন বিচার করিবেন না; এবং সেই দুগ্ধাদি দ্বারা বিপ্র ও যাচকগণকে উত্তমরূপে ভোজন করান। গোবর্দ্ধনের পূজা ও হোম কৃত হইলে এবং ব্রাহ্মণ ভোজনের পর গোগণ শরৎকালীন পুষ্প দ্বারা সজ্জিত হইয়া যথেষ্ট বিচরণ করুক। ৩১—৪০। হে গোপগণ! এই আমার মত, যদি আপনারা সকলে সম্প্রতি আদর করেন, তাহা হইলে, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের গাভীগণের এবং আমার বড়ই প্রীতি হয়। হে, বিপ্র! নন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ তাঁহার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রীত্যুৎফুল্লমুখে 'সাধু সাধু' এই বাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। নন্দগোপ প্রভৃতি বলিলেন, হে বৎস! তুমি যাহা বলিলে, তাহা অতি শোভন, আমরা তাহাই করিব; গিরিযজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হউক। পরাশর কহিলেন,—অনন্তর ব্রজবাসিগণ সকলে কৃষ্ণের কথানুসারে গিরিযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন এবং দধি, পায়স ও

দ্বিজাংশ্চ ভোজয়ামাসুঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
অন্যানপ্যাগতানিত্থং কৃষ্ণেনোক্তং যথা পুরা॥৪৫
গাবঃ শৈলং ততশ্চক্রুশ্চার্চ্চিতাস্তাঃ প্রদক্ষিণম্।
বৃষভাশ্চাপি নর্দন্তঃ সতোয়া জলদা ইব॥ ৪৬
গিরিমূর্দ্ধনি কৃষ্ণোঽপি শৈলোঽহমিতি মূর্ত্তিমান্।
বুভুজেঽন্নং বহু তদা গোপবর্য্যাহৃতং দ্বিজ॥ ৪৮
অন্যেন কৃষ্ণো রূপেণ গোপৈঃ সহ গিরেঃ শিরঃ।
অধিরুহ্যার্চ্চয়ামাস দ্বিতীয়ামাত্মনস্তনুম্॥ ৪৮
অন্তর্দ্ধানং গতে তস্মিন্ গোপা লব্ধা ততো বরান্।
কৃত্বা গিরিমহং গোষ্ঠং নিজমভ্যাযযুঃ পুনঃ॥ ৪৯

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে
দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

মাংসাদি দ্বারা শৈলবলি প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ যে প্রকার বলিয়াছিলেন, তদনুসারে, তাঁহারা শত সহস্র ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য অভ্যাগত-গণকে যথেষ্ট ভোজন করাইলেন। অনন্তর অর্চ্চিত গাভীগণ এবং সজল জলধরের ন্যায় গর্জ্জনকারী বৃষভগণও সেই শৈলকে প্রদক্ষিণ করিল। হে দ্বিজ! গিরির শিখরদেশেও কৃষ্ণ "আমিই শৈল" এই বলিয়া এক বিচিত্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, গোপশ্রেষ্ঠগণের প্রদত্ত অন্ন ভোজন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ, অন্যরূপ বিশিষ্ট স্বকীয় সেই দ্বিতীয় তনুকে, গোপগণের সহিত শিখরে আরোহণ করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। অনন্তর গোপগণ বর লাভ করিলে পর সেই গিরিদেব অন্তর্হিত হইলেন। তৎ-পরে গোপগণও গিরিমহোৎসব সমাপন করিয়া পুনর্ব্বার গোষ্ঠে প্রত্যাগত হইলেন। ৪১—৪৯।

পঞ্চমাংশে দশম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

মহে প্রতিহতে শক্রো মৈত্রেয়াতিরুষান্বিতঃ।
সংবর্ত্তকং নাম গণং তোয়দানামথাব্রবীৎ॥ ১
ভো ভো মেঘা নিশম্যৈতদ্বচনং বদতো মম।
আজ্ঞানন্তরমেবাশু ক্রিয়তামবিচারিতম্॥ ২
নন্দগোপঃ সুদুর্বুদ্ধির্গোপৈরন্যৈঃ সহায়বান্।
কৃষ্ণাশ্রয়বলাধ্মাতো মহভঙ্গমচীকরৎ॥ ৩
আজীবো যঃ পরস্তেষাং যাশ্চ গোপত্বকারণম্।
তা গাবো বৃষ্টিবাতেন পীড্যন্তাং বচনান্মম॥ ৪
অহমপ্যদ্রিশৃঙ্গাভং তুঙ্গমারুহ্য বারণম্।
সাহায্যং বঃ করিষ্যামি বার্য্যম্বুৎসর্গযোজিতম্॥ ৫
ইত্যাজ্ঞপ্তাঃ সুরেন্দ্রেণ মুমুচুস্তে বলাহকাঃ।
বাতবর্ষং মহাভীমমভাবায় গবাং দ্বিজ॥ ৬
ততঃ ক্ষণেন ধরণী ককুভোঽম্বরমেব চ।
একং ধারামহাসারপূরণেনাভবন্মুনে॥ ৭

একাদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! অনন্তর এই প্রকার স্বকীয় মহোৎসব প্রতিহত হইলে ইন্দ্র অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া সংবর্ত্তক নামক মেঘগণকে বলিতে লাগিলেন যে, ভো ভো মেঘ-গণ! আমি আদেশ করিতেছি, আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি যাহা বলিব, তাহা আমার আজ্ঞার পরে বিচার না করিয়াই সম্পাদন কর। সুদুর্ব্বুদ্ধি পাপাত্মা নন্দগোপ, কৃষ্ণাশ্রয়রূপ বলে গর্ব্বিত হইয়া, অন্যান্য গোপগণের সহিত মিলিয়া আমার উৎসবভঙ্গ করিয়াছে। যাহা সেই নন্দ-গোপাদির জীবিকা এবং যাহা তাহাদের গোপ-ত্বেরই কারণ, আমার বচনানুসারে সেই গাভী-গণকে বৃষ্টি ও বায়ু দ্বারা পীড়িত কর। আমি পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় ঐরাবতে আরোহণ করিয়া বারিপরিত্যাগ কালে তোমাদের সাহায্য করিব। হে দ্বিজ! ইন্দ্রকর্তৃক এইরূপে আজ্ঞপ্ত মেঘগণ গোগণের বিনাশের জন্য অতিভয়ানক বায়ু ও বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। হে মহামুনে! অনন্তর ক্ষণকালের মধ্যেই সেই মেঘনির্মুক্ত

বিদ্যুল্লতাকশাঘাতত্রস্তৈরিব ঘনৈর্ঘনম্।
নাদাপূরিতদিক্চক্রৈর্দ্ধারাসারমপাত্যত ॥ ৮
অন্ধকারীকৃতে লোকে বর্ষদ্ভিরনিশং ঘনৈঃ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ তির্য্যক্ চ জগদাপ্যমিবাভবৎ ॥ ৯
গাবস্তু তেন পততা বর্ষবাতেন বেগিনা।
ধূতাঃ প্রাণান্ জহুঃ সন্নত্রিকসক্থিশিরোধরাঃ ॥ ১০
ক্রোড়েন বৎসানাক্রম্য তস্থুরন্যা মহামুনে।
গাবো বিবৎসাশ্চ কৃতা বারিপূরেণ চাপরাঃ ॥ ১১
বৎসাশ্চ দীনবদনাঃ পবনাকম্পিকন্ধরাঃ।
ত্রাহি ত্রাহীত্যল্পশব্দাঃ কৃষ্ণমূচুরিবার্ত্তকাঃ ॥ ১২
ততস্তদ্গোকুলং সর্ব্বং গো-গোপী-গোপসংকুলম্
অতীবার্ত্তং হরির্দৃষ্ট্বা মৈত্রেয়াচিন্তয়ৎ তদা ॥ ১৩
এতৎ কৃতং মহেন্দ্রেণ মখভঙ্গবিরোধিনা।
তদেতদখিলং গোষ্ঠং ত্রাতব্যমধুনা ময়া ॥ ১৪
ইমমদ্রিমহং ধৈর্য্যাদুৎপাট্যোরুশিলাঘনম্।
ধারয়িষ্যামি গোষ্ঠস্য পৃথুচ্ছত্রমিবোপরি ॥ ১৫

পরাশর উবাচ।

ইতি কৃত্বা মতিং কৃষ্ণো গোবর্দ্ধনমহীধরম্।
উৎপাট্যৈককরেণৈব ধারয়ামাস লীলয়া ॥ ১৬
গোপাংশ্চাহ জগন্নাথঃ সমুৎপাটিতভূধরঃ।
বিশধ্বমত্র ত্বরিতাঃ কৃতং বর্ষনিবারণম্ ॥ ১৭
সুনির্ব্বাতেষু দেশেষু যথাজোষমিহাস্যতাম্।
প্রবিশ্যতাং ন ভেতব্যং গিরিপাতস্য নির্ভয়ৈঃ ॥ ১৮
ইত্যুক্তাস্তে ততো গোপা বিবিশুর্গোধনৈঃ সহ।
শকটারোপিতৈর্ভাণ্ডৈর্গোপ্যশ্চাসারপীড়িতাঃ ॥১৯
কৃষ্ণোঽপি তং দধারৈব শৈলমত্যন্তনিশ্চলম্।
ব্রজৈকবাসিভির্হর্ষবিস্মিতাক্ষৈর্নিরীক্ষিতঃ ॥ ২০
গোপগোপীজনৈর্হৃষ্টৈঃ প্রীতিবিস্তারিতেক্ষণৈঃ।
সংস্তূয়মানচরিতঃ কৃষ্ণঃ শৈলমধারয়ৎ ॥ ২১
সপ্তরাত্রং মহামেঘা ববর্ষুর্নন্দগোকুলে।
ইন্দ্রেণ চোদিতা বিপ্র গোপানাং নাশকারিণঃ ॥২২

ধারামহাসারবর্ষণে ধরণী, গগন ও দিক্ সকল একাকার হইয়া গেল। মেঘ সমূহ বিদ্যুল্লতা-রূপ কশাঘাতে যেন ত্রস্ত হইয়া গর্জ্জন দ্বারা দিক্‌সমূহকে আপূরিত করিয়া নিবিড় ধারাসার বর্ষণ করিতে লাগিল। নিরন্তর বর্ষণশীল মেঘ-সমূহ দ্বারা লোক অন্ধ কারময় হইল এবং ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্ সমস্তদিকেই জগৎ জলময় হইয়া উঠিল। গোগণ, বেগে পতিত সেই বর্ষবাত দ্বারা কটি, উরু, গ্রীবা অবসন্ন হওয়ায় কম্পিত কলেবরে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ১—১০। হে মুনে! কতকগুলি গোরু, বৎসগণকে ক্রোড়ে আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল এবং অপরগুলি বারি-সঞ্চয় দ্বারা বিবৎসা হইল। দীনবদন বৎস-গণের গ্রীবা, বায়ুতে কাঁপিতে লাগিল, আর তাহারা যেন কাতর হইয়া কৃষ্ণকে 'ত্রাহি ত্রাহি' এই কথা বলিতে লাগিল। হে মৈত্রেয়! তখন গো, গোপী ও গোপপরিবৃত সেই গোকুলকে অতিশয় ব্যথিত দর্শন করিয়া হরি চিন্তা করিতে লাগিলেন, যজ্ঞভঙ্গনিবন্ধন শক্রভাবে ইন্দ্রই এ কার্য্য করিতেছে; যাহা হউক, এক্ষণে এই সমস্ত গোষ্ঠকে আমার রক্ষা করিতে হইতেছে, আমি ধৈর্য্য সহকারে এই শিলাময় পর্ব্বতকে উৎপাটন করিয়া গোষ্ঠের উপরে বৃহৎ ছত্রের ন্যায় ধারণ করি। পরাশর কহিলেন,—এইরূপ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণ, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে উৎপাটন করত এক হস্ত দ্বারাই অবলীলাক্রমে ধারণ করিলেন এবং পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া জগন্নাথ, গোপগণকে বলিলেন, তোমরা শীঘ্র গিরিমূলগর্ত্তে প্রবেশ কর, আমি বর্ষা নিবারণ করিতেছি। তোমরা নির্ভয়ে এখানে নির্ব্বাত-প্রদেশে প্রবেশ করিয়া, নিস্তব্ধভাবে অবস্থান কর, পর্ব্বত পড়িবার ভয় করিও না। কৃষ্ণ এই কথা বলিলে, বারিধারাপীড়িত গোপ ও গোপীগণ শকটারোপিত ভাণ্ড ও গোধন সমভি-ব্যাহারে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। কৃষ্ণও ব্রজবাসিগণ কর্ত্তৃক হর্ষবিস্মিতনেত্রে নিরীক্ষিত হইয়া, নিশ্চলভাবে সেই পর্ব্বত ধারণ করিয়া রহিলেন। হৃষ্ট ও প্রীতিবিস্তারিতনেত্রে গোপ ও গোপীজন কর্ত্তৃক সংস্তূয়মানচরিত কৃষ্ণ শৈলধারণ করিয়া রহিলেন। হে বিপ্র! গোপ-গণের বিনাশকরণে সমর্থ মহামেঘসমূহ, ইন্দ্র-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, সপ্তরাত্রি নন্দগোকুলে

ততো ধৃতে মহাশৈলে পরিত্রাতে চ গোকুলে।
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞো বলভিদ্বারয়ামাস তান্ ঘনান্ ॥২৩
ব্যভ্রে নভসি দেবেন্দ্রে বিতথাত্মবচস্তত্থ।
নিষ্ক্রম্য গোকুলং সর্ব্বং স্বস্থানে পুনরাগমং ॥২৪
মুমোচ কৃষ্ণোঽপি তদা গোবর্দ্ধনমহাচলম্।
স্বস্থানে বিস্মিতমুখৈর্দৃষ্টস্তৈস্ত ব্রজৌকসৈঃ॥ ২৫

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতধারণো নামৈকাদশো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ধৃতে গোবর্দ্ধনে শৈলে পরিত্রাতে চ গোকুলে।
রোচয়ামাস কৃষ্ণস্য দর্শনং পাকশাসনঃ ॥ ১
সোঽধিরুহ্য মহানাগমৈরাবতমমিত্রজিৎ।
গোবর্দ্ধনগিরৌ কৃষ্ণং দদর্শ ত্রিদশেশ্বরঃ॥ ২
চারয়ন্তং মহাবীর্য্যং গাবো গোপবপুর্দ্ধরম্।
কৃষ্ণঞ্চ জগতো গোপং বৃতং গোপকুমারকৈঃ॥ ৩
গরুড়ঞ্চ দদর্শোচ্চৈরন্তর্দ্ধানগতং দ্বিজ।
কৃতচ্ছায়ং হরের্মূর্দ্ধ্নি পক্ষাভ্যাং পক্ষিপুঙ্গবম্ ॥ ৪
অবরুহ্য স নাগেন্দ্রাদেকান্তে মধুসূদনম্।
শক্রঃ সস্মিতমাহেদং প্রীতিবিস্ফারিতেক্ষণঃ॥ ৫
কৃষ্ণ কৃষ্ণ শৃণুষ্বেদং যদর্থমহমাগতঃ।
ত্বৎসমীপং মহাভাগ নৈতচ্চিন্ত্যং ত্বয়ান্যথা॥ ৬
ভারাবতারণার্থায় পৃথিব্যাঃ পৃথিবীতলম্।
অবতীর্ণোঽখিলাধারস্ত্বমেব পরমেশ্বর॥ ৭
মহভঙ্গবিরুদ্ধেন ময়া গোকুলনাশকাঃ।
সমাদিষ্টা মহামেঘাস্তৈশ্চেদং কদনং কৃতম্॥ ৮
ত্রাতাস্তাত ত্বয়া গাবঃ সমুৎপাট্য মহাগিরিম্।
তেনাহং তোষিতো বীর কর্ম্মণাত্যদ্ভুতেন তে॥
সাধিতং কৃষ্ণ দেবানামহং মন্যে প্রয়োজনম্।
ত্বয়ায়মদ্রিপ্রবরঃ করেণৈকেন যদ্ধৃতঃ॥ ১০

বর্ষণ করিয়াছিল। কৃষ্ণ শৈলধারণ করিয়া গোকুল রক্ষা করিলে, মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ ইন্দ্র, সেই মেঘসমূহকে নিবারণ করিলেন। আকাশ মেঘ-রহিত হওয়ায় ইন্দ্রের বাক্য মিথ্যা হইলে সমস্ত গোকুলবাসী তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিল। কৃষ্ণও বিস্মিতমুখ সেই ব্রজবাসিগণ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া, গোবর্দ্ধন পর্ব্ব-তকে তখন যথাস্থানে স্থাপন করিলেন।১১—২৫।

পঞ্চমাংশে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন শৈল ধারণ করিয়া গোকুলকে রক্ষা করিলেন দেখিয়া, ইন্দ্র তাঁহার দর্শনে অভিলাষী হইলেন। শত্রু-গণের জয়কারী ত্রিদশেশ্বর ইন্দ্র, মহাগজে আরোহণপূর্ব্বক গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে আগমন করিয়া কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্র দেখিলেন, যিনি জগতের রক্ষাকর্ত্তা, সেই কৃষ্ণই গোপবপুঃ ধারণপূর্ব্বক গোপকুমারগণে বেষ্টিত হইয়া মহাপ্রভাবে গাভী সকলকে বিচরণ করাইতে-ছেন। হে দ্বিজ! তিনি আরও দেখিলেন যে, পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিয়া পক্ষ দ্বারা ভগবান্ হরির মস্তকে ছায়া প্রদান করিতেছেন। তখন দেবরাজ, হস্তিশ্রেষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া নির্জ্জনে মধুসূদনকে প্রীতি-বিস্ফারিত নেত্রে ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আমি যে কারণে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। হে মহাভাগ! এ বিষয়ে আপনি অন্যথা চিন্তা করিবেন না। হে পরমেশ্বর! অখিলাধারস্বরূপ আপনি এই পৃথিবীর ভারহরণের জন্য পৃথিবী-তলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহার সন্দেহ নাই। আমি যজ্ঞভঙ্গপ্রযুক্ত বিরোধের বশবর্ত্তী হইয়াই যে সকল মেঘকে গো-কুলনাশার্থে আদেশ করিয়াছিলাম, তাহারাই এ প্রকার ক্লেশ প্রদান করিয়াছে। হে তাত! আপনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া গো সকলকে রক্ষা করিয়াছেন, আপনার এই অদ্ভুত কর্ম্মে আমি পরিতোষ লাভ করিয়াছি। হে কৃষ্ণ! আমি বোধ করি, আপনি যে হস্তে এই অদ্রিশ্রেষ্ঠ ধারণ করিয়াছেন, ইহা দ্বারাও দেবগণের প্রয়োজনই সাধন করিয়াছেন।

গোভিশ্চ চোদিতঃ কৃষ্ণ ত্বংসকাশমিহাগতঃ।
ত্বয়া ত্রাতাভিরত্যর্থং যুষ্মৎসৎকারকারণাৎ ॥ ১১
স ত্বাং কৃষ্ণাভিষেক্ষ্যামি গবাং বাক্যপ্রচোদিতঃ।
উপেন্দ্রত্বে গবামিন্দ্রো গোবিন্দস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥১২
অথোপবাহ্যাদাদায় ঘণ্টামৈরাবতাদ্‌গজাৎ।
অভিষেকং তয়া চক্রে পবিত্রজলপূর্ণয়া ॥ ১৩
ক্রিয়মাণেঽভিষেকে তু গাবঃ কৃষ্ণস্য তৎক্ষণাৎ।
প্রস্রবোদ্ভূতদুগ্ধার্দ্রাং সদ্যশ্চক্রুর্বসুন্ধরাম্ ॥ ১৪
অভিষিচ্য গবাং বাক্যাদ্দেবেন্দ্রো বৈ জনার্দ্দনম্।
প্রীত্যা সপ্রশ্রয়ং কৃষ্ণং পুনরাহ শচীপতিঃ ॥ ১৫
গবামেতৎ কৃতং বাক্যং তথান্যদপি মে শৃণু।
যদ্‌ব্রবীমি মহাভাগ ভারাবতরণেচ্ছয়া ॥ ১৬
মমাংশঃ পুরুষব্যাঘ্র পৃথায়াং পৃথিবীতলে।
অবতীর্ণোঽর্জ্জুনো নাম স রক্ষ্যো ভবতা সদা॥১৭
ভারাবতারণে সাহ্যং স তে বীরঃ করিষ্যতি।
স রক্ষণীয়ো ভবতা যথাত্মা মধুসূদন ॥ ১৮

শ্রীভগবানুবাচ।

জানামি ভারতে বংশে জাতং পার্থং তবাত্মজম্।
তমহং পালয়িষ্যামি যাবদস্মি মহীতলে ॥ ১৯
যাবন্মহীতলে শক্র স্থাস্যাম্যহমরিন্দম।
ন তাবদর্জ্জুনং কশ্চিদ্দেবেন্দ্র যুধি জেষ্যতি ॥ ২০
কংসো নাম মহাবাহুর্দৈত্যোঽরিষ্টস্তথাপরঃ।
কেশী কুবলয়াপীড়ো নরকাদ্যাস্তথাপরে ॥ ২১
হতেষেতেষু দেবেন্দ্র ভবিষ্যতি মহাহবঃ।
তত্র বিদ্ধি সহস্রাক্ষ ভারাবতরণং কৃতম্ ॥ ২২
স ত্বং গচ্ছ ন পুত্রার্থে সন্তাপং কর্ত্তুমর্হসি।
নার্জ্জুনস্য রিপুঃ কশ্চিন্মমাগ্রে প্রভবিষ্যতি ॥ ২৩
অর্জ্জুনার্থে ত্বহং সর্ব্বান্ যুধিষ্ঠিরপুরোগমান্।
নিবৃত্তে ভারতে যুদ্ধে কুন্ত্যা দাস্যাম্যবিক্ষতান্ ॥২৪
ইত্যুক্তঃ সংপরিষজ্য দেবরাজো জনার্দ্দনম্।
আরুহ্যৈরাবতং নাগং পুনরেব দিবং যযৌ ॥ ২৫

১—১০। হে কৃষ্ণ! আমি গোগণের বাক্যানুসারে আপনার আগমন করিয়াছি। আপনি গোগণকেই গোবর্দ্ধন ধারণপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছেন। এক্ষণে আমি গোগণেরই প্রেরণায় আপনাকে উপেন্দ্রত্বে বরণ করিব। আপনি গোগণের ইন্দ্র, সুতরাং আপনার "গোবিন্দ" এই নাম রহিল। অনন্তর ইন্দ্র, স্বীয় বাহন ঐরাবত হইতে ঘণ্টা লইয়া তাহাতে পবিত্রজল পূর্ণ করত তদ্দ্বারা কৃষ্ণের অভিষেক করিলেন। কৃষ্ণের অভিষেক কালে গাভী সকল স্তনক্ষরিত দুগ্ধ দ্বারা বসুন্ধরাকে আর্দ্র করিয়া ফেলিল। গোগণের বাক্যানুসারে ইন্দ্র, কৃষ্ণকে অভিষেক করিয়া পুনর্ব্বার প্রীতি ও বিনয়ের সহিত কৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন যে, "হে মহাভাগ! গোগণের বাক্য পূর্ণ করিলাম, এক্ষণে আরও কিছু বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! পৃথিবীর ভারহরণের জন্য আমার অংশ, পৃথার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার নাম অর্জ্জুন; তাহাকে আপনি সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন। হে মধুসূদন! আপনার ভূভারহরণরূপ কার্য্যে অর্জ্জুন সাহায্য করিবে, অতএব আপনি তাহাকে স্বকীয় শরীরের ন্যায় রক্ষা করিবেন। অনন্তর ভগবান্ কহিলেন,—ভারতবংশে আপনার পুত্র অর্জ্জুন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, একথা আমি অবগত আছি। আমি যতদিন পৃথিবীতে, অবস্থান করিব, ততদিন তাঁহাকে পালন করিব। হে অরিন্দম শক্র! আমি যতদিন পৃথিবীতে থাকিব, ততদিন পৃথিবীতে অর্জ্জুনকে কেহই জয় করিতে পারিবে না। ১১—২০। হে দেবেন্দ্র! কংস, অরিষ্ট, কুবলয়াপীড়, কেশী, নরক প্রভৃতি অন্যান্য মহাবাহু অসুরগণ নিহত হইলে পর, একটী ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইবে; সেই যুদ্ধেই আমি ভূভার হরণ করিব, ইহা আপনি জানুন। আপনি গমন করুন, পুত্রের অকুশলচিন্তা করিয়া আপনি সন্তাপ করিবেন না। আমি থাকিতে কোন ব্যক্তিই অর্জ্জুনের শত্রুতা করিয়া সিদ্ধকাম হইতে পারিবে না। আমি অর্জ্জুনেরই অনুরোধে ভারতযুদ্ধ নিবৃত্ত হইয়া গেলে, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকল পাণ্ডবকেই অক্ষত শরীরে কুন্তীর নিকট অর্পণ করিব। পরাশর কহিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর, দেবরাজ, জনার্দ্দনকে আলিঙ্গন করিয়া, ঐরাবত হস্তীতে আরোহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন

কৃষ্ণোঽপি সহিতো গোভির্গোপালৈশ্চ পুনর্ব্রজম্।
আজগামাথ গোপীনাং দৃষ্টিপূতেন বর্ত্মনা ॥ ২৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে কৃষ্ণাভিষেকো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

গতে শক্রে তু গোপালাঃ কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্।
উচুঃ প্রীত্যা ধৃতং দৃষ্ট্বা তেন গোবর্দ্ধনাচলম্ ॥ ১
বয়মস্মান্মহাবাহো ভবতা মহতো ভয়াৎ।
গাবশ্চ ভবতা ত্রাতা গিরিধারণকর্ম্মণা ॥ ২
বালক্রীড়েয়মতুলা গোপালত্বং জুগুপ্সিতম্।
দিব্যঞ্চ কর্ম্ম ভবতঃ কিমেতৎ তাত কথ্যতাম্ ॥ ৩
কালিয়ো দমিতস্তোয়ে প্রলম্বো বিনিপাতিতঃ।
ধৃতো গোবর্দ্ধনশ্চায়ং শঙ্কিতানি মনাংসি নঃ ॥ ৪
সত্যং সত্যং হরেঃ পাদৌ শপামোঽমিতবিক্রম।
যথা ত্বদ্বীর্য্যমালোক্য ন ত্বাং মন্যামহে নরম্ ॥ ৫
প্রীতিঃ সস্ত্রীকুমারস্য ব্রজস্য তব কেশব।
কর্ম্ম চেদমশক্যং যৎ সমস্তৈস্ত্রিদশৈরপি ॥ ৬
বালত্বং চাতিবীর্য্যঞ্চ জন্ম চাস্মাস্বশোভনম্।
চিন্ত্যমানমমেয়াত্মন্ শঙ্কাং কৃষ্ণ প্রযচ্ছতি ॥ ৭
দেবো বা দানবো বা ত্বং যক্ষো গন্ধর্ব্ব এব বা।
কিং বাস্মাকং বিচারেণ বান্ধবোঽসি নমোঽস্তু তে

পরাশর উবাচ।

ক্ষণং ভূত্বা ত্বসৌ তূষ্ণীং কিঞ্চিৎ প্রণয়কোপবান্
ইত্যেবমুক্তস্তৈর্গোপৈঃ কৃষ্ণোঽপ্যাহ মহামুনে ॥৯

শ্রীভগবানুবাচ।

মৎসম্বন্ধেন ভো গোপা যদি লজ্জা ন জায়তে।

করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণও গোপীগণের দৃষ্টি-পাতে পবিত্রপথ আশ্রয় করিয়া গোপাল ও গাভীগণের সহিত পুনর্ব্বার ব্রজে আগমন করিলেন। ২১—২৬।

পঞ্চমাংশে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—ইন্দ্র গমন করিলে পর, গোপালগণ কৃষ্ণকে বিনা ক্লেশে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে প্রীতি-সহকারে কহিতে লাগিলেন, হে মহাবাহো! অদ্য আপনি আমাদিগকে ও গোগণকে, এই পর্ব্বত ধারণ করিয়া মহাভয় হইতে রক্ষা করি-লেন। আপনার এই অতুলনীয় বালক্রীড়া, অথচ নিন্দিত গোকুলে জন্ম, আবার এই প্রকার দিব্য কর্ম্ম, এ সকল কি? হে তাত! তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। আপনি কালিয়কে দমন করিয়াছেন ও প্রলম্বাসুরকেও বিনাশ করিয়াছেন, আবার অদ্য এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিলেন। আপনার এই সকল বিচিত্র কর্ম্ম অবলোকন করিয়া আমাদের অন্তঃ-করণ শঙ্কিত হইয়াছে। হে অমিতবিক্রম! আমরা হরিপদ উদ্দেশে সত্য সত্যই শপথ-পূর্ব্বক বলিতেছি যে, আমরা আপনার এ প্রকার বীর্য্য অবলোকন করিয়া, আপনাকে মনুষ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিতেছি না। হে কেশব! এই ব্রজের কি স্ত্রী, কি কুমার, সক-লেই আপনার উপর প্রীত হইয়াছে। আপনি যে কর্ম্ম করিয়াছেন, সমুদায় দেবগণ এক-ত্রিত হইলেও এ কর্ম্ম করিতে পারেন না। হে অমেয়াত্মন্ কৃষ্ণ! আপনার এই প্রকার বালত্বে, এই অতিবীর্য্য ও আমাদের ন্যায় নীচগণের কুলে জন্ম, এসকল বিষয় যতই চিন্তা করিতেছি, ততই আমরা শঙ্কান্বিত হইতেছি। আপনি দেবই হউন বা মানব হউন, কিংবা যক্ষ অথবা গন্ধর্ব্বই হউন, আমাদিগের তাহা বিচার করিবার প্রয়ো-জন কি? আপনি আমাদের বান্ধব, আমরা আপনাকে নমস্কার করি। পরাশর কহিলেন,—হে মহামুনে! সেই সকল গোপগণ এই প্রকার বলিলে পর, কৃষ্ণও ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া, পরে প্রণয়কোপ সহকারে কিঞ্চিৎ বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১—১০। শ্রীভগ-বান্ কহিলেন,—হে গোপগণ! আমার সহিত

শ্লাঘ্যো বাহং ততঃ কিং বো বিচারেণ প্রয়োজনম্॥
যদি বোঽস্তি ময়ি প্রীতিঃ শ্লাঘ্যোঽহং ভবতাং যদি
তদাত্মবন্ধুসদৃশী বুদ্ধির্বঃ ক্রিয়তাং ময়ি॥ ১১
নাহং দেবো ন গন্ধর্ব্বো ন যক্ষো ন চ দানবঃ।
অহং বো বান্ধবো জাতো নাস্তি চিন্তামতোঽন্যথা॥
পরাশর উবাচ।
ইতি শ্রুত্বা হরের্ব্বাক্যং বদ্ধমৌনাস্ততো বনম্।
যযুর্গোপা মহাভাগ তস্মিন্ প্রণয়কোপিনি॥ ১৩
কৃষ্ণস্তু বিমলং ব্যোম শরচ্চন্দ্রস্য চন্দ্রিকাম্।
তথা কুমুদিনীং ফুল্লামামোদিতদিগন্তরাম্॥ ১৪
বনরাজিং তথা কূজদ্ভৃঙ্গমালাং মনোরমাম্।
বিলোক্য সহ গোপীভির্ম্মনশ্চক্রে রতিং প্রতি॥১৫
সহ রামেণ মধুরমতীব বনিতাপ্রিয়ম্।
জগৌ কলপদং সৌরির্নানাতন্ত্রীকৃতব্রতম্॥ ১৬
রম্যং গীতধ্বনিং শ্রুত্বা সন্ত্যজ্যাবসথাংস্তদা।
আজগ্মুস্ত্বরিতা গোপ্যো যত্রাস্তে মধুসূদনঃ॥ ১৭
শনৈঃ শনৈর্জ্জগৌ গোপী কাচিৎ তস্য লয়ানুগম্।
দত্তাবধানা কাচিত্তু তমেব মনসা স্মরন্॥ ১৮
কাচিৎ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রোক্ত্বা লজ্জামুপাগতা
যযৌ চ কাচিৎ প্রেমান্ধা তৎপার্শ্বমবিলজ্জিতা॥১৯
কাচিদাবসথস্যান্তঃস্থিতা দৃষ্ট্বা বহির্গুরূন্।
তন্ময়ত্বেন গোবিন্দং দধ্যৌ মীলিতলোচনা॥ ২০
তচ্চিন্তাবিপুলাহ্লাদ-ক্ষীণপুণ্যচয়া তথা।
তদপ্রাপ্তি-মহাদুঃখ-বিলীনাশেষপাতকা॥ ২১
চিন্তয়ন্তী জগৎসূতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্।
নিরুচ্ছ্বাসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপকন্যকা॥ ২২
গোপীপরিবৃতো রাত্রিং শরচ্চন্দ্রমনোরমাম্।
মানয়ামাস গোবিন্দো রাসারম্ভরসোৎসুকঃ॥ ২৩

এবম্প্রকার সম্বন্ধে যদি তোমরা লজ্জিত না হও এবং আমার প্রতি যদি তোমরা শ্লাঘা করিয়া থাক, তবে তোমাদের এ বিচারে কি প্রয়োজন? আমার প্রতি যদি তোমাদের প্রীতি থাকে এবং আমি যদি তোমাদের শ্লাঘ্য হই, তবে তোমরা আমার প্রতি আত্মবন্ধুর ন্যায় বুদ্ধি কর; কোন প্রকার অন্যথা ভাবিও না। আমি দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ বা দানব নহি, আমি তোমাদের বান্ধবরূপেই জন্মিয়াছি; তোমরা অন্যপ্রকার চিন্তা করিও না। পরাশর কহিলেন,—হে মহাভাগ! ভগবান্ প্রণয়কোপ সহকারে এই প্রকার বাক্য বলিলে পর, সেই গোপগণ মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বনে গমন করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ, নির্ম্মল আকাশ, শরচ্চন্দ্রের চন্দ্রিকা, সৌরভভরে দিক্ সমূহের আমোদবর্দ্ধিনী ফুল্ল কুমুদিনী ও মধুকর-গুঞ্জিত মনোরম বনরাজি অবলোকন করিয়া, গোপীগণের সহিত রতির নিমিত্ত অভিলাষী হইলেন। তখন কৃষ্ণ, বলভদ্রের সহিত অতি অব্যক্ত অথচ মধুর পদ বিন্যাস করত গান করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ গীত অতীব মধুর ও বনিতাপ্রিয় এবং ঐ গানে নানা তন্ত্রীস্বরের সুন্দর সংমিশ্রণ হইয়াছিল। অনন্তর সেই মনোহর গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া, গোপীগণ গৃহ পরিত্যাগ করত যেখানে মধুসূদন বিরাজমান, সেই স্থানে আগমন করিতে আরম্ভ করিল। কোন গোপী, সেই গানের লয়ানুসারে শনৈঃ শনৈঃ গান করিতে লাগিল; কেহ বা তাহাতেই অবধান করত মনে মনে কৃষ্ণকেই স্মরণ করিতে লাগিল। কোন গোপী, বারংবার "কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!" এই বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে লজ্জিতা হইল; আবার কোন প্রেমান্ধা গোপী, লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের পার্শ্বে উপস্থিত হইল। কোন গোপী, বহির্ভাগে অবস্থিত গুরুজনকে দেখিয়া গৃহের মধ্যেই অবস্থান করত নিমীলিতলোচনে তন্ময়ভাবে গোবিন্দকে চিন্তা করিতে লাগিল। ১১—২০। অন্য কোন গোপকন্যা নিরুচ্ছ্বাসভাবে পরব্রহ্মস্বরূপী জগৎ-কারণ কৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে মোক্ষপ্রাপ্ত হইল। তাহার মোক্ষের প্রতি দুইটী কারণ উপস্থিত হইয়াছিল; এক—ভগবানে চিন্তা-জনিত বিপুল আহ্লাদভোগে তাহার অশেষ পুণ্য ক্ষীণ হয়, দ্বিতীয়—ভগবানের অপ্রাপ্তি নিবন্ধন মহাদুঃখভোগে তাহার সকল পাপ ক্ষীণ হয়*। অনন্তর রাসক্রীড়ারম্ভে উৎসুক কৃষ্ণ,

---

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পাপ ও পুণ্য উভয়ই নষ্ট না হইলে মোক্ষ হয় না, অথচ এই

গোপ্যশ্চ বৃন্দশঃ কৃষ্ণচেষ্টাস্বায়ত্তমূর্ত্তয়ঃ।
অন্যদেশং গতে কৃষ্ণে চেরুর্বৃন্দাবনান্তরম্॥ ২৪
কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়া ইদমূচুঃ পরস্পরম্।
কৃষ্ণোঽহমেতল্ললিতং ব্রজাম্যালোক্যতাং গতিঃ।
অন্যা ব্রবীতি কৃষ্ণস্য মম গীতির্নিশম্যতাম্॥ ২৫
দুষ্টকালিয় তিষ্ঠাত্র কৃষ্ণোঽহমিতি চাপরা।
বাহুমাস্ফোট্য কৃষ্ণস্য লীলাসর্ব্বস্বমাদদে॥ ২৬
অন্যা ব্রবীতি ভো গোপা নিঃশঙ্কৈঃ স্থীয়তামিহ।
অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধৃতো গোবর্দ্ধনো ময়া॥ ২৭

গোপীগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া সেই শরচ্চন্দ্র মনোহরা রজনীকে বহুমানিত করিলেন। অনন্তর ভগবান্ স্থানান্তরে গমন করিলে গোপীগণও কৃষ্ণচেষ্টারই অধীনশরীর হইয়া বৃন্দাবনের মধ্যেই বিচরণ করিতে লাগিল। তখন তাহারা কৃষ্ণের প্রতি ঘোর আসক্তচিত্ত হইয়া পরস্পর বলিতে আরম্ভ করিল। কোন গোপী বলিল, “আমিই কৃষ্ণ, আমার মনোহর গতি তোমরা অবলোকন কর।” অন্য আর এক গোপী কহিতে লাগিল, “আমিই কৃষ্ণ” আমার মনোহর গীতি তোমরা শ্রবণ কর।” কোন গোপী তন্ময়ভাবে বাহু আস্ফোটন করত “আমি কৃষ্ণ; অরে দুষ্ট কালিয়! তুই স্থির হ” এই প্রকার বলিয়া কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিতে লাগিল। অপরা কোন গোপী বলিতে লাগিল যে, “অহে গোপগণ! তোমরা শঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান কর, তোমাদের বৃষ্টিভয় আর থাকি-

---

উভয়ের ভোগ না হইলে বিনাশ হয় না। সুখভোগ হইলে তৎকারণ পুণ্য ক্ষীণ হয়, আর দুঃখভোগ হইলে দুঃখকারণ পাপ নষ্ট হয়। এই গোপীরও কৃষ্ণচিন্তারূপ অনন্ত সুখ ভোগ হওয়াতে তৎকারণ পুণ্য ক্ষীণ হয় ও ভগবানের অপ্রাপ্তি নিবন্ধন দারুণ দুঃখভোগে পূর্ব্বসঞ্চিত অত্যুৎকৃষ্ট পাপও নষ্ট হয়, সুতরাং সংসারস্থিতির কারণ পাপ ও পুণ্য বিনাশ প্রাপ্ত হইল বলিয়া গোপী মোক্ষ (সুখদুঃখরাহিত্য) প্রাপ্ত হইল।

ধেনুকোঽয়ং ময়া ক্ষিপ্তো বিচরন্তু যথেচ্ছয়া।
গোপী ব্রবীতি বৈ চান্যা কৃষ্ণলীলানুকারিণী॥ ২৮
এবং নানাপ্রকারাসু কৃষ্ণচেষ্টাসু তাস্তদা।
গোপ্যো ব্যগ্রাঃ সমঞ্চেরু-রম্যংবৃন্দাবনংবনম্॥২৯
বিলোক্যৈকা ভুবং প্রাহ গোপী গোপবরাঙ্গনা।
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গী বিকাশিনয়নোৎপলা॥ ৩০
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাজাঙ্ক-রেখাবন্ত্যালি পশ্যত।
পদান্যেতানি কৃষ্ণস্য লীলালঙ্কৃতগামিনঃ॥ ৩১
কাপি তেন সমং যাতা কৃতপুণ্যা মদালসা।
পদানি তস্যাশ্চৈতানি ঘনান্যল্পতনূনি চ॥ ৩২
পুষ্পাবচয়মত্রোচ্চৈশ্চক্রে দামোদরো ধ্রুবম্।
যেনাগ্রাক্রান্তিমাত্রাণি পদান্যত্র মহাত্মনঃ॥ ৩৩
অত্রোপবিশ্য সা তেন কাপি পুষ্পৈরলঙ্কৃতা।
অন্যজন্মনি সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুরভ্যর্চ্চিতো যয়া॥ ৩৪
পুষ্পবন্ধনসম্মান-কৃতমানামপাস্য তাম্।

তেছে না, আমি এই গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছি।” কৃষ্ণলীলানুকারিণী অন্য কোন গোপী বলিতে লাগিল যে, “হে বন্ধুগণ! তোমরা যথেচ্ছায় বিচরণ কর, আমি এই ধেনুকাসুরকে নিক্ষেপ করিয়াছি।” এই প্রকার নানারূপ কৃষ্ণচেষ্টাতে ব্যগ্র গোপীগণ সকলে মিলিত হইয়া রম্য বৃন্দাবন মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। কোন গোপবরাঙ্গনা পুলকাঞ্চিত-সর্ব্বাঙ্গী হইয়া, নয়নোৎপল বিকাশ করত ভূমির দিকে অবলোকনপূর্ব্বক বলিতে লাগিল যে, “হে সখি! এই দেখ, লীলালঙ্কৃতগামী কৃষ্ণের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাঙ্কিত এই সকল পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে”। ২১—৩১। আরও দেখ, কৃষ্ণের সহিত কোন পুণ্যবতী রমণী মদালসভাবে গমন করিয়াছে, তাহার এই সকল নিবিড় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে। সখি! এই স্থানে মহাত্মা দামোদর উচ্চ হইয়া পুষ্পচয়ন করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ এই সকল স্থানে তাঁহার পদের অগ্রভাগই চিহ্নিত হইয়াছে। পূর্ব্বজন্মে যে ভাগ্যবতী, পুষ্প দ্বারা সর্ব্বাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর অভ্যর্চ্চনা করিয়াছিল, ভগবান্ কৃষ্ণ এখানে বসিয়া তাহাকে পুষ্প দ্বারা সাজাইয়াছেন;

নন্দগোপসুতো যাতো মার্গেণানেন পশ্যত ॥ ৩৫
অনুযানেঽসমর্থাঙ্গ্যা নিতম্বভরমন্থরা।
যা গন্তব্যে দ্রুতং যাতি নিম্নপাদাগ্রসংস্থিতিঃ ॥ ৩৬
হস্তন্যস্তাগ্রহস্তেয়ং তেন যাতি তথা সখি।
অনায়ত্তপদন্যাসা লক্ষ্যতে পদপদ্ধতিঃ ॥ ৩৭
হস্তসংস্পর্শমাত্রেণ ধূর্ত্তেনৈষা বিমানিতা।
নৈরাশ্যমন্দগামিন্যা নিবৃত্তং লক্ষ্যতে পদম্ ॥ ৩৮
নন্মুক্তা ত্বরামীতি পুনরেষ্যামি তেঽন্তিকম্।
তেন কৃষ্ণেন যেনৈষা ত্বরিতা পদপদ্ধতিঃ ॥ ৩৯
প্রবিষ্টো গহনং কৃষ্ণঃ পদমত্র ন লক্ষ্যতে।
নিবর্ত্তধ্বং শশাঙ্কস্য নৈতদ্দীধিতিগোচরে ॥ ৪০

এই তাহার চিহ্ন দেখ। এই দেখ, এই পথ অবলম্বন করিয়া, নন্দগোপসুত, সেই পুষ্পবন্ধনরূপ সম্মানলাভে মানময়ী রমণীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। সখি! এই স্থানে কৃষ্ণপদচিহ্নের পাছে আর একজন নারীর পদচিহ্ন। দেখিয়া বোধ হইতেছে, এই নারী নিতম্বভারে মন্থরগমনা, সুতরাং অনুগমনে অসমর্থা হইলেও গন্তব্য স্থানে দ্রুতগমন করিয়াছে; কারণ ইহার পদের অগ্রভাগের স্থিতিচিহ্ন নিম্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। সখি! এই স্থান দিয়া কৃষ্ণ, তাহার অগ্রহস্ত নিজ হস্তে ধারণপূর্ব্বক লইয়া গিয়াছেন, কারণ উক্ত রমণীর পদবিন্যাস অন্যায়ভাবেই হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। আহা! এখানে কোন রমণী ধূর্ত্তের করস্পর্শ মাত্রেই পরিত্যক্তা হইয়াছে; কারণ নিরাশায় মন্দগামিনী সেই রমণীর পদচিহ্ন এই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে। এই স্থলে কৃষ্ণ কোন গোপীকে, 'তুমি এখানে অবস্থিতি কর, এইখানে একজন অসুর বাস করে, আমি তাহাকে হনন করিয়া সত্বর তোমার নিকট আগমন করিতেছি" এই প্রকার কোন বাক্য বলিয়া প্রস্থান করিয়াছেন, কৃষ্ণের শীঘ্র ও নিম্ন পদপংক্তি দেখিয়া এই প্রকার বোধ হইতেছে। কৃষ্ণ এই স্থান হইতেই গহন বনে প্রবেশ করিয়াছেন; তাঁহার পদচিহ্ন ত আর লক্ষিত হইতেছে না, তোমরা নিবৃত্ত হও, এখানে

নিবৃত্তাস্তাস্ততো গোপ্যো নিরাশাঃ কৃষ্ণদর্শনে।
যমুনাতীরমাগত্য জগুস্তচ্চরিতং তদা ॥ ৪১
ততো দদৃশুরায়ান্তং বিকাশি মুখপঙ্কজম্।
গোপ্যস্ত্রৈলোক্যগোপ্তারং কৃষ্ণমক্লিষ্টচেষ্টিতম্ ॥ ৪২
কাচিদালোক্য গোবিন্দমায়ান্তমতিহর্ষিতা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রাহ নান্যদুদৈরয়ৎ ॥ ৪৩
কাচিদ্‌ভ্রূভঙ্গুরং কৃত্বা ললাটফলকং হরিম্।
বিলোক্য নেত্রভৃঙ্গাভ্যাং পপৌ তন্মুখপঙ্কজম্ ॥ ৪৪
কাচিদালোক্য গোবিন্দং নিমীলিত-বিলোচনা।
তস্যৈব রূপং ধ্যায়ন্তী যোগারূঢ়েব চাবভৌ ॥ ৪৫
ততঃ কাঞ্চিৎপ্রিয়ালাপৈঃ কাঞ্চিৎ ভ্রূভঙ্গবীক্ষণৈঃ
নিন্যেঽনুনয়মন্যাশ্চ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৪৬
তাভিঃ প্রসন্নচিত্তাভির্গোপীভিঃ সহ সাদরম্।
ররাম রাসগোষ্ঠীভিরুদারচরিতো হরিঃ ॥ ৪৭

আর চন্দ্রকিরণ প্রবেশ করিতেছে না।" তখন এই প্রকারে গোপী, কৃষ্ণদর্শনে নিরাশ হইয়া যমুনাতীরে আগমনপূর্ব্বক কৃষ্ণচরিত্র গান করিতে আরম্ভ করিল। ৩২—৪১। অনন্তর গোপীগণ ত্রৈলোক্যের রক্ষাকর্ত্তা অক্লিষ্টকর্ম্মা বিকশিতমুখপঙ্কজ কৃষ্ণকে আগমন করিতে দেখিল। তখন কোন গোপী, তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া, অতিশয় হর্ষযুক্ত মানসে কেবল 'কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!" এই প্রকারই বলিতে লাগিল; তাহার মুখ হইতে অন্য কোন বাক্য উচ্চারিত হইল না। কোন গোপী, কৃষ্ণকে অবলোকন করত ললাটফলক ভ্রূভঙ্গুর করিয়া নেত্ররূপ মধুকরদ্বয় দ্বারা কৃষ্ণের মুখপঙ্কজে মধু-পান করিতে লাগিল। কোন গোপী গোবিন্দকে বিলোকন করিয়া, পরে নিমীলিতলোচনে কৃষ্ণরূপ ধ্যান করত যোগিনীর ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনন্তর মাধব, কোন গোপীকে মধুরালাপ দ্বারা, কাহাকেও ভ্রূভঙ্গিবীক্ষণ দ্বারা, কাহাকেও বা করস্পর্শ দ্বারা অনুনয় করিতে লাগিলেন। তখন সেই সকল প্রসন্নচিত্ত গোপীগণের সহিত উদার-চরিত কৃষ্ণ, সাদরে রাস-গোষ্ঠী নির্ম্মাণ করত ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত

রাসমণ্ডলবন্ধোঽপি কৃষ্ণপার্শ্বমনুজ্ঝতা ।
গোপীজনেন নৈবাভূদেকস্থানস্থিরাত্মনা ॥ ৪৮
হস্তে প্রগৃহ্য চৈকৈকাং গোপিকাং রাসমণ্ডলীম্ ।
চকার তৎকরস্পর্শ-নিমীলিতদৃশং হরিঃ ॥ ৪৯
ততঃ স ববৃতে রাস"চলদ্বলয়নিস্বনঃ ।
অনুযাতশরৎকাব্যগেয়গীতিরনুক্রমাৎ ॥ ৫০
কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীং কুমুদাকরম্ ।
জগৌ গোপীজনস্ত্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃপুনঃ ॥ ৫১
পরিবর্ত্তশ্রমেণৈকা চলদ্বলয়লাপিনীম্ ।
দদৌ বাহুলতাং স্কন্ধে গোপী মধুনিঘাতিনঃ ॥ ৫২
কাচিৎ প্রবিলসদ্বাহুঃ পরিরভ্য চুচুম্ব তম্ ।
গোপী গীতস্তুতিব্যাজনিপুণা মধুসূদনম্ ॥ ৫৩
গোপীকপোলসংশ্লেষমভিপত্য হরের্ভুজৌ ।
পুলকোদ্গমশস্যায় স্বেদাম্বুঘনতাং গতৌ ॥ ৫৪
রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণো যাবৎ তারতরধ্বনিঃ ।
সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবৎ তা দ্বিগুণং জগুঃ ॥
গতে তু গমনং চক্রুর্বলনে সম্মুখং যযুঃ ।
প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং ভেজুর্গোপাঙ্গনা হরিম্ ॥
স তথা সহ গোপীভী ররাম মধুসূদনঃ ।
যথাব্দকোটিপ্রমিতঃ ক্ষণস্তেন বিনাভবৎ ॥ ৫৭
তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃভিস্তথা ।
কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়াঃ ॥৫৮
সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্ মধুসূদনঃ ।
রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ ॥ ৫৯
তদ্ভর্তৃষু তথা তাসু সর্ব্বভূতেষু চেশ্বরঃ ।
আত্মস্বরূপরূপোঽসৌ ব্যাপ্য সর্ব্বমবস্থিতঃ ॥ ৬০

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

হইলেন। কিন্তু তখন সকল গোপীই কৃষ্ণ-পার্শ্ব পরিত্যাগ না করিয়া সেই কৃষ্ণের নিকটেই এক স্থানে স্থির ভাবে অবস্থান করাতে রাসোচিত মণ্ডলবন্ধ হইয়া উঠিল না। তখন হরি নিজ করস্পর্শে নিমীলিতনয়না এক একটী গোপীকে হস্তধারণ করিয়া রাসমণ্ডলী রচনা করিলেন। অনন্তর রাসক্রীড়া আরম্ভ হইল। এই রাসে গোপীগণের চঞ্চলবলয়শব্দ অতি মধুরভাবে শ্রুত হইল এবং গোপীগণ অনুক্রমে শরদ্বর্ণনরূপ কাব্যগীতি গান করিতে লাগিল। ৪২—৫০। তখন কৃষ্ণ, শরচ্চন্দ্র, কৌমুদী ও কুমুদসরোবর লক্ষ্য করিয়া গান করিতে লাগিলেন; কিন্তু গোপীগণ এক কৃষ্ণনামই বার বার গান করিতে লাগিল। অনন্তর কোন গোপী, পরিবর্ত্তনজাত শ্রমে চঞ্চলবলয়শব্দশালিনী স্বীয় বাহুলতা মধুসূদনের স্কন্ধে অর্পণ করিল। গীতস্তুতিচ্ছলে নিপুণা কোন গোপী বাহু প্রসারণ করত আলিঙ্গনপূর্ব্বক মধুসূদনকে চুম্বন করিল। হরির ভুজদ্বয়, কোন গোপীর কপোল সংসর্গ প্রাপ্ত হইয়া পুলকোদ্গমরূপ শস্যোৎপত্তির কারণ স্বেদরূপ বৃষ্টির জনক মেঘরূপতা প্রাপ্ত হইল, অর্থাৎ ভগবানের হস্তদ্বয়ে স্বেদোদ্গম হইল এবং গোপীরও কপোলদেশ পুলকিত হইল, ইহাতে উভয়ের অনুরাগাতিশয় বিবৃত হইল। কৃষ্ণ, অতি উচ্চস্বরে যখন রাসযোগ্য গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন গোপীগণও তদপেক্ষা দ্বিগুণস্বরে 'সাধু, সাধু, কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!' এই গানই করিতে লাগিল। কৃষ্ণ গমন করিলে গোপীগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল, তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাহারা সম্মুখে আগমন করিতে লাগিল। এইরূপে গোপাঙ্গনাগণ অনুলোম ও প্রতিলোম গতি দ্বারা হরিকে ভজনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। মধুসূদন, গোপীগণের সহিত এমন ভাবে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার ক্ষণমাত্র বিরহকে তাহারা কোটী বৎসরের ন্যায় বিবেচনা করিতে লাগিল। পিতা, ভ্রাতা ও পতিগণ কর্তৃক নিবারিত হইয়াও রাত্রে রতিপ্রিয়া গোপীগণ কৃষ্ণের সহিত রমণ করিতে লাগিল। সেই অশুভবিনাশী অমেয়াত্মা মধুসূদনও স্বকীয় কৈশোরক বয়ঃক্রম সম্মানিত করত সেই সকল রজনীতে তাহাদিগের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ কৃষ্ণ সেই সকল গোপীর ভর্তৃসমূহে, গোপীগণে এবং সর্ব্বভূতেই আত্মস্বরূপ বায়ুর ন্যায় ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিলেন এবং আছেন; তিনি ঈশ্বর। যেমন সর্ব্বভূতসমূহে আকাশ, অগ্নি, পৃথিবী, জল ও বায়ু ব্যাপকভাবে

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

প্রদোষার্দ্ধে কদাচিত্তু রাসাসক্তে জনার্দ্দনে।
ত্রাসয়ন্ সমদো গোষ্ঠমরিষ্টঃ সমুপাগতঃ॥ ১
সতোয়তোয়দচ্ছায়স্তীক্ষ্ণশৃঙ্গোঽর্কলোচনঃ।
খুরাগ্রপাতৈরত্যর্থং দারয়ন্ বসুধাতলম্॥ ২
লেলিহানঃ সনিষ্পেষং জিহ্বয়ৌষ্ঠৌ পুনঃপুনঃ।
সংরম্ভাবিদ্ধলাঙ্গূলঃ কঠিনস্কন্ধবন্ধনঃ॥ ৩
উদগ্রককুদাভোগঃ প্রমাণাদ্দুরতিক্রমঃ।
বিণ্মূত্রলিপ্তপৃষ্ঠাঙ্গো গবামুদ্বেগকারকঃ॥ ৪
প্রলম্বকণ্ঠোঽতিমুখস্তরুঘাতাঙ্কিতাননঃ।
পাতয়ন্ স গবাং গর্ভান্ দৈত্যো বৃষভরূপধৃক্।
সূদয়ংস্তাপসানুগ্রো বনান্যটতি যঃ সদা॥ ৫
ততস্তমতিঘোরাক্ষম্ অবেক্ষ্যাতিভয়াতুরাঃ।
গোপা গোপস্ত্রিয়শ্চৈব কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি চুক্রুশুঃ॥ ৬
সিংহনাদং ততশ্চক্রে তলশব্দঞ্চ কেশবঃ।
তচ্ছব্দশ্রবণাচ্চাসৌ গোবিন্দাভিমুখং যযৌ॥ ৭
অগ্রন্যস্তবিষাণাগ্রঃ কৃষ্ণকুক্ষিকৃতেক্ষণঃ।
অভ্যধাবত দুষ্টাত্মা কৃষ্ণং বৃষভদানবঃ॥ ৮
আয়ান্তং দৈত্যবৃষভং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণো মহাবলঃ।
ন চচাল ততঃ স্থানাদবজ্ঞাস্মিতলীলয়া॥ ৯
আসন্নং চৈব জগ্রাহ গ্রাহবন্মধুসূদনঃ।
জঘান জানুনা কুক্ষৌ বিষাণগ্রহণাচলম্॥ ১০
তস্য দর্পবলং ভঙ্‌ক্ত্বা গৃহীতস্য বিষাণয়োঃ।
অপীড়য়দরিষ্টস্য কণ্ঠং ক্লিন্নমিবাম্বরম্॥ ১১
উৎপাট্য শৃঙ্গমেকন্তু তেনৈবাতাড়য়ৎ ততঃ।

অবস্থান করিতেছে, তিনিও সেই প্রকার সকলপদার্থকেই ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। ৫১—৬১।

পঞ্চমাংশে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—একদিবস সন্ধ্যাবসান সময়ে, জনার্দ্দন রাসক্রীড়ায় আসক্ত আছেন, এমন অবস্থায় অরিষ্ট নামে এক বৃষভাকৃতি অসুর মত্ত হইয়া গোষ্ঠের ত্রাস উৎপাদন করত উপস্থিত হইল। ঐ অরিষ্টের কান্তি সজল-জলদের ন্যায় নিবিড়-কৃষ্ণবর্ণ; তাহার শৃঙ্গ তীক্ষ্ণ ও লোচন সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান। ঐ অসুর ক্ষুরাগ্র-ক্ষেপ দ্বারা বসুধাতলকে অতিশয় বিদারিত করিতেছিল। অরিষ্টাসুর জিহ্বা দ্বারা স্বকীয় ওষ্ঠদ্বয় সনিষ্পেষে লেহন করিতেছিল; কোপে তাহার লাঙ্গূল উন্নমিত ছিল এবং তাহার গাত্রবন্ধন অতিশয় কঠিনবদ্ধ ছিল। তাহার ককুদ্ উন্নত ও মাংসল; এবং সে এরূপ উচ্চ যে, তাহাকে অতিক্রম করা যায় না; গো সকলের উদ্বেগকারী সেই অসুরের পৃষ্ঠদেশ বিষ্ঠা ও মূত্রে লিপ্ত ছিল। সেই বৃষভরূপধারী দৈত্য, গাভীগণের গর্ভপাত করত এবং তাপসগণকে বিনষ্ট করিয়া সর্ব্বদাই বনমধ্যে বিচরণ করিত। অনন্তর অতিঘোরাক্ষ সেই অসুরকে অবলোকনপূর্ব্বক গোপ ও গোপস্ত্রীগণ অতি ভয়াতুরভাবে 'কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!' এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর কৃষ্ণ, সিংহনাদপূর্ব্বক হস্ত-তালি প্রদান করিলেন; অরিষ্টাসুরও সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া গোবিন্দের অভিমুখে উপস্থিত হইল। ১—৭। অনন্তর ঐ দুষ্টাত্মা বৃষভ-রূপী দানব, শৃঙ্গের অগ্রভাগ সম্মুখে করিয়া, কৃষ্ণের কুক্ষিদেশ লক্ষ্য করত তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। মহাবলশালী কৃষ্ণ, বৃষভরূপী দৈত্যকে নিকটে আসিতে দেখিয়া, সেই স্থান হইতে চলিত হইলেন না বরং অবজ্ঞার সহিত ঈষৎ হাস্য করিলেন। অনন্তর মধুসূদন, নিকটাগত অসুরকে মকরাদি যেমন অন্য কোন দুর্ব্বল জীবকে ধারণ করে, সেইরূপ গ্রহণ করিলেন। তখন শৃঙ্গধারণপ্রযুক্ত অচল হইলে কৃষ্ণ স্বীয় জানু দ্বারা দুষ্ট অসুরের কুক্ষিপ্রদেশে আঘাত করিলেন। কৃষ্ণ, শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করিয়া ঐ অসুরের দর্পসার বলকে বিনষ্ট করত ক্লিন্ন বস্ত্রের ন্যায় তাহার কণ্ঠদেশ পীড়িত করিতে লাগিলেন এবং তাহার একটী শৃঙ্গ উৎপাটন

মমার স মহাদৈত্যো মুখাচ্ছোণিতমুদ্বমন্ ॥ ১২
তুষ্টুবুর্নিহতে তস্মিন্ দৈত্যে গোপা জনার্দ্দনম্।
জম্ভে হতে সহস্রাক্ষং পুরা দেবগণা যথা ॥ ১৩

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে অরিষ্টবধো-
নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

ককুদ্মিনি হতেঽরিষ্টে ধেনুকে বিনিপাতিতে।
প্রলম্বে নিহতে বীরে ধৃতে গোবর্দ্ধনাচলে ॥ ১
দমিতে কালিয়ে নাগে ভগ্নে তুঙ্গতরুদ্বয়ে।
হতায়াং পূতনায়াঞ্চ শকটে পরিবর্ত্তিতে ॥ ২
কংসায় নারদঃ প্রাহ যথাবৃত্তমনুক্রমাৎ।
যশোদাদেবকীগর্ভপরিবর্ত্তাদ্যশেষতঃ ॥ ৩
শ্রুত্বা তৎ সকলং কংসো নারদাৎ দেবদর্শনাৎ।
বসুদেবং প্রতি তদা কোপং চক্রে সুদুর্ম্মতিঃ ॥ ৪
সোঽতিকোপাদুপালভ্য সর্ব্বযাদবসংসদি।
জগর্হ যাদবাংশ্চৈব কার্য্যঞ্চৈতদচিন্তয়ৎ ॥ ৫
যাবন্ন বলমারূঢ়ৌ রামকৃষ্ণৌ সুবালকৌ।
তাবদেব ময়া বধ্যাবসাধ্যারূঢ়যৌবনৌ ॥ ৬
চাণূরোঽত্র মহাবীর্য্যো মুষ্টিকশ্চ মহাবলঃ।
এতাভ্যাং মল্লযুদ্ধেন ঘাতয়িষ্যামি দুর্ম্মদৌ ॥ ৭
ধনুর্ম্মহমহাযাগব্যাজেনানীয় তৌ ব্রজাৎ।
তথা তথা যতিষ্যামি যাস্যেতে সংক্ষয়ং যথা ॥ ৮
শ্বফল্কতনয়ং সোঽহমক্রূরং যদুপুঙ্গবম্।
তয়োরানয়নার্থায় প্রেষয়িষ্যামি গোকুলম্ ॥ ৯
বৃন্দাবনচরং ঘোরমাদেক্ষ্যামি চ কেশিনম্।
তত্রৈবাসাবতিবলস্তাবুভৌ ঘাতয়িষ্যতি ॥ ১০
গজঃ কুবলয়াপীড়ো মৎসমীপমুপাগতৌ।
ঘাতয়িষ্যতি বা গোপৌ বসুদেবসুতাবুভৌ ॥ ১১

করত, তাহা দ্বারাই সেই অসুরকে তাড়না করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহাদৈত্য মুখ হইতে শোণিত বমন করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। জম্ভ নামক অসুর হত হইলে দেবগণ যে প্রকার ইন্দ্রকে স্তব করিয়াছিলেন, অরিষ্ট হত হইলে গোপগণও সেইরূপে জনার্দ্দনের স্তব করিতে লাগিল। ৮—১৩।

পঞ্চমাংশে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—বৃষভাকার অরিষ্টাসুর, ধেনুক ও প্রলম্বাসুর বধ, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ, কালিয়-নাগ দমন, উন্নত তরুদ্বয় ভঙ্গ, পূতনার বিনাশ ও যশোদা এবং দেবকীর পরস্পর সন্ততি-পরিবর্ত্তন,—এই সকল বৃত্তান্ত নারদ, কংসের নিকট অনুক্রমে বর্ণন করিলেন। সুদুর্ম্মতি কংসও এই সকল বাক্য, দেবদর্শন নারদের নিকট শ্রবণ করিয়া বসুদেবের প্রতি কুপিত হইল। অনন্তর কংস যাদবগণের সভায় বসু-দেবকে তিরস্কার করিয়া নিন্দা করিল এবং এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা চিন্তা করিতে লাগিল। কংস চিন্তা করিতে লাগিল যে, এই সুবালক রাম ও কৃষ্ণ, যতদিন পর্য্যন্ত না উত্তম-রূপ বলশালী হইতে পারে, তাহার মধ্যে ইহা-দিগকে বধ করা কর্ত্তব্য? কারণ দৃঢ়যৌবন উপস্থিত হইলে, ইহাদিগকে বিনাশ করিতে পারা যাইবে না। চাণূর ও মুষ্টিক নামে দুই-জন মদীয় অনুচর মহাবল পরাক্রান্ত; এই খানে আমি এই দুইজনের সহিত মল্লযুদ্ধ করাইয়া সেই রাম ও কৃষ্ণকে বধ করাইব। ধনুর্যজ্ঞ নামক এক মহাযজ্ঞের ছলে, সেই বালকদ্বয়কে ব্রজ হইতে আনয়ন করিয়া আমি সেইরূপ চেষ্টা করিব,—যাহাতে এই বালক-দ্বয় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমি যদুপুঙ্গব শ্বফল্কতনয় অক্রূরকে তাহাদের আনয়নের জন্য, গোকুলে প্রেরণ করিব এবং বৃন্দাবনচর কেশী নামক অসুরকে আদেশ করিব যে, সেই খানেই ঐ ব্যক্তি তাহাদিগকে বিনাশ করিবে। ঐ কেশীও মহাবলশালী। অথবা কুবলয়াপীড় নামক যে গজ আছে, ঐ গজই আমার আদেশা-নুসারে এইস্থানেই ব্রজ হইতে সমাগত ঐ গোপবেশধারী বসুদেবসুতদ্বয়কে হনন করিবে।

পরাশর উবাচ।

ইত্যালোচ্য স দুষ্টাত্মা কংসো রামজনার্দ্দনৌ।
হন্তুং কৃতমতির্বীরমক্রূরং বাক্যমব্রবীৎ॥ ১২

কংস উবাচ।

ভো ভো দানপতে বাক্যং ক্রিয়তাং প্রীতয়ে মম।
ইতঃ স্যন্দনমারুহ্য গম্যতাং নন্দগোকুলম্॥ ১৩
বসুদেবসুতৌ তত্র বিষ্ণোরংশসমুদ্ভবৌ।
নাশায় কিল সম্ভূতৌ মম দুষ্টৌ প্রবর্দ্ধতঃ॥ ১৪
ধনুর্ম্মহো মমাপ্যত্র চতুর্দ্দশ্যাং ভবিষ্যতি।
আনেয়ৌ ভবতা গত্বা মল্লযুদ্ধায় তাবুভৌ॥ ১৫
চাণূরমুষ্টিকৌ মল্লৌ নিযুদ্ধকুশলৌ মম।
তাভ্যাং সহানয়োর্যুদ্ধং সর্ব্বলোকোঽত্র পশ্যতু॥১৬
নাগঃ কুবলয়াপীড়ো মহানত্র প্রচোদিতঃ।
স বা নিহংস্যতে পাপৌ বসুদেবাত্মজৌ শিশূ॥ ১৭
তৌ হত্বা বসুদেবঞ্চ নন্দগোপঞ্চ দুর্ম্মতিম্।
হনিষ্যে পিতরং চৈনমুগ্রসেনং সুদুর্ম্মতিম্॥ ১৮
ততঃ সমস্তগোপানাং গোধনান্যখিলান্যহম্।
বিত্তং চাপি হরিষ্যামি দুষ্টানাং মদ্বধৈষিণাম্॥ ১৯
ত্বামৃতে যাদবাশ্চৈতে দুষ্টা দানপতে ময়ি।
এতেষাঞ্চ বধায়াহং প্রযতিষ্যাম্যনুক্রমাৎ॥ ২০
ততো নিষ্কণ্টকং সর্ব্বং রাজ্যমেতদযাদবম্।
প্রশাসিষ্যে ত্বয়া তস্মান্মৎপ্রীত্যা বীর গম্যতাম্॥২১
যথা চ মাহিষং সর্পির্দধি বাপ্যুপহার্য্য বৈ।
গোপাঃ সমানয়ন্ত্যাশু ত্বয়া বাচ্যাস্তথা তথা॥ ২২

পরাশর উবাচ।

ইত্যাজ্ঞপ্তস্তদাক্রূরো মহাভাগবতো দ্বিজ।
প্রীতিমানভবৎ কৃষ্ণং শ্বো দ্রক্ষ্যামীতি সত্বরঃ॥২৩
তথেত্যুক্ত্বা চ রাজানং রথমারুহ্য শোভনম্।
নিশ্চক্রাম ততঃ পূর্য্যা মথুরায়া মধুপ্রিয়ঃ॥ ২৪

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫॥

১—১১। পরাশর কহিলেন,—দুষ্টাত্মা বীর কংস, রাম ও জনার্দ্দনকে বিনাশ করিতে কৃতমতি হইয়া, এই প্রকার আলোচনা করত অক্রূরকে এই কথা বলিতে আরম্ভ করিল,—হে দানপতে! আমার প্রীতির জন্য আপনি এই বাক্যটী প্রতিপালন করুন। আপনি রথারোহণপূর্ব্বক এস্থান হইতে নন্দগোকুলে গমন করুন। সেই নন্দগোকুলে, আমাকে বিনাশ করিবার জন্য বিষ্ণুর অংশে সমুৎপন্ন দুষ্ট বসুদেব-সুতদ্বয় বৃদ্ধি পাইতেছে। আমার এখানে আগামী চতুর্দ্দশী তিথিতে ধনুর্যজ্ঞ হইবে, এই কারণ আপনি গোকুলে গমন করিয়া মল্লযুদ্ধের নিমিত্ত তাহাদিগকে আনয়ন করিবেন। মল্লযুদ্ধকুশল চাণূর ও মুষ্টিক নামে আমার যে মল্লদ্বয় আছে, সেই মল্লদ্বয়ের সহিত ঐ বালকদ্বয়ের যুদ্ধ, সকল লোকে দেখিবে। কিংবা কুবলয়াপীড় নামে, আমার যে এক মহাগজ আছে, সেই মহাগজই বসুদেবসুত পাপাত্মা ঐ শিশুদ্বয়কে বিনাশ করিবে। এই বালকদ্বয়কে হনন করিয়া, পরে দুর্ম্মতি বসুদেব ও নন্দগোপকে হনন করিব এবং পশ্চাৎ এই সুদুর্ম্মতি পিতা উগ্রসেনকেও বধ করিব পরে আমার বধাভিলাষী দুষ্ট গোপগণের অখিল গোধন ও সমস্ত বিত্ত হরণ করিব। হে দানপতে! আপনি ছাড়া আর যত যাদকগণ আছে, ইহারা সকলেই আমার প্রতি দোষদর্শী, সুতরাং পশ্চাৎ অনুক্রমে ইহাদেরও বধের জন্য আমি যত্ন করিব। অনন্তর এই আমাদের নিষ্কণ্টক রাজ্য সকল, আপনার সহিত মিলিত হইয়া শাসন করিব। অতএব হে বীর! আপনি আমার প্রীতির জন্য গমন করুন। আপনি গোকুলে গমন করিয়া গোপগণকে এই প্রকার বাক্যই বলিবেন, যাহাতে তাহারা মাহিষ্য ঘৃত ও দধি প্রভৃতি উপহার্য্য বস্তু সত্বর এখানে আনয়ন করে। পরাশর কহিলেন,—হে দ্বিজ! মহাভাগবত অক্রূর কংসের নিকট এই প্রকার আজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক "কল্য কৃষ্ণকে দেখিতে পাইব" এই ভাবিয়া বড়ই আনন্দিত ও ত্বরান্বিত হইলেন। অনন্তর রাজাকে "তাহাই হইবে" এই কথা বলিয়া সুন্দর রথে আরোহণ করত মধুপ্রিয় অক্রূর সেই মথুরাপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ১২—২৪।

পঞ্চমাংশে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

কেশী চাপি বলোদগ্রঃ কংসদূতপ্রণোদিতঃ।
কৃষ্ণস্য নিধনাকাঙ্ক্ষী বৃন্দাবনমুপাগমৎ॥ ১
স খুরক্ষতভূপৃষ্ঠঃ সটাক্ষেপধুতাম্বুদঃ।
দ্রুতবিক্রান্তচন্দ্রার্কমার্গো গোপানুপাদ্রবৎ॥ ২
তস্য হ্রেষিতশব্দেন গোপালা দৈত্যবাজিনঃ।
গোপ্যশ্চ ভয়সংবিগ্না গোবিন্দং শরণং যযুঃ॥ ৩
ত্রাহি ত্রাহীতি গোবিন্দঃ শ্রুত্বা তেষাং তদা বচঃ।
সতোয়জলদধ্বান-গম্ভীরমিদমুক্তবান্॥ ৪

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

অলং ত্রাসেন গোপালাঃ কেশিনঃ কিং ভয়াতুরৈঃ
ভবদ্ভির্গোপজাতীয়ৈর্বীরবীর্য্যং বিলোপ্যতে॥ ৫
কিমনেনাল্পসারেণ হ্রেষিতাটোপকারিণা।
দৈতেয়বলবাহ্যেন বল্গতা দুষ্টবাজিনা॥ ৬
এহ্যেহি দুষ্ট কৃষ্ণোঽহং পূষ্ণস্ত্বিব পিনাকধৃক্।
পাতয়িষ্যামি দশনান্ বদনাদখিলাংস্তব॥ ৭
ইত্যুক্ত্বাস্ফোট্য গোবিন্দঃ কেশিনঃ সম্মুখং যযৌ।
বিবৃতাস্যস্ত সোঽপ্যেনং দৈতেয়শ্চাপ্যুপাদ্রবৎ॥ ৮
বাহুমাভোগিনং কৃত্বা মুখে তস্য জনার্দ্দনঃ।
প্রবেশয়ামাস তদা কেশিনো দুষ্টবাজিনঃ॥ ৯
কেশিনো বদনং তেন বিশতা কৃষ্ণবাহুনা।
শাতিতা দশনাঃ পেতুঃ সিতাভ্রাবয়বা ইব॥ ১০
কৃষ্ণস্য ববৃধে বাহুঃ কেশিদেহগতো দ্বিজ।
বিনাশায় যথা ব্যাধিরাসম্ভূতেরুপেক্ষিতঃ॥ ১১
বিপাটিতোষ্ঠো বহুলং সফেনং রুধিরং বমন্।
সোঽক্ষিণী বিবৃতে চক্রে নিঃসৃতে মুক্তবন্ধনে॥ ১২
জঘান ধরণীং পাদৈঃ শকৃন্মূত্রং সমুৎসৃজন্।
স্বেদার্দ্রগাত্রঃ শ্রান্তশ্চ নির্যত্নঃ সোঽভবৎ ততঃ॥১৩
ব্যাদিতাস্যো মহারৌদ্রঃ সোঽসুরঃ কৃষ্ণবাহুনা।

ষোড়শ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—কৃষ্ণের নিধনাকাঙ্ক্ষী বলশালী ও উদ্ধত কেশী নামক বীর বৃন্দাবনে উপস্থিত হইল। সেই কেশী খুরক্ষেপ দ্বারা ভূপৃষ্ঠ খনন করিয়া, কেশর-ক্ষেপে জলদজালকে কম্পিত করিয়া এবং গতি দ্বারা চন্দ্র ও সূর্য্যের পথকে আক্রমণ করিয়া, গোপগণের প্রতি উপদ্রব আরম্ভ করিল। অশ্বরূপধারী সেই দৈত্যের হ্রেষিত শব্দে ভয়োদ্বিগ্ন গোপাল ও গোপীগণ কৃষ্ণের শরণ লইল। তখন তাহাদিগের "ত্রাহি ত্রাহি" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, গোবিন্দ, সজল-জলধর-গর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীরভাবে এই বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে গোপালগণ! তোমরা কেশীর ভয় করিতেছ কেন? তোমরা গোপজাতীয় হইয়াও অদ্য এবম্প্রকার ভয়াতুরভাবে বীরবীর্য্যের বিলোপ করিতেছ কেন? এই অল্পসার, হ্রেষিতশব্দমাত্রেই গর্ব্বিতভাবপ্রকাশক, চঞ্চল, দুষ্ট অশ্ব কি করিতে পারিবে? কারণ ইহাকে দৈত্যগণও সবলে আক্রমণপূর্ব্বক বহনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে। "অরে দুষ্ট! অশ্বরূপধারী দৈত্য! আগমন কর! মহাদেব যে প্রকার পূষার দন্ত উৎপাটন করিয়াছিলেন, এই আমি কৃষ্ণও তোর মুখ হইতে সেই প্রকারে সকল দন্ত উৎপাটন করিব।" গোবিন্দ এই কথা বলিয়া বাহুদ্বয় আস্ফোটন করত কেশীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন সেই দৈত্যও মুখব্যাদান করিয়া কৃষ্ণের প্রতি লক্ষ্য করত অগ্রসর হইল। তখন জনার্দ্দন স্বকীয় বাহু প্রসারণ করত সেই দুষ্ট অশ্বের মুখে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। অনন্তর কেশীর বদনমধ্যে প্রবিষ্ট, সেই কৃষ্ণবাহু কর্ত্তৃক আহত, শুভ্র মেঘখণ্ডের ন্যায়, কেশীর দন্ত সকল বদন হইতে পতিত হইতে লাগিল। ১—১০। হে দ্বিজ! উৎপত্তি সময়ে উপেক্ষিত ব্যাধি যেমন, বিনাশের নিমিত্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণের বাহুও কেশীর দেহ প্রাপ্ত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনন্তর ওষ্ঠদ্বয় বিপাটিত হইলে, সে রুধির বমন করিতে লাগিল এবং তাহার শিথিলবন্ধন নয়নদ্বয়, স্বস্থান হইতে নিঃসৃত ও বিবৃত হইয়া পড়িল। অনন্তর ঐ অশ্ব পদ দ্বারা ধরণীতে আঘাত করিতে লাগিল এবং একবার মূত্রত্যাগ করত স্বেদার্দ্র-শরীর হইয়া একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল। কৃষ্ণ-

নিপপাত দ্বিধাভূতো বৈদ্যুতেন দ্রুমো যথা ॥ ১৪
দ্বিপাদ-পৃষ্ঠপুচ্ছার্দ্ধে শ্রবণৈকাক্ষিনাসিকে।
কেশিনস্তে দ্বিধাভূতে শকলে দ্বে বিরেজতুঃ ॥ ১৫
হত্বা তু কেশিনং কৃষ্ণো গোপালৈর্মুদিতৈর্বৃতঃ।
অনায়স্ততনুঃ স্বস্থো হসংস্তত্রৈব তস্থিবান্ ॥ ১৬
ততো গোপ্যশ্চ গোপাশ্চ হতে কেশিনি বিস্মিতাঃ
তুষ্টুবুঃ পুণ্ডরীকাক্ষমনুরাগমনোরমম্ ॥ ১৭
অথাহান্তরিতো বিপ্রো নারদো জলদে স্থিতঃ।
কেশিনং নিহতং দৃষ্ট্বা হর্ষনির্ভরমানসঃ ॥ ১৮
সাধু সাধু জগন্নাথ লীলয়ৈব যদচ্যুত।
নিহতোঽয়ং ত্বয়া কেশী ক্লেশদস্ত্রিদিবৌকসাম্ ॥ ১৯
যুদ্ধোৎসুকোঽহমত্যর্থং নরবাজি-মহাহবম্।
অভূতপূর্ব্বমন্যত্র দ্রষ্টুং স্বর্গাদুপাগতঃ ॥ ২০
সুকর্ম্মাণ্যবতারে তে কৃতানি মধুসূদন।
যানি তৈর্বিস্মিতং চেতস্তোষমেতেন মে গতম্ ॥ ২১
তুরঙ্গস্যাস্য শক্রোঽপি কৃষ্ণ দেবাশ্চ বিভ্যতি।
ধুতকেশরজালস্য হ্রেষতোঽভ্রাবলোকিনঃ ॥ ২২
যস্মাৎ ত্বয়ৈব দুষ্টাত্মা হতঃ কেশী জনার্দ্দন।
তস্মাৎ কেশবনাম্না ত্বং লোকে গেয়ো ভবিষ্যসি ॥ ২৩
স্বস্ত্যস্তু তে গমিষ্যামি কংসযুদ্ধেঽধুনা পুনঃ।
পরশ্বোঽহং সমেষ্যামি ত্বয়া কেশিনিসূদন ॥ ২৪
উগ্রসেনসুতে কংসে সানুগে বিনিপাতিতে।
ভারাবতারকর্ত্তা ত্বং পৃথিব্যাঃ পৃথিবীধর ॥ ২৫
তত্রানেকপ্রকারাণি যুদ্ধানি পৃথিবীক্ষিতাম্।
দ্রষ্টব্যানি ময়া যুষ্মৎপ্রণীতানি জনার্দ্দন ॥ ২৬
সোঽহং যাস্যামি গোবিন্দ দেবকার্য্যং মহৎকৃতম্।
ত্বয়া সভাজিতশ্চায়ং স্বস্তি তেঽস্তু ব্রজাম্যহম্ ॥ ২৭

বাহু দ্বারা দ্বিধাভূত সেই মহাভয়ঙ্কর অসুর, মুখব্যাদান করত বজ্রপ্রহারে দ্বিখণ্ড বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল। কেশীর সেই শরীর দ্বিখণ্ড হইয়া বিরাজিত হইল, তাহার এক এক খণ্ডে দুইটী চরণ, পৃষ্ঠ ও পুচ্ছের অর্দ্ধ-ভাগ, এক এক কর্ণ নাসিকা ও নয়ন ছিল। কৃষ্ণ কেশীকে হনন করত মুদিত গোপালগণে বেষ্টিত হইয়া পুনর্ব্বার অকুটিল শরীর ধারণ-পূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর কেশী নিহত হইলে, বিস্মিত গোপ ও গোপীগণ, অনুরাগ-মনোহর ভাবে পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিল। কেশী নিহত হইয়াছে অবলোকন করিয়া, হর্ষনির্ভর-মানস নারদ, জলমধ্যে অন্তরিতভাবে অবস্থান করত বলিতে লাগিলেন। হে জগন্নাথ! হে অচ্যুত! আপনার বিক্রম সাধু, অতি সাধু! কারণ আপনি দেবতাগণের ক্লেশকর এই অসুর কেশীকে অবলীলাক্রমে বিনাশ করিলেন। আমি মনুষ্য ও অশ্বের এই অন্যত্র অভূতপূর্ব্ব মহাযুদ্ধ অবলোকন করিবার জন্য, যুদ্ধোৎসুকভাবে স্বর্গ হইতে এখানে আগমন করিয়াছি। ১১—২০। হে মধু-সূদন! আপনি এই অবতারে যে সকল সুন্দর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন সেই সকল কর্ম্ম দ্বারা আমার এই বিস্মিত চিত্ত অতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই অশ্ব যখন কেশর-সমূহ কম্পিত করিয়া, হ্রেষারব করত আকাশের দিকে অবলোকন করিত, তাহা দেখিয়া দেবগণ ও স্বয়ং ইন্দ্রও ভয় পাইতেন। হে জনার্দ্দন! আপনি এই দুষ্টাত্মা কেশী নামক অসুরকে বিনাশ করিলেন বলিয়া, অদ্য হইতে লোকে আপনি কেশব নামে বিখ্যাত হইবেন। হে কেশিনিসূদন! আপনার স্বস্তি হউক, আমি এক্ষণে গমন করিতেছি, পরশ্ব দিবস কংসের সহিত আপনার যুদ্ধ সময়ে, আমি পুনরায় আপ-নার সহিত মিলিত হইব। হে পৃথিবীধর! উগ্রসেনসুত সানুচর কংস বিনিপাতিত হইলে, আপনি পৃথিবীর ভারাবতরণ করিবেন। হে জনার্দ্দন! সেই ভারাবতার সময়ে আপনার ইচ্ছায় সম্পন্ন, পৃথিবীপতিগণের নানাপ্রকার ও অশেষ যুদ্ধ আমি দর্শন করিব। গোবিন্দ! সেই আমি এক্ষণে গমন করিতেছি। আপনি দেবগণের মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন এবং এই কর্ম্ম দ্বারা দেবগণ আপনা কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়াছেন? আপনার মঙ্গল হউক, আমি গমন

পরাশর উবাচ।
নারদে তু গতে কৃষ্ণঃ সহ গোপৈরবিস্মিতঃ।
বিবেশ গোকুলং গোপী-নেত্রপানৈকভাজনঃ॥ ২৮

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।
অক্রূরোঽপি বিনিষ্ক্রম্য স্যন্দনেনাশুগামিনা।
কৃষ্ণসন্দর্শনায়ৈকঃ প্রযযৌ নন্দগোকুলম্॥ ১
চিন্তয়ামাস চাক্রূরো নাস্তি ধন্যতরো ময়া।
যোঽহমংশাবতীর্ণস্য মুখং দ্রক্ষ্যামি চক্রিণঃ॥ ২
অদ্য মে সফলং জন্ম সুপ্রভাতা চ মে নিশা।
যদুন্নিদ্রাব্জপত্রাক্ষং বিষ্ণোর্দ্রক্ষ্যাম্যহং মুখম্॥ ৩
অদ্য মে সফলে নেত্রে অদ্য মে সফলা গিরঃ।
যন্মে পরস্পরালাপো দৃষ্ট্বা বিষ্ণুং ভবিষ্যতি॥ ৪
পাপং হরতি যৎ পুংসাং স্মৃতং সঙ্কল্পনাময়ম্।
তৎপুণ্ডরীকনয়নং বিষ্ণোর্দ্রক্ষ্যাম্যহং মুখম্॥ ৫
নির্জগ্মুশ্চ যতো বেদা বেদাঙ্গান্যখিলানি চ।
দ্রক্ষ্যামি তৎপরং ধাম ধাম্নাং ভগবতো মুখম্॥ ৬
যজ্ঞেষু যজ্ঞপুরুষঃ পুরুষৈঃ পুরুষোত্তমঃ।
ইজ্যতে যোঽখিলাধারস্তং দ্রক্ষ্যামি জগৎপতিম্॥ ৭
ইষ্ট্বা যমিন্দ্রো যজ্ঞানাং শতেনামররাজতাম্।
অবাপ তমনন্তাদিমহং দ্রক্ষ্যামি কেশবম্॥ ৮
ন ব্রহ্মা নেন্দ্ররুদ্রাশ্বি-বস্বাদিত্যমরুদ্গণাঃ।
যস্য স্বরূপং জানন্তি স্পৃক্ষ্যত্যঙ্গং স মে হরিঃ॥ ৯
সর্ব্বাত্মা সর্ব্ববিৎ সর্ব্বঃ সর্ব্বভূতেষবস্থিতঃ।
যো বিতত্যাব্যয়ো ব্যাপী স বক্ষ্যতি ময়া সহ॥ ১০
মৎস্যকূর্ম্মবরাহাশ্ব-সিংহরূপাদিভিঃ স্থিতিম্।

করি। পরাশর কহিলেন, নারদ গমন করিলে পর, গোপীগণের নয়নের একমাত্র দৃশ্য কৃষ্ণ, গোপ ও গোপীগণের সহিত অবিস্মিতভাবে গোকুলে প্রবেশ করিলেন। ২১—২৮।

পঞ্চমাংশে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—অক্রূরও কৃষ্ণ-সন্দর্শনাশায় একাকী, মথুরা হইতে নির্গত হইয়া, শীঘ্রগামি-স্যন্দনারোহণে নন্দের গোকুলে গমন করিলেন। পথে যাইতে যাইতে অক্রূর চিন্তা করিলেন যে, আমার ন্যায় কোনও ব্যক্তি ধন্যতর নহে। যেহেতু আমি, অংশরূপে অবতীর্ণ চক্রীর মুখ দর্শন করিব। অদ্য আমার জন্ম সফল হইবে, আমার সম্বন্ধে রজনী অদ্য সুপ্রভাতা; কারণ আমি অদ্য বিকসিত পদ্মপত্রের সদৃশ নয়নশালী ভগবানের মুখ দেখিতে পাইব। আমার নেত্র ও বাক্য সকল সফল হইবে, কারণ বিষ্ণুকে দর্শন করিব এবং তাঁহাতে ও আমাতে পরস্পর বাক্যালাপ হইবে। কল্পনা-রচিত যে মুখ স্মৃত হইয়া, মনুষ্যগণের পাপ বিনাশ করিয়া থাকে, আমি অদ্য সেই পদ্মসদৃশ-নয়নদ্বয়-শোভিত বিষ্ণুর মুখ অবলোকন করিব। যাহা হইতে চারিবেদ ও অখিল বেদাঙ্গ নির্গত হইয়াছে এবং যে মুখ তেজোময় সূর্য্যাদির আশ্রয়-স্বরূপ; অদ্য আমি ভগবানের সেই জ্যোতির্ম্ময় মুখ দেখিতে পাইব। যিনি অখিলাধার, যিনি পুরুষোত্তম এবং সকল যজ্ঞেই পুরুষগণ যাঁহার যজন করিয়া থাকেন (অহো! কি আনন্দের বিষয়!) আমি অদ্য সেই জগৎপতিকে দর্শন করিব। একশত যজ্ঞ দ্বারা যাঁহার যজন করিয়া ইন্দ্র দেবরাজতা প্রাপ্ত হইয়াছেন; যাঁহার আদি বা অন্ত নাই, অদ্য আমি সেই কেশবকে দর্শন করিব। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমার, বসুগণ ও মরুদ্গণও যাঁহার স্বরূপ জানেন না, অহো সেই হরি অদ্য আমার অঙ্গস্পর্শ করিবেন! যিনি সকলেরই আত্মা, যিনি সকলই জানেন অথচ যিনি সকলেরই স্বরূপ ও অব্যয় এবং ব্যাপক-রূপে যিনি সর্ব্ব-ভূতেই আবরকভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই ভগবান্ বিষ্ণু, অদ্য আমার সহিত আলাপ করিবেন। ১—১০। অহো! যিনি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, হয়গ্রীব ও নৃসিংহাদি-

চকার জগতো যোঽজঃ সোঽদ্য মামালপিষ্যতি ॥১৮
সাম্প্রতঞ্চ জগৎস্বামী কার্য্যমাত্মহৃদি স্থিতম্।
কর্ত্তুং মনুষ্যতাং প্রাপ্তঃ স্বেচ্ছাদেহধৃগব্যয়ঃ ॥ ১২
যোঽনন্তঃ পৃথিবীং ধত্তে শেখরস্থিতিসংস্থিতাম্।
সোঽবতীর্ণো জগত্যর্থে মামক্রূরেতি বক্ষ্যতি ॥১৩
পিতৃপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃ-মাতৃবন্ধুময়ীমিমাম্।
যন্মায়াং নালমুত্তর্ত্তুং জগৎ তস্মৈ নমো নমঃ ॥১৪
তরত্যবিদ্যাং বিততাং হৃদি যস্মিন্ নিবেশিতে।
যোগী মায়ামমেয়ায় তস্মৈ বিদ্যাত্মনে নমঃ ॥ ১৫
যজ্বিভির্যজ্ঞপুরুষো বাসুদেবশ্চ সাত্বতৈঃ।
বেদান্তবেদিভির্বিষ্ণুঃ প্রোচ্যতে যো নতোঽস্মি তম্
যথা তত্র জগদ্ধাম্নি ধাতর্য্যেতৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
সদসৎ তেন সত্যেন ময্যসৌ যাতু সৌম্যতাম্ ॥১৭
স্মৃতে সকলকল্যাণ-ভাজনং যত্র জায়তে।

রূপে অবতীর্ণ হইয়া, এই জগতের স্থিতি করিয়া থাকেন ও যিনি জন্মরহিত; তিনি অদ্য আমার সহিত আলাপ করিবেন। যিনি জগতের স্বামী হইয়াও আপনার মনস্থিত কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য. মনুষ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি অব্যয় অথচ স্বকীয় ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করেন এবং যিনি অনন্তরূপে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং এই পৃথিবী যে অনন্তরূপী ভগবানের শেখরদেশে অবস্থিত, জগতের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ সেই ভগবান্ বিষ্ণু অদ্য আমাকে "অক্রূর!" এই বলিয়া সম্বোধন করিবেন। পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, সুহৃৎ, মাতা ও বন্ধু ইত্যাদি বুদ্ধিরূপিণী যদীয় মায়াকে কেহই ত্যাগ করিতে সমর্থ নহে, সেই ভগবান্‌কে নমস্কার নমস্কার। যিনি হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে, যোগী. বিতত অবিদ্যারূপিণী মায়া হইতে উত্তীর্ণ হন, সেই অমেয় বিদ্যাত্মা ভগবান্‌কে নমস্কার। যজ্ঞকর্তৃগণ যাঁহাকে যজ্ঞপুরুষ, সাত্বতগণ যাঁহাকে বাসুদেব ও বেদবিজ্ঞগণ যাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যে প্রকার এই সদসৎরূপী জগৎ সেই ধাতা ও আশ্রয়রূপ ভগবানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে. সেই সত্যরূপেই সেই ভগবান্ বিষ্ণু

পুরুষস্তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্ ॥ ১৮

পরাশর উবাচ।

ইত্থং সঞ্চিন্তয়ন্ বিষ্ণুং ভক্তিনম্রাত্মমানসঃ।
অক্রূরো গোকুলং প্রাপ্তঃ কিঞ্চিৎসূর্য্যে বিরাজতি ॥
স দদর্শ তদা তত্র কৃষ্ণমাদোহনে গবাম্।
বৎসমধ্যগতং ফুল্লনীলোৎপলদলচ্ছবিম্ ॥ ২০
অস্পষ্টপদ্মপত্রাক্ষং শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসম্।
প্রলম্ববাহুমায়ামি-তুঙ্গোরঃস্থলমুন্নসম্ ॥২১
সবিলাসস্মিতাধারং বিভ্রাণং মুখপঙ্কজম্।
তুঙ্গরক্তনখং পদ্ভ্যাং ধরণ্যাং সুপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২২
বিভ্রাণং বাসসী পীতে বন্যপুষ্পবিভূষিতম্।
সার্দ্রনীললতাহস্তং সিতাম্ভোজাবতংসকম্ ॥ ২৩
হংসকুন্দেন্দুধবলং নীলাম্বরধরং দ্বিজ।
তস্যানু বলভদ্রঞ্চ দদর্শ যদুনন্দনঃ ॥ ২৪
প্রাংশুমুন্নতবাহ্বংসং বিকাশিমুখপঙ্কজম্।
মেঘমালাপরিবৃতং কৈলাসাদ্রিমিবাপরম্ ॥ ২৫
তৌ দৃষ্ট্বা বিকসদ্বক্ত্রসরোজঃ স মহামতিঃ।

আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহাকে স্মরণ করিলে মনুষ্য সকল প্রকার কল্যাণের ভাজন হয়, আমি সেই জন্মরহিত নিত্য হরির শরণ লইতেছি। পরাশর কহিলেন,—ভক্তিনম্রমানস অক্রূর এই প্রকার বিষ্ণুচিন্তা করিতে করিতে সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই গোকুলে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর গাভীগণের দোহনস্থানে গিয়া অক্রূর, বৎসগণের মধ্যস্থিত প্রফুল্ল নীলোৎপলদলচ্ছবি কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। অক্রূর আরও দেখিলেন যে, সেই মুকুলিত পদ্মপত্রসদৃশ-নয়নশোভিত, শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষঃস্থল, লম্বমানবাহু, আয়ত ও দীর্ঘ উরঃস্থলশালী, উন্নত-নাসাশোভিত, বিলাসপূর্ণ স্মিতাধার মুখপঙ্কজধারী, উন্নত ও রক্তবর্ণ নখশালী, ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত, পীতবর্ণ বস্ত্রদ্বয়ধারী, বন্যপুষ্পশোভিত শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে নীলাম্বরধর, আর্দ্রনীল-লতাহস্ত, শ্বেতপদ্মনির্ম্মিত অবতংসধারী উন্নতশরীর, উন্নত বাহু ও অংসদেশ-শোভিত, বিকশিত-মুখপঙ্কজ, মেঘমালাপরিবৃত দ্বিতীয় কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থিত

পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গস্তদাক্রূরোঽভবন্মুনে ॥ ২৬
এতৎ তৎ পরমং ধাম তদেতৎ পরমং পদম্।
ভগবদ্বাসুদেবাংশো দ্বিধা যোঽয়মবস্থিতঃ ॥ ২৭
সাফল্যমক্ষ্ণোর্যুগমেতদত্র
দৃষ্টে জগদ্ধাতরি যাতমুচ্চৈঃ।
অপ্যঙ্গমেতদ্ভগবৎপ্রসাদাৎ
দত্তেঽঙ্গসঙ্গে ফলবন্মম স্যাৎ ॥ ২৮
অপ্যেষ পৃষ্ঠে মম হস্তপদ্মং
করিষ্যতি শ্রীমদনন্তমূর্ত্তিঃ।
যস্যাঙ্গুলিস্পর্শহতাখিলাঘৈ-
রবাপ্যতে সিদ্ধিরনাশদোষা ॥ ২৯
যেনাগ্নিবিদ্যুদ্রবিরশ্মিমালা-
করালমত্যুগ্রমপাস্য চক্রম্।
চক্রং ঘ্নতা দৈত্যপতের্হৃতানি
দৈত্যাঙ্গনানাং নয়নাঞ্জনানি ॥ ৩০

যত্রাম্বু বিন্যস্য বলির্ম্মনোজ্ঞান্
অবাপ ভোগান্ বসুধাতলস্থঃ।
তথামরত্বং ত্রিদশাধিপত্যং
মন্বন্তরং পূর্ণমপেতশত্রুঃ ॥ ৩১
অপ্যেষ মাং কংসপরিগ্রহেণ
দোষাস্পদীভূতমদোষদুষ্টম্।
কর্ত্তাবমানোপহতং ধিগস্তু
তজ্জন্মনঃ সাধুবহিষ্কৃতং যৎ ॥ ৩২
জ্ঞানাত্মকস্যামলসত্ত্বরাশে-
রপেতদোষস্য সদা স্ফুটস্য।
কিংবা জগত্যত্র সমস্তপুংসাম্
অজ্ঞাতমস্যাস্তি হৃদিস্থিতস্য ॥ ৩৩
তস্মাদহং ভক্তিবিনম্রচেতা
ব্রজামি সর্ব্বেশ্বরমীশ্বরাণাম্।
অংশাবতারং পুরুষোত্তমস্য
অনাদিমধ্যান্তমজস্য বিষ্ণোঃ ॥ ৩৪
ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

বলভদ্র বিরাজমান। ১১—২৫। হে মুনে! সেই কৃষ্ণ ও বলভদ্রকে দেখিয়া, অক্রূরের মুখ-পদ্ম বিকশিত হইল এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল। তখন অক্রূর চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, “এই সেই পরমধাম ও সেই পরমপদ ভগবান্ বাসুদেবের অংশ দুইভাগে অবস্থিতি করিতেছেন। এই জগতের ধাতাকে দৃষ্টি করিয়া আমার এ অক্ষিদ্বয় এক্ষণে সফলতা লাভ করিল। কিন্তু ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া অঙ্গসঙ্গ প্রদান করত আমার এই অঙ্গ কি সফল করিবেন? এই শ্রীমান্ অনন্তমূর্ত্তি ভগবান্ কি আমার পৃষ্ঠদেশে স্বকীয় হস্তপদ্ম অর্পণ করিবেন? যাঁহার অঙ্গুলি স্পর্শে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া জীবগণ, নাশদোষ-বিরহিত সিদ্ধি (কৈবল্য) প্রাপ্ত হন; বিদ্যুৎ, অগ্নি ও রবির রশ্মিমালার ন্যায় করালদর্শন চক্রক্ষেপ করিয়া, যে ভগবান্ দৈত্যপতির সৈন্যসমূহ বিনাশ করত দৈত্যাঙ্গনাদিগের নয়নাঞ্জনসমূহ হরণ করিয়াছেন (অর্থাৎ স্ব স্ব পতি-বিনাশ দর্শনে অবিরল ধারে প্রবাহিত নয়নজলে দৈত্যস্ত্রীগণের যে নয়ন-অঞ্জন বিধৌত হইয়াছিল, তাহার হেতু ভগবান্); বলি রাজা যাঁহাকে জল-বিন্দু প্রদান করিয়া বসুধাতলেও মনোজ্ঞ ভোগসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মন্বন্তরকাল ব্যাপিয়া দেবত্বলাভ পূর্ব্বক শত্রুবিরহিত হইয়া ত্রিদশাধিপত্য করিয়াছেন; সেই ভগবান্ বিষ্ণু, আমি দোষরহিত হইলেও কংসপরিগ্রহ-প্রযুক্ত, আমাকে দোষী বিবেচনা করিয়া কি অবজ্ঞা দ্বারা আমাকে মর্ম্মাহত করিবেন? যে জন্ম সাধুগণের বহিষ্কৃত, আমার তাদৃশ জন্মকে ধিক্ থাকুক, অথবা যিনি জ্ঞানস্বরূপ ও নির্ম্মল সত্ত্বরাশিময়, যাঁহার অবিদ্যাদোষ নাই এবং যিনি সর্ব্বদা প্রকাশমান, সকলেরই হৃদয়স্থিত সেই ভগবান্ সকল পুরুষের হৃদয়ান্তর্গত কোন্ ভাবটী পরিজ্ঞাত নহেন? সেই কারণে আমি ভক্তিবিনম্র-চিত্তে সেই ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, আদি, মধ্য ও অন্তবিরহিত পুরুষোত্তম বিষ্ণুর অংশাবতার এই শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করি, ইনি কখনই আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবেন না। ২৬—৩৪।

পঞ্চমাংশে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

চিন্তয়ন্নিতি গোবিন্দমুপাগম্য স যাদবঃ।
অক্রূরোঽস্মীতি চরণৌ ননাম শিরসা হরেঃ॥ ১
সোঽপ্যেনং ধ্বজবজ্রাব্জ-কৃতচিহ্নেন পাণিনা।
সংস্পৃশ্যাকৃষ্য চ প্রীত্যা সুগাঢ়ং পরিষস্বজে॥ ২
কৃতসংবাদনৌ তেন যথাবদ্বলকেশবৌ।
ততঃ প্রবিষ্টৌ সংহৃষ্টৌ তমাদায়াত্মমন্দিরম্॥ ৩
সহ তাভ্যাং তদাক্রূরঃ কৃতসংবাদনাদিকঃ।
ভুক্তভোজ্যো যথান্যায়মাচচক্ষে ততস্তয়োঃ॥ ৪
যথা নির্ভৎস্যতে তেন কংসেনানকদুন্দুভিঃ।
যথা চ দেবকী দেবী দানবেন দুরাত্মনা॥ ৫
উগ্রসেনে যথা কংসঃ স দুরাত্মা চ বর্ত্ততে।
যঞ্চৈবার্থং সমুদ্দিশ্য স কংসেন বিসর্জ্জিতঃ॥ ৬
তৎ সর্ব্বং বিস্তরাৎ শ্রুত্বা ভগবান্ কেশিসূদনঃ।
উবাচাখিলমপ্যেতজ্জ্ঞাতং দানপতে ময়া॥ ৭
করিষ্যে চ মহাভাগ যদত্রৌপয়িকং মতম্।
বিচিন্ত্যং তান্যথৈতৎ তে বিদ্ধি কংসং হতং ময়া॥
অহং রামশ্চ মথুরাং শ্বো যাস্যামঃ সমং ত্বয়া।
গোপবৃদ্ধাশ্চ যাস্যন্তি আদায়োপায়নং বহু॥ ৯
নিশেয়ং নীয়তাং বীর ন চিন্তাং কর্ত্তুমর্হসি।
ত্রিরাত্রাভ্যন্তরে কংসং হনিষ্যামি সহানুগম্॥ ১০

পরাশর উবাচ।

সমাদিশ্য ততো গোপানক্রূরোঽপি সকেশবঃ।
সুষ্বাপ বলভদ্রশ্চ নন্দগোপগৃহে সুখম্॥ ১১
ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃষ্ণরামৌ মহামতী।
অক্রূরেণ সমং গন্তুমুদ্যতৌ মথুরাং প্রতি॥ ১২
দৃষ্ট্বা গোপীজনঃ সাস্রঃ শ্লথদ্বলয়বাহুকঃ।
নিশ্বস্য চাতিদুঃখার্ত্তঃ প্রাহ চেদং পরস্পরম্॥ ১৩
মথুরাং প্রাপ্য গোবিন্দঃ কথং গোকুলমেষ্যতি।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—অনন্তর যদুবংশীয় অক্রূর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চিন্তা করিতে করিতে গোবিন্দের নিকটে গমনপূর্ব্বক "আমি অক্রূর" এই বলিয়া হরির শ্রীচরণদ্বয়ে অবনত-মস্তকে প্রণাম করিলেন। তখন সেই ভগবান্‌ও ধ্বজ-বজ্রপদ্মচিহ্নিত হস্ত দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া, প্রীতির সহিত আকর্ষণ করত গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর অক্রূর যথারীতি রাম ও কৃষ্ণকে সংবাদদানাদি করিলে পর, প্রহৃষ্ট কৃষ্ণ ও বলদেব, অক্রূরকে লইয়া নিজ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর তাঁহাদের সহিত মিষ্টালাপপূর্ব্বক আহারাদি সমাপন করিয়া অক্রূর, তাঁহাদের দুইজনের নিকটে যথাবৃত্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। দুরাত্মা দানব কংস যে প্রকারে বসুদেব ও দেবকীকে ভর্ৎসনা করে; উগ্রসেনের প্রতি সুদুরাত্মা কংস যে প্রকার ব্যবহার করিতেছে এবং যে প্রয়োজন উদ্দেশে অক্রূরকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছে; ভগবান্ কেশিসূদন সেই সকল বৃত্তান্ত অক্রূরের নিকট সবিস্তারে শ্রবণ করিয়া অক্রূরকে কহিলেন, হে দানপতে! আমি এ সকল বিষয়ই অবগত আছি। শ্রীকৃষ্ণ আরও কহিলেন যে, এই স্থলে যে উপায় দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হইবে, আমি তাহাই অবলম্বন করিব। তুমি অন্যথা চিন্তা করিও না। তুমি জানিও যে, কংসকে আমি বিনাশই করিয়াছি। কল্য আমি ও রাম এই দুই জনেই তোমার সহিত মথুরায় গমন করিব এবং আমাদের সহিত গোপবৃদ্ধগণও বহুধন লইয়া গমন করিবে। হে বীর! তুমি চিন্তা করিও না, স্বচ্ছন্দে এই রাত্রি যাপন কর; আমি ত্রিরাত্রের মধ্যেই সানুচর কংসকে বিনাশ করিব। ১—১০। পরাশর কহিলেন,—অনন্তর অক্রূরও সমস্ত গোপগণকে কংসের আদেশ জ্ঞাত করাইয়া নন্দগোপগৃহে মাধব ও বলভদ্রের সহিত সুখে নিদ্রা যাইলেন। অনন্তর বিমল প্রভাতে, মহামতি কৃষ্ণ ও বলরাম অক্রূরের সহিত মথুরায় গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, দেখিয়া গোপীজন অতি দুঃখার্ত্ত হইয়া, অশ্রুপূর্ণনয়নে নিশ্বাস পরিত্যাগ করত পরস্পর বলিতে আরম্ভ করিল; এই সময়ে তাহাদের

নাগরস্ত্রীকলালাপমধু শ্রোত্রেণ পাস্যতি ॥ ১৪
বিলাসিবাক্যপানেষু নাগরীণাং কৃতাস্পদম্ ।
চিত্তমস্য কথং ভূয়ো গ্রাম্যগোপীষু যাস্যতি ॥ ১৫
সারং সমস্তগোষ্ঠস্য বিধিনা হরতা হরিম্ ।
প্রহৃতং গোপযোষিৎসু নির্ঘৃণেন দুরাত্মনা ॥ ১৬
ভাবগর্ভস্মিতং বাক্যং বিলাসললিতা গতিঃ ।
নাগরীণামতীবৈতৎ কটাক্ষেক্ষিতমেব চ ॥ ১৭
গ্রাম্যো হরিরয়ং তাসাং বিলাসনিগড়ৈর্যুতঃ ।
ভবতীনাং পুনঃ পার্শ্বং কয়া যুক্ত্যা সমেষ্যতি ॥ ১৮
এষৈষ রথমারুহ্য মথুরাং যাতি কেশবঃ ।
ক্রূরেণাক্রূরকেণাত্র নিরাশেন প্রতারিতঃ ॥ ১৯
কিং ন বেত্তি নৃশংসোঽত্র অনুরাগপরং জনম্ ।
যেনেমমক্ষ্ণোরাহ্লাদং নয়ত্যন্যত্র নো হরিম্ ॥ ২০
এষ রামেণ সহিতঃ প্রয়াত্যত্যন্তনির্ঘৃণঃ ।
রথমারুহ্য গোবিন্দস্ত্বর্য্যতামস্য বারণে ॥ ২১
গুরূণামগ্রতো বক্তুং কিং ব্রবীষি ন নঃ ক্ষমম্ ।
গুরবঃ কিং করিষ্যন্তি দগ্ধানাং বিরহাগ্নিনা ॥ ২২
নন্দগোপমুখা গোপা গন্তুমেতে সমুদ্যতাঃ ।
নোদ্যমং কুরুতে কশ্চিদ্গোবিন্দবিনিবর্ত্তনে ॥ ২৩
সুপ্রভাতাদ্য রজনী মথুরাবাসিযোষিতাম্ ।
পাস্যন্ত্যচ্যুতবক্ত্রাব্জং যাসাং নেত্রালিপংক্তয়ঃ ॥ ২৪
ধন্যাস্তে পথি যে কৃষ্ণমিতো যান্ত্যনিবারিতাঃ ।
উদ্বহিষ্যন্তি পশ্যন্তঃ স্বদেহং পুলকাঞ্চিতম্ ॥ ২৫
মথুরানগরীপৌরনয়নানাং মহোৎসবঃ ।
গোবিন্দাবয়বৈর্দৃষ্টৈরতীবাদ্য ভবিষ্যতি ॥ ২৬
কো নু স্বপ্নঃ সুভাগ্যাভির্দৃষ্টস্তাভিরধোক্ষজম্ ।
বিস্তারিকান্তিনয়না যা দ্রক্ষ্যন্ত্যনিবারিতম্ ॥ ২৭
অহো গোপীজনস্যাস্য দর্শয়িত্বা মহানিধিম্ ।

হস্তবলয় সকল শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহারা বলিতে লাগিল যে, "গোবিন্দ মথুরায় গমন করিয়া আর কেন গোকুলে ফিরিয়া আসিবেন? কারণ তিনি মথুরায় কর্ণ ভরিয়া নাগর-স্ত্রীর মধুর অথচ অস্ফুট আলাপরূপ মধুপান করিয়াই পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন। নাগরীগণের বিলাসপূর্ণ বাক্যপানে আসক্ত হইয়া গোবিন্দের মন কেনই বা পুনর্ব্বার গ্রাম্য-গোপীগণের প্রতি অনুরাগী হইবে? ঘৃণা-বিরহিত দুরাত্মা বিধি, অদ্য হরিকে হরণ করিয়া সমস্ত গোপরমণীর প্রতি নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিল। ভাবগর্ভ বিস্মিতপূর্ণ বাক্য, বিলাস-মনোহর গমন ও সকটাক্ষ নিরীক্ষণ,—ইহা নগর-স্ত্রীগণের সর্ব্বদাই আছে। সুতরাং তাহাদিগের বিলাসনিগড়ে বদ্ধ হইয়া, এই গ্রাম্য হরি, বল দেখি, কোন্ যুক্তি অনুসারে তোমাদের নিকট পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন? আহা! ক্রূরহৃদয় নিরাশ অক্রূর কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া, এই কেশব মথুরায় যাইতেছেন। নৃশংস অক্রূর কি অনুরক্ত জনের হৃদয়ভাব জানে না যে, আমাদের নয়নদ্বয়ের অহ্লাদস্বরূপ এই হরিকে অন্যত্র লইয়া চলিল?—১১—২০। এই অত্যন্ত নির্ঘৃণ গোবিন্দ, রামের সহিত রথারোহণ করত গমন করিতেছেন, তোমরা ইঁহাকে নিবারণ করিতে যত্নবতী হও। সখি! তুমি কি বলিতেছ? গুরুজনের সম্মুখে আমাদের এই প্রকার ব্যবহার উচিত নহে? বল দেখি, বিরহ-অগ্নিতে যাহারা দগ্ধ, গুরুজন তাহাদের কি করিবেন? কি দুঃখের বিষয়! এই নন্দগোপ-প্রমুখ গোপগণও মথুরায় যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, কিন্তু কেহই গোবিন্দের মথুরাগমন নিবারণ বিষয়ে উদ্যোগ করিতেছেন না। আহা! যাহাদের নয়নরূপ ভ্রমরপংক্তিসমূহ অচ্যুতের বদনাব্জমধু পান করিবে, অদ্য সেই মথুরাবাসিনী রমণীগণের রজনী সুপ্রভাতা হইয়াছে। অদ্য তাহারাই ধন্য, যাহারা পথে অনিবারিত ভাবে কৃষ্ণকে দর্শন ও পুলকাঞ্চিতদেহে তৎপশ্চাৎ গমন করিতে পারিবে। অদ্য গোবিন্দের অবয়বদর্শনকারী মথুরানগরীনিবাসিগণের নয়নসমূহের অতীব মহোৎসব উপস্থিত হইবে। সুভাগ্যা মথুরাপুরবাসিনীগণ (না জানি) কি সুস্বপ্ন দেখিয়াছে যে, তাহার ফলে অদ্য তাহারা সুন্দর নয়ন বিস্তারিত করিয়া গোবিন্দকে অনিবারিত ভাবে দর্শন করিবে! অহো! অকরুণ-স্বভাব বিধাতা মহানিধি দেখাইয়াই

উদ্ধৃতাস্তত্র নেত্রাণি বিধাত্রা করুণাত্মনা ॥ ২৮
অনুরাগেণ শৈথিল্যমস্মাসু ব্রজতা হরেঃ।
শৈথিল্যমুপযান্ত্যাশু করেষু বলয়ান্যপি ॥ ২৯
অক্রূরঃ ক্রূরহৃদয়ঃ শীঘ্রং প্রেরয়তে হয়ান্।
এবমার্ত্তাসু যোষিৎসু ঘৃণা কস্য ন জায়তে ॥ ৩০
হা হা কৃষ্ণরথস্যোচ্চৈশ্চক্ররেণুর্নিরীক্ষ্যতাম্।
দূরীকৃতো হরির্যেন সোঽপি রেণুর্ন লক্ষ্যতে ॥ ৩১
ইত্যেবমতিহার্দ্দেন গোপীজননিরীক্ষিতঃ।
তত্যাজ ব্রজভূভাগং সহ রামেণ কেশবঃ ॥ ৩২
গচ্ছন্তো জবিতাশ্বেন রথেন যমুনাতটম্।
প্রাপ্তা মধ্যাহ্নসময়ে রামাক্রূরজনার্দ্দনাঃ ॥ ৩৩
অথাহ কৃষ্ণমক্রূরো ভবদ্ভ্যাং তাবদাস্যতাম্।
যাবৎ করোমি কালিন্দ্যামাহ্নিকার্হণমম্ভসি ॥ ৩৪
তথেত্যুক্তে ততঃ স্নাতঃ স্বাচান্তঃ স মহামতিঃ।
দধ্যৌ ব্রহ্ম পরং বিপ্র প্রবিশ্য যমুনাজলে ॥ ৩৫

এই গোপীজনের নয়ন সকল উদ্ধৃত করিল। আমাদের প্রতি হরির অনুরাগ, শিথিলতা প্রাপ্ত হইল দেখিয়া, সেই সঙ্গেই কি আমাদের করের বলয় সকলও শিথিলতা প্রাপ্ত হইতেছে? আহা! ক্রূরহৃদয় অক্রূর শীঘ্রই রথের ঘোটকসমূহকে চালাইয়াছে, এই প্রকার আর্ত্ত স্ত্রীগণের এবম্প্রকার অবস্থা দেখিয়া কাহার এ প্রকার দুষ্কর্ম্মে ঘৃণা হয় না? ২১—৩০। হা হা! ঐ দেখ, কৃষ্ণ রথের চক্ররেণুসমূহ উড়িতেছে। অহো! ঐ রেণুজালই কৃষ্ণকে দেখিতে দিতেছে না। অহো! দেখ, সে রেণুও আর দেখা যাইতেছে না।" এই প্রকার অতিশয় অনুরাগ সহকারে গোপীজন কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া কেশব, রামের সহিত ব্রজভূভাগ পরিত্যাগ করিলেন। অতি বেগবান্ অশ্বসমূহযুক্ত রথারোহণে গমন করিতে করিতে অক্রূর, বলদেব ও জনার্দ্দন মধ্যাহ্নসময়ে যমুনাতটে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর অক্রূর কৃষ্ণকে কহিলেন, আমি যে পর্য্যন্ত যমুনাজলে আহ্নিক ক্রিয়া সমাপন না করি, আপনারা তাবৎকাল এই রথের উপরেই অবস্থান করুন। হে বিপ্র! অনন্তর ভগবান্ "তাহাই হউক" এই কথা বলিলে

ফণাসহস্রমালাঢ্যং বলভদ্রং দদর্শ সঃ।
কুন্দমালাঙ্গমুন্নিদ্র-পদ্মপত্রারুণেক্ষণম্ ॥ ৩৬
বৃতং বাসুকিরম্ভাদ্যৈর্মহদ্ভিঃ পবনাশিভিঃ।
সংস্তূয়মানং গন্ধর্ব্বৈর্ব্বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ৩৭
দধানমসিতে বস্ত্রে চারুপদ্মাবতংসকম্।
চারুকুণ্ডলিনং মত্তমন্তর্জলতলে স্থিতম্ ॥ ৩৮
তস্যোৎসঙ্গে ঘনশ্যামমাতাম্রায়তলোচনম্।
চতুর্ব্বাহুমুদারাঙ্গং চক্রাদ্যায়ুধভূষণম্ ॥ ৩৯
পীতে বসানং বসনে চিত্রমাল্য-বিভূষণম্।
শক্রচাপতড়িন্মালা-বিচিত্রমিব তোয়দম্ ॥ ৪০
শ্রীবৎসবক্ষসকারুকেয়ূরমুকুটোজ্জ্বলম্।
দদর্শ কৃষ্ণমক্লিষ্ট-পুণ্ডরীকাবতংসকম্ ॥ ৪১
সনন্দনাদ্যৈর্মুনিভিঃ সিদ্ধযোগৈরকল্মষৈঃ।
বিচিন্ত্যমানং তত্রস্থৈর্নাসাগ্রন্যস্তলোচনৈঃ ॥ ৪২
বলকৃষ্ণৌ তথাক্রূরঃ প্রত্যভিজ্ঞায় বিস্মিতঃ
সোঽচিন্তয়দ্রথাৎ শীঘ্রং কথমত্রাগতাবিতি ॥ ৪৩

পর মহামতি অক্রূর, যমুনাজলে প্রবেশপূর্ব্বক স্নান করত আচমন করিয়া পরমব্রহ্মের চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে অক্রূর দেখিতে পাইলেন যে, "সহস্রফণামণ্ডলে শোভিত কুন্দমালার ন্যায় শুভ্র অঙ্গশোভিত, উন্নিদ্রপদ্মপত্রারুণাক্ষ, বাসুকি রম্ভাদি মহাসর্পগণে বেষ্টিত, গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক সংস্তূয়মান, কৃষ্ণবস্ত্রদ্বয়-পরিধান, মনোহর পদ্মনির্ম্মিত-অবতংস-শোভিত এবং মনোজ্ঞ কুণ্ডলধারী বলভদ্র, যমুনার জলমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন এবং তাঁহার উৎসঙ্গদেশে মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, তাম্র ও আয়তলোচনশালী, চতুর্ব্বাহু, চক্রাদি অস্ত্রে উপশোভিত, উদারাঙ্গ, পীতবর্ণবসনদ্বয়ধারী, শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষঃস্থল,মনোহর কেয়ূর ও মুকুট দ্বারা উজ্জ্বলাঙ্গ, বিকসিত-পদ্মনির্ম্মিত-কর্ণভূষণশোভিত ভগবান্ কৃষ্ণ, ইন্দ্রধনু ও তড়িন্মালা-শোভিত জলদের ন্যায়, বিরাজমান রহিয়াছেন। ৩১—৪১। অক্রূর আরও দেখিলেন যে, সেই জলমধ্যেই সিদ্ধযোগ, নিষ্পাপ, নাসাগ্রন্যস্তলোচন, সনন্দনাদি মুনিগণ, কৃষ্ণের সেই মূর্ত্তি চিন্তা করিতেছেন। তখন অক্রূর, বলভদ্র ও কৃষ্ণকে তদবস্থ জানিতে

বিবক্ষোঃ স্তম্ভয়ামাস বাচং তস্য জনার্দনঃ।
ততো নিষ্ক্রম্য সলিলাদ্রথমভ্যাগতঃ পুনঃ॥ ৪৪
দদর্শ তত্র চৈবোভৌ রথস্যোপর্য্যধিষ্ঠিতৌ।
রামকৃষ্ণৌ যথাপূর্ব্বং মনুষ্যবপুষান্বিতৌ॥ ৪৫
নিমগ্নশ্চ ততস্তোয়ে স দদর্শ তথৈব তৌ।
সংস্তূয়মানৌ গন্ধর্ব্ব-মুনিসিদ্ধমহোরগৈঃ॥ ৪৬
ততো বিজ্ঞাতসদ্ভাবঃ স তু দানপতিস্তথা।
তুষ্টাব সর্ব্ববিজ্ঞান-ময়মচ্যুতমীশ্বরম্॥ ৪৭
অক্রূর উবাচ।
সন্মাত্ররূপিণেঽচিন্ত্য-মহিম্নে পরমাত্মনে।
ব্যাপিনে নৈকরূপৈকস্বরূপায় নমো নমঃ॥ ৪৮
সত্ত্বরূপায় তেঽচিন্ত্য হবির্ভূতায় তে নমঃ।
নমোঽবিজ্ঞেয়রূপায় পরায় প্রকৃতেঃ প্রভো॥ ৪৯
ভূতাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মা চ প্রধানাত্মা তথা ভবান্।
আত্মা চ পরমাত্মা চ ত্বমেকঃ পঞ্চধা স্থিতঃ॥ ৫০
প্রসীদ সর্ব্ব সর্ব্বাত্মন্ ক্ষরাক্ষরময়েশ্বর।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদ্যাভিঃ কল্পনাভিরুদীরিতঃ॥ ৫১
অনাখ্যেয়স্বরূপাত্মন্ অনাখ্যেয়প্রয়োজন।
অনাখ্যেয়াভিধানং ত্বাং নতোঽস্মি পরমেশ্বর॥৫২
ন যত্র নাথ বিদ্যন্তে নামজাত্যাদিকল্পনাঃ।
তদ্ব্রহ্ম পরমং নিত্যমবিকারি ভবানজ॥ ৫৩
ন কল্পনামৃতেঽর্থস্য সর্ব্বস্যাধিগমো যতঃ।
ততঃ কৃষ্ণাচ্যুতানন্ত-বিষ্ণুসংজ্ঞাভিরীড্যতে॥ ৫৪
সর্ব্বার্থস্ত্বমজ বিকল্পনাভিরেতং
দেবাদ্যং জগদখিলং ত্বমেব বিশ্বম্।
বিশ্বাত্মংস্ত্বমিতি বিকারভাবহীনঃ
সর্ব্বস্মিন্ ন হি ভবতোঽস্তি কিঞ্চিদন্যৎ॥৫৫
ত্বং ব্রহ্মা পশুপতিরর্য্যমা বিধাতা
ধাতা ত্বং ত্রিদশপতিঃ সমীরণোঽগ্নিঃ।

পারিয়া, বিস্মিত অন্তঃকরণে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "ইহাঁরা রথ ছাড়িয়া, এখানে কি প্রকারে আগমন করিলেন?" এই ভাবিয়া অক্রূর কিছু বলিতে ইচ্ছুক হইলেন, তখন জনার্দ্দন তাঁহার বাক্য স্তম্ভন করিলেন। অনন্তর অক্রূর সলিল হইতে নির্গত হইয়া, পুনর্ব্বার তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে "রাম ও কৃষ্ণ উভয়েই পূর্ব্বের ন্যায় মনুষ্যশরীরে রথের উপরে অধিষ্ঠান করিতেছেন।" অনন্তর অক্রূর পুনর্ব্বার জলে নিমগ্ন হইয়াও দেখিলেন যে, "রাম ও কৃষ্ণ, (পূর্ব্বে যেমন দেখিয়াছিলেন, এক্ষণেও সেইরূপ) মুনি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও উরগগণ কর্ত্তৃক সংস্তূয়মান হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন।" তখন দানপতি অক্রূর পরমার্থ অবগত হইয়া, সর্ব্ববিজ্ঞানময় ঈশ্বর অচ্যুতকে স্তব করিতে লাগিলেন। অক্রূর কহিলেন,—সন্মাত্ররূপী অচিন্ত্য মহিমাব্যাপক অনেক অথচ একরূপী সেই পরমাত্মাকে নমস্কার। হে অচিন্ত্য! সত্ত্বস্বরূপী তোমাকে নমস্কার, হবিঃস্বরূপী তোমাকে নমস্কার। হে প্রভো! তুমি প্রকৃতি হইতে পর ও অবিজ্ঞেয়রূপ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি ভূতস্বরূপ, ইন্দ্রিয়স্বরূপ ও প্রধান (প্রকৃতি) স্বরূপ; তুমি আত্মা, তুমিই পরমাত্মা। হে প্রভো! তুমি এক হইয়াও পাঁচ প্রকারে অবস্থিতি করিতেছ। ৪২—৫০। হে সর্ব্ব! হে সর্ব্বাত্মন্! হে ক্ষরাক্ষরময়! হে ঈশ্বর! তুমি প্রসন্ন হও। হে ভগবন্! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি রূপ কল্পনা করিয়া তোমার স্তব করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও। হে অনাখ্যেয়স্বরূপাত্মন্! হে অবক্তব্য-প্রয়োজন! হে পরমেশ্বর! তোমায় নাম ও বাক্য দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না, হে প্রভো! তোমাকে নমস্কার। হে নাথ! হে অজ! যাহাতে নাম জাতি প্রভৃতির কল্পনা নাই, তুমি সেই অবিকারী পরম ব্রহ্ম। হে প্রভো! কল্পনা ব্যতিরেকে সকল পদার্থেরই জ্ঞান হয় না বলিয়াই, তোমাকে কৃষ্ণ বিষ্ণু অচ্যুত প্রভৃতি নাম নির্দ্দেশ করত উপাসনা করিয়া থাকি। হে অজ! তুমিই সকল পদার্থ স্বরূপ এবং তুমিই বিকল্পনাময় এই দেবাদি অখিল জগৎ স্বরূপ। হে বিশ্বাত্মন্! তুমি বিকারভাব-হীনরূপে সকল পদার্থেই অবস্থিত, তোমা ব্যতিরিক্ত অন্য কোন পদার্থই সত্য নহে। তুমি ব্রহ্ম, তুমি পশুপতি, তুমি সূর্য্য, তুমি বিধাতা, তুমি ধাতা, তুমি ত্রিদশনাথ,

তোয়েশো ধনপতিরন্তকস্ত্বমেকো
ভিন্নার্থৈর্জগদপি পাসি শক্তিভেদৈঃ॥ ৫৬
বিশ্বং ভবান্ সৃজতি সূর্য্যগভস্তিরূপো
বিশ্বঞ্চ তে গুণময়োঽয়মজ প্রপঞ্চঃ।
রূপং পরং সদিতি বাচকমক্ষরং যং
জ্ঞানাত্মনে সদসতে প্রণতোঽস্মি তস্মৈ॥৫৭
ওঁ নমো বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় তে।
প্রদ্যুম্নায় নমস্তভ্যমনিরুদ্ধায় তে নমঃ॥ ৫৮

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

এবমন্তর্জলে বিষ্ণুমভিষ্টূয় স যাদবঃ।
অর্চ্চয়ামাস সর্ব্বেশং পুষ্পৈর্ধূপৈর্মনোরমৈঃ॥ ১
পরিত্যক্তান্যবিষয়ং মনস্তত্র নিবেশ্য সঃ।
ব্রহ্মরূপশ্চিরং স্থিত্বা বিররাম সমাধিতঃ॥ ২
কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মন্যমানো মহামতিঃ।
আজগাম রথং ভূয়ো নির্গম্য যমুনাম্ভসঃ॥ ৩
রামকৃষ্ণৌ চ দদৃশে যথাপূর্ব্বং রথে স্থিতৌ।
বিস্মিতাক্ষং তদাক্রূরস্তঞ্চ কৃষ্ণোঽভ্যভাষত॥ ৪
নূনং তে দৃষ্টমাশ্চর্য্যমক্রূর যমুনাজলে।
বিস্ময়োৎফুল্লনয়নো ভবান্ সংলক্ষ্যতে যতঃ॥ ৫

অক্রূর উবাচ।

অন্তর্জলে যদাশ্চর্য্যং দৃষ্টং তত্র ময়াচ্যুত।
তদত্রাপি হি পশ্যামি মূর্ত্তিমৎ পুরতঃ স্থিতম্॥ ৬
জগদেতন্মহাশ্চর্য্যং রূপং যস্য মহাত্মনঃ।
তেনাশ্চর্য্যবরেণাহং ভবতা কৃষ্ণ সঙ্গতঃ॥ ৭
তৎ কিমেতেন মথুরাং ব্রজামো মধুসূদন।
বিভেমি কংসাদ্ধিগ্জন্ম পরপিণ্ডোপজীবিনাম্॥ ৮
ইত্যুক্ত্বা নোদয়ামাস তান্ হয়ান্ বাতরংহসঃ।

তুমি সমীরণ, তুমি অগ্নি, তুমি বরুণ এবং তুমিই কুবের ও যম; হে ভগবন্! এক হইয়াও তুমি এই সকল শক্তিভেদে বিভিন্নরূপ ধারণ করত জগৎকে প্রতিপালন করিতেছ। হে ভগবন্! তুমি সূর্য্যকিরণরূপে বিশ্বসৃজন করিতেছ। হে অজ! এই বিশ্ব তোমারই গুণময় প্রপঞ্চস্বরূপ। যে অক্ষর পরমব্রহ্মরূপ ও তোমার বাচক, সেই ওঙ্কাররূপী জ্ঞানময় ও সদসদ্রূপী তোমাকে নমস্কার। বাসুদেবকে নমস্কার; সঙ্কর্ষণরূপী তোমাকে নমস্কার; প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধস্বরূপী তোমাকে নমস্কার। ৫১—৫৮।

পঞ্চমাংশে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—যাদব অক্রূর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জলমধ্যে বিষ্ণুর স্তব করিয়া, পরে মনোরম পুষ্প ও ধূপ দ্বারা সর্ব্বেশ্বরের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। অক্রূর অন্য বিষয়-চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমাত্মাতে মনোনিবেশ করত বহুক্ষণ ব্রহ্মরূপে মগ্ন হইয়া অবস্থান করিলেন; পরে বহুক্ষণ অতীত হইলে সমাধি হইতে বিরত হইলেন। অনন্তর মহামতি অক্রূর, আত্মাকে কৃতার্থের ন্যায় বিবেচনা করিয়া, যমুনাজল হইতে নির্গমন করত পুনর্ব্বার রথের নিকট উপস্থিত হইলেন। রথ-সমীপে আগমন করত অক্রূর, রাম ও কৃষ্ণকে পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থিত দেখিলেন। বিস্ময়োৎফুল্লনেত্রে দণ্ডায়মান দেখিয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে কহিলেন যে, "হে অক্রূর! নিশ্চয়ই তুমি যমুনাজলে কিছু আশ্চর্য্য দেখিয়াছ, যেহেতু তোমার নয়নদ্বয় বিস্ময়সমাগমে উৎফুল্ল দেখিতেছি। তখন অক্রূর কহিলেন, হে অচ্যুত! জলমধ্যে আমি যে আশ্চর্য্য অবলোকন করিয়াছি, এখানেও অগ্রভাগে তাহাই মূর্ত্তিমৎ দেখিতেছি। হে কৃষ্ণ! এই মহাশ্চর্য্য জগৎ যে মহাত্মার রূপ, সেই আশ্চর্য্যশ্রেষ্ঠের সহিত আমি সমাগত হইয়াছি। হে মধুসূদন! এই সকল আশ্চর্য্য বিষয় লইয়া আন্দোলন করিয়া কোন ফল নাই; চলুন, মথুরায় গমন করি; কংসকে আমি ভয় করিয়া থাকি, পরপিণ্ডোপজীবীদিগের জন্মকেই ধিক্

সম্প্রাপ্তশ্চাতিসায়াহ্নে সোঽক্রূরো মথুরাং পুরীম্ ॥৯
বিলোক্য মথুরাং কৃষ্ণং রামঞ্চাহ স যাদবঃ।
পদ্ভ্যাং যাতং মহাবীর্য্যৌ রথেনৈকো বিশাম্যহম্ ॥১০
গন্তব্যং বসুদেবস্য ভবদ্ভ্যাং ন তথা গৃহম্।
যুবয়োর্হি কৃতে বৃদ্ধঃ স কংসেন নিরস্যতে ॥ ১১

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রবিবেশাথ সোঽক্রূরো মথুরাং পুরীম্।
প্রবিষ্টৌ রামকৃষ্ণৌ চ রাজমার্গমুপাগতৌ ॥ ১২
স্ত্রীভির্নরৈশ্চ সানন্দং লোচনৈরভিবীক্ষিতৌ।
জগ্মতুর্লীলয়া বীরৌ দৃপ্তৌ বালগজাবিব ॥ ১৩
ভ্রমমাণৌ তু তৌ দৃষ্ট্বা রজকং রঙ্গকারকম্।
অযাচেতাং স্বরূপাণি বাসাংসি রুচিরাননৌ ॥ ১৪
কংসস্য রজকঃ সোঽথ প্রসাদারূঢ়বিস্ময়ঃ।
বহূন্যাক্ষেপবাক্যানি প্রাহোচ্চৈ রামকেশবৌ ॥ ১৫
ততস্তলপ্রহারেণ কৃষ্ণস্তস্য দুরাত্মনঃ।
পাতয়ামাস কোপেন রজকস্য শিরো ভুবি ॥ ১৬
হত্বাদায় চ বস্ত্রাণি পীতনীলাম্বরৌ ততঃ।
কৃষ্ণরামৌ মুদা যুক্তৌ মালাকারগৃহং গতৌ ॥ ১৭
বিকাশিনেত্রযুগলো মালাকারোঽতিবিস্মিতঃ।
এতৌ কস্য কুতো যাতৌ মৈত্রেয়াচিন্তয়ৎ তদা ॥
পীতনীলাম্বরধরৌ তৌ দৃষ্ট্বাতিমনোহরৌ।
স তর্কয়ামাস তদা ভুবং দেবাবুপাগতৌ ॥১৯
বিকাশিমুখপদ্মাভ্যাং তাভ্যাং পুষ্পাণি যাচিতঃ।
ভুবং বিষ্টভ্য হস্তাভ্যাং পস্পর্শ শিরসা মহীম্ ॥২০
প্রসাদপরমৌ নাথৌ মম গেহমুপাগতৌ।
ধন্যোঽহমর্চ্চয়িষ্যামীত্যাহ তৌ মাল্যজীবকঃ ॥২১
ততঃ প্রহৃষ্টবদনস্তয়োঃ পুষ্পাণি কামতঃ।
চারূণ্যেতান্যথৈতানি প্রদদৌ স বিলোভয়ন্ ॥ ২২
পুনঃপুনঃ প্রণম্যাসৌ মালাকারো নরোত্তমৌ।

থাকুক্। এই কথা বলিয়া অক্রূর বায়ুবেগবান্ অশ্বগণকে শীঘ্র চালাইতে লাগিলেন, পরে সায়াহ্নকালে মথুরা প্রাপ্ত হইলেন। যাদব অক্রূর মথুরার প্রতি অবলোকন করিয়া, কৃষ্ণ ও বলরামকে কহিলেন যে, আপনারা মহাবলশালী, পদব্রজেই গমন করুন। আমি একাকী রথারোহণে নগরী প্রবেশ করি। আপনারা বসুদেবের গৃহে গমন করিবেন না; কারণ আপনাদের জন্য ঐ বৃদ্ধ সর্ব্বদাই কংসকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইতেছেন। ১—১১। পরাশর কহিলেন,—অক্রূর এই কথা বলিয়া নগরে প্রবেশ করিলে পর, কৃষ্ণ ও বলভদ্র মথুরাপুরীতে প্রবেশপূর্ব্বক রাজমার্গে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা স্ত্রীগণ ও নরগণ কর্ত্তৃক আনন্দসহকারে বীক্ষিত হইয়া, লীলা ও বীরভাবে দৃপ্ত বালগজদ্বয়ের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। ভ্রমমাণ রুচিরানন রাম ও কৃষ্ণ পথে একজন রঙ্গকারক রজককে দেখিতে পাইয়া, তাহার নিকট সুন্দর বস্ত্র সকল প্রার্থনা করিলেন। ঐ রজক কংসের দাস ছিল, সুতরাং সে প্রসাদারূঢ় বিস্ময় সহকারে রাম ও কৃষ্ণকে উচ্চৈঃস্বরে বহুতর গালাগালি দিল। তখন কৃষ্ণ সেই দুরাত্মা রজকের প্রতি ক্রোধ করিয়া, করতল প্রহার দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ভূমিতে পাতিত করিলেন। তাহাকে বধ করিয়া নানাবিধ বস্ত্র গ্রহণ করত, রাম ও কৃষ্ণ, নীল ও পীত বস্ত্র যথাক্রমে পরিধানপূর্ব্বক অতিশয় হৃষ্টান্তঃকরণে মালাকারগৃহে গমন করিলেন। হে মৈত্রেয়! সেই বিকাশিনেত্রে যুগল রাম ও কৃষ্ণকে দেখিয়া মালাকার অতি বিস্মিত ভাবে চিন্তা করিতে লাগিল যে, "ইহাঁরা কাহার পুত্র এবং কোথা হইতেই বা এখানে আসিলেন?" পীত ও নীলাম্বরধারী এবং অতি মনোহরাকৃতি সেই দুইজনকে অবলোকন করিয়া, মালাকার ভাবিল, "বুঝি দুইজন দেবতা পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়াছেন।" অনন্তর বিকশিত-মুখ-পঙ্কজ রাম ও কৃষ্ণ তাহার নিকট পুষ্প সকল প্রার্থনা করিলে পর, মালাকার হস্তদ্বয় দ্বারা ভূমি আলিঙ্গনপূর্ব্বক মস্তক দ্বারা মহী স্পর্শ করিল এবং কহিল, হে নাথদ্বয়! আপনারা প্রসাদসুমুখ হইয়া, আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন, আমি ধন্য হইলাম, যে কারণে আপনাদিগকে অদ্য পূজা করিতে পারিব। ১২—২১। অনন্তর মালাকার প্রহৃষ্টবদনে তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে "এই ফুল সুন্দর, ইহা আরও সুন্দর"—এই প্রকারে প্রলোভন করাইয়া নানা

দদৌ পুষ্পাণি চারূণি গন্ধবন্ত্যমলানি চ॥ ২৩
মালাকারায় কৃষ্ণোঽপি প্রসন্নঃ প্রদদৌ বরান্।
শ্রীস্ত্বাং মৎসংশ্রয়া ভদ্র ন কদাচিৎ প্রহাস্যতি॥২৪
বলহানির্ন তে সৌম্য ধনহানিস্তথৈব চ।
যাবদ্দিনানি তাবচ্চ ন নশিষ্যতি সন্ততিঃ॥ ২৫
ভুক্ত্বা চ বিপুলান্ ভোগাংস্ত্বমন্তে মৎপ্রসাদজম্।
মমানুস্মরণং প্রাপ্য দিব্যং লোকমবাপ্স্যসি॥ ২৬
ধর্ম্মে মনশ্চ তে ভদ্র সর্ব্বকালং ভবিষ্যতি।
যুষ্মৎসন্ততিজাতানাং দীর্ঘমায়ুর্ভবিষ্যতি॥ ২৭
নোপসর্গাদিকং দোষং যুষ্মৎসন্ততিসম্ভবঃ।
সম্প্রাপ্স্যতি মহাভাগ যাবৎ সূর্য্যো ধরিষ্যতি॥২৮

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তদ্গৃহাৎ কৃষ্ণো বলদেবসহায়বান্।
নির্জ্জগাম মুনিশ্রেষ্ঠ মালাকারেণ পূজিতঃ॥ ২৯

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে মথুরাপ্রবেশো নাম একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯॥

প্রকার মনোহর পুষ্প প্রদান করিল। মালাকার বারংবার সেই পুরুষশ্রেষ্ঠদ্বয়কে প্রণাম করিয়া গন্ধযুক্ত অমল ও চারু পুষ্পসমূহ প্রদান করিতে লাগিল। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া মালাকারকে বর প্রদান করিলেন, হে ভদ্র! আমার বক্ষস্থিতা শ্রী তোমাকে কখনই পরিত্যাগ করিবে না। হে সৌম্য! তোমার বল ও ধনহানি হইবে না এবং যতকাল চন্দ্রসূর্য্য উদয় হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তোমার বংশনাশ হইবে না। তুমি ইহকালে বিপুল ভোগ প্রাপ্ত হইবে এবং অন্তকালেও আমার প্রসাদে আমার চিন্তা করত দেহত্যাগ করিয়া দিব্যলোক প্রাপ্ত হইবে। হে ভদ্র! তোমার মন সকল সময়েই ধর্ম্মপরায়ণ হইবে এবং তোমার বংশে যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা দীর্ঘজীবী হইবে। হে মহাভাগ! যতদিন পর্য্যন্ত সূর্য্য অবস্থিতি করিবেন, ততকাল পর্য্যন্ত তোমার বংশজাত কোন ব্যক্তি উপসর্গাদি দোষ প্রাপ্ত হইবে না। পরাশর কহিলেন,—"হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কৃষ্ণ, মালাকারকে এই প্রকারে বর প্রদানপূর্ব্বক মালাকার কর্তৃক পূজিত হইয়া, বলভদ্রের সহিত তাহার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ২২—২৯।

পঞ্চমাংশে ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

রাজমার্গে ততঃ কৃষ্ণঃ সানুলেপনভাজনাম্।
দদর্শ কুব্জামায়ান্তীং নবযৌবনগোচরাম্॥ ১
তামাহ ললিতং কৃষ্ণঃ কস্যেদমনুলেপনম্।
ভবত্যা নীয়তে সত্যং বদেন্দীবরলোচনে॥ ২
সকামেনেব সা প্রোক্তা সানুরাগা হরিং প্রতি।
প্রাহ সা ললিতং কুব্জা তদ্দর্শনবলাৎকৃতা॥ ৩
কান্ত কস্মান্ন জানাসি কংসেনাভিনিযোজিতাম্।
নৈকবক্রেতি বিখ্যাতামনুলেপনকর্ম্মণি॥ ৪
নান্যপিষ্টং হি কংসস্য প্রীতয়ে হ্যনুলেপনম্।
ভবত্যহমতীবাস্য প্রসাদধনভাজনম্॥ ৫

বিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—অনন্তর রাজমার্গে কৃষ্ণ একটী নারীকে আগমন করিতে দেখিলেন। ঐ নারী নবযৌবনে আরূঢ়া এবং তাহার হস্তে চন্দনাদি অনুলেপনের পাত্র ছিল; কিন্তু সে কুব্জা। কৃষ্ণ মনোহর স্বরে তাহাকে কহিলেন যে, "হে ইন্দীবরলোচনে? এই অনুলেপন তুমি কাহার জন্য লইয়া যাইতেছ, তাহা সত্য করিয়া বল।"কৃষ্ণ সানুরাগের ন্যায় এই কথা বলিলে পর, হরিদর্শনে আকৃষ্টচিত্তা কুব্জা, হরির প্রতি সানুরাগা হইয়া, মধুর ভাবে বলিল যে, "হে কান্ত! আপনি কি আমায় জানেন না?—আমি অনেকবক্রা নামে বিখ্যাত, কংস আমাকে অনুলেপনকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন। অন্য কেহ অনুলেপন পেষণ করিয়া দিলে কংসের মনোনীত হয় না, কেবল আমার প্রতি তাঁহার এই বিষয়ে প্রসন্নতা আছে, মৎপিষ্ট অনুলেপনই তিনি

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
সুগন্ধমেতদ্রাজার্হং রুচিরং রুচিরাননে।
আবয়োর্গাত্রসদৃশং দীয়তামনুলেপনম্॥ ৬
পরাশর উবাচ।
শ্রুত্বৈতদাহ সা কুব্জা গৃহ্যতামিতি সাদরম্।
অনুলেপনঞ্চ প্রদদৌ গাত্রযোগ্যমথোভয়োঃ॥ ৭
ভক্তিচ্ছেদানুলিপ্তাঙ্গৌ ততস্তৌ পুরুষর্ষভৌ।
সেন্দ্রচাপৌ বিরাজেতাং সিতকৃষ্ণাবিবাম্বুদৌ॥ ৮
ততস্তাং চিবুকে শৌরিরুল্লাপনবিধানবিৎ।
উৎপাট্য তোলয়ামাস দ্ব্যঙ্গুষ্ঠেনাগ্রপাণিনা॥ ৯
চকর্ষ পদ্ভ্যাঞ্চ তথা ঋজুত্বং কেশবোঽনয়ৎ।
ততঃ সা ঋজুতাং প্রাপ্তা যোষিতামভবদ্বরা॥ ১০
বিলাসললিতং প্রাহ প্রেমগর্ভভরালসম্।
বস্ত্রে প্রগৃহ্য গোবিন্দং ব্রজ গেহং মমেতি বৈ॥১১
আযাস্যে ভবতীগেহমিতি তাং প্রহসন্ হরিঃ।
বিসসর্জ্জ জহাসোচ্চৈ রামস্যালোক্য চাননম্॥১২
ভক্তিচ্ছেদানুলিপ্তাঙ্গৌ নীলপীতাম্বরৌ চ তৌ।
ধনুঃশালাং ততো যাতৌ চিত্রমাল্যোপশোভিতৌ॥
আযোগঞ্চ ধনূরত্নং তাভ্যাং পৃষ্টৈশ্চ রক্ষিভিঃ।
আখ্যাতে সহসা কৃষ্ণো গৃহীত্বাপূরয়দ্ধনুঃ॥ ১৪
ততঃ পূরয়তা তেন ভজ্যমানং বলাদ্ধনুঃ।
চকার সুমহাশব্দং মথুরা যেন পূরিতা॥ ১৫
অনুযুক্তৌ ততস্তৌ তু ভগ্নে ধনুষি রক্ষিভিঃ।
রক্ষিসৈন্যংনিকৃত্যোভৌ নিষ্ক্রান্তৌ কার্ম্মুকালয়াৎ॥
অক্রূরাগমবৃত্তান্তমুপলভ্য তথা ধনুঃ।
ভগ্নং শ্রুত্বাথ কংসোঽপি প্রাহ চাণূরমুষ্টিকৌ॥১৭
কংস উবাচ।
গোপালদারকৌ প্রাপ্তৌ ভবদ্ভ্যাং তৌ মমাগ্রতঃ।

অঙ্গে মাখিতে ভাল বাসেন।" শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে রুচিরাননে! এই মনোহর রাজার্হ ও সুগন্ধ অনুলেপন, আমাদের গাত্রে মাখিবার উপযুক্ত। অতএব তুমি ইহা আমাদিগকে প্রদান কর। পরাশর কহিলেন,—কৃষ্ণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া আদরের সহিত কুব্জা 'গ্রহণ কর' এই কথা বলিল এবং উভয়ের গাত্রযোগ্য অনুলেপন প্রদান করিল। অনন্তর পুরুষশ্রেষ্ঠ বলভদ্র ও কৃষ্ণ নানা প্রকার রচনাপারিপাট্যের সহিত চন্দনাদি লেপন করিয়া, ইন্দ্রচাপযুক্ত দুই খণ্ড শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর উল্লাপন-বিধানবিৎ * শৌরি স্বকীয় হস্তের মধ্যমা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা কুব্জার চিবুক ধারণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধদেশে চালিত করিয়া তাহা উত্তোলিত করিলেন এবং চরণদ্বয় দ্বারা তাহার চরণদ্বয়ে চাপিয়া ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিলেন। এই প্রকারে কেশব, তাহাকে সরলশরীর করিয়া দিলে, সে, রূপে সকল স্ত্রীলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল। ১—১০। অনন্তর কুব্জা প্রেমগর্ভভরালসভাবে ভগবানের বস্ত্র আকর্ষণ করত বিলাসমনোহরভাবে গোবিন্দকে কহিল যে, "আপনি আমার গৃহে চলুন।" অনন্তর হরি হাস্য করিতে করিতে, "তোমার গৃহে কিছুপরে গমন করিব" কুব্জাকে এই কথা বলিয়া বিদায় দিলেন এবং বলরামের মুখের দিকে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিলেন। অনন্তর রচনা-নৈপুণ্যে বিলিপ্ত-চন্দন, নীল-পীত-বস্ত্রধারী, বিচিত্র মাল্যোপশোভিত রাম ও কৃষ্ণ ধনুঃশালাতে গমন করিলেন। অনন্তর "সেই বহুলোকের আযোজ্য ধনুঃশ্রেষ্ঠ কোথায় আছে" রক্ষিগণকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার পর, রক্ষিগণ ধনুঃস্থান নির্দ্দেশ করিলে, কৃষ্ণ তথায় গমনপূর্ব্বক সবলে ধনুঃ গ্রহণ করিয়া জ্যাপূরিত করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ সবলে সেই ধনুতে জ্যারোপণ করিবামাত্র, সে ধনুঃ ভাঙ্গিয়া গেল এবং সেই সময়ে সেই ধনুর্ভঙ্গের শব্দে মথুরানগরী পূরিত হইল। অনন্তর ধনুঃ ভগ্ন হইলে রক্ষিগণ আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল; তখন তাঁহারা উভয়ে সেই সকল রক্ষিসৈন্যকে বিনাশ করিয়া ধনুঃশালা হইতে নির্গত হইলেন। অনন্তর কংস, অক্রূরাগমন-বৃত্তান্ত ও ধনুর্ভঙ্গের কথা শ্রবণ করিয়া চাণূর ও মুষ্টিক নামে দুই মল্লকে কহিল,

---

* উল্লাপন-বিধান, অর্থাৎ যে প্রকারে বক্র-বস্তুকে সরল করা যায়।

মল্লযুদ্ধেন হন্তব্যৌ মম প্রাণহরৌ হি তৌ ॥ ১৮
নিযুদ্ধে তদ্বিনাশেন ভবদ্ভ্যাং তোষিতো হ্যহম্।
দাস্যাম্যভিমতান্ কামান্ নান্যথৈতন্মহাবলৌ ॥ ১৯
ন্যায়তোঽন্যায়তো বাপি ভবদ্ভ্যাং তৌ মমাহিতৌ।
হন্তব্যৌ তদ্বধাদ্রাজ্যং সামান্যং নো ভবিষ্যতি ॥২০
ইত্যাজ্ঞাপ্য স তৌ মল্লৌ তত আহূয় হস্তিপম্।
প্রোবাচোচ্চৈস্ত্বয়া মেঽদ্য সমাজদ্বারি কুঞ্জরঃ ॥২১
স্থাপ্যঃ কুবলয়াপীড়স্তেন তৌ গোপদারকৌ।
ঘাতনীয়ৌ নিযুদ্ধায় রঙ্গদ্বারমুপাগতৌ ॥ ২২
তমথাজ্ঞাপ্য দৃষ্ট্বা চ মঞ্চান্ সর্ব্বানুপাকৃতান্।
আসন্নমরণঃ কংসঃ সূর্য্যোদয়মুদৈক্ষত ॥ ২৩
ততঃ সমস্তমঞ্চেষু নাগরঃ স তদা জনঃ।
রাজমঞ্চেষু চারূঢ়াঃ সহমাত্যৈর্ম্মহীভৃতঃ ॥ ২৪
মল্লপ্রাশ্নিকবর্গশ্চ রঙ্গমধ্যসমীপতঃ।
কৃতঃ কংসেন কংসোঽপি তুঙ্গমঞ্চে ব্যবস্থিতঃ ॥২৫
অন্তঃপুরাণাং মঞ্চাশ্চ তথান্যে পরিকল্পিতাঃ।
অন্যে চ বারমুখ্যানামন্যে নাগরযোষিতাম্ ॥ ২৬
নন্দগোপাদয়ো গোপা মঞ্চেষন্যেষ্ববস্থিতাঃ।
অক্রূর-বসুদেবৌ চ মঞ্চপ্রান্তে ব্যবস্থিতৌ ॥ ২৭
নাগরীযোষিতাং মধ্যে দেবকী পুত্রগৃদ্ধিনী।
অন্তকালেঽপি পুত্রস্য দ্রক্ষ্যামি রুচিরং মুখম্ ॥২৮
বাদ্যমানেষু তূর্য্যেষু চাণূরে চাপি বল্গতি।
হাহাকারপরে লোকে আস্ফোটয়তি মুষ্টিকে ॥ ২৯
হত্বা কুবলয়াপীড়ং হস্ত্যারোহপ্রণোদিতম্।
মদাসৃগনুলিপ্তাঙ্গৌ গজদন্তবরায়ুধৌ ॥ ৩০
মৃগমধ্যে যথা সিংহৌ গর্ব্বলীলাবলোকিতৌ।
প্রবিষ্টৌ সুমহারঙ্গং বলভদ্রজনার্দ্দনৌ ॥ ৩১
হাহাকারো মহান্ যজ্ঞে সর্ব্বমঞ্চেষনন্তরম্।

—গোকুল হইতে গোপাল বালকদ্বয় উপস্থিত হইয়াছে। তোমরা দুইজনে আমার সম্মুখে সেই বালকদ্বয়কে বিনাশ কর। কারণ ঐ বালকদ্বয় জীবিত থাকিলে আমার প্রাণ হরণ করিবে। মল্লযুদ্ধে সেই বালকদ্বয়কে বিনাশ করিয়া আমাকে তুষ্ট করিতে পারিলে, আমি তোমাদিগকে অভিমত ভোগ প্রদান করিব, ইহার অন্যথা হইবে না। আমার অনিষ্টকারী সেই মহাবল বালকদ্বয়কে, ন্যায় অথবা অন্যায় যুদ্ধে, যে প্রকারে পার, বিনাশ করিও। কারণ তাহাদিগকে বধ করিতে পারিলে, এই রাজ্য আমাদের সাধারণ ধন হইবে। ১১—২০। কংস এই প্রকার মল্লদ্বয়কে আদেশপূর্ব্বক হস্তিপককে আহ্বান করিয়া আদেশ করিল,—"তুমি সমাজদ্বারে মদীয় কুবলয়াপীড় নামা উচ্চ হস্তীকে স্থাপন কর এবং সেই বালকদ্বয় রঙ্গদ্বারে উপস্থিত হইলে, সেই হস্তী দ্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করাইবে। আসন্নমরণ কংস, এই প্রকার আদেশ করিয়া উপকল্পিত মঞ্চ সকল অবলোকন-পূর্ব্বক সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর সূর্য্যোদয় হইলে, নাগরিকগণ সাধারণ-মঞ্চে আরোহণ করিল এবং রাজমঞ্চসমূহে অমাত্য সকলের সহিত নৃপতিগণ আরূঢ় হইলেন। অনন্তর কংস রঙ্গমধ্যভাগের নিকট যুদ্ধের যোগ্যাযোগ্য পরীক্ষক ব্যক্তিগণকে নিবেশিত করিয়া স্বয়ং উন্নত মঞ্চের উপর অবস্থিতি করিতে লাগিল। সেইখানে অন্তঃপুরস্থ নারীগণের জন্য আরও অনেক মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং নাগরিক-স্ত্রী ও বেশ্যাগণের জন্যও বহুতর মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। নন্দগোপ প্রভৃতি গোপগণ এবং বসুদেব ও অক্রূর প্রভৃতি—ইহাঁরা ভিন্ন ভিন্ন মঞ্চে অবস্থিতি করিতেছিলেন। দেবকী "মৃত্যুকালেও পুত্রের মনোহর বদন দর্শন করিব" এই আশায় নাগরী-স্ত্রীগণের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অনন্তর চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল চাণূর মল্ল ও মুষ্টিক গর্ব্বিতভাবে বাহ্বাস্ফোটন করিতে লাগিল এবং সকল লোকেই চতুর্দ্দিকে হাহাকার করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই সময় হস্তিপকপ্রেরিত কুবলয়াপীড় নামক হস্তীকে হনন করিয়া, সেই হস্তীর দন্তদ্বয়কে হস্তে ধারণ করত মদ ও রক্তে অনুলিপ্তাঙ্গ বলভদ্র ও কৃষ্ণ, গর্ব্ব ও লীলা সহকারে অবলোকন করিতে করিতে, মৃগমধ্যে সিংহের ন্যায়, সেই সুমহারঙ্গভূমে প্রবেশ করিলেন। ২১—৩১। তখন সকল মঞ্চেই এক প্রকাণ্ড হাহাকার ধ্বনি উত্থিত

কৃষ্ণোঽয়ং বলভদ্রোঽয়মিতি লোকস্য বিস্ময়ঃ ॥৩২
সোঽয়ং যেন হতা ঘোরা পূতনা সা নিশাচরী ।
ক্ষিপ্তঞ্চ শকটং যেন ভগ্নৌ চ যমলার্জ্জুনৌ ॥ ৩৩
সোঽয়ং যঃ কালিয়ং নাগং ননর্ত্তারুহ্য বালকঃ ।
ধৃতো গোবর্দ্ধনো যেন সপ্তরাত্রং মহাগিরিঃ ॥ ৩৪
অরিষ্টো ধেনুকঃ কেশী লীলয়ৈব মহাত্মনা ।
নিহতা যেন দুর্বৃত্তা দৃশ্যতাং সোঽয়মচ্যুতঃ ॥ ৩৫
অয়ঞ্চাস্য মহাবাহুর্ব্বলভদ্রোঽগ্রজোঽগ্রতঃ ।
প্রয়াতি লীলয়া যোষিন্মনোনয়ননন্দনঃ ॥ ৩৬
অয়ং স কথ্যতে প্রাজ্ঞৈঃ পুরাণার্থাবলোকিভিঃ ।
গোপালো যাদবং বংশং মগ্নমভ্যুদ্ধরিষ্যতি ॥ ৩৭
অয়ং স সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোরখিলজন্মনঃ ।
অবতীর্ণো মহীমংশো নূনং ভারহরো ভুবঃ ॥ ৩৮
ইত্যেবং বর্ণিতে পৌরৈ রামে কৃষ্ণে চ তৎক্ষণাৎ
উরস্তুতাপ দেবক্যাঃ স্নেহস্নুতপয়োধরম্ ॥ ৩৯
মহোৎসবমিবাসাদ্য পুত্রাননবিলোকনম্ ।
যুবেব বসুদেবোঽভূদ্বিহায়াভ্যাগতাং জরাম্ ॥ ৪০
বিস্তারিতাক্ষিযুগলো রাজান্তঃপুরযোষিতাম্ ।
নাগরস্ত্রীসমূহশ্চ দ্রষ্টুং ন বিররাম তম্ ॥ ৪১
সখ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য মুখমত্যরুণেক্ষণম্ ।
গজযুদ্ধকৃতায়াস-স্বেদাম্বুকণিকাচিতম্ ॥ ৪২
বিকাশি-শরদম্ভোজমবশ্যায়জলোক্ষিতম্ ।
পরিভূয় স্থিতং জন্ম সফলং ক্রিয়তাং দৃশোঃ ॥ ৪৩
শ্রীবৎসাঙ্কং মহদ্ধাম বালস্যৈতদ্বিলোক্যতাম্ ।
বিপক্ষক্ষপণং বক্ষো ভুজযুগ্মঞ্চ ভামিনি ॥ ৪৪
কিন্ন পশ্যসি কুন্দেন্দু-মৃণালধবলাননম্ ।
বলভদ্রমিমং নীল-পরিধানমুপাগতম্ ॥ ৪৫
বল্গতা মুষ্টিকেনৈতচ্চানূরেণ তথা সখি ।

হইল এবং ইনি কৃষ্ণ ও ইনিই বলভদ্র—এই প্রকার বিস্ময়সূচক শব্দ সকলের মুখ হইতেই শ্রুত হইতে লাগিল। "পূতনা নাম্নী ভয়ঙ্করী নিশাচরীকে যিনি বিনাশ করিয়াছেন, শকট ও যমলার্জ্জুন নামে প্রকাণ্ড বৃক্ষদ্বয়কে যিনি ভঙ্গ করিয়াছেন, ইনি সেই কৃষ্ণ। যিনি বাল্যকালেই কালিয়নাগে আরোহণ করত নৃত্য করিয়াছিলেন এবং যিনি সপ্তরাত্র পর্য্যন্ত গোবর্দ্ধন নামক মহাপর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন, ইনিই সেই কৃষ্ণ। যে মহাত্মা অবলীলাক্রমেই দুর্ব্বৃত্ত অরিষ্ট, ধেনুক ও কেশীকে নিহত করিয়াছেন, এই সেই মহাত্মা, দর্শন কর। এই ইহাঁরই অগ্রভাগে—ইহাঁর অগ্রজ বলভদ্র অবলীলাক্রমে গমন করিতেছেন, আহা! ইহাঁকে দেখিলে যোষিদ্গণের মন ও নয়ন আনন্দিত হয়। পুরাণার্থাবলোকনকারী প্রাজ্ঞগণ, ইহাঁকেই বলিয়া থাকেন যে "এই গোপাল, নিমগ্ন যাদববংশকে উদ্ধার করিবেন। এই গোপাল, সর্ব্বভূতময় ও অখিল কারণ বিষ্ণুর অংশ এবং ভার-হরণের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" পৌরগণ সকলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রাম ও কৃষ্ণের বর্ণনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু এদিকে দেবকীর স্তন হইতে স্নেহভরে দুগ্ধ স্বয়ংই ক্ষরিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার হৃদয় প্রকাণ্ড তাপযুক্ত হইল। পুত্রের মুখ-বিলোকন-রূপ মহোৎসব-প্রাপ্ত হইয়া বসুদেব যেন জরা পরিত্যাগ করত যৌবন লাভ করিলেন। ৩২—৪০। রাজান্তঃপুর নারীগণ ও নগরস্ত্রীসমূহ অক্ষিযুগল বিস্তারিত করিয়া, অবিরামভাবে কৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিল। কোন নারী কহিতে লাগিল, হে সখীগণ! কৃষ্ণের এই অতিরক্তনেত্রশালী মুখখানি দর্শন কর; আহা! দেখ, গজযুদ্ধজনিত পরিশ্রমে সমুৎপন্ন স্বেদাম্বুকণিকা দ্বারা মুখখানি ভিজিয়া গিয়াছে। কেহ কহিল, হে সখীগণ! নীহার-জলসিক্ত, শরৎকালের প্রফুল্ল-পঙ্কজের দর্পহারী, ঐ কৃষ্ণের স্বেদজল-কণাচিত মুখ দর্শন করিয়া নয়নদ্বয়কে সফল কর। কেহ কেহ কহিতে লাগিল যে "হে ভামিনি! বালক-কৃষ্ণের এই বিপক্ষ-ক্ষপণ, শ্রীবৎসাঙ্কিত, বিপুল তেজঃশালী বক্ষোদেশ ও ভুজদ্বয় কেমন সুন্দর—দেখ দেখি। কেহ কহিল, সখি! এই সম্মুখে আগত নীলবস্ত্রপরিধারী বলভদ্রকে কেন দেখিতেছ না? আহা! ইহাঁর মুখ কেমন হিমকুন্দ ও মৃণালের ন্যায় শুভ্রবর্ণ! কেহ কহিল, সখি! মুষ্টিক ও চাণূর, মদদর্পিতভাবে

ক্রিয়তে বলভদ্রস্য হাস্যমীষদ্বিলোক্যতাম্ ॥ ৪৬
সখ্যঃ পশ্যত চাণূরো নিযুদ্ধার্থময়ং হরিম্।
সমুপৈতি ন সন্ত্যত্র কিং বৃদ্ধা যুক্তকারিণঃ ॥ ৪৭
ক যৌবনোন্মুখীভূত-সুকুমারতনুর্হরিঃ।
ক বজ্রকঠিনাভোগি-শরীরোঽয়ং মহাসুরঃ ॥ ৪৮
ইমৌ সুললিতৌ রঙ্গে বর্ত্তেতে নবযৌবনৌ।
দৈতেয়মল্লাশ্চাণূর-প্রমুখাস্ত্বতিদারুণাঃ ॥ ৪৯
নিযুদ্ধ-প্রাশ্নিকানান্তু মহানেব ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বালবলিনোর্যুদ্ধং মধ্যস্থৈঃ সমুপেক্ষ্যতে ॥ ৫০
পরাশর উবাচ।
ইত্থং পুরস্ত্রীলোকস্য বদতশ্চালয়ন্ ভুবম্।
ববল্গ বদ্ধকক্ষোঽন্তর্জ্জনস্য ভগবান্ হরিঃ ॥ ৫১
বলভদ্রোঽপি চাস্ফোট্য ববল্গ ললিতং যদা।
পদে পদে তদা ভূমির্যন্ন শীর্ণা তদদ্ভুতম্ ॥ ৫২
চাণূরেণ তদা কৃষ্ণো যুযুধেঽমিতবিক্রমঃ।
নিযুদ্ধকুশলো দৈত্যো বলভদ্রেণ মুষ্টিকঃ ॥ ৫৩
সন্নিপাতাবধূতৈস্তু চাণূরেণ সমং হরিঃ।
ক্ষেপণৈর্মুষ্টিভিশ্চৈব কীলবজ্রনিপাতনৈঃ।
জানুভিশ্চাশ্মনির্ঘাতৈস্তথা বাহুবিঘট্টনৈঃ।
পাদোদ্ধূতৈঃ প্রসৃষ্টৈশ্চ তয়োর্যুদ্ধমভূন্মহৎ ॥ ৫৪
অশস্ত্রমতিঘোরং তৎ তয়োর্যুদ্ধং সুদারুণম্।
বলপ্রাণবিনিস্পাদ্যং সমাজোৎসবসন্নিধৌ ॥ ৫৫
যাবদ্যাবচ্চ চাণূরো যুযুধে হরিণা সহ।
প্রাণহানিমবাপাগ্র্যাং তাবত্তাবল্লবাল্লবম্ ॥ ৫৬
কৃষ্ণোঽপি যুযুধে তেন লীলয়ৈব জগন্ময়ঃ।
খেদাচ্চালয়তা কোপাৎ নিজশেখরকেসরম্ ॥ ৫৭
বলক্ষয়ং বিবৃদ্ধিঞ্চ দৃষ্ট্বা চাণূরকৃষ্ণয়োঃ।
বারয়ামাস তূর্য্যাণি কংসঃ কোপপরায়ণঃ ॥ ৫৮
মৃদঙ্গাদিষু তূর্য্যেষু প্রতিসিদ্ধেষু তৎক্ষণাৎ।
খে সঙ্গতান্যবাদ্যন্ত দেবতূর্য্যাণ্যনেকশঃ ॥ ৫৯

ভ্রমণ করিতে করিতে বলভদ্রের দিকে চাহিয়া, (মনে মনে অপারগ ভাবিয়া) কেমন ঈষৎ হাস্য করিতেছে, একবার দেখ! কেহ কহিল, সখি! আহা! দেখ ঐ চাণুর যুদ্ধ করিবার জন্য হরির সমীপে উপস্থিত হইতেছে। আহা! উচিতকারী বৃদ্ধগণ কি এখানে নাই? আহা! হরির যৌবনোন্মুখ এই সুকুমার তনুই বা কোথায়, আর বজ্রকঠিন বিশালশরীর এই মহাসুরই বা কোথায়? এই উভয়ের কি পরস্পর যুদ্ধ সম্ভবে! আহা! ইহাঁরা দুইজনেই নবযৌবনশালী, কিন্তু রঙ্গস্থলে এই চাণুর-প্রমুখ মল্লগণ অতি দারুণ। আহা! যুদ্ধপ্রশ্ন-কর্ত্তারা কি মহান্ ব্যতিক্রম করিতেছে? যে, তাহারা মধ্যস্থ হইয়াও কি প্রকারে বালক ও বলবানের পরস্পর যুদ্ধ অবলোকন করিতেছে? ৪১—৫০। পরাশর কহিলেন,—পুরস্ত্রীগণ এই প্রকার পরস্পর বলাবলি করিতেছে, এমন সময় ভগবান্ হরি, জনতার মধ্যে পদভরে পৃথিবীকে চালিত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলভদ্রও যখন আস্ফোটনপূর্ব্বক মনোহর ভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন, সেই সময় যে তাঁহার পদভরে ভূমি বিদীর্ণ হয় নাই, তাহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! তখন অমিতবিক্রম কৃষ্ণ, চাণুরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং নিযুদ্ধকুশল মুষ্টিকও বলভদ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর হরি পরস্পর শ্লেষ ও এক একবার পতনপূর্ব্বক চাণুরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন ক্ষেপণ, মুষ্টিপাত, বজ্রসদৃশ কীল প্রহার, জানুদেশে প্রস্তরক্ষেপ, বাহুবিঘট্টন, পাদ দ্বারা উর্দ্ধক্ষেপণ ও প্রসরণ দ্বারা উভয়েরই অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল। তখন সমাজোৎসব সন্নিধানে উভয়ের শস্ত্র-রহিত বল ও প্রাণ নিষ্পাদ্য সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল। চাণুর মল্ল,—হরির সহিত যত যুদ্ধ করিতে লাগিল ততই তিল তিল প্রমাণে তাহার বলক্ষয় হইতে লাগিল। জগন্ময় কেশব, কোপ ও খেদে স্বকীয় শিরোমাল্যকেশর কম্পিত করিয়া অবলীলাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর চাণুরের বলক্ষয় ও কৃষ্ণের বলবৃদ্ধি অবলোকন করিয়া কোপপরবশ কংস তূর্য্য বাদ্য করিতে নিবারণ করিল। অনন্তর কংস কর্তৃক মৃদঙ্গাদি তূর্য্যবাদ্য প্রতিষিদ্ধ হইবামাত্র, আকাশে অনেক স্বরাদিযুক্ত দেবতূর্য্য তৎক্ষণাৎ বাদিত হইতে আরম্ভ

জয় গোবিন্দ চাণূরং জহি কেশব দানবম্ ।
ইত্যন্তর্দ্ধানগা দেবাস্তদোচুরতিহর্ষিতাঃ ॥ ৬০
চাণূরেণ চিরং কালং ক্রীড়িত্বা মধুসূদনঃ ।
উৎপাট্য ভ্রাময়ামাস তদ্বধায় কৃতোদ্যমঃ ॥ ৬১
ভ্রাময়িত্বা শতগুণং দৈত্যমল্লমমিত্রজিৎ ।
ভূমাবাস্ফোটয়ামাস গগনে গতজীবিতম্ ॥ ৬২
ভূমাবাস্ফোটিতস্তেন চাণূরঃ শতধাব্রজৎ ।
রক্তস্রাব-মহাপঙ্কাং চকার স তদা ভুবম্ ॥ ৬৩
বলদেবোঽপি তৎকালং মুষ্টিকেন মহাবলঃ
যুযুধে দৈত্যমল্লেন চাণূরেণ যথা হরিঃ ॥ ৬৪
সোঽপ্যেনং মুষ্টিনা মূর্দ্ধ্নি বক্ষস্যাহত্য জানুনা
পাতয়িত্বা ধরাপৃষ্ঠে নিষ্পিপেষ গতায়ুষম্ ॥ ৬৫
কৃষ্ণস্তোসলকং ভূয়ো মল্লরাজং মহাবলম্ ।
বামমুষ্টিপ্রহারেণ পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৬৬
চাণূরে নিহতে মল্লে মুষ্টিকে বিনিপাতিতে ।
নীতে ক্ষয়ং তোসলকে সর্ব্বে মল্লাঃ প্রদুদ্রুবুঃ ॥৬৭
ববল্গতুস্তদা রঙ্গে কৃষ্ণসঙ্কর্ষণাবুভৌ ।
সমানবয়সো গোপান্ বলাদাকৃষ্য হর্ষিতৌ ॥ ৬৮
কংসোঽপি কোপরক্তাক্ষঃপ্রাহোচ্চৈর্ব্ব্যাপৃতান্নরান্
গোপাবেতৌ সমাজৌঘান্নিষ্কাশ্যেতাং বলাদিতঃ ॥৬৯
নন্দোঽপি গৃহ্যতাং পাপো নিগড়ৈরায়সৈরিহ ।
অবৃদ্ধার্হেণ দণ্ডেন বসুদেবোঽপি বধ্যতাম্ ॥ ৭০
বল্গন্তি গোপাঃ কৃষ্ণেন যে চেমে সহিতাঃ পুরঃ ।
গাবো হ্রিয়ন্তামেতেষাং যচ্চাস্তি বসু কিঞ্চন ॥ ৭১
এবমাজ্ঞাপয়ানঞ্চ প্রহস্য মধুসূদনঃ ।
উৎপত্যারুহ্য তং মঞ্চং কংসং জগ্রাহ বেগতঃ ॥৭২
কেশেষাকৃষ্য বিগলৎ-কিরীটমবনীতলে ।

হইল। সেই সময় অন্তর্দ্ধানগত দেবগণ, অতি হৃষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন যে, “হে গোবিন্দ! তোমার জয় হউক, হে কেশব! এই দানবকে তুমি হনন কর”। ৫১—৬০। মধুসূদন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চাণূরের সহিত ক্রীড়া করত পশ্চাৎ তাহার বিনাশে বদ্ধপরিকর হইয়া তাহাকে উৎপাটন করত উত্তোলিত করিলেন। অনন্তর অমিত্রজিৎ কৃষ্ণ, সেই অল্পপ্রাণ দৈত্যকে শতবার গগনে ভ্রমণ করাইয়া, সে গতগতজীবিত হইলে পর, ভূমির উপর তাহাকে আছড়াইয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আস্ফোটিত চাণূর শতধা বিদীর্ণ হইল এবং তদীয় রক্তস্রাবে সেই সময় পৃথিবী মহা পঙ্কময়ী হইয়া উঠিল। কৃষ্ণ যে প্রকারে চাণূরের সহিত যুদ্ধ করিলেন, মহাবল বলভদ্রও সেই প্রকারে দৈত্যমল্ল মুষ্টিকের সহিত, তৎকালে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বলভদ্রও মুষ্টি ও জানুদেশ দ্বারা তাহার মস্তকে ও বক্ষোদেশে আঘাতপূর্ব্বক তাহাকে ভূমিতে পাতিত করিলেন এবং এমনি ভাবে তাহাকে পেষণ করিলেন যে, তাহাতেই তাহার প্রাণ বহির্গত হইল। কৃষ্ণও তোসলক নামক মহাবল মল্লরাজকে বামমুষ্টিপ্রহার দ্বারা ভূতলে পাতিত করিলেন। অনন্তর চাণূর মুষ্টিক ও তোসলক বিনাশ প্রাপ্ত হইলে পর, অন্যান্য সকল মল্লগণ পলায়ন করিল। অনন্তর কৃষ্ণ ও বলভদ্র সমানবয়স্ক গোপাল-বালকগণকে আকর্ষণ করিয়া রঙ্গমধ্যে অতিহৃষ্টভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন কংস কোপে নেত্র রক্তবর্ণ করত ব্যাপৃত লোক সকলকে, অতি উচ্চস্বরে কহিল যে, “এই সমাজমণ্ডল হইতে সবলে এই গোপবালকদ্বয়কে নিষ্কাশিত করিয়া দাও। লৌহময় শৃঙ্খল দ্বারা এই পাপী নন্দকে বন্ধন কর; অবৃদ্ধার্হ দণ্ডপ্রয়োগ করিয়া এই বৃদ্ধ বসুদেবকে বধ কর, আর কৃষ্ণের সহিত যে গোপবালকগণ এই সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, ইহাদিগকেও বধ কর এবং ইহাদের গাভী সকল ও যাহা কিছু ধন আছে, তাহা সকলই হরণ কর”। ৬১—৭১। কংস এই প্রকার আজ্ঞা করিলে পর, মধুসূদন হাস্য করত একটী লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক সেই মঞ্চের উপর আরোহণ করিয়া বেগে কংসকে ধারণ করিলেন। কৃষ্ণ, কেশসমূহ আকর্ষণ করিয়া কংসকে ভূমিতে নিপাতিত করিলেন এবং তাহার উপর স্বয়ং পতিত হইলেন, সেই সময় কংসের মস্তক হইতে কিরীট বিগলিত হইয়া পড়িল। সকল

কংসং স পাতয়ামাস তস্যোপরি পপাত চ ॥ ৭৩
নিঃশেষজগদাধার-গুরুণা পততোপরি।
কৃষ্ণেন ত্যাজিতঃ প্রাণানুগ্রসেনাত্মজো নৃপঃ ॥ ৭৪
মৃতস্য কেশেষু তদা গৃহীত্বা মধুসূদনঃ।
চকর্ষ দেহং কংসস্য রঙ্গমধ্যে মহাবলঃ ॥ ৭৫
গৌরবেণাতিমহতা পরিখা তেন কৃষ্যতা।
কৃতা কংসস্য দেহেন বেগেনেব মহাম্ভসঃ ॥ ৭৬
কংসে গৃহীতে কৃষ্ণেন তদ্ভ্রাতাভ্যাগতো রুষা।
সুমালী বলভদ্রেণ লীলয়ৈব নিপাতিতঃ ॥ ৭৭
ততো হাহাকৃতং সর্ব্বমাসীৎ তদ্রঙ্গমণ্ডলম্।
অবজ্ঞয়া হতং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণেন মথুরেশ্বরম্ ॥ ৭৮
কৃষ্ণোঽপি বসুদেবস্য পাদৌ জগ্রাহ সত্বরঃ।
দেবক্যাশ্চ মহাবাহুর্ব্বলভদ্রসহায়বান্ ॥ ৭৯
উত্থাপ্য বসুদেবস্তং দেবকী চ জনার্দ্দনম্।
স্মৃতজন্মোক্তবচনৌ তাবেব প্রণতৌ স্থিতৌ ॥ ৮০

বসুদেব উবাচ।

প্রসীদ সীদতাং নাথ দেবানাং বরদ প্রভো।
তথাবয়োঃ প্রসাদেন কৃতোদ্ধারশ্চ কেশব ॥ ৮১

কর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাজলবেগের ন্যায় আকৃষ্যমাণ কংসদেহের অতিগৌরব প্রযুক্ত সেই সময় সেইখানে এক প্রকাণ্ড পরিখা নির্ম্মিত হইল। কৃষ্ণ এবম্প্রকারে কংসকে গ্রহণ করিলে পর, কংসের ভ্রাতা সুমালী রোষ সহকারে আগমন করিল, কিন্তু বলভদ্র অবলীলাক্রমে তাহাকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর অবজ্ঞাসহকারে কৃষ্ণ কর্তৃক নিপাতিত কংসকে অবলোকন করিয়া সেই রঙ্গমণ্ডলস্থ সকল ব্যক্তিই হাহাকার করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবাহু কৃষ্ণ, বলভদ্রের সহিত সত্বর হইয়া বসুদেব ও দেবকীর পাদগ্রহণ করিলেন। তখন বসুদেব ও দেবকীর পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ হইতে লাগিল এবং তাঁহারা ভগবান্কে ভূমি হইতে উঠাইয়া, প্রণাম করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ৭১—৮০। বসুদেব কহিলেন, হে অবসন্নগণের নাথ, দেবগণেরও বরদ! হে প্রভো! প্রসন্ন হও! হে কেশব! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমা-

আরাধিতো যদ্ভগবানবতীর্ণো গৃহে মম।
দুর্ব্বৃত্তনিধনার্থায় তেন নঃ পাবিতং কুলম্ ॥ ৮২
ত্বমন্তঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতঃ।
প্রবর্ত্ততে সমস্তাত্মন্ ত্বত্তো ভূতভবিষ্যতী ॥ ৮৩
যজ্ঞৈস্ত্বমিজ্যসে নিত্যং সর্ব্বদেবময়াচ্যুত।
ত্বমেব যজ্ঞো যষ্টা চ যজ্বনাং পরমেশ্বর ॥ ৮৪
সাপহ্নবং মম মনো যদেতৎ ত্বয়ি জায়তে।
দেবক্যাশ্চাত্মজপ্রীত্যা তদত্যন্তবিড়ম্বনা ॥ ৮৫
ক কর্ত্তা সর্ব্বভূতানামনাদিনিধনো ভবান্।
ক মে মনুষ্যকস্যৈষা জিহ্বা পুত্রেতি বক্ষ্যতি ॥ ৮৬
জগদেতজ্জগন্নাথ সম্ভূতমখিলং যতঃ।
কয়া যুক্ত্যা বিনা মায়াং সোঽস্মত্তঃ সম্ভবিষ্যতি ॥ ৮৭

দিগকে উদ্ধার করিয়াছ। হে ভগবন্! আপনি পূর্ব্বে আমাদিগের আরাধিত হইয়া, দুর্ব্বৃত্তগণের নিধনের নিমিত্ত যে আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাতে আমার কুল পবিত্র হইয়াছে। তুমি সর্ব্বভূতের অন্ত, অথচ তুমি সর্ব্বভূতেই অবস্থিতি করিতেছ। হে সমস্তাত্মন্! তোমা হইতে ভূত ও ভবিষ্যৎ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। হে সর্ব্বদেবময় অচ্যুত! সকল যজ্ঞেই তোমার যজন হইয়া থাকে। হে পরমেশ্বর! তুমিই যজ্ঞ স্বরূপ, অথচ তুমিই সকল যজ্ঞের যষ্টা। আমার এবং দেবকীর অন্তঃকরণ যে তোমার প্রতি তনয়প্রীতিবশে ভ্রান্তিযুক্ত হইতেছে, তাহা যে অত্যন্ত বিড়ম্বনা, ইহাতে সন্দেহ কি? সকল ভূতগণের কর্ত্তা অনাদি-নিধন তুমিই বা কোথায়, আর মনুষ্যরূপী আমার তোমাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধনকারিণী জিহ্বাই বা কোথায়? তুমি আমার পুত্র ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? হে জগন্নাথ! এই অখিল জগৎ যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, মায়া ব্যতিরেকে তিনি আমা হইতে জন্মগ্রহণ করিবেন, ইহা অন্য কোন্ যুক্তি দ্বারা সমর্থিত

যস্মিন প্রতিষ্ঠিতং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
স কোষ্ঠোংসঙ্গশয়নো মানুষাজ্জায়তে কথম্॥ ৮৮
স ত্বং প্রসীদপরমেশ্বর পাহি বিশ্ব-
মংশাবতারকরণৈর্ন মমাসি পুত্রঃ।
আব্রহ্মপাদপময়ং জগদেতদীশ
ত্বং নো বিমোহয়সি কিং পরমেশ্বরাত্মন্॥৮৯
মায়াবিমোহিতদৃশা তনয়ো মমেতি
কংসাদ্ভয়ং কৃতমপাস্তভয়াতিতীব্রম্।
নীতোঽসি গোকুলমিতোঽতিভয়াকুলস্য
বৃদ্ধিং গতোঽসি মম নাস্তি মমত্বমীশ॥ ৯০
কর্ম্মাণি রুদ্রমরুদশ্বিশতক্রতুনাং
সাধ্যানি যানি ন ভবন্তি নিরীক্ষিতানি।
ত্বং বিষ্ণুরীশ জগতামুপকারহেতোঃ।
প্রাপ্তোঽসি নঃ পরিগতো বিগতো হি মোহঃ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে কংসবধো নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০॥

হইলে? এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তিনি জঠর-মধ্যশায়ী হইয়া মনুষ্য হইতে কেন জন্ম গ্রহণ করিবেন? হে পরমেশ্বর! তুমি সেই অচিন্তনীয়বিভব; তুমি প্রসন্ন হও এবং অংশাবতার দ্বারা বিশ্বের পালন কর, তুমি আমার পুত্র নহ। হে ঈশ! এই আব্রহ্মপাদপ জগৎ তোমা হইতেই উৎপন্ন, হে পরমেশ্বরাত্মন্! আমাদিগকে কেন বিমোহিত করিতেছ? হে অপাস্তভয়! তুমি আমার তনয়, এই মায়াপ্রভাবে বিমূঢ়দৃষ্টি হইয়াই আমি কংস হইতে অতি তীব্র ভয় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং সেই ভয়ে আকুল হইয়াই আমি তোমাকে গোকুলে রাখিয়া আসিয়াছিলাম; তুমি সেইস্থানেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছ। হে ঈশ! আমার মমত্ব-বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে। রুদ্র, মরুৎ, অশ্বিনীকুমার ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের অসাধ্য যে সকল কর্ম্ম, তাহা তুমি সম্পাদন করিলে, ইহা প্রত্যক্ষই দেখিলাম। হে ঈশ! তুমি বিষ্ণু এবং জগতের উপকার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছ, ইহা আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, আমাদের মোহ নষ্ট হইয়াছে। ৮১—৯১।

পঞ্চমাংশে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২০॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

তৌ সমুৎপন্নবিজ্ঞানৌ ভগবৎকর্ম্মদর্শনাৎ।
দেবকীবসুদেবৌ তু দৃষ্ট্বা মায়াং পুনর্হরিঃ।
মোহায় যদুচক্রস্য বিততান স বৈষ্ণবীম্॥ ১
উবাচ চাম্ব ভোস্তাত চিরাদুৎকণ্ঠিতেন মে।
ভবন্তৌ কংসভীতেন দৃষ্টৌ সঙ্কর্ষণেন চ॥ ২
কুর্ব্বতাং যাতি যঃ কালো মাতাপিত্রোরপূজনম্।
তৎখণ্ডমায়ুষো ব্যর্থং সাধূনামুপজায়তে॥ ৩
গুরুদেবদ্বিজাতীনাং মাতাপিত্রোশ্চ পূজনম্।
কুর্ব্বতাং সফলং জন্ম দেহিনাং তাত জায়তে॥ ৪
তৎ ক্ষন্তব্যমিদং সর্ব্বমতিক্রমকৃতং পিতঃ।
কংসপ্রতাপবীর্য্যাভ্যামার্ত্তয়োঃ পরবশ্যয়োঃ॥ ৫

একবিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—ভগবানের অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্ম দর্শন করিয়া, বসুদেব ও দেবকী সম্পূর্ণ বিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন দেখিয়া হরি, যদু-মণ্ডলীর মোহোৎপাদনের জন্য পুনর্ব্বার বৈষ্ণবী-মায়া বিস্তার করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে "হে পিতঃ! হে মাতঃ! কংস-ভীত আমি ও বলভদ্র বহুকাল ধরিয়া উৎকণ্ঠিত-ভাবে থাকিয়া অদ্য ভাগ্যক্রমে আপনাদের দুইজনকে দেখিতে পাইলাম। সাধুদিগের পিতা ও মাতার পূজা ব্যতিরেকে যে কাল গমন করে, জীবনের সেই অংশটুকুও ব্যর্থ স্বরূপে পরিগণিত হয়। হে তাত! দেব, দ্বিজ ও গুরুগণের এবং মাতা ও পিতার পূজন-কারী দেহিগণেরই জন্ম সফল হইয়া থাকে। হে পিতঃ! কংসের প্রতাপ ও বীর্য্যে ভীত ও

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বাথ প্রণম্যোভৌ যদুবৃদ্ধাননুক্রমাৎ।
যথাবদভিপূজ্যাথ চক্রতুঃ পৌরমাননম্॥ ৬
কংসপত্ন্যস্ততঃ কংসং পরিবার্য্য হতং ভুবি।
বিলেপুর্মাতরশ্চাস্য দুঃখশোকপরিপ্লুতাঃ॥ ৭
বহুপ্রকারমত্যর্থং পশ্চাত্তাপাতুরো হরিঃ।
তাঃ সমাশ্বাসয়ামাস স্বয়মস্রাবিলেক্ষণঃ॥ ৮
উগ্রসেনং ততো বন্ধান্মুমোচ মধুসূদনঃ।
অভ্যষিঞ্চৎ তথৈবৈনং নিজরাজ্যে হতাত্মজম্॥৯
রাজ্যাভিষিক্তঃ কৃষ্ণেন যদুসিংহঃ সুতস্য সঃ।
চকার প্রেতকার্য্যাণি যে চান্যে তত্র ঘাতিতাঃ॥১০
কৃতৌর্দ্ধদেহিকং চৈনং সিংহাসনগতং হরিঃ।
উবাচাজ্ঞাপয় বিভো যৎ কার্য্যমবিশঙ্কিতঃ॥ ১১
যযাতিশাপাদ্বংশোঽয়মরাজ্যার্হোঽপি সাম্প্রতম্।
ময়ি ভৃত্যে স্থিতে দেবানাজ্ঞাপয়তু কিং নৃপৈঃ॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সোঽস্মরদ্বায়ুমাজগাম স তৎক্ষণাৎ।
উবাচ চৈনং ভগবান্ কেশবঃ কার্য্যমানুষঃ॥ ১৩
গচ্ছেন্দ্রং ব্রূহি বায়ো ত্বমলং গর্ব্বেণ বাসব।
দীয়তামুগ্রসেনায় সুধর্ম্মা ভবতা সভা॥ ১৪
কৃষ্ণো ব্রবীতি রাজার্হমেতদ্রত্নমনুত্তমম্।
সুধর্ম্মাখ্যা সভা যুক্তমস্যাং যদুভিরাসিতুম্॥ ১৫

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তঃ পবনো গত্বা সর্ব্বমাহ শচীপতিম্।
দদৌ সোঽপি সুধর্ম্মাখ্যাং সভাং বায়োঃ পুরন্দরঃ
বায়ুনোপকৃতাং দিব্যাং সভাং তে যদুপুঙ্গবাঃ।
বুভুজুঃ সর্ব্বরত্নাঢ্যাং গোবিন্দভুজসংশ্রয়াৎ॥ ১৭
বিদিতাখিলবিজ্ঞানৌ সর্ব্বজ্ঞানময়াবপি।

পরাধীন, আমাদের দুই জনের এই অতিক্রম কৃত ব্যবহার আপনি ক্ষমা করুন। পরাশর কহিলেন,—কৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ে মাতা ও পিতাকে এই বলিয়া প্রণাম করিলেন এবং যথাক্রমে যদুবৃদ্ধগণের পূজা করিয়া পৌরগণের সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কংসের পত্নীগণ ও মাতৃগণ ভূমিতে নিহত কংসকে পরিবেষ্টন করিয়া দুঃখ ও শোক পরিপ্লুতভাবে অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিল। তখন হরিও অনুতাপাতুরভাবে স্বয়ং অশ্রুকলুষিতনয়ন হইয়া তাহাদিগকে বহুপ্রকারে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মধুসূদন, উগ্রসেনকে বন্ধন হইতে মোচন করিলেন এবং মৃতপুত্র ঐ উগ্রসেনকে পুনর্ব্বার নিজরাজ্যে পূর্ব্বের ন্যায় অভিষিক্ত করিলেন। যদুসিংহ উগ্রসেন, কৃষ্ণ কর্তৃক স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, স্বীয় পুত্র কংস এবং যে সকল বীর সেই স্থলে ঘাতিত হইয়াছিল, তাহাদের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিলেন। ১—১০। অনন্তর পুত্রের ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্ম সম্পাদনান্তে, উগ্রসেন সিংহাসনে উপবেশন করিলে পর, ভগবান্ হরি তাঁহাকে কহিলেন—"হে বিভো! আমার এক্ষণে কি করিতে হইবে, আপনি তাহা অবিশঙ্কিতভাবে আজ্ঞা করুন। এই যদুবংশ যযাতি-শাপে অরাজ্যার্হ হইলেও আমি বর্ত্তমান থাকিতে, আপনি স্বচ্ছন্দে দেবগণের প্রতি আজ্ঞা প্রচার করুন, রাজগণের ত কথাই নাই।" পরাশর কহিলেন,—জগতের কার্য্যসিদ্ধির জন্য মনুষ্যরূপধারী ভগবান্ কেশব, উগ্রসেনকে এই প্রকার বলিয়া বায়ুকে স্মরণ করিলেন ও স্মরণমাত্রেই বায়ু তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন ভগবান্ বায়ুকে কহিলেন, হে বায়ো! তুমি ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বল,—হে বাসব! তোমার গর্ব্বে প্রয়োজন নাই, তুমি উগ্রসেন নৃপতিকে সুধর্ম্মা নামে সভা প্রদান কর। কৃষ্ণ তোমার প্রতি আদেশ করিতেছেন, সুধর্ম্মাখ্য যে অত্যুত্তম সভারত্ন আছে, তাহা রাজার্হ, সুতরাং সেই সভায় যদুগণের উপবেশনই সদৃশ। পরাশর কহিলেন,—ভগবান্ পবনকে এই কথা বলিলে পর পবন, গমনপূর্ব্বক শচীপতির নিকট সকল কথা বলিলেন। তখন ইন্দ্রও বায়ুর নিকট সেই সুধর্ম্মাখ্যা সভা প্রদান করিলেন। অনন্তর বায়ু কর্তৃক সমানীতা সর্ব্বরত্নাঢ্যা সেই মনোহর দিব্যসভাকে যদুশ্রেষ্ঠগণ উপভোগ করিতে লাগিলেন। যদুশ্রেষ্ঠ বীর কৃষ্ণ ও বলরাম যদিচ সর্ব্বজ্ঞানময়

শিষ্যাচার্য্যক্রমং বীরৌ খ্যাপয়ন্তৌ যদূত্তমৌ ॥ ১৮
ততঃ সান্দীপনিং কাশ্যমবন্তীপুরবাসিনম্।
অস্ত্রার্থং জগ্মতুর্বীরৌ বলদেবজনার্দ্দনৌ ॥ ১৯
তস্য শিষ্যত্বমভ্যেত্য গুরুবৃত্তপরৌ হি তৌ।
দর্শয়াঞ্চক্রতুর্বীরাবাচারমখিলে জনে ॥ ২০
সরহস্যং ধনুর্ব্বেদং সসংগ্রহমধীয়তাম্।
অহোরাত্রৈশ্চতুঃষষ্ট্যা তদদ্ভুতমভূদ্দ্বিজ ॥ ২১
সান্দীপনিরসম্ভাব্যং তয়োঃ কর্ম্মাতিমানুষম্।
বিচিন্ত্য তৌ তদা মেনে প্রাপ্তৌ চন্দ্রদিবাকরৌ ॥
অস্ত্রগ্রামমশেষঞ্চ প্রোক্তমাত্রমবাপ্য তৌ।
উচতুর্ব্রিয়তাং যা তে দাতব্যা গুরুদক্ষিণা ॥ ২৩
সোঽপ্যতীন্দ্রিয়মালোক্য তয়োঃ কর্ম্ম মহামতিঃ।
অযাচত মৃতং পুত্রং প্রভাসে লবণার্ণবে ॥ ২৪
গৃহীতাস্ত্রৌ ততস্তৌ তু সার্ঘ্যপাত্রো মহোদধিঃ।
উবাচ ন ময়া পুত্রো হৃতঃ সান্দীপনেরিতি ॥ ২৫
দৈত্যঃ পঞ্চজনো নাম শঙ্খরূপঃ স বালকম্।
জগ্রাহ সোঽস্তি সলিলে মমৈবাসুরসূদন ॥ ২৬
ইত্যুক্তোঽন্তর্জ্জলং গত্বা হত্বা পঞ্চজনং খলম্।
কৃষ্ণো জগ্রাহ তস্যাস্থি-প্রভবং শঙ্খমুত্তমম্ ॥২৭
যস্য নাদেন দৈত্যানাং বলহানিরজায়ত।
দেবানাং ববৃধে তেজো যাত্যধর্ম্মশ্চ সঙ্ক্ষয়ম্ ॥২৮
তং পাঞ্চজন্যমাপূর্য্য গত্বা যমপুরীং হরিঃ।
বলদেবশ্চ বলবান্ জিত্বা বৈবস্বতং যমম্ ॥ ২৯
তং বালং যাতনাসংস্থং যথাপূর্ব্বশরীরিণম্।
পিত্রে প্রদত্তবান্ কৃষ্ণো বলশ্চ বলিনাং বরঃ ॥৩০
মথুরাঞ্চ পুনঃ প্রাপ্তাবুগ্রসেনেন পালিতাম্।
প্রহৃষ্টপুরুষস্ত্রীকাবুভৌ রামজনার্দ্দনৌ ॥ ৩১

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশেঽস্ত্রশিক্ষা নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

ও বিদিতাখিলবিজ্ঞান ছিলেন, তথাপি তাঁহারা মনুষ্যলোকে আচার্য্য হইতে শিক্ষানুক্রমের কর্ত্তব্যতা খ্যাপন করিবার জন্য অবন্তিপুরবাসী কাশ্যসান্দীপনির নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য গমন করিলেন। বলভদ্র ও কৃষ্ণ সান্দীপনির শিষ্যত্ব স্বীকারপূর্ব্বক গুরুর প্রতি উচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া সকল জনে আচার শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ১১—২০। হে দ্বিজ! ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কারণ হইয়াছিল যে, তাঁহারা চতুঃষষ্টি দিবসেই সরহস্য ও সসংগ্রহ ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী হইয়াছিলেন। সান্দীপনি তাঁহাদের এবংপ্রকার অতিমানুষ্য ও অসম্ভাবনীয় কর্ম্ম চিন্তা করিয়া বিবেচনা করিলেন যে, নিশ্চয়ই চন্দ্র ও দিবাকর তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। অনন্তর গুরুর উপদেশ মাত্রেই তাঁহারা, সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশিক্ষা করিয়া সান্দীপনিকে কহিলেন যে, "আপনাকে যে গুরুদক্ষিণা দিতে হইবে, আপনি তাহা প্রার্থনা করুন।" তখন মহামতি সান্দীপনি, তাঁহাদের অলৌকিক কর্ম্ম অবলোকন করিয়া, তাঁহাদের নিকট গুরুদক্ষিণা স্বরূপ, লবণসমুদ্রে, প্রভাসে মৃত, স্বকীয় পুত্রের পুনর্জ্জীবন প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর তাঁহারা অস্ত্রগ্রহণ করিয়া, সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র সমুদ্র, নিজরূপে অর্ঘ্যপাত্র হস্তে সেইখানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "আমি সান্দীপনির পুত্রকে হরণ করি নাই। শঙ্খরূপী পঞ্চজন নামে একজন দৈত্যই সেই বালককে গ্রহণ করিয়াছে। হে অসুরসূদন! সে দৈত্য আমার জলমধ্যেই বাস করিতেছে।" সমুদ্র এই কথা বলিলে পর, কৃষ্ণ জলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দুষ্টস্বভাব পঞ্চজন নামক অসুরকে হনন করিয়া, তাহার অস্থিসম্ভব শঙ্খ গ্রহণ করিলেন। এই শঙ্খের নাদে দৈত্যগণের বলহানি হয়, দেবগণের তেজোবৃদ্ধি হয় এবং অধর্ম্ম বিনাশলাভ করে। অনন্তর পাঞ্চজন্য-শঙ্খ বাদন করিতে করিতে হরি ও বলবান্ বলদেব যমপুরী গমনপূর্ব্বক বৈবস্বত যমকে জয় করিয়া, যথাপূর্ব্ব শরীরী যাতনাসংস্থ বালককে গ্রহণ করত তাঁহার পিতার হস্তে প্রদান করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ে উগ্রসেনপালিতা মথুরাপুরীতে আগমন করিলেন। তখন তাঁহাদের দর্শনে মথুরার সকল স্ত্রী ও পুরুষগণ প্রহৃষ্ট হইল। ২১—৩১।

পঞ্চমাংশে একাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

জরাসন্ধসুতে কংস উপযেমে মহাবলঃ।
অস্তিং প্রাপ্তিঞ্চ মৈত্রেয় তয়োর্ভর্তৃহণং হরিম্ ॥১
মহাবলপরীবারো মগধাধিপতির্ব্বলী।
হন্তুমভ্যাযযৌ কোপাৎ জরাসন্ধঃ সযাদবম্ ॥ ২
উৎপত্য মথুরাং সোঽথ রুরোধ মগধেশ্বরঃ।
অক্ষৌহিণীভিঃ সৈন্যস্য ত্রয়োবিংশতিভির্বৃতঃ ॥ ৩
নিষ্ক্রম্যাল্পপরীবারাবুভৌ রামজনার্দ্দনৌ।
যুযুধাতে সমন্তস্য বলিনৌ বলিসৈনিকৈঃ ॥ ৪
ততো বলশ্চ কৃষ্ণশ্চ চক্রাতে মতিমুত্তমম্।
আয়ুধানাং পুরাণানামাদানে মুনিসত্তম ॥ ৫
অনন্তরং হরেঃ শার্ঙ্গং তূণৌ চাক্ষয়সায়কৌ।
আকাশাদাগতৌ ধীর তথা কৌমোদকী গদা ॥ ৬
হলঞ্চ বলভদ্রস্য গগনাদাগতং করে।
মনসোঽভিমতং বিপ্র সৌনন্দং মুষলং তথা ॥ ৭
ততো যুদ্ধে পরাজিত্য সসৈন্যং মগধাধিপম্।
পুরীং বিবিশতুর্বীরাবুভৌ রামজনার্দ্দনৌ ॥ ৮
জিতে তস্মিন্ সুদুর্বৃত্তে জরাসন্ধে মহামুনে।
জীবমানে গতে কৃষ্ণস্তং নামন্যত নির্জ্জিতম্ ॥ ৯
পুনরপ্যাজগামাথ জরাসন্ধো বলান্বিতঃ।
জিতশ্চ রামকৃষ্ণাভ্যামপক্রান্তো দ্বিজোত্তম ॥ ১০
দশ চাষ্টৌ চ সংগ্রামানেবমত্যন্তদুর্ম্মদঃ।
যদুভির্ম্মাগধো রাজা চক্রে কৃষ্ণপুরোগমৈঃ ॥ ১১
সর্ব্বেষ্বেতেষু যুদ্ধেষু যাদবৈঃ স পরাজিতঃ।
অপক্রান্তো জরাসন্ধঃ স্বল্পসৈন্যৈর্ব্বলাধিকঃ ॥ ১২
তদ্বলং যাদবানাং তৈর্জ্জিতং যদনেকশঃ।
তত্তু সন্নিধিমাহাত্ম্যং বিষ্ণোরংশস্য চক্রিণঃ ॥১৩
মনুষ্যধর্ম্মশীলস্য লীলা সা জগতঃ পতেঃ।
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি যদরাতিষু মুঞ্চতি ॥ ১৪
মনসৈব জগৎসৃষ্টিং সংহারঞ্চ করোতি যঃ।
তস্যারিপক্ষক্ষপণে কোঽয়মুদ্যমবিস্তরঃ ॥ ১৫

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—কংস, অস্তি ও প্রাপ্তি নাম্নী জরাসন্ধের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। মগধাধিপতি বলী জরাসন্ধ, সেই কন্যাদ্বয়ের পতিহন্তা কৃষ্ণকে যাদবগণের সহিত বিনাশ করিবার জন্য, মহতীসেনা সমভিব্যাহারে আগমন করিল। ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সেনা-পরিবৃত মগধেশ্বর আগমনপূর্ব্বক মথুরা-পুরীর অবরোধ করিল। তখন বলশালী রাম ও জনার্দ্দন উভয়ে অল্প সৈন্যে পরিবৃত হইয়া, নগরী হইতে নিষ্ক্রমনপূর্ব্বক জরাসন্ধের বলবান্ সৈনিকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মুনিসত্তম! অনন্তর রাম ও জনার্দ্দন, স্বকীয় পুরাতন অস্ত্রসমূহের আদান করিতে এক উত্তম সঙ্কল্প করিলেন। হে ধীর! অনন্তর আকাশ হইতে শার্ঙ্গ, খড়্গ, অক্ষয়সায়ক তূণদ্বয় ও কৌমোদকী নামে গদা, ভগবান্ হরির নিকট উপস্থিত হইল। হে কবে! বলভদ্রের মনোভিমত হল ও সৌনন্দ মুষল গগন হইতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। অনন্তর রাম ও জনার্দ্দন, সসৈন্য মগধাধিপকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া, উভয়েই মথুরাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। হে মহামুনে! সুদুর্বৃত্ত জরাসন্ধ পরাজিত হইয়া, যে ভাবে পলায়ন করিল, তাহাতে কৃষ্ণ তাহাকে পরাজিত ভাবিলেন না। হে দ্বিজোত্তম! অনন্তর কিছু দিন পরে, বলান্বিত জরাসন্ধ, কোপপূর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থে আগমন করিল এবং রাম ও কৃষ্ণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার পলায়ন করিল। ১—১০। মগধদেশাধিপতি রাজা জরাসন্ধ, এই প্রকারে অষ্টাদশ বার কৃষ্ণপ্রমুখ বহু যাদবগণের সহিত যুদ্ধ করে এবং সেই সকল যুদ্ধেই বলাধিক জরাসন্ধ, অল্প-সৈন্য যাদবগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। যাদবগণের যে সেই প্রকার বল অর্জ্জিত হয়, তাহা কেবল চক্রীর অংশাবতারের সন্নিধি-মাহাত্ম্যের প্রভাবেই। মনুষ্য-ধর্ম্মশীল জগৎ-পতির ইহা লীলা ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে; কারণ তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও শত্রুগণের উপর অস্ত্রক্ষেপণ করিতেন। যিনি সঙ্কল্পমাত্রেই

তথাপি যো মনুষ্যাণাং ধর্ম্মস্তমনুবর্ত্ততে।
কুর্ব্বন্ বলবতা সন্ধিং হীনৈর্যুদ্ধং করোত্যসৌ ॥১৬
সাম চোপপ্রদানঞ্চ তথা ভেদং প্রদর্শয়ন্।
করোতি দণ্ডপাতঞ্চ কচ্চিদেব পলায়নম্ ॥ ১৭
মনুষ্যদেহিনাং চেষ্টামিত্যেবমনুবর্ত্ততঃ।
লীলাজগৎপতেস্তস্য চ্ছন্দতঃ সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ১৮

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

গার্গ্যং গোষ্ঠে দ্বিজং শ্যালঃ ষণ্ড ইত্যুক্তবান্ দ্বিজ।
যদূনাং সন্নিধৌ সর্ব্বে জহসুঃ সর্ব্বযাদবাঃ ॥ ১

ততঃ কোপসমাবিষ্টো দক্ষিণাব্ধিমুপেত্য সঃ।
সুতমিচ্ছংস্তপস্তেপে যদুচক্রভয়াবহম্ ॥ ২
আরাধয়ন্ মহাদেবং সোঽয়শ্চূর্ণমভক্ষয়ৎ।
দদৌ বরঞ্চ তুষ্টোঽস্মৈ বাসরে দ্বাদশে হরঃ ॥ ৩
সভাজয়ামাস চ তং যবনেশো হ্যনাত্মজঃ।
তদ্‌যোষিৎসঙ্গমাচ্চাস্য পুত্রোঽভূদলিসন্নিভঃ ॥ ৪
তং কালযবনং নাম রাজ্যে স্বে যবনেশ্বরঃ।
অভিষিচ্য বনং যাতো বজ্রাগ্রকঠিনোরসম্ ॥ ৫
স তু বীর্য্যমদোন্মত্তঃ পৃথিব্যাং বলিনো নৃপান্।
পপ্রচ্ছ নারদস্তস্মৈ কথয়ামাস যাদবান্ ॥ ৬
ম্লেচ্ছকোটিসহস্রাণাং সহস্রৈর্ব্বহুভির্বৃতঃ।
গজাশ্বরথপত্ত্যোঘৈশ্চকার পরমোদ্যমম্ ॥ ৭
প্রযযৌ চাব্যবচ্ছিন্নং ছিন্নযানো দিনে দিনে।

এই জগতের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন, তাঁহার শত্রুপক্ষ ক্ষয়-বিষয়ে উদ্যম-বিস্তরের আর প্রয়োজন কি? তথাপি সেই ভগবান্, মনুষ্যগণের ধর্ম্মানুবর্ত্তী হইয়াই হীনগণের সহিত যুদ্ধ করিতেন এবং বলবানের সহিত সন্ধি করিতেন। সেই ভগবান্ মনুষ্যধর্ম্মের অনুসারে কোন স্থানে সাম, কোন স্থানে দান ও কোন স্থানে ভেদ প্রদর্শন করিতেন; আবার কোন স্থলে দণ্ডনীতির অনুসরণ করিতেন; আবার হয় ত কুত্রাপি পলায়নও করিতেন। এই প্রকারে মনুষ্য-দেহিগণের চেষ্টানুবর্ত্তনকারী জগৎপতির স্বকীয় ইচ্ছানুসারেই লীলা, সংপ্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। ১১—১৮।

পঞ্চমাংশে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—হে দ্বিজ! গোষ্ঠে, সমগ্র যাদবগণের সন্নিধানে গার্গ্যকে তদীয় শ্যালক, নপুংসক বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন; তাহা শ্রবণ করিয়া তৎকালে সকল যাদবগণই উচ্চহাস্য করিয়াছিলেন। এই কারণে গার্গ্য অতিশয় কোপান্বিত হইয়া, দক্ষিণসমুদ্রের তীরে গমনপূর্ব্বক যদুবংশীয়গণের ভয়কারী এক পুত্র-লাভের প্রত্যাশায় তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই গার্গ্য, ব্রতস্বরূপ লৌহ-চূর্ণমাত্র ভক্ষণ করত মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন; অনন্তর দ্বাদশ দিবসে মহাদেব প্রসন্ন হইয়া, তাঁহাকে অভি-লষিত বর প্রদান করিলেন। অনন্তর অপুত্র যবনেশ্বর, তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করত নিজ-গৃহে লইয়া গেলেন এবং সেই স্থলে যবনেশ্বর-মহিষীর সহবাসে তাঁহার ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এক সন্তান জন্মিল। সেই বজ্রাগ্র-কঠিনবক্ষঃ-স্থল পুত্র কালযবনকে, স্বীয় রাজ্যে অভিষেক করিয়া যবনেশ্বর বনে গমন করিলেন। অনন্তর বীর্য্যমদোন্মত্ত কালযবন, নারদের নিকট পৃথিবীস্থ বলবান্ নৃপতিগণের নাম জিজ্ঞাসা করিলে, নারদ তদুত্তরে যাদবনৃপতিগণের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন। নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কাল-যবন, যাদবগণের সহিত যুদ্ধার্থে, সহস্র সহস্র কোটি ম্লেচ্ছসৈন্য ও অনন্ত রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিসৈন্যের এক মহান্ সমাবেশ করিল এবং মধ্যে মধ্যে বাহন হস্তী অশ্বাদি পরিশ্রান্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ অন্য বাহনে আরোহণ করিয়া, প্রতিদিন অবিশ্রান্ত-গতিতে, রোষপূর্ণ কালযবন

যাদবান্ প্রতি সামর্ষো মৈত্রেয় মথুরাপুরীম্ ॥ ৮
কৃষ্ণোঽপি চিন্তয়ামাস ক্ষয়িতং যাদবং বলম্।
যবনেন রণে গম্যং মাগধস্য ভবিষ্যতি ॥ ৯
মাগধস্য বলং ক্ষীণং স কালযবনো বলী।
হন্তা তদিদমায়াতং যদূনাং ব্যসনং দ্বিধা ॥ ১০
তস্মাদ্দুর্গং করিষ্যামি যদূনামতিদুর্জ্জয়ম্।
স্ত্রিয়োঽপি যত্র যুধ্যেয়ুঃ কিং পুনর্বৃষ্ণিপুঙ্গবাঃ ॥ ১১
ময়ি মত্তে প্রমত্তে বা সুপ্তে প্রবসিতে তথা।
যাদবাভিভবং দুষ্টা মা কুর্ব্বন্ পরযোধিকাঃ ॥ ১২
ইতি সঞ্চিন্ত্য গোবিন্দো যোজনানি মহোদধিম্।
যযাচে দ্বাদশ পুরীং দ্বারকাং তত্র নির্ম্মমে ॥ ১৩
মহোদ্যানাং মহাবপ্রাং তড়াগশতশোভিতাম্।

যাদবগণের সহিত যুদ্ধার্থে মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর কৃষ্ণ, একদিকে বার বার জরাসন্ধের আক্রমণ ও অপরদিকে কালযবনের আক্রমণ দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কালযবনের সহিত যুদ্ধে ক্ষীণপ্রায় হইলে যাদবগণ পুনর্ব্বার মাগধ রাজার সহিত যুদ্ধে নিশ্চয় তৎকর্ত্তৃক জিত হইতে পারিবে। আবার মগধাধিপতির সহিত যুদ্ধে যদুগণ ক্ষীণবল হইলে, পুনর্ব্বার সবল কালযবন, তাহাদিগকে হনন করিতে পারিবে, সুতরাং এক্ষণে যদুবংশীয়গণের দুইদিক্ হইতে বিপত্তি উপস্থিত হইল। এই সকল কারণে এক্ষণে আমি যদুগণের জন্য এমন একটী দুর্গ করিব, যাহাকে আশ্রয় করিয়া যদুস্ত্রীগণও যুদ্ধ করিতে পারিবে, যদুবীর-শ্রেষ্ঠগণের ত কথাই নাই। আমি মত্ত, প্রমত্ত, সুপ্ত বা প্রবাসগত যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, পরকীয় দুষ্ট যোধগণ যেন কোন কালেই যদুবংশীয়গণের অভিভব করিতে না পারে, ইহা আমার করিতে হইবে। ১—১২। গোবিন্দ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চিন্তা করত মহোদধির নিকট শতযোজন পরিমিত স্থান যাচ্ঞা করিয়া, সেই স্থানে দ্বারকা নাম্নী এক পুরী স্থাপিত করিলেন। ঐ দ্বারকাতে বড় বড় উদ্যান নির্ম্মিত হইল, আর তাহার বপ্র অতি দৃঢ় এবং তাহাতে শত শত তড়াগ শোভা

প্রাকারগৃহসম্বাধামিন্দ্রস্যেবামরাবতীম্ ॥ ১৪
মথুরাবাসিনো লোকাংস্তত্রানীয় জনার্দ্দনঃ।
আসন্নে কালযবনে মথুরাঞ্চ স্বয়ং যযৌ ॥ ১৫
বহিরাবাসিতে সৈন্যে মথুরায়া নিরায়ুধঃ।
নির্জ্জগাম স গোবিন্দো দদৃশে যবনেশ্বরম্ ॥ ১৬
স জ্ঞাত্বা বাসুদেবং তং বাহুপ্রহরণো নৃপঃ।
অনুযাতো মহাযোগি-চেতোভিঃ প্রাপ্যতে ন যঃ ॥
তেনানুযাতঃ কৃষ্ণোঽপি প্রবিবেশ মহাগুহাম্।
যত্র শেতে মহাবীর্য্যো মুচুকুন্দো নরেশ্বরঃ ॥ ১৮
সোঽপি প্রবিশ্য যবনো দৃষ্ট্বা শয্যাগতং নরম্।
পাদেন তাড়য়ামাস মত্বা কৃষ্ণং সুদুর্ম্মতিঃ ॥ ১৯
দৃষ্টমাত্রস্তু তেনাসৌ জজ্বাল যবনোঽগ্নিনা।
তৎক্রোধজেন মৈত্রেয় ভস্মীভূতশ্চ তৎক্ষণাৎ ॥২০
স হি দেবাসুরে যুদ্ধে গতো জিত্বা মহাসুরান্।

পাইতে লাগিল। প্রাকার, গৃহ ও দুর্গ প্রভৃতিতে সুশোভিত ঐ পুরী ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর কালযবন আসন্ন হইলে জনার্দ্দন, মথুরাবাসী লোকদিগকে দ্বারকায় আনয়ন করিয়া, স্বয়ং পুনর্ব্বার মথুরাতেই গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরে কালযবনের সৈন্যগণ পুর অবরোধ করিয়া, বহির্দ্দেশে দৃঢ়রূপে নিবেশিত হইল; গোবিন্দ মথুরা হইতে নির্গমনপূর্ব্বক যবনেশ্বরের সম্মুখীন হইলেন। যোগিগণেরও চিত্তসমূহ যাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না, সেই ভগবান্ বাসুদেবকে নিকটে উপস্থিত দেখিয়া বাহুমাত্রপ্রহরণ কালযবন, তাঁহার অনুগমন করিতে আরম্ভ করিল। কাল-যবন কর্ত্তৃক অনুগম্যমান কৃষ্ণও, যেখানে মুচুকুন্দ নামে মহাবীর্য্য নরেশ্বর শয়ন করিয়াছিলেন, সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সুদুর্ম্মতি যবনও সেই গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া, শয্যাগত রাজা মুচুকুন্দকে অবলোকন পূর্ব্বক, কৃষ্ণবোধে তাঁহাকে পদাঘাত দ্বারা তাড়না করিল। হে মৈত্রেয়! অনন্তর রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইলে পর তাঁহার দৃষ্টিমাত্রেই ক্রোধজাত-বহ্নি দ্বারা ঐ যবন প্রজ্বলিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ ভস্ম হইয়া গেল। ১৩—২০। পূর্ব্বে

নিদ্রার্ত্তঃ সুমহাকালং নিদ্রাং বব্রে বরং সুরান্ ২১
প্রোক্তশ্চ দেবৈঃ সংসুপ্তং যস্ত্বামুত্থাপয়িষ্যতি।
দেহজেনাগ্নিনা সদ্যঃ স তু ভস্মীভবিষ্যতি॥ ২২
এবং দগ্ধ্বা স তং পাপং দৃষ্ট্বা চ মধুসূদনম্।
কস্ত্বমিত্যাহ সোঽপ্যাহ জাতোঽহং শশিনঃ কুলে।
বসুদেবস্য তনয়ো যদুবংশসমুদ্ভবঃ॥ ২৩
মুচুকুন্দোঽপি তত্রাসৌ বৃদ্ধগর্গবচোঽস্মরৎ।
সংস্মৃত্য প্রণিপত্যৈনং সর্ব্বভূতেশ্বরং হরিম্।
প্রাহ জ্ঞাতো ভবান্ বিষ্ণোরংশস্ত্বং পরমেশ্বরঃ॥
পুরা গর্গেণ কথিতমষ্টাবিংশতিমে যুগে।
দ্বাপরান্তে হরের্জ্জন্ম যদোর্ব্বংশে ভবিষ্যতি॥ ২৫
স ত্বং প্রাপ্তো ন সন্দেহো মর্ত্যানামুপকারকৃৎ।
তথাহি সুমহৎ তেজো নালং সোঢ়ুং মহং তব॥ ২৬
তথাহি সজলাম্ভোদ-নাদধীরতরং তব।
বাক্যং নমতি চৈবোর্ব্বী যস্য পাদপ্রপীড়িতা॥২৭

দেবাসুরে মহাযুদ্ধে দৈত্যসৈন্যে মহাভটাঃ।
ন শেকুর্ম্মম তত্তেজস্তত্তেজো ন সহাম্যহম্॥ ২৮
সংসারপতিতস্যৈকো জন্তোস্ত্বং শরণং পরম্।
স প্রসীদ প্রপন্নার্ত্তিহর্ত্তা হর মমাশুভম্॥ ২৯
ত্বং পয়োনিধয়ঃ শৈলাঃ সরিতস্ত্বং বনানি চ।
মেদিনী গগনং বায়ুরাপোঽগ্নিস্ত্বং তথা মনঃ॥ ৩০
বুদ্ধিরব্যাকৃতং প্রাণাঃ প্রাণেশস্ত্বং তথা পুমান্।
পুংসঃ পরতরং যচ্চ ব্যাপ্যজন্ম বিকারি যৎ॥ ৩১
শব্দাদিহীনমজরমমেয়ং ক্ষয়বর্জ্জিতম্।
অবৃদ্ধিনাশং তদ্ব্রহ্ম ত্বমাদ্যন্তবিবর্জ্জিতম্॥ ৩২
ত্বত্তোঽমরাঃ সপিতরো যক্ষগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
সিদ্ধাশ্চাপ্সরসস্ত্বত্তো মনুষ্যাঃ পশবঃ খগাঃ॥ ৩৩
সরীসৃপা মৃগাঃ সর্ব্বে ত্বত্তঃ সর্ব্বে মহীরুহাঃ।
যচ্চ ভূতং ভবিষ্যঞ্চ কিঞ্চিদত্র চরাচরম্॥ ৩৪

দেবাসুর-যুদ্ধে গমনপূর্ব্বক সেই রাজা মুচুকুন্দ, মহাসুরগণকে জয় করিয়া, অতিশয় নিদ্রাতুর হন এবং সেইজন্য দীর্ঘকাল নিদ্রারূপ বর, দেবগণের নিকট প্রার্থনা করেন। সেই সময় দেবগণও তাঁহাকে বলেন যে, তুমি নিদ্রিত হইলে পরে যে ব্যক্তি তোমার নিদ্রাভঙ্গ করিবে,সেই ব্যক্তি তৎ-ক্ষণাৎ তোমার দেহ হইতে সমুৎপন্ন অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া যাইবে। এই প্রকারে রাজা মুচুকুন্দ সেই পাপরূপী যবনকে দগ্ধ করিয়া, মধুসূদনকে অবলোকন করত জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? তখন ভগবান্ কহিলেন, আমি চন্দ্রবংশে যদুকুলে উৎপন্ন এবং বসুদেবের পুত্র। মুচুকুন্দেরও সেই সময়ে বৃদ্ধগর্গমুনির বাক্য স্মরণ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই সর্ব্বভূতেশ্বর হরিকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, "আপনি বিষ্ণুর অংশ ও পরমেশ্বর; ইহা আমি জানিতে পারিয়াছি। পুরাকালে গর্গমুনি কহিয়াছিলেন, অষ্টাবিংশযুগে, দ্বাপরান্তে যদুবংশে হরির জন্ম হইবে। আপনি মর্ত্ত্যগণের উপকার করিবার জন্য, নিশ্চয়ই অব-তীর্ণ হইয়াছেন। তথাপি আমি আপনার এই সুমহৎ তেজ সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না। আপনার বাক্য সজলজলধরগর্জ্জ নবৎ ধীরতর, হে ভগবন্! আপনার পদভরে ধরণী পীড়িতা। দেবাসুর-মহাযুদ্ধে দৈত্যসেনাগণের মধ্যে মহা-বীরগণ আমার সেই উৎকট তেজ সহ্য করিতে পারে নাই; কিন্তু অদ্য আমি আপনার তেজ সহ্য করিতে পারিতেছি না। সংসারক্ষেত্রে পতিত প্রাণিগণের আপনি একমাত্র রক্ষয়িতা, আপনি সেই আশ্রিতগণের আর্ত্তিহর, আপনি প্রসন্ন হউন এবং আমার অশুভ বিনাশ করুন। আপনিই চতুঃসমুদ্রের স্বরূপ, আপনি পর্ব্বত ও সরিৎসমূহ, বননিচয়, পৃথিবী, গগন, বায়ু, জল, অগ্নি ও মনঃস্বরূপ। ২১—৩০। হে ভগবন্! আপনি বুদ্ধি ও প্রকৃতি স্বরূপ, আপনি প্রাণ-স্বরূপ, অথচ প্রাণেশ্বর, আপনি পুরুষরূপী অথচ পুরুষ হইতে বিকাররহিত জন্মহীন যে পরতর বস্তু, তৎস্বরূপ। আপনিই আদ্যন্তহীন, বৃদ্ধি-নাশবিরহিত, শব্দাদিহীন, ক্ষয়বর্জ্জিত ও অমেয় সেই ব্রহ্ম। আপনা হইতে দেবগণ, পিতৃগণ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সিদ্ধ ও অপ্সরোগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনা হইতেই মনুষ্য, পশু ও পক্ষিগণ সমুৎপন্ন। সকল মৃগ, সরীসৃপ ও মহীরুহগণ আপনা হইতেই জন্মিয়াছে; যাহা কিছু অতীত হইয়াছে ও হইবে, তাহা সকল আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়া গিয়াছে ও হইবে।

অমূর্ত্তং মূর্ত্তমথবা স্থূলং সূক্ষ্মতরং স্থিতম্।
তৎসর্ব্বং ত্বং জগৎকর্ত্তা নাস্তি কিঞ্চিৎ ত্বয়া বিনা
ময়া সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভ্রমতা ভগবন্ সদা।
তাপত্রয়াভিভূতেন ন প্রাপ্তা নির্বৃতিঃ ক্বচিৎ ॥ ৩৬
দুঃখান্যেব সুখানীতি মৃগতৃষ্ণাজলাশয়াঃ।
তথা নাথ গৃহীতানি তানি তাপায় চাভবন্ ॥ ৩৭
রাষ্ট্রমুর্ব্বী বলং কোশো মিত্রপক্ষস্তথাত্মজাঃ।
ভার্য্যা ভৃত্যজনা যে চ শব্দাদ্যা বিষয়াঃ প্রভো ॥৩৮
সুখবুদ্ধ্যা ময়া সর্ব্বং গৃহীতমিদমব্যয়।
পরিণামে তদেবেশ তাপাত্মকমভূন্মম ॥ ৩৯
দেবলোকমিমং প্রাপ্তো নাথ দেবগণোঽপ্যয়ম্।
মত্তঃ সাহায্যকামোঽভূচ্ছাশ্বতী কুত্র নির্বৃতিঃ ॥৪০
ত্বামনারাধ্য জগতাং সর্ব্বেষাং প্রভবাস্পদম্।
শাশ্বতী প্রাপ্যতে কেন পরমেশ্বর নির্বৃতিঃ ॥ ৪১
ত্বন্মায়ামূঢ়মনসো জন্মমৃত্যুজরাদিকান্।
অবাপ্য তাপান পশ্যন্তি প্রেতরাজাননং নরাঃ ॥ ৪২
ততো নিজক্রিয়াসূতি-নরকেষ্বতিদারুণম্।
প্রাপ্নুবন্তি নরা দুঃখমস্বরূপবিদস্তব ॥ ৪৩
অহমত্যন্তবিষয়ী মোহিতস্তব মায়য়া।
মমত্বগর্ব্বগর্ত্তান্তর্ভ্রমামি পরমেশ্বর ॥ ৪৪
সোঽহং ত্বাং শরণমপারমীশমীড্যং
সম্প্রাপ্তঃ পরমপদং যতো ন কিঞ্চিৎ
সংসারশ্রমপরিতাপতপ্তচেতা
নির্ব্বাণে পরিণতধাম্নি সাভিলাষঃ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে কালযবন-নাশনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

অমূর্ত্ত, অথবা মূর্ত্ত, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম, কিংবা স্থিরস্বভাব যাহা কিছু পদার্থ আছে, হে জগৎ-কর্ত্তা! তাহা সকল আপনা ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। ৩১—৩৫। হে ভগবন্! তাপ-ত্রয়াভিভূত হইয়া আমি এই সংসারচক্রে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু কোন কালেই শান্তি পাইলাম না। হে নাথ! আমি দুঃখসমূহকে সুখ স্বরূপে এবং মৃগতৃষ্ণাকে জলাশয়বোধে গ্রহণ করিয়াছি ও তাহাতে বড়ই তাপান্বিত হইয়াছি। হে প্রভো! রাষ্ট্র, পৃথিবী, সৈন্য, কোষ, মিত্র-পক্ষ, সন্তানসমূহ, ভার্য্যা ও ভৃত্যবর্গ ও শব্দাদি যে সকল বিষয় আছে, হে অব্যয়! সেই সকল বিষয়কেই আমি সুখ বুদ্ধিতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু হে ঈশ্বর! তাহা সকলই আমার তাপ স্বরূপে পরিণত হইয়াছে। হে নাথ! এই দেবগণও দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াই, আমার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন কোথায় গেলে আর শান্তির সম্ভাবনা আছে? হে পরমেশ্বর! সকল জগতের উৎপত্তিকারণ স্বরূপ আপনার উপাসনা না করিয়া কোন ব্যক্তিই শাশ্বতী শান্তি লাভ করিতে পারেন না। হে ভগবন্! আপনার মায়াপ্রভাবে মূঢ় মনুষ্যগণ জন্ম, মৃত্যু ও জরাদি সন্তাপ প্রাপ্ত হইয়া প্রেত-রাজের বদন অবলোকন করিয়া থাকে। অনন্তর আপনার স্বরূপ অনভিজ্ঞ সেই মনুষ্যগণ, নরক-সমূহে স্বকীয় কর্ম্মের ফল স্বরূপ দারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে পরমেশ্বর! আমি আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া অত্যন্ত বিষয়ী হইয়াছি এবং মমত্ব ও গর্ব্বরূপ মহাগর্ত্তমধ্যে ভ্রমণ করিতেছি। এই সংসারাশ্রমের পরিতাপে তপ্তচিত্ত আমি, পরিণতধাম নির্ব্বাণপদে অভি-লাষী হইয়া অপার ঈশ ও পূজ্যতম স্বরূপ আপ-নার শরণ লইলাম, হে ভগবন্! আমি আপ-নার সেই পরমপদে আশ্রয় লইলাম, যাহা হইতে ভিন্ন আর কোন পদার্থই বিদ্যমান নাই। ৩৬—৪৫।

পঞ্চমাংশে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।
ইত্থং স্তুতস্তদা তেন মুচুকুন্দেন ধীমতা।
প্রাহেশঃ সর্ব্বভূতানামনাদির্ভগবান্ হরিঃ ॥ ১

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—ধীমান্ মুচুকুন্দ কর্ত্তৃক স্তুত সর্ব্বভূতেশ্বর ভগবান্ হরি তাঁহাকে বলি-

যথাভিবাঞ্ছিতান্ দিব্যান্ গচ্ছ লোকান্ নরেশ্বর।
অব্যাহতপরৈশ্বর্য্যো মৎপ্রসাদোপবৃংহিতঃ॥ ২
ভুক্ত্বা ভোগান্ মহাদিব্যান্ ভবিষ্যসি মহাকুলে।
জাতিস্মরো মৎপ্রাসাদাৎ ততো মোক্ষমবাপ্স্যসি॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তঃ প্রণিপত্যেশং জগতামচ্যুতং নৃপঃ।
গুহামুখাদ্বিনিষ্ক্রান্তো দদৃশে সোঽল্পকান্ নরান্॥৪
ততঃ কলিযুগং জ্ঞাত্বা প্রাপ্তং তপ্তুং নৃপস্তপঃ।
নরনারায়ণস্থানং প্রযযৌ গন্ধমাদনম্॥ ৫
কৃষ্ণোঽপি ঘাতয়িত্বারিমুপায়েন হি তদ্বলম্।
জগ্রাহ মথুরামেত্য হস্ত্যশ্বস্যন্দনোজ্জ্বলম্॥ ৬
আনীয় চোগ্রসেনায় দ্বারবত্যাং ন্যবেদয়ৎ।
পরাভিভবনিঃশঙ্কং বভূব চ যদোঃ কুলম্॥ ৭
বলদেবোঽপি মৈত্রেয় প্রশান্তাখিলবিগ্রহঃ।
জ্ঞাতিসন্দর্শনোৎকণ্ঠঃ প্রযযৌ নন্দগোকুলম্॥ ৮
ততো গোপীশ্চ গোপাংশ্চ যথাপূর্ব্বমমিত্রজিৎ।
তথৈবাভ্যবদৎ প্রেম্ণা বহুমানপুরঃসরম্॥ ৯
কৈশ্চাপি সম্পরিষক্তঃ কাংশ্চিৎ স পরিষস্বজে।
হাস্যঞ্চক্রে সমং কৈশ্চিদ্গোপৈর্গোপীজনৈস্তথা॥
প্রিয়াণ্যনেকান্যবদন্ গোপাস্তত্র হলায়ুধম্।
গোপ্যশ্চ প্রেমকুপিতাঃ প্রোচুঃ সের্ষ্যমথাপরাঃ॥১
গোপ্যঃ পপ্রচ্ছুরপরা নাগরীজনবল্লভঃ।
কচ্চিদাস্তে সুখং কৃষ্ণশ্চলৎপ্রেমলবাত্মকঃ॥ ১২
অস্মচ্চেষ্টামুপহসন্ কচ্চিন্ন পুরযোষিতাম্।
সৌভাগ্যমানমধিকং করোতি ক্ষণসৌহৃদঃ॥ ১৩
কচ্চিৎ স্মরতি নঃ কৃষ্ণো গীতানুগমনং কলম্।
অপ্যসৌ মাতরং দ্রষ্টুং সকৃদপ্যাগমিষ্যতি॥ ১৪
অথবা কিং তদালাপৈরপরা ক্রিয়তাং কথা।

লেন, হে নরেশ্বর! তুমি অভিবাঞ্ছিত দিব্য লোকসমূহ লাভ কর এবং আমার প্রসাদ-প্রভাবে তোমার ঐশ্বর্য্য অব্যাহত হউক। অনন্তর সেই সকল দিব্যলোক ভোগপূর্ব্বক তুমি পৃথিবীতে কোন মহাবংশে জাতিস্মররূপে জন্মগ্রহণ করিবে এবং অন্তকালে আমার অনুগ্রহে মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে। পরাশর কহিলেন,—ভগবান্ এই কথা বলিলে পর, রাজা মুচুকুন্দ, জগতের ঈশ অচ্যুতকে প্রণামপূর্ব্বক সেই গুহামুখ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া মনুষ্যগণকে আপনা হইতে খর্ব্বাকৃতি দেখিলেন। অনন্তর কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া রাজা মুচুকুন্দ, তপস্যা করিবার জন্য নরনারায়ণস্থান গন্ধমাদনে গমন করিলেন। কৃষ্ণও উপায়যোগে শত্রু-বিনাশ করত মথুরায় আগমন করিয়া, কালযবনের হস্তী, অশ্ব ও রথাদি দ্বারা উজ্জ্বল সৈন্যগণকে পরাস্ত করিয়া বশীভূত করিলেন। অনন্তর ভগবান্ সেই সকল হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি দ্বারবতীতে আনয়নপূর্ব্বক উগ্রসেনকে অর্পণ করিলেন। এইরূপে যদুকুল পরাভিভবভয়হীন হইল। হে মৈত্রেয়! বলভদ্রও অখিল যুদ্ধ প্রশান্ত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া জ্ঞাতি-সন্দর্শনে উৎকণ্ঠিত মানসে নন্দগোকুলে আগমন করিলেন। অমিত্রজিৎ বলভদ্র গোকুলে আগমনানন্তর পূর্ব্বের ন্যায় প্রেম ও বহুমানপূর্ব্বক গোপ ও গোপীগণকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর কেহ কেহ বলভদ্রকে আলিঙ্গন করিল, বলভদ্রও তন্মধ্যে কাহাকে কাহাকেও আলিঙ্গন করিলেন এবং তিনি কোন গোপ বা গোপীজনের সহিত হাস্য করিতে লাগিলেন। ১—১০। সেই গোপগণ বলভদ্রকে বহুবিধ প্রিয় বাক্য বলিতে লাগিল; কিন্তু অপর গোপীগণ প্রেমকুপিত হইয়া ঈর্ষ্যাযুক্ত বাক্যে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিল। কোন কোন গোপী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, চঞ্চলপ্রেমের খণ্ডস্বরূপ সেই নাগরীজনবল্লভ কৃষ্ণ ত সুখে বাস করিতেছেন? কেহ বা বলিল, ক্ষণসৌহৃদ কৃষ্ণ আমাদের উপহাসচ্ছলে পুরবাসিনী রমণীগণের কি সৌভাগ্যমান বৃদ্ধি করিয়া থাকেন না? কেহ বা বলিল, কৃষ্ণ কি আর আমাদের গীতানুযায়ী কল-স্বরকে স্মরণ করেন? তিনি কি জননীকে দেখিবার জন্য আর একবার ব্রজে আসিবেন? কোন কোন গোপী বলিল, অথবা তাঁহার আলাপ করিয়া কি লাভ হইবে? অপ

তস্যাস্মাভির্ব্বিনা তেন বিনাস্মাকং ভবিষ্যতি ॥ ১৫
পিতা মাতা তথা ভ্রাতা ভর্ত্তা বন্ধুজনশ্চ কিম্।
ন ত্যক্তস্তৎকৃতেঽস্মাভিরকৃতজ্ঞধ্বজো হি সঃ ॥১৬
তথাপি কচিদালাপমিহাগমনসংশ্রয়ম্।
করোতি কৃষ্ণো বক্তব্যং ভবতাকৃষ্ণ নানৃতম্ ॥ ১৭
দামোদরোঽসৌ গোবিন্দঃ পুরস্ত্রীষ্বস্তমানসঃ।
অপেতপ্রীতিরস্মাসু দুর্দর্শঃ প্রতিভাতি নঃ ॥ ১৮

পরাশর উবাচ।

আমন্ত্রিতঃ স কৃষ্ণেতি পুনর্দ্দামোদরেতি চ।
জহসুঃ সুস্বরং গোপ্যো হরিণা হৃতচেতসঃ ॥ ১৯
সন্দেশৈঃ সামমধুরৈঃ প্রেমগর্ভৈরগর্ব্বিতৈঃ।
রামেণাশ্বাসিতা গোপ্যঃ কৃষ্ণস্যাতিমনোহরৈঃ ॥ ২০
গোপৈশ্চ পূর্ব্ববদ্রামঃ পরিহাসমনোরমাঃ।
কথাশ্চকার রেমে চ সহ তৈর্ব্রজভূমিষু ॥ ২১
ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে রামব্রজাগমনং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

কোন বাক্যালাপ করা যাক্। আমাদের তাঁহাকে ছাড়িয়া এবং তাঁহারও আমাদের ছাড়িয়া, দিনও কাটিয়া যাইবে! পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভর্ত্তা ও বন্ধুজনকে কি আমরা সেই কৃষ্ণের জন্য পরিত্যাগ করি নাই? সখে! কৃষ্ণ অকৃতজ্ঞগণের ধ্বজ স্বরূপ, তাহার সন্দেহ কি? কেহ বা বলিল, সে সকল কথা এক্ষণে প্রয়োজন কি? হে অকৃষ্ণ! আপনি সত্য করিয়া বলিবেন, কৃষ্ণ কি আর এখানে আগমন সম্বন্ধে কোন আলাপ করিয়া থাকেন? হে দামোদর! গোবিন্দ, পুরস্ত্রীর প্রতি মানস অর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং আমাদের প্রতি আর তাঁহার প্রীতি নাই। এইহেতুক তাঁহার দর্শন আমাদের কপালে দুষ্কর, ইহা বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। পরাশর কহিলেন,—বলভদ্রকে গোপীগণ এই প্রকার একবার দামোদর ও কৃষ্ণ বলিয়া যে সম্বোধন করিল এবং হরি কর্ত্তৃক হৃত-চিত্ততা প্রযুক্ত পুনর্ব্বার সুস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল! অনন্তর সান্ত্বনামনোহর, গর্ব্বহীন, প্রেমগর্ভ ও অতিমনোজ্ঞ কৃষ্ণের সন্দেশ দ্বারা বলভদ্র সেই সকল গোপীগণকে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলরাম গোপীগণের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় পরিহাসমনোহর নানাবিধ কথা কহিতে লাগিলেন এবং তাহাদের সহিত ব্রজভূমিতে নানাবিধ লীলা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১১—২১।

পঞ্চমাংশে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

বনে বিচরতস্তস্য সহ গোপৈর্ম্মহাত্মনঃ।
মানুষচ্ছদ্মরূপস্য শেষস্য ধরণীভৃতঃ ॥ ১
নিষ্পাদিতোরুকার্য্যস্য কার্য্যেণোর্ব্বীবিচারিণঃ।
উপভোগার্থমত্যর্থং বরুণঃ প্রাহ বারুণীম্ ॥ ২
অভীষ্টা সর্ব্বদা যস্য মদিরে ত্বং মহৌজসঃ।
অনন্তস্যোপভোগায় তস্য গচ্ছ মুদে শুভে ॥ ৩
ইত্যুক্তা বারুণী তেন সন্নিধানমথাকরোৎ।
বৃন্দাবনবনোৎপন্ন-কদম্বতরুকোটরে ॥ ৪
বিচরন্ বলদেবোঽপি মদিরাগন্ধমুত্তমম্।
আঘ্রায় মদিরাতর্ষমবাপাথ পুরাতনম্ ॥ ৫

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—মহাত্মা, ধরণীধারণকারী, নিষ্পাদিত-গুরুকার্য্য, কার্য্যের নিমিত্ত পৃথিবীবিহারী, মানুষরূপী, শেষাবতার বলভদ্র, বনে গোপগণের সহিত বিচরণ করিতেছেন দেখিয়া, তাঁহার উপভোগার্থ বরুণ, বারুণীকে (মদিরাকে) কহিলেন, হে মদিরে! যে মহাবলশালী মহাত্মার তুমি সর্ব্বদা অভিলাষের পাত্র, সেই অনন্তদেবের উপভোগার্থ, হে শুভে! তুমি গমন কর। বরুণ এই প্রকার বলিলে পর, বারুণী বৃন্দাবনোৎপন্ন কদম্ববৃক্ষের কোটরে সন্নিহিত হইলেন। বলভদ্রও বিচরণ করিতে করিতে উত্তম মদিরাগন্ধের আঘ্রাণ পাইয়া পুরাতন মদিরানুরাগ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর হে মৈত্রেয়! লাঙ্গলী (বলভদ্র) সহসা কদম্ববৃক্ষ হইতে বিগলিত মদ্যধারা অবলোকন করিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর হর্ষান্বিত

ততঃ কদম্বাৎ সহসা মদ্যধারাং স লাঙ্গলী।
পতন্তীং বীক্ষ্য মৈত্রেয় প্রযযৌ পরমাং মুদম্॥ ৬
পপৌ চ গোপগোপীভিঃ সমবেতো মুদান্বিতঃ।
উপগীয়মানো ললিতং গীতবাদ্যবিশারদৈঃ॥ ৭
সমন্তোৎপন্ন-ঘর্ম্মান্তঃ-কণিক-মৌক্তিকোজ্জ্বলঃ।
আগচ্ছ যমুনে স্নাতুমিচ্ছামীত্যাহ বিহ্বলঃ॥ ৮
তস্য বাচং নদী সা চ মত্তোক্তামবমন্য বৈ।
নাজগাম ততঃ ক্রুদ্ধো হলং জগ্রাহ লাঙ্গলী॥ ৯
গৃহীত্বা তাং তটে তেন চকর্ষ মদবিহ্বলঃ।
পাপে নায়াসি নায়াসি গম্যতামিচ্ছয়াত্মনঃ॥ ১০
সা কৃষ্টা তেন সহসা মার্গং সন্ত্যজ্য নিম্নগা।
যত্রাস্তে বলভদ্রোঽসৌ প্লাবয়ামাস তদ্বনম্॥ ১১
শরিরিণী তথোৎপত্য ত্রাসবিহ্বললোচনা।
প্রসীদেত্যব্রবীদ্রামং মুঞ্চ মাং মুষলায়ুধ॥ ১২
সোঽব্রবীদবজানাসি মম শৌর্য্যবলে যদি।
সোঽহং ত্বাং হলপাতেন বিনেষ্যামি সহস্রধা॥ ১৩

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তয়াতিসন্ত্রাসাৎ তয়া নদ্যা প্রসাদিতঃ।
ভূভাগে প্লাবিতে তস্মিন্ মুমোচ যমুনাং বলঃ॥ ১৪
ততঃ স্নাতস্য বৈ কান্তিরাজগাম মহাত্মনঃ।
অবতংসোৎপলং চারু গৃহীত্বৈকঞ্চ কুণ্ডলম্॥ ১৫
বরুণপ্রহিতাং চাস্মৈ মালামম্লানপঙ্কজাম্।
সমুদ্রাভে তথা বস্ত্রে নীলে লক্ষ্মীরযচ্ছত॥ ১৬
কৃতাবতংসঃ স তদা চারুকুণ্ডলভূষিতঃ।
নীলাম্বরধরঃ স্রগ্বী শুশুভে কান্তিসংযুতঃ॥ ১৭
ইত্থং বিভূষিতো রেমে তত্র রামস্তথা ব্রজে।
মাসদ্বয়েন যাতশ্চ পুনঃ স দ্বারকাং পুরীম্॥ ১৮
রেবতীং নাম তনয়াং রৈবতস্য মহীপতেঃ।
উপযেমে বলস্তস্যাং জজ্ঞাতে নিশঠোল্মুকৌ॥ ১৯

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে বলবিলাসো নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫॥

বলভদ্র, গীতবাদ্য-বিশারদ গোপ ও গোপীগণ কর্ত্তৃক উপগীয়মান হইয়া তাহাদের সহিত একত্র সেই মদিরা পান করিলেন। অনন্তর সমস্ত শরীর হইতে উৎপন্ন ঘর্ম্মবিশিষ্ট বারিকণায় উজ্জ্বলগাত্র বলভদ্র মদিরাপানে বিহ্বল হইয়া কহিলেন,—হে যমুনে! তুমি এই স্থলে আগমন কর, আমি স্নান করিতে ইচ্ছা করিতেছি। সেই সময় বলভদ্রের মত্ততাকালে কথিত বাক্যের অবমানপূর্ব্বক, নদী যমুনা সেই স্থলে আগমন করিল না। তখন লাঙ্গলী, ক্রুদ্ধ হইয়া লাঙ্গল গ্রহণ করিলেন। অনন্তর মদবিহ্বল বলভদ্র সেই লাঙ্গল দ্বারা যমুনাকে গ্রহণ করত তটের দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—রে পাপে! তুমি আসিবে না? আসিবে না? এক্ষণে আপনার ইচ্ছানুসারে গমন কর দেখি? সহসা বলভদ্র কর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণা নদী, স্বকীয় গমনোপযোগী পথ পরিত্যাগ করিয়া, বলভদ্র যেখানে ছিলেন, সেই তট সহসা প্লাবিত করিয়া দিলেন এবং নদী, শরীরধারণপূর্ব্বক জল হইতে উত্থান করত ত্রাসবিহ্বললোচনে রামকে বলিতে লাগিলেন,—হে হলায়ুধ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং আমাকে পরিত্যাগ করুন। অনন্তর বলভদ্র বলিলেন, আর যদি কখন আমার শৌর্য্য ও বলের প্রতি তুমি অবজ্ঞা কর, তাহা হইলে আমি এই হলাঘাত দ্বারা তোমাকে সহস্র খণ্ড করিয়া ফেলিব। পরাশর কহিলেন,—বলভদ্র এই প্রকারে তিরস্কার করিলে পর, নদী অতি সন্ত্রাসে, সেই ভূমি প্লাবিত করিয়া বলভদ্রকে প্রসন্ন করিলেন; তখন তিনিও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর তাঁহার স্নান সমাপ্ত হইলে, লক্ষ্মী শরীরিণী হইয়া মনোহর অবতংসোৎপল এবং এক কুণ্ডল গ্রহণ করত মহাত্মা বলভদ্রের নিকট আগমন করিলেন। এবঞ্চ লক্ষ্মী তাঁহাকে বরুণ-প্রেরিত অম্লানপঙ্কজা মালা ও সমুদ্রের ন্যায় নীলবর্ণ দুইখানি বস্ত্র প্রদান করিলেন। তখন কৃতাবতংস, চারুকুণ্ডলশোভিত, নীলাম্বরধর ও মালাধারী বলভদ্র কান্তিযুক্ত হইয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। এই প্রকারে বিভূষিত হইয়া বলভদ্র, ব্রজভূমিতে দুইমাস কাল নানাপ্রকার লীলা করিলেন ও পরে পুনর্ব্বার দ্বারকায় গমন করিলেন। বলভদ্র, রৈবত-রাজার কন্যা রেবতীকে বিবাহ করেন।

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

ভীষ্মকঃ কুণ্ডিনে রাজা বিদর্ভবিষয়েঽভবৎ।
রুক্মী তস্যাভবৎ পুত্রো রুক্মিণী চ বরাঙ্গনা ॥ ১
রুক্মিণীং চকমে কৃষ্ণঃ সা চ তং চারুহাসিনী।
ন দদৌ যাচতে চৈনাং রুক্মী দ্বেষেণ চক্রিণে ॥ ২
দদৌ চ শিশুপালায় জরাসন্ধপ্রদেশিতঃ।
ভীষ্মকো রুক্মিণা সার্দ্ধং রুক্মিণীমুরুবিক্রমঃ ॥ ৩
বিবাহার্থং ততঃ সর্ব্বে জরাসন্ধমুখা নৃপাঃ।
ভীষ্মকস্য পুরং জগ্মুঃ শিশুপালপ্রিয়ৈষিণঃ ॥ ৪
কৃষ্ণোঽপি বলভদ্রাদ্যৈর্যাদবৈর্ব্বহুভির্বৃতঃ।
প্রযযৌ কুণ্ডিনং দ্রষ্টুং বিবাহঞ্চৈব ভূভৃতঃ ॥ ৫
শ্বোভাবিনি বিবাহে তু তাং কন্যাং হৃতবান্ হরিঃ।
বিপক্ষভারমাসজ্য রামাদ্যেষথ বন্ধুষু ॥ ৬
ততশ্চ পৌণ্ড্রকঃ শ্রীমান্ দন্তবক্রো বিদূরথঃ।
শিশুপালজরসন্ধ-শাল্বাদ্যাশ্চ মহীভৃতঃ ॥ ৭
কুপিতাস্তে হরিং হন্তুং চক্রুরুদ্যোগমুত্তমম্।
নির্জ্জিতাশ্চ সমাগম্য রামাদ্যৈর্যদুপুঙ্গবৈঃ ॥ ৮
কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামি অহত্বা যুধি কেশবম্।
কৃত্বা প্রতিজ্ঞাং রুক্মী চ হন্তুং কৃষ্ণমভিদ্রুতঃ ॥ ৯
হত্বা বলং সনাগাশ্ব-পত্তিস্যন্দনসঙ্কুলম্।
নির্জিতঃ পাতিতশ্চোর্ব্ব্যাং লীলয়ৈব স চক্রিণা ॥১০
হন্তুং কৃতমতিঃ কৃষ্ণো রুক্মিণং যুদ্ধদুর্ম্মদম্।
প্রণম্য যাচিতো ব্রহ্মন্ রুক্মিণ্যা ভগবান্ হরিঃ ॥১১
এক এব মম ভ্রাতা ন হন্তব্যস্ত্বয়াধুনা।
কোপং নিয়ম্য দেবেশ ভ্রাতৃভিক্ষা প্রদীয়তাম্ ॥১২
ইত্যুক্তেন পরিত্যক্তঃ কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা।

তাঁহার গর্ভে বলভদ্রের ঔরসে নিশঠ এবং উল্মুক নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হইল। ১০—১৯।

পঞ্চমাংশে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়বিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—বিদর্ভদেশের মধ্যে কুণ্ডিন নামক রাজ্যে ভীষ্মক নামা এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রুক্মী নামে এক পুত্র ও রুক্মিণী নামে এক বরাঙ্গনা কন্যা জন্মে। সেই চারুহাসিনী রুক্মিণী কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা হইয়া তাঁহাকে কামনা করেন। এই কারণে কৃষ্ণ তদীয় পিতার নিকট তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেও, রুক্মী কৃষ্ণদ্বেষ-প্রযুক্ত কৃষ্ণকে রুক্মিণী প্রদান করিলেন না। উরুবিক্রম রাজা ভীষ্মকও জরাসন্ধের পরামর্শ অনুসারে রুক্মীর সহিত একবাক্য হইয়া শিশুপালকে রুক্মিণী প্রদান করিবেন,—ইহা অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর শিশুপালের হিতৈষী জরাসন্ধপ্রমুখ নৃপতিগণ বিবাহার্থে ভীষ্মকের পুরীতে গমন করিলেন। কৃষ্ণও বলভদ্রপ্রমুখ বহু যাদবগণে বেষ্টিত হইয়া, বিবাহ দর্শন করিবার জন্য ভূপতি ভীষ্মকের কুণ্ডিন নগরে গমন করিলেন। অনন্তর বিবাহের একদিন পূর্ব্বেই হরি রামাদি বন্ধুবর্গের উপর বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধাদির ভার অর্পণপূর্ব্বক সেই কন্যাকে হরণ করিলেন। অনন্তর পৌণ্ড্রক, দন্তবক্র, বিদূরথ, শিশুপাল, জরাসন্ধ ও শাল্ব প্রভৃতি মহীপালগণ কুপিত হইয়া হরিকে হনন করিবার জন্য উত্তম উদ্যোগ করিলেন; কিন্তু যুদ্ধার্থে আগমন করিয়া তাঁহারা সকলেই বলভদ্র-প্রমুখ যদুশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক পরাজিত হইলেন। ১—৮। অনন্তর "যুদ্ধে কেশবকে বধ না করিয়া আমি আর কুণ্ডিন নগরে প্রবেশ করিব না"—এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া রুক্মী, কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল। কিন্তু চক্রী (কৃষ্ণ) হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও রথসঙ্কুল তদীয় সকল সৈন্যকে হনন করিয়া, অবলীলাক্রমে রুক্মীকে জয় করিয়া ভূমিপৃষ্ঠে পাতিত করিলেন। অনন্তর যখন ভগবান্ হরি, যুদ্ধদুর্ম্মদ রুক্মীকে বধ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন রুক্মিণী প্রণামপূর্ব্বক হরির নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, "হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার এই ভ্রাতাটীকে হনন করিবেন না। হে দেবেশ! আপনি কোপবেগ রুদ্ধ করিয়া আমাকে ভ্রাতৃভিক্ষা প্রদান করুন।"

রুক্মী ভোজকটং নাম পুরং কৃত্বাবসং তদা॥ ১৩
নির্জিত্য রুক্মিণং সম্যগুপযেমে স রুক্মিণীম্।
রাক্ষসেন বিবাহেন সম্প্রাপ্তাং মধুসূদনঃ॥ ১৪
তস্যাং জজ্ঞেঽথ প্রদ্যুম্নো মদনাংশঃ স বীর্য্যবান্।
জহার শম্বরো যং বৈ যো জঘান চ শম্বরম্॥ ১৫

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে রুক্মিণীপরিণয়ো নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।

শম্বরেণ হৃতো বীরঃ প্রদ্যুম্নঃ স কথং মুনে।
শম্বরশ্চ মহাবীর্য্যঃ প্রদ্যুম্নেন কথং হতঃ॥ ১

অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণ, রুক্মিণী কর্ত্তৃক এই প্রকারে প্রার্থিত হইয়া, রুক্মীকে পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর রুক্মী, প্রতিজ্ঞা সফল না হওয়ায় আর কুণ্ডিন নগরে প্রবেশ না করিয়া ভোজকট নামে এক পুর নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেইখানে বাস করিতে লাগিল। মধুসূদনও রুক্মীকে পরাজয় করিয়া রাক্ষস-বিবাহ অনুসারে প্রাপ্ত রুক্মিণীকে সম্যক্ বিধি অনুসারে বিবাহ করিলেন। সেই রুক্মিণীর গর্ভে মদনাংশ বীর্য্যবান্ প্রদ্যুম্ন জন্মগ্রহণ করেন। শম্বরাসুর এই প্রদ্যুম্নকে জন্মকালেই হরণ করে এবং প্রদ্যুম্নও কালক্রমে ঐ শম্বরকে বধ করেন। ৯—১৫।

পঞ্চমাংশে ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৬॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে মুনে! শম্বরাসুর, প্রদ্যুম্নবীরকে কেন হরণ করিয়াছিল, আর মহাবীর্য্য শম্বরাসুরকেও প্রদ্যুম্ন কি প্রকারে বিনাশ করিয়াছিলেন, ইহা প্রকাশ করিয়া বলুন।

পরাশর উবাচ।

ষষ্ঠেঽহ্নি জাতমাত্রন্তু প্রদ্যুম্নং সূতিকাগৃহাৎ।
মমৈষ হন্তেতি মুনে হৃতবান্ কালশম্বরঃ॥ ২
হৃত্বা চিক্ষেপ চৈবৈনং গ্রাহোগ্রে লবণার্ণবে।
কল্লোলজনিতাবর্ত্তে সুঘোরে মকরালয়ে॥ ৩
পতিতং তত্র চৈবৈকো মৎস্যো জগ্রাহ বালকম্।
ন মমার চ তস্যাপি জঠরেঽনলদীপিতঃ॥ ৪
মৎস্যবন্ধৈশ্চ মৎস্যোঽসৌ মৎস্যৈরন্যৈঃ সহ দ্বিজ
ঘাতিতোঽসুরবর্য্যায় শম্বরায় নিবেদিতঃ॥ ৫
তস্য মায়াবতী নাম পত্নী সর্ব্বগৃহেশ্বরী।
কারয়ামাস সূদানামাধিপত্যমনিন্দিতা॥ ৬
দারিতে মৎস্যজঠরে সা দদর্শাতিশোভনম্।
কুমারং মন্মথতরোর্দগ্ধস্য প্রথমাঙ্কুরম্॥ ৭
কোঽয়ং কথময়ং মৎস্যজঠরং সমুপাগতঃ।

পরাশর কহিলেন,—হে মুনে! প্রদ্যুম্ন জন্মিলে পর ষষ্ঠদিনে কালশম্বর, "এই বালক আমার হন্তা" ইহা জানিতে পারিয়া, সূতিকাগৃহ হইতে তাঁহাকে হরণ করিল। হরণান্তে শম্বরাসুর বালক প্রদ্যুম্নকে লবণসমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। ঐ লবণসমুদ্রে মহান্ মহান্ কুম্ভীরাদি বাস করিত। বিশাল লহরীমালায় সর্ব্বদা উহাতে আবর্ত্ত পরিপূর্ণ ছিল এবং উহা অতি ভয়ানক মকরগণের বাসস্থান। সমুদ্রপতিত সেই বালককে একটী মৎস্য গ্রহণপূর্ব্বক গিলিয়া ফেলিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই মৎস্যের জঠরানলদীপিত হইয়াও প্রদ্যুম্ন মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন না। হে দ্বিজ! মৎস্যজীবিগণ একদিন অন্যান্য মৎস্যগণের সহিত সেই মৎস্যটীকে ধারণপূর্ব্বক বিনাশ করিয়া অসুরশ্রেষ্ঠ শম্বরকে প্রদান করিল। মায়াবতী নাম্নী কোন একটী কামিনী শম্বরাসুরের পত্নীচ্ছলে গৃহে অবস্থান করিতেন। কিন্তু তিনি বাস্তবিক তাহার পত্নী ছিলেন না। সেই মায়াবতী শম্বরগৃহে সকল পাচকদিগের আধিপত্য করিতেন। অনন্তর ধীবরগণ কর্ত্তৃক আনীত সেই মৎস্যের জঠর ছেদন করিলে পর, সেই মায়াবতী দেখিলেন, সেই মৎস্যের জঠরে অতি সুন্দরাকৃতি

ইত্যেবং কৌতুকাবিষ্টাং তাং তন্বীং প্রাহ নারদঃ॥
অয়ং সমস্তজগতঃ সৃষ্টিসংহারকারিণঃ।
শম্বরেণ হৃতঃ কৃষ্ণ-তনয়ঃ সূতিকাগৃহাৎ॥ ৯
ক্ষিপ্তঃ সমুদ্রে মৎস্যেন নিগীর্ণস্তে বশং গতঃ।
নররত্নমিদং সুভ্রু বিস্রব্ধা পরিপালয়॥ ১০
পরাশর উবাচ।
নারদেনৈবমুক্তা সা পালয়ামাস তং শিশুম্।
বাল্যাদেবাতিরাগেণ রূপাতিশয়মোহিতা॥ ১১
স যদা যৌবনাভোগ-ভূষিতোঽভূন্মহামুনে।
সাভিলাষা তদা সাপি বভূব গজগামিনী॥ ১২
মায়াবতী দদৌ চাস্মৈ মায়াঃ সর্ব্বা মহাত্মনে।
প্রদ্যুম্নায়াতিরাগান্ধা তন্ন্যস্তহৃদয়েক্ষণা॥ ১৩
প্রসজ্জতীন্তু তামাহ স কার্ষ্ণিঃ কমলেক্ষণাম্।
মাতৃভাবমপাহায় কিমেবং বর্ত্তসেঽন্যথা॥ ১৪
সা চাস্মৈ কথয়ামাস ন পুত্রস্ত্বং মমেতি বৈ।
তনয়ং ত্বাময়ং বিষ্ণোর্হৃতবান্ কালশম্বরঃ॥ ১৫
ক্ষিপ্তঃ সমুদ্রে মৎস্যস্য সম্প্রাপ্তো জঠরান্ময়া।
সা তু রোদিতি তে মাতা কান্তাদ্যাপ্যতিবৎসলা॥
পরাশর উবাচ।
ইত্যুক্তঃ শম্বরং যুদ্ধে প্রদ্যুম্নঃ স সমাহ্বয়ৎ।
ক্রোধাকুলীকৃতমনা যুযুধে চ মহাবলঃ॥ ১৭
হত্বা সৈন্যমশেষন্তু তস্য দৈত্যস্য মাধবিঃ।
সপ্ত মায়া ব্যতিক্রম্য মায়াং সংযুযুজেঽষ্টমীম্॥ ১৮
তয়া জঘান তং দৈত্যং মায়য়া কালশম্বরম্।
উৎপত্য চ তয়া সার্দ্ধমাজগাম পিতুর্গৃহম্॥ ১৯
অন্তঃপুরে নিপতিতং মায়াবত্যা সমন্বিতম্।
তং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণসংকল্পা বভূবুঃ কৃষ্ণযোষিতঃ॥ ২০
রুক্মিণী চাবদৎ প্রেম্ণা সাশ্রুদৃষ্টিরনিন্দিতা।

দগ্ধীভূত কামতরুর প্রথমাঙ্কুর সদৃশ একটী কুমার বিরাজ করিতেছেন। তখন কেমন করিয়া এই বালকটী মৎস্যের জঠরে প্রবেশ করিল—এবম্প্রকার কৌতুকাবিষ্টা মায়াবতীর নিকট, নারদ উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে, “এই বালকটী সমস্ত জগতের সৃষ্টি ও সংহারকারী কৃষ্ণের পুত্র। এই বালক শম্বরকর্ত্তৃক সূতিকা-গৃহ হইতে হৃত হইয়া সমুদ্রমধ্যে নিক্ষিপ্ত হন এবং মৎস্যজঠরে অবস্থিতি করেন। এক্ষণে ইনি তোমার অধীন হইলেন। হে সুভ্রু! তুমি বিশ্বাসের সহিত এই বালকটীকে পরিপালন কর”। ১—১০। পরাশর কহিলেন,—নারদ কর্ত্তৃক এই প্রকার উক্ত হইয়া বালকের রূপ দর্শনে মোহিতা মায়াবতী, অনুরাগ সহকারে ঐ বালকটীকে পালন করিতে লাগিলেন। হে মহামুনে! অনন্তর যখন প্রদ্যুম্ন যৌবনসমাগম দ্বারা ভূষিত হইয়া উঠিলেন, তখন সেই গজগামিনী মায়াবতীও তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন প্রদ্যুম্নের প্রতি আকৃষ্টনয়নহৃদয়া মায়াবতী অতি অনুরাগপ্রযুক্ত তাঁহাকে স্বকীয় সর্ব্বপ্রকার মায়া-বিদ্যা শিক্ষা করাইলেন। অনন্তর কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন, কমলেক্ষণা মায়াবতীকে কামসজ্জায় সজ্জিতা দেখিয়া কহিলেন,—তুমি মাতৃভাব পরিত্যাগ করিয়া, অন্যপ্রকার ভাবের আশ্রয় কেন গ্রহণ করিতেছ? তখন মায়াবতী তাঁহাকে কহিলেন,—তুমি আমার পুত্র নহ; তুমি কৃষ্ণের তনয়; কালশম্বর তোমাকে হরণ করিয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিল; আমি তোমাকে মৎস্যের জঠর হইতে পাইয়াছি। হে কান্ত! তোমার অতিবৎসলা জননী অদ্যাপি রোদন করিতেছেন। পরাশর কহিলেন,—মায়াবতী এই প্রকার বলিলে পর, মহাবল প্রদ্যুম্ন অতি ক্রোধাকুলীকৃতমনা হইয়া, শম্বরকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলেন। অনন্তর প্রদ্যুম্ন যুদ্ধে শম্বরাসুরের অশেষ-সৈন্য বিনাশপূর্ব্বক দৈত্য-কৃত সপ্তমী-মায়া অতিক্রম করিয়া, স্বকীয় অষ্টমী-মায়ার প্রয়োগ করিলেন। প্রদ্যুম্ন, সেই অষ্টমমায়া প্রভাবে সেই কালশম্বর নামক দৈত্যকে হননপূর্ব্বক মায়াবতীর সহিত গগন-মার্গে আরোহণ করত পিতৃগৃহে আগমন করিলেন। ১১—১৯। অনন্তর মায়াবতীর সহিত অন্তঃপুর-মধ্যে নিপতিত প্রদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া, কৃষ্ণ স্ত্রীগণ তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু অনিন্দিতা রুক্মিণী অশ্রুপূর্ণ নয়নে অবলোকন করিতে

ধন্যায়াঃ খল্বয়ং পুত্রো বর্ত্ততে নবযৌবনে ॥ ২১
অস্মিন্ বয়সি পুত্রো মে প্রদ্যুম্নো যদি জীবতি।
সভাগ্যা জননী বৎস ত্বয়া কাপি বিভূষিতা ॥ ২২
অথবা যাদৃশঃ স্নেহো মম যাদৃগ্বপুস্তব।
হরেরপত্যং সুব্যক্তং ভবান্ বৎস ভবিষ্যতি ॥ ২৩

পরাশর উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তঃ সহ কৃষ্ণেন নারদঃ।
অন্তঃপুরচরীং দেবীং রুক্মিণীং প্রাহ হর্ষয়ন্ ॥ ২৩
এষ তে তনয়ঃ সুভ্রু হত্বা শম্বরমাগতঃ।
হৃতো যেনাভবদ্বালো ভবত্যাঃ সূতিকাগৃহাৎ ॥ ২৫
ইয়ং মায়াবতী ভার্য্যা তনয়স্যাস্য তে সতী।
শম্বরস্য ন ভার্য্যেয়ং শ্রূয়তামত্র কারণম্ ॥ ২৬
মন্মথে তু গতে নাশং তদুদ্ভবপরায়ণা।
শম্বরং মোহয়ামাস মায়ারূপেণ রূপিণী ॥ ২৭
ব্যবায়াদ্যুপভোগেষু রূপং মায়াময়ং শুভম্।
দর্শয়ামাস দৈত্যস্য তস্যেয়ং মদিরেক্ষণা ॥ ২৮
কামোঽবতীর্ণঃ পুত্রস্তে তস্যেয়ং দয়িতা রতিঃ।
বিশঙ্কা নাত্র কর্ত্তব্যা স্নুষেয়ং তব শোভনা ॥ ২৯
ততো হর্ষসমাবিষ্টা রুক্মিণী কেশবস্তথা।
নগরী চ সমস্তা সা সাধু সাধ্বিত্যভাষত ॥ ৩০
চিরনষ্টেন পুত্রেণ সংযুক্তাং প্রেক্ষ্য রুক্মিণীম্।
অবাপ বিস্ময়ং সর্ব্বো দ্বারবত্যাং জনস্তদা ॥ ৩১

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

চারুদেষ্ণং সুদেষ্ণঞ্চ চারুদেহঞ্চ বীর্য্যবান্।
সুষেণং চারুগুপ্তঞ্চ ভদ্রচারুং তথাপরম্ ॥ ১
চারুবিন্দং সুচারুঞ্চ চারুঞ্চ বলিনাং বরম্।
রুক্মিণ্যজনয়ৎ পুত্রান্ কন্যাং চারুমতীং তথা ॥ ২

করিতে স্নেহের সহিত বলিতে লাগিলেন, "আহা! কোন্ ধন্যাস্ত্রীর এই পুত্রটী নবযৌবনে স্থিতি করিতেছে। আমার প্রদ্যুম্ন যদি জীবিত থাকিত, তাহা হইলে এতদিনে তাহারও এই প্রকারই বয়স হইত! হে বৎস! কোন্ ভাগ্যশালিনী জননীকে তুমি জন্মগ্রহণ দ্বারা ভূষিত করিয়াছ? অথবা আমার যাদৃশ স্নেহ ও তোমার যাদৃক্ বপুঃ, তাহাতে আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, হে বৎস! তুমি কৃষ্ণেরই পুত্র হইবে। পরাশর কহিলেন,—এই সময়ে কৃষ্ণের সহিত নারদ উপস্থিত হইয়া অন্তঃপুরচারিণী দেবী রুক্মিণীকে আনন্দিত করিয়া কহিলেন,—"হে সুভ্রু! শম্বরাসুরকে হনন করিয়া তোমার পুত্র প্রদ্যুম্ন উপস্থিত হইয়াছেন। শম্বরাসুর, ইহাঁকে বাল্যাবস্থায় সূতিকাগৃহ হইতে হরণ করিয়াছিল। ইহাঁর সহিত যে রমণীকে দেখিতেছ, ইনি তোমার তনয়ের ভার্য্যা সতী। ইনি শম্বরের ভার্য্যা নহেন। ইহার কারণ শ্রবণ কর। পূর্ব্বে কাম, দগ্ধ হইলে পর, পুনর্ব্বার তাঁহার জন্মকাল প্রতীক্ষায় সুন্দরী রতি মায়ারূপে শম্বরাসুরকে মোহিত করিয়া রাখেন এবং নিন্দিত উপভোগাদিতে এই মদিরেক্ষণা রতি শম্বরাসুরকে মায়াময় রূপ প্রদর্শিত করিতেন। হে দেবি! কামই এই তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ এবং এই মায়াবতী তাঁহার দয়িতা রতি, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ করিও না,—এই রতি তোমার পুত্রবধূ। অনন্তর রুক্মিণী, কেশব ও সমস্ত নগরবাসীই হর্ষসমাবিষ্ট হইয়া "সাধু সাধু" বলিতে লাগিলেন। বহুকাল হইতে অপহৃত পুত্রের সহিত রুক্মিণীকে পুনর্ব্বার মিলিতা হইতে দেখিয়া, দ্বারকাস্থিত সকল জনই বিস্ময়ান্বিত হইল। ২১—৩১।

পঞ্চমাংশে সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—রুক্মিণী, চারুমতী নাম্নী এক কন্যা ও যে কয়টী পুত্র প্রসব করেন, তাহাদের নাম চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, চারুদেহ, সুষেণ, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু, চারুবিন্দ, সুচারু, ও চারু;—ইহাঁরা বীর্য্যবান্ ও বলিশ্রেষ্ঠ

অন্যাশ্চ ভার্য্যাঃ কৃষ্ণস্য বভূবুঃ সপ্ত শোভনাঃ।
কালিন্দী মিত্রবিন্দা চ সত্যা নাগ্নজিতী তথা॥ ৩
দেবী জাম্ববতী চাপি রোহিণী কামরূপিণী।
মদ্ররাজসুতা চান্যা সুশীলা শীলমণ্ডনা॥ ৪
সাত্রাজিতী সত্যভামা লক্ষ্মণা চারুহাসিনী।
ষোড়শাসন্ সহস্রাণি স্ত্রীণামন্যানি চক্রিণঃ॥ ৫
প্রদ্যুম্নোঽপি মহাবীর্য্যো রুক্মিণস্তনয়াং শুভাম্।
স্বয়ংবরস্থাং জগ্রাহ সা চ তং তনয়ং হরেঃ॥ ৬
তস্যামস্যাভবৎ পুত্রো মহাবলপরাক্রমঃ।
অনিরুদ্ধো রণে রুদ্ধো বীর্য্যোদধিররিন্দমঃ॥ ৭
তস্যাপি রুক্মিণঃ পৌত্রীং বরয়ামাস কেশবঃ।
দৌহিত্রায় দদৌ রুক্মী তাং স্পর্দ্ধন্নপি শৌরিণা॥৮
তস্যা বিবাহে রামাদ্যা যাদবা হরিণা সহ।
রুক্মিণো নগরং জগ্মুর্নাম্না ভোজকটং দ্বিজ॥ ৯
বিবাহে তত্র নির্বৃত্তে প্রাদ্যুম্নেঃ সুমহাত্মনঃ।
কলিঙ্গরাজপ্রমুখা রুক্মিণং বাক্যমব্রুবন্॥ ১০
অনক্ষজ্ঞো হলী দ্যূতে তথাস্য ব্যসনং মহৎ।
ন জয়ামো বলং কস্মাৎ দ্যূতেনৈনং মহাদ্যুতে॥ ১১

পরাশর উবাচ।

তথেতি তানাহ নৃপান্ রুক্মী বলসমন্বিতঃ।
সভায়াং সহ রামেণ চক্রে দ্যূতঞ্চ বৈ তদা॥ ১২
সহস্রমেকং নিষ্কাণাং রুক্মিণা বিজিতো বলঃ
দ্বিতীয়েঽপি পণে চান্যৎসহস্রং রুক্মিণা জিতম্॥
ততো দশসহস্রাণি নিষ্কাণাং পণমাদদে।
বলভদ্রোঽজয়ত্তানি রুক্মী দ্যূতবিদাংবরঃ॥ ১৪
ততো জহাস স্বনবৎ কলিঙ্গাধিপতির্দ্বিজ।
দন্তানি দর্শয়ন্ মূঢ়ো রুক্মী চাহ মদোদ্ধতঃ॥ ১৫
অবিজ্ঞোঽয়ং ময়া দ্যূতে বলদেবঃ পরাজিতঃ।
মুধৈবাক্ষাবলেপান্ধো যঃ স্বং মেনেঽক্ষকোবিদম্॥১৬
দৃষ্ট্বা কলিঙ্গরাজং তং প্রকাশদশনাননম্।

ছিলেন। প্রদ্যুম্নের জন্মবৃত্তান্ত পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। রুক্মিণী ভিন্ন আরও সাতটী শোভনা স্ত্রী কৃষ্ণের পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের নাম কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, নাগ্নজিতী সত্যা, কামরূপিণী রোহিণীদেবী, জাম্ববতী, মদ্ররাজসুতা শীলমণ্ডনা সুশীলা, সত্রাজিতকন্যা সত্যভামা এবং চারুহাসিনী লক্ষ্মণা। ইহাঁদের ছাড়া চক্রীর আরও ষোড়শ সহস্র পত্নী ছিলেন। মহাবীর্য্য প্রদ্যুম্ন স্বয়ংবরস্থা রুক্মীরাজার কন্যাকে বিবাহ করেন, এ কন্যাও তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে প্রদ্যুম্নের এক মহাবলপরাক্রম পুত্র হয়। তাঁহার নাম অনিরুদ্ধ। ইনি রণে রুদ্ধাবস্থায় বীর্য্যোদধি অরিগণকে দমন করিতেন। কেশব রুক্মীর পৌত্রীর সহিত অনিরুদ্ধের বিবাহ প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে কৃষ্ণের প্রতি স্পর্দ্ধান্বিত হইয়াও দৌহিত্রকে স্বকীয় পৌত্রী প্রদান করিলেন। হে দ্বিজ! সেই কন্যার বিবাহোপলক্ষে বলরাম আদি যাদবগণ হরির সহিত ভোজকট নামে রুক্মীর রাজধানীতে গমন করিলেন। অনন্তর প্রদ্যুম্নপুত্রের বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়া গেলে, কলিঙ্গরাজ প্রভৃতি সুমহাত্মাগণ রুক্মীকে বলিলেন যে, "এই হলধর দ্যূতক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ, সুতরাং সেই ক্রীড়া দ্বারা ইহাঁর মহৎ ব্যসন উপস্থিত হইবে, অতএব হে মহাদ্যুতে! আমরা দ্যূতক্রীড়া দ্বারা বলভদ্রকে কেনই বা জয় না করিব?" ১—১১। পরাশর কহিলেন, অনন্তর বলসমন্বিত রাজা রুক্মী, নৃপতিগণকে কহিলেন যে, "তাহাই হইবে" এবং সেই কালেই সভাস্থলে বলভদ্রের সহিত দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ করিল। অনন্তর রুক্মী প্রথমবারেই চারিসহস্র সুবর্ণ পণ দ্বারা বলভদ্রকে পরাজিত করত দ্বিতীয়বারেও চারিসহস্র সুবর্ণ জয় করিয়া লইল। অনন্তর বলভদ্র তৃতীয়বারে চত্বারিংশৎ সহস্র সুবর্ণের পণ করিলেন; কিন্তু দ্যূতবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ রুক্মীও তৎসমুদায় জয় করিয়া লইল। হে দ্বিজ! অনন্তর কলিঙ্গাধিপতি দন্ত সকল প্রদর্শন করত উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিল এবং মদোদ্ধত রুক্মী কহিল,—দ্যূতক্রীড়ায় অভিজ্ঞ বলদেবকে আমি পরাজয় করিলাম, এই বলভদ্র বৃথা অক্ষগর্ব্বে অন্ধ হইয়া আপনাকে অক্ষক্রীড়ায় পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। অনন্তর কলিঙ্গদেশাধিপতিকে দন্তপ্রদর্শনপূর্ব্বক হাস্য করিতে এবং

রুক্মিণশ্চাপি দুর্ব্বাক্যং কোপং চক্রে হলায়ুধঃ ॥১৭
ততঃ কোপপরীতাত্মা নিষ্ককোটিং হলায়ুধঃ।
গ্লহং জগ্রাহ রুক্মী চ তদর্থেঽক্ষানপাতয়ৎ ॥ ১৮
অজয়দ্বলদেবস্তং প্রাহোচ্চৈস্তং জিতং ময়া।
ময়েতি রুক্মী প্রাহোচ্চৈরলীকোক্তৈরলং বল ॥১৯
ত্বয়োক্তোঽয়ং গ্লহঃ সত্যং ন ময়ৈষোঽনুমোদিতঃ।
এবং ত্বয়া চেদ্বিজিতং ময়া ন বিজিতং কথম্ ॥২০
অথান্তরিক্ষে বাগুচ্চৈঃ প্রাহ গম্ভীরনাদিনী।
বলদেবস্য তৎকোপং বর্দ্ধয়ন্তী মহাত্মনঃ ॥ ২১
জিতং বলেন ধর্ম্মেণ রুক্মিণো ভাষিতং মৃষা।
অনুক্ত্বাপি বচঃ কিঞ্চিৎ কৃতং ভবতি কর্ম্মণা ॥২২
ততো বলঃ সমুত্থায় কোপসংরক্তলোচনঃ।
জঘানাষ্টাপদেনৈব রুক্মিণং সুমহাবলঃ ॥ ২৩
কলিঙ্গরাজঞ্চাদায় বিস্ফুরন্তং বলাদ্বলঃ।
বভঞ্জ দন্তান্ কুপিতো যৈঃ প্রকাশং জহাস সঃ ॥২৪
আকৃষ্য চ মহাস্তম্ভং জাতরূপময়ং বলঃ।
জঘান যেঽন্যে তৎপক্ষা ভূভৃতঃ কুপিতো বলাৎ ॥
ততো হাহাকৃতং সর্ব্বং পলায়নপরং দ্বিজ।
তদ্রাজমণ্ডলং সর্ব্বং বভূব কুপিতে বলে ॥ ২৬
বলেন নিহতং শ্রুত্বা রুক্মিণং মধুসূদনঃ।
নোবাচ কিঞ্চিন্মৈত্রেয় রুক্মিণীবলয়োর্ভয়াৎ ॥ ২৭
ততোঽনিরুদ্ধমাদায় কৃতোদ্বাহং দ্বিজোত্তম।
দ্বারকামাজগামাথ যদুচক্রং সকেশবম্ ॥ ২৮

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে অনিরুদ্ধ-
বিবাহো নাম অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৮॥

রুক্মীকে দুর্ব্বাক্যপরায়ণ দেখিয়া বলভদ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তৎপরে কুপিত বলদেব চারিকোটি সুবর্ণ পরিমিত পণ গ্রহণ করিলেন। তখন রুক্মীও সেই পণজয়ের প্রত্যাশায় অক্ষপাত করিলেন। কিন্তু এবার বলভদ্র রুক্মীকে পরাজয় করিলেন ও উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন যে, আমি রুক্মীকে পরাজয় করিয়াছি। সেইকালে রুক্মীও কহিল, হে বলদেব! আপনি বৃথা মিথ্যা কহিবেন না; আমিই আপনাকে জয় করিয়াছি, আপনি এই পণের কথা বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমি ত ইহাতে অনুমোদন করি নাই; এবম্প্রকার স্থলে যদি আপনার জয় হইল, তবে আমার জয় কেন হইল না? ১২—২০। এই সময়ে আকাশে গম্ভীরনাদিনী বাণী, মহাত্মা বলভদ্রের কোপের বৃদ্ধি করত কহিলেন যে, "বলদেবই ধর্ম্মের সহিত জয় করিয়াছেন; রুক্মীর বাক্য মিথ্যা, কারণ অনুমোদনবাক্য না বলিলেও যদি পক্ষপাতাদি কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহার পণ স্বীকারই হইয়াছে।" অনন্তর সুমহাবল বলরাম কোপে আরক্তলোচন হইয়া উত্থান করত অষ্টাপদ (অক্ষদ্যূতফলক) দ্বারা আঘাতপূর্ব্বক রুক্মীকে বধ করিলেন। তৎপরে বলদেব সবলে দীপ্যমান কলিঙ্গাধিপতিকে গ্রহণ করত অতি কোপে তাঁহার দন্ত সকল ভাঙ্গিয়া দিলেন; কলিঙ্গাধিপতি সেই সকল দন্ত প্রকাশপূর্ব্বক বড়ই হাস্য করিয়াছিল। অনন্তর কুপিত বলদেব বলক্রমে জাতরূপময় স্তম্ভ আকর্ষণ করিয়া, বৈরিপক্ষীয় অন্যান্য রাজগণকে বধ করিলেন। হে দ্বিজ! বলভদ্রকে এবম্প্রকার কুপিত দেখিয়া সকলে হাহাকার করিতে লাগিল এবং সকল রাজগণ পলায়নপরায়ণ হইলেন। হে মৈত্রেয়! বলভদ্র রুক্মীকে নিহত করিয়াছেন শুনিয়াও মধুসূদন এবং রুক্মিণী, বলভদ্রের ভয়ে কিছুই বলিতে পারিলেন না। অনন্তর কৃতোদ্বাহ অনিরুদ্ধকে সঙ্গে করিয়া কেশবের সহিত সমস্ত যদুমণ্ডলী দ্বারকায় আগমন করিলেন। ২১—২৮।

পঞ্চমাংশে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।
দ্বারবত্যাং ততঃ শৌরিং শক্রস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
আজগামাথ মৈত্রেয় মত্তৈরাবতপৃষ্ঠগঃ ॥ ১

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! অনন্তর ত্রিভুবনেশ্বর ইন্দ্র, মত্ত-ঐরাবতপৃষ্ঠে আরোহণ

প্রবিশ্য দ্বারকাং সোহথ সমেত্য হরিণা ততঃ।
কথয়ামাস দৈত্যস্য নরকস্য বিচেষ্টিতম্॥ ২
ত্বয়া নাথেন দেবানাং মনুষ্যত্বেহপি তিষ্ঠতা।
প্রশমং সর্ব্বদুঃখানি নীতানি মধুসূদন॥ ৩
তপস্বিজননাশায় সোহরিষ্টো ধেনুকস্তথা।
চাণূরো মুষ্টিকঃ কেশী তে সর্ব্বে নিহতাস্ত্বয়া॥ ৪
কংসঃ কুবলয়াপীড়ঃ পূতনা বালঘাতিনী।
নাশং নীতাস্ত্বয়া সর্ব্বে যেহন্যে জগদুপদ্রবাঃ॥ ৫
যুষ্মদ্দোর্দণ্ড-সদ্বুদ্ধি-পরিত্রাতে জগত্রয়ে।
যজ্বিযজ্ঞাংশমপ্রাপ্য তৃপ্তিং যান্তি দিবৌকসঃ॥৬
সোহহং সাম্প্রতমায়াতো যন্নিমিত্তং জনার্দ্দন।
তং শ্রুত্বা তৎপ্রতীকারপ্রযত্নং কর্ত্তুমর্হসি॥ ৭
ভৌমোহয়ং নরকো নাম্না প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরেশ্বরঃ।
করোতি সর্ব্বভূতানামুপঘাতমরিন্দম॥ ৮
দেবসিদ্ধাসুরাদীনাং নৃপাণাঞ্চ জনার্দ্দন।
হৃত্বা হি সোহসুরঃ কন্যা রুরোধ নিজমন্দিরে॥ ৯
ছত্রং যৎ সলিলস্রাবি তজ্জহার প্রচেতসঃ।
মন্দরস্য তথা শৃঙ্গং হৃতবান্ মণিপর্ব্বতম্॥ ১০
অমৃতস্রাবিণী দিব্যে মন্মাতুঃ কৃষ্ণ কুণ্ডলে।
জহার সোহসুরোহদিত্যা বাঞ্ছত্যৈরাবতং গজম্॥১১
দুর্নীতমেতদ্গোবিন্দ ময়া তস্য তবোদিতম্।
যদত্র প্রতিপত্তব্যং তৎ স্বয়ং প্রবিমৃশ্যতাম্॥ ১২

পরাশর উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা স্মিতং কৃত্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
গৃহীত্বা বাসবং হস্তে সমুত্তস্থৌ বরাসনাৎ॥ ১৩
চিন্তয়ামাস চ বিভুর্মনসা পন্নগাশনম্।
সঞ্চিন্তিতমুপারুহ্য গরুড়ং গগনেচরম্।
সত্যভামাং সমারোপ্য যযৌ প্রাগ্‌জ্যোতিষং পুরম্
আরুহ্যৈরাবতং নাগং শক্রোহপি ত্রিদিবালয়ম্।

করত দ্বারকায় কৃষ্ণের নিকট আগমন করিলেন। অনন্তর ইন্দ্র, দ্বারকায় প্রবেশপূর্ব্বক হরির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নরক নামক দৈত্যের দুর্ব্ব্যবহারের বিষয় তাঁহার নিকট বলিতে আরম্ভ করিলেন। (ইন্দ্র কহিলেন) হে মধুসূদন! আপনি দেবগণের নাথ হইয়া এক্ষণে মনুষ্যরূপে অবস্থান করত আমাদের সর্ব্বপ্রকার দুঃখশান্তি করিয়াছেন। তপস্বিজনের বিনাশকারী অরিষ্ট, ধেনুক, চাণূর, মুষ্টিক ও কেশী প্রভৃতি মহাসুরগণকে আপনি বিনাশ করিয়াছেন। কংস, কুবলয়াপীড় ও বালঘাতিনী পূতনা এবং অন্যান্য জগতের উপদ্রবকারিগণকেও আপনি বিনাশ করিয়াছেন। আপনার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ও বুদ্ধিবলে ত্রিলোক অসজ্জন হইতে পরিত্রাণ পাওয়াতে এক্ষণে দেবগণ, যজ্ঞকারি-প্রদত্ত যজ্ঞাংশ লাভ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছেন। হে জনার্দ্দন! আমি সেই ইন্দ্র, এক্ষণে আপনার নিকট যে কারণে আগমন করিয়াছি, আপনি তাহা শ্রবণপূর্ব্বক তাহার প্রতীকারচেষ্টা করুন। হে অরিন্দম! প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরেশ্বর ভৌম নরকনামা একজন অসুর এক্ষণে সর্ব্বভূতের প্রতিই উপদ্রব করিতেছে। হে জনার্দ্দন! ঐ নরকাসুর দেব, সিদ্ধ, অসুর এবং নৃপগণের কন্যাগণকে হরণ করিয়া নিজগৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বরুণের যে কাঞ্চনস্রাবী ছত্র ছিল, তাহা এবং মণিপর্ব্বতাখ্য মন্দরশৃঙ্গও, ঐ অসুর হরণ করিয়াছে। ১—১০। হে কৃষ্ণ! নরকাসুর মদীয় জননী অদিতির অমৃতস্রাবী দিব্য কুণ্ডদ্বয় হরণ করিয়াছে এবং সর্ব্বদাই আমার এই ঐরাবতের প্রতি অভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকে। হে গোবিন্দ! এই আমি আপনার নিকট নরকাসুরের দুর্নীতির বিষয় বলিলাম, এক্ষণে এই স্থলে যাহা কর্ত্তব্য, আপনি তাহা স্বয়ংই বিবেচনা করিবেন। পরাশর কহিলেন,—ভগবান্ দেবকীসুত, বাসবের এবংবিধ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করত ইন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া মহার্হ আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু মনে মনে গরুড়কে চিন্তা করিলেন এবং চিন্তামাত্রে নিকটাগত গগনচারী গরুড়ের উপর সত্যভামার সহিত আরোহণপূর্ব্বক প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। হে মৈত্রেয়! অনন্তর অবলোকনকারী দ্বারকাবাসিগণের সম্মুখেই ইন্দ্র, ঐরাবত নামক হস্তীতে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। হে দ্বিজোত্তম!

ততো জগাম মৈত্রেয় পশ্যতাং দ্বারকৌকসাম্॥ ১৫
প্রাগ্জ্যোতিষপুরস্যাসীৎ সমন্তাচ্ছতযোজনম্।
আচিতা মৌরবৈঃ পাশৈঃ ক্ষুরান্তৈর্ভূদ্বিজোত্তম॥
তাংশ্চিচ্ছেদ হরিঃ পাশান্ ক্ষিপ্ত্বা চক্রং সুদর্শনম্।
ততো মুরুঃ সমুত্তস্থৌ তং জঘান চ কেশবঃ॥ ১৭
মুরোশ্চ তনয়ান্ সপ্ত সহস্রাংস্তাংস্ততো হরিঃ।
চক্রধারাগ্নিনির্দগ্ধাংশ্চাকার শলভানিব॥ ১৮
হত্বা মুরুং হয়গ্রীবং তথা পঞ্চজনং দ্বিজ।
প্রাগ্জ্যোতিষপুরং ধীমাংস্ত্বরাবান্ সমুপাগতঃ॥১৯
নরকেণাস্য তত্রাভূন্মহাসৈন্যেন সংযুগঃ।
কৃষ্ণস্য যত্র গোবিন্দো জঘ্নে দৈত্যান্ সহস্রশঃ॥২০
শস্ত্রাস্ত্রবর্ষং মুঞ্চন্তং ভৌমং তং নরকং বলী।
ক্ষিপ্ত্বা চক্রং দ্বিধা চক্রে চক্রেণ দৈত্যচক্রহা॥২১
হতে তু নরকে ভূমির্গৃহীত্বাদিতিকুণ্ডলে।
উপতস্থে জগন্নাথং বাক্যং চেদমথাব্রবীৎ॥ ২২
যদাহমুদ্ধৃতা নাথ ত্বয়া শূকরমূর্ত্তিনা।
ত্বৎস্পর্শসম্ভবঃ পুত্রস্তদায়ং ময্যজায়ত॥ ২৩
সোঽয়ং ত্বয়ৈব দত্তো মে ত্বয়ৈব বিনিপাতিতঃ।
গৃহাণ কুণ্ডলে চেমে পালয়াস্য চ সন্ততিম্॥ ২৪
ভারাবতারণার্থায় মমৈব ভগবানিমম্।
অংশেন লোকমায়াতঃ প্রসাদসুমুখঃ প্রভো॥ ২৫
ত্বং কর্ত্তা ত্বং বিকর্ত্তা চ সংহর্ত্তা প্রভবোঽপ্যয়ঃ।
জগতাং ত্বং জগদ্রূপঃ স্তূয়তেঽচ্যুত কিং তব॥ ২৬
ব্যাপী ব্যাপ্যঃ ক্রিয়া কর্ত্তা কার্য্যঞ্চ ভগবান্ যদা।
সর্ব্বভূতাত্মভূতস্য স্তূয়তে তব কিং তদা॥ ২৭
পরমাত্মা চ ভূতাত্মা মহাত্মা চাব্যয়ো ভবান্।
যদা তদা স্তুতির্নাস্তি কিমর্থা তে প্রবর্ত্ততে॥২৮
প্রসীদ সর্ব্বভূতাত্মন্ নরকেণ কৃতং হি যৎ।
তৎক্ষম্যতামদোষায় ত্বৎসুতঃ স নিপাতিতঃ॥ ২৯

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের চতুর্দ্দিকে শত যোজন বিস্তৃত ভূভাগ, ক্ষুরাগ্রভাগ সদৃশ তীক্ষ্ণাগ্র, মুরু নামক অসুররচিত পাশসমূহ দ্বারা বেষ্টিত ছিল। হরি সুদর্শনচক্র ক্ষেপ করিয়া সেই পাশসমূহকে ছেদন করিলেন। অনন্তর মুরুর প্রতি আক্রমণপূর্ব্বক তাহাকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ হরি মুরুর সপ্তসহস্র পুত্রগণকে শলভের ন্যায় চক্রধারা-সম্ভূত অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। হে দ্বিজ! ধীমান্ হরি এবম্প্রকারে মুরু, হয়গ্রীব ও পঞ্চজনকে বিনাশ করিয়া, ত্বরার সহিত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে উপস্থিত হইলেন। ১১—১৯। অনন্তর মহতী সেনা-পরিবারিত নরকাসুরের সহিত ভগবান্ কৃষ্ণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে ভগবান্ গোবিন্দ সহস্র সহস্র দৈত্যগণকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর শস্ত্র ও অস্ত্রসমূহের বর্ষণ-কারী ভূমিসুত নরকাসুরকে বলি-দৈত্যসমূহ-বিনাশকর্ত্তা ভগবান্ চক্রক্ষেপ করত দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এই প্রকারে নরকাসুর হত হইলে পর, ভূমি, কনকময় কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ-পূর্ব্বক ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া সেই জগন্নাথকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ভূমি কহি-লেন, হে নাথ! আপনি যখন শূকরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে উদ্ধার করেন, সেই সময় আপনার অঙ্গস্পর্শে আমার এই নরক নামা পুত্র হইয়াছিল। আপনিই যাহাকে দিয়াছিলেন, অদ্য আপনিই তাহাকে বিনাশ করিলেন। এই কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করুন এবং কৃপাপরবশ হইয়া এক্ষণে এই নরকাসুরের পুত্রগণকে পালন করুন। আপনিই ভগবান্, হে প্রভো! আপনি প্রসাদসুমুখ হইয়া আমারই ভারাবতারণার্থে স্বকীয় অংশে এই মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া-ছেন। হে অচ্যুত! আপনি জগতের কর্ত্তা, আপনিই বিকর্ত্তা এবং সংহারকারী। আপনিই সকলের কারণ, অথচ বিনাশরূপী। আপনি জগদ্রূপ, আপনার স্তব আমি কি প্রকারে করিতে সক্ষম হইব? যখন আপনিই ব্যাপক অথচ ব্যাপ্য, আপনিই ক্রিয়া অথচ কর্ত্তা এবং কার্য্য, হে ভগবন্! আপনি সকল ভূতের আত্মার স্বরূপ, তখন আমি কি প্রকারে আপনার স্তব করিতে সমর্থ হইব? আপনিই যখন অব্যয় পরমাত্মা, ভূতাত্মা এবং মহাত্মা, তখন আপনার স্তবই নাই; কোন্ অর্থের উল্লেখ করিয়া আপনার স্তুতি প্রবৃত্ত হইবে? হে সর্ব্বভূতাত্মন্! আপনি প্রসন্ন হউন এবং নরককৃত সকল

পরাশর উবাচ।

অথেতি চোক্তা ধরণীং ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
রত্নানি নরকাবাসাজ্জগ্রাহ মুনিসত্তম ॥ ৩০
কন্যাপুরে স কন্যানাং ষোড়শাতুলবিক্রমঃ।
শতাধিকানি দদৃশে সহস্রাণি মহামতে ॥ ৩১
চতুর্দ্দন্তান্ গজাংশ্চোগ্রান্ ষট্‌সহস্রান্ স দৃষ্টবান্।
কাম্বোজানাং তথাশ্বানাং নিযুতান্যেকবিংশতিম্ ॥৩২
কন্যাস্তাশ্চ তথা নাগাংস্তানশ্বান্ দ্বারকাং পুরীম্।
প্রেষয়ামাস গোবিন্দঃ সদ্যো নরককিঙ্করৈঃ ॥ ৩৩
দদৃশে বারুণং ছত্রং তথৈব মণিপর্ব্বতম্।
আরোপয়ামাস হরির্গরুড়ে পন্নগাশনে ॥ ৩৪
আরুহ্য চ স্বয়ং কৃষ্ণঃ সত্যভামা-সহায়বান্।
অদিত্যাঃ কুণ্ডলে দাতুং জগাম ত্রিদিবালয়ম্ ॥৩৫

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে নরকবধো নাম একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

অপরাধ ক্ষমা করুন। দোষনিবৃত্ত কামনায় আপনিই স্বকীয় সুতকে বিনাশ করিয়াছেন। ২০—২৯। পরাশর কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ভূতভাবন ভগবান্ "তোমার অভীষ্টসিদ্ধ হউক" পৃথিবীকে এই কথা বলিয়া নরক-গৃহ হইতে রত্নসমূহ গ্রহণ করিলেন। হে মহামতে! অনন্তর অতুলবিক্রম ভগবান্ নরকাসুরের কন্যান্তঃপুরমধ্যে শতাধিক ষোড়শসহস্র কন্যা দর্শন করিলেন। তিনি আরও দেখিতে পাইলেন যে, নরকপুরে চারিটী করিয়া দন্তশালী উগ্রকায় ছয়সহস্র গজ রহিয়াছে এবং একবিংশতি নিযুত কাম্বোজ-জাতীয় অশ্ব-সমূহও দেখিতে পাইলেন। তখন গোবিন্দ নরকাসুরের কিঙ্করগণ দ্বারা সেই সকল কন্যা, হস্তিসমূহ এবং অশ্বগণকে সদ্য দ্বারকাপুরীতে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বারুণ ছত্র ও মণিপর্ব্বত অবলোকন করিলেন; ঐ দ্রব্যদ্বয়কে পন্নগাশন গরুড়ের উপর আরোহণ করাইলেন। তৎপরে সত্যভামার সহিত ভগবান্ কৃষ্ণ স্বয়ং গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করত অদিতির কুণ্ডলদ্বয় অর্পণ করিবার জন্য স্বর্গে গমন করিলেন। ৩০—৩৫।

পঞ্চমাংশে উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

গরুড়ো বারুণং ছত্রং তথৈব মণিপর্ব্বতম্।
সভার্য্যঞ্চ হৃষীকেশং লীলয়ৈব বহন্ যযৌ ॥ ১
ততঃ শঙ্খমুপাধ্মাসীং স্বর্গদ্বারং গতো হরিঃ।
উপতস্থুস্ততো দেবাঃ সার্ঘ্যপাত্রা জনার্দ্দনম্ ॥ ২
স দেবৈরর্চ্চিতঃ কৃষ্ণো দেবমাতুর্নিবেশনম্।
সিতাভ্রশিখরাকারং প্রবিশ্য দদৃশেঽদিতিম্ ॥ ৩
স তাং প্রণম্য শক্রেণ সহ তে কুণ্ডলোত্তমে।
দদৌ নরকনাশঞ্চ শশংসাস্যৈ জনার্দ্দনঃ ॥ ৪
ততঃ প্রীতা জগন্মাতা ধাতারং জগতাং হরিম্।
তুষ্টাবাদিতিরব্যগ্রা কৃত্বা তৎপ্রবণং মনঃ ॥ ৫

অদিতিরুবাচ।

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ ভক্তানামভয়ঙ্কর।
সনাতনাত্মন্ সর্ব্বাত্মন্ ভূতাত্মন্ ভূতভাবন ॥ ৬
প্রণেতা মনসো বুদ্ধেরিন্দ্রিয়াণাং গুণাত্মক।

ত্রিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—গরুড়, সেই বারুণ ছত্র, মণিপর্ব্বত এবং সভার্য্য হৃষীকেশকে অবলীলাক্রমেই বহন করত গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর হরি স্বর্গদ্বারে গমন করিয়া শঙ্খবাদ্য করিলেন। তৎপরে শঙ্খশব্দ শ্রবণ করিয়া দেবগণ অর্ঘ্যপাত্র হস্তে লইয়া জনার্দ্দনের নিকট আগমন করিলেন। অনন্তর হরি, দেবগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া শুভ্র মেঘশিখরাকার দেবজননী অদিতির গৃহে প্রবেশ করত অদিতিকে দর্শন করিলেন। ভগবান্ জনার্দ্দন ইন্দ্রের সহিত তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক উত্তম কুণ্ডলদ্বয় অর্পণ করিয়া, তাঁহার নিকটে নরকাসুরবিনাশবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। অনন্তর জগন্মাতা অদিতি অব্যগ্রভাবে চিত্তকে তৎপ্রবণ করিয়া জগতের ধাতা হরিকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। অদিতি কহিলেন,—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে ভক্তগণের ভয়হারিন্! হে সনাতনাত্মন্! হে সর্ব্বাত্মন্! হে ভূতাত্মন্! হে ভূতভাবন! তোমাকে নমস্কার। তুমি মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-

ত্রিগুণাতীত নির্দ্বন্দ্ব শুদ্ধসত্ত্ব হৃদিস্থিত ॥ ৭
সিতদীর্ঘাদিনিঃশেষাকল্পনাপরিবর্জ্জিত।
জন্মাদিভিরসংস্পৃষ্ট স্বপ্নাদিপরিবর্জ্জিত ॥ ৮
সন্ধ্যা রাত্রিরহোভূমির্গগনং বায়ুরম্বু চ।
হুতাশনো মনো বুদ্ধির্ভূতাদিস্ত্বং তথাচ্যুত ॥ ৯
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং কর্ত্তা কর্ত্তৃপতির্ভবান।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাখ্যাভিরাত্মমূর্ত্তিভিরীশ্বর ॥ ১০
দেবা যক্ষাস্তথা দৈত্যা রাক্ষসাঃ সিদ্ধপন্নগাঃ।
কুষ্মাণ্ডাশ্চ পিশাচাশ্চ গন্ধর্ব্বা মনুজাস্তথা ॥ ১১
পশবো মৃগমাতঙ্গাস্তথৈব চ সরীসৃপাঃ।
বৃক্ষগুল্মলতাবল্লী-সমস্তাস্তৃণজাতয়ঃ ॥ ১২
স্থূলা মধ্যাস্তথা সূক্ষ্মাঃ স্থূলসূক্ষ্মতরাশ্চ যে।
দেহভেদা ভবান্ সর্ব্বে যে কেচিৎ পুদ্গলাশ্রয়াঃ ॥
মায়া তবেয়মজ্ঞাতপরমার্থাতিমোহিনী।
অনাত্মন্যাত্মবিজ্ঞানং যয়া মূঢ়োহনুরুধ্যতে ॥ ১৪
অহং মমেতি ভাবোহত্র যং পুংসামভিজায়তে।

গণের প্রণেতা। হে গুণাত্মক! হে ত্রিগুণাতীত! হে নির্দ্বন্দ্ব! হে শুদ্ধসত্ত্ব! হে হৃদিস্থিত! হে সিতদীর্ঘাদিনিঃশেষ-কল্পনা-বর্জ্জিত! হে জন্মাদিসঙ্গবিরহিত! হে স্বপ্নাদিপরিবর্জ্জিত! তোমাকে নমস্কার। হে অচ্যুত! তুমি সন্ধ্যা, রাত্রি, দিবস, ভূমি, গগন, বায়ু, জল, হুতাশন, মন ও বুদ্ধিস্বরূপ এবং তুমি ভূতনিবহের আদিভূত। হে ঈশ্বর! তুমি সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কর্ত্তা অথচ কর্ত্তৃপতি। তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপ—আত্মমূর্ত্তিত্রয় দ্বারা উক্ত কার্য্যত্রয় নিষ্পাদন করিয়া থাক। ১—১০। দেব, যক্ষ, দৈত্য, রাক্ষস, সিদ্ধ, পন্নগ, কুষ্মাণ্ড, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, পশু, মৃগ, মাতঙ্গ, সরীসৃপ, বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বল্লী, সমস্ত তৃণজাতি—স্থূল, মধ্য, সূক্ষ্ম, স্থূলতর ও সূক্ষ্মতর প্রভৃতি যত প্রকার দেহবিশেষ এবং যত পরমাণু আছে, তুমি সেই সকলেরই একমাত্র স্বরূপ। পরমাত্মস্বরূপানভিজ্ঞগণের মোহকারিণী তোমারই মায়া, আত্মভিন্ন পদার্থে আত্মবিজ্ঞান জন্মাইতেছে। হে দেব! ঐ মায়াই মূঢ়ব্যক্তিকে সংসারে অনুরুদ্ধ করিয়া থাকে। হে নাথ! এই সংসারে "আমি

সংসারমাতুর্মায়ায়াস্তবৈতন্নাথ চেষ্টিতম্ ॥ ১৫
যৈঃ স্বধর্ম্মপরৈর্নাথ নরৈরারাধিতো ভবান্।
তে তরন্ত্যখিলামেতাং মায়ামাত্মবিমুক্তয়ে ॥ ১৬
ব্রহ্মাদ্যাঃ সকলা দেবা মনুষ্যাঃ পশবস্তথা।
বিষ্ণুমায়ামহাবর্ত্তে মোহান্ধতমসাবৃতাঃ ॥ ১৭
আরাধ্য ত্বামভীপ্সন্তে কামানাত্মভবক্ষয়ম্।
যদেতে পুরুষা মায়া সৈবেয়ং ভগবংস্তব ॥ ১৮
ময়া ত্বং পুত্রকামিন্যা বৈরিপক্ষক্ষয়ায় চ।
আরাধিতো ন মোক্ষায় মায়াবিলসিতং হি তৎ ॥১৯
কৌপীনাচ্ছাদনপ্রায়া বাঞ্ছাকল্পদ্রুমাদপি।
জায়তে যদপুণ্যানাং সোহপরাধঃ স্বদোষজঃ ॥ ২০
তৎ প্রসীদাখিলজগন্মায়ামোহকরাব্যয়।
অজ্ঞানং জ্ঞানসদ্ভাবভূতং ভূতেশ নাশয় ॥ ২১
নমস্তে চক্রহস্তায় শার্ঙ্গহস্তায় তে নমঃ।

এবং আমার" ইত্যাদি যে সকল ভাব, পুরুষগণের মনে উদিত হইয়া থাকে, তাহা তোমার জগৎজননী মায়ারই বিলাস। হে নাথ! যে স্বধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যগণ তোমাকে আরাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা আত্মবিমুক্তির জন্য এই অখিল মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ব্রহ্মাদি সকল দেবগণ, মনুষ্যগণ ও পশুগণ—সকলেই বিষ্ণুমায়ারূপ মহা ভ্রমে পতিত এবং মোহরূপ ঘোর অন্ধকারে আবৃত রহিয়াছে। ইহাই তোমার মায়া; হে ভগবন্! যে মায়াপ্রভাবে জীবগণ আত্মজন্ম ও মরণকালের মধ্যেও তোমার আরাধনা করিয়া কামসমূহের অভিলাষ করিয়া থাকে। পুত্রগণের মঙ্গলাভিলাষে আমিই যে তোমাকে আরাধনা করিয়া শত্রুগণের বিনাশ কামনা করিয়াছি, কিন্তু মোক্ষের কামনা করি নাই, ইহাই তোমার মায়ার বিলাস। কল্পদ্রুমের নিকট হইতেও কৌপীনবস্ত্রের বাঞ্ছার ন্যায়, তোমার নিকট হইতে পুণ্যহীনগণের যে সামান্য বিষয়াভিলাষ-পূরণের প্রার্থনা, তাহা নিজের নিজের কর্ম্মজাত অপরাধ বৈ আর কি হইতে পারে? ১১—২০। হে অখিল-জগতের মায়ামোহকর! হে অব্যয়! তুমি প্রসন্ন হও। হে ভূতেশ! "আমিই বিদ্বান্"

গদাহস্তায় তে বিষ্ণো শঙ্খহস্তায় তে নমঃ॥ ২২
এতৎ পশ্যামি তে রূপং স্থূলচিহ্নোপলক্ষিতম্।
ন জানামি পরং যত্তে প্রসীদ পরমেশ্বর॥ ২৩
অদিত্যৈবং স্তুতো বিষ্ণুঃ প্রহস্যাহ সুরারণিম্।
মাতা দেবি ত্বমস্মাকং প্রসীদ বরদা ভব॥ ২৪
অদিতিরুবাচ।
এবমস্তু যথেচ্ছা তে ত্বমশেষৈঃ সুরাসুরৈঃ।
অজেয়ঃ পুরুষব্যাঘ্র মর্ত্ত্যলোকে ভবিষ্যসি॥ ২৫
ততোঽনন্তরমেবাস্য শক্রাণীসহিতাদিতিম্।
সত্যভামা প্রণম্যাহ প্রসীদেতি পুনঃপুনঃ॥ ২৬
মৎপ্রসাদান্ন তে সুভ্রু জরা বৈরূপ্যমেব চ।
ভবিষ্যত্যনবদ্যাঙ্গি সর্ব্বধামা ভবিষ্যসি॥ ২৭
অদিত্যা তু কৃতানুজ্ঞো দেবরাজো জনার্দ্দনম্।
যথাবৎ পূজয়ামাস বহুমানপুরঃসরম্॥ ২৮
ততো দদর্শ কৃষ্ণোঽপি সত্যভামাসহায়বান্।
দেবোদ্যানানি হৃদ্যানি নন্দনাদীনি সত্তম॥ ২৯
দদর্শ চ সুগন্ধাঢ্যং মঞ্জরীপুঞ্জধারিণম্।
শচ্যাহ্লাদকরং তাম্রবালপল্লবশোভিতম্॥ ৩০
মথ্যমানেঽমৃতে জাতং জাতরূপসমত্বচম্।
পারিজাতং জগন্নাথঃ কেশবঃ কেশিসূদনঃ॥ ৩১
তং দৃষ্ট্বা প্রাহ গোবিন্দং সত্যভামা দ্বিজোত্তম।
কস্মান্ন দ্বারকামেষ নীয়তে দেবপাদপঃ॥ ৩২
যদি তে তদ্বচঃ সত্যং সত্যাত্যর্থং প্রিয়েতি মে।
মদ্গেহনিষ্কুটার্থায় তদয়ং নীয়তাং তরুঃ॥ ৩৩
ন মে জাম্ববতী তাদৃগভীষ্টা ন চ রুক্মিণী।
সত্যে যথা ত্বমিত্যুক্তস্ত্বয়া কৃষ্ণাসকৃৎ প্রিয়ম্॥৩৪
সত্যং তদ্যদি গোবিন্দ নোপচারকৃতং তব।
তদস্তু পারিজাতোঽয়ং মম গেহবিভূষণম্॥ ৩৫
বিভ্রতী পারিজাতস্য কেশপক্ষেণ মঞ্জরীম্।

এবংবিধ অজ্ঞান বিনাশ কর। হে চক্রহস্ত! তোমাকে নমস্কার; হে শার্ঙ্গধারিন্! তোমাকে নমস্কার! হে বিষ্ণো! হে গদা ও শঙ্খহস্ত! তোমাকে নমস্কার। হে পরমেশ্বর! আমি তোমার এই সকল স্থূল-চিহ্নোপলক্ষিত রূপই দেখিতে পাইতেছি, তোমার পরম রূপ আমি জানি না, তুমি প্রসন্ন হও। ভগবান্ বিষ্ণু অদিতিকর্ত্তৃক এবম্প্রকার স্তুত হইয়া সুরমাতাকে হাস্যের সহিত কহিলেন, হে দেবি! তুমি আমাদের জননী, প্রসন্ন হও এবং আমাদের প্রতি বরদা হও। অদিতি কহিলেন,—হে পুরুষ-ব্যাঘ্র! তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক; অশেষ সুরাসুরগণ কর্ত্তৃক তুমি মর্ত্ত্যলোকে অজেয় হইবে। অনন্তর ইন্দ্রাণীর সহিত সত্যভামা ভগবানের প্রণামানন্তর অদিতিকে প্রণামপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ কহিলেন, আপনি প্রসন্ন হউন। অদিতি কহিলেন,—হে সুভ্রু! আমার অনুগ্রহে তোমার জরা বা বৈরূপ্য হইবে না। এবং তোমার সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য অব্যাহত হইবে। অনন্তর অদিতির আজ্ঞানুসারে দেবরাজ ইন্দ্র বহুমান-পুরঃসর যথারীতিতে ভগবান্ জনার্দ্দনকে পূজা করিলেন। হে সাধুশ্রেষ্ঠ! অনন্তর কৃষ্ণও সত্যভামার সহিত, মনোহর নন্দনাদি দেবোদ্যান সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই উদ্যান মধ্যে কেশিসূদন জগন্নাথ কেশব, অমৃতমথন-কালে উদ্ভূত পারিজাত বৃক্ষ দর্শন করিলেন। ঐ পারিজাত অতি সুগন্ধাঢ্য, মঞ্জরীপুঞ্জধারী ও শচীর আহ্লাদজনক। উহার চারিপার্শ্বে নবীন তাম্রবর্ণ পল্লবগণ শোভা পাইতেছিল। উহার ত্বক্ সকল সুবর্ণময় ছিল। ২১—৩১। হে দ্বিজোত্তম! ঐ বৃক্ষকে দর্শন করিয়া সত্যভামা গোবিন্দকে কহিলেন,—এই দেব-পাদপটী কি কারণে দ্বারকায় লইয়া যাইতেছেন না? যদি আপনার এই কথা সত্য হয় যে, "সত্যভামা আমার অতিশয় প্রিয়া", তাহা হইলে, আমার গৃহোদ্যানের জন্য এই বৃক্ষটীকে লইয়া চলুন। হে কৃষ্ণ! আপনি অনেকবারই আমাকে প্রিয়বাক্য বলিয়াছেন,—"হে সত্যে! তুমি আমার যে প্রকার প্রিয়া, এবম্প্রকার রুক্মিণী বা জাম্ববতী কেহই আমার প্রিয়া নহে।" হে গোবিন্দ! আপনার সেই সকল বাক্য যদি সত্য হয় ও আমার প্রলোভনার্থে না ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই পারিজাত বৃক্ষটী আমার গৃহবিভূষণ স্বরূপে পরিগণিত হউক। এই

সপত্নীনামহং মধ্যে শোভেয়মিতি কাময়ে ॥ ৩৬

পরাশর উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ সম্প্রহস্যৈনং পারিজাতং গরুত্মতি ।
আরোপয়ামাস হরিস্তমূচুর্ব্বনরক্ষিণঃ ॥ ৩৭
ভোঃ শচী দেবরাজস্য মহিষী তৎপরিগ্রহম্ ।
পারিজাতং ন গোবিন্দ হর্ত্তুমর্হসি পাদপম্ ॥ ৩৮
শচীবিভূষণার্থায় দেবৈরমৃতমন্থনে ।
উৎপাদিতোঽয়ং ন ক্ষেমী গৃহীত্বৈনং গমিষ্যসি ॥
দেবরাজো মুখপ্রেক্ষো যস্যাস্তস্যাঃ পরিগ্রহম্ ।
মৌঢ্যাৎ প্রার্থয়সে ক্ষেমী গৃহীত্বৈনং হি কো ব্রজেৎ
অবশ্যমস্য দেবেন্দ্রো নিষ্কৃতিং কৃষ্ণ যাস্যতি ।
বজ্রোদ্যতকরং শক্রমনুযাস্যন্তি চামরাঃ ॥ ৪১
তদলং সকলৈর্দেবৈর্ব্বিগ্রহেণ তবাচ্যুত ।
বিপাককটু যৎ কর্ম্ম তন্ন শংসন্তি পণ্ডিতাঃ ॥৪২
ইত্যুক্তে তৈরুবাচৈতান্ সত্যভামাতিকোপিনী ।
কা শচী পারিজাতস্য কো বা শক্রঃ সুরাধিপঃ ॥৪৩
সামান্যঃ সর্ব্বলোকানাং যদ্যেষোঽমৃতমন্থনে ।
সমুৎপন্নঃ সুরাঃ কস্মাদেকো গৃহ্লাতি বাসবঃ ॥ ৪৪
যথা সুধা যথৈবেন্দুর্যথা শ্রীর্ব্বনরক্ষিণঃ ।
সামান্যাঃ সর্ব্বলোকস্য পারিজাতস্তথা দ্রুমঃ ॥৪৫
ভর্ত্তৃবাহু-মহাগর্ব্বা রুণদ্ধ্যেনং যথা শচী ।
তৎ কথ্যতামলং ক্ষান্ত্যা সত্যা হারয়তি দ্রুমম্ ॥
কথ্যতাঞ্চ দ্রুতং গত্বা পৌলোম্যা বচনং মম ।
সত্যভামা বদত্যেতদতিগর্ব্বোদ্ধতাক্ষরম্ ॥ ৪৭
যদি ত্বং দয়িতা ভর্ত্তুর্যদি বশ্যঃ পতিস্তব ।
মদ্ভর্ত্তুর্হরতো বৃক্ষং তৎ কারয় নিবারণম্ ॥ ৪৮
জানামি তে পতিং শক্রং জানামি ত্রিদিবেশ্বরম্ ।
পারিজাতং তথাপ্যেনং মানুষী হারয়ামি তে ॥৪৯

পারিজাতমঞ্জরীকে আমি স্বকীয় কেশভারে ধারণপূর্ব্বক সপত্নীগণের মধ্যে শোভা পাই, ইহাই আমি কামনা করি। পরাশর কহিলেন,—সত্যভামা এই কথা বলিলে পর, হরি হাস্যপূর্ব্বক গরুড়ের উপর সেই পারিজাত বৃক্ষটীকে উঠাইয়া লইলেন। তখন বনরক্ষিগণ তাঁহাকে কহিল যে, যিনি দেবরাজের মহিষী শচী, এই পারিজাত বৃক্ষ তাঁহারই,—অতএব হে গোবিন্দ! আপনি ইহাকে হরণ করিবেন না। দেবগণ অমৃতমন্থন কালে শচীর বিভূষণের জন্য এই বৃক্ষকে উদ্ধার করিয়াছেন। আপনি ইহা গ্রহণ করিয়া কুশলে যাইতে পারিবেন না। দেবরাজও যে শচীর মুখাপেক্ষী, সেই শচীর পরিগ্রহ এই পারিজাত বৃক্ষ হরণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি কুশলে গমন করিতে পারে? ৩২—৪০। হে কৃষ্ণ! দেবেন্দ্র অবশ্যই এই কর্ম্মের প্রতিবিধান করিবেন এবং বজ্রোদ্যত-কর ইন্দ্রের পশ্চাতে সকল দেবগণই ধাবিত হইবেন। হে অচ্যুত! এই কারণে দেবগণের সহিত বৃথা বিরোধ করিবেন না। পণ্ডিতগণ, পরিণাম-বিসদৃশ কর্ম্মকে কখনই প্রশস্ত বলেন না। বনরক্ষিগণ এই প্রকার বলিলে পর, অতি কোপিনী সত্যভামা তাহাদিগকে কহিলেন, অরে! পারিজাত সম্বন্ধে শচীই বা কে! আর সুরাধিপ ইন্দ্রই বা কে? ইহা যদি অমৃতমন্থনে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে সকল লোকেরই সাধারণ-সম্পত্তি। তবে হে সুরগণ! একা ইন্দ্র কেন ইহাকে গ্রহণ করেন? অরে বনরক্ষিগণ! সমুদ্র হইতে উৎপন্ন সুধা, চন্দ্র এবং লক্ষ্মী যে প্রকার সকল লোকেরই সাধারণ ভোগ্য, সেই প্রকার এই পারিজাতও সর্ব্বলোকের সাধারণ সম্পত্তি,ইহাতে সন্দেহ কি? ভর্ত্তার বাহুবীর্য্যে গর্ব্বিত শচী যে প্রকারে এই বৃক্ষকে রোধ করিতে সমর্থ হন, তোমরা সেই প্রকারে গিয়াই তাঁহাকে বল যে, হরিপ্রিয়া সত্যভামা স্বীয় পতির বলে বৃক্ষ হরণ করিতেছেন। তোমাদের ক্ষমার আবশ্যকতা নাই। এবং তোমরা সত্বর গমনপূর্ব্বক শচীকে আমার এই বাক্য বলিয়া দেও যে, সত্যভামা অতিগর্ব্বোদ্ধত-পদে এই প্রকার বাক্য বলিতেছেন। তুমি যদি তোমার স্বামীর প্রিয়া হও এবং স্বামীও যদি তোমার বশবর্ত্তী হন, তাহা হইলে আমার স্বামী বৃক্ষহরণ করিতেছেন, তুমি তাহা নিবারণ করাও। আমি তোমার পতি ইন্দ্রকেও জানি এবং তিনি যে স্বর্গের অধিপতি, তাহাও জানি; তথাপি

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তা রক্ষিণো গত্বা শচ্যা উচুর্যথোদিতম্।
শচী চোৎসাহয়ামাস ত্রিদশাধিপতিং পতিম্ ॥৫০
ততঃ সমস্তদেবানাং সৈন্যৈঃ পরিবৃতো হরিম্।
প্রযযৌ পারিজাতার্থমিন্দ্রো যোধয়িতুং দ্বিজ ॥ ৫১
ততঃ পরিঘনিস্ত্রিংশ-গদাশূলবরায়ুধাঃ।
বভূবুস্ত্রিদশাঃ সজ্জাঃ শক্রে বজ্রকরে স্থিতে ॥ ৫২
ততো নিরীক্ষ্য গোবিন্দো নাগরাজোপরিস্থিতম্।
শক্রং দেবপরীবারং যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্ ॥ ৫৩
চকার শঙ্খনির্ঘোষং দিশঃ শব্দেন পূরয়ন্।
মুমোচ চ শরব্রাজং সহস্রায়ুতসম্মিতম্ ॥ ৫৪
ততো দিশো নভশ্চৈব দৃষ্ট্বা শরশতাচিতম্।
মুমুচুস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে অস্ত্রশস্ত্রাণ্যনেকশঃ ॥ ৫৫
একৈকমস্ত্রং শস্ত্রঞ্চ দেবৈর্ম্মুক্তং সহস্রধা।
চিচ্ছেদ লীলয়ৈবেশো জগতাং মধুসূদনঃ ॥ ৫৬
পাশং সলিলরাজস্য সমাকৃষ্যোরগাশনঃ।
চকার খণ্ডশশ্চঞ্চ্বা বালপন্নগদেহবৎ ॥ ৫৭
যমেন প্রহৃতং দণ্ডং গদাবিক্ষেপখণ্ডিতম্।
পৃথিব্যাং পাতয়ামাস ভগবান্ দেবকীসুতঃ ॥৫৮
শিবিকাঞ্চ ধনেশস্য চক্রেণ তিলশো বিভুঃ।
চকার শৌরিরর্কঞ্চ দৃষ্টিদৃষ্টং হতৌজসম্ ॥ ৫৯
নীতোঽগ্নিঃ শতশো বাণৈর্দ্রাবিতা বসবো দিশঃ।
চক্রবিচ্ছিন্নশূলাগ্রা রুদ্রা ভুবি নিপাতিতাঃ ॥ ৬০
সাধ্যা মরুতো বিশ্বে চ গন্ধর্ব্বাশ্চৈব শায়কৈঃ।
শার্ঙ্গিণ প্রেরিতৈরস্তা ব্যোম্নি শাল্মলিতূলবৎ ॥৬১
গরুত্মানপি বক্ত্রেণ পক্ষাভ্যাং নখরাঙ্কুরৈঃ।
ভক্ষয়ংস্তাড়য়ন্ দেবান্ দারয়ংশ্চ চচার বৈ ॥ ৬২
ততঃ শরসহস্রেণ দেবেন্দ্রমধুসূদনৌ।
পরস্পরং ববর্ষাতে ধারাভিরিব তোয়দৌ ॥ ৬৩

আমি মানুষী হইয়াও এই পারিজাত হরণ করিতেছি। ১১—৪৯। পরাশর কহিলেন,—সত্যভামার এই বাক্যে দূতগণ গমন করত শচীর নিকট যে প্রকার সত্যভামা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া দিল। অনন্তর শচীও স্বীয় পতি ত্রিদশনাথ ইন্দ্রকে প্রোৎসাহান্বিত করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজ! তৎপরে ইন্দ্র, সমুদয় দেবসৈন্যে পরিবৃত হইয়া, পারিজাতানয়নের জন্য হরির সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিলেন। অনন্তর ইন্দ্র বজ্রহস্ত হইবামাত্র পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, গদা ও শূল প্রভৃতি উত্তমাস্ত্রধারী সুরসেনাগণ সজ্জিত হইল। তৎপরে হস্তিরাজোপরিস্থিত, দেবসেনা-পরিবেষ্টিত ইন্দ্র, যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া, গোবিন্দ শঙ্খ-ধ্বনি করিলেন এবং ধনুর্জ্যা শব্দে দিক্‌সমূহ পূরিত করিয়া, এককালে সহস্রায়ুত পরিমিত শস্ত্রনিকর নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর দিক্ সকল ও আকাশ অনন্ত শস্ত্রসমূহে আচ্ছাদিত হইয়াছে দেখিয়া, দেবগণ অনেক প্রকার অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ত্রিজগৎপ্রভু মধুসূদন তৎকালে প্রত্যেক দেবগণক্ষিপ্ত প্রত্যেক শস্ত্রকে অবলীলাক্রমে সহস্রখণ্ড করিতে লাগিলেন। গরুড়ও সলিলরাজ বরুণের পাশাস্ত্র আকর্ষণপূর্ব্বক, ভুজঙ্গশিশুর দেহের ন্যায়, চঞ্চু দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ভগবান্ দেবকীসুত, যম-প্রহৃত দণ্ডকে গদা-ক্ষেপ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া পৃথিবীপাতিত করিলেন। ভগবান্ বিভু শৌরি চক্রক্ষেপ দ্বারা কুবেরের শিবিকাকে তিল তিল প্রকারে বিভিন্ন করিলেন এবং দৃষ্টিপাত দ্বারাই সূর্য্যকে বিনষ্ট-তেজাঃ করিলেন। ভগবান্ শত শত বাণ দ্বারা অগ্নিকে নিরস্ত করিয়া ফেলিলেন। বসুগণ নানা-দিকে পলায়ন করিলেন। ভগবানের চক্রে নিজ নিজ শূলাগ্রভাগ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে ক্রমশঃ হীনবল রুদ্রগণ ভূমিতে নিপাতিত হইতে লাগিলেন। ৫০—৬০। সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, বিশ্বদেব ও গন্ধর্ব্বগণ কৃষ্ণ-প্রক্ষিপ্ত বাণাঘাতে বিক্ষিপ্ত হইয়া অন্তরীক্ষে শাল্মলীতূলার ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর গরুড়ও মুখ, পক্ষদ্বয় ও নখরাগ্র দ্বারা দেবগণকে তাড়নানন্তর বিদারিত করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অবিরল-ধারে বর্ষণকারী মেঘদ্বয়ের ন্যায় মধুসূদন এবং দেবরাজ ইন্দ্র পরস্পর সহস্র সহস্র শরধারা বর্ষণ করিতে

ঐরাবতেন গরুড়ো যুযুধে তত্র সংযুগে।
দেবৈঃ সমস্তৈর্যুযুধে শক্রেণ চ জনার্দ্দনঃ ॥ ৬৪
ছিন্নেষশেষবাণেষু শস্ত্রেষস্ত্রেষু চ ত্বরন্ !
জগ্রাহ বাসবো বজ্রং কৃষ্ণশ্চক্রং সুদর্শনম্ ॥ ৬৫
ততো হাহাকৃতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং দ্বিজসত্তম ।
বজ্রচক্রধরৌ দৃষ্ট্বা দেবরাজজনার্দ্দনৌ ॥ ৬৬
ক্ষিপ্তং বজ্রমথেন্দ্রেণ জগ্রাহ ভগবান্ হরিঃ।
ন মুমোচ চ চক্রং স তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ৬৭
প্রনষ্টবজ্রং দেবেন্দ্রং গরুড়ক্ষতবাহনম্ ।
সত্যভামাব্রবীদ্বীরং পলায়নপরায়ণম্ ॥ ৬৮
ত্রৈলোক্যেশ্বর নো যুক্তং শচীভর্ত্তুঃ পলায়নম্ ।
পারিজাতস্রগাভোগা ত্বামুপস্থাস্যতে শচী ॥ ৬৯
কীদৃশং দেবরাজ্যন্তে পারিজাতস্রগুজ্জ্বলাম্।
অপশ্যতো যথাপূর্ব্বং প্রণয়াদাগতাং শচীম্ ॥ ৭০
অলং শক্র প্রয়াতেন ন ব্রীড়াং গন্তুমর্হসি ।
নীয়তাং পারিজাতোঽয়ং দেবাঃ সন্তু গতব্যথাঃ ॥৭১
পতিগর্ব্বাবলেপেন বহুমানপুরঃসরম্ ।
ন দদর্শ গৃহে যাতামুপচারেণ মাং শচী ॥ ৭২
স্ত্রীত্বাদগুরুচিত্তাহং স্বভর্ত্তৃশ্লাঘনাপরা ।
ততঃ কৃতবতী শক্র ভবতা সহ বিগ্রহম্ ॥ ৭৩
তদলং পারিজাতেন পরস্বেন হৃতেন নঃ ।
রূপেণ গর্ব্বিতা সা তু ভর্ত্রা স্ত্রী কা ন গর্ব্বিতা ॥

পরাশর উবাচ ।

ইত্যুক্তো বিনিবৃত্তোঽসৌ দেবরাজস্তথা দ্বিজ ।
প্রাহ চৈনামলং চণ্ডি সখ্যুঃ খেদাতিবিস্তরৈঃ ॥ ৭৫
ন চাপি স্বর্গসংহার-স্থিতিকর্ত্তাখিলস্য যঃ ।
জিতস্য তেন মে ব্রীড়া জায়তে বিশ্বরূপিণা ॥ ৭৬
যস্মিন্ জগৎ সকলমেতদনাদিমধ্যে
যস্মাদ্যতশ্চ ন ভবিষ্যতি সর্ব্বভূতাৎ ।

লাগিলেন। সেই যুদ্ধে গরুড় ঐরাবতের সহিত এবং ভগবান্ একাই অনন্ত দেবগণ এবং ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অনেক প্রকার অস্ত্রশস্ত্র এই প্রকারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল দেখিয়া বাসব ত্বরান্বিত হইয়া বজ্র ধারণ করিলেন। এদিকে জনার্দ্দনও সুদর্শনচক্র গ্রহণ করিলেন। অনন্তর দেবরাজ ও জনার্দ্দনকে যথাক্রমে বজ্র ও সুদর্শন চক্র গ্রহণ করিতে দেখিয়া, হে দ্বিজসত্তম! সকল ত্রৈলোক্যই হাহাকার করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করিলে পর, ভগবান্ বজ্র ধারণ করিয়া,—"ইন্দ্র! থাক্ থাক্" এই কথা বলিতে লাগিলেন, কিন্তু চক্রক্ষেপ করিলেন না। অনন্তর প্রনষ্টবজ্র গরুড়ক্ষতবাহন বীর দেবেন্দ্রকে পলায়নপরায়ণ দেখিয়া সত্যভামা বলিতে লাগিলেন, হে ত্রৈলোক্যেশ্বর ইন্দ্র! আপনি শচীর ভর্ত্তা, আপনার কি পলায়ন উচিত? পলায়ন করিতেছেন কেন? শচী পারিজাতমাল্যভূষিতা হইয়া শীঘ্রই আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছেন। ৬১—৭০। পূর্ব্বে পারিজাতমালায় উজ্জ্বলকান্তি শচীকে ইদানীং পারিজাতমাল্যে হীনা দেখিয়া আপনার দেবরাজ্য কি প্রকার সুখের হইবে? হে ইন্দ্র! পলায়নে প্রয়োজন কি? লজ্জিত হইবেন না। এই পারিজাত লইয়া যাউন; দেবগণের ব্যথা শান্তি হউক। পতির বীর্য্যজনিত গর্ব্বভরে গর্ব্বিতা শচী গৃহাভিগমনোন্মুখী আমাকে বহুমানপূর্ব্বক দেখেন নাই, বরঞ্চ অবজ্ঞার সহিত দেখিয়াছেন। আমি স্ত্রীলোক, সুতরাং নিজভর্ত্তার শ্লাঘা-তৎপর হইয়া লঘুচিত্ততা প্রযুক্ত, হে ইন্দ্র! আপনার সহিত বিগ্রহ ঘটাইয়াছি। হে ইন্দ্র! এই পরস্ব পারিজাত হরণ করিয়া আমাদের কি ফল? শচী আপনাকে অত্যন্ত রূপশালিনী জ্ঞানে পতির গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়াছিলেন, কোন্ স্ত্রী নিজ পতির গৌরবে গর্ব্বিতা নহে? পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজ! সত্যভামার এবম্প্রকার বাক্যে নিবৃত্ত হইয়া নির্ম্মল ভাবে ইন্দ্র তাঁহাকে কহিলেন, হে কোপনে! আমি আপনাদের মিত্র, সুতরাং আমার খেদ বিস্তার করা আপনার উচিত নহে। যিনি ত্রিলোকের সর্গ, সংহার ও স্থিতিকারী, সেই বিশ্বরূপী ভগবানের নিকট আমি পরাজিত হইয়াছি, ইহাতে আমার কোন লজ্জা নাই। হে দেবি! আদি-মধ্য-হীন যে পরমাত্মাতে এই সকল জগৎই প্রতিষ্ঠিত, যাঁহা

তেনোদ্ভবপ্রলয়পালনকারণেন
ব্রীড়া কথং ভবতি দেবি নিরাকৃতস্য ॥ ৭৭
সকলভুবনসূতের্মূর্ত্তিরস্যানুসূক্ষ্মা
বিদিতসকলবেদৈর্জ্ঞায়তে যস্য নান্যৈঃ।
তমজমকৃতমীশং শাশ্বতং স্বেচ্ছয়ৈনং
জগদুপকৃতিমর্ত্ত্যং কো বিজেতুং সমর্থঃ ॥৭৮

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে পারি-
জাতহরণং নাম ত্রিংশো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

সংস্তুতো ভগবানিত্থং দেবরাজেন কেশবঃ।
প্রহস্য ভাবগম্ভীরমুবাচেদং দ্বিজোত্তম ॥ ১
দেবরাজো ভবানিন্দ্রো বয়ং মর্ত্ত্যা জগৎপতে।
ক্ষন্তব্যং ভবতা চেদমপরাধকৃতং মম ॥ ২
পারিজাততরুশ্চায়ং নীয়তামুচিতাস্পদম্।
গৃহীতোঽয়ং ময়া শক্র সত্যাবচনকারণাৎ ॥ ৩
বজ্রঞ্চেদং গৃহাণ ত্বং যত্ত্বয়া প্রহিতং ময়ি।
তবৈবৈতৎ প্রহরণং শক্র বৈরিবিদারণম্ ॥ ৪

শক্র উবাচ।

বিমোহয়সি মামীশ মর্ত্ত্যোঽহমিতি কিং বদন।
জানীমস্তুভগবতো ন তু সূক্ষ্মবিদো বয়ম্ ॥ ৫
যোঽসি সোঽসি জগত্ত্রাণ প্রবৃত্তৌ নাথ সংস্থিতঃ।
জগতঃ শল্যনিষ্কর্ষং করোষ্যসুরসূদন ॥ ৬
নীয়তাং পারিজাতোঽয়ং কৃষ্ণ দ্বারবতীং পুরীম্।
মর্ত্ত্যলোকে ত্বয়া ত্যক্তে নায়ং সংস্থাস্যতে ভুবি ॥৭
তথেত্যুক্ত্বা চ দেবেন্দ্রমাজগাম ভুবং হরিঃ।
প্রসক্তৈঃ সিদ্ধগন্ধর্বৈঃ স্তূয়মানস্তথর্ষিভিঃ ॥ ৮

হইতে এই জগৎ উৎপন্ন এবং সর্ব্বভূতময়, যাহা হইতে এই সকল জগৎ প্রলয়ান্তে পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইবে, সেই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশকারণ ভগবান্ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে লজ্জা কেন হইবে? যাঁহারা সকল বেদের অর্থ পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারাই সকল-প্রকার ভুবন-প্রসবকর্ত্তা যে ভগবানের অতি সূক্ষ্ম (অজ্ঞেয়) মূর্ত্তি কি প্রকার তাহা জানেন না। সেই কর্ম্মহীন, শাশ্বত, জন্মহীন এবং স্বকীয় ইচ্ছায় জগতের উপকার করিতে মনুষ্য-শরীরধারী ঈশ্বরকে কোন্ ব্যক্তি পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে? ৭১—৭৮।

পঞ্চমাংশে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ কেশব, দেবরাজ কর্ত্তৃক এবম্প্রকারে স্তুত হইয়া ভাবগম্ভীর ভাবে হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, হে জগৎপতে! আপনি দেবরাজ ইন্দ্র, আমরা মর্ত্ত্য-মানব, সুতরাং আমি যে অপরাধ করিয়াছি, ইহা আপনি ক্ষমা করিবেন। আপনার এই পারিজাত বৃক্ষকে ইহার যোগ্যস্থানে লইয়া যাউন, হে ইন্দ্র! ইহা কেবল আমি সত্যভামার বচনানুসারেই গ্রহণ করিয়াছিলাম। এবং আপনি আমার প্রতি যে বজ্র প্রহার করিয়াছিলেন, তাহাও গ্রহণ করুন, হে ইন্দ্র! এই বৈরিবিদারণ প্রহরণ আপনারই যোগ্য। ইন্দ্র কহিলেন,—হে ঈশ! "আমি মর্ত্ত্য" এই কথা বলিয়া কেন আমাকে বিমোহিত করিতেছেন? হে ভগবন্! আপনার এই পরিদৃশ্যমান রূপই আমাদের জ্ঞানগোচর, কিন্তু আমরা আপনার সূক্ষ্মরূপের বিষয় জানি না। হে জগতের ত্রাণকারিন্! আপনি যাহা, তাহাই আছেন. হে অসুরসূদন! আপনি স্বকীয় প্রবৃত্তিতে সংস্থিত হইয়া জগতের কণ্টকোদ্ধার করিতেছন। হে কৃষ্ণ! এই পারিজাত বৃক্ষকে আপনি দ্বারকায় লইয়া যান। আপনি মর্ত্ত্য-লোক পরিত্যাগ করিলে, ইহা আর পৃথিবীতে থাকিবে না; এইখানে চলিয়া আসিবে। অনন্তর হরি, "তাহাই হউক"—দেবেন্দ্রকে এই প্রত্যুত্তর প্রদানপূর্ব্বক, ভূমিতলে আগ-মন করিলেন। আগমনকালে সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব

ততঃ শঙ্খমুপাধ্মায় দ্বারকোপরিসংস্থিতঃ।
হর্ষমুৎপাদয়ামাস দ্বারকাবাসিনাং দ্বিজ ॥ ৯
অবতীর্য্যাথ গরুড়াৎ সত্যভামাসহায়বান্।
নিষ্কুটে স্থাপয়ামাস পারিজাতং মহাতরুম্ ॥ ১০
যমভ্যেত্য জনঃ সর্ব্বো জাতিং স্মরতি পৌর্ব্বিকীম্
বাস্যতে যস্য পুষ্পাণাং গন্ধেনোর্ব্বী ত্রিযোজনম্ ॥১১
ততস্তে সাদরাঃ সর্ব্বে দেহবন্ধানমানুষান্।
দদৃশুঃ পাদপে তস্মিন্ কুর্ব্বন্তো মুখদর্শনম্ ॥ ১২
কিঙ্করৈঃ সমুপানীতং হস্ত্যশ্বাদি ততো ধনম্।
স্ত্রিয়শ্চ কৃষ্ণো জগ্রাহ নরকস্য পরিগ্রহান্ ॥ ১৩
ততঃ কালে শুভে প্রাপ্তে উপযেমে জনার্দ্দনঃ।
তাঃ কন্যা নরকেণাসন্ সর্ব্বতো যাঃ সমাহৃতাঃ ॥১৪
একস্মিন্নেব গোবিন্দঃ কালে তাসাং মহামতে।
জগ্রাহ বিধিবৎ পাণীন্ পৃথগ্গেহেষু ধর্ম্মতঃ ॥১৫
ষোড়শ স্ত্রীসহস্রাণি শতমেকং তথাধিকম্।

ও ঋষিগণ মিলিত হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজ! অনন্তর হরি দ্বারকার উপরিভাগে সংস্থিতিপূর্ব্বক শঙ্খবাদ্য করত দ্বারকাবাসী জনগণের হর্ষোৎপাদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সত্যভামার সহিত ভগবান্ কেশব, গরুড় হইতে অবতরণ করিয়া নিষ্কুটে (অন্তঃপুরে) পরিজাত নামক মহাতরুকে স্থাপিত করিলেন। ১—১০। এই পারিজাত তরুর নিকটে গমন করিলে সকল লোকেই স্বকীয় পূর্ব্বজন্মের বিষয় স্মরণ করিতে পারিত এবং ইহার গন্ধে তিনযোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমি আমোদিত হইত। অনন্তর সকল যাদবগণই সেই পারিজাত তরুতে মুখদর্শন করিতে গেলে, স্বকীয় দেহকে দেবশরীর বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ কিঙ্করগণ কর্ত্তৃক আনীত নরকাসুরের হস্তী অশ্ব প্রভৃতি ধন এবং সেই সকল স্ত্রীগণকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর শুভ সময় উপস্থিত হইলে, সেই সকল নরকাসুর কর্ত্তৃক অপহৃত কন্যাগণকে জনার্দ্দন বিবাহ করিলেন। হে মহামতে! আশ্চর্য্যের বিষয় এই,—এক সময়েই পৃথক্ পৃথক্ গৃহে ভগবান্ সেই সকল কন্যাগণের ধর্ম্মানুসারে

তাবন্তি চক্রে রূপাণি ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥ ১৬
একৈকশ্যেন তাঃ কন্যা মেনিরে মধুসূদনম্।
মমৈব পাণিগ্রহণং ভগবান্ কৃতবানিতি ॥ ১৭
নিশাসু চ জগৎস্রষ্টা তাসাং গেহেষু কেশবঃ।
উবাস বিপ্র সর্ব্বাসাং বিশ্বরূপধরো হরিঃ ॥ ১৮

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেহংশে
একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

প্রদ্যুম্নাদ্যা হরেঃ পুত্রা রুক্মিণ্যাঃ কথিতাস্তব।
ভানুং ভৈমরিকঞ্চৈব সত্যভামা ব্যজায়ত ॥ ১
দীপ্তিমান্ তাম্রপক্ষাদ্যা রোহিণ্যাং তনয়া হরেঃ।
বভূবুর্জ্জাম্ববত্যাঞ্চ শাম্বাদ্যা বাহুশালিনঃ ॥ ২

পাণিগ্রহণ করিলেন। ষোড়শসহস্র ও একশত কন্যাকে বিবাহ করিবার কালে, ভগবান্ মধুসূদন তাবৎসংখ্যক রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই সকল কন্যাগণ প্রত্যেকেই বিবেচনা করিতে লাগিল যে, স্বয়ং ভগবান্ মধুসূদন আমার পাণিগ্রহণ করিলেন। হে বিপ্র! প্রতিরাত্রেই বিশ্বরূপধারী জগৎস্রষ্টা হরি, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের গৃহে গমনপূর্ব্বক বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ১১—১৮।

পঞ্চমাংশে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—রুক্মিণীর গর্ভে হরির প্রদ্যুম্ন আদি করিয়া যে সকল পুত্র হয়, তাহা তোমাকে বলিয়াছি। সত্যভামা—ভানু ও ভৈমরিক নামে দুই সন্তান প্রসব করেন। রোহিণীর গর্ভে হরির দীপ্তিমান্ ও তাম্রপক্ষ প্রভৃতি পুত্র জন্মে এবং জাম্ববতীর গর্ভে শাম্ব আদি করিয়া বলশালী বহুপুত্র জন্মিয়াছিল।

তনয়া ভদ্রবিন্দাদ্যা নাগ্নজিত্যাং মহাবলাঃ।
সংগ্রামজিৎপ্রধানাস্তু শৈব্যায়াস্ত্বভবন্ সুতাঃ॥ ৩
বৃকাদ্যাস্তু সুতা মাদ্র্যাং পাত্রবৎপ্রমুখান সুতান্।
অবাপ লক্ষ্মণা পুত্রাঃ কালিন্দ্যাঞ্চ শ্রুতাদয়ঃ॥ ৪
অন্যাসাঞ্চৈব ভার্য্যাণাং সমুৎপন্নানি চক্রিণঃ।
অষ্টাযুতানি পুত্রাণাং সহস্রাণাং শতং তথা॥ ৫
প্রদ্যুম্নঃ প্রথমস্তেষাং সর্ব্বেষাং রুক্মিণীসুতঃ।
প্রদ্যুম্নাদনিরুদ্ধোঽভূদ্বজ্রস্তস্মাদজায়ত॥ ৬
অনিরুদ্ধো রণে রুদ্ধো বলেঃ পৌত্রীং মহাবলঃ।
বাণস্য তনয়ামূষামুপযেমে দ্বিজোত্তম॥ ৭
যত্র যুদ্ধমভূদ্ঘোরং হরিশঙ্করয়োর্ম্মহান্।
ছিন্নং সহস্রং বাহূনাং যত্র বাণস্য চক্রিণা॥ ৮

মৈত্রেয় উবাচ।

কথং যুদ্ধমভূদ্‌ব্রহ্মন্নুষার্থে হরকৃষ্ণয়োঃ।
কথং ক্ষয়ঞ্চ বাণস্য বাহূনাং কৃতবান্ হরিঃ॥ ৯
এতৎ সর্ব্বং মহাভাগ সমাখ্যাতুং ত্বমর্হসি।
মহৎ কৌতূহলং জাতং কথাং শ্রোতুমিমাং হরেঃ

পরাশর উবাচ।

উষা বাণসুতা বিপ্র পার্ব্বতীং সহ শম্ভুনা।
ক্রীড়ন্তীমুপলক্ষ্যোচ্চৈঃ স্পৃহাঞ্চক্রে তদাশ্রয়াম্॥
ততঃ সকলচিত্তজ্ঞা গৌরী তামাহ ভাবিনীম্।
অলমত্যর্থতাপেন ভর্ত্রা ত্বমপি রংস্যসে॥ ১২
ইত্যুক্তে সা তদা চক্রে কদেতি মতিমাত্মনঃ।
কো বা ভর্ত্তা মমেত্যেতং পুনরপ্যাহ পার্ব্বতী॥
বৈশাখশুক্লদ্বাদশ্যাং স্বপ্নে যোঽভিভবং তব।
করিষ্যতি স তে ভর্ত্তা রাজপুত্রি ভবিষ্যতি॥ ১৩

পরাশর উবাচ।

তস্যাং তিথৌ পুমান্ স্বপ্নে যথা দেব্যা উদীরিতম্
তথৈবাভিভবং চক্রে রাগঞ্চক্রে তথৈব সা॥ ১৫
ততঃ প্রবুদ্ধা পুরুষমপশ্যন্তী তমুৎসুকা।

নাগ্নজিতীর গর্ভে মহাবল পরাক্রান্ত তাম্রবিন্দ আদি এবং শৈব্যার গর্ভে তাঁহার সংগ্রামজিৎ-প্রধান বহুসন্তান জন্মে। মাদ্রীর বৃক আদি বহুপুত্র হয়, লক্ষ্মণা নাম্নী হরিমহিষী পাত্রবৎ-প্রমুখ বহুপুত্র লাভ করেন। কালিন্দীর গর্ভে শ্রুত আদি অনেক পুত্র জন্মে। চক্রীর অন্যান্য ভার্য্যাগণেরও একলক্ষ আশীহাজার সংখ্যক পুত্র জন্মে। ভগবানের সেই সকল পুত্রের মধ্যে রুক্মিণীপুত্র প্রদ্যুম্নই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। প্রদ্যুম্নের অনিরুদ্ধ নামে একপুত্র হয়, অনিরুদ্ধেরও বজ্র নামে এক পুত্র হয়। হে দ্বিজোত্তম! মহাবলশালী অনিরুদ্ধ বাণাসুরের পুত্রী ও বলির পৌত্রী, উষাকে বিবাহ করেন; এই কারণে বাণরাজা তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয় করত কারাগারে বদ্ধ করিল। সেই স্থলে হরি ও শঙ্করের পরস্পর যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে ভগবান চক্রী বাণরাজের সহস্র বাহু ছেদন করেন। মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! উষার জন্য কেন মহাদেব ও কৃষ্ণের পরস্পর সংগ্রাম হয় এবং হরি কেনই বা বাণের বাহু সকলকে ছিন্ন করেন? হে মহাভাগ! আপনি এই সকল বিষয় আমার নিকটে বর্ণন করুন। ভগবান্ হরির এই সকল লীলার বিষয় শ্রবণ করিতে আমার কৌতূহল উৎপন্ন হইয়াছে। ১—১০। পরাশর কহিলেন,—হে বিপ্র! বাণসুতা উষা, পার্ব্বতীকে মহাদেবের সহিত ক্রীড়া করিতে অবলোকন করিয়া, নিজেও পতির সহিত সেইরূপে ক্রীড়া করিতে অভিলাষবতী হইলেন। অনন্তর সকলের মনোভাবজ্ঞ গৌরী সেই ভাবিনীকে কহিলেন, বৎসে! তুমি অতিশয় পরিতাপ করিও না; কারণ তুমিও এইরূপ নিজ ভর্ত্তার সহিত ক্রীড়া করিতে পারিবে। পার্ব্বতী কর্তৃক এইরূপে উক্তা হইয়া উষা, পুনরায় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "কোন্ ব্যক্তি আমার পতি হইবেন?" তখন পার্ব্বতী আবার কহিলেন, "হে রাজপুত্রি! বৈশাখ মাসের শুক্ল-দ্বাদশী তিথিতে স্বপ্নাবস্থায় যে ব্যক্তি তোমাকে আক্রমণপূর্ব্বক সম্ভোগ করিবেন, তিনিই তোমার পতি হইবেন। পরাশর কহিলেন,—অনন্তর পার্ব্বতীর আদেশমত সেই বৈশাখী দ্বাদশী তিথিতে রাজকুমারী স্বপ্ন দেখিলেন,—একজন পুরুষ তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকার অভিভব করিল। তিনিও সেই পুরুষের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া পড়িলেন। অনন্তর উষা, স্বপ্নান্তে প্রবোধলাভ

অবাপ বলদেবোঽপি শমমামীলিতেক্ষণঃ ॥ ১৫
ততঃ স যুধ্যমানস্তু সহ দেবেন শার্ঙ্গিণা ।
বৈষ্ণবেন জ্বরেণাশু কৃষ্ণদেহান্নিরাকৃতঃ ॥ ১৬
নারায়ণভুজাঘাতপরিপীড়নবিহ্বলম্ ।
তং বীক্ষ্য ক্ষম্যতামস্যেত্যাহ দেবঃ পিতামহঃ ॥১৭
ততশ্চ ক্ষান্তমেবেতি প্রোক্ত্বা তং বৈষ্ণবং জ্বরম্ ।
আত্মন্যেব লয়ং নিন্যে ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥ ১৮
মম ত্বয়া সমং যুদ্ধং যে স্মরিষ্যন্তি মানবাঃ ।
বিজ্বরাস্তে ভবিষ্যন্তীত্যুক্ত্বা চৈনং যযৌ জ্বরঃ ॥১৯
ততোঽগ্নীন্ ভগবান্ পঞ্চ জিত্বা নীত্বা তথা ক্ষয়ম্ ।
দানবানাং বলং বিষ্ণুশ্চূর্ণয়ামাস লীলয়া ॥ ২০
ততঃ সমস্তসৈন্যেন দৈতেয়ানাং বলেঃ সুতঃ ।
যুযুধে শঙ্করশ্চৈব কার্ত্তিকেয়শ্চ শৌরিণা ॥ ২১

এই জ্বর প্রথমে কৃষ্ণকে আক্রমণ করে। কৃষ্ণের সহিত আলিঙ্গিতাঙ্গ থাকা প্রযুক্ত, বলদেবও সেই জ্বরক্ষিপ্ত-ভস্ম-সম্পর্ক-জনিত তাপে ঘোর তাপিত হইলেন এবং অতিকষ্ট-প্রযুক্ত নয়নদ্বয় আমীলিত করত শান্তভাব অবলম্বন করিলেন। অনন্তর দেব কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহার দেহপ্রবিষ্ট, জ্বরকে, বৈষ্ণবজ্বর শীঘ্রই কৃষ্ণদেহ হইতে দূরীভূত করিয়া দিল। অনন্তর শৈব-জ্বরকে বাসুদেবের ভুজাঘাতজনিত নিপীড়নে বিহ্বলীভূত অবলোকন করিয়া, পিতামহ ব্রহ্মা ভগবান্‌কে কহিলেন যে, আপনি উহাকে ক্ষমা করুন। অনন্তর ভগবান্ মধুসূদন "আমি ক্ষমা করিলাম" এই কথা বলিয়া বৈষ্ণবজ্বরকে স্বকীয় শরীরেই বিলীন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর "আমার সহিত আপনার এই যুদ্ধকথা যাহারা শ্রবণ করিবে, তাহারা জ্বররোগ হইতে মুক্ত হইবে" জ্বর ভগবান্‌কে এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। অনন্তর বিষ্ণু, পঞ্চ অগ্নিকে বিজয়পূর্ব্বক বিনাশ করত অবলীলাক্রমে দানবগণের সেনা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ১১—২০। অনন্তর বলিপুত্র বাণ, অসংখ্য দৈত্যসৈন্যগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া শৌরির সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল এবং তাহারই

হরিশঙ্করয়োর্যুদ্ধমতীবাসীৎ সুদারুণম্ ।
চুক্ষুভুঃ সকলা লোকা যত্রাস্ত্রাংশুপ্রতাপিতাঃ ॥২২
প্রলয়োঽয়মশেষস্য জগতো নূনমাগতঃ ।
মেনিরে ত্রিদশা যত্র বর্ত্তমানে মহাহবে ॥ ২৩
জৃম্ভণাস্ত্রেণ গোবিন্দো জৃম্ভয়ামাস শঙ্করম্ ।
ততঃ প্রণেশুর্দৈতেয়াঃ প্রমথাশ্চ সমন্ততঃ ॥ ২৪
জৃম্ভাভিভূতশ্চ হরো রথোপস্থ উপাবিশৎ ।
ন শশাক তথা যোদ্ধুং কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা ॥ ২৫
গরুড়ক্ষতবাহশ্চ প্রদ্যুম্নাস্ত্রপ্রপীড়িতঃ ।
কৃষ্ণহুঙ্কারনির্দ্ধূতশক্তিশ্চাপি যযৌ গুহঃ ॥ ২৬
জৃম্ভিতে শঙ্করে নষ্টে দৈত্যসৈন্যে গুহে জিতে ।
নীতে প্রমথসৈন্যে চ সংক্ষয়ং শার্ঙ্গধন্বনা ॥ ২৭
নন্দীশসংগৃহীতাশ্বমধিরূঢ়ো মহারথম্ ।
বাণস্তত্রাযযৌ যোদ্ধুং কৃষ্ণকার্ষ্ণিবলৈঃ সহ ॥ ২৮

পক্ষ হইয়া স্বয়ং শঙ্কর ও কার্ত্তিকেয় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন হরি এবং শঙ্করের পরস্পর অতিদারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে অস্ত্রকিরণতাপিত সকল লোকেই অতিশয় ক্ষোভপ্রাপ্ত হইল। সেই মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর, দেবগণ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, "বুঝি অদ্য সমস্ত জগতেরই প্রলয় উপস্থিত হইল।" অনন্তর হরি জৃম্ভণাস্ত্রক্ষেপ দ্বারা মহাদেবকে নিতান্ত অলসভাবাপন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন প্রমথগণ ও দৈত্যগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর জৃম্ভাভিভূত হইয়া মহাদেব, রথোপরি উপবেশন করিতে বাধ্য হইলেন এবং আর কোন প্রকারেই অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন না। অনন্তর কার্ত্তিকেয়ের বাহনকে গরুড় বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন এবং তিনিও স্বয়ংই প্রদ্যুম্নের অস্ত্র কর্ত্তৃক নিপীড়িত ও শ্রীকৃষ্ণহুঙ্কারে নির্দ্ধূতশক্তি হইয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর শঙ্কর অলস, গুহ পরাজিত, দৈত্যসৈন্য ও প্রমথগণ পলায়মান এবং কৃষ্ণকর্ত্তৃক সংক্ষীয়মাণ হইলে পর, রাজা বাণ রথে আরোহণপূর্ব্বক কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিল।

বলভদ্রো মহাবীর্য্যো বাণসৈন্যমনেকধা।
বিব্যাধ বাণৈঃ প্রভ্রষ্ট ধর্ম্মতস্তং পলায়ত ॥ ২৯
আকৃষ্য লাঙ্গলাগ্রেণ মুষলেনাবপোথিতম্।
বলং বলেন দদৃশে বাণো বাণৈশ্চ চক্রিণা ॥ ৩০
ততঃ কৃষ্ণস্য বাণেন যুদ্ধমাসীং সমস্যতোঃ।
পরস্পরমিষূন্ দীপ্তান্ কায়ত্রাণবিভেদকান্ ॥ ৩১
কৃষ্ণশ্চিচ্ছেদ বণৈস্তান্ বাণেন প্রহিতান্ শরান্।
বিভেদ কেশবং বাণো বাণং বিব্যাধ চক্রভৃৎ ॥৩২
মুমুচাতে তথাস্ত্রাণি বাণকৃষ্ণৌ জিগীষয়া।
পরস্পরং ক্ষতিপরৌ পরমামর্ষণৌ দ্বিজ ॥ ৩৩
ছিদ্যমানেষশেষেষু শরেষস্ত্রে চ সীদতি।
প্রাচুর্য্যেণ হরির্ব্বাণং হন্তুঞ্চক্রে ততো মনঃ ॥৩৪
ততোঽর্কশতসঙ্ঘাততেজসঃ সদৃশদ্যুতি।
জগ্রাহ দৈত্যচক্রারির্হরিশ্চক্রং সুদর্শনম্ ॥ ৩৫
মুঞ্চতো বাণনাশায় তত্র চক্রং মধুদ্বিষঃ।
নগ্না দৈতেয়বিদ্যাভূৎ কোটবী পুরতো হরেঃ ॥৩৬
তামগ্রতো হরির্দৃষ্ট্বা মীলিতাক্ষঃ সুদর্শনম্।
মুমোচ বাণমুদ্দিশ্য ছেত্তুং বাহুবনং রিপোঃ ॥৩৭
ক্রমেণ তত্তু বাহূনাং বাণস্যাচ্যুতনোদিতম্।
ছেদঞ্চক্রেঽসুরাপাস্তশস্ত্রৌঘক্ষপণাদৃতম্ ॥ ৩৮
ছিন্নে বাহুবনে তত্তু করস্থং মধুসূদনঃ।
মুমুক্ষুর্ব্বাণনাশায় বিজ্ঞাতস্ত্রিপুরদ্বিষা ॥ ৩৯
স উপেত্যাহ গোবিন্দং সামপূর্ব্বমুমাপতিঃ।
বিলোক্য বাণং দোর্দ্দণ্ডচ্ছেদাসৃক্স্রাববর্ষিণম্ ॥৪০

রুদ্র উবাচ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ জগন্নাথ জানে ত্বাং পুরুষোত্তমম্।

বাণ, যে মহারথে আরোহণ করিয়াছিল, ঐ রথের অশ্বগণের বল্গা স্বয়ং নন্দীশ্বর ধারণ করিয়াছিলেন। তখন মহাবলশালী বলভদ্র যুদ্ধধর্ম্মানুসারে অনেক প্রকার বাণসমূহ ক্ষেপ করত বাণসৈন্যগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; সুতরাং সেই সৈন্যগণও শ্রেণীভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। ২১—২৯। অনন্তর বাণ দেখিতে পাইল যে, বলভদ্র সৈন্যগণকে লাঙ্গলাগ্র ও মুষল দ্বারা অবপোথিত এবং কৃষ্ণও চক্র দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতেছেন। তৎপরে বাণাসুরের সহিত কৃষ্ণের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন উভয়েই উভয়ের প্রতি প্রদীপ্ত ও করত্রাণবিভেদক বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ক্ষণকাল পরে কৃষ্ণ বাণাসুর-প্রক্ষিপ্ত সায়কসমূহ ছেদন করিতে লাগিলেন। তখন বাণ ক্রুদ্ধ হইয়া কেশবকে বিদ্ধ করিলেন এবং চক্রধারী কৃষ্ণও বাণাসুরকে চক্র দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। হে ব্রহ্মন্! এইরূপে বাণাসুর ও কৃষ্ণ, পরস্পরের বিজয়েচ্ছায়, অতিশয় অসহনীয় অস্ত্রসমূহ ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এবপ্রকারে প্রচুরপরিমাণে শরসমূহ বিচ্ছিন্ন ও অস্ত্র সকল নিস্ফল হইতেছে দেখিয়া ভগবান্ কৃষ্ণ, সেই সময় বাণাসুরকে বধ করিতে অভিলাষী হইলেন। অনন্তর দৈত্যসমূহের নিসূদনকারী হরি, সুদর্শন নামক চক্র গ্রহণ করিলেন। সেই সুদর্শন-চক্রের প্রভা, একত্র মিলিত, শতসূর্য্যের কিরণ সমূহের সদৃশী ছিল। সেই সময় বাণ-বিনাশের জন্য সুদর্শনমোচনার্থে উদ্যত ভগবান্ হরির সম্মুখে দৈত্যকুলের কোটরী নাম্নী মায়াবিদ্যা উলঙ্গাবস্থায় আবির্ভূতা হইল। অনন্তর ভগবান্ হরি, তাহাকে অগ্রভাগে অবলোকন করিয়া নয়নদ্বয় মুদ্রিত করত শত্রুর বাহুসমূহ ছেদন করিবার জন্য বাণের উদ্দেশে সুদর্শন নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর সমাদরের সহিত শত্রুগণ-প্রক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহকে বিনাশ করত অচ্যুত-প্রক্ষিপ্ত সুদর্শনচক্র ক্রমে, বাণাসুরের সেই সকল বাহু ছেদন করিল। ৩০—৩৮। অনন্তর বাণের বাহুসমূহ বিচ্ছিন্ন হইলে পর, পুনর্ব্বার হস্তাগত সুদর্শনচক্রকে ভগবান্, বাণাসুরের বিনাশের নিমিত্ত নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ভগবান্ ত্রিপুরারি ইহা জানিতে পারিয়া, মধুসূদনের নিকট উপস্থিত হইয়া সামপূর্ব্বক গোবিন্দকে কহিলেন,—এই সময় উমাপতি চাহিয়া দেখিতে পাইলেন যে, বাণাসুরের বাহু সকল ছিন্ন হওয়াতে, সেই সকল ছিন্নস্থান হইতে অজস্র রুধিরধারা নির্গত হইতেছে। রুদ্র কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে জগন্নাথ! আপনি

পরেশং পরমানন্দমনাদি-নিধনং পরম্ ॥ ৪১
দেবতির্য্যঙ্‌মনুষ্যেষু শরীরগ্রহণাত্মিকা।
লীলেয়ং সর্ব্বভূতস্য তব চেষ্টোপলক্ষণা ॥ ৪২
তৎ প্রসীদাভয়ং দত্তং বাণস্যাস্য ময়া প্রভো।
তত্ত্বয়া নানৃতং কার্য্যং যন্ময়া ব্যাহৃতং বচঃ ॥ ৪৩
অস্মৎসংশ্রয়বৃদ্ধোঽয়ং নাপরাধ্যস্তবাব্যয়।
ময়া দত্তবরো দৈত্যস্ততস্ত্বাং ক্ষাময়াম্যহম্ ॥ ৪৪

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তঃ প্রাহ গোবিন্দঃ শূলপাণিমুমাপতিম্।
প্রসন্নবদনো ভূত্বা গতামর্ষোঽসুরং প্রতি ॥ ৪৫

শ্রীভগবানুবাচ।

যুষ্মদ্দত্তবরো বাণো জীবতামেষ শঙ্কর।
তদ্বাক্যগৌরবাদেতন্ময়া চক্রং নিবর্ত্তিতম্ ॥ ৪৬
ত্বয়া যদভয়ং দত্তং তদ্দত্তমখিলং ময়া।
মত্তোঽবিভিন্নমাত্মানং দ্রষ্টুমর্হসি শঙ্কর ॥ ৪৭
যোঽহং স ত্বং জগচ্চেদং সদেবাসুরমানুষম্।
অবিদ্যামোহিতাত্মানং পুরুষা ভিন্নদর্শিনঃ ॥ ৪৭
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ কৃষ্ণঃ প্রাদ্যুম্নির্যত্র তিষ্ঠতি।
তদ্বন্ধফণিনো নেশুর্গরুড়ানিলভীষিতাঃ ॥ ৪৮
ততোঽনিরুদ্ধমারোপ্য সপত্নীকং গরুত্মতি।
আজগ্মুর্দ্বারকাং রামকার্ষ্ণিদামোদরাঃ পুরীম্ ॥৫০

যে পুরুষোত্তম, পরেশ, পরমানন্দ স্বরূপ, অনাদি-নিধন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—ইহা আমি জানিতে পারিয়াছি। দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্যসমূহে আপনার জন্মগ্রহণ লীলামাত্র, কারণ আপনিই সর্ব্বভূত-স্বরূপ, আপনার চেষ্টা উপলক্ষণমাত্র। হে প্রভো! আপনি প্রসন্ন হউন; আমি পূর্ব্বে বাণসুরকে অভয় প্রদান করিয়াছি; এই কারণে আপনি আমার পূর্ব্বোক্ত বাক্যকে মিথ্যাভূত করিবেন না। হে অব্যয়! এই বাণাসুর আমার নিকটেই প্রশ্রয় পাইয়া এতাদৃশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সুতরাং এই ব্যক্তি আপনার নিকটে অপরাধী নহে; আমিই এই দৈত্যকে বর প্রদান করিয়াছিলাম; আমিই এক্ষণে আপনাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। পরাশর কহিলেন,—মহাদেব কর্ত্তৃক এবম্প্রকারে উক্ত গোবিন্দ অসুরের প্রতি কোপ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রসন্ন-বদন হইয়া শূলপাণি উমাপতিকে কহিলেন,—শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে শঙ্কর! আপনি যখন ইহাকে বরপ্রদান করিয়াছেন, তখন এ ব্যক্তি জীবিতই থাকুক, আপনার বাক্যের গৌরবপ্রযুক্ত আমি এই সমুদ্যত সুদর্শনচক্র নিবারণ করিলাম। হে শঙ্কর! আপনি যাহাকে অভয়প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রতি আমারও সর্ব্বপ্রকারে অভয় প্রদত্ত,—ইহা নিশ্চয়; আপনি আপনাকে আমা হইতে অভিন্ন বলিয়াই জানিবেন। আমি যে আপনিও সে। এই দেবাসুর এবং মানুষপরিপূর্ণ জগৎও আমার স্বরূপ। অবিদ্যা-মূঢ়স্বভাব পুরুষগণই ভেদজ্ঞান করিয়া থাকে। কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া যেখানে প্রদ্যুম্নতনয় অনিরুদ্ধ অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেইখানে গমন করিলেন। অনন্তর সেই বাণাসুরের কন্যান্তঃপুররক্ষক সর্প-গণ, গরুড়ের গমনবেগে ভীত হইয়া পলায়ন করিল। অনন্তর সপত্নীক অনিরুদ্ধকে গরুড়ের উপর আরোহণ করাইয়া বলভদ্র, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-পুত্রগণ দ্বারকাপুরীতে আগমন করিলেন। ৪১—৫০।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে উষাহরণং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

পঞ্চমাংশে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।

চক্রে কর্ম্ম মহচ্ছৌরির্ব্বিভ্রাণো মানুষীং তনুম্।
জিগায় শক্রং শর্ব্বঞ্চ সর্ব্বদেবাংশ্চ লীলয়া ॥ ১

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে গুরো! ভগবান্ মনুষ্যশরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক যে অবলীলাক্রমে

যচ্চান্যদকরোৎ কর্ম্ম দিব্যচেষ্টাবিঘাতকৃৎ।
তৎ কথ্যতাং মহাভাগ পরং কৌতূহলং হি মে ॥২
পরাশর উবাচ।
গদতো মম বিপ্রর্ষে শ্রূয়তামিদমাদরাৎ।
নরাবতারে কৃষ্ণেন দগ্ধা বারাণসী যথা ॥ ৩
পৌণ্ড্রকো বাসুদেবস্তু বাসুদেবোঽভবদ্ভুবি।
অবতীর্ণস্ত্বমিত্যুক্তো জনৈরজ্ঞানমোহিতৈঃ ॥ ৪
স মেনে বাসুদেবোঽহমবতীর্ণো মহীতলে।
নষ্টস্মৃতিস্ততঃ সর্ব্বং বিষ্ণুচিহ্নমচীকরৎ ॥ ৫
দূতঞ্চ প্রেরয়ামাস কৃষ্ণায় সুমহাত্মনে।
ত্যক্ত্বা চক্রাদিকং চিহ্নং মদীয়ং নাম চাত্মনঃ ॥৬
বাসুদেবাত্মকং মূঢ় মুক্ত্বা সর্ব্বং বিশেষতঃ।
আত্মনো জীবিতার্থায় ততো মে প্রণতিং ব্রজ ॥৭
ইত্যুক্তঃ সম্প্রহস্যৈনং দূতং প্রাহ জনার্দ্দনঃ।
নিজচিহ্নমহঞ্চক্রং সমুৎস্রক্ষ্যে ত্বয়ীতি বৈ ॥ ৮
বাচ্যঃ স পৌণ্ড্রকো গত্বা ত্বয়া দূত বচো মম।
জ্ঞাতস্ত্বদ্বাক্যসদ্ভাবো যৎ কার্য্যং তদ্বিধীয়তাম্ ॥৯
গৃহীতচিহ্ন এবাহমাগমিষ্যামি তে পুরম্
সমুৎস্রক্ষ্যামি তে চক্রং নিজচিহ্নমসংশয়ম্ ॥ ১০
আজ্ঞাপূর্ব্বঞ্চ যদিদমাগচ্ছেতি ত্বয়োদিতম্।
সম্পাদয়িষ্যে শ্বস্তভ্যং তদপ্যেষোঽবিলম্বিতম্ ॥১১
শরণং তে সমভ্যেত্য কর্ত্তাস্মি নৃপতে তদা
যথা ত্বত্তো ভয়ং ভূয়ো ন মে কিঞ্চিদ্ভবিষ্যতি ॥১২
ইত্যুক্তেঽপগতে দূতে সংস্মৃত্যাভ্যাগতং হরিঃ।
গরুত্মন্তমথারুহ্য ত্বরিতং তৎপুরং যযৌ ॥ ১৩
স চাপি কেশবোদ্যোগং শ্রুত্বা কাশিপতিস্তদা।

ইন্দ্র, মহাদেব ও সকল দেবগণের বিজয়রূপ অতি মহৎ কর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন, তাহা ত শ্রবণ করিলাম। হে মহাভাগ! ভগবান্ ইহা ছাড়াও আর দিব্য চেষ্টার বিঘাত করত যে সকল কর্ম্ম করেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন; কারণ সেই সকল বিষয় শ্রবণ করিতে আমি বড়ই কৌতূহলী হইয়াছি। পরাশর কহিলেন,—হে বিপ্রর্ষে! মানুষাবতারে কৃষ্ণ কি প্রকারে বারাণসী পুরী দাহ করেন, তাহা আমি বলিতেছি, তুমি আদরের সহিত শ্রবণ কর। অজ্ঞানমোহিত জনগণ পৌণ্ড্রবংশীয় কোন রাজাকে, "আপনি বাসুদেবরূপে ভুবনে অবতীর্ণ হইয়াছেন" এবম্প্রকার বাক্যে স্তব করাতে, সেই ব্যক্তি সেই বাসুদেব নামে প্রথিত হইয়া উঠে। এইরূপে ঐ রাজা নষ্টস্মৃতি হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিল যে, আমি বাসুদেব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি এবং সেই বিবেচনায় নিজেই সকল প্রকার বিষ্ণু-চিহ্নের ব্যবহার আরম্ভ করিয়া দিল। তৎপরে সুমহাত্মা কৃষ্ণের নিকট এই বলিয়া দূত প্রেরণ করিল যে, তুমি আমার চিহ্ন ও নাম পরিত্যাগপূর্ব্বক এবং আপনার প্রতি "আমিই বাসুদেব" এই প্রকার অভিমানও ছাড়িয়া, আপনার জীবনরক্ষার নিমিত্ত আমাকে প্রণতি কর। দূত গিয়া এই প্রকার বলিলে পর ভগবান্ জনার্দ্দন, হাস্যপূর্ব্বক দূতকে কহিলেন,—হে দূত! তুমি তোমার প্রভুকে গিয়া বলিও যে, আমি নিজচিহ্ন (অস্ত্র) সত্বরই তোমার প্রতি পরিত্যাগ করিব। তোমার প্রভু তোমার নিকট হইতে এবাক্য শ্রবণ করিয়া যাহা সদ্বিবেচনাসিদ্ধ হয়, তাহার আচরণ করুক। ১—৯। ভগবান্ আরও কহিলেন, হে দূত! তোমার প্রভুকে বলিও যে, আমি চিহ্নধারণপূর্ব্বকই তোমার পুরে যাইব এবং সেইখানেই আমি তোমার প্রতিই নিজচিহ্ন চক্র পরিত্যাগ করিব, ইহার সন্দেহ নাই। তুমি আমার উপর আজ্ঞাপূর্ব্বকই বলিয়াছ, "তুমি এইখানে আসিবে"; আমি তখন অবশ্যই কল্য তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব, ইহাতে বিলম্বের সম্ভাবনা নাই; আমি সত্বরই তোমার গৃহে উপস্থিত হইয়া তোমার সহিত তাদৃশ ব্যবহার করিব যে, যাহা দ্বারা পুনর্ব্বার তোমা হইতে আমার আর ভয় হইবে না। ভগবান্ কর্ত্তৃক এবম্প্রকারে উক্ত হইয়া দূত প্রস্থান করিলে পর, হরি, স্মরণমাত্রেই সমুপস্থিত গরুড়োপরি আরোহণপূর্ব্বক সত্বর তৎপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে পৌণ্ড্রকও দূতমুখ হইতে হরির প্রেরিত বার্ত্তা শ্রবণপূর্ব্বক বহুতর সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধ-

সর্ব্বসৈন্যপরীবারঃ পার্ষ্ণিগ্রাহ উপাযযৌ ॥ ১৪
ততো বলেন মহতা কাশিরাজবলেন চ।
পৌণ্ড্রকো বাসুদেবোঽসৌ কেশবাভিমুখং যযৌ ॥
তং দদর্শ হরির্দূরাদ্দারস্যন্দনে স্থিতম্।
চক্রহস্তং গদাখড্গবাহুং পাণিগতাম্বুজম্ ॥ ১৬
স্রগ্ধরং ধৃতশার্ঙ্গঞ্চ সুবর্ণরচিতধ্বজম্।
বক্ষঃস্থলে কৃতঞ্চাস্য শ্রীবৎসং দদৃশে হরিঃ ॥১৭
কিরীটকুণ্ডলধরং পীতবাসঃসমন্বিতম্।
দৃষ্ট্বা তং ভাবগম্ভীরং জহাস গরুড়ধ্বজঃ ॥ ১৮
যুযুধে চ বলেনাস্য হস্ত্যশ্ববলিনা দ্বিজ।
নিস্ত্রিংশর্ষ্টিগদাশূলশক্তিকার্মুকশালিনা ॥ ১৯
ক্ষণেন শার্ঙ্গনির্ম্মুক্তৈঃ শরৈরিষুবিদারণৈঃ।
গদাচক্রনিপাতৈশ্চ সূদয়ামাস তদ্বলম্ ॥ ২০
কাশিরাজবলঞ্চৈব ক্ষয়ং নীত্বা জনার্দ্দনঃ।
উবাচ পৌণ্ড্রকং মূঢ়মাত্মচিহ্নোপলক্ষণম্ ॥ ২১

শ্রীভগবানুবাচ।
পৌণ্ড্রকোক্তং ত্বয়া যত্তু দূতবক্ত্রেণ মাং প্রতি।
সমুৎসৃজতি চিহ্নানি তত্তে সম্পাদয়াম্যহম্ ॥ ২২
চক্রমেতৎ সমুৎসৃষ্টং গদেয়ং তে বিসর্জ্জিতা।
গরুত্মানেষ নির্দ্দিষ্টঃ সমারোহতু তে ধ্বজম্ ॥ ২৩
পরাশর উবাচ।
ইত্যুচ্চার্য্য বিমুক্তেন চক্রেণাসৌ বিদারিতঃ।
প্রোথিতো গদয়া ভগ্নো গরুত্মাংশ্চ গরুত্মতা ॥২৪
ততো হাহাকৃতে লোকে কাশীনামধিপো বলী।
যুযুধে বাসুদেবেন মিত্রস্যাপচিতৌ স্থিতঃ ॥ ২৫
ততঃ শার্ঙ্গধনুর্ম্মুক্তৈশ্ছিত্ত্বা তস্য শরৈঃ শিরঃ।
কাশিপুর্য্যাঞ্চ চিক্ষেপ কুর্ব্বন্ লোকস্য বিস্ময়ম্ ॥২৬
হত্বা চ পৌণ্ড্রকং শৌরিঃ কাশিরাজঞ্চ সানুগম্।
পুনর্দ্বারবতীং প্রাপ্তো রেমে স্বর্গগতো যথা ॥ ২৭
তচ্ছিরঃ পতিতং দৃষ্ট্বা তত্র কাশিপতেঃ পুরে।

যাত্রোন্মুখ হইল। অনন্তর বাসুদেবাভিমানী রাজা পৌণ্ড্রক অতি মহান্ কাশীরাজের সৈন্যগণের সহিত স্বকীয় মহতী সেনা যোগ করিয়া, কেশবাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। অনন্তর ভগবান্ হরি দূর হইতেই দেখিলেন, শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী রাজা আগমন করিতেছে। আরও দেখিলেন, রাজা পৌণ্ড্রক মাল্য, শার্ঙ্গ এবং বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসপ্রভৃতি হরির সকল চিহ্ন ধারণ ও গরুড় সদৃশ পক্ষী দ্বারা ধ্বজও নির্ম্মাণ করিয়াছে। গরুড়ধ্বজ হরি, পৌণ্ড্রককে কিরীট-কুণ্ডল-ধর ও পীতবাসঃ-পরিধায়ী অবলোকন করিয়া ভাবগম্ভীররূপে হাস্য করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজ! অনন্তর নিস্ত্রিংশ, ঋষ্টি, গদা, শূল, শক্তি ও কার্ম্মুকধারী, হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি বলশালী সেই পৌণ্ড্রকসৈন্যগণের সহিত ভগবান যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই শরবিদারণকারী, শার্ঙ্গনির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা এবং গদা ও চক্র প্রভৃতির নিক্ষেপে জনার্দ্দন, পৌণ্ড্রকের সৈন্যগণকে মর্দ্দিত করিয়া ফেলিলেন। ১০—২০। অনন্তর এই প্রকারে কাশীরাজের সৈন্যগণকেও পরাজয় করিয়া ভগবান্ নিজচিহ্নধারী মূঢ় পৌণ্ড্রককে কহিলেন, হে পৌণ্ড্রক! তুমি দূতমুখে আমাকে যে চিহ্ন পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিলে, আমি তাহা সম্পাদন করিতেছি। আমি এই চক্র পরিত্যাগ করিলাম, এই তোমার জন্য গদাও বিবর্জ্জিত করিলাম, তোমারই নির্দ্দেশানুসারে এই গরুড়, তোমার ধ্বজে আরোহণ করুক। পরাশর কহিলেন, ভগবান্ কৃষ্ণ এই বলিয়া চক্র ও গদা নিক্ষেপপূর্ব্বক পৌণ্ড্রকে বিদারিত করত প্রোথিত করিয়া ফেলিলেন এবং ভগবদ্বাহন গরুড়ও তদীয় গরুড়াভিমানী বাহনকে বিনাশ করিল। অনন্তর লোকসমূহ হাহাকার করিতে লাগিল দেখিয়া, বলী কাশীরাজ বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্যানুরোধে ভগবানের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর ভগবান্ শার্ঙ্গধনুর্নির্ম্মুক্ত শরনিকরদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া কাশীপুরীতে নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে লোকসমূহ বিস্ময় প্রাপ্ত হইল। শৌরি কৃষ্ণ, পৌণ্ড্রক ও সানুচর কাশীরাজকে নিহত করিয়া পুনর্ব্বার দ্বারকায় আগমনপূর্ব্বক স্বর্গসদৃশ সুখানুভব করত লীলা করিতে লাগিলেন। এদিকে সেই কাশীপতির পুরীতে কাশীরাজের

জনঃ কিমেতদিত্যাহ লোকো ভ্রান্তবিস্মিতঃ॥ ২৮
জ্ঞাত্বা তং বাসুদেবেন হতং তস্য সুতস্ততঃ।
পুরোহিতেন সহিতস্তোষয়ামাস শঙ্করম্॥ ২৯
অবিমুক্তে মহাক্ষেত্রে তোষিতস্তেন শঙ্করঃ।
বরং বৃণীষ্বেতি তদা তং প্রোবাচ নৃপাত্মজম্॥৩০
স বব্রে ভগবন্ কৃত্যা পিতৃহন্তুর্ব্বধায় মে।
সমুত্তিষ্ঠতু কৃষ্ণস্য ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর॥ ৩১
পরাশর উবাচ।
এবং ভবিষ্যতীত্যুক্তে দক্ষিণাগ্নেরনন্তরম্।

ছিন্ন মস্তক পতিত রহিয়াছে দেখিয়া, বিস্মিত-ভাবে লোকগণ পরস্পর বলিতে লাগিল,—ইহা কি প্রকারে হইল এবং কেই বা করিল? অনন্তর কাশীরাজপত্র, এই কর্ম্ম বাসুদেব কর্তৃক কৃত, ইহা জানিতে পরিয়া, পুরোহিতের সহিত একত্রে শঙ্করের উপাসনা করিতে লাগিল। অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে কাশীরাজ-পত্রের সেবায় মহাদেব পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে কহিলেন,—হে বৎস! তুমি বর প্রার্থনা কর। ২১—৩০। তখন কাশীরাজপুত্র বর প্রার্থনা করিল যে আমার পিতৃহন্তা কৃষ্ণের বিনাশের জন্য, হে ভগবন্! আপনার প্রসাদে কৃত্যা উত্থান করুন। পরাশর কহিলেন—তখন মহেশ্বর বলিলেন, আচ্ছা, তাহাই হইবে।* অনন্তর দক্ষিণাগ্নি সমাপ্ত হইলে অগ্নি হইতে তাহারই

* মহাদেবের এবপ্রকার বর পাইয়াও কেন কাশীরাজপুত্র সফলকাম হইল না? এ প্রকার আশঙ্কা করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ ঐ ব্যক্তি যাহা প্রার্থনা করিয়াছিল, তিনি তাহাই প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু কপালক্রমে ঐ ব্যক্তির প্রার্থনাই বিপরীত হইয়াছিল। কারণ উহার প্রার্থনা,—আমার পিতৃহন্তার বধের জন্য কৃত্যা উত্থিত হউক। এই বাক্যে ইহাও প্রতীত হইতে পারে যে, পিতৃহন্তার হস্তে আমার বধের জন্য কৃত্যার উত্থান হউক। মূল শ্লোকের তাৎপর্য্য এই প্রকারেই গ্রহণ করিতে হইবে। (অনুবাদক)।

মহাকৃত্যা সমুত্তস্থৌ তস্যৈবাগ্নের্বিনাশিনী॥ ৩২
ততো জ্বালাকরালাস্যা জ্বলৎকেশকলাপিকা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কুপিতা কৃত্যা দ্বারবতীং যযৌ॥৩৩
তামবেক্ষ্য জনস্ত্রাসবিচলল্লোচনো মুনে।
যযৌ শরণ্যং জগতাং শরণং মধুসূদনম্॥ ৩৪
কাশিরাজসুতেনেয়মারাধ্য বৃষভধ্বজম্।
উৎপাদিতা মহাকৃত্যেত্যবগম্যাথ চক্রিণা॥ ৩৫
জহি কৃত্যামিমামুগ্রাং বহ্নিজ্বালাজটালকাম্।
চক্রমুৎসৃষ্টমক্ষেষু ক্রীড়াসক্তেন লীলয়া॥ ৩৬
তদগ্নিমালাজটিলজ্বালোদ্গারাতিভীষণাম্।
কৃত্যামনুজগামাশু বিষ্ণুচক্রং সুদর্শনম্॥ ৩৭
চক্রপ্রতাপবিধ্বস্তা কৃত্যা মাহেশ্বরী তথা।
ননাশ বেগিনী বেগাৎ তদপ্যনুজগাম তাম্॥ ৩৮
কৃত্যা বারাণসীমেবং প্রবিবেশ ত্বরান্বিতা।

বিনাশকারিণী মহাকৃত্যা শক্তি উত্থিত হইলেন। অনন্তর কুপিতা কৃত্যা, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' এই প্রকার সম্বোধন করিতে করিতে দ্বারাবতীতে প্রস্থান করিলেন। ঐ কৃত্যার আস্যদেশ বহ্নি-শিখা দ্বারা ভয়ানক ছিল এবং তাঁহার কেশ-সমূহ অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান ছিল। হে মুনে! সেই কৃত্যাকে বিলোকনপূর্ব্বক জনসমূহ ভয়-বিচলিতলোচনে জগতের শরণ সেই মধুসূদনের শরণ লইল। ভগবান্ মহাদেবের আরাধনা করিয়া কাশীরাজপুত্র ইহাকে উৎপাদন করি-য়াছে, চক্রী এই কথা জানিতে পারিলেন। অনন্তর তিনি "এই বহ্নিজ্বালাজটালা মহা-কৃত্যাকে হনন কর" এই বলিয়া অবলীলাক্রমে সুদর্শন চক্র পরিত্যাগ করিলেন। এই সময় ভগবান্ অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত ছিলেন। অনন্তর বিষ্ণুচক্র সুদর্শন, সত্বর সেই অগ্নিমালাসমূহে জটিল, শিখারাশির উদ্গারে অতিভীষণ কৃত্যার অনুগমন করিতে লাগিল। অনন্তর অতিবেগিনী, মাহেশ্বরী কৃত্যা বিষ্ণুচক্রপ্রভাবে বিধ্বস্তা হইয়া অতিবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং সুদর্শনও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। এই প্রকার পলায়ন-পরায়ণা কৃত্যা অবশেষে ত্বরান্বিতা হইয়া বারাণসী পুরীতে প্রবেশ করিলেন। হে

বিষ্ণুচক্রপ্রতিহতপ্রভাবা মুনিসত্তম ॥ ৩৯
ততঃ কাশিবলং ভূরি প্রমথানাং তথা বলম্।
সমস্তশস্ত্রাস্ত্রযুতং চক্রস্যাভিমুখং যযৌ ॥
শস্ত্রাস্ত্রমোক্ষচতুরং দগ্ধ্বা তদ্বলমোজসা।
কৃত্যাগর্ভামশেষাং তাং দগ্ধ্বা বারাণসীং পুরীম্ ॥৪১
সভূভৃদ্ভৃত্যপৌরাস্তু সাশ্বমাতঙ্গমানবাম্।
অশেষকোষকোষ্ঠাং তাং দুর্নিরীক্ষ্যাং সুরৈরপি ॥
জ্বালাপরিপ্লুতাশেষ-গৃহ-প্রাকারচত্বরাম্।
দদাহ তদ্ধরেশ্চক্রং সকলামেব তাং পুরীম্ ॥
অক্ষীণামর্ষমত্যল্পসাধ্যসাধনসস্পৃহম্।
তচ্চক্রং প্রস্ফুরদ্দীপ্তি বিষ্ণোরভ্যাযযৌ করম্ ॥৪৪

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে বারাণসীদাহো নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

মুনিশ্রেষ্ঠ! বিষ্ণুচক্রের প্রভাবে তাঁহার সমুদয় প্রভাবই প্রতিহত হইয়াছিল। অনন্তর কাশী-রাজসৈন্য ও অনেক প্রমথসৈন্য নানা শস্ত্রাস্ত্রে সজ্জিত হইয়া চক্রের অভিমুখে আগত হইল। তৎপরে শস্ত্রাস্ত্র-নিক্ষেপ-চতুর সেই সৈন্যগণকে তেজঃপ্রভাবে দগ্ধ করিয়া সুদর্শনচক্র অবশেষে কৃত্যার সহিত সেই বারাণসীপুরীকেও দগ্ধ করিয়া ফেলিল। ঐ পুরীতে সেই সময় রাজা, পৌর, ভৃত্যগণ, অশ্ব, মাতঙ্গ, মানব এবং অনেক কোষ ও কোষ্ঠ যাহা ছিল, সমুদয়ই দগ্ধ হইয়া গেল। অনন্তর, সেই হরিচক্র জ্বালা-প্রদীপ্ত অনন্ত গৃহ, প্রাকার ও চত্বরশালিনী, দেবগণেরও দুর্নিরীক্ষ্য সেই সকল পুরাকেই দাহ করিয়া ফেলিল। অনন্তর অনপগতক্রোধ এবং বিশিষ্ট দীপ্তিশালী সুদর্শনচক্র, বিষ্ণুর করে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল। হে মুনে! ঐ চক্র এতই ক্রোধযুক্ত হইয়াছিল যে, এত বড় কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াও, ইহা অতি অল্প বলিয়া আরও ভীষণ কর্ম্মের প্রতি তাহার পূর্ণ স্পৃহা বিরাজমান ছিল। ৩১—৪৪।

পঞ্চমাংশে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।

ভূয় এবাহমিচ্ছামি বলভদ্রস্য ধীমতঃ।
শ্রোতুং পরাক্রমং ব্রহ্মন্ তন্মমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১
যমুনাকর্ষণাদীনি শ্রুতানি ভগবন্ময়া।
তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদন্যৎ কৃতবান্ বলঃ ॥ ২

পরাশর উবাচ।

মৈত্রেয় শ্রূয়তাং কর্ম্ম যদ্রামেণাভবৎ কৃতম্।
অনন্তেনাপ্রমেয়েণ শেষেণ ধরণীভৃতা ॥ ৩
দুর্য্যোধনস্য তনয়াং স্বয়ংবরকৃতক্ষণাম্।
বলদাদত্তবান্ বীরঃ শাম্বো জাম্ববতীসুতঃ ॥ ৪
ততঃ ক্রুদ্ধা মহাবীর্য্যাঃ কর্ণদুর্য্যোধনাদয়ঃ।
ভীষ্মদ্রোণাদয়শ্চৈনং ববন্ধুর্যুধি নির্জ্জিতম্ ॥ ৫
তৎ শ্রুত্বা যাদবাঃ সর্ব্বে ক্রোধং দুর্য্যোধনাদিষু।
মৈত্রেয় চক্রুশ্চ ততো নিহন্তুং তে মহোদ্যমম্ ॥ ৬
তান্ নিবার্য্য বলঃ প্রাহ মদলোলাকুলাক্ষরম্।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি পুনর্ব্বার ধীমান বলভদ্রের পরাক্রমবার্ত্তা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; আপনি তাহা কৃপাপূর্ব্বক আমাকে বলুন। হে ভগবন্! বলভদ্র যমুনা-কর্ষণাদি যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা আমি ত শ্রবণ করিয়াছি; এক্ষণে তিনি অন্য অন্য যাহা করিয়াছিলেন, তাহাই আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! অদ্বিতীয় অপ্রমেয় ধরণীধারী শেষাবতার বলরাম যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। পূর্ব্বে স্বয়ংবরার্থে সজ্জিতা দুর্য্যোধনতনয়াকে জাম্ববতী-পুত্র বীর শাম্ব বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই সময়ে কর্ণ, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণ মহাক্রুদ্ধ হইয়া শাম্বকে যুদ্ধে পরাজয়পূর্ব্বক বন্ধন করিলেন। হে মৈত্রেয়! এই কথা শ্রবণ করিয়া সকল যাদবগণই দুর্য্যোধনাদির উপর ক্রোধ করি-লেন এবং তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবার

মোক্ষ্যন্তি তে মদ্বচনাৎ যাস্যাম্যেকো হি কৌরবান্
বলদেবস্ততো গত্বা নগরং নাগসাহ্বয়ম্।
বাহ্যোপবনমধ্যেঽভূৎ ন বিবেশ চ তৎপুরম্ ॥ ৮
বলমাগতমাজ্ঞায় ভূপা দুর্য্যোধনাদয়ঃ।
গামর্ঘ্যমুদকঞ্চৈব রামায় প্রত্যবেদয়ৎ ॥ ৯
গৃহীত্বা বিধিবৎ সর্ব্বং ততস্তানাহ কৌরবান্।
আজ্ঞাপয়ত্যুগ্রসেনঃ শাম্বমাশু বিমুঞ্চত ॥ ১০
ততস্তে তদ্বচঃ শ্রুত্বা ভীষ্মদ্রোণাদয়ো দ্বিজ।
কর্ণদুর্য্যোধনাদ্যাশ্চ চুক্রুধুর্দ্বিজসত্তম ॥ ১১
ঊচুশ্চ কুপিতাঃ সর্ব্বে বাহ্লীকাদ্যাশ্চ কৌরবাঃ।
অরাজ্যার্হং যদোর্ব্বংশমবেক্ষ্য মুষলায়ুধম্ ॥ ১২
ভো ভো কিমেতদ্ভবতা বলভদ্রেরিতং বচঃ।
আজ্ঞাং কুরু কুলোত্থানাং যাদবঃ কঃ প্রদাস্যতি ॥
উগ্রসেনোঽপি যদ্যাজ্ঞাং কৌরবাণাং প্রদাস্যতি।
তদলং পাণ্ডরচ্ছত্রৈর্নৃপযোগ্যৈর্বিড়ম্বিতৈঃ ॥ ১৪
তদ্গচ্ছ বল পাপাঢ্যং শাম্বমন্যায়চেষ্টিতম্।
বিমোক্ষ্যামো ন ভবতো নোগ্রসেনস্য শাসনাৎ ॥১৫
প্রণতির্যা কৃতাস্মাকমার্য্যাণাং কুকুরান্ধকৈঃ।
ননাম সা কৃতা কেয়মাজ্ঞা স্বমিনি ভৃত্যতঃ ॥ ১৬
গর্ব্বমারোপিতা যূয়ং সমানাসনভোজনৈঃ।
কো দোষো ভবতাং নীতির্যৎপ্রীত্যা নাবলোকিতা ॥
অস্মাভিরর্ঘ্যো ভবতো যোঽয়ং বল নিবেদিতঃ।
প্রেম্ণৈতন্নৈতদস্মাকং কুল্যং যুষ্মৎকুলোচিতম্ ॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তা কুরবঃ সর্ব্বে ন মুঞ্চামো হরেঃ সুতম্।
কৃতৈকনিশ্চয়াস্তূর্ণং বিবিশুর্গজসাহ্বয়ম্ ॥ ১৯
মত্তঃ কোপেন চাঘূর্ণংস্তদধিক্ষেপজন্মনা ॥ ২০
উত্থায় পার্ষ্ণ্যা বসুধাং জঘান স হলায়ুধঃ ॥ ২১

জন্য এক মহোদ্যম করিলেন। তখন বলদেব, তাঁহাদিগকে মদলোলাক্ষরে নিবারণপূর্ব্বক কহিলেন,—সেই কৌরবগণ আমার বাক্যেই তাহাকে পরিত্যাগ করিবে; অতএব আমি একাকীই তাহাদের নিকট যাইতেছি। অনন্তর বলদেব হস্তিনাপুরে গমন করিয়া তাহার বাহ্য উপবনের মধ্যেই অবস্থিতি করিলেন; নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন না। অনন্তর দুর্য্যোধনাদি নৃপতিগণ "বলভদ্র উপস্থিত হইয়াছেন" ইহা জানিয়া, তাঁহাকে গাভী ও অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন। অনন্তর বলভদ্র সেই সকল অর্ঘ্যাদি বিধিবৎ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠালেন যে, রাজা উগ্রসেন আজ্ঞা করিতেছেন,—আপনারা শাম্বকে প্রত্যর্পণ করুন। ১—১০। হে দ্বিজ! ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলেই বলদেবের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। অনন্তর বাহ্লীকাদি কৌরবগণ কুপিত হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, এই যদুবংশোৎপন্ন, সুতরাং অরাজ্যার্হ, এই মুষলায়ুধকে দেখিয়াও কেন আমরা এই বলভদ্র-প্রেরিত বাক্য গণনা করিব? কোন্ যাদবের এই প্রকার ক্ষমতা যে, কুরুকুলোৎপন্ন আমাদিগের উপরও আজ্ঞা প্রদান করে? আহা! উগ্রসেনও যদি কৌরবগণের প্রতি আজ্ঞা প্রদান করিতে পারে, তবে আর এ নৃপযোগ্য, বিড়ম্বনা-মাত্র-সার, পাণ্ডরচ্ছত্রসমূহে আমাদের কি প্রয়োজন? অনন্তর তাঁহারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, হে বলভদ্র! আপনি গমন করুন। আমরা আপনার অথবা উগ্রসেনের শাসনে পাপাঢ্য অন্যায়কারী শাম্বকে পরিত্যাগ করিব না। কুকুর-অন্ধককুলোৎপন্নগণ পূর্ব্বে পূজিত আমাদের যে প্রণাম করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা বরঞ্চ না করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু ভৃত্যগণের স্বামীর প্রতি আবার আজ্ঞা কি? আমরা আপনাদের সহিত সমান আসন ও ভোজনাদি কর্ম্মে গর্ব্বিত করিয়া দিয়াছি। ইহাতে আপনাদের দোষ নাই, কারণ আমরাই প্রীতি বশতঃ নীতি অবলোকন করি নাই। হে বলভদ্র! আমারা যে আপনাকে অর্ঘ্যপ্রদান করিয়াছি; ইহা কেবল প্রণয়ের জন্য দেওয়া গিয়াছে, ইহা আপনাদিগের কুলোচিত সম্মান নহে। পরাশর কহিলেন,—কুরুগণ এই কথা বলিয়া, "আমরা কখনই কৃষ্ণের পুত্রকে পরিত্যাগ করিব না",—ইহা নিশ্চয় করত সত্বর হস্তিনায় প্রবেশ করিলেন। অনন্তর হলায়ুধ, তাঁহাদিগের তিরস্কার-সম্ভূত কোপে মত্ত

ততো বিদারিতা পৃথ্বী পার্ষ্ণিঘাতান্মহাত্মনঃ।
আস্ফোটয়ামাস তথা দিশঃ শব্দেন পূরয়ন্॥ ২২
স উবাচাতিতাম্রাক্ষো ভ্রূকুটীকুটিলাননঃ।
অহো মদাপলেপোঽয়মসারাণাং দুরাত্মনাম্॥ ২৩
কৌরবাণাং মহীপত্বমস্মাকং কিল কালজম্।
উগ্রসেনস্য যে নাজ্ঞাং মন্যন্তেঽদ্যাপি লঙ্ঘনম্॥২৪
আজ্ঞাং প্রতীচ্ছেদ্ধর্ম্মেণ সহ দেবৈঃ শচীপতিঃ।
সদাধ্যাস্তে সুধর্ম্মাং তামুগ্রসেনঃ শচীপতেঃ॥২৫
ধিঙ্মনুষ্যশতোচ্ছিষ্টে তুষ্টিরেষাং নৃপাসনে।
পারিজাততরোঃ পুষ্পমঞ্জরীর্ব্বনিতাজনঃ॥ ২৬
বিভর্ত্তি যস্য ভৃত্যানাং সোঽপ্যেষাং ন মহীপতিঃ।
সমস্তভূভুজাং নাথ উগ্রসেনঃ স তিষ্ঠতু॥ ২৭
অদ্য নিষ্কৌরবামুর্ব্বীং কৃত্বা যাস্যামি তৎপুরীম্।
কর্ণং দুর্য্যোধনং দ্রোণমদ্য ভীষ্মং সবাহ্লিকম্॥২৮
দুষ্টান্ দুঃশাসনাদীংশ্চ ভূরিশ্রবসমেব চ।
সোমদত্তং শলং ভীমমর্জ্জুনং সযুধিষ্ঠিরম্॥ ২৯
যমজৌ কৌরবাংশ্চান্যান্ হত্বা সাশ্বরথদ্বিপান্।
বীরমাদায় শাম্বঞ্চ সপত্নীকং ততঃ পুরীম্॥ ৩০
দ্বারকামুগ্রসেনাদীন্ গত্বা দ্রক্ষ্যামি বান্ধবান্।
অথবা কৌরবাধীনং সমস্তৈঃ কুরুভিঃ সহ॥ ৩১
ভারাবতরণে শীঘ্রং দেবরাজেন চোদিতঃ।
ভাগীরথ্যাং ক্ষিপাম্যাশু নগরং নাগসাহ্বয়ম্॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা মদরক্তাক্ষঃ কর্ষণাধোমুখং হলম্।
প্রাকারবপ্রে বিন্যস্য চকর্ষ মুষলায়ুধঃ॥ ৩৩
আঘূর্ণিতং তৎ সহসা ততো বৈ হস্তিনাপুরম্।
দৃষ্ট্বা সংক্ষুব্ধহৃদয়াশ্চুক্রুশুঃ সর্ব্বকৌরবাঃ॥ ৩৪
রাম রাম মহাবাহো ক্ষম্যতাং ক্ষম্যতাং ত্বয়া।
উপসংহ্রিয়তাং কোপঃ প্রসীদ মুষলায়ুধ॥ ৩৫
এষ শাম্বঃ সপত্নীকস্তব নির্যাতিতো বল।

ও আঘূর্ণিত হইয়া পার্ষ্ণিভাগ দ্বারা বসুধা তাড়িত করিলেন। ১১—২১। তখন মহাত্মা বলভদ্রের পাদতলপ্রহারে পৃথ্বী বিদারিত হইল এবং বলভদ্রও শব্দে দশদিক্ পূরিত করিয়া বাহ্বাস্ফোটন করিলেন। অনন্তর ভ্রূকুটীকুটিলানন তাম্রাক্ষ বলভদ্র বলিলেন, অহো! এই অসার-আত্মা কৌরবগণের কি মদাবলেপ? কৌরবগণের পৃথিবীপতিত্ব স্বতঃ, আর আমাদের মহীশ্বরত্ব আগন্তুক? সেইজন্য ইহারা উগ্রসেনের আজ্ঞা প্রতিপালন না করিয়া উল্লঙ্ঘন করিতেছে? শচীপতি ইন্দ্র, দেবগণসহিত মিলিত হইয়া উগ্রসেনের আজ্ঞা ধর্ম্মজ্ঞানে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। উগ্রসেন শচীপতির সেই সুধর্ম্মাখ্যা সভাতে সর্ব্বদা অধ্যাসীন থাকেন। অহো! মনুষ্যশতোচ্ছিষ্ট, ইহাদের নৃপাসনে ধিক্ থাকুক। যে উগ্রসেনের ভৃত্যগণেরও স্ত্রীগণ পারিজাততরুর মঞ্জরী ধারণ করিয়া থাকে, সেই উগ্রসেনও ইহাদিগের পক্ষে রাজা নয়? উগ্রসেন সমস্ত পৃথিবীপতিগণের নাথ হইয়া অবস্থিতি করুন। অদ্য পৃথিবীকে নিষ্কৌরবা করিয়া আমি দ্বারাবতীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। কর্ণ, দুর্য্যোধন, দ্রোণ, ভীষ্ম, বাহ্লীক, দুষ্ট দুঃশাসনাদি, ভূরিশ্রবাঃ, সোমদত্ত, শল্য, ভীম, অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির নকুল, সহদেব এবং অন্যান্য কৌরবগণকে অদ্য অশ্ব, হস্তী ও রথের সহিত বিনাশপূর্ব্বক, সপত্নীক বীর শাম্বকে গ্রহণ করত, দ্বারাবতীতে গমন করিয়া উগ্রসেনাদি বান্ধবগণকে অবলোকন করিব। অথবা আমি পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রকর্ত্তৃক পৃথিবীর ভারহরণে প্রার্থিত হইয়াছি, সেই কারণে এক্ষণে, এই কুরুকুলের অধীন হস্তিনানগরকে কুরুগণের সহিত উৎপাটন করিয়া, ভাগীরথীর মধ্যে নিক্ষেপ করিব। ২২—৩২। পরাশর কহিলেন,—মুষলায়ুধ বলরাম, কোপে অরুণীকৃতলোচন হইয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রকার বাক্যোচ্চারণ করত, কর্ষণাধোমুখ লাঙ্গল, হস্তিনার প্রাকার দেশে বিন্যাসপূর্ব্বক উক্ত নগরীকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই হস্তিনাপুর সহসা আঘূর্ণিত হইতে লাগিল দেখিয়া, কৌরবগণ সংক্ষুব্ধহৃদয়ে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে রাম! রাম! হে মহাবাহো! আপনি ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। হে মুষলায়ুধ! আপনি কোপের উপসংহার করুন, প্রসন্ন হউন। হে বল-

অভিজ্ঞাতপ্রভাবাণাং ক্ষম্যতামপরাধিনাম্॥ ৩৬
পরাশর উবাচ।
ততো নির্যাতয়ামাসুঃ শাম্বং পত্ন্যা সমন্বিতম্।
নিষ্ক্রম্য নগরাত্তূর্ণং কৌরবা মুনিপুঙ্গব॥ ৩৭
ভীষ্মদ্রোণকৃপাদীনাং প্রণম্য বদতাং প্রিয়াম্।
ক্ষান্তমেতন্ময়েত্যাহ বলো বলবতাং বরঃ॥ ৩৮
অদ্যাপ্যাঘূর্ণিতাকারং লক্ষ্যতে তৎ পুর দ্বিজ।
এষ প্রবাদো রামস্য বলশৌর্য্যোপলক্ষণঃ॥ ৩৯
ততস্তু কৌরবাঃ শাম্বং সংপূজ্য হলিনা সহ।
প্রেষয়ামাসুরুদ্বাহধনভার্য্যাসমন্বিতম্॥ ৪০

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেংংশে
পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৫॥

দেব! এই শাম্বকে পত্নীর সহিত প্রত্যর্পণ করিতেছি, আমরা আপনার প্রভাব না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি, আপনি ক্ষমা করুন। পরাশর কহিলেন,—হে মুনিসত্তম! অনন্তর কৌরবগণ সত্বর নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, শাম্বকে পত্নীর সহিত, বলদেবের নিকট প্রত্যর্পণ করিলেন। অনন্তর ভীষ্ম দ্রোণাদি সকলে প্রণামপূর্ব্বক, তাঁহাকে প্রিয়বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বলিশ্রেষ্ঠ বলভদ্র তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আমি ইহা ক্ষমা করিলাম।" হে দ্বিজ! এই কারণে হস্তিনাপুর অদ্যাপি আঘূর্ণিতাকারে লক্ষিত হইয়া থাকে। বলভদ্রের শৌর্য্য উপলক্ষে এই প্রবাদ কীর্ত্তিত হইল। অনন্তর কৌরবগণ, বলভদ্রের সহিত ভার্য্যা ও ধনসমন্বিত শাম্বকে পূজা করিয়া দ্বারাবতীতে প্রেরণ করিলেন। ৩২—৪০।

পঞ্চমাংশে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৫॥

ষট্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।
মৈত্রেয় শ্রূয়তাং তস্য বলস্য বলশালিনঃ।
কৃতং যদন্যত্তেনাভূত্তদপি শ্রূয়তাং দ্বিজ॥ ১
নরকস্যাসুরেন্দ্রস্য দেবপক্ষবিরোধিনঃ।
সখাভবন্মহাবীর্য্যো দ্বিবিদো নাম বানরঃ॥ ২
বৈরানুবন্ধং বলবান্ স চকার সুরান্ প্রতি।
নরকং হতবান্ কৃষ্ণো বলদর্পসমন্বিতম্॥ ৩
করিষ্যে সর্ব্বদেবানাং তস্মাদেষ প্রতিক্রিয়াম্॥ ৪
যজ্ঞবিধ্বংসনং মেনে সর্ব্বলোকক্ষয়ং হিতম্।
ততো বিধ্বংসয়ামাস যজ্ঞানজ্ঞানমোহিতঃ॥ ৫
বিভেদ সাধুমর্য্যাদাং ক্ষয়ং চক্রে চ দেহিনাম্।
দদাহ চ বনোদ্দেশান্ পুরগ্রামান্তরাণি চ॥ ৬
কচিচ্চ পর্ব্বতাক্ষেপৈগ্রামাদীন্ সমচূর্ণয়ৎ।

ষট্ত্রিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! ব্রহ্মন্! বলশালী বলদেব, অন্য যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দেবপক্ষবিরোধী নরকনামক অসুর-শ্রেষ্ঠের এক মহাবীর্য্যশালী বানরজাতীয় সখা ছিল তাহার নাম দ্বিবিদ। সেই দ্বিবিদ বানর দেবগণের প্রতি বড় শত্রুতা আরম্ভ করে। ইহার কারণ, পূর্ব্বে কৃষ্ণ, নরকাসুরকে বিনাশ করেন; ঐ নরকাসুর বড়ই বলদর্পশালী ছিল। তখন দ্বিবিদ চিন্তা করিল যে, এই আমিই একাকী সকল দেবগণের প্রতিক্রিয়া করিব এই প্রকার ভাবিয়া সে স্থির করিল, যজ্ঞধ্বংস করিলে সর্ব্বলোক ক্ষয় হইবে, সুতরাং আর যজ্ঞাদি হইবে না, কাজে কাজেই দেবগণের ইহাতে মহৎ কষ্ট উপস্থিত হইবে। অতএব ইহাই আমার পক্ষে মঙ্গলকর, এই প্রকার নিশ্চয়ান্তে অজ্ঞান-মোহিত ঐ বানর, যজ্ঞ সকল নষ্ট করিতে আরম্ভ করিল। ঐ বানর সাধুগণের মর্য্যাদাভঙ্গ করিতে লাগিল, দেহিগণের ক্ষয় করিতে লাগিল এবং কখন কখন গ্রাম, পুর ও বনসমূহ পোড়াইতে লাগিল। কখনও বা পর্ব্বত নিক্ষেপ করিয়া

শৈলানুৎপাট্য তোয়েষু মুমোচাম্বুনিধৌ তথা ॥ ৭
পুনশ্চার্ণবমধ্যস্থঃ ক্ষোভয়ামাস সাগরম্।
তেন বিক্ষোভিতশ্চাব্ধিরুদ্বেলোঽজায়ত দ্বিজ ॥ ৮
প্লাবয়ংস্তীরজান্ গ্রামান্ পুরাদীনতিবেগবান্।
কামরূপী মহারূপং কৃত্বা সংস্থানশেষতঃ ॥ ৯
লুণ্ঠন্ ভ্রমণসম্মর্দ্দৈঃ সঞ্চূর্ণয়তি বানরঃ।
তেন বিপ্রকৃতং সর্ব্বং জগদেতদ্দুরাত্মনা ॥ ১০
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারং মৈত্রেয়াসীৎ সুদুঃখিতম্ ॥ ১১
একদা রৈবতোদ্যানে পপৌ পানং হলায়ুধঃ।
রেবতী চ মহাভাগা তথৈবান্যা বরস্ত্রিয়ঃ ॥ ১২
উপগীয়মানো বিলসল্ললনামৌলিমধ্যগঃ।
রেমে যদুবরশ্রেষ্ঠঃ কুবের ইব মন্দরে ॥ ১৩
ততঃ স বানরোঽভ্যেত্য গৃহীত্বা সীরিণো হলম্।
মুষলঞ্চ চকারাস্য সম্মুখঞ্চ বিড়ম্বনম্ ॥ ১৪
তথৈব যোষিতাং তাসাং জহাসাভিমুখং কপিঃ।
পানপূর্ণাংশ্চ করকাংশ্চিক্ষেপাহত্য বৈ যদা ॥ ১৫
ততঃ কোপপরীতাত্মা ভৎ সয়ামাস তং বলঃ।
তথাপি তমবজ্ঞায় চক্রে কিলকিলাধ্বনিম্ ॥ ১৬
ততঃ সমুত্থায় বলো জগ্রাহ মুষলং রুষা।
সোঽপি শৈলশিলাং ভীমাং জগ্রাহ প্লবগোত্তমঃ ॥
চিক্ষেপ চ স তাং ক্ষিপ্তাং মুষলেন সহস্রধা।
বিভেদ যাদবশ্রেষ্ঠঃ সা পপাত মহীতলে ॥ ১৮
আপতন্মুষলঞ্চাসৌ সমুল্লঙ্ঘ্য প্লবঙ্গম।
বেগেনাগম্য রোষেণ তলেনোরস্যতাড়য়ৎ ॥ ১৯
ততো বলেন কোপেন মুষ্টিনা মূর্দ্ধ্নি তাড়িতঃ।
পপাত রুধিরোদ্গারী দ্বিবিদঃ ক্ষীণজীবিতঃ ॥ ২০
পততা তচ্ছরীরেণ গিরেঃ শৃঙ্গমদীর্য্যত।
মৈত্রেয় শতধা বজ্রিবজ্রেণেব হি তাড়িতম্ ॥ ২১

গ্রামাদি চূর্ণ করিয়া ফেলিল, কখনও বা পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। হে দ্বিজ! ঐ বানর পুনর্ব্বার কখনও সমুদ্রের মধ্যে গিয়া সমুদ্রকে ক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে সেই সময় সমুদ্র, বেলা অতিক্রম করিয়া অতিবেগে গ্রাম ও নগরাদি প্লাবিত করিয়া ফেলিল। কামরূপী ঐ বানর কখন কখন নানারূপ ধারণ করিয়া গ্রামাদির লুণ্ঠন করত ভ্রমণসংমর্দ্দ দ্বারা গ্রামাদি চূর্ণিত করিতে লাগিল। এইরূপে সেই দুরাত্মা, সকল জগতেরই অপকার করিতে লাগিল। ১—১০। হে মৈত্রেয়! তখন দুঃখসঙ্কুল জগৎ স্বাধ্যায় ও বষট্কাররহিত হইয়া উঠিল। এক দিবস, রৈবতোদ্যানে বলভদ্র, মহাভাগা রেবতী ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ স্ত্রীগণ সকলে মিলিত হইয়া মদ্যপান করিতেছিলেন। বিলাসবতী ললনাগণের মধ্যবর্ত্তী সঙ্গীত সেবিত যদুবরশ্রেষ্ঠ বলভদ্র তৎকালে, মন্দর পর্ব্বতে কুবেরের ন্যায় ক্রীড়াবৃত ছিলেন। অনন্তর সেইখানে সেই দ্বিবিদনামা বানর আগমনপূর্ব্বক বলভদ্রের মুষল ও হল গ্রহণ করিয়া, তাঁহার সম্মুখে নানা প্রকার বিড়ম্বনা আরম্ভ করিল। ঐ দুর্ব্বৃত্ত কপি, সেই সকল নারীগণের সম্মুখে হাস্য করিতে লাগিল এবং মদ্যপূর্ণ পানপাত্র সকল ভাঙ্গিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনন্তর বলভদ্র কোপযুক্ত হইয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তথাপি সেই বানর তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া কিলকিলাধ্বনি করিতে লাগিল। তখন বলভদ্র রোষে গাত্রোত্থান করিয়া মুষল গ্রহণ করিলেন। তখন সেই বানরশ্রেষ্ঠ ভয়ঙ্কর এক পর্ব্বতোপম প্রস্তর গ্রহণ করিল। দ্বিবিদ সেই প্রস্তর নিক্ষেপ করিবামাত্র, যাদবশ্রেষ্ঠ বলভদ্র সেই প্রস্তরকে মুষলাঘাতে সহস্র খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন সহস্রখণ্ড প্রস্তর, ভূমিতে পতিত হইল। অনন্তর সেই বানর, মুষল উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক আপতিত হইল এবং বেগে আগমন করিয়া করতল দ্বারা বলরামের হৃদয়ে আঘাত করিল। তখন বলদেব, রোষপুরঃসর করতল দ্বারা তাহার মস্তকে প্রহার করিলেন। সেই প্রহারে দ্বিবিদ, রুধির বমন করিতে করিতে ক্ষীণপ্রাণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ১১—২০। হে মৈত্রেয়! ঐ বানরের শরীর যখন পতিত হইল, তখন তাহার ভারে, ইন্দ্রের বজ্রতাড়িতের ন্যায়, গিরিশৃঙ্গ শতধা বিদীর্ণ হইয়া পড়িল। এইরূপে দ্বিবিদ বানর নিহত হইলে পর, দেবগণ

পুষ্পবৃষ্টিং ততো দেবা রামস্যোপরি চিক্ষিপুঃ।
প্রশশংসুস্তথাভ্যেত্য সাধ্বেতত্তে মহৎ কৃতম্ ॥২২
অনেন দুষ্টকপিনা দৈত্যপক্ষোপকারিণা।
জগন্নিরাকৃতং বীর দিষ্ট্যাসৌ ক্ষয়মাগতঃ।
ইত্যুক্তা দিবমাজগ্মুর্দেবা হৃষ্টাঃ সগুহ্যকাঃ ॥ ২৩

পরাশর উবাচ।

এবংবিধান্যনেকানি বলদেবস্য ধীমতঃ।
কর্ম্মণ্যপরিমেয়ানি শেষস্য ধরণীভৃতঃ ॥ ২৪

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে
ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

এবং দৈত্যবধং কৃষ্ণো বলদেবসহায়বান্।
চক্রে দুষ্টক্ষিতীশানাং তথৈব জগতঃ কৃতে ॥ ১
ক্ষিতেশ্চ ভারং ভগবান্ ফাল্গুনেন সমং বিভুঃ।
অবতারয়ামাস হরিঃ সমস্তাক্ষৌহিণীবধাৎ ॥ ২
কৃতং ভারাবতরণং ভুবো হত্বাখিলান্ নৃপান্।
শাপব্যাজেন বিপ্রাণামুপসংহৃতবান্ কুলম্ ॥ ৩
উৎসৃজ্য দ্বারকাং কৃষ্ণস্ত্যক্ত্বা মানুষ্যমাত্মভূঃ।
সাংশো বিষ্ণুময়ং স্থানং প্রবিবেশ পুনর্নিজম্ ॥ ৪

মৈত্রেয় উবাচ।

স বিপ্রশাপব্যাজেন সংজহ্রে স্বকুলং কথম্।
কথঞ্চ মানুষং দেহমুৎসসর্জ্জ জনার্দ্দনঃ ॥ ৫

পরাশর উবাচ।

বিশ্বামিত্রস্তথা কণ্বো নারদশ্চ মহামুনিঃ।
পিণ্ডারকে মহাতীর্থে দৃষ্টা যদুকুমারকৈঃ ॥ ৬
ততস্তে যৌবনোন্মত্তা ভাবিকার্য্যপ্রচোদিতাঃ।
শাম্বং জাম্ববতীপুত্রং ভূষয়িত্বা স্ত্রিয়ং যথা ॥ ৭
প্রশ্রিতাংস্তান্মুনীনূচুঃ প্রণিপাতপুরঃসরম্।
ইয়ং স্ত্রী পুত্রকামস্য বভ্রোঃ কিং জনয়িষ্যতি ॥ ৮

বলদেবের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি মোচন করিতে লাগিলেন এবং আগমনপূর্ব্বক "আপনি এই সাধু ও মহাকর্ম্ম সাধিত করিলেন" এই বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেবগণ আরও বলিলেন, হে বীর! এই দৈত্যপক্ষোপকারী দুষ্ট বানর কর্তৃক জগৎ বড়ই নিরাকৃত হইয়াছিল। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে, আপনার নিকট এই বানর বিনাশ প্রাপ্ত হইল। দেবগণ এই কথা বলিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গুহ্যকগণের সহিত স্বর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! ধরণীধারণকারী শেষাবতার ধীমান্ বলভদ্রের এই প্রকার আশ্চর্য্যজনক নানাবিধ অপরিমেয় কর্ম্ম আরও অনেক আছে। ২১—২৪।

পঞ্চমাংশে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—বলদেব-সহায় কৃষ্ণ এই প্রকারে জগতের উপকারার্থে দৈত্য ও দুষ্ট মহীপতিগণের বিনাশ সাধন করিলেন। ভগবান্ বিভু, কৃষ্ণ, অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা বধ দ্বারা পৃথিবীরও ভার অবতারিত করিলেন এবং ভগবান্ ভূমির ভার হরণপূর্ব্বক সকল দুষ্ট মহীপতিগণের বিনাশ করিয়া, বিপ্রগণের শাপচ্ছলে স্বকীয় কুলেরও উপসংহার করিলেন। এই সকল কর্ম্ম সমাপনান্তে অংশাবতার আত্মভূ ভগবান্ কৃষ্ণ, মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া, পুনর্ব্বার স্বকীয় বিষ্ণুময় স্থানে প্রবেশ করিলেন। মৈত্রেয় কহিলেন,—কৃষ্ণ, বিপ্রশাপচ্ছলে, কি প্রকারে নিজকুল বিনষ্ট করেন এবং কি প্রকারেই বা আপনার মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করেন? (তাহা বিস্তারিতরূপে বলুন) পরাশর কহিলেন,—পূর্ব্বে কোন দিন পিণ্ডারক নামে মহাতীর্থে যদুকুমারগণ দেখিতে পাইলেন যে, মহামুনি বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ আগমন করিতেছেন। তখন যৌবনোন্মত্ত, অবশ্যম্ভাবিকার্য্য-প্রেরিত যদুকুমারগণ, জাম্ববতীপুত্র সাম্বকে স্ত্রীলোকের ন্যায় সজ্জিত করিয়া সেই গমনশীল মহামুনিগণকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন যে, "হে

দিব্যজ্ঞানোপপন্নাস্তে বিপ্রলব্ধাঃ কুমারকৈঃ।
মুনয়ঃ কুপিতাঃ প্রোচুর্মুষলং জনয়িষ্যতি।
যেনাখিলকুলোৎসাদো যাদবানাং ভবিষ্যতি ॥ ৯
ইত্যুক্তাস্তৈঃ কুমারাস্তে আচচক্ষুর্যথাকৃতম্।
উগ্রসেনায় মুষলং জজ্ঞে শাম্বস্য চোদরাৎ ॥ ১০
তদুগ্রসেনো মুষলময়শ্চূর্ণমকারয়ৎ।
জজ্ঞে স চৈরকাশ্চূর্ণঃ প্রক্ষিপ্তস্তৈর্মহোদধৌ ॥১১
মুষলস্যাথ লোহস্য চূর্ণিতস্যান্ধকৈর্দ্বিজ।
খণ্ডং চূর্ণয়িতুং শেকুর্নৈকং তে তোমরাকৃতি ॥১২
তদপ্যম্বুনিধৌ ক্ষিপ্তং মৎস্যো জগ্রাহ ঘাতিভিঃ।
ঘাতিতস্যোদরাৎ তস্য লব্ধো জগ্রাহ তং জরা ॥১৩
বিজ্ঞাতপরমার্থোঽপি ভগবান্ মধুসূদনঃ।

মহামুনিগণ! পুত্রকামী বভ্রুর এইটী স্ত্রী, ইহার কি সন্তান হইবে, তাহা আমাদিগকে বলুন।” দিব্য জ্ঞানোৎপন্ন মুনিগণ কুমারগণ কর্ত্তৃক এবম্প্রকার প্রতারিত হইয়া অতিশয় কোপ সহকারে বলিলেন যে “মুষল প্রসব করিবে এবং সেই মুষল হইতেই যাদবগণের অখিলকুল উৎসাদিত হইবে।” ঋষিগণ কর্ত্তৃক এবম্প্রকারে অভিশপ্ত হইয়া যদুকুমারগণ সকলে উগ্রসেনের নিকট গমনপূর্ব্বক এই সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। শাম্বের জঠর হইতেও মুষল প্রসূত হইল। উগ্রসেনও সেই লৌহময় মুষলকে চূর্ণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। পরে মহাসমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত সেই মুষলচূর্ণ * এরকাবনে পরিণত হইল। ১—১১। হে দ্বিজ! যাদবগণ, লৌহময় মুষলের প্রায় সকল খণ্ড চূর্ণ করিলেন, কিন্তু তোমরাকার একখণ্ড আর কোন প্রকারে চূর্ণিত করিতে না পারিয়া, সমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। সমুদ্রে ক্ষিপ্ত সেই মুষলখণ্ডকে একটী মৎস্য উদরসাৎ করে। অনন্তর মৎস্যঘাতিগণ কর্ত্তৃক ঐ মৎস্য ধৃত হইয়া, খণ্ডিত হইল; তখন তাহার উদর হইতে সেই মুষলখণ্ড বাহির হইলে জরা নামক একজন ব্যাধ তাহা গ্রহণ করিল। ভগবান মধুসূদন, এ সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়াও,

* ধারত্রয়বিশিষ্ট তৃণবিশেষ এরকা।

নৈচ্ছত্তদন্যথাকর্ত্তুং বিধিনা যৎ সমীহিতম্ ॥ ১৪
দেবৈশ্চ প্রহিতো দূতঃ প্রণিপত্যাহ কেশবম্।
রহস্যেকমহং দূতঃ প্রহিতো ভগবন্ সুরৈঃ ॥ ১৫
বিশ্বাশ্বিমরুদাদিত্য-রুদ্রসাধ্যাদিভিঃ সহ।
বিজ্ঞাপয়তি যচ্ছক্রস্তদিদং শ্রূয়তাং প্রভো ॥ ১৬
ভারাবতারণার্থায় বর্ষাণ মধিকং শতম্।
ভগবানবতীর্ণোঽত্র ত্রিদশৈঃ সম্প্রসাদিতঃ ॥ ১৭
দুর্বৃত্তা নিহতা দৈত্যা ভুবো ভারোঽবতারিতঃ।
ত্বয়া সনাথাস্ত্রিদশা ভবন্তু ত্রিদিবে পুনঃ ॥ ১৮
তদতীতং জগন্নাথ বর্ষাণামধিকং শতম্।
ইদানীং গম্যতাং স্বর্গো ভবতাং যদি রোচতে ॥
দেবৈর্বিজ্ঞাপ্যতে চেদমথাত্রৈব রতিস্তব।
তৎ স্থীয়তাং যথাকালমাখ্যেয়মনুজীবিভিঃ ॥ ২০

বিধাতার ইচ্ছার অন্যথা করিতে অভিলাষ করিলেন না। অনন্তর দেবগণপ্রেরিত দূত আগমনপূর্ব্বক প্রণিপাত করিয়া কেশবকে বলিল,—হে ভগবন্! নির্জ্জনে কোন কথা বলিবার জন্য দেবগণ আপনার নিকটে আমাকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমার, মরুৎ আদিত্য ও রুদ্রাদির সহিত ইন্দ্র আপনার নিকট যে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন, হে প্রভো! আপনি শ্রবণ করুন। ইন্দ্র কহিয়াছেন যে, হে ভগবন্! আপনি পৃথিবীর ভারাবতারণার্থে দেবগণ কর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া শতবর্ষেরও অধিক হইল, ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে প্রভো! এক্ষণে দুর্বৃত্তগণ সকলে নিহত হইয়াছে এবং পৃথিবীর ভারও অবতারিত হইয়াছে; অতএব আমরা প্রার্থনা করি যে, দেবগণ স্বর্গে পুনর্ব্বার আপনার সহিত মিলিত হউন। হে জগন্নাথ! শতবর্ষেরও অধিক অতীত হইয়াছে; এক্ষণে যদি আপনার রুচি হয়, তবে স্বর্গে গমন করুন। হে ভগবন্! দেবগণ ইহা বিজ্ঞাপন করিলেন; এক্ষণেও যদি আপনার এখানে থাকিতে অভিলাষ হয়, তবে অবস্থান করুন। ভৃত্যগণের ইহা কর্ত্তব্যকর্ম্ম যে, যথাসময়ে প্রভুর নিকট কর্ত্তব্য বিষয়ের উদ্বোধ করিয়া দেয়। ১২—২০।

শ্রীভগবানুবাচ।
যত্ত্বমাথাখিলং দূত বেদ্মোতদহমপ্যুত।
প্রারব্ধ এব হি ময়া যাদবানামপি ক্ষয়ঃ॥ ২১
ভুবো নাদ্যাপি ভারোঽয়ং যাদবৈরনিবর্হিতৈঃ।
অবতার্য্য করোম্যেতৎ সপ্তরাত্রেণ সত্বরঃ॥ ২২
যথা গৃহীতামম্ভোধের্দত্ত্বাহং দ্বারকাভুবম্।
যাদবানুপসংহৃত্য যাস্যামি ত্রিদিবালয়ম্॥ ২৩
মনুষ্যদেহমুৎসৃজ্য সঙ্কর্ষণসহায়বান্।
প্রাপ্ত এবাস্মি মন্তব্যো দেবেন্দ্রেণ তথা সুরৈঃ
জরাসন্ধাদয়ো যেঽন্যে নিহতা ভারহেতবঃ।
ক্ষিতেস্তেভ্যঃ কুমারোঽপি যদূনাং নাপচীয়তে॥২৫
তদেনং সুমহাভারমবতার্য্য ক্ষিতেরহম্।
যাস্যাম্যমরলোকস্য পালনায় ব্রবীহি তান॥ ২৬
পরাশর উবাচ।
ইত্যুক্তো বাসুদেবেন দেবদূতঃ প্রণম্য তম্।
মৈত্রেয় দিব্যয়া গত্যা দেবরাজান্তিকং যযৌ॥ ২৭
ভগবানপ্যথোৎপাতান্ দিব্যভৌমান্তরীক্ষগান্।
দদর্শ দ্বারকাপুর্য্যাং বিনাশায় দিবানিশম্॥ ২৮
তান্ দৃষ্ট্বা যাদবানাহ পশ্যধ্বমতিদারুণান্।
মহোৎপাতান শমায়ৈষাং প্রভাসং যাম মা চিরম্॥
পরাশর উবাচ।
এবমুক্তে তু কৃষ্ণেন যাদবপ্রবরস্ততঃ।
মহাভাগবতঃ প্রাহ প্রণিপত্যোদ্ধবো হরিম্॥ ৩০
বন্ ময়া কার্য্যং তদাজ্ঞাপয় সাম্প্রতম্।
মন্যে কুলমিদং সর্ব্বং ভগবান সংহরিষ্যতি।
নাশায়াস্য নিমিত্তানি কুলস্যাচ্যুত লক্ষয়ে॥ ৩১
ভগবানুবাচ।
গচ্ছ ত্বং দিব্যয়া গত্যা মৎপ্রসাদসমুত্থয়া।
বদরীমাশ্রমং পুণ্যং গন্ধমাদনপর্ব্বতে॥ ৩২
নরনারায়ণস্থানে তৎপাবিতমহীতলে।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে দূত! তুমি যাহা কহিলে, আমি তাহা সকলই জানিতেছি, আমি নিজেই যাদবকুলের ক্ষয় আরম্ভ করিয়াছি। যাদবগণের সংহার না হইলে, পৃথিবীর ভার অবতারিত হইবে না, এই কারণে আমি ত্বরা সহকারে সপ্তরাত্রের মধ্যেই ইহাদিগের সংহারে পৃথিবীর ভারাবতারণ করিব। আমি যেমন সমুদ্র হইতে দ্বারকাপুরীকে গ্রহণ করিয়াছি; সেই প্রকারে সমুদ্রকে পুনর্ব্বার দ্বারকাভূমি অর্পণ করত যাদবগণকে বিনাশ করিয়া স্বর্গধামে গমন করিব। বলভদ্রের সহিত মনুষ্যদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক, আমি স্বর্গে গমন করিয়াছি, দেবগণের সহিত ইন্দ্র এ প্রকারই মনে করুন। পৃথিবীর ভারহেতু জরাসন্ধাদি যে সকল বীর নিহত হইয়াছে, তাহাদিগের অপেক্ষা যদুকুমারগণ কোন প্রকারেই ক্ষিতিভার সম্বন্ধে হীন নহে। সেইজন্য আমি ক্ষিতির ভারহরণরূপ এই সুমহাকার্য্য সাধিত করিয়া, অমরলোকগণের পালনের জন্য স্বর্গে গমন করিব, তুমি দেবগণের নিকট এই কথা বলিবে। পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত দেবদূত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, দিব্যগতিতে দেবরাজের নিকটে উপস্থিত হইল। এদিকে ভগবান্ও দিবারাত্রিই দ্বারকাপুরীতে যদুকুলের বিনাশসূচক, নানাপ্রকার দিব্য, ভৌম ও অন্তরীক্ষগত উৎপাত অবলোকন করিতে লাগিলেন। সেই সকল উৎপাত অবলোকন করিয়া, ভগবান্ যাদবগণকে কহিলেন যে, হে যাদবগণ! এই সকল বিনাশসূচক উৎপাত অবলোকন কর, এক্ষণে আমরা সকলে, এই সকল উৎপাতের শান্তি করিবার জন্য প্রভাসতীর্থে গমন করিব, আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই। ২১—২৯। পরাশর কহিলেন,—কৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর, মহাভাগবত যাদবশ্রেষ্ঠ উদ্ধব, হরিকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন যে, "হে ভগবন্! আপনি এক্ষণে যাহা করিবেন, তাহা আমার নিকটে আজ্ঞা করুন। আমি বিবেচনা করিতেছি যে, আপনি এই সকল কুলের সংহার করিবেন। হে অচ্যুত! এই কুলের নাশসূচক নিমিত্ত সকল আমি দৃষ্টি করিতেছি। ভগবান্ কহিলেন,—হে উদ্ধব! তুমি আমার প্রসাদলব্ধ দিব্যগতি অবলম্বনপূর্ব্বক, গন্ধমাদন-পর্ব্বতস্থ পুণ্যবদরীনামক পুণ্যাশ্রমে গমন কর। সেই তীর্থ নর-

মন্মনা মৎপ্রসাদেন তত্র সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩
অহং স্বর্গং গমিষ্যামি উপসংহৃত্য বৈ কুলম্।
দ্বারকাঞ্চ ময়া ত্যক্তাং সমুদ্রঃ প্লাবয়িষ্যতি ॥ ৩৪
পরাশর উবাচ।
ইত্যুক্তঃ প্রণিপত্যৈনং জগামাথ তদোদ্ধবঃ।
নরনারায়ণস্থানং কেশবেনানুমোদিতঃ ॥ ৩৫
ততস্তে যাদবাঃ সর্ব্বে রথানারুহ্য শীঘ্রগান্।
প্রভাসং প্রযযুঃ সার্দ্ধং কৃষ্ণরামাদিভির্দ্বিজ ॥ ৩৬
প্রাপ্য প্রভাসং প্রযতাঃ স্নাতাস্তে কুকুরান্ধকাঃ।
চক্রুস্তত্র সুরাপানং বাসুদেবানুমোদিতাঃ ॥ ৩৭
পিবতাং তত্র বৈ তেষাং সঙ্ঘর্ষেণ পরস্পরম্
অতিবাদেন্ধনো জজ্ঞে কলহাগ্নিঃ ক্ষয়াবহঃ ॥ ৩৮
জঘ্নুঃ পরস্পরং তে তু শস্ত্রৈর্দ্দৈববলাৎ কৃতাঃ।
ক্ষীণশস্ত্রাশ্চ জগৃহুঃ প্রত্যাসন্নামথৈরকাম্ ॥ ৩৯
এরকা তু গৃহীতা তৈর্বজ্রভূতেব লক্ষ্যতে
তয়া পরস্পরং জঘ্নুঃ সংপ্রহারে সুদারুণে ॥ ৪০
প্রদ্যুম্নশাম্বপ্রমুখাঃ কৃতবর্ম্মাথ সাত্যকিঃ।
অনিরুদ্ধাদয়শ্চান্যে পৃথুর্বিপৃথুরেব চ ॥ ৪১
চারুবর্ম্মা চারুকশ্চ রথাক্রূরাদয়ো দ্বিজ।
এরকারূপিভির্বজ্রৈস্তে নিজঘ্নুঃ পরস্পরম্ ॥ ৪২
নিবারয়ামাস হরির্যাদবাংস্তে চ কেশবম্।
সহায়ং মেনিরে প্রাপ্তং তে নিজঘ্নুঃ পরস্পরম্ ॥
কৃষ্ণোঽপি কুপিতস্তেষামেরকামুষ্টিমাদদে।
বধায় সোঽপি মুষলং মুষ্টির্লোহোঽভবত্তদা ॥ ৪৪
জঘান তেন নিঃশেষান্ যাদবানাততায়িনঃ।
জঘ্নুশ্চ সহসাভ্যেত্য তথান্যে চ পরস্পরম্ ॥ ৪৫
ততশ্চার্ণবমধ্যেন জৈত্রোঽসৌ চক্রিণো রথঃ।

নারায়ণ স্থান এবং তাহারই স্থিতিতে মহীতল পবিত্রিত হইয়াছে। তুমি সেই তীর্থে গমনপূর্ব্বক মন্মনাঃ হইয়া তপস্যা করিও; পরে আমারই প্রসাদে তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। আমি এই কুলের উপসংহার করিয়া স্বর্গে গমন করিব। আমি স্বর্গে গমন করিলে পর, সমুদ্র মৎপরিত্যক্ত দ্বারকাপুরীকে প্লাবিত করিবে। পরাশর কহিলেন,—ভগবান্ এই কথা বলিলে পর, উদ্ধব তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কেশব কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া, নরনারায়ণস্থান বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। অনন্তর হে দ্বিজ! যাদবগণ কৃষ্ণ ও বলরামের সহিত, শীঘ্রগামী রথসমূহে আরোহণপূর্ব্বক প্রভাসতীর্থে গমন করিলেন। অনন্তর কুকুরান্ধকগণ (যাদবগণ) প্রভাসে উপস্থিত হইয়া, প্রযতহৃদয়ে স্নান করত বাসুদেবের আজ্ঞানুসারে সুরাপান করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই স্থানে তাঁহারা সুরাপানপূর্ব্বক পরস্পর সঙ্ঘর্ষে এক কলহ উত্থাপিত করিলেন; ক্রমে ঐ কলহরূপী বহ্নি অতিবাদরূপ কাষ্ঠসংযোগে আরও প্রবল হইয়া উঠিল। ভাগ্যক্রমে ঐ কলহাগ্নিও যদুকুলের ক্ষয়ের কারণরূপে পরিণত হইল। তখন অদৃষ্টপরতন্ত্র যাদবগণ, পরস্পর শস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন; অনন্তর অস্ত্রাদি নিঃশেষ হইলে পর, তাঁহারা নিকটবর্ত্তী এরকাগ্রহণপূর্ব্বক পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন। সেই সুদারুণ যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাদিগের গৃহীত এরকা বজ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল এবং তাঁহারাও সেই এরকা দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে হনন করিতে লাগিলেন। ৩০—৪০। হে দ্বিজ! প্রদ্যুম্ন সাম্বপ্রমুখ কৃষ্ণপুত্রগণ—কৃতবর্ম্মা সাত্যকি, অনিরুদ্ধাদি কুমারগণ,—পৃথু, বিপৃথু, চারুবর্ম্মা ও অক্রূরাদি যাদবগণ—সকলেই পরস্পরকে সেই এরকারূপী বজ্র দ্বারা হনন করিতে লাগিলেন। হরি, যাদবগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা পরস্পরই যুদ্ধবিষয়ে হরিকে আপনার প্রতিপক্ষের সহায় বিবেচনা করিয়া, পরস্পরকে হনন করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণ কুপিত হইয়া তাঁহাদের বধের জন্য এরকা মুষ্টিগ্রহণ করিলেন, সেই এরকাম্ও লৌহময় মুষলে পরিণত হইল। ভগবান্ সেই মুষ্টি দ্বারা আততায়ী যাদবগণকে নিঃশেষরূপে হনন করিতে লাগিলেন। যাদবগণও সহসা আগমন করিয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজসত্তম! অনন্তর অবলোকনকারী

পশ্যতো দারুকস্যাশু হৃতোঽশ্বৈর্দ্বিজসত্তম॥ ৪৬
চক্রং তথা গদা শার্ঙ্গ-তূণী শঙ্খোঽসিরেব চ।
প্রদক্ষিণং হরিং কৃত্বা জগ্মুরাদিত্যবর্ত্মনা॥ ৪৭
ক্ষণেন নাভবৎ কশ্চিদ্‌যাদবানামঘাতিতঃ।
ঋতে কৃষ্ণং মহাবাহুং দারুকঞ্চ মহামুনে॥ ৪৮
চংক্রম্যমাণৌ তৌ রামং বৃক্ষমূলকৃতাসনম্।
দদৃশাতে মুখাচ্চাস্য নিষ্ক্রামন্তং মহোরগম্॥ ৪৯
নিষ্ক্রম্য স মুখাত্তস্য মহাভাগো ভুজঙ্গমঃ।
প্রযযাবর্ণবং সিদ্ধৈঃ স্তূয়মানস্তথোরগৈঃ॥ ৫০
ততোঽর্ঘ্যমাদায় তদা জলধিঃ সংমুখং যযৌ।
প্রবিবেশ চ তত্তোয়ং পূজিতঃ পন্নগোত্তমৈঃ॥ ৫১
দৃষ্ট্বা বলস্য নির্যাণং দারুকং প্রাহ কেশবঃ।
ইদং সর্ব্বং ত্বমাচক্ষ্ব বসুদেবোগ্রসেনয়োঃ॥ ৫২
নির্যাণং বলভদ্রস্য যাদবানাং তথা ক্ষয়ম্

দারুককে অবজ্ঞা করিয়া অশ্বগণ কৃষ্ণের সেই জৈত্র নামক রথকে সমুদ্রের মধ্যে হরণ করিল। শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ, তূণদ্বয় ও অসি,—ভগবান্‌কে প্রদক্ষিণ করিয়া আদিত্যপথ দ্বারা বৈকুণ্ঠে গমন করিল। হে মহামুনে! ক্ষণকালের মধ্যে মহাবাহু কৃষ্ণ ও দারুক ব্যতিরেকে আর সকল যাদবগণেই বিনাশপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর দারুক ও কৃষ্ণ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, বলভদ্র বৃক্ষমূলে আসনবন্ধে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং তাঁহার মুখ হইতে এক প্রকাণ্ড সর্প নিষ্ক্রান্ত হইতেছেন। বলভদ্রের মুখ হইতে সেই প্রকাণ্ডশরীর সর্প নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন সিদ্ধগণ ও উরগগণ তাঁহার স্তব করিতেছিলেন। অনন্তর সমুদ্র অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া সেই অনন্ত নাগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং উরগশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন; অনন্তর পূজাদি সমাপ্ত হইলে, তিনি সেই জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ৪৬—৫১। কেশব, বলদেবের নির্যাণ অবলোকন করিয়া দারুককে কহিলেন,—তুমি গিয়া বসুদেব ও উগ্রসেনের নিকট এই সকল সংবাদ বলিও; বলভদ্রের নির্যাণ সকল যাদব-

যোগেস্থিত্বাহমপ্যেতং পরিত্যক্ষে কলেবরম্॥ ৫৩
বাচ্যশ্চ দ্বারকাবাসি-জনঃ সর্ব্বস্তথাহুকঃ।
যথেমাং নগরীং সর্ব্বাং সমুদ্রঃ প্লাবয়িষ্যতি॥ ৫৩
তস্মাদ্ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈস্তু প্রতীক্ষ্যো হ্যর্জ্জুনাগমঃ।
ন স্থেয়ং দ্বারকামধ্যে নিষ্ক্রান্তে তত্র পাণ্ডবে॥৫৫
তেনৈব সহ গন্তব্যং যত্র যাতি স কৌরবঃ।
গত্বা চ ব্রূহি কৌন্তেয়মর্জ্জুনং বচনান্মম॥ ৫৬
পালনীয়স্ত্বয়া শক্ত্যা জনোঽয়ং মৎপরিগ্রহঃ।
ইত্যর্জ্জুনেন সহিতো দ্বারবত্যা ভবান্ জনম্।
গৃহীত্বা যাতু বজ্রশ্চ যদুরাজ্যেঽভিষিচ্যতাম্॥ ৫৭
পরাশর উবাচ।
ইত্যুক্তো দারুকঃ কৃষ্ণং প্রণিপত্য পুনঃ পুনঃ
প্রদক্ষিণঞ্চ বহুশঃ কৃত্বা প্রায়াদ্‌যথোদিতম্॥ ৫৮
স গত্বা চ তথা চক্রে দ্বারকায়াং তথার্জ্জুনম্
আনিনায় মহাবুদ্ধির্ব্বজ্রং চক্রে তথা নৃপম্॥ ৫৯

কুলের ক্ষয় ও আমি যোগে অবস্থানপূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ করিব, এই সকল কথা তাঁহাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলিও। এবঞ্চ দ্বারকাবাসী জনসমূহ ও আহুককে বলিও, এই দ্বারকা নগরীকে সমুদ্র প্লাবিত করিবে,—এই জন্য আপনারা সকলে অর্জ্জুনের আগমন প্রতীক্ষা করিবেন। কিন্তু অর্জ্জুন দ্বারকা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে পর, আপনারা আর কেহই দ্বারকায় অবস্থান করিবেন না। সেই কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন যেদিকে যাইবেন, আপনারাও তাঁহার সহিত সেই দিকেই যাইবেন। এবঞ্চ হে দারুক! তুমি অর্জ্জুনের নিকট গিয়া আমার বাক্যানুসারে বলিবে যে, "আমার পরিবারবর্গকে তুমি নিজশক্তি অনুসারে পালন করিও।" ইহাই আমার আদেশ। এই প্রকার অর্জ্জুনের সহিত দ্বারকার সকল জনগণকে লইয়া তুমি গমন করিবে এবং বজ্রকে যদুবংশের নরপতিত্বে অভিষিক্ত করিও। পরাশর কহিলেন,—এবম্প্রকারে উক্ত হইয়া দারুক, বারংবার কৃষ্ণকে প্রণাম ও বহুবার প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার কথানুসারে গমন করিলেন। ভগবান্ যে প্রকার আদেশ করিয়াছিলেন, মহাবুদ্ধি দারুক তাহা সম্পাদনপূর্ব্বক

ভগবানপি গোবিন্দো বাসুদেবাত্মকং পরম্।
ব্রহ্মাত্মনি সমারোপ্য সর্ব্বভূতেষধারয়ং॥ ৬০
সংমানয়ন্ দ্বিজবচো দুর্ব্বাসা যদুবাচ হ।
যোগযুক্তোহভবংপাদং কৃত্বা জানুনি সত্তমঃ॥ ৬১
আযযৌ চ জরা নাম স তদা তত্র লুব্ধকঃ।
মুষলাবশেষলৌহৈক-শায়কন্যস্ততোমরঃ॥ ৬২
স তং পাদং মৃগাকারমবেক্ষ্যারাদবস্থিতঃ।
তলে বিব্যাধ তেনৈব তোমরেণ দ্বিজোত্তম॥ ৬৩
গতশ্চ দদৃশে তত্র চতুর্ব্বাহুধরং নরম্।
প্রণিপত্যাহ চৈবৈনং প্রসীদেতি পুনঃপুনঃ॥ ৬৪
অজানতা কৃতমিদং ময়া হরিণশঙ্কয়া।
ক্ষম্যতামাত্মপাপেন দগ্ধং মাং দগ্ধুমর্হসি॥ ৬৫

পরাশর উবাচ।

ততস্তং ভগবানাহ ন তেহস্তি ভয়মণ্বপি।
গচ্ছ ত্বং মৎপ্রসাদেন লুব্ধ স্বর্গে সুরালয়ম্॥ ৬৬
বিমানমাগতং সদ্যস্তদ্বাক্যসমনন্তরম্।
আরুহ্য প্রযযৌ স্বর্গং লুব্ধকস্তৎপ্রসাদতঃ॥ ৬৭
গতে তস্মিন্ স ভগবান্ সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি।
ব্রহ্মভূতেঽব্যয়েঽচিন্ত্যে বাসুদেবময়েঽমলে॥ ৬৮
অজন্মন্যজরেঽনাশিন্যপ্রমেয়েঽখিলাত্মনি।
তত্যাজ মানুষং দেহমতীত্য ত্রিবিধাং গতিম্॥৬৯

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে স্বর্গারোহণং নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৭॥

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

অর্জ্জুনোঽপি তদাবিষ্য কৃষ্ণরামকলেবরে।
সংস্কারং লম্ভয়ামাস তথান্যেষামনুক্রমাৎ॥ ১
অষ্টৌ মহিষ্যঃ কথিতা রুক্মিণীপ্রমুখাস্তু যাঃ।
উপগূহ্য হরেঃ দেহং বিবিশুস্তা হুতাশনম্॥ ২

অর্জ্জুনকে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন এবং বজ্রকে নৃপতি করিলেন। এদিকে ভগবান্ বাসুদেব, সর্ব্বভূতেই সমবস্থিত বাসুদেবাত্মক পরম-ব্রহ্মকে আত্মাতে সমারোপণপূর্ব্বক ধারণ করিতে লাগিলেন। ৫২—৬০। দুর্ব্বাসা যাহা বলিয়াছিলেন; সেই দ্বিজবাক্য সম্মানিত করত জানুর উপর চরণ ন্যাসপূর্ব্বক ভগবান্ সত্তম বাসুদেব, যোগাবলম্বন করিলেন। সেই সময় জরা নামক ব্যাধ সেইখানে উপস্থিত হইল। তাহার হস্তে যে মুখ্য বাণ ছিল, তাহার অগ্রভাগ সেই মুশলাবশেষ লৌহ-নির্ম্মিত শল দ্বারা রচিত ছিল। হে দ্বিজোত্তম! দূরস্থিত সেই ব্যাধ, ভগবানের সেই মৃগাকারে পরিদৃশ্যমান চরণ অবলোকন করিয়া মৃগবোধে তাহার তলে সেই তোমর দ্বারা বিদ্ধ করিল। অনন্তর উক্ত ব্যাধ সেই স্থানে গমন করিয়া দেখিল যে, একজন চতুর্ভূজধারী নর সেইখানে অবস্থিতি করিতেছেন। তখন সে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিল, আপনি প্রসন্ন হউন। আমি না জানিয়া হরিণ বোধে এই কর্ম্ম করিয়াছি. আমার পাপে আমাকে দগ্ধ করিবেন না, আমাকে ক্ষমা করিবেন। শ্রীপরাশর কহিলেন,—অনন্তর ভগবান্ তাহাকে কহিলেন,—তোমার অণুমাত্রও ভয় নাই। হে ব্যাধ! তুমি আমার প্রসাদে স্বর্গে দেবতাবাসে গমন কর। ভগবানের এবংবিধ বাক্যান্তে তৎক্ষণাৎ বিমান আগমন করিল, ঐ ব্যাধও তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিল। ব্যাধ স্বর্গে গমন করিলে পর, ভগবান্ অমল, অব্যয়, অচিন্ত্য, ব্রহ্মভূত বাসুদেবময় স্বকীয় আত্মাতে, আত্মার যোগ করিয়া ত্রিবিধাত্মক প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া মানুষদেহ পরিত্যাগ করিলেন। বাসুদেবাত্মক ভগবৎস্বরূপ,—জন্ম ও জরারহিত, অবিনাশী, অপ্রমেয় ও অখিল স্বরূপ।৬১—৬৯।

পঞ্চমাংশে সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৭॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীপরাশর কহিলেন,—অর্জ্জুনও কৃষ্ণ ও রামের কলেবরদ্বয় এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান যাদবগণের দেহ সকল অন্বেষণ করিয়া সংস্কার করাইলেন। রুক্মিণী-প্রমুখা কৃষ্ণের যে আটটী মহিষী কথিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই হরির দেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ

রেবতী চৈব রামস্য দেহমাশ্লিষ্য সত্তম।
বিবেশ জ্বলিতং বহ্নিং তৎসঙ্গাহ্লাদশীতলম্॥ ৩
উগ্রসেনস্তু তচ্ছ্রুত্বা তথৈবানকদুন্দুভিঃ।
দেবকী রোহিণী চৈব বিবিশুর্জাতবেদসম্॥ ৪
ততোঽর্জ্জুনঃ প্রেতকার্য্যং কৃত্বা তেষাং যথাবিধি।
নিশ্চক্রাম জনং সর্ব্বং গৃহীত্বা বজ্রমেব চ॥ ৫
দ্বারবত্যা বিনিষ্ক্রান্তঃ কৃষ্ণপত্ন্যঃ সহস্রশঃ।
বজ্রং জনঞ্চ কৌন্তেয়ঃ পালয়ন্ শনকৈর্যযৌ॥ ৬
সভা সুধর্ম্মা কৃষ্ণেন মর্ত্ত্যলোকে সমুজ্‌ঝিতে।
স্বর্গং জগাম মৈত্রেয় পারিজাতশ্চ পাদপঃ॥ ৭
যস্মিন্ দিনে হরির্যাতো দিবং সন্ত্যজ্য মেদিনীম্।
তস্মিন্নেবাবতীর্ণোঽয়ং কালকায়ো বলী কলিঃ॥ ৮
প্লাবয়ামাস তাং শূন্যাং দ্বারকাং চ মহোদধিঃ।
যদুদেবগৃহং ত্বেকং নাপ্লাবয়ত সাগরঃ॥ ৯
নাতিক্রান্তমলং ব্রহ্মন্ তদদ্যাপি মহোদধেঃ।
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ কেশবো যতঃ॥ ১০
তদতীব মহৎ পুণ্যং সর্ব্বপাতকনাশনম্।
বিষ্ণুক্রীড়ান্বিতস্থানং দৃষ্ট্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥ ১১
পার্থঃ পঞ্চনদে দেশে ধনধান্যসমন্বিতে।
চকার বাসং সর্ব্বস্য জনস্য মুনিসত্তম॥ ১২
ততো লোভঃ সমভবদ্দস্যূনাং নিহতেশ্বরাঃ।
দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ো নীয়মানাঃ পার্থে নৈকেন ধন্বিনা॥ ১৩
ততস্তে পাপকর্ম্মাণো লোভোপহতচেতসঃ।
আভীরা মন্ত্রয়ামাসুঃ সমেত্যাত্যন্তদুর্ম্মদাঃ॥ ১৪
অয়মেকোঽর্জ্জুনো ধন্বী স্ত্রীজনং নিহতেশ্বরম্।
নয়ত্যস্মানতিক্রম্য ধিগেতদ্ভবতাং বলম্॥ ১৫
হত্বা গর্ব্বং সমারূঢ়ো ভীষ্মদ্রোণজয়দ্রথান্।
কর্ণাদীংশ্চ ন জানাতি বলং গ্রামনিবাসিনাম্॥১৬
হে হে যষ্টির্মহায়ামা গৃহ্নীতায়ং সুদুর্ম্মতিঃ।
সর্ব্বানেবাবজানাতি কিং বো বাহুভিরুন্নতৈঃ॥১৭
ততো যষ্টিপ্রহরণা দস্যবো লোপ্ত্রহারিণঃ।

করিলেন। হে সত্তম! রেবতী ও রামের দেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক রামসম্পর্কজনিত আহ্লাদে শীতলবৎ অনুভূত অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। এই সকল ব্যাপার শ্রবণ করিয়া উগ্রসেন, রোহিণী, দেবকী ও বসুদেব—ইহাঁরাও অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন যথাবিধি প্রেতকার্য্য-সমাপনান্তে বজ্র ও অন্যান্য কৃষ্ণমহিষী প্রভৃতিকে লইয়া দ্বারকা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দ্বারকা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অর্জ্জুন, সহস্র কৃষ্ণপত্নী, বজ্র ও অন্যান্য জনকে সাবধানে রক্ষা করত ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। হে মৈত্রেয়! কৃষ্ণের মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগের পরেই সুধর্ম্মা সভা ও পারিজাত তরু স্বর্গে গমন করিল। যে দিনে হরি পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, সেই দিনেই কালকায় কলিযুগে সবলে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। অনন্তর সমুদ্র, কৃষ্ণের গৃহ ছাড়িয়া আর সকল দ্বারকাপুরীকেই প্লাবিত করিলেন। হে ব্রহ্মন্! সমুদ্র অদ্যাবধিও সেই হরিমন্দির অতিক্রম করেন নাই। কারণ ভগবান্ কেশব, এই মন্দিরে সর্ব্বদা সন্নিহিত আছেন। সেই গৃহ বিষ্ণুর ক্রীড়াস্থান, পরম পবিত্র ও সর্ব্বপাতকবিনাশন ঐ স্থান দর্শন করিলে মনুষ্য সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। ১—১১। হে মুনিসত্তম! অনন্তর অর্জ্জুন, ধনধান্য-সমন্বিত পঞ্চনদ নামক দেশে সেই দ্বারকাবাসী জনগণকে বাস করাইলেন। অনন্তর একমাত্র ধনুর্দ্ধারী পার্থ, সেই সকল স্বামিহীনা স্ত্রীগণকে লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া, দস্যুদিগের বড়ই লোভ উপস্থিত হইল। তখন অত্যন্ত পাপাচারী, লোভোপহতচেতা ও অত্যন্ত দুর্ম্মদ আভীর-দস্যুগণ সকলে মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিল যে, "এই ধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুন একাকীই আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া, এই স্বামিবিহীনা স্ত্রীগণকে লইয়া যাইতেছে; তোমাদের বলকে ধিক্। এই অর্জ্জুন ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ ও কর্ণাদিকে বিনাশ করিয়া, বড়ই অহঙ্কৃত হইয়াছে। অহো! অর্জ্জুন গ্রামবাসীদিগের পরাক্রম জানে না! হে হে! এস, সকলে মহাদীর্ঘ যষ্টি সকল গ্রহণ কর। এই সুদুর্ম্মতি অর্জ্জুন, তোমাদের সকলকে অবজ্ঞা করিতেছে; তোমাদের উন্নত বাহুতে কি প্রয়োজন?" অনন্তর পরস্বাপহারী যষ্টি-

সহস্রশোঽভ্যধাবন্ত তং জনং নিহতেশ্বরম্॥ ১৮
ততো নিবৃত্য কৌন্তেয়ঃ প্রাহাভীরান্ হসন্নিব।
নিবর্ত্তধ্বমধর্ম্মজ্ঞা যদি ন স্থ মুমূর্ষবঃ॥ ১৯
অবজ্ঞায় বচস্তস্য জগৃহুস্তে তদা ধনম্।
স্ত্রীজনঞ্চৈব মৈত্রেয় বিষক্সেনপরিগ্রহম্॥ ২০
ততোঽর্জ্জুনো ধনুর্দ্দিব্যং গাণ্ডীবমজরং যুধি।
আরোপিতুং সমারেভে ন শশাক স বীর্য্যবান্॥২১
চকার সজ্জাং কৃচ্ছ্রাচ্চ তচ্চাভূচ্ছিথিলং পুনঃ।
ন সস্মার তথাস্ত্রাণি চিন্তয়ন্নপি পাণ্ডবঃ॥ ২২
শরান্মুমোচ বৈ তেষু পার্থো বৈরিষমর্ষিতঃ।
ত্বগ্‌ভেদং তে পরং চক্রুরস্তা গাণ্ডীবধন্বনা॥ ২৩
বহ্নিনাপেক্ষয়া দত্তাঃ শরাস্তেঽপি ক্ষয়ং যযুঃ।
যুধ্যতঃ সহ গোপালৈরর্জ্জুনস্য ভবক্ষয়ে॥ ২৪
অর্চ্চিতং যচ্চ কৌন্তেয়ঃ কৃষ্ণস্যৈব হি তদ্বলম্।
যন্ময়া শরসঙ্ঘাতৈঃ সকলা ভূভুজো জিতাঃ॥ ২৫
মিষতঃ পাণ্ডুপুত্রস্য ততস্তাঃ প্রমদোত্তমাঃ।
আভীরৈরপকৃষ্যন্তঃ কামাচ্চান্যা প্রবব্রজুঃ॥ ২৬
ততঃ শরেষু ক্ষীণেষু ধনুষ্কোট্যা ধনঞ্জয়ঃ।
জঘান দস্যূংস্তে চাস্য প্রহারান্ জহসুর্মুনে॥ ২৭
প্রেক্ষতশ্চৈব পার্থস্য বৃষ্ণ্যন্ধকবরস্ত্রিয়ঃ।
জগ্মুরাদায় তে ম্লেচ্ছাঃ সম্মতা মুনিসত্তম॥ ২৮
ততঃ সুদুঃখিতো জিষ্ণুঃ কষ্টং কষ্টমিতি ব্রুবন্।
অহো ভগবতা তেন মুষিতোঽস্মি রুরোদ হ॥ ২৯
তদ্ধনুস্তানি চাস্ত্রাণি স রথস্তে চ বাজিনঃ।
সর্ব্বমেকপদে নষ্টং দানমশ্রোত্রিয়ে যথা॥ ৩০
অতোঽতিবলবদ্দৈবং বিনা তেন মহাত্মনা।
যদসামর্থ্যযুক্তেঽপি নীচবর্গে জয়প্রদম্॥ ৩১

প্রহরণ সহস্র সহস্র দস্যুগণ সেই নায়কহীন মহিলাগণের প্রতি ধাবিত হইল। তখন কৌন্তেয় অর্জ্জুন নিবৃত্ত হইয়া, হাসিতে হাসিতে সেই আভীর দস্যুগণকে বলিলেন,—অরে ধর্ম্মজ্ঞানরহিত দস্যুগণ! তোরা যদি মরিতে ইচ্ছা না করিস্, তবে একর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হ। হে মৈত্রেয়! তখন তাহারা অর্জ্জুনের সেই বাক্যে অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবানের পরিগৃহীত ধন ও স্ত্রীগণকে গ্রহণ করিল। ১২—২০। অনন্তর মহাবীর্য্য অর্জ্জুন, যুদ্ধক্ষেত্রে অজীর্ণ সেই দিব্য-ধনুঃ গাণ্ডীবে জ্যারোপণ করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর তিনি, অতি কষ্টে তাহাতে জ্যারোপণ করিলেন বটে, কিন্তু তাহা পুনর্ব্বার শিথিল হইয়া পড়িল। অর্জ্জুন তৎকালে চিন্তা করিয়াও অস্ত্রসমূহের প্রয়োগমাত্র স্মরণ করিতে পারিলেন না। তখন অর্জ্জুন ক্রোধসহকারে শত্রুগণের প্রতি শরক্ষেপ করিলেন, কিন্তু অর্জ্জুনপ্রক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ শত্রুগণের ত্বক্‌মাত্রই ভেদ করিতে সমর্থ হইল। মর্ম্মস্পর্শ করিতে পারিল না। মঙ্গলক্ষয়কালে আভীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অর্জ্জুন, বহ্নিপ্রদত্ত যে সকল অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, তাহারাও ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। তখন অর্জ্জুন চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"আমি শস্ত্রসমূহ দ্বারা সকল রাজগণকে যে পরাজয় করিয়াছিলাম, তাহা কৃষ্ণেরই বলে, ইহাতে সংশয় নাই।" অনন্তর পাণ্ডুপুত্রের সম্মুখেই সেই দস্যুগণ উত্তম স্ত্রীগণকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কোন কোন স্ত্রীগণ নিজের ইচ্ছাতেই তাহাদের অনুগমন করিল। হে মুনে! অনন্তর ক্ষীণশস্ত্র অর্জ্জুন, ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা সেই সকল প্রহারে আরও উপহাস করিতে লাগিল। হে মুনিসত্তম! অর্জ্জুনের সম্মুখ হইতেই সেই দস্যুগণ, সম্মানিত যদুকুলের শ্রেষ্ঠস্ত্রীগণকে লইয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর অর্জ্জুন, অতিশয় দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন,—হায়! কি কষ্ট! কি কষ্ট! সেই ভগবান্ আমায় বঞ্চনা করিলেন। অশ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করিলে তাহা যে প্রকার নষ্ট হয়, সেইরূপ আমার সেই ধনুঃ, সেই অস্ত্র, সেই রথ, সেই অশ্বগণ, সকলই আজ সহসা নষ্ট হইল। ২১—৩০। অহো! দৈব কি বলবান্! যেহেতু মহাত্মা কৃষ্ণ ব্যতিরেকে অদ্য সামর্থ্যহীন নীচবর্গকেও জয় প্রদান করিল।

তৌ বাহূ স চ মে মুষ্টিঃ স্থানং তৎ সোঽস্মি চার্জ্জুন
পুণ্যেনৈব বিনা তেন গতং সর্ব্বমসারতাম্ ॥ ৩২
মমার্জ্জুনত্বং ভীমস্য ভীমত্বং তৎকৃতং ধ্রুবম্।
বিনা তেন যদাভীরৈর্জিতোঽহং কথমন্যথা ॥ ৩৩
ইত্থং বদন্ যযৌ জিষ্ণুর্মথুরাখ্যং পুরোত্তমম্।
চকার তত্র রাজানং বজ্রং যাদবনন্দনম্ ॥ ৩৪
স দদর্শ ততো ব্যাসং ফাল্গুনঃ কাননাশ্রয়ম্।
তমুপেত্য মহাভাগং বিনয়েনাভ্যবাদয়ৎ ॥ ৩৫
তং বন্দমানং চরণাববলোক্য মুনিশ্চিরম্।
উবাচ পার্থং বিচ্ছায়ঃ কথমত্যন্তমীদৃশঃ ॥ ৩৬
অবীরজোঽনুগমনং ব্রহ্মহত্যাথবা কৃতা।
দৃঢ়াশাভঙ্গদুঃখী বা ভ্রষ্টচ্ছায়োঽসি সাম্প্রতম্ ॥ ৩৭
সান্তানিকাদয়ো বা তে যাচমানা নিরাকৃতাঃ।
অগম্যাস্ত্রীরতির্বা ত্বং তেনাসি বিগতপ্রভঃ ॥ ৩৮
ভুঙ্‌ক্তেঽপ্রদায় বিপ্রেভ্য একো মিষ্টমথো ভবান্।
কিংবা কৃপণবিত্তানি হৃতানি ভবতার্জ্জুন ॥ ৩৯
কচ্চিত্ত্বং শূর্পবাতস্য গোচরত্বং গতোঽর্জ্জুন।
দুষ্টচক্ষুর্হতো বাপি নিঃশ্রীকঃ কথমন্যথা ॥ ৪০
স্পৃষ্টো নখাম্ভসা চাথ ঘটাম্ভঃ প্রোক্ষিতোঽপি বা।
তেনাতীবাসি বিচ্ছায়ো ন্যূনৈর্বা যুধি নির্জ্জিতঃ ॥ ৪১

পরাশর উবাচ।

ততঃ পার্থো বিনিশ্বস্য শ্রূয়তাং ভগবন্নিতি।
প্রোক্ত্বা যথাবদাচষ্ট ব্যাসায়াত্মপরাভবম্ ॥ ৪২

অর্জ্জুন উবাচ।

যদ্বলং যচ্চ নস্তেজো যদ্বীর্য্যং যঃ পরাক্রমঃ।
যা শ্রীশ্ছায়া চ নঃ সোঽস্মান্ পরিত্যজ্যগতোহরিঃ
ইতরেণেব মহতা স্মিতপূর্ব্বাভিভাষিণা।
হীনা বয়ং মুনে তেন জাতাস্তৃণময়া ইব ॥ ৪৪
অস্ত্রাণাং শায়কানাঞ্চ গাণ্ডীবস্য তথা মম।

আমার সেই বাহুদ্বয়, সেই মুষ্টি ও সেই স্থান, সকলই বর্ত্তমান, আমিও সেই অর্জ্জুন; কিন্তু হায়! সেই অদৃষ্ট ব্যতিরেকে আজ সকলই অসারতা প্রাপ্ত হইল। আমার অর্জ্জুনত্ব ও ভীমের ভীমত্ব, সকলই বাসুদেবের প্রসাদাৎ; নচেৎ সেই হরি বিহনে আভীরগণ কর্ত্তৃক আমি কি প্রকারে পরাজিত হইলাম? এই প্রকার বলিতে বলিতে অর্জ্জুন, মথুরা নামক পুরোত্তমে গমন করিয়া সেইখানে যাদবনন্দন বজ্রকে রাজা করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন কোন কাননমধ্যে মহাভাগ ব্যাস মুনিকে দেখিয়া তাঁহার নিকট গমন করত বিনয়ের সহিত অভিবাদন করিলেন। মুনি ব্যাস, চরণ-পতিত অর্জ্জুনকে বিলোকনপূর্ব্বক কহিলেন "হে অর্জ্জুন! তুমি এ প্রকার অত্যন্ত শ্রীহীন হইয়াছ কেন? তুমি কি নিষিদ্ধ অজাদির ধূলির অনুগমন করিয়াছ? অথবা ব্রহ্মহত্যা করিয়াছ? কিংবা তোমার কোন মহতী আশার ভঙ্গ হইয়াছে?—যাহাতে তোমার কান্তি এত বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। প্রার্থনাকারী কোন বিবাহার্থী কি তোমা কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়াছেন? অথবা তুমি অগম্য স্ত্রীতে কি রতি করিয়াছ? যেহেতু এক্ষণে তুমি এত ভ্রষ্টচ্ছায় হইয়াছ। অথবা তুমি ব্রাহ্মণগণকে না দিয়া একাকী মিষ্টান্ন ভোজন করিয়াছ? অথবা তুমি কৃপণের বিত্ত হরণ করিয়াছ? হে অর্জ্জুন! তুমি কি শূর্প (কুলা) বায়ু সেবন করিয়াছ? অথবা তোমার চক্ষু দূষিত হইয়াছে? কিংবা কেহ তোমাকে প্রহার করিয়াছে? না হইলে তুমি এত শ্রীহীন হইলে কেন? তুমি কি নখজল দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াছ, অথবা ঘটোচ্ছলিত জলে স্নান করিয়াছ? কিংবা কোন হীনবল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছ? অন্যথা তোমার কান্তি এত মলিন হইয়াছে কেন? ৩১—৪১। পরাশর কহিলেন,—অনন্তর পার্থ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক "ভগবন্! আপনি শ্রবণ করুন" এই বলিয়া ব্যাসের নিকট যথাবৎ আপনার পরাভব-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুন কহিলেন,—যিনি আমাদের বল, যিনি আমাদের তেজঃ, যিনি আমাদের বীর্য্য, যিনি আমাদের পরাক্রম এবং যিনি আমাদের কান্তি,—সেই হরি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। হে মুনে! প্রাকৃত মিত্রের ন্যায় স্মিত-পূর্ব্বাভি-ভাষী সেই হরি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আমরা

সারতায়াভবন্মূলং স গতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ৪৫
যস্যাবলোকনাদস্মান্ শ্রীর্জয়ঃ সম্পদুন্নতিঃ।
ন তত্যাজ স গোবিন্দস্ত্যক্ত্বাস্মান্ ভগবান্ গতঃ॥
ভীষ্মদ্রোণাঙ্গরাজাদ্যাস্তথা দুর্য্যোধনাদয়ঃ।
যৎপ্রভাবেণ নির্দগ্ধাঃ স কৃষ্ণস্ত্যক্তবান্ ভুবম্॥ ৪৭
নির্যৌবনহতশ্রীকা ভ্রষ্টচ্ছায়েব মেদিনী।
বিভাতি তাত নৈকোঽহং বিরহে তস্য চক্রিণঃ॥৪৮
যস্যানুভাবাদ্ভীষ্মাদ্যৈর্ময্যগ্নৌ শলভায়িতম্।
বিনা তেনাদ্য কৃষ্ণেন গোপালৈরস্মি নির্জ্জিতঃ॥৪৯
গাণ্ডীবং ত্রিষু লোকেষু খ্যাতিং যদনুভাবতঃ।
গতং তেন বিনাভীরলগুড়ৈস্তন্নিরাকৃতম্॥ ৫০
স্ত্রীসহস্রাণ্যনেকানি মন্নাথানি মহামুনে।
যততো মম নীতানি দস্যুভির্লগুড়ায়ুধৈঃ॥ ৫১
আনীয়মানমাভীরৈঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণাবরোধনম্।

তৃণের ন্যায় লঘু হইয়া পড়িয়াছি। যিনি আমার শস্ত্র, শর ও গাণ্ডীবের সার্থকতার প্রতি কারণ, সেই পুরুষোত্তম চলিয়া গিয়াছেন। যাঁহার দৃষ্টিতে শ্রী, জয়, সম্পদ্ ও উন্নতি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিত না, সেই গোবিন্দ ভগবান্ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণাদি ও দুর্য্যোধনাদি, যাঁহার প্রভাবে নির্দ্দগ্ধ হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণ পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। হে তাত! সেই চক্রীর বিরহে কেবল আমি হতশ্রীক হইয়াছি, তাহা নহে; এ পৃথিবীও তাঁহার অভাবে নির্যৌবনহতশ্রীকা কামিনীর ন্যায় ভ্রষ্টচ্ছায়া হইয়াছে। যাঁহার প্রভাবে ভীষ্মাদি বীরগণ, মৎস্বরূপ অগ্নিতে শলভের ন্যায় দগ্ধ হইয়া গিয়াছেন, অদ্য সেই কৃষ্ণ বিনা আমি গোপালগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছি। যাঁহার অনুভাবে এই গাণ্ডীব ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছে, সেই কেশব ব্যতিরেকে অদ্য আভীরগণের যষ্টির নিকট ইহা পরাজিত হইয়াছে। ৪২—৫০। হে মহামুনে! আমি রক্ষক হইয়া ভগবানের যে সকল স্ত্রীসহস্রকে লইয়া আসিতেছিলাম, দস্যুগণ অদ্য লগুড়ায়ুধ দ্বারা আমার যত্ন বিফল করিয়া সেই স্ত্রীগণকে হরণ করিয়াছে। হে ব্যাস! অদ্য

হৃতং যষ্টিপ্রহরণৈঃ পরিভূয় বলং মম॥ ৫২
নিঃশ্রীকতা ন মে চিত্রং যজ্জীবামি তদদ্ভুতম্।
ন চাবমানপঙ্কাঙ্কী নির্লজ্জোঽস্মি পিতামহ॥ ৫৩

ব্যাস উবাচ।

অলং তে ব্রীড়য়া পার্থ ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।
অবেহি সর্ব্বভূতেষু কালস্য গতিমীদৃশীম্॥ ৫৪
কালো ভবায় ভূতানামভবায় চ পাণ্ডব।
কালমূলমিদং জ্ঞাত্বা ভব স্থৈর্য্যধনোঽর্জ্জুন॥ ৫৫
নদ্যঃ সমুদ্রা গিরয়ঃ সকলা চ বসুন্ধরা।
দেবা মনুষ্যাঃ পশবস্তরবঃ সসরীসৃপাঃ॥ ৫৬
সৃষ্টাঃ কালেন কালেন পুনর্যাস্যন্তি সংক্ষয়ম্।
কালাত্মকমিদং সর্ব্বং জ্ঞাত্বা শমমবাপ্নুহি॥ ৫৭
যচ্চাহ কৃষ্ণমাহাত্ম্যং তত্তথৈব ধনঞ্জয়।
ভারাবতারকার্য্যার্থমবতীর্ণঃ স মেদিনীম্॥ ৫৮
ভারাক্রান্তা ধরা যাতা দেবানাং সমিতিং পুরা।
তদ্দারমবতীর্ণোঽসৌ কালরূপী জনার্দ্দনঃ॥ ৫৯

দস্যুগণ যষ্টিপ্রহরণ দ্বারা আমার বল পরিভূত করিয়া, মৎকর্ত্তৃক আনীয়মান কৃষ্ণ-পরিবারবর্গকে হরণ করিয়াছে। হে পিতামহ! আমার নিঃশ্রীকতা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; আমি যে বাঁচিয়া আছি, ইহাই আশ্চর্য্য! অবমান-পঙ্কে আমার কলঙ্ক বোধ নাই; হে পিতামহ! আমি বড়ই নির্লজ্জ। ব্যাস কহিলেন,—হে পার্থ! তোমার লজ্জা করিতে হইবে না, তোমার শোক করাও উচিত নহে; সর্ব্বভূতেই কালের এ প্রকার গতি, ইহা অবগত হও। হে পাণ্ডব! কালই মনুষ্যের মঙ্গল ও অমঙ্গলকারী। হে অর্জ্জুন! এ সকলই কালমূল, ইহা বুঝিয়া স্থিরতা অবলম্বন কর। নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, পৃথিবী, দেব, মনুষ্য, পশু, বৃক্ষ ও সরীসৃপ, যাহা কিছু আছে, তাহা কালেরই সৃষ্টপদার্থ এবং কালক্রমেই সংক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। হে অর্জ্জুন! সকলই কালাত্মক, ইহা জানিয়া শান্তিলাভ কর। হে ধনঞ্জয়! তুমি কৃষ্ণমাহাত্ম্য যে প্রকারে বর্ণনা করিলে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, সেই কৃষ্ণ, পৃথিবীর ভারাবতারণ কার্য্যের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে ভারাক্রান্তা ধরা, দেব-

তচ্চ নিষ্পাদিতং কার্য্যমশেষা ভূভৃতো হতাঃ।
বৃষ্ণ্যন্ধককুলং সর্ব্বং তথা পার্থোপসংহৃতম্ ॥ ৬০
ন কিঞ্চিদন্যৎ কর্ত্তব্যমস্য ভূমিতলে প্রভোঃ।
অতো গতঃ স ভগবান্ কৃতকৃত্যো যথেচ্ছয়া ॥৬১
সৃষ্টিং সর্গে করোত্যেষ দেবদেবঃ স্থিতৌ স্থিতিম্।
অন্তেঽন্তায় সমর্থোঽয়ং সাম্প্রতং হি যথাকৃতম্ ॥
তস্মাৎ পার্থ ন সন্তাপস্ত্বয়া কার্য্যঃ পরাভবাৎ।
ভবন্তি ভবকালেষু পুরুষাণাং পরাক্রমাঃ ॥ ৬৩
ত্বয়ৈকেন হতা ভীষ্মদ্রোণকর্ণাদয়ো নৃপাঃ।
তেষামর্জ্জুনকালোত্থঃ কিং ন্যনাভিভবো ন সঃ ॥৬৪
বিষ্ণোস্তথানুভাবেন যথা তেষাং পরাভবঃ।
ততস্তথৈব ভবতো দস্যুভ্যোঽন্তে তদুদ্ভবঃ ॥ ৬৫
স দেবোঽন্যশরীরাণি সমাবিশ্য জগৎস্থিতিম্।
করোতি সর্ব্বভূতানাং নাশং চান্তে জগৎপতিঃ ॥
ভবোদ্ভবে চ কৌন্তেয় সহায়োঽভূজ্জনার্দ্দনঃ।
ভবান্তে ত্বদ্বিপক্ষাস্তে কেশবেনাবলোকিতাঃ ॥ ৬৭
কঃ শ্রদ্দধ্যাৎসগাঙ্গেয়ান্ হন্যাস্ত্বং সর্ব্বকৌরবান্।
আভীরেভ্যশ্চ ভবতঃ কঃ শ্রদ্দধ্যাৎ পরাভবম্ ॥৬৮
পার্থৈতৎ সর্ব্বভূতস্য হরের্লীলাবিচেষ্টিতম্।
ত্বয়া যৎ কৌরবা ধ্বস্তা যদাভীরৈর্ভবান্ জিতঃ ॥৬৯
গৃহীতা দস্যুভির্যচ্চ ভবতঃ শোচিতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
তদপ্যহং যথাবৃত্তং কথয়ামি তবার্জ্জুন ॥ ৭০
অষ্টাবক্রঃ পুরা বিপ্রো জলবাসরতোঽভবৎ।
বহূন্ বর্ষগণান্ পার্থ গৃণন্ ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৭১
জিতেষ্বসুরসঙ্ঘেষু মেরুপৃষ্ঠে মহোৎসবঃ।
বভূব তত্র গচ্ছন্ত্যো দদৃশুস্তং বরস্ত্রিয়ঃ ॥ ৭২

গণের সভায় গমন করিয়াছিলেন। কালরূপী জনার্দ্দন সেই ভারাবতারণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই কার্য্য নিষ্পাদিত হইয়াছে, অশেষ নৃপতি হত হইয়াছে, হে পার্থ! বৃষ্ণি ও অন্ধককুল সকলই তৎকর্ত্তৃক উপসংহৃত হইয়াছে। ৫১—৬০। প্রভু বাসুদেবের এই ভূতলে আর কোন কার্য্যই অবশিষ্ট নাই, এই জন্যই কৃত-কৃত্য ভগবান্ যথেচ্ছায় স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এই দেবদেব ভগবান্ সৃষ্টিকালে সৃষ্টি, স্থিতিকালে স্থিতি ও বিনাশকালে বিনাশ করিয়া থাকেন এবং এই সকল কার্য্যে তিনি সমর্থ। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, তিনি তাহা করিয়াছেন; অতএব হে পার্থ! পরাজয়-নিবন্ধন তোমার সন্তাপ করিবার প্রয়োজন নাই। ভবকালেই পুরুষগণের অনেক পরাক্রম হইয়া থাকে। তুমি যে একাকী ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণাদি নৃপতিগণকে হনন করিয়াছ, তাহা কি তাঁহাদের কালকৃত হীনের নিকট পরিভব নহে! বিষ্ণুর সেই প্রকার অনুভাব-বলে যেমন ভীষ্মাদির পরাভব হইয়াছিল, অনন্তকালে সেইরূপ বিষ্ণুরই অনুভাব-বলে দস্যুহস্ত হইতে তোমার পরাভবের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই দেবই অন্য শরীরে প্রবেশ করিয়া জগতের স্থিতি করেন, আবার অনন্তকালে সেই জগৎপতি সর্ব্বভূতেরই বিনাশ করিয়া থাকেন। হে কৌন্তেয়! তোমাদের ভবকালে (সৌভাগ্যোদয় সময়ে) জনার্দ্দন সহায় হইয়াছিলেন, আবার তোমাদের অন্তকালে (সৌভাগ্যের অবসান সময়ে) বিপক্ষগণের প্রতি কেশবের কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে। তুমি যে গাঙ্গেয়ের সহিত সর্ব্ব-কৌরবগণকে পরাজয় করিয়াছ, ইহাতে কেই বা শ্রদ্ধাবান্ হইবে? সেইরূপ আভীর হইতে তোমার পরাজয়-বাক্যেই বা কে বিশ্বাস করিবে? হে পার্থ! তুমি যে কৌরবগণকে হনন করিয়াছ এবং তোমাকেই আভীরগণ জয় করিয়াছে, ইহা সকলই সর্ব্বভূতময় হরির লীলা-বিচেষ্টিত মাত্র। দস্যুগণ, স্ত্রীগণকে হরণ করিয়াছে বলিয়া যে তুমি তাহাদিগের প্রতি শোক করিতেছ, হে অর্জ্জুন! আমি ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত বলিতেছি, তুমি শ্রবণপূর্ব্বক বৃথা-শোক হইতে বিরত হও। ৬১—৭০। হে পার্থ! পূর্ব্বকালে অষ্টাবক্র নামক ঋষি সনাতন ব্রহ্ম-চিন্তা অবলম্বনপূর্ব্বক অনেক বর্ষ ব্যাপিয়া জলবাস-নিরত ছিলেন। এই কালে দেবগণ অনেক অসুরগণকে জয় করেন, সেই কারণে সুমেরুপর্ব্বতে সেই সময় এক মহোৎসব হয়। হে অর্জ্জুন! সেই মহোৎসবে গমন করিতে

রম্ভাতিলোত্তমাদ্যাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
তুষ্টুবুস্তং মহাত্মানং প্রশশংসুশ্চ পাণ্ডব ॥ ৭৩
আকণ্ঠমগ্নং সলিলে জটাভারধরং মুনিম্।
বিনয়াবনতাশ্চৈনং প্রণেমুঃ স্তোত্রতৎপরাঃ ॥ ৭৪
যথা যথা প্রসন্নোঽসৌ তুষ্টুবুস্তং তথা তথা
সর্ব্বাস্তাঃ কৌরবশ্রেষ্ঠ বরিষ্ঠং তং দ্বিজন্মনাম্ ॥৭৫

অষ্টাবক্র উবাচ।

প্রসন্নোঽহং মহাভাগা ভবতীনাং যদিষ্যতে।
মত্তস্তদ্‌ব্রিয়তাং সর্ব্বং প্রদাস্যাম্যতিদুর্লভম্ ॥ ৭৬
রম্ভাতিলোত্তমাদ্যাস্তং বৈদিক্যোঽপ্সরসোঽব্রুবন্।
প্রসন্নে ত্বয্যপর্য্যাপ্তং কিমস্মাকমিতি দ্বিজ ॥ ৭৭
ইতারাস্ত্বব্রুবন্ বিপ্র প্রসন্নো ভগবান্ যদি।
তদিচ্ছামঃ পতিং প্রাপ্তুং বিপ্রেন্দ্র পুরুষোত্তমম্ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা উত্ততার জলান্মুনিঃ।
দদৃশুস্তাস্তমুত্তীর্ণং বিরূপং বক্রমষ্টধা ॥ ৭৯
তং দৃষ্ট্বা গূহমানানাং যাসাং হাসঃ স্ফুটোঽভবৎ।
তাঃ শশাপ মুনিঃ কোপমবাপ্য কুরুনন্দন ॥ ৮০
যস্মাদ্বিরূপরূপং মাং জ্ঞাত্বা হাসাবমাননা।
ভবতীভিঃ কৃতা তস্মাদেষ শাপং দদামি বঃ ॥ ৮১
মৎপ্রসাদেন ভর্ত্তারং লব্ধ্বা তং পুরুষোত্তমম্।
মচ্ছাপোপহতাঃ সর্ব্বাঃ দস্যুহস্তং গমিষ্যথ ॥ ৮২

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য মুনিস্তাভিঃ প্রসাদিতঃ।
পুনঃ সুরেন্দ্রলোকং বৈ প্রাহ ভূয়ো গমিষ্যথ ॥৮৩
এবং তস্য মুনেঃ শাপাদষ্টাবক্রস্য কেশবম্।
ভর্ত্তারং প্রাপ্য তা দস্যুহস্তং যাতা বরাঙ্গনাঃ ॥৮৪
তত্ত্বয়া নাত্র কর্ত্তব্যঃ শোকোঽল্পোঽপি হি পাণ্ডব
তেনৈবাখিলনাথেন সর্ব্বং তদুপসংহৃতম্ ॥ ৮৫
ভবতাং চোপসংহারমাসন্নং তেন কুর্ব্বতা।

করিতে রম্ভা তিলোত্তমা প্রভৃতি শত সহস্র বরাঙ্গনা, পথিমধ্যে সেই ঋষিকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন, ও প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিনয়াবনত অপ্সরোগণ, স্তোত্র-তৎপর হইয়া সেই সলিলে আকণ্ঠমগ্ন জটাভারধারী মুনিকে প্রণাম করিলেন। হে কৌরব-প্রধান! সেই ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ অষ্টাবক্রমুনি যে যে প্রকারে প্রসন্ন হইতে পারেন, সেই সেই প্রকারে স্ত্রীগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। অষ্টাবক্র কহিলেন,—হে মহাভাগা স্ত্রীগণ! আমি তোমাদের উপর প্রসন্ন হইয়াছি, তোমাদের অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। ঐ বর অতি দুর্লভ হইলেও আমি তাহা প্রদান করিব। রম্ভা তিলোত্তমা প্রভৃতি বেদ-প্রসিদ্ধ অপ্সরোগণ বলিলেন,—"হে দ্বিজ! আপনি প্রসন্ন হইলে পর আর আমাদের অপ্রাপ্য কি রহিল?' অন্যান্য অপ্সরোগণ প্রার্থনা করিলেন,—"হে বিপ্রেন্দ্র! আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমরা এই বর প্রার্থনা করি,—যেন পুরুষোত্তমকে আমরা পতিরূপে লাভ করিতে পারি।" ব্যাস কহিলেন,—"এই প্রকারই হইবে" ইহা বলিয়া মুনি জল হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। তখন অপ্সরোগণ আটভাগে বক্র সেই বিরূপ মুনিকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া লুকাইতে গিয়াও যাহাদের হাস্য-প্রকাশ প্রাপ্ত হইল, হে কুরুনন্দন! মুনি কোপ-সহকারে তাঁহাদের প্রতি শাপ প্রদান করিলেন যে, যেমন আমাকে বিরূপ-শরীর দেখিয়া তোমরা আমার প্রতি হাস্যরূপ অবমাননা প্রকাশ করিলে, সেই কারণে আমি তোমাকে শাপ দিতেছি যে, "আমার প্রসাদে পুরুষোত্তমকে স্বামিরূপে প্রাপ্ত হইয়াও পুনর্ব্বার আমার শাপপ্রভাবে তোমরা দস্যুহস্তে গমন করিবে। ৭১—৮২। ব্যাস কহিলেন, এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক অপ্সরোগণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে নানাপ্রকারে প্রসাদিত করিলে পর, তিনি বলিলেন, তাহার পরে পুনর্ব্বার স্বর্গে যাইতে পারিবে। সেই অষ্টাবক্র মুনির এবম্প্রকার শাপপ্রভাবে, সেই বরাঙ্গনাগণ কেশবকে স্বামিস্বরূপে পাইয়াও পুনর্ব্বার দস্যুহস্তে গমন করিয়াছেন। হে পাণ্ডব! সেই কারণে এই বিষয়ে তুমি অল্পও শোক করিও না; সেই অখিলনাথ স্বয়ংই এই কুলের উপসংহার করিয়াছেন। তোমাদেরও আসন্নপ্রায় উপ-

বলং তেজস্তথা বীর্য্যং মাহাত্ম্যং চোপসংহৃতম্॥
জাতস্য নিয়তো মৃত্যুঃ পতনঞ্চ তথোন্নতেঃ।
বিপ্রয়োগাবসানশ্চ সংযোগঃ সঞ্চয়াৎ ক্ষয়ঃ॥ ৮৭
বিজ্ঞায় ন বুধাঃ শোকং ন হর্ষমুপযান্তি যে।
তেষামেবেতরে চেষ্টাং শিক্ষন্ত সন্তি তাদৃশাঃ॥৮৮
তস্মাত্ত্বয়া নরশ্রেষ্ঠ জ্ঞাত্বৈতদ্ ভ্রাতৃভিঃ সহ।
পরিত্যজ্যাখিলং তন্ত্রং গন্তব্যং তপসে বনম্॥ ৮৯
তদ্গচ্ছ ধর্ম্মরাজায় নিবেদ্যৈতদ্বচো মম।
পরশ্বো ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং যথা যাসি তথা কুরু॥ ৯০

সংহার করিবার নিমিত্ত তিনিই তোমাদের বল, তেজঃ, বীর্য্য ও মাহাত্ম্যের উপসংহার করিয়াছেন। জাত ব্যক্তির মৃত্যু অবশ্যভাবী, উন্নতির পতন নিয়ত, সংযোগমাত্রেরই বিয়োগ ফল এবং সঞ্চয়ানন্তর ক্ষয়ও অবশ্য হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ এই সকল বিষয় ভাল করিয়া বুঝিয়া শোক বা হর্ষ লাভ করেন না। সেই পণ্ডিতগণের ব্যবহার শিক্ষা করিয়া ইতরগণও কালে হর্ষ ও শোক পরিত্যাগ করিতে পারে। হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমিও এই সকল কথা বুঝিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত রাজ্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্যা করিবার জন্য বনে গমন করিতে চেষ্টা কর। অতএব এক্ষণে গমন কর এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আমার এই বাক্য নিবেদনপূর্ব্বক পরশ্বঃ যাহাতে ভ্রাতৃগণের সহিত বনে যাইতে পার, তাহা সম্পাদন করিও।

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তোঽভ্যেত্য পার্থাভ্যাং যমাভ্যাঞ্চ চ তথার্জ্জুনঃ
দৃষ্টং চৈবানুভূতঞ্চ কথিতং তেনশেষতঃ॥ ৯১
ব্যাসবাক্যঞ্চ তে সর্ব্বে শ্রুত্বার্জ্জুনসমীরিতম্।
রাজ্যে পরিক্ষিতং কৃত্বা যযুঃ পাণ্ডুসুতা বনম্॥৯২
ইত্যেতং তব মৈত্রেয় বিস্তরেণ ময়োদিতম্।
জাতস্য যদ্যদোর্বংশে বাসুদেবস্য চেষ্টিতম্॥ ৯৩

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে উপসংহারো নাম অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৮॥

পরাশর কহিলেন, ব্যাস কর্তৃক এই প্রকারে উক্ত হইয়া অর্জ্জুন ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়ের সহিত মিলনান্তে তাঁহাদিগকে, যাহা দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন, সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন। অনন্তর তাঁহারা অর্জ্জুন-মুখ হইতে ব্যাসোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষেক করত সকলেই বনে গমন করিলেন। হে মৈত্রেয়! যদুবংশে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বাসুদেব যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমার নিকট সবিস্তারে কহিলাম। ৮৩—৯৩।

পঞ্চমাংশে অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৮।

পঞ্চমাংশ সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

ষষ্ঠাংশঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।
ব্যাখ্যাতা ভবতা সর্গবংশমন্বন্তরস্থিতিঃ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব বিস্তরেণ মহামুনে॥ ১
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ত্বত্তো যথাবদুপসংহৃতিম্।
মহাপ্রলয়সংস্থানং কল্পান্তে চ মহামুনে॥ ২
মৈত্রেয় উবাচ।
মৈত্রেয় শ্রূয়তাং মত্তো যথাবদুপসংহৃতিঃ।
কল্পান্তে প্রাকৃতে চৈব প্রলয়ো জায়তে যথা॥ ৩
অহোরাত্রঃ পিতৃণাস্ত মাসোঽব্দস্ত্রিদিবৌকসাম্।
চতুর্য্যুগসহস্রে তু ব্রহ্মণো দ্বে দ্বিজোত্তম॥ ৪
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরশ্চ কলিশ্চৈব চতুর্য্যুগম্।
দিব্যৈর্ব্বর্ষসহস্রৈস্ত তৎ দ্বাদশভিরুচ্যতে॥
চতুর্য্যুগাণ্যশেষাণি সদৃশানি স্বরূপতঃ।
আদ্যং কৃতযুগং মুক্ত্বা মৈত্রেয়ান্তে তথা কলিম্॥৬
আদ্যে কৃতযুগে সর্গো ব্রহ্মণা ক্রিয়তে যতঃ।
ক্রিয়তে চোপসংহারস্তথান্তে চ কলৌ যুগে॥ ৭
মৈত্রেয় উবাচ।
কলেঃ স্বরূপং ভগবন্ বিস্তরাদ্বক্তুমর্হসি।
ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদ্ভগবন্ যস্মিন্ বিপ্লবমৃচ্ছতি॥ ৮
পরাশর উবাচ।
কলেঃ স্বরূপং মৈত্রেয় যদ্ভবান্ প্রষ্টুমিচ্ছতি।

প্রথম অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে মহামুনে! সৃষ্টি, বংশ ও মন্বন্তরের স্থিতি এবং বংশানুচরিত আপনি বিস্তার-পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে প্রলয় কালে যে প্রকারে ভূতগণের উপসংহার হয়, তাহা এবং মহাপ্রলয়ের স্বরূপ আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! কল্পান্তকালে এবং প্রাকৃত প্রলয়ে যেরূপে ভূতগণের উপসংহার হয়, তাহা এবং প্রলয়ের স্বরূপ শ্রবণ কর। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মনুষ্যগণের এক মাসে পিতৃগণের এক দিবারাত্রি, মনুষ্যগণের এক বৎসরে দেবগণের এক দিবারাত্রি হয় এবং চতুর্ব্বিধ যুগের আট-হাজার যুগে ব্রহ্মার এক দিবারাত্রি হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি প্রকার যুগ, দেবগণের বারহাজার বৎসরে মনুষ্যগণের এই চারি যুগ পর্য্যবসিত হয়। হে মৈত্রেয়! সৃষ্টির প্রথম প্রবৃত্ত সত্যযুগ ও সকলের শেষ কলিযুগ ব্যতীত অনন্ত-যুগ সমূহের এক প্রকারই স্বরূপ। যেহেতু প্রথম সত্যযুগে ব্রহ্মা ভূতসমূহের সৃষ্টি করেন এবং অন্তিম কলিযুগে সমস্ত সৃষ্টি উপসংহার করিয়া থাকেন। মৈত্রেয় কহিলেন, হে ভগবন্! কলিকালের স্বরূপ আপনি বিস্তার-পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন, যে কলিকালে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম বিলুপ্ত প্রায় হইবে। পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! কলিকালের স্বরূপ যাহা আমাকে

তন্নিবোধ সমাসন্নং বর্ত্ততে যন্মহামুনে॥ ৯
বর্ণাশ্রমাচারবতী প্রবৃত্তির্ন কলৌ নৃণাম্।
ন সামঋগ্‌যজুর্ব্বেদবিনিষ্পাদনহেতুকা॥ ১০
বিবাহা ন কলৌ ধর্ম্ম্যা ন শিষ্যগুরুসংস্থিতিঃ।
ন দাম্পত্যক্রমো নৈব বহ্নিদেবাত্মকঃ ক্রমঃ॥১১
যত্র তত্র কুলে জাতো বলী সর্ব্বেশ্বরঃ কলৌ।
সর্ব্বেভ্য এব বর্ণেভ্যো যোগ্যা কন্যাবরোধনে॥১২
যেন কেনৈব যোগেন দ্বিজাতির্দীক্ষিতঃ কলৌ।
যৈব সৈব চ মৈত্রেয় প্রায়শ্চিত্তক্রিয়া কলৌ॥১৩
সর্ব্বমেব কলৌ শাস্ত্রং যস্য যদ্বচনং দ্বিজ।
দেবতাশ্চ কলৌ সর্ব্বাঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বস্য চাশ্রমঃ॥১৪
উপবাসস্তথায়াসো বিত্তোৎসর্গস্তথা কলৌ।
ধর্ম্মো যথাভিরুচিতৈরনুষ্ঠানৈরনুষ্ঠিতঃ॥ ১৫
বিত্তেন ভবিতা পুংসাং স্বল্পেনাঢ্যমদঃ কলৌ
স্ত্রীণাং রূপমদশ্চৈব কেশৈরেব ভবিষ্যতি॥ ১৬
সুবর্ণমণিরত্নাদৌ বস্ত্রে চাপি ক্ষয়ং গতে।
কলৌ স্ত্রিয়ো ভবিষ্যন্তি তদা কেশৈরলঙ্কৃতাঃ॥১৭
পরিত্যক্ষ্যন্তি ভর্ত্তারং বিত্তহীনং তথা স্ত্রিয়ঃ।
ভর্ত্তা ভবিষ্যতি কলৌ বিত্তবানেব যোষিতাম্॥ ১৮
যো যো দদাতি বহুলং স স স্বামী তদা নৃণাম্।
স্বামিত্বহেতুঃ সম্বন্ধো ভাবী নাভিজনস্তদা॥ ১৯
গৃহান্তা দ্রব্যসংঘাতা দ্রব্যান্তা চ তথা মতিঃ।
অর্থাশ্চাত্মোপভোগান্তা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে॥২০
স্ত্রিয়ঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি স্বৈরিণ্যা ললিতস্পৃহাঃ।
অন্যায়াবাপ্তবিত্তেষু পুরুষাশ্চ স্পৃহালবঃ॥ ২১
অভ্যর্থিতোঽপি সুহৃদা স্বার্থহানিং ন মানবঃ।

জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা সম্যক্ রূপে শ্রবণ কর। কলিকালে মনুষ্যগণের বর্ণ ও আশ্রমের আচারানুরূপ প্রবৃত্তি সকল বিলুপ্ত হইবে এবং ঐ সকল প্রবৃত্তি দ্বারা সাম, ঋক্ বা যজুর্ব্বেদ বিহিত ক্রিয়াসমূহ নিষ্পাদিত হইবে না। ১—১০। কলিকালে ধর্ম্মানুরূপ বিবাহ থাকিবে না; গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইবে; স্বামী ও স্ত্রীর ব্যবহার বিভিন্নরূপে পরিণত হইবে এবং হোমাদিক্রিয়া ও দেবতাপূজা লোপ পাইবে। কলিকালে যে-সে কুলে উৎপন্ন হইয়াও বলবান্ ব্যক্তি সকলের প্রভু এবং সকল বর্ণ হইতেই কন্যা বিবাহ করিবার উপযুক্ত পাত্র হইবে। দ্বিজাতিগণ নিন্দিত-উপায়ানুষ্ঠান দ্বারাও আপনাদিগকে দীক্ষিত বলিয়া পরিচিত করিবে এবং পাপাত্মাগণ কেবল লোকসমূহকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য যেমন তেমন ভাবে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিবে। হে মৈত্রেয়! কলিকালে যাহার যাহা মুখে আসিবে, সে তাহাই শাস্ত্র বলিয়া প্রকাশ করিবে; আপন আপন অভিপ্রায়ানুসারে সকলে সকল দেবতারই উপাসনা করিবে এবং সকলেই সকল আশ্রমে অক্ষুণ্ণভাবে প্রবেশ করিবে। উপবাস, ক্লেশসাধ্য ব্রত ও বিত্তোৎসর্গ প্রভৃতি ধর্ম্মের, যাহার যেরূপ অভিরুচি, সে সেই প্রকারেই অনুষ্ঠান করিবে। কলিকালে মনুষ্যগণ অতি অল্পমাত্র ধনের অধিকারী হইয়াই অত্যন্ত গর্ব্ব প্রকাশ করিবে এবং স্ত্রীগণ কেবল কেশ দ্বারাই আপনাদিগকে সুন্দরী মনে করিবে। সেই সময়ে স্ত্রীগণ সুবর্ণ, মণি, রত্ন ও বস্ত্রাদি হইতে বঞ্চিত হইয়াও কেবল কেশের পারিপাট্য দ্বারা আপনাদিগকে ভূষিত করিবে এবং ধনহীন পতিকে পরিত্যাগ করিবে। কলিকালে যে ব্যক্তি ধনবান্, সেই স্ত্রীগণের ভর্ত্তা হইবে। মনুষ্য মধ্যে যে যাহাকে বহুল পরিমাণে অর্থ প্রদান করিবে, সেই ব্যক্তিই তাহার প্রভু হইবে; প্রভুতা বিষয়ে সৎকুলোৎপন্ন শিষ্টসমূহের কোন সমাদর থাকিবে না। মনুষ্যগণ ধর্ম্মের জন্য ব্যয় না করিয়া কেবল গৃহাদি নির্ম্মাণেই অর্থসমূহের ক্ষয় করিবে; মনুষ্যের বুদ্ধি পরকালের চিন্তা না করিয়া কেবল অর্থ-উপার্জ্জনের চিন্তাতেই নিরন্তর নিমগ্ন থাকিবে এবং মনুষ্যেরা অর্থ দ্বারা অতিথি প্রভৃতির কোন উপকার না করিয়াই কেবল আপনার ভোগের জন্য সমস্ত অর্থ অপব্যয় করিবে। ১১—২০। কলিকালে স্ত্রীগণ নানাবিধ সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইবে এবং পুরুষগণ অন্যায় দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে অভিলাষী হইবে। মনুষ্যগণ সুহৃদ্‌গণের প্রার্থনায়ও নিজের অণুমাত্র স্বার্থ

পণার্দ্ধার্দ্ধার্দ্ধমাত্রেঽপি করিষ্যতি তদা দ্বিজ ॥ ২২
সমানং পৌরুষঞ্চেতে ভাবি বিপ্রেষু বৈ কলৌ।
ক্ষীরপ্রদানসংবন্ধি ভাবি গোষু চ গৌরবম্ ॥ ২৩
অনাবৃষ্টিভয়প্রায়াঃ প্রজাঃ ক্ষুদ্ভয়কাতরাঃ।
ভবিষ্যন্তি তদা সর্ব্বা গগনাসক্তদৃষ্টয়ঃ ॥ ২৪
কন্দপর্ণফলাহারাস্তাপসা ইব মানবাঃ।
আত্মানং পাতয়িষ্যন্তি তদা বৃষ্ট্যাদিদুঃখিতাঃ ॥ ২৫
দুর্ভিক্ষমেব সততং তদা ক্লেশমনীশ্বরাঃ।
প্রাপ্স্যন্তি ব্যাহতসুখ-প্রমোদা মানবাঃ কলৌ ॥২৬
অস্নানভোজিনো নাগ্নিদেবতাতিথিপূজনম্।
করিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্তে ন চ পিত্রোদকক্রিয়াম্ ॥
লোলুপা হ্রস্বদেহাশ্চ বহ্বন্নাদনতৎপরাঃ।
বহুপ্রজাল্পভাগ্যাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৮
উভাভ্যামেব পাণিভ্যাং শিরঃকণ্ডূয়নং স্ত্রিয়ঃ।
কুর্ব্বন্ত্যো গুরুভর্তৃণামাজ্ঞাং ভেৎস্যন্ত্যনাদৃতাঃ ॥২৯
স্বপোষণপরাঃ ক্ষুদ্রা দেহসংস্কারবর্জ্জিতাঃ।
পরুষানৃতভাষিণ্যো ভবিষ্যন্তি কলৌ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩০
দুঃশীলা দুষ্টশীলেষু কুর্ব্বন্ত্যঃ সততং স্পৃহাম্।
অসদ্বৃত্তা ভবিষ্যন্তি পুরুষেষু কুলাঙ্গনাঃ ॥ ৩১
বেদাদানং করিষ্যন্তি বটবশ্চ তদাব্রতাঃ।
গৃহস্থাশ্চ ন হোষ্যন্তি ন দাস্যন্ত্যুচিতান্যপি ॥ ৩২
বনবাসা ভবিষ্যন্তি গ্রাম্যাহারপরিগ্রহাঃ।
ভিক্ষবশ্চাপি মিত্রাদিস্নেহসম্বন্ধযন্ত্রিতাঃ ॥ ৩৩
অরক্ষিতারো হর্ত্তারঃ শুল্কব্যাজেন পার্থিবাঃ।
হারিণো জনবিত্তানাং সংপ্রাপ্তে তু কলৌ যুগে ॥
যো যোঽশ্বরথনাগাঢ্যঃ স স রাজা ভবিষ্যতি।
যশ্চ যশ্চাবলঃ সর্ব্বঃ স স ভৃত্যঃ কলৌ যুগে ॥৩৫
বৈশ্যাঃ কৃষিবণিজ্যাদি সংত্যজ্য নিজকর্ম্ম যৎ।
শূদ্রবৃত্ত্যা প্রবৎস্যন্তি কারুকর্ম্মোপজীবিনঃ ॥ ৩৬
ভৈক্ষ্যব্রতাস্তথা শূদ্রা প্রব্রজ্যালিঙ্গিনোঽধমাঃ
পাষণ্ডসংশ্রয়াং বৃত্তিমাশ্রয়িষ্যন্ত্যসংস্কৃতাঃ ॥ ৩৭

পরিত্যাগ করিবে না। "ব্রাহ্মণের সহিত আমাদিগের কোন বিশেষই নাই" শূদ্রেরা ইহাই ভাবিবে এবং "গাভীগণ, দুগ্ধ দেয় বলিয়াই আমাদের প্রতিপাল্য"—সকলে এইরূপ ভাবিবে। প্রজাসমূহ অনাবৃষ্টি নিবন্ধন ক্ষুধায় কাতর হইয়া এক দৃষ্টিতে আকাশ নিরীক্ষণ করিবে। সেই সময়ে মনুষ্যগণ অনাবৃষ্টিতে দুঃখিত হইয়া কন্দ, পর্ণ, ফল প্রভৃতি আহার করিয়া তাপসের ন্যায় ক্লেশ সহ্য করিবে। সেই সময়ে মানবগণ ধনহীন এবং সুখ-হর্ষরহিত হইয়া নিরন্তর কেবল দুর্ভিক্ষরূপ দুঃখ ভোগ করিবে। কলিকালে মানবগণ স্নান না করিয়া ভোজন করিবে; অগ্নি, দেবতা ও অতিথির পূজা করিবে না এবং ভুলিয়াও তর্পণাদি দ্বারা পিতৃগণকে পরিতুষ্ট করিতে যত্ন করিবে না। সকলেই নিতান্ত লোভী হইবে, দেহ সকল ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিবে, স্ত্রীগণ বহু ভোজনশীল হইবে এবং প্রত্যেকেরই প্রায় বহুতর সন্ততি হইবে ও সকলেই ভাগ্যহীন হইবে। স্ত্রীগণ উভয় হস্ত দ্বারা মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে অনায়াসে স্বামীর আজ্ঞা অবহেলন করিবে; ক্ষুদ্রাশয় হইয়া নিজের দেহপোষণে ব্যস্ত থাকিবে, শরীরাদির বিশেষ সংস্কার করিবে না; নিরন্তর কঠোর ও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিবে। ২১—৩০। কুলস্ত্রীগণ দুঃশীল হইবে এবং অসদ্বৃত্ত পুরুষসমূহে স্পৃহাবতী হইয়া নিরন্তর অসদাচারে রত থাকিবে। আচারহীন অথচ ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণতনয়গণ বেদ অধ্যয়ন করিবে এবং গৃহস্থগণ হোমাদি করিবে না ও উচিত দানসমূহও প্রদান করিবে না। বনবাসী ভিক্ষুকগণ গ্রাম্য আহার ও পরিগ্রহে রত হইয়া মিত্রাদির সহিত স্নেহসূত্রে আবদ্ধ হইবে। কলিযুগে রাজগণ প্রজাপালন করিবে না, অথচ বলপূর্ব্বক প্রজার বিত্ত হরণ করিবে। যাহার যাহার অশ্ব, রথ, হস্তী থাকিবে, সেই সেই ব্যক্তিই রাজা হইবে। যে যে ব্যক্তি হীনবল হইবে, তাহারা দাসত্বভার বহন করিবে। বৈশ্যগণ কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি স্বীয় কর্ত্তব্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রবৃত্তি শিল্পকর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে এবং অধম শূদ্রজাতি তাপসের বেশ ধারণপূর্ব্বক ভিক্ষাব্রতে ব্রতী হইবে। দ্বিজাতিগণ সংস্কারবর্জ্জিত হইয়া, পাষণ্ড-সংশ্রিত বৃত্তি

দুর্ভিক্ষকরপীড়াভিরতীবোপহতা জনাঃ।
গবেধুককদন্নাদ্যান দেশান্ যাস্যন্তি দুঃখিতাঃ ॥৩৮
বেদমার্গে প্রলীনে চ পাষণ্ডাঢ্যে ততো জনে।
অধর্ম্মবৃদ্ধ্যা লোকানাং স্বল্পমায়ুর্ভবিষ্যতি ॥ ৩৯
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যমানেষু বৈ তপঃ।
নরেষু নৃপদোষেণ বালমৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥ ৪০
ভবিত্রী যোষিতাং সূতিঃ পঞ্চ ষট্ সপ্তবার্ষিকী।
নবাষ্টদশবর্ষাণাং মনুষ্যাণাং তথা কলৌ ॥ ৪১
পলিতোদ্ভবশ্চ ভবিতা তদা দ্বাদশবার্ষিকঃ।
নাতি জীবতি বৈ কশ্চিৎ কলৌ বর্ষাণি বিংশতিম্ ॥
অল্পপ্রজ্ঞা বৃথালিঙ্গা দুষ্টান্তঃকরণাঃ কলৌ।
যতস্ততো বিনশ্যন্তি কালেনাল্পেন মানবাঃ ॥ ৪৩
যদা যদা হি পাষণ্ডবৃদ্ধির্মৈত্রেয় লক্ষ্যতে।
তদা তদা কলের্বৃদ্ধিরনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪৪
যদা যদা সতাং হানির্বেদমার্গানুসারিণাম্।
প্রারম্ভাশ্চাবসীদন্তি যদা ধর্ম্মভৃতাং নৃণাম্।
তদানুমেয়ং প্রাধান্যং কলের্মৈত্রেয় পণ্ডিতৈঃ ॥৪৫
যদা যদা ন যজ্ঞানামীশ্বরঃ পুরুষোত্তমঃ।
ইজ্যতে পুরুষৈর্যজ্ঞৈস্তদা জ্ঞেয়ং কলের্বলম্ ॥৪৬
ন প্রীতির্বেদবাদেষু পাষণ্ডেষু যদা রতিঃ।
কলিবৃদ্ধিস্তদা প্রাজ্ঞৈরনুমেয়া দ্বিজোত্তম ॥ ৪৭
কলৌ জগৎপতিং বিষ্ণুং সর্ব্বস্রষ্টারমীশ্বরম্
নার্চ্চয়িষ্যন্তি মৈত্রেয় পাষণ্ডোপহতা নরাঃ ॥ ৪৮
কিং বেদৈঃ কিং দ্বিজৈর্দেবৈঃ কিং শৌচেনাম্বুজন্মনা
ইত্যেবং বিপ্র বক্ষ্যন্তি পাষণ্ডোপহতা নরাঃ ॥৪৯
স্বল্পাম্বুবৃষ্টিঃ পর্জ্জন্যঃ শস্যং স্বল্পফলং তথা।
ফলং তথাল্পসারঞ্চ বিপ্র প্রাপ্তে কলৌ যুগে ॥ ৫০

সমূহকে অবলম্বন করিবে। লোকসমূহ দুর্ভিক্ষ, রাজকর এবং ব্যাধিদ্বারা নিতান্ত পীড়িত হইয়া গবেধুক কদন্ন প্রভৃতি দেশসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তাহার পর বৈদিক ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত হওয়ায় লোক-সমূহ পাষণ্ডপ্রায় হইলে ক্রমশঃ অধর্ম্মের বৃদ্ধি নিবন্ধন জীবগণের পরমায়ু অল্প হইয়া আসিবে। সেই সময়ে তাপিত মনুষ্যগণ অশাস্ত্র-বিহিত তপস্যা করিবে; তাহাতেও অধার্ম্মিক রাজার দোষে লোক-মধ্যে অকালমৃত্যু আরম্ভ হইবে। ৩১—৪০। কলিকালে অষ্টম, নবম এবং দশম বর্ষ-বয়স্ক পুরুষ-সহবাসেই পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম-বর্ষীয়া বালিকারাই সন্তান প্রসব করিবে। সেই সময়ে দ্বাদশবর্ষ বয়সেই মনুষ্যগণ বৃদ্ধ হইয়া পড়িবে এবং বিংশতি বৎসরের অধিক কেহই জীবিত থাকিবে না। কলিকালে লোকসমূহের প্রজ্ঞা অতি অল্প হইবে, তাহাদের ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি অতিশয় কুৎসিত ও অন্তঃকরণ অতি অপবিত্র হইবে এবং তাহারা অল্পকালেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। হে মৈত্রেয়! যে সময়ে পাষণ্ড ব্যক্তিগণের অত্যন্ত বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইবে, সেই সময়ে বিচক্ষণ জনগণ কলির অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাই অনুমান করিবেন। হে মৈত্রেয়! যখন বেদ-মার্গানুসারী সৎপুরুষগণের হানি পরিলক্ষিত হইবে ও ধার্ম্মিকগণের কর্ম্মারম্ভ সমুদয় অবসন্ন হইয়া আসিবে, সেই সময়ে পণ্ডিতগণ কলির প্রাধান্য অনুমান করিবেন। যে সময়ে পুরুষগণ সমস্ত যজ্ঞের অধীশ্বর পুরুষোত্তম ভগবান নারায়ণকে আর যজ্ঞ দ্বারা পূজা করিবে না, সেই কালে কলি অত্যন্ত বলবান হইয়াছে, ইহাই জানিবে। যে সময়ে মনুষ্যগণের বেদ-বাক্যে প্রীতি থাকিবে না এবং পাষণ্ডগণের উপদেশে বিশ্বাস হইবে, সেই সময়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ কলির বৃদ্ধি অনুমান করিবেন। হে মৈত্রেয়! কলিকালে মনুষ্যগণ পাষণ্ডগণের উপদেশে মোহিত হইয়া সকলের স্রষ্টা জগৎ-পতি পরমেশ্বর বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিবে না। পাষণ্ডের উপদেশে মুগ্ধ হইয়া মনুষ্যগণ "বেদের দ্বারা কি হইবে, ব্রাহ্মণগণের কি ক্ষমতা আছে, দেবগণ কি করিতে পারেন, জলাদি দ্বারা শৌচ করিলে কি হয়" ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রলাপবাক্য বলিবে। ৪১—৪৯। হে দ্বিজ! কলিকালে মেঘসমূহে অতি অল্পমাত্র জল থাকিবে, কাজেই তাহা হইতে অতি অল্প পরিমাণেই বৃষ্টি হইবে, শস্যসমূহ অতি অল্প ফল প্রসব করিবে এবং ফলসমূহে অতি অল্প পরি-

শাণপ্রায়াণি বস্ত্রাণি শমীপ্রায়া মহীরুহাঃ ।
শূদ্রপ্রায়াস্তথা বর্ণা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৫১
অণুপ্রায়াণি ধান্যানি অজাপ্রায়ং তথা পয়ঃ ।
ভবিষ্যতি কলৌ প্রাপ্তে উষীরঞ্চানুলেপনম্ ॥ ৫২
শ্বশ্রূশ্বশুরভূয়িষ্ঠা গুরবশ্চ নৃণাং কলৌ ।
শ্যালাদ্যা হারিভার্য্যাশ্চ সুহৃদো মুনিসত্তম ॥ ৫৩
কস্য মাতা পিতা কস্য যদা কর্ম্মাত্মকঃ পুমান্ ।
ইতি চোদাহরিষ্যন্তি শ্বশুরানুগতা নরাঃ ॥ ৫৪
বাঙ্মনঃকায়িকৈর্দ্দোষৈরভিভূতাঃ পুনঃ পুনঃ ।
নরাঃ পাপান্যনুদিনং করিষ্যন্ত্যল্পমেধসঃ ॥ ৫৫
নিঃসত্ত্বানামশৌচানাং নিঃশ্রীকাণাং তথা নৃণাম্ ।
যদ্‌যদ্দুঃখায় তৎ সর্ব্বং কলিকালে ভবিষ্যতি ॥৫৬
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারে স্বধাস্বাহাবিবর্জ্জিতে ।
তথা প্রবিরলো বিপ্র ক্বচিল্লোকো নিবৎস্যতি ॥৫৭
তথাল্পেনৈব যত্নেন পুণ্যস্কন্ধমনুত্তমম্ ।
করোতি যং কৃতযুগে ক্রিয়তে তপসা হি সঃ ॥৫৮

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠেঽংশে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

ব্যাসশ্চাহ মহাবুদ্ধির্যদত্রৈব হি বস্তুনি ।
তৎ শ্রূয়তাং মহাভাগ গদতো মম তত্ত্বতঃ ॥ ১
কস্মিন্ কালেঽল্পকো ধর্ম্মো দদাতি সুমহৎ ফলম্
মুনীনামিত্যভূদ্বাদঃ কৈশ্চাসৌ ক্রিয়তে সুখম্ ॥ ২
সন্দেহনির্ণয়ার্থায় বেদব্যাসং মহামুনিম্ ।
যযুস্তে সংশয়ং প্রষ্টুং মৈত্রেয় মুনিপুঙ্গব ॥ ৩

শাণেই সার থাকিবে। কলিকালে সমস্ত বস্ত্রই প্রায় শণের সূত্র দ্বারা নির্ম্মিত হইবে, সকল বৃক্ষই প্রায় শমীবৃক্ষের তুল্য হইবে এবং সমস্ত বর্ণই শূদ্রপ্রায় হইয়া আসিবে। ধান্যসমূহ ক্রমশঃ ছোট হইয়া আসিবে, গো-সকল ছাগী পরিমাণে দুগ্ধ দিবে এবং উশীরই (খস্‌খস্) মনুষ্যগণের অনুলেপন হইবে। কলিকালে শ্বশুর ও শাশুড়ীই মনুষ্যগণের প্রধান গুরু হইবে এবং শ্যালক ও যাহাদের স্ত্রী অতিশয় সুন্দরী, তাহারাই বন্ধু হইবে। মনুষ্যগণ শ্বশুরের অনুগত হইয়া, "কাহার মাতা, কাহার পিতা; সকলেই আপন কর্ম্মানুসারে সৃষ্ট হইয়াছে" এই কথা বলিবে। অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণ বাক্য, মন এবং কায়িক দোষসমূহ দ্বারা অভিভূত হইয়া পুনঃপুনঃ পাপেরই অনুষ্ঠান করিবে। সত্ত্বহীন, অশুচি এবং শ্রীভ্রষ্ট মনুষ্যগণের যাহা যাহা দুঃখের, সে সমস্ত কলিকালে হইবে। স্বাধ্যায় ও বষট্কাররহিত এবং স্বধা ও স্বাহাবিবর্জ্জিত সেই সময়ে লোকসমূহ কীকটাদি কোন স্থানে নিবাস করিবে। কলির এই সমস্ত মহৎ দোষ থাকিলেও একটী পরমগুণ এই যে, সত্যকালে কঠোর তপস্যা দ্বারা যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, কলিতে অতি অল্প পরিশ্রম করিলেই মনুষ্য তাহা অর্জ্জন করিতে পারে। ৫০—৫৮।

ষষ্ঠাংশে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! মহামতি ব্যাসদেব এই বিষয়ে যে সমস্ত তত্ত্ব কহিয়াছেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। কোন সময়ে মুনিগণের পরস্পর, "কোন্ কালে ধর্ম্ম স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইয়াও মহৎ ফল প্রদান করে?" এই বিষয় লইয়া তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। হে মুনিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয়! তাঁহারা সকলেই সংশয়িত হইয়া সন্দেহভঞ্জনের নিমিত্ত মহামুনি ব্যাসদেবের নিকট গমন করিয়াছিলেন। সেই মুনিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মুনিবর মহামতি ব্যাসদেব অর্দ্ধস্নাত-অবস্থায় পবিত্র জাহ্নবী-সলিলে অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং মহর্ষিগণ তাঁহার স্নানসমাপ্তি পর্য্যন্ত জাহ্নবীতীরস্থ বৃক্ষসমূহের মূলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে আমার পুত্র ব্যাসদেব স্নানানন্তর জাহ্নবীজল হইতে উত্থান করিয়া

দদৃশুস্তে মুনিং তত্র জাহ্নবীসলিলে দ্বিজাঃ।
বেদব্যাসং মহাভাগমর্দ্ধস্নাতং মহামতিম্ ॥ ৪
স্নানাবসানং তত্তস্য প্রতীক্ষন্তো মহর্ষয়ঃ।
তস্থুস্তটে মহানদ্যাস্তরুষণ্ডমুপাশ্রিতাঃ ॥ ৫
মগ্নোঽথ জাহ্নবীতোয়াদুত্থায়াহ সুতো মম।
ব্যাসঃ সাধুঃ কলিঃ সাধুরিত্যেবং শৃণ্বতাং ততঃ ॥ ৬
তেষাং মুনীনাং ভূয়শ্চ মমজ্জ স নদীজলে।
উত্থায় সাধু সাধ্বিতি শূদ্র ধন্যোঽসি চাব্রবীৎ ॥৭
স নিমগ্নঃ সমুত্থায় পুনঃপ্রাহ মহামুনিঃ।
যোষিতঃ সাধুধন্যাস্তাস্তাভ্যো ধন্যতরোঽস্তি কঃ ॥৮
ততঃ স্নাত্বা যথান্যায়মায়ান্তং কৃতসৎক্রিয়ম্।
উপতস্থুর্মহাভাগং মুনয়স্তে সুতং মম ॥ ৯
কৃতসংবন্দনাংশ্চাহ কৃতাসনপরিগ্রহান্।
কিমর্থমাগতা যূয়মিতি সত্যবতীসুতঃ ॥ ১০
তমূচুঃ সংশয়ং প্রষ্টুং ভবন্তং বয়মাগতাঃ।
অলং তেনাস্তু তাবন্নঃ কথ্যতামপরং ত্বয়া ॥ ১১
কলিঃ সাধ্বিতি যৎ প্রোক্তং শূদ্রঃসাধ্বিতি যোষিতঃ
যদাহ ভগবান্ সাধু ধন্যাশ্চেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ১২
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামো ন চেদ্গুহ্যং মহামুনে
তৎকথ্যতাং অতো হৃৎস্থং প্রক্ষ্যামস্ত্বাং প্রয়োজনম্
ইত্যুক্তো মুনিভির্ব্যাসঃ প্রহস্যেদমথাব্রবীৎ।
শ্রূয়তাং ভো মুনিশ্রেষ্ঠা যদুক্তং সাধু সাধ্বিতি ॥১৪
যৎকৃতে দশভির্বর্ষৈস্ত্রেতায়াং হায়নেন যৎ।
দ্বাপরে যচ্চ মাসেন অহোরাত্রেণ তৎ কলৌ ॥১৫
তপসো ব্রহ্মচর্য্যস্য জপাদেশ্চ ফলং দ্বিজাঃ।
প্রাপ্নোতি পুরুষস্তেন কলিঃ সাধ্বিতি ভাষিতম্১৬
ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥

মুনিগণকে শুনাইয়া, "কলিকালই সাধু, কলিকালই সাধু" এই বাক্য বলিয়াছিলেন। পুনরায় নদীজলে অবগাহনানন্তর উত্থান করিয়া "হে শূদ্র! তুমিই সাধু এবং তুমিই ধন্য" এই বাক্য বলিয়াছিলেন। পরে আবার ব্যাসদেব স্নান করিয়া উত্থানপূর্ব্বক, হে স্ত্রীগণ! তোমরাই সাধু, তোমরাই ধন্য, তোমাদের অধিক ধন্যতর এ জগতে আর কে আছে?" এই কথা বলিয়াছিলেন। তৎপরে যথাবিধি স্নানপূর্ব্বক নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া, ব্যাসদেব আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, সেই মুনিগণ তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। যথাবিধি অভিবাদনের অনন্তর মুনিগণ আসন পরিগ্রহ করিলে সত্যবতীসুত ব্যাস তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষিগণ! আপনারা কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন? ১—১০। মুনিগণ বলিলেন, হে মহাভাগ! আমাদের কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই নির্ণয়ের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি। কিন্তু তাহা এখন থাকুক, আপনি অন্য বিষয় আমাদিগকে বলুন। আপনি স্নান করিতে করিতে বারংবার বলিলেন যে, কলিই সাধু শূদ্রও সাধু এবং স্ত্রীগণও সাধু ও অতি ধন্য। হে মহামুনে! যদি এ বিষয়ের তত্ত্ব আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিতে কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন; কারণ এই বিষয় শুনিতে আমাদের সকলের অভিলাষ হইয়াছে। পরে আমাদিগের প্রয়োজনীয় বিষয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব। মহর্ষি বেদব্যাস, মুনিগণকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, হে মুনিপ্রবরগণ! আমার মুখ হইতে যে 'কলি সাধু, শূদ্র সাধু' ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন, তাহার তত্ত্ব আমি আপনাদিগকে কহিতেছি, শ্রবণ করুন। সত্যযুগে দশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া, ত্রেতাযুগে এক বৎসর পরিশ্রম করিয়া এবং দ্বাপর যুগে একমাসকাল পরিশ্রম করিয়া তপস্যা বা ব্রহ্মচর্য্য অথবা জপাদির যে ফল হইয়া থাকে; হে দ্বিজগণ! কলিকালে মনুষ্য এক দিবারাত্রির পরিশ্রমেই সেই ফল লাভ করিয়া থাকে; এই নিমিত্তই কলিকে সাধু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছি। সত্যযুগে বহুক্লেশসাধ্য ধ্যানযোগ করিয়া, ত্রেতাযুগে নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া এবং দ্বাপরযুগে বহুতর অর্চ্চনাদি দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে কেবল হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়াই মনুষ্য সেই

ধর্ম্মোৎকর্ষমতীবাত্র প্রাপ্নোতি পুরুষঃ কলৌ।
অল্পায়াসেন ধর্ম্মজ্ঞাস্তেন তুষ্টোঽস্ম্যহং কলেঃ ॥১৮
ব্রতচর্য্যাপরৈর্গ্রাহ্যো দেবঃ পূর্ব্বং দ্বিজাতিভিঃ।
ততঃ স্বধর্ম্মসম্প্রাপ্তৈর্যষ্টব্যং বিধিনাধ্বরৈঃ ॥ ১৯
বৃথা কথা বৃথা ভোজ্যং বৃথেজ্যা চ দ্বিজন্মনাম্।
পতনায় তথা ভাব্যং তৈস্তু সংযমিভিঃ সদা ॥ ২০
অসম্যক্‌করণে দোষস্তেষাং সর্ব্বেষু কর্ম্মসু।
ভোজ্যপেয়াদিকঞ্চৈষাং নেচ্ছাপ্রাপ্তিকরং দ্বিজাঃ ॥
পারতন্ত্র্যং সমস্তেষু তেষাং কার্য্যেষু বৈ ততঃ।
জয়ন্তি তে নিজান্ লোকান্ ক্লেশেন মহতা দ্বিজাঃ ॥
দ্বিজশুশ্রূষয়ৈবৈষ পাকযজ্ঞাধিকারবান।
নিজান্ জয়তি বৈ লোকান্ শূদ্রো ধন্যতরস্ততঃ ॥২৩

ফল লাভ করিতে পারে। কলিযুগে মনুষ্য অতি অল্পমাত্র আয়াস স্বীকার করিয়াই বহুতর ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে পারে, হে ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিগণ! আমি এই নিমিত্তই অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া কলিকে সাধু কীর্ত্তন করিয়াছি। দ্বিজাতিগণ রীতিমত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নে অধিকারী হইয়া থাকেন, তারপর রীতিমত বেদাধ্যয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় ধর্ম্ম পরিপালনের জন্য যথাবিধি বহুবিধ যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিতে হয় এবং তাঁহারা অসংযত হইয়া যদি বৃথা কথা কিংবা বৃথা ভোজ্য অথবা বৃথা যজ্ঞাদিতে কালক্ষেপ করেন, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকেন। ১১—২০। যে কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মের কোন অংশে ত্রুটি হইলে, তাঁহারা পাপের ভাগী হন এবং তাঁহারা ইচ্ছানুরূপ ভোজ্য অথবা পানাদি কিছুই গ্রহণ করিতে পারেন না; সমস্ত কার্য্যেই তাঁহাদিগকে পরাধীনের ন্যায় শাস্ত্রের অনুগামী হইয়া চলিতে হয়। ইহাতেও বহুতর ক্লেশ স্বীকার করিয়া, বহুতর ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে পারিলে, তবে তাঁহারা পরকালে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু কেবল দ্বিজাতিগণের সেবা দ্বারাই শূদ্র, পাক-যজ্ঞের ফল পাইবার অধিকারী হয় ও অন্তিমে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এইজন্যই শূদ্রজাতিকে ধন্যবাদ প্রদান করি-

ভক্ষ্যাভক্ষ্যেষু নাস্যাস্তি পেয়াপেয়েষু বৈ যতঃ।
নিয়মো মুনিশার্দ্দূলাস্তেনাসৌ সাধ্বিতীরিতম্ ॥২৪
স্বধর্ম্মস্যাবিরোধেন নরৈর্লব্ধং ধনং সদা।
প্রতিপাদনীয়ং পাত্রেষু যষ্টব্যঞ্চ যথাবিধি ॥ ২৫
তস্যার্জ্জনে মহাক্লেশঃ পালনে চ দ্বিজোত্তমাঃ।
তথা সদ্বিনিয়োগায় বিজ্ঞেয়ং গহনং নৃণাম্ ॥ ২৬
এভিরন্যৈস্তথাক্লেশৈঃ পুরুষা দ্বিজসত্তমাঃ।
নিজানুজয়ন্তি বৈ লোকান্‌প্রাজাপত্যাদিকান্ ক্রমাৎ
যোষিৎ শুশ্রূষণং ভর্ত্তুঃ কর্ম্মণা মনসা গিরা।
কুর্ব্বতীসমবাপ্নোতিতৎসালোক্যংযতোদ্বিজাঃ ॥২৮
নাতিক্লেশেন মহতা তানেব পুরুষে যথা।
তৃতীয়ং ব্যাহৃতং তেন ময়া সাধ্বিতি যোষিতঃ ॥২৯
এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রা যন্নিমিত্তমিহাগতাঃ।
তৎ পৃচ্ছধ্বং যথাকামং সর্ব্বং বক্ষ্যামি বঃস্ফুটম্ ॥

য়াছি। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! যেহেতু ইহাদের ভক্ষ্য বা অভক্ষ্য, পেয় বা অপেয় বিষয়ে কোন নিয়ম নাই, কাজেই ইহারা তজ্জন্য কোন প্রকার পাপেরও ভাগী হয় না; এইজন্যই ইহাকে সাধু বলিয়াও কীর্ত্তন করিয়াছি। পুরুষগণ স্বধর্ম্মের অবিরোধে সর্ব্বদা ধন উপার্জ্জন করিবে এবং তাহা সৎপাত্রে অর্পণ করিবে ও তাহা দ্বারা যথাবিধি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম। হে দ্বিজসত্তমগণ! সেই অর্থের উপার্জ্জন, তাহার রক্ষা ও তাহা সৎপাত্রে অর্পণ করিতে পুরুষগণকে মহাক্লেশ পাইতে হয়। এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলে, তবে পুরুষগণ ক্রমে প্রাজাপত্যাদি লোকসমূহে গমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। কিন্তু হে দ্বিজগণ! স্ত্রীলোকেরা কায়মনোবাক্যে স্বামীর শুশ্রূষা করিয়াই বিনাক্লেশে সেই সকল লোকে গমন করিতে পারে; এই নিমিত্তই আপনারা আমার মুখ হইতে স্ত্রীগণ "সাধু", এই কথা শুনিতে পাইয়াছেন। হে বিপ্রগণ! এই ত আপনাদের নিকট সমস্ত প্রকাশ করিলাম, এক্ষণে আপনারা যে জন্য আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করুন, আমি বিশদরূপে সে সমস্তের

পরাশর উবাচ।

ততস্তে মুনয়ঃ প্রোচুর্যৎ প্রষ্টব্যং মহামুনে।
অন্যস্মিন্নেব তৎ পৃষ্টে যথাবৎ কথিতং ত্বয়া ॥ ৩১
ততঃ প্রহস্য তান্ প্রাহ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
বিস্ময়োৎফুল্লনয়নাস্তাপসাংস্তানুপাগতান্ ॥ ৩২
ময়ৈষ ভবতাং প্রশ্নো জ্ঞাতো দিব্যেন চক্ষুষা।
ততো হি বঃ প্রসঙ্গেন সাধুসাধ্বিতি ভাষিতম্ ॥৩৩
স্বল্পেনৈব প্রযত্নেন ধর্ম্মঃ সিধ্যতি বৈ কলৌ।
নরৈরাত্মগুণাম্ভোভিঃ ক্ষালিতাখিলকিল্বিষৈঃ ॥৩৪
শূদ্রৈশ্চ দ্বিজশুশ্রূষাতৎপরৈর্মুনিসত্তমাঃ।
তথা স্ত্রীভিরনায়াসং পতিশুশ্রূষয়ৈব হি ॥ ৩৫
ততস্ত্রিতয়মপ্যেতন্মম ধন্যতমং গতম্।
ধর্ম্মসংসাধনে ক্লেশো দ্বিজাতীনাং কৃতাদিষু ॥ ৩৬
ভবদ্ভির্যদভিপ্রেতং তদেতৎ কথিতং ময়া।
অপৃষ্টেনাপি ধর্ম্মজ্ঞাঃ কিমন্যৎ কথ্যতাং দ্বিজাঃ ॥৩৭
ততঃ সম্পূজ্য তে ব্যাসং প্রশস্য চ পুনঃপুনঃ।
যথাগতং দ্বিজা জগ্মুর্ব্যাসোক্তিকৃতসংশয়াঃ ॥ ৩৮
ভবতোঽপি মহাভাগ রহস্যং কথিতং ময়া।
অত্যন্তদুষ্টস্য কলেরয়মেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥ ৩৯
যচ্চাহং ভবতা পৃষ্টো জগতামুপসংহৃতিম্।
প্রাকৃতামান্তরালাঞ্চ তামপ্যেষ বদামি তে ॥ ৪০

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠেংশে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

উত্তর প্রদান করিতেছি। ২১—৩০। পরাশর কহিলেন,—তার পর সেই মহর্ষিগণ কহিলেন, হে মহামুনে! আমরা যাহা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, আপনি অন্য বিষয়ের কথা-প্রসঙ্গে আমাদের সেই বিষয়েরই সম্যক্‌রূপে উত্তর প্রদান করিয়াছেন। তৎপরে মহর্ষি দ্বৈপায়ন কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া, বিস্ময়োৎফুল্ললোচন, সমাগত তাপসগণকে কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! আমি দিব্যজ্ঞান-বলে আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় অবগত হইয়া আপনাদিগকে লক্ষ্য করিয়া "কলি সাধু, শূদ্র সাধু", ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম। কলিকালে মানবগণ সদ্বৃত্তি অবলম্বন দ্বারা নিখিল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া অতি অল্প প্রয়াসেই বহুতর ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে পারে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! শূদ্রগণও অক্লেশেই কেবল দ্বিজগণের সেবা দ্বারাই এবং স্ত্রীলোকেরা অনায়াসে কেবল পতিশুশ্রূষা দ্বারাই বহুতর ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। এই নিমিত্তই এই তিন জনকেই আমি ধন্যতম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছি। দেখুন, সত্য প্রভৃতি যুগসমূহে ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে হইলে, কেবল দ্বিজাতিগণকেই বিশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়া থাকে, হে দ্বিজগণ! আপনারা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই অপৃষ্ট হইয়াও আমি আপনাদের অভিপ্রেত বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি কহিব, তাহা বলুন। তারপর সেই মহর্ষিগণ মহামতি ব্যাসদেবকে বারংবার যথাবিধি পূজা ও বহুতর প্রশংসা করিয়া, ব্যাসের বাক্যে সম্পূর্ণরূপে আপন আপন সংশয় অপনোদন করিয়া, যে স্থল হইতে আগমন করিয়াছিলেন, তথায় প্রস্থান করিলেন। হে মৈত্রেয়! অত্যন্ত দুষ্ট কলির এই একটী মহদ্‌গুণ যে, এই কালে মনুষ্যগণ কেবল হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিলেই পরমপদকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে জগতের উপসংহার এবং প্রাকৃত ও ব্রহ্মার দৈনিক প্রলয় বিষয়ে তুমি যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩১—৪০।

ষষ্ঠাংশে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

সর্ব্বেষামেব ভূতানাং ত্রিবিধঃ প্রতিসঞ্চরঃ।
নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈবাত্যন্তিকো মতঃ ॥ ১

তৃতীয় অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! নৈমিত্তিক আত্যন্তিক ও প্রাকৃতিক ভেদে ভূতসমূহের

ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকস্তেষাং কল্পান্তে প্রতিসঞ্চরঃ।
আত্যন্তিকশ্চ মোক্ষাখ্যঃ প্রাকৃতো দ্বিপরার্দ্ধিকঃ ॥ ২

মৈত্রেয় উবাচ।

পরার্দ্ধসংখ্যাং ভগবন্ মমাচক্ষ যয়া তু সঃ।
দ্বিগুণীকৃতয়া জ্ঞেয়ঃ প্রাকৃতঃ প্রতিসঞ্চরঃ ॥ ৩

পরাশর উবাচ।

স্থানাৎ স্থানং দশগুণমেকস্মাদ্গণ্যতে দ্বিজ।
ততোঽষ্টাদশমে স্থানে পরার্দ্ধমভিধীয়তে ॥ ৪
পরার্দ্ধং দ্বিগুণং যত্তু প্রাকৃতঃ প্রলয়ো দ্বিজ।
তদাব্যক্তেঽখিলং ব্যক্তং স্বহেতৌ লয়মেতি বৈ ॥৫
নিমেষো মানুষো যোঽয়ং মাত্রামাত্রপ্রমাণতঃ।
তৈঃ পঞ্চদশভিঃ কাষ্ঠা ত্রিংশৎকাষ্ঠাস্তথা কলা ॥ ৬
নাড়িকা তু প্রমাণেন কলা দশ চ পঞ্চ চ।
উন্মানেনাম্ভসঃ সা তু পলান্যর্দ্ধত্রয়োদশ ॥ ৭
হেমমাষৈঃ কৃতচ্ছিদ্রশ্চতুর্ভিশ্চতুরঙ্গুলৈঃ।
মাগধেন প্রমাণেন জলপ্রস্থস্তু স স্মৃতঃ ॥ ৮
নাড়িকাভ্যামথ দ্বাভ্যাং মুহূর্ত্তো দ্বিজসত্তম।
অহোরাত্রং মুহূর্ত্তাস্তু ত্রিংশন্মাসো দিনৈস্তথা ॥ ৯
মাসৈর্দ্বাদশভির্বর্ষমহোরাত্রন্তু তদ্দিবি।
ত্রিভির্বর্ষশতৈর্বর্ষং ষষ্ট্যা চৈবাসুরদ্বিষাম্ ॥ ১০
তৈস্তু দ্বাদশসাহস্রং চতুর্যুগমুদাহৃতম্।
চতুর্যুগসহস্রন্তু কথ্যতে ব্রহ্মণো দিনম্ ॥ ১১
স কল্পোঽত্যত্র মনবশ্চতুর্দ্দশ মহামুনে।
তদন্তে চৈব মৈত্রেয় ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকো লয়ঃ ॥ ১২
তস্য স্বরূপমত্যুগ্রং মৈত্রেয়ো গদতো মম।
শৃণুষ প্রাকৃতং ভূয়স্তব বক্ষ্যাম্যহং লয়ম্ ॥ ১৩
চতুর্যুগসহস্রান্তে ক্ষীণপ্রায়ে মহীতলে।
অনাবৃষ্টিরতীবোগ্রা জায়তে শতবার্ষিকী ॥ ১৪

প্রলয় তিন প্রকার কথিত হইয়া থাকে। কল্পান্তে যে প্রলয় ব্রাহ্ম নামে কথিত হইয়া থাকে, তাহারই নাম নৈমিত্তিক প্রলয়; মোক্ষ-স্বরূপ যে প্রলয়, তাহার নাম আত্যন্তিক এবং দ্বিপরার্দ্ধিক যে প্রলয়, তাহাই প্রাকৃত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ভগবন্! যাহার দ্বিগুণ-পরিমিত কালে প্রাকৃত প্রলয় হয় বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন, সেই পরার্দ্ধ সংখ্যা আমাকে বলুন। পরাশর কহিলেন—হে দ্বিজ! এক হইতে ক্রমশঃ দশগুণ করিয়া গণনা করিলে অষ্টাদশ স্থানেতে পরার্দ্ধ সংখ্যা গণিত হইয়া থাকে। কোটি কোটি সহস্র কল্প স্বরূপ সেই পরার্দ্ধকে দ্বিগুণ করিলে যতকাল হয়, সেই পরিমিত কালে প্রাকৃত প্রলয় হইয়া থাকে; সেই সময় অখিল ব্যক্ত-পদার্থ স্বীয় কারণ অব্যক্তে লয় পাইয়া থাকে। মাত্রামাত্র পরিমাণে মনুষ্যগণের যে নিমেষ কথিত হইয়াছে, তাহার পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠাপরিমিত কাল হয় এবং সেই ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা পরিমিত কাল গণিত হইয়া থাকে। পঞ্চদশ কলাতে এক নাড়িকা হইয়া থাকে, জলের উন্মান দ্বারা তাহার জ্ঞান হয়। সার্দ্ধ-দ্বাদশ পল তাম্র-নির্ম্মিত, মগধদেশপ্রসিদ্ধ প্রস্থ পরিমাণে উচ্চ, চতুর্ম্মাষ ও চতুরঙ্গুল সুবর্ণ শলাকা দ্বারা নিম্নে কৃতচ্ছিদ্র একটী পাত্র, জলের উপর রাখিলে, সেই পাত্রটী পরিপূর্ণ হইতে যতকাল লাগে, সেই পরিমিত কালকে নাড়িকা কহা যায়। হে দ্বিজসত্তম! সেই দুই নাড়িকায় এক মুহূর্ত্ত হইয়া থাকে, এই প্রকার ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক দিবারাত্রি হয় এবং ত্রিশ দিবারাত্রিতে এক মাস হয়। এইরূপ দ্বাদশ মাসে মনুষ্যগণের এক বৎসর হইয়া থাকে, এই এক বৎসরে দেবলোকের এক দিবারাত্রি হয় ও এইরূপ তিন শত ষাট দিবারাত্রে দেব-গণের এক বৎসর হয়। সেই পরিমিত দ্বাদশ সহস্র বৎসরে মনুষ্যলোকের চারি যুগ পরি-গণিত হইয়া থাকে, চারিযুগ সহস্রে ব্রহ্মার এক দিন হয়। এই ব্রহ্মার একদিনকে এককল্প কহা যায়। হে মহামুনে! এই কল্পে চতুর্দ্দশ মনু উৎপন্ন হইয়া থাকেন। হে মৈত্রেয়! তদনন্তর ব্রাহ্ম নামে নৈমিত্তিক প্রলয় হইয়া থাকে। সেই প্রলয়ের স্বরূপ অত্যন্ত উগ্র; তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর; প্রাকৃতলয়ের বিবর তোমাকে পরে বলিব। ১—১৩। চতুর্যুগ সহস্রের পর মহীতল ক্ষীণ হইয়া আসিলে, অত্যন্ত কঠোর ও শতবর্ষ অনাবৃষ্টি

ততো যান্যল্পসারাণি তানি সত্ত্বান্যশেষতঃ।
ক্ষয়ং যান্তি মুনিশ্রেষ্ঠ পার্থিবান্যত্র পীড়নাৎ ॥ ১৫
ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণু রুদ্ররূপধরোঽব্যয়ঃ।
ক্ষয়ায় যততে কর্ত্তুমাত্মস্থাঃ সকলাঃ প্রজাঃ ॥ ১৬
ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুর্ভানোঃ সপ্তসু রশ্মিষু।
স্থিতঃ পিবত্যশেষাণি জলানি মুনিসত্তম ॥ ১৭
পীত্বাম্ভাংসি সমস্তানি প্রাণিভূমিগতানি বৈ।
শোষয়ন্নতি মৈত্রেয় সমস্তং পৃথিবীতলম্ ॥ ১৮
সরিৎসমুদ্রশৈলেষু শৈলপ্রস্রবণেষু চ।
পাতালেষু চ যত্তোয়ং তৎ সর্ব্বং নয়তি ক্ষয়ম্ ॥১৯
ততস্তস্যানুভাবেন তোয়াহারোপবৃংহিতাঃ।
ত এব রশ্ময়ঃ সপ্ত জায়ন্তে সপ্ত ভাস্করাঃ ॥ ২০
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ তে দীপ্তাস্ততঃ সপ্ত দিবাকরাঃ।
দহন্ত্যশেষং ত্রৈলোক্যং সপাতালতলং দ্বিজ ॥২১
দহ্যমানন্তু তৈর্দীপ্তৈস্ত্রৈলোক্যং দ্বিজ ভাস্করৈঃ।
সাদ্রিনদ্যর্ণবাভোগং নিঃস্নেহমতি জায়তে ॥ ২২
ততো নির্দগ্ধবৃক্ষাম্বু ত্রৈলোক্যমখিলং দ্বিজ।
ভবত্যেকা চ বসুধা কূর্ম্মপৃষ্ঠোপমাকৃতিঃ ॥ ২৩
ততঃ কালাগ্নিরুদ্রোঽসৌ ভূত্বা সর্ব্বহরো হরিঃ।
শেষনিশ্বাসসম্ভূতঃ পাতালানি বহত্যধঃ ॥ ২৪
পাতালানি সমস্তানি স দগ্ধা জ্বলনো মহান্।
ভূমিমভ্যেত্য সকলং বভস্তি বসুধাতলম্ ॥ ২৫
ভুবর্লোকং ততঃ সর্ব্বং স্বর্লোকঞ্চ সুদারুণঃ।
জ্বালামালামহাবর্ত্তস্তত্রৈব পরিবর্ত্ততে ॥ ২৬
অম্বরীষমিবাভাতি ত্রৈলোক্যমখিলং তদা।
জ্বালাবর্ত্তপরীবারমুপক্ষীণচরাচরম্ ॥ ২৭
ততস্তাপপরীতাস্তু লোকদ্বয়নিবাসিনঃ।
কৃতাধিকারা গচ্ছন্তি মহর্লোকং মহামুনে ॥ ২৮
তস্মাদপি মহাতাপতপ্তা লোকাস্ততঃ পরম্।
গচ্ছন্তি জনলোকং তে দশাবৃত্ত্যা পরৈষিণঃ ॥ ২৯
ততো দগ্ধা জগৎ সর্ব্বং রুদ্ররূপী জনার্দ্দনঃ।
মুখনিশ্বাসজান্ মেঘান্ করোতি মুনিসত্তম ॥ ৩০
ততো গজকুলপ্রখ্যাস্তড়িত্বন্তো নিনাদিনঃ।

হইয়া থাকে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাহাতে অল্পসার যাবতীয় পার্থিব জীবসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর সেই অব্যয়াত্মা ভগবান্ বিষ্ণু, রুদ্ররূপ ধারণ করিয়া প্রলয়ের জন্য আপনাতে প্রজাসমূহকে বিলয় করিবার চেষ্টা করেন। তৎপরে হে মুনিশ্রেষ্ঠ। রুদ্ররূপী সেই ভগবান্ বিষ্ণু, সূর্য্যের সপ্তবিধ রশ্মিতে অবস্থানপূর্ব্বক যাবতীয় জলসমূহকে পান করিয়া থাকেন। যাবতীয় প্রাণী ও ভূমিগত জলসমূহ পান করিয়া সেই মহাপুরুষ পৃথিবীতলকে শোষণ করিতে করিতে নদী বা সমুদ্র, শৈল অথবা শৈল-প্রস্রবণ কিংবা পাতালে যে সমস্ত জল আছে, তাহাও শোষণ করিবেন। তৎপরে জলপান দ্বারা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া সূর্য্যের সেই সপ্তরশ্মি সাতটী সূর্য্যরূপে প্রকাশ পাইবে। ১৪—২০। প্রদীপ্ত সেই সপ্ত ভাস্কর উর্দ্ধ এবং অধঃস্থিত যাবতীয় ভুবনকে অশেষরূপে দগ্ধ করিবেন। তৎপরে সেই প্রদীপ্ত ভাস্করসমূহ দ্বারা দগ্ধ হইয়া, ত্রিভুবন জলাভাবে শুষ্ক হইয়া যাইবে। সেই সময় ত্রিভুবনস্থিত যাবতীয় বৃক্ষাদি বিশুষ্ক হইয়া যাইয়া একমাত্র বসুধা কূর্ম্ম-পৃষ্ঠের আকারে প্রতিভাসমান হইবে। তৎপরে সমস্ত সংহার করিতে উদ্যত ভগবান্ বিষ্ণু, অনন্তদেবের নিশ্বাস-সম্ভূত কালাগ্নি স্বরূপে পাতালসমূহকে ভস্ম করিবেন। তৎপরে সেই কালানল, সমস্ত পাতালখণ্ড দগ্ধ করিয়া উর্দ্ধগামী হইয়া পৃথিবীতলকে ভস্মসাৎ করিবে। তাহার পর জাজ্বল্যমান সুদারুণ সেই অনল ভুবর্লোকসমূহকে দগ্ধ করিয়া স্বর্লোক ভস্মসাৎ করিবে। প্রখর-কালানলতেজোবিনষ্ট সমস্ত চরাচর ত্রিভুবন সেই সময়ে একখানি ভর্জ্জন-কটাহের ন্যায় বোধ হইবে। হে মহামুনে! সেই সময়ে লোকদ্বয়-নিবাসী মহাত্মগণ প্রচণ্ড অনল-তাপে পীড়িত হইয়া মহর্লোকে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন এবং তথায়ও সেই অনলের তাপ হইতে নিস্তার না পাইয়া জনলোকে গমন করিবেন। ২১—২৯। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তৎপরে সেই রুদ্ররূপী ভগবান্ জনার্দ্দন, মুখনিশ্বাস দ্বারা মেঘসমূহকে উৎপন্ন করিবেন। তৎপরে বিদ্যুৎ এবং বজ্রধ্বনিবিশিষ্ট সংবর্ত্তক নামে সেই মেঘসমূহ বৃহদাকার হস্তিসমূহের

উত্তিষ্ঠন্তি তদা ব্যোম্নি ঘোরাঃ সংবর্ত্তকা ঘনাঃ ॥৩১
কেচিন্নীলোৎপলশ্যামাঃ কেচিৎ কুমুদসন্নিভাঃ।
ধূম্রবর্ণা ঘনাঃ কেচিৎ কেচিৎ পীতাঃ পয়োধরাঃ ॥
কেচিদ্রাসভবর্ণাভা লাক্ষারসনিভাস্তথা।
কেচিদ্বৈদূর্য্যসঙ্কাশা ইন্দ্রনীলনিভাঃ পরে ॥ ৩৩
শঙ্খকুন্দনিভাশ্চান্যে জাত্যঞ্জননিভাস্তথা।
ইন্দ্রগোপনিভাঃ কেচিৎ মনঃশিলনিভাস্তথা ॥ ৩৪
চাষপত্রনিভাঃ কেচিদুত্তিষ্ঠন্তি ঘনা ঘনাঃ।
কেচিৎ পুরবরাকারাঃ কেচিৎ পর্ব্বতসন্নিভাঃ ॥৩৫
কূটাগারনিভাশ্চান্যে কেচিৎ স্থূলনিভা ঘনাঃ।
মহারাবা মহাকায়াঃ পূরয়ন্তি নভস্তলম্ ॥ ৩৬
বর্ষন্তস্তে মহাসারৈস্তমগ্নিমতিভৈরবম্।
শময়ন্ত্যখিলং বিপ্র ত্রৈলোক্যান্তরবিস্তৃতম্ ॥ ৩৭
নষ্টে চাগ্নৌ শতং তেঽপি বর্ষানামনিবারিতাঃ।
প্লাবয়ন্তো জগৎ সর্ব্বং বর্ষন্তি মুনিসত্তম ॥ ৩৮
ধারাভিরক্ষমাত্রাভিঃ প্লাবয়িত্বাখিলং ভুবম্।
ভুবর্লোকং তথৈবোর্দ্ধং প্লাবয়ন্তি দিবং দ্বিজ ॥৩৯
অন্ধকারীকৃতে লোকে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
বর্ষন্তি তে মহামেঘা বর্ষাণামধিকং শতম্ ॥ ৪০

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠেঽংশে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ন্যায় আকাশমার্গ ব্যাপ্ত করিবে। কতকগুলি নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, কতকগুলি কুমুদের বর্ণ, কতকগুলি ধূম্রবর্ণ, কতকগুলি পীতবর্ণ, কতকগুলি রাসভবর্ণ, কতকগুলি অলক্তকের ন্যায় রক্তবর্ণ, কতকগুলি সূর্য্যসদৃশ দীপ্তিশালী, কতকগুলি ইন্দ্রনীল প্রস্তরের তুল্য, কতকগুলি শঙ্খ ও কুন্দ পুষ্পের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, কতকগুলি কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, কতকগুলি ইন্দ্রগোপ তুল্য, কতকগুলি মনঃশিলাসদৃশ, কতকগুলি চাষপত্র সদৃশ এবং অত্যন্ত গাঢ়তর; কেহ বা বৃহৎ প্রাসাদের আকার, কেহ বা পর্ব্বত সদৃশ বৃহৎ, কেহ বা অতি উচ্চ শিখর সদৃশ মহাকায়, সেই মেঘ সকল বিকটধ্বনি করিতে করিতে গগনতলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। হে বিপ্র! তৎপরে সেই মেঘসমূহ মূষলধারে বারি বর্ষণপূর্ব্বক ত্রিভুবনব্যাপী সেই ভয়ঙ্কর অনলকে শান্ত করিবে। তৎপরে সেই মেঘসকল সেই প্রদীপ্ত অনলকে শান্ত করিয়া শত বৎসর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত ধারে বারি বর্ষণপূর্ব্বক সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করিবে। হে দ্বিজ! সেই মেঘসমূহ অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ দ্বারা ভূমণ্ডলকে প্লাবিত করিয়া ক্রমে ভুবর্লোক ও স্বর্লোককেও প্লাবিত করিবে। সেই সময়ে লোকসমূহ অন্ধকারময় হইবে এবং স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় পদার্থ বিনষ্ট হইয়া যাইবে, কেবল সেই মেঘ সকল শত বৎসরেরও অধিককাল ব্যাপিয়া অবিশ্রান্ত ধারে বারিবর্ষণ করিতে থাকিবে। ৩০—৪০।

ষষ্ঠাংশে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।
সপ্তর্ষিস্থানমাক্রম্য স্থিতেঽম্ভসি মহামুনে।
একার্ণবং ভবত্যেব ত্রৈলোক্যমখিলং ততঃ ॥ ১
মুখনিশ্বাসজো বিষ্ণোর্বায়ুস্তান্ জলদাংস্ততঃ।
নাশয়িত্বা তু মৈত্রেয় বর্ষাণামধিকং শতম্ ॥ ২
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যো ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
অনাদিরাদির্বিশ্বস্য পীত্বা বায়ুমশেষতঃ ॥ ৩
একার্ণবে ততস্তস্মিন্ শেষশয্যাস্থিতঃ প্রভুঃ।
ব্রহ্মরূপধরঃ শেতে ভগবানাদিকৃদ্ধরিঃ ॥ ৪

চতুর্থ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—হে মহামুনে! যখন সপ্তর্ষিগণের স্থান পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইবে, তখন অখিল ভুবন একটী মহাসমুদ্রের ন্যায় দেখাইবে। তৎপরে ভগবান্ বিষ্ণুর মুখ হইতে নিশ্বাসরূপে প্রবলবায়ু সমুৎপন্ন হইয়া, সেই মেঘ সকলকে বিনাশ করিয়া, শত বৎসর ব্যাপিয়া প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইবে। তৎপরে সমস্ত বিশ্বের আদিপুরুষ অনাদিনিধন ভূতভাবন বিষ্ণু, সেই বায়ুকে নিঃশেষরূপে পান করিয়া,

জনলোকগতৈঃ সিদ্ধৈঃ সনকাদ্যৈরভিষ্টুতঃ।
ব্রহ্মলোকগতৈশ্চৈব চিন্ত্যমানো মুমুক্ষুভিঃ ॥ ৫
আত্মমায়াময়ীং দিব্যাং যোগনিদ্রাং সমাস্থিতঃ।
আত্মানং বাসুদেবাখ্যং চিন্তয়ন্ পরমেশ্বরঃ ॥ ৬
এষ নৈমিত্তিকো নাম মৈত্রেয় প্রতিসঞ্চরঃ।
নিমিত্তং তত্র যচ্ছেতে ব্রহ্মরূপধরো হরিঃ ॥ ৭
যদা জাগর্ত্তি বিশ্বাত্মা স তদা চেষ্টতে জগৎ।
নিমীলত্যেতদখিলং যোগশয্যাশয়েঽচ্যুতে ॥ ৮
পদ্মযোনের্দ্দিনং যত্তু চতুর্যুগসহস্রবৎ।
একার্ণবে প্লুতে লোকে তাবতী রাত্রিরিষ্যতে ॥ ৯
ততঃ প্রবুদ্ধো রাত্র্যন্তে পুনঃ সৃষ্টিং করোত্যজঃ।
ব্রহ্মস্বরূপধৃক্ বিষ্ণুর্যথা তে কথিতং পুরা ॥ ১০
ইত্যেষ কল্পসংহারশ্চান্তরঃ প্রলয়ো দ্বিজ।
নৈমিত্তিকস্তে কথিতঃ প্রাকৃতং শৃণ্বতঃ পরম্ ॥ ১১

একাকার সেই সমুদ্র মধ্যে শেষশয্যায় শয়ন করিবেন। সেই সময়ে জনলোকস্থিত সনকাদি ঋষিগণ সেই মহাপ্রভুর স্তব করিবেন এবং ব্রহ্মলোকস্থিত মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ধ্যান দ্বারা তাঁহার পূজা করিবেন। সেই সময়ে পরমেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু, সমস্ত জগতের ব্যাপার হইতে বিশ্রাম লাভ করিয়া, আত্মমায়া-স্বরূপা যোগনিদ্রাকে আশ্রয় করিয়া আপনার চিন্তাতেই আপনি নিমগ্ন থাকিবেন। হে মৈত্রেয়! যে সময়ে ভগবান্ জল মধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন, সেই নৈমিত্তিক প্রলয়ের অবস্থা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। অখিলবিশ্বের আত্মা সেই মহাবিষ্ণু যখন জাগরিত হন, তখন পুনরায় জগতের সৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং যখন সেই মহাপুরুষ যোগ-শয্যায় শয়িত হন, তখন এই সমস্ত সৃষ্টির উপসংহার হইয়া থাকে। চারিযুগ-সহস্র পরিমিত কালে ব্রহ্মার যেমন একদিন কথিত হইয়াছে, সমস্ত জগৎ জল দ্বারা প্লাবিত হইলে সেই পরিমিত কালে তাঁহার এক রাত্রি হয়। তার পর রাত্রি-শেষে ব্রহ্মা জাগরিত হইয়া পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ করেন। এই ভাবে নৈমিত্তিক প্রলয় ও তাহার পর পুনঃসৃষ্টি হইয়া থাকে। এক্ষণে প্রাকৃতিক প্রলয়ের বিষয় শ্রবণ কর। ১—১১।

অনাবৃষ্ট্যাগ্নিসম্পর্কাৎ কৃতে সংক্ষালনে মুনে।
সমস্তেষেব লোকেষু পাতালেষখিলেষু চ ॥ ১২
মহদাদের্ব্বিকারস্য বিশেষান্তস্য সংক্ষয়ে।
কৃষ্ণেচ্ছাকারিতে তস্মিন্ প্রবৃত্তে প্রতিসঞ্চরে ॥ ১৩
আপো গ্রসন্তি বৈ পূর্ব্বং ভূমের্গন্ধাত্মকং গুণম্।
আত্তগন্ধা ততো ভূমিঃ প্রলয়ত্বায় কল্পতে ॥ ১৪
প্রনষ্টে গন্ধতন্মাত্রেঽভবৎ পৃথ্বী জলাত্মিকা।
রসাজ্জলং সমুদ্ভূতং তস্মাজ্জাতং রসাত্মকম্ ॥ ১৫
আপস্তদা প্রবৃদ্ধাস্তু বেগবত্যো মহাস্বনাঃ।
সর্ব্বমাপূরয়ন্তীদং তিষ্ঠন্তি বিচরন্তি চ।
সলিলেনৈবোর্ম্মিমতা লোকা ব্যাপ্তাঃ সমন্ততঃ ॥১৬
অপামপি গুণো যস্তু জ্যোতিষা পীয়তে তু সঃ।
নশ্যন্ত্যাপস্ততস্তাশ্চ রসতন্মাত্রসংক্ষয়াৎ ॥ ১৭
ততশ্চাপো হৃতরসা জ্যোতিষ্টং প্রাপ্নুবন্তি বৈ।
অগ্ন্যবস্থে তু সলিলে তেজসা সর্ব্বতো বৃতে ॥ ১৮
স চাগ্নিঃ সর্ব্বতো ব্যাপ্য আদত্তে তজ্জলং তদা।
সর্ব্বমাপূর্য্য তেজোভিস্তদা জগদিদং শনৈঃ ॥ ১৯

হে মুনে! পূর্ব্বোক্তরূপ অনাবৃষ্টি ও অনলের সম্পর্কে পাতাল প্রভৃতি সমস্ত লোককে নিঃস্নেহ করিয়া, মহত্তত্ত্বাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত বিকারসমূহকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত ভগবানের ইচ্ছায় প্রলয়-কাল সমুপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ জলসমূহ পৃথিবীর গন্ধস্বরূপ গুণকে গ্রাস করিয়া থাকে। যখন পৃথিবী হইতে সমস্ত গন্ধ জল দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যায়, তখন পৃথিবী বিলয় প্রাপ্ত হয়। গন্ধতন্মাত্র বিনষ্ট হইলে, পরে পৃথিবী জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। রস হইতে জল উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং জলকে রসাত্মক জানিবে। সেই সময়ে জলসমূহ প্রবৃদ্ধ হইয়া, অত্যন্ত বেগে মহাশব্দ করিতে করিতে সমস্ত ভুবনকে প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হয়। তৎপরে জলের গুণ যে রস, অগ্নি তাহাকে শোষণ করিতে আরম্ভ করে; কালক্রমে অগ্নিকর্ত্তৃক শোষিত হইয়া রসতন্মাত্র বিনষ্ট হইলে, জল-সমূহ বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং সেই রসহীন জল-সমূহ তেজের মধ্যে প্রবেশ করে। তৎপরে তেজ ক্রমশঃ অতিশয় প্রবলরূপ ধারণ করিয়া

অর্চ্চির্ভিঃ সংবৃতে তস্মিন্ তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তথা।
জ্যোতিষোঽপি পরং রূপং বায়ুরত্তি প্রভাকরম্॥
প্রলীনে চ ততস্তস্মিন্ বায়ুভূতেঽখিলাত্মনি।
প্রনষ্টে রূপতন্মাত্রে হৃতরূপো বিভাবসুঃ॥ ২১
প্রশাম্যতি তদা জ্যোতির্বায়ুর্দোধূয়তে মহান্।
নিরালোকে তদা লোকে বায়ুবস্থে চ তেজসি ॥২২
ততস্তু মূলমাসাদ্য বায়ুঃ সম্ভবমাত্মনঃ।
ঊর্দ্ধঞ্চাধশ্চ তির্য্যক্ চ দোধবীতি দিশো দশ॥ ২৩
বায়োরপি গুণং স্পর্শমাকাশো গ্রসতে পুনঃ।
প্রশাম্যতি ততো বায়ুঃ খং তু তিষ্ঠত্যনাবৃতম্ ২৪
অরূপমরসস্পর্শমগন্ধং ন চ মূর্ত্তিমৎ।
সর্ব্বমাপূরয়চ্চৈতৎ সুমহৎ সম্প্রকাশতে॥ ২৫
পরিমণ্ডলং তচ্ছুষিরমাকাশং শব্দলক্ষণম্।
শব্দমাত্রং তদাকাশং সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ২৬
ততঃ শব্দং গুণং তস্য ভূতাদির্গ্রসতে পুনঃ।
ভূতেন্দ্রিয়েষু যুগপদ্ভূতাদৌ সংস্থিতেষু বৈ॥ ২৭
অভিমানাত্মকো হ্যেষ ভূতাদিস্তামসঃ স্মৃতঃ।
ভূতাদিং গ্রসতে চাপি মহান্ বৈ বুদ্ধিলক্ষণঃ ॥২৮
উর্ব্বী মহাংশ্চ জগতঃ প্রান্তেঽন্তর্বাহ্যতস্তথা।
এবং সপ্ত মহাবুদ্ধে ক্রমাৎ প্রকৃতয়স্তু বৈ॥ ২৯
প্রত্যাহারে তু তাঃ সর্ব্বাঃ প্রবিশন্তি পরস্পরম্।
যেনেদমাবৃতং সর্ব্বমণ্ডমপ্সু প্রলীয়তে॥ ৩০
সপ্তদ্বীপসমুদ্রান্তং সপ্তলোকং সপর্ব্বতম্।
উদকাবরণং যত্তু জ্যোতিষা পীয়তে তু তৎ॥ ৩১
জ্যোতির্বায়ৌ লয়ং যাতি যাত্যাকাশে সমীরণঃ।
আকাশঞ্চৈব ভূতাদির্গ্রসতে তং তদা মহান্॥ ৩২
মহান্তমেভিঃ সহিতং প্রকৃতির্গ্রসতে দ্বিজ।
গুণসাম্যমনুদ্রিক্তমন্যূনঞ্চ মহামুনে॥ ৩৩
প্রোচ্যতে প্রকৃতির্হেতুঃ প্রধানং কারণং পরম্।
ইত্যেষা প্রকৃতিঃ সর্ব্বা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী॥ ৩৪
ব্যক্তস্বরূপমব্যক্তে তস্মিন্ মৈত্রেয় লীয়তে।
একঃ শুদ্ধাক্ষরো নিত্যঃ সর্ব্বব্যাপী তথা পুমান্।

সমস্ত ভুবনে ব্যাপ্ত হয়। সেই অগ্নি, সমস্ত ভুবনের সারভাগ শোষণ করত নিরন্তর তাপপ্রদান করে। ঊর্দ্ধ অধঃ সমস্ত প্রদেশই যখন অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়, তখন বায়ু, সমস্ত তেজের আধার প্রভাকরকে গ্রাস করিয়া থাকে। ১১—২০। তেজঃসমূহ বিনষ্ট হইলে সমস্ত ভুবনই বায়ুময় হইয়া উঠে এবং তেজ সকল হৃতরূপ হইয়া প্রশান্ত হয়; তখন কেবল প্রবল বায়ুই চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হয়। সেই তেজঃসমূহ বায়ু মধ্যে প্রবেশ করিলে, সমস্ত ভুবনই অন্ধকারময় হইয়া যায়। তৎপরে সেই প্রচণ্ড বায়ু আপনার উৎপত্তিবীজ আকাশকে অবলম্বন করিয়া দশদিকে প্রবাহিত হইয়া বেড়ায়। ক্রমে বায়ুর গুণ যে স্পর্শ, আকাশ তাহাকে গ্রাস করে ও বায়ু শান্ত হইয়া যায় এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও মূর্ত্তিহীন আকাশ দ্বারাই এই সমস্ত লোক পরিপূর্ণ থাকে। তখন একমাত্র শব্দই সমস্ত আকাশমণ্ডলকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করে। তখন অহঙ্কারতত্ত্ব আকাশের গুণ শব্দ এবং ভৌতিক ইন্দ্রিয়সমূহকে গ্রাস করে। ক্রমে অহঙ্কারতত্ত্বও বুদ্ধিস্বরূপ মহত্তত্ত্বে বিলয় প্রাপ্ত হইবে এবং কালে বুদ্ধিতত্ত্বও স্বীয় কারণ প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যাইবে। এইরূপে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ আপন আপন প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যাইবে। হে মহামতি মৈত্রেয়! সমস্ত পদার্থকে আবৃত করিয়া এই যে ভূমণ্ডল প্রকাশ পাইতেছে, ইহা জলমধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে। ২১—৩০। সপ্তদ্বীপ, সমুদ্রান্ত গিরি ও কানন দ্বারা বিশোভিত এই সপ্ত লোক, যে জল দ্বারা প্লাবিত হইবে, সে জলও অগ্নি কর্ত্তৃক বিশোষিত হইয়া যাইবে এবং সেই সর্ব্বহর অগ্নিও বায়ুতে ও বায়ু আকাশে বিলীন হইয়া যাইবে। আকাশকেও অহঙ্কারতত্ত্ব এবং তাহাকেও বুদ্ধি গ্রাস করিয়া ফেলিবে। হে দ্বিজ! স্বয়ং প্রকৃতিদেবী সমুদয়ের সহিত বুদ্ধিতত্ত্বকেও গ্রাস করিবেন। হে মহামুনে! সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণে সাম্যরূপ এবং সমস্ত জগতের যিনি কারণ, তাঁহারই নাম প্রকৃতি; তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়স্বরূপিণী। ব্যক্ত-স্বরূপা প্রকৃতি সেই অব্যক্তে লয় প্রাপ্ত হয়, হে মৈত্রেয়! এতদ্ব্যতিরিক্ত যে নিত্য শুদ্ধস্বরূপ

সোঽপ্যংশঃ সর্ব্বভূতস্য মৈত্রেয় পরমাত্মনঃ॥ ৩৫
ন সন্তি যত্র সর্ব্বেশে নামজাত্যাদিকল্পনাঃ।
সত্তামাত্রাত্মকে জ্ঞেয়ে জ্ঞানাত্মন্যাত্মনঃ পরে॥ ৩৬
স ব্রহ্ম তৎ পরং ধাম পরমাত্মা স চেশ্বরঃ।
স বিষ্ণুঃ সর্ব্বমেবেদং যতো নাবর্ত্ততে যতিঃ॥ ৩৭
প্রকৃতির্যা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়তে পরমাত্মনি॥ ৩৮
পরমাত্মা চ সর্ব্বেষামাধারঃ পরমেশ্বরঃ।
বিষ্ণুর্নাম্না স দেবেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে॥ ৩৯
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্।
তাভ্যামুভাভ্যাং পুরুষৈঃ সর্ব্বমূর্ত্তিঃ স ইজ্যতে॥৪০
ঋগ্‌যজুঃসামভির্মার্গৈঃ প্রবৃত্তৈরিজ্যতে হ্যসৌ।
যজ্ঞেশ্বরো যজ্ঞপুমান্ পুরুষৈঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ৪১
জ্ঞানাত্মা জ্ঞানযোগেন জ্ঞানমূর্ত্তিঃ স চেজ্যতে।
নিবৃত্তৈর্যোগিভির্মার্গৈর্বিষ্ণুর্মুক্তিফলপ্রদঃ॥ ৪২
হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতৈর্যত্তু কিঞ্চিদ্বস্ত্বভিধীয়তে।
যচ্চ বাচামবিষয়ে তৎসর্ব্বং বিষ্ণুরব্যয়ঃ॥ ৪৩
ব্যক্তং স এব চাব্যক্তং স এব পুরুষোঽব্যয়ঃ।
পরমাত্মা স বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপধরো হরিঃ॥ ৪৪
ব্যক্তাব্যক্তাত্মিকা তস্মিন্ প্রকৃতিঃ সম্প্রলীয়তে।
পুরুষশ্চাপি মৈত্রেয় ব্যাপিন্যব্যাহতাত্মনি॥ ৪৫
দ্বিপরার্দ্ধাত্মকঃ কালঃ কথিতো যো ময়া তব।
তদহস্তস্য মৈত্রেয় বিষ্ণোরীশস্য কথ্যতে॥ ৪৬
ব্যক্তে চ প্রকৃতৌ লীনে প্রকৃত্যাং পুরুষে তথা।
তত্র স্থিতে নিশা চান্যা তৎপ্রমাণা মহামুনে॥ ৪৭
নৈবাহস্তস্য ন নিশা নিত্যস্য পরমাত্মনঃ।
উপচারস্তথাপ্যেষ তস্যেশস্য দ্বিজোচ্যতে॥ ৪৮
ইত্যেষ তব মৈত্রেয় কথিতঃ প্রাকৃতো লয়ঃ।
আত্যন্তিকমিতো ব্রহ্মন্নিবোধ প্রতিসঞ্চরম্॥ ৪৯

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠেঽংশে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

সর্ব্বব্যাপী একজন পুরুষ সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠাতৃ-রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তিনি পরমাত্মারই অংশ। যাঁহাতে নাম এবং জাত্যাদির কল্পনা নাই এবং যিনি কেবল জ্ঞান স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন, তিনিই পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং সকলের অধীশ্বর; তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া যোগিগণ আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হন না। হে মৈত্রেয়! ব্যক্তাব্যক্ত-স্বরূপিণী যে প্রকৃতি এবং পরমাত্মার অংশ স্বরূপ যে পুরুষের বিষয় তোমাকে বলিয়াছি, তাঁহারা উভয়েই এই পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হন। সমস্তের আধার সেই পরমাত্মাই বেদ ও বেদান্তাদি শাস্ত্রে বিষ্ণু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ দ্বিবিধ কর্ম্ম বেদে উক্ত হইয়াছে, সমস্ত পুরুষই এই দ্বিবিধ কর্ম্ম দ্বারা সেই পরমাত্মার পূজা করিয়া থাকেন। ঋক্, যজুঃ ও সাম বেদোক্ত সমস্ত প্রবৃত্তিরূপ কর্ম্ম দ্বারা পুরুষশ্রেষ্ঠ সেই যজ্ঞপুরুষই পূজিত হইয়া থাকেন। ৩১—৪১। জ্ঞানিগণ জ্ঞান-যোগ দ্বারা সেই জ্ঞানমূর্ত্তিরই উপাসনা করিয়া থাকেন এবং যোগিগণ নিবৃত্তি-মার্গ দ্বারা মুক্তি-ফলপ্রদ সেই বিষ্ণুরই আরাধনা করিয়া থাকেন। হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুতরূপ স্বরভেদে যাহা উচ্চারিত হয় এবং যাহা বাক্যের অবিষয়, সে সমস্ত সেই পরম পুরুষের স্বরূপ। সেই অব্যয় মহা-পুরুষই ব্যক্ত ও তিনিই অব্যক্ত এবং সেই বিশ্বাত্মা পরমেশ হরিই বিশ্বরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন। ব্যক্তাব্যক্ত-স্বরূপিণী প্রকৃতি এবং পুরুষ, অব্যাহত-স্বরূপ ও সর্ব্বব্যাপী সেই পরমাত্মাতেই লয় প্রাপ্ত হন। হে মৈত্রেয়! দ্বিপরার্দ্ধ-পরিমিত যে কাল আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি, তাহা সেই মহাবিষ্ণুর এক-দিনেই পর্য্যবসিত হয়। সমস্ত জগৎ প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি ও পুরুষ সেই পরমাত্মাতে লীন হইলে, সেই দ্বিপরার্দ্ধ-পরিমিত কালে তাঁহার একরাত্রি হয়। হে দ্বিজ! যদ্যপি সেই নিত্য পরমাত্মার দিন বা রাত্রি কিছুই নাই; তথাপি সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার জন্য এই পরিমাণে তাঁহার দিবা ও রাত্রি কল্পিত হইয়া থাকে। হে মৈত্রেয়! এই প্রাকৃত প্রলয়ের অবস্থা তোমার নিকট কথিত হইল, অতঃপর আত্যন্তিক প্রলয়ের অবস্থা শ্রবণ কর।৪২—৪৯॥

ষষ্ঠাংশে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ।

আধ্যাত্মিকাদি মৈত্রেয় জ্ঞাত্বা তাপত্রয়ং বুধঃ।
উৎপন্নজ্ঞানবৈরাগ্যঃ প্রাপ্নোত্যাত্যন্তিকং লয়ম্॥ ১
আধ্যাত্মিকো বৈ দ্বিবিধঃ শারীরো মানসস্তথা।
শারীরো বহুভির্ভেদৈর্ভিদ্যতে শ্রূয়তাঞ্চ সঃ॥ ২
শিরোরোগ-প্রতিশ্যায়-জ্বরশূলভগন্দরৈঃ।
গুল্মার্শঃশ্বাসশ্বপথুচ্ছর্দ্দ্যাদিভিরনেকধা॥ ৩
তথাক্ষিরোগাতীসার-কুষ্ঠাঙ্গাময়সংজ্ঞকৈঃ।
ভিদ্যতে দেহজস্তাপো মানসং শ্রোতুমর্হসি॥ ৪
কামক্রোধভয়দ্বেষ-লোভমোহবিষাদজঃ।
শোকাসূয়াবমানের্ষ্যামাৎসর্য্যাদিভবস্তথা॥ ৫
মানসোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ তাপো ভবতি নৈকধা।
ইত্যেবমাদিভির্ভেদৈস্তাপো হ্যাধ্যাত্মিকঃ স্মৃতঃ॥৬
মৃগপক্ষিমনুষ্যাদ্যৈঃ পিশাচোরগরাক্ষসৈঃ।
সরীসৃপাদ্যৈশ্চ নৃণাং জন্যতে চাধিভৌতিকঃ॥ ৭
শীতোষ্ণবাতবর্ষাম্বু-বিদ্যুদাদিসমুদ্ভবঃ।
তাপো দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ কথ্যতে চাধিদৈবিকঃ॥ ৮
গর্ভজন্মজরাজ্ঞান-মৃত্যুনারকজং তথা।
দুঃখং সহস্রশো ভেদৈর্ভিদ্যতে মুনিসত্তম॥ ৯
সুকুমারতনুর্গর্ভে জন্তুর্বহুলমাবৃতে।
উল্বসংবেষ্টিতো ভুগ্নপৃষ্ঠগ্রীবাস্থিসংহতিঃ॥ ১০
অত্যম্লকটুতীক্ষ্ণোষ্ণ-লবণৈর্ম্মাতৃভোজনৈঃ।
অতিতাপিভিরত্যর্থং বর্দ্ধমানাতিবেদনঃ॥ ১১
প্রসারণাকুঞ্চনাদের্নাঙ্গানাং প্রভুরাত্মনঃ।
শকৃন্মূত্রমহাপঙ্কশায়ী সর্ব্বত্র পীড়িতঃ॥ ১২
নিরুচ্ছ্বাসঃ সচৈতন্যঃ স্মরন্ জন্মশতান্যথ।
আস্তে গর্ভেহতিদুঃখেন নিজকর্ম্মনিবন্ধনঃ॥ ১৩
জায়মানঃ পুরীষাসৃঙ্মূত্রশুক্রাবিলাননঃ।
প্রাজাপত্যেন বাতেন পীড্যমানাস্থিবন্ধনঃ॥ ১৪
অধোমুখো বৈ ক্রিয়তে প্রবলৈঃ সূতিমারুতৈঃ।
ক্লেশৈর্নিষ্ক্রান্তিমাপ্নোতি জঠরান্মাতুরাতুরঃ॥ ১৫
মূর্চ্ছামবাপ্য মহতীং সংস্পৃষ্টো বাহ্যবায়ুনা।

পঞ্চম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! পণ্ডিত ব্যক্তি আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়কে জানিয়া, জ্ঞান বৈরাগ্য দ্বারা আত্যন্তিক লয়কে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আধ্যাত্মিক তাপ, শারীর এবং মানস-ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে শারীর দুঃখ বহুবিধ, তাহা শ্রবণ কর। শিরোরোগ, পীনস, জ্বর, শূল, ভগন্দর, গুল্ম, অর্শঃ, শ্বাস, শোথ ও ছর্দ্দি প্রভৃতি এবং অক্ষিরোগ, অতীসার, কুষ্ঠ ও জলোদর প্রভৃতি ভেদে শারীর দুঃখ বহুবিধ; এক্ষণে মানস-তাপের বিষয় শ্রবণ কর। কাম, ক্রোধ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ, বিষাদ, শোক, অসূয়া, অবমান, ঈর্ষা ও মাৎসর্য্যাদি হইতে উৎপন্ন মানস-দুঃখও অনেক প্রকার হইয়া থাকে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ইত্যাদি বহুবিধ দুঃখসমূহকে আধ্যাত্মিক তাপ বলা যায়। মৃগ, পক্ষী, মনুষ্য, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস এবং সরীসৃপাদি ভূতগণ হইতে মনুষ্যগণের যে দুঃখ উৎপাদিত হইয়া থাকে, তাহার নাম আধি-ভৌতিক। শীত, উষ্ণ, বায়ু, বর্ষা ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি দ্বারা যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তাহার নাম আধিদৈবিক। হে মুনিসত্তম! এই সমস্ত ব্যতীত, গর্ভবাস, জন্ম, জরা, অজ্ঞান, মৃত্যু এবং নরকাদিতেও সহস্র প্রকার দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বহুতর মল দ্বারা আবৃত গর্ভ মধ্যে সুকুমার-শরীর জন্তুগণ, উল্ব দ্বারা বেষ্টিত হইয়া ভুগ্নপৃষ্ঠগ্রীবাস্থি অবস্থায় থাকিয়া; অত্যন্ত তাপপ্রদ, অতিশয় অম্ল, কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও লবণ প্রভৃতি মাতার ভোজন দ্বারা অতি কষ্টে বর্দ্ধিত হইয়া; হস্তপদাদি সঞ্চালনে অক্ষমভাবে মলমূত্রের মধ্যে শয়ন করিয়া; শ্বাসহীন অথচ সচেতনভাবে পূর্ব্ব-জন্মসমূহকে স্মরণ করিতে করিতে নিজ কর্ম্মদোষে অতি ক্লেশেই কালযাপন করিয়া থাকে। ১—১৩। তৎপরে জন্মগ্রহণ করিবার সময়, মল, মূত্র ও শুক্রশোণিত দ্বারা পরিলিপ্তদেহ হইয়া, প্রাজাপত্য বায়ু দ্বারা অতিশয় পীড়া প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সেই সময় অতিশয় প্রবল সূতি নামে বায়ু তাহার মুখ অধোদিকে করিয়া দেয়; তৎপরে অতিশয় ক্লেশে জীব, মাতার জঠর হইতে নিষ্ক্রান্ত

বিজ্ঞানভ্রংশমাপ্নোতি জাতশ্চ মুনিসত্তম ॥ ১৬
কঙ্কটৈরিব তুন্নাঙ্গঃ ক্রকচৈরিব দারিতঃ।
পূতিব্রণান্নিপতিতো ধরণ্যাং কৃমিকো যথা ॥ ১৭
কণ্ডূয়নে চাপ্যশক্তঃ পরিবর্ত্তেঽপ্যনীশ্বরঃ।
স্তন্যপানাদিকাহারমবাপ্নোতি পরেচ্ছয়া ॥ ১৮
অশুচিঃ প্রস্তরে সুপ্তঃ কীটদংশাদিভিস্তথা।
ভক্ষ্যমাণোঽপি নৈবেষাং সমর্থো বিনিবারণে ॥
জন্মদুঃখান্যনেকানি জন্মনোঽনন্তরাণি বৈ।
বালভাবে যদাপ্নোতি আধিভৌতাদিকানি চ ॥ ২০
অজ্ঞানতমসাচ্ছন্নো মূঢ়ান্তঃকরণো নরঃ।
ন জানাতি কুতঃ কোঽহং ক্কাহং গন্তা কিমাত্মকঃ
কেন বন্ধেন বদ্ধোঽহং কারণং কিমকারণম্।
কিং কার্য্যং কিমকার্য্যং বা কিং বাচ্যং কিন্ন বোচ্যতে
কোঽধর্ম্মঃ কশ্চ বৈ ধর্ম্মঃ কস্মিন্ বর্ত্তেত বা কথম্
কিং কর্ত্তব্যমকর্ত্তব্যং কিংবা কিং গুণদোষবৎ ॥২৩
এবং পশুসমৈর্মূঢ়ৈরজ্ঞানপ্রভবং মহৎ।
অবাপ্যতে নরৈর্দুঃখং শিশ্নোদরপরায়ণৈঃ ॥ ২৪
অজ্ঞানং তামসো ভাবঃ কার্য্যারম্ভাঃ প্রবৃত্তয়ঃ।
অজ্ঞানিনাং প্রবর্ত্তন্তে কর্ম্মলোপাস্ততো দ্বিজ ॥ ২৫
নরকং কর্ম্মণাং লোপাৎ ফলমাহুর্ম্মহর্ষয়ঃ।
তস্মাদজ্ঞানিনাং দুঃখমিহ চামুত্র চোত্তমম্ ॥ ২৬
জরাজর্জ্জরদেহশ্চ শিথিলাবয়বঃ ক্রমাৎ।
বিগলচ্ছীর্ণদশনো বলী স্নায়ুশিরাবৃতঃ ॥ ২৭
দূরপ্রনষ্টনয়নো ব্যোমান্তর্গততারকঃ।
নাসাবিবরনির্যাত-লোমপুঞ্জশ্চলদ্বপুঃ ॥ ২৮
প্রকটীকৃতসর্ব্বাস্থির্নতপৃষ্ঠাস্থিসংহতিঃ।
উৎসন্নজঠরাগ্নিত্বাদল্পাহারোঽল্পচেষ্টিতঃ ॥ ২৯

হইয়া থাকে। হে মুনিসত্তম! জীব জন্মগ্রহণ করিয়া মূর্চ্ছিত হয়, পরে বাহ্য বায়ু দ্বারা ক্রমশঃ তাহার চেতন হয় এবং পূর্ব্ব সংস্কারসমূহকে বিস্মৃত হইয়া যায়। তখন সেই জীব, কঙ্কট দ্বারা ব্যথিত-গাত্র অথবা বিদারণ-যন্ত্র দ্বারা বিদারিত একটী কৃমির ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া থাকে। তখন তাহার নিজের দেহ চুলকাইতে বা এদিক্ ওদিক্ ফিরিতে শক্তি থাকে না এবং দুগ্ধপান প্রভৃতি তাহার যাহা কিছু আহার, সে সময়ে সমস্তই পরের অধীন থাকে। সেই জীব অশুচি অবস্থায় ভূমিতে সুপ্ত থাকে, কীট ও মশকাদি কর্ত্তৃক দংশিত হইলেও তাহার তাহাদিগকে নিবারণ করিবার সামর্থ্য থাকে না। এইরূপ জন্মে ও বাল্যকালে জীব আধিভৌতিকাদি নানাপ্রকার দুঃখ পাইয়া থাকে।১৪—২০। অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দ্বারা সমাচ্ছন্ন বিমূঢ়-অন্তঃকরণ নর "আমি কোথায় আসিয়াছি, আমি কে, কোথায়ই বা গমন করিব এবং আমার স্বরূপই বা কি?" এ সমস্তের কিছুই জানিতে পারে না। "কোন্ বন্ধনে আমি সংসার-কারাগারে আবদ্ধ রহিয়াছি, ইহার কোনও কারণ আছে, অথবা অকারণই এই দুঃখরাশি ভোগ করিতেছি; আমার কি কর্ত্তব্য, কি বা অকর্ত্তব্য; কি বা আমার বাচ্য, আর কিই বা অবাচ্য; কি ধর্ম্ম, কিই বা অধর্ম্ম; কি ভাবেই বা কোন্ পন্থা অবলম্বন করিব এবং কোন্ কার্য্যে দোষ বা কোন্ কার্য্যে গুণ" এবংবিধ বহুবিধ ভাবনায় কেবল শিশ্নোদরপরায়ণ সুতরাং পশুর সমান মূঢ় ব্যক্তিগণ অজ্ঞানজনিত নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। হে দ্বিজ! অজ্ঞান তমোগুণের স্বভাব এবং প্রবৃত্তিসমূহই কার্য্যের আরম্ভক; সুতরাং অজ্ঞান ব্যক্তিদিগের ক্রমশঃ কর্ম্মলোপ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কর্ম্মলোপনিবন্ধন নরকপ্রাপ্তি হয়, ইহাই মহর্ষিগণ কহিয়াছেন। কাজেই অজ্ঞান ব্যক্তিরা ইহকাল এবং পরকালে কেবল দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে। ক্রমে জীব জরাকর্ত্তৃক জর্জ্জরিত হইলে তাহার অবয়ব সকল শিথিল, দন্ত সকল বিগলিত, মাংস-সমূহ লোল এবং স্নায়ু ও শিরা দ্বারা আবৃত হয়; চক্ষুর তারা কোটর মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যায়; নাসিকা-বিবর হইতে লোমসমূহ বাহিরে আসিয়া পড়ে; দেহ সর্ব্বদা কাঁপিতে থাকে। দেহের যাবতীয় অস্থি প্রায় প্রকাশ পায় এবং দেহ ক্রমশঃ কুব্জ হইয়া আসে। সেই সময় জঠরের অগ্নি প্রায় নির্ব্বাণ হইয়া যায়; সুতরাং আহার কমিয়া আসে এবং

কৃচ্ছ্রচংক্রমণোত্থান-শয়নাসনচেষ্টিতঃ।
মন্দীভবচ্ছ্রোত্রনেত্রঃ স্রবল্লালাবিলাননঃ॥ ৩০
অনায়ত্তৈঃ সমস্তৈশ্চ করণৈর্ম্মরণোন্মুখঃ।
তৎক্ষণেঽপ্যনুভূতানামস্মর্ত্তাখিলবস্তুনাম্॥ ৩২
সকৃদুচ্চরিতে বাক্যে সমুদ্ভূতমহাশ্রমঃ।
শ্বাসকাশমহায়াসসমুদ্ভূতপ্রজাগরঃ॥ ৩২
অন্যেনোত্থাপ্যতেঽন্যেন তথা সংবেশ্যতে জরী।
ভৃত্যাত্মপুত্রদারাণামবমানাস্পদীকৃতঃ॥ ৩৩
প্রক্ষীণাখিলশৌচশ্চ বিহারাহারসস্পৃহঃ।
হাস্যঃ পরিজনস্যাপি নির্ব্বিণ্ণাশেষবান্ধবঃ॥ ৩৪
অনুভূতমিবান্যস্মিন্ জন্মন্যাত্মবিচেষ্টিতম্।
সংস্মরন্ যৌবনে দীর্ঘং নিশ্বসিত্যতিতাপিতঃ॥৩৫
এবমাদীনি দুঃখানি জরায়ামনুভূয় বৈ।
মরণে যানি দুঃখানি প্রাপ্নোতি শৃণু তান্যপি॥ ৩৬
শ্লথগ্রীবাঙ্ঘ্রিহস্তোঽথ ব্যাপ্তো বেপথুনা ভৃশম্।
মুহুর্গ্লানিপরবশো মুহুর্জ্ঞানলবান্বিতঃ॥ ৩৭
হিরণ্যধান্যতনয়ভার্য্যাভৃত্যগৃহাদিষু।
এতে কথং ভবিষ্যন্তি মমেতি মমতাকুলঃ॥ ৩৮
মর্ম্মভিদ্ভির্ম্মহারোগৈঃ ক্রকচৈরিব দারুণৈঃ।
শরৈরিবান্তকস্যোগ্রৈশ্ছিদ্যমানাস্থিবন্ধনঃ॥ ৩৯
বিবর্ত্তমানতারাক্ষিহস্তপাদং মুহুঃ ক্ষিপন্।
সংশুষ্যমাণতাল্বোষ্ঠকণ্ঠো ঘুরঘুরায়তে॥ ৪০
নিরুদ্ধকণ্ঠো দোষৌঘৈরুদানশ্বাসপীড়িতঃ।
তাপেন মহতা ব্যাপ্তস্তৃষা চার্ত্তস্তথা ক্ষুধা॥ ৪১
ক্লেশাদুৎক্রান্তিমাপ্নোতি যমকিঙ্করপীড়িতঃ।
ততশ্চ যাতনাদেহং ক্লেশেন প্রতিপদ্যতে॥ ৪২
এতান্যন্যানি চোগ্রাণি দুঃখানি মরণে নৃণাম্।
শৃণুষ নরকে যানি প্রাপ্যন্তে পুরুষৈর্ম্মৃতৈঃ॥ ৪৩
যাম্যকিঙ্করপাশাদিগ্রহণং দণ্ডতাড়নম্।
যমস্য দর্শনঞ্চোগ্রমুগ্রমার্গবিলোকনম্॥ ৪৪

শরীরের চেষ্টা সকলও ক্রমশঃ কমিয়া যায়। ২১—২৯। তখন অন্ধপ্রায় সেই জীব অতি কষ্টে ভ্রমণ, উত্থান, শয়ন ও উপবেশন করিতেও সমর্থ হয় না এবং তাহার মুখ হইতে অনবরত লালা নিঃসৃত হয়। ইন্দ্রিয়গণ আর তাহার আয়ত্ত না থাকায়, সে সময়ে সে সর্ব্বপ্রকারেই মৃত্যুতে উন্মুখ হয় এবং তৎক্ষণে অনুভূত পদার্থও আর স্মরণ করিতে পারে না। একটীমাত্র কথা কহিয়াই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে এবং শ্বাস ও কাসের জ্বালায় নিদ্রাসুখ হইতে একপ্রকার বঞ্চিত হয়। অন্য কেহ ধরিলে তবে উঠিতে বা বসিতে পারে এবং ভৃত্য, পুত্র, স্ত্রী প্রভৃতি সকলেরই অবমানের পাত্র হয়। তখন সে সমস্ত শৌচক্রিয়ারহিত হইয়া কেবল বিহারে ও আহারে সস্পৃহ হইয়া পরিজনগণেরও হাস্যের আস্পদ হয় ও সমস্ত স্বজনকেই ক্লেশ প্রদান করে। যৌবন-আচরিত বিষয় সকল, জন্মান্তর-বিচেষ্টিতের ন্যায় স্মরণ করিয়া নিতান্ত দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস সকল পরিত্যাগ করে। বৃদ্ধাবস্থায় এই সমস্ত দুঃখ ভোগ করিয়া মৃত্যুকালে যে সকল ক্লেশ পায়, তাহাও শ্রবণ কর। গ্রীবা, হাঁটু ও হস্ত ভাঙ্গিয়া যায়, শরীর অত্যন্ত কাঁপিতে থাকে, বারংবার মূর্চ্ছিত হয় এবং ক্ষণে ক্ষণে অল্প অল্প জ্ঞানের সঞ্চার থাকে। সেই সময় আমার এই ঐশ্বর্য্য, ধান্য, পুত্র, ভার্য্যা, ভৃত্য, গৃহ প্রভৃতি আমার অভাবে কি প্রকারে থাকিবে, এই প্রকার মমতায় আকুল হয়। কঠোর করাত সদৃশ মর্ম্মভেদী মহারোগরূপ যমের নিদারুণ শরসমূহ দ্বারা দেহের অস্থি-বন্ধন সকল বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে এবং নয়নদ্বয় ঘুরিতে থাকে; তালু, কণ্ঠ, ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায়। তখন জীব যাতনায় কেবল বারংবার হাত পা ছুড়িতে থাকে। ৩০—৪০। ক্রমে দোষসমূহ দ্বারা নিরুদ্ধ-কণ্ঠ হইয়া, ঊর্দ্ধশ্বাস দ্বারা নিতান্ত পীড়িত হইয়া পড়ে এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণার যাতনায় নিতান্ত ক্লেশ পাইতে থাকে। তার পর যমকিঙ্করগণের প্রবল পীড়নে সে ক্লেশ হইতে অতিকষ্টে নিস্তার পাইয়া নরকভোগের নিমিত্ত যাতনা-দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মরণকালে প্রাণিগণের এই সমস্ত এবং অন্যান্য অনেক প্রকার দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে; মৃত্যুর পরে তাহারা নরকে যে সমস্ত দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তাহা শ্রবণ কর। প্রথমতঃ যমকিঙ্করেরা পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া

করন্তবালুকাবহ্নি-যন্ত্রশস্ত্রাদিভীষণে।
প্রত্যেকং নরকে যাশ্চ যাতনা দ্বিজ দুঃসহাঃ ॥ ৪৫
ক্রকচৈঃ পীড্যমানানাম্ উষায়াঞ্চাপি ধম্যতাম্।
কুঠারৈঃ কৃত্যমানানাং ভূমৌ চাপি নিখন্যতাম্ ॥৪৬
শূলেষারোপ্যমাণানাং ব্যাঘ্রবক্ত্রে প্রবিশ্যতাম্।
গৃধ্রৈঃ সন্তক্ষ্যমাণানাং দ্বীপিভিশ্চোপভুজ্যতাম্ ॥৪৭
ক্বাথ্যতাং তৈলমধ্যে চ ক্লিশ্যতাং ক্ষারকর্দ্দমৈঃ।
উচ্চান্নিপাত্যমানানাং ক্ষিপ্যতাং ক্ষেপযন্ত্রকৈঃ ॥৪৮
নরকে যানি দুঃখানি পাপহেতূদ্ভবানি বৈ।
প্রাপ্যন্তে নারকৈর্ব্বিপ্র তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥
ন কেবলং দ্বিজশ্রেষ্ঠ নরকে দুঃখপদ্ধতিঃ।
স্বর্গেঽপি পাতভীতস্য ক্ষয়িষ্ণোর্নাস্তি নির্বৃতিঃ ॥৫০
পুনশ্চ গর্ভে ভবতি জায়তে চ পুনর্নরঃ।
গর্ভে বিলীয়তে ভূয়ো জায়মানোঽস্তমেতি চ ॥৫১
ম্রিয়তে জাতমাত্রশ্চ বালভাবেঽথ যৌবনে।
মধ্যমং বা বয়ঃ প্রাপ্য বার্দ্ধকে বা ধ্রুবা মৃতিঃ ॥৫২
যাবজ্জীবতি তাবচ্চ দুঃখৈর্নানাবিধৈঃ প্লুতঃ।
তন্তুকারণপক্ষ্মৌঘৈরাস্তে কার্পাসবীজবৎ ॥ ৫৪
দ্রব্যনাশে তথোৎপত্তৌ পালনে চ তথা নৃণাম্।
ভবন্ত্যনেকদুঃখানি তথৈবেষ্টবিপত্তিষু ॥ ৫৪
যদ্ যৎ প্রীতিকরং পুংসাং বস্তু মৈত্রেয় জায়তে।
তদেব দুঃখবৃক্ষস্য বীজত্বমুপগচ্ছতি ॥ ৫৫
কলত্রপুত্রভৃত্যাদি-গৃহক্ষেত্রধনাদিকৈঃ।
ক্রিয়তে ন তথা ভূরি সুখং পুংসাং যথাসুখম্ ॥
ইতি সংসারদুঃখার্ক-তাপতাপিতচেতসাম্।
বিমুক্তিপাদপচ্ছায়ামৃতে কুত্র সুখং নৃণাম্ ॥ ৫৭
তদস্য ত্রিবিধস্যাপি দুঃখজাতস্য পণ্ডিতৈঃ।
গর্ভজন্মজরাদ্যেষু স্থানেষু প্রভবিষ্যতঃ ॥ ৫৮
নিরস্তাতিশয়াহ্লাদ-সুখভাবৈকলক্ষণা।
ভৈষজ্যং ভগবৎপ্রাপ্তিরেকান্তাত্যন্তিকী মতা ॥৫৯
তস্মাত্তৎপ্রাপ্তয়ে যত্নঃ কর্তব্যঃ পণ্ডিতৈর্নরৈঃ।
তৎপ্রাপ্তিহেতুর্জ্ঞানঞ্চ কর্ম্ম চোক্তং মহামুনে ॥৬০

দণ্ড দ্বারা তাড়ন করে, তৎপরে যমের দর্শন হয় এবং নানাবিধ ভয়ঙ্কর মার্গ সকল অবলোকন করিতে হয়। হে দ্বিজ! তপ্তবালুকা, অগ্নি, যন্ত্র ও শস্ত্রাদি দ্বারা অতিশয় ভীষণ নরকমধ্যে যে সমস্ত দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা শ্রবণ কর। করাতের দ্বারা বিদারিত, উষামধ্যে খনিত, কুঠার দ্বারা কর্ত্তিত, ভূগর্ভে নিখনিত, শূলের উপর আরোপিত, ব্যাঘ্রের মুখমধ্যে প্রবিষ্ট, গৃধ্রসমূহ কর্ত্তৃক ভক্ষিত, হস্তিগণ কর্ত্তৃক পদতলে নিপীড়িত, তপ্ত তৈল মধ্যে নিক্ষিপ্ত, ক্ষার ও কর্দ্দম দ্বারা ক্লিষ্ট, উচ্চ হইতে নীচে পতিত এবং ক্ষেপযন্ত্র দ্বারা দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া নারকিগণ নরকে যে সমস্ত যাতনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা গণনা করিতে পারা যায় না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কেবল নরকেই যে দুঃখ আছে, তাহা নহে; স্বর্গবাসিগণও পতনভয়ে সুখে কালযাপন করিতে পারেন না। ৪১—৫০। তৎপরে পুনরায় জীব গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়া জন্মগ্রহণ করে এবং পুনরায় সেইভাবে মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইয়া থাকে। কেহ বা জন্মগ্রহণ করিয়াই, কেহ বা বাল্যকালে, কেহ বা যৌবনে, কেহ বা প্রৌঢ় বয়সে ও কেহ বা বৃদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় এবং যেমন কার্পাসতুলাসমূহ দ্বারা কার্পাসবীজ ব্যাপ্ত থাকে, তদ্রূপ জীব যাবজ্জীবনই নানাবিধ দুঃখ দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে। অর্থের নাশ, অর্জ্জন ও পালনে এবং ইষ্টের বিপত্তিতেও মনুষ্যগণের নানা প্রকার দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে মৈত্রেয়! যে সকল পদার্থ মনুষ্যের প্রীতিকর বোধ হয়, তৎসমস্তই পরিণামে দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, গৃহ, ক্ষেত্র এবং ধনাদি দ্বারা মনুষ্যের যত পরিমাণে ক্লেশ উৎপন্ন, তদপেক্ষা সুখের ভাগ অতি অল্পই হইয়া থাকে। এই সমস্ত সংসারদুঃখরূপ সূর্য্যতাপে তাপিতচিত্ত মানবগণের মুক্তির পদচ্ছায়া ব্যতীত আর কুত্রাপি সুখ হয় না। গর্ভ, জন্ম, জরা প্রভৃতি স্থানে সমুৎপন্ন এই ত্রিবিধ দুঃখের, আত্যন্তিক ভগবৎপ্রাপ্তিই পরম ঔষধ বলিয়া পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত যত্ন করিবেন। হে মহামুনে! কর্ম্ম এবং জ্ঞান উভয়ই সেই

আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধা জ্ঞানং তথোচ্যতে।
শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেকজম্ ॥ ৬১
অন্ধন্তম ইবাজ্ঞানং দীপবচ্চেন্দ্রিয়োদ্ভবম্।
যথা সূর্য্যস্তথা জ্ঞানং যদ্বিপ্রর্ষে বিবেকজম্ ॥ ৬২
মনুরপ্যাহ বেদার্থং স্মৃত্বা যং মুনিসত্তম।
তদেতং শ্রূয়তামত্র সম্বন্ধে গদতো মম ॥ ৬৩
দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৬৪
দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে বৈ ইতি চাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ।
পরয়া ত্বক্ষরপ্রাপ্তির্ঋগ্বেদাদিময়াপরা ॥ ৬৫
যত্তদব্যক্তমজরমচিন্ত্যমজমব্যয়ম্।
অনির্দ্দেশ্যমরূপঞ্চ পাণিপাদাদ্যসংযুতম্ ॥ ৬৬
বিভুং সর্ব্বগতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণম্।
ব্যাপ্যব্যাপ্তং যতঃ সর্ব্বং তদ্বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ ॥ ৬৭
তদ্‌ব্রহ্ম পরমং ধাম তৎ ধ্যেয়ং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণা।
শ্রুতিবাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥
তদেব ভগবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ।
বাচকো ভগবচ্ছব্দস্তস্যাদ্যস্যাক্ষয়াত্মনঃ ॥ ৬৯
এবং নিগদিতার্থস্য সতত্ত্বং তস্য তত্ত্বতঃ।
জ্ঞায়তে যেন তজ্ জ্ঞানং পরমং যত্ত্রয়ীময়ম্ ॥ ৭০
অশব্দগোচরস্যাপি তস্য বৈ ব্রহ্মণো দ্বিজ।
পূজায়াং ভগবচ্ছব্দঃ ক্রিয়তে হ্যৌপচারিকঃ ॥ ৭১
শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরব্রহ্মণি বর্ত্ততে।
মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণকারণে ॥ ৭২
সম্ভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারোঽর্থদ্বয়ান্বিতঃ।
নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে ॥ ৭৩
ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥ ৪৭
বসন্তি যত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি।

ভগবৎপ্রাপ্তির হেতু। ৫১—৬০। জ্ঞান দুই প্রকার; এক আগম ও দ্বিতীয় বিবেক হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আগম দ্বারা শব্দব্রহ্ম এবং বিবেক দ্বারা পরম ব্রহ্মকে জানা যায়। প্রদীপ যেমন অন্ধকারকে নষ্ট করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ আগম দ্বারা শব্দময় ব্রহ্মকে জানিলে অজ্ঞান কতক পরিমাণে ধ্বংস হয়, কিন্তু বিবেক দ্বারা পরম ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে সমস্ত অজ্ঞান মিটিয়া যায়; যেমন সূর্য্য প্রকাশিত হইলে সমস্ত অন্ধকার ধ্বংস হইয়া থাকে। এতৎসম্বন্ধে মনু, বেদের তাৎপর্য্য স্মরণ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাও তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্ম দুইপ্রকার জানিবে; প্রথম শব্দময় ও দ্বিতীয় পরম। প্রথম শব্দব্রহ্মকে জানিলে তবে পরমব্রহ্মকে জানিতে, পারে। বিদ্যাও দুই প্রকার; কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ, ইহাই আথর্ব্বণী-শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, পরাবিদ্যা দ্বারা অক্ষরব্রহ্ম প্রাপ্তি হইয়া থাকে ও, ঋগ্বেদাদিময়ী বিদ্যাই পরা; অব্যক্ত, অজর, অচিন্ত্য, নিত্য, অব্যয়, অনির্দ্দেশ্য, অরূপ, হস্তপদাদিবিবর্জ্জিত, বিভু, সর্ব্বগত, ভূতসমূহের উৎপত্তি-বীজ অথচ অকারণ, ব্যাপ্য ও ব্যাপক প্রভৃতি সর্ব্বরূপেই মুনিগণ যাঁহাকে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন, তিনিই পরমব্রহ্ম। মোক্ষাভিলাষি-ব্যক্তিগণ তাঁহাকেই ধ্যান করিয়া থাকেন, তিনিই বেদে অতি সূক্ষ্ম ও বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। পরমাত্মার সেই মূর্ত্তিই ভগবৎ শব্দের বাচ্য এবং ভগবৎ শব্দই সেই আদি ও অক্ষর পরমাত্মার বাচক। এইরূপ যথার্থ স্বরূপে সমধিগততত্ত্ব মুনিগণের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই পরম এবং তাহা বেদময়। ৬১—৭০। হে দ্বিজ! সেই পরমব্রহ্ম শব্দের অগোচর হইলে, তাঁহার পূজার জন্য তাঁহাকে ভগবৎ শব্দ দ্বারা কীর্ত্তন করা যায়। হে মৈত্রেয়! বিশুদ্ধ এবং সর্ব্বকারণের কারণ, মহাবিভূতিশালী সেই পরমব্রহ্মেই ভগবৎশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ভগবৎ শব্দে ভকারের দুইটী অর্থ; প্রথম তিনিই সকলের ভরণকর্ত্তা ও সমস্তের আধার এবং গকারের অর্থ গময়িতা (অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম ও জ্ঞানের ফলের প্রাপক) ও স্রষ্টা—এই দুই প্রকার। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টীর নাম ভগ। অখিলের আত্মভূত সেই পরমাত্মায় ভূতগণ অবস্থান করিতেছে, বকার দ্বারা

সর্ব্বভূতেষশেষেষু বকারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ ॥ ৭৫
এবমেষ মহাশব্দো ভগবানিতি সত্তম।
পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যতঃ ॥ ৭৬
তত্র পূজ্যপদার্থোক্তি-পরিভাষাসমন্বিতঃ।
শব্দোঽয়ং নোপচারেণ অন্যত্র হ্যপচারতঃ ॥ ৭৭
উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥ ৭৮
জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্য-বীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥ ৭৯
সর্ব্বাণি তত্র ভূতানি বসন্তি পরমাত্মনি।
ভূতেষু চ স সর্ব্বাত্মা বাসুদেবস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৮০
খাণ্ডিক্যজনকায়াহ পৃষ্টঃ কেশিধ্বজঃ পুরা।
নামব্যাখ্যামনন্তস্য বাসুদেবস্য তত্ত্বতঃ ॥ ৮১
ভূতেষু বসতে সোঽন্তর্ব্বসত্যত্র চ তানি যৎ।
ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবস্ততঃ প্রভুঃ ॥ ৮২

এই অর্থই লাভ হইয়া থাকে। হে সাধুশ্রেষ্ঠ! এবংবিধ অর্থসম্পন্ন ভগবৎ এই মহান্ শব্দ পরমব্রহ্মস্বরূপ সেই বাসুদেব ব্যতিরিক্ত অন্য কুত্রাপি প্রযুক্ত হয় না। সেই পরমব্রহ্মেই এই ভগবৎ শব্দ সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে, অন্যত্র ইহা প্রযুক্ত হইলে নিরর্থক হয়। ভূতসমূহের উৎপত্তি, প্রলয়, অগতি, গতি এবং বিদ্যা ও অবিদ্যাকে তিনি জানেন, এইজন্য তাঁহাকে ভগবান্ বলা যায়। জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজঃ প্রভৃতি সদ্গুণসমূহই ভগবৎ শব্দের বাচ্য। সমস্ত ভূতগণ সেই পরমাত্মাতে বাস করিতেছে এবং সকলের আত্মস্বরূপ সেই বাসুদেব সমস্ত ভূতেই বাস করিতেছেন। ৭১—৮০। পুরাকালে কেশিধ্বজ, খাণ্ডিক্য-জনক কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে বাসুদেব নামের যথার্থ অর্থ এইরূপ কহিয়াছিলেন, যেহেতু সমস্ত ভূতগণ তাঁহাতে বাস করিতেছে এবং তিনি সমস্ত ভূতেই জগতের ধাতা ও বিধাতারূপে অবস্থান করিতেছেন, সেই নিমিত্তই সেই প্রভুর নাম বাসুদেব। হে মুনে! সেই পরমাত্মা স্বয়ং সমস্ত আবরণ হইতে মুক্ত থাকিয়া

স সর্ব্বভূতপ্রকৃতিং বিকারান্
গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে ব্যতীতঃ।
অতীতসর্ব্বাবরণোঽখিলাত্মা
তেনাস্তৃতং যদ্ভুবনান্তরালে ॥ ৮৩
সমস্তকল্যাণগুণাত্মকো হি
স্বশক্তিলেশাবৃতভূতবর্গঃ।
ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ
সংসাধিতাশেষজগদ্ধিতোঽসৌ ॥ ৮৪
তেজোবলৈশ্বর্য্যমহাববোধঃ
স্ববীর্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ।
পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র
ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাপরেশে ॥ ৮৫
স ঈশ্বরো ব্যষ্টিসমষ্টিরূপো
ব্যক্তস্বরূপোঽপ্রকটস্বরূপঃ।
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বগসর্ব্ববেত্তা
সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাখ্যঃ ॥ ৮৬
সংজ্ঞায়তে যেন তদস্তদোষং
শুদ্ধং পরং নির্ম্মলমেকরূপম্।
সংদৃশ্যতে বাপ্যধিগম্যতে বা
তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোঽন্যদুক্তম্ ॥ ৮৭

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠেঽংশে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

অখিলের আত্মারূপে সর্ব্বভূতের প্রকৃতি, বিকার, গুণ ও দোষসমূহ, ত্রিভুবনে যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। সমস্ত কল্যাণগুণের স্বরূপ সেই পরমাত্মা স্বীয় শক্তির কণামাত্র দ্বারা ভূতবর্গকে আবৃত করিয়া আপন ইচ্ছায় বহুবিধ শরীর পরিগ্রহ করত জগতের অশেষরূপে কল্যাণ সাধন করিতেছেন। যিনি তেজ, বল, ঐশ্বর্য্য ও মহাবোধশালী এবং স্বীয় বীর্য্য ও শক্তি প্রভৃতির একমাত্র আধার ও পরাৎপর, যে পরমেশ্বরে ক্লেশ প্রভৃতি নাই, তিনি ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপ; তিনিই ব্যক্তস্বরূপ ও তিনিই অব্যক্তরূপ; তিনিই সকলের প্রভু ও সর্ব্বত্রগামী; তিনিই সর্ব্ববেত্তা ও সমস্তের শক্তি-স্বরূপ এবং তাঁহারই নাম পরমেশ্বর। যাহা দ্বারা নির্দ্দোষ, বিশুদ্ধ, নির্ম্মল ও একরূপ

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

স্বাধ্যায়সংযমাভ্যাং স দৃশ্যতে পুরুষোত্তমঃ।
তৎপ্রাপ্তিকারণং ব্রহ্ম তদেতদিতি চোচ্যতে॥ ১
স্বাধ্যায়াদ্যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মেব চ।
স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে॥ ২
তদীক্ষণায় স্বাধ্যায়শ্চক্ষুর্যোগস্তথাপরম্।
ন মাংসচক্ষুষা দ্রষ্টুং ব্রহ্মভূতঃ স শক্যতে॥ ৩

মৈত্রেয় উবাচ।

ভগবন্ তমহং যোগং জ্ঞাতুমিচ্ছামি তং বদ।
জ্ঞাতে যত্রাখিলাধারং পশ্যেয়ং পরমেশ্বরম্॥ ৪

পরাশর উবাচ।

যথা কেশিধ্বজঃ প্রাহ খাণ্ডিক্যায় মহাত্মনে।
জনকায় পুরা যোগং তথাহং কথয়ামি তে॥ ৫

মৈত্রেয় উবাচ।

খাণ্ডিক্যঃকোঽভবদ্ব্রহ্মন্কোবাকেশিধ্বজোঽভবৎ
কথং তয়োশ্চ সংবাদো যোগসম্বন্ধবানভূৎ॥ ৬

পরাশর উবাচ।

ধর্ম্মধ্বজো বৈ জনকস্তস্য পুত্রো মিতধ্বজঃ।
কৃতধ্বজশ্চ নাম্না স সদাধ্যাত্মরতির্নৃপঃ॥ ৭
কৃতধ্বজস্য পুত্রোঽভূৎ খ্যাতঃ কেশিধ্বজো দ্বিজ
পুত্রো মিতধ্বজস্যাপি খাণ্ডিক্যো জনকোঽভবৎ॥৮
কর্ম্মমার্গেঽতি খাণ্ডিক্যঃ পৃথিব্যামভবৎ কৃতী।
কেশিধ্বজোঽপ্যতীবাসীদাত্মবিদ্যাবিশারদঃ॥ ৯
তাবুভাবপি চৈবাস্তাং বিজিগীষূ পরস্পরম্।
কেশিধ্বজেন খাণ্ডিক্যঃ স্বরাষ্ট্রাদবরোপিতঃ॥ ১০
পুরোধসা মন্ত্রিভিশ্চ সমবেতোঽল্পসাধনঃ।
রাজ্যান্নিরাকৃতঃ সোঽথ দুর্গারণ্যচরোঽভবৎ॥ ১১

সেই পরমেশ্বরকে দেখিতে বা জানিতে পারা যায়, তাহারই নাম জ্ঞান এবং তাহাই পরাবিদ্যা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত যে, তাহার নাম অজ্ঞান ও তাহাকেই অপরা বিদ্যা বলা যায়। ৮১—৮৭।

ষষ্ঠাংশে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—স্বাধ্যায় ও সংযম দ্বারা সেই পুরুষোত্তমকে দেখিতে পাওয়া যায়; এই উভয়ই ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কারণ বলিয়া ইহারাও ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। স্বাধ্যায় হইতে যোগকে অবলম্বন করিবে ও যোগ হইতে স্বাধ্যায়কে অবলম্বন করিবে; স্বাধ্যায় ও যোগরূপ সম্পত্তি দ্বারা পরমাত্মা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য স্বাধ্যায় ও যোগ উভয়ই চক্ষুঃস্বরূপ, এই চর্ম্মচক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ভগবন্! যোগকে জানিতে পারিলে আমি পরমেশ্বরকে দেখিতে পাইব; সেই যোগ কি, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করিতেছি; আপনি বলুন পরাশর কহিলেন,—পূর্ব্বে কেশিধ্বজ, মহাত্মা খাণ্ডিক্যজনককে যোগের বিষয় যেরূপ কহিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি। মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! খাণ্ডিক্য কে ও কেশিধ্বজই বা কে ছিলেন এবং কি প্রকারেই বা উভয়ের যোগসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করুন। পরাশর কহিলেন,—পূর্ব্বকালে ধর্ম্মধ্বজ নামে একজন নৃপতি ছিলেন; তাঁহার পুত্র মিতধ্বজ ও কৃতধ্বজ। কৃতধ্বজ অতিশয় জ্ঞাননিষ্ঠ ছিলেন। হে দ্বিজ! কৃতধ্বজের পুত্র কেশিধ্বজ এবং মিতধ্বজের খাণ্ডিক্য-জনক নামে পুত্র ছিলেন। পৃথিবীর মধ্যে খাণ্ডিক্য কর্ম্ম-মার্গে অতিশয় নিপুণ হইয়াছিলেন এবং কেশিধ্বজ অধ্যাত্মবিদ্যায় অতিশয় নিপুণ ছিলেন। এই উভয়েরই পরস্পরের প্রতি অতিশয় বিজিগীষা ছিল। কালে কেশিধ্বজ কর্ত্তৃক খাণ্ডিক্য রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পুরোহিত ও মন্ত্রিগণের সহিত অল্পমাত্র পরিজন লইয়া রাজ্য হইতে দূরে দুর্গম অরণ্যে

ইষ্টবান্ সোঽপি সুবহূন্ যজ্ঞান্ জ্ঞানব্যপাশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মবিদ্যামধিষ্ঠায় তর্ত্তুং মৃত্যুমবিদ্যয়া॥ ১২
একদা বর্ত্তমানস্য যোগে যোগবিদাংবর।
ধর্ম্মধেনুং জঘানোগ্র-শার্দ্দূলো বিজনে বনে॥ ১৩
ততো রাজা হতাং জ্ঞাত্বা ধেনুং ব্যাঘ্রেণ ঋত্বিজঃ।
প্রায়শ্চিত্তং স পপ্রচ্ছ কিমত্রেতি বিধীয়তে॥ ১৪
তে চোচুর্ন বয়ং বিদ্মঃ কশেরুঃ পৃচ্ছ্যতামিতি।
কশেরুরপি তেনোক্তস্তথৈব প্রাহ ভার্গবম্॥ ১৫
শুনকং পৃচ্ছ রাজেন্দ্র নাহং বেদ্মি স বেৎস্যতি।
স গত্বা তমপৃচ্ছচ্চ সোঽপ্যাহ শৃণু যন্মুনে॥ ১৬
ন কশেরুর্ন চৈবাহং ন চান্যঃ সাম্প্রতং ভুবি।
বেত্ত্যেক এব ত্বচ্ছত্রুঃ খাণ্ডিক্যো যো জিতস্ত্বয়া॥
স চাহং তং প্রয়াম্যেষ প্রষ্টুমাত্মরিপুং মুনে।
প্রাপ্ত এব ময়া যজ্ঞো যদি মাং স হনিষ্যতি॥১৮
প্রায়শ্চিত্তমশেষেণ যদি পৃষ্টো বদিষ্যতি।
ততশ্চাবিকলো যাগো মুনিশ্রেষ্ঠ ভবিষ্যতি॥ ১৯

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য কৃষ্ণাজিনধরো নৃপঃ।
বনং জগাম যত্রাস্তে খাণ্ডিক্যঃ স মহামতিঃ॥ ২০
আয়ান্তং সমালোক্য খাণ্ডিক্যো রিপুমাত্মনঃ।
প্রোবাচ ক্রোধতাম্রাক্ষঃ সমারোপিতকার্ম্মুকঃ॥ ২১

খাণ্ডিক্য উবাচ।

কৃষ্ণাজিনং ত্বং কবচমাবধ্যাস্মান্নিহংস্যসি।
কৃষ্ণাজিনধরে বেৎসি ন ময়ি প্রহরিষ্যতি॥ ২২
মৃগাণাং বত পৃষ্ঠেষু মূঢ় কৃষ্ণাজিনং ন কিম্।
যেষাং ত্বয়া ময়া চোগ্রাঃ প্রহিতাঃ শিতসায়কাঃ॥২৩
স ত্বামহং হনিষ্যামি ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যসে।
আততায্যসি দুর্ব্বুদ্ধে মম রাজ্যহরো রিপুঃ॥ ২৪

বাস করিয়াছিলেন। কেশিধ্বজ নৃপতি জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়াও অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু হইতে নিস্তার পাইবার জন্য বহুতর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হে যোগিশ্রেষ্ঠ! একদা বিজনবনে এক উগ্র শার্দ্দূল যোগে মগ্ন সেই রাজার ধর্ম্মধেনুকে হত্যা করিয়াছিল। তৎপরে রাজা ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ধেনু হত হইয়াছে জানিতে পারিয়া, "আপনারা এ বিষয়ে কি প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেন" এই কথা পুরোহিতগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। "আমরা জানি না, আপনি কশেরুকে জিজ্ঞাসা করুন" পুরোহিতগণ এই উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। কশেরুও জিজ্ঞাসিত হইয়া নৃপতিকে বলিয়াছিলেন যে, হে রাজেন্দ্র! আমি এ বিষয় জানি না, "আপনি ভার্গব শুনককে জিজ্ঞাসা করুন" তিনি জানিতে পারেন। তৎপরে নৃপতি শুনকের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; তাহাতে শুনক যাহা উত্তর করিয়াছিলেন, হে মৈত্রেয়! তাহা শ্রবণ কর। হে রাজন্! কশেরু বা আমি অথবা অন্য কেহ সম্প্রতি পৃথিবীতে, এ বিষয়ের জ্ঞাতা নহি; তোমার শত্রু একমাত্র খাণ্ডিক্যই এ বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছেন, যিনি তোমা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছেন। তৎপরে কেশিধ্বজ কহিলেন,—হে মুনে! আমি প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমার শত্রুর নিকট গমন করিতেছি, যদি সে আমাকে হত্যা করে, তাহা হইলেও আমি যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইব, অথবা যদি সে জিজ্ঞাসিত হইয়া আমাকে ইহার যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তের বিষয় বলে, তাহা হইলেও সম্পূর্ণরূপেই আমার যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে। ১২—১৯। পরাশর কহিলেন,—এই কথা বলিয়া মহামতি সেই নৃপতি কৃষ্ণাজিন ধারণপূর্ব্বক রথারোহণ করিয়া যেখানে খাণ্ডিক্য বাস করিতেছিলেন, সেই বনে গমন করিলেন। এদিকে খাণ্ডিক্য আপনার শত্রু কেশিধ্বজকে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ধনুক সজ্জিত করত কহিলেন,—তুমি কৃষ্ণাজিন ধারণ করিয়াছ; সুতরাং তোমাকে আমি বধ করিব না,—এই ভাবিয়া কৃষ্ণাজিনের কবচ ধারণ করিয়া আমাকে বধ করিতে আসিয়াছ। হে মূঢ়! যে সমস্ত মৃগের প্রতি তুমি ও আমি শাণিত বাণসমূহ নিক্ষেপ করিয়াছি, তাহাদের পৃষ্ঠে কি কৃষ্ণাজিন ছিল না? সেই আমি তোমাকে অবাধেই হত্যা করিব, তোমার জীবন থাকিতে আমার হস্ত হইতে মুক্ত হইবে না, যেহেতু হে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি আমার রাজ্য হরণ

কেশিধ্বজ উবাচ।

খাণ্ডিক্য সংশয়ং প্রষ্টুং ভবন্তমহমাগতঃ।
ন ত্বাং হন্তুং বিচার্য্যৈতৎকোপংবাণঞ্চ মুঞ্চ চ ॥২৫

পরাশর উবাচ।

ততঃ স মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধমেকান্তে সপুরোহিতঃ।
মন্ত্রয়ামাস খাণ্ডিক্যঃ সর্ব্বৈরেব মহামতিঃ ॥ ২৬
তমূচুর্মন্ত্রিণো বধ্যো রিপুরেষ বশং গতঃ।
হতে তু পৃথিবী সর্ব্বা তব বশ্যা ভবিষ্যতি ॥ ২৭
খাণ্ডিক্যশ্চাহ তান্ সর্ব্বানেতদেবং ন সংশয়ঃ।
হতে তু পৃথিবী সর্ব্বা মম বশ্যা ভবিষ্যতি ॥ ২৮
পরলোকজয়স্তস্য পৃথিবী সকলা মম।
ন হন্মি চেল্লোকজয়ো মম তস্য বসুন্ধরা।
নাহং মন্যে লোকজয়াদধিকা স্যাদ্বসুন্ধরা ॥ ২৯
পরলোকজয়োঽনন্তঃ স্বল্পকালো মহীজয়ঃ।
তস্মাদেনং ন হিংসিষ্যে যৎপৃচ্ছতি বদামি তৎ ॥

পরাশর উবাচ।

ততস্তমভ্যুপেত্যাহ খাণ্ডিক্যজনকো রিপুম্।
প্রষ্টব্যং যত্ত্বয়া সর্ব্বং তৎ পৃচ্ছস্ব বদাম্যহম্ ॥ ৩১

পরাশর উবাচ।

ততঃ সর্ব্বং যথাবৃত্তং ধর্ম্মধেনুবধং দ্বিজ।
কথয়িত্বা স পপ্রচ্ছ প্রায়শ্চিত্তং হি তদ্গতম্ ॥ ৩২
স চাচষ্ট যথান্যায়ং দ্বিজ কেশিধ্বজায় তৎ।
প্রায়শ্চিত্তমশেষেণ যদ্বৈ তত্র বিধীয়তে ॥ ৩৩
বিদিতার্থঃ স তেনৈবং সোঽনুজ্ঞাতো মহাত্মনা।
যাগভূমিমুপাশ্রিত্য চক্রে সর্ব্বাঃ ক্রিয়াঃ ক্রমাৎ ॥
ক্রমেণ বিধিবদ্ যাগং নীত্বা সোঽবভৃথাপ্লুতঃ।
কৃতকৃত্যস্ততো ভূত্বা চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ ॥ ৩৫
পূজিতা ঋত্বিজঃ সর্ব্বে সদস্যা মানিতা ময়া।
তথৈবার্থিজনোঽপ্যর্থৈর্যোজিতোঽভিমতৈর্যথা ॥ ৩৬

করিয়া পরম আততায়ী শত্রুরূপে পরিণত হইয়াছ। কেশিধ্বজ উত্তর করিলেন,—আমার কোন সংশয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই আপনার এখানে আসিয়াছি, আমি আপনাকে, হত্যা করিতে আসি নাই; অতএব আপনি ক্রোধ এবং বাণ পরিত্যাগ করুন। পরাশর কহিলেন,—তারপর মহামতি সেই খাণ্ডিক্য পুরোহিত ও মন্ত্রিগণের সহিত একান্তে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিগণ তাঁহাকে কহিলেন, যখন শত্রু আপনার বশে আসিয়াছে, তখন তাঁহাকে বধ করাই কর্ত্তব্য, কারণ শত্রু বিনষ্ট হইলে সমস্ত পৃথিবী আপনার বশীভূত হইবে। খাণ্ডিক্য তাঁহাদিগকে কহিলেন, সত্য বটে এ হত হইলে সমস্ত পৃথিবী আমার বশীভূত হইবে, কিন্তু ইহার পরলোক জয় হইবে ও আমার সমস্ত পৃথিবীই হইবে; যদি আমি ইহাকে বধ না করি তাহা হইলে আমারই পরলোক জয় হইবে এবং উহার বসুন্ধরা মাত্র থাকিবে। পরলোক জয় হইতে পৃথিবীর আধিপত্য আমার বিবেচনায় অধিক বোধ হয় না। পরলোকের জয় অনন্তকালের নিমিত্ত এবং মহীজয় অতি অল্পদিনেরই জন্য; সুতরাং আমি ইহাকে বধ করিব না, বরং এ যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছে, তাহার যথার্থ উত্তর প্রদান করিব। ২২—৩০। পরাশর কহিলেন, তৎপরে খাণ্ডিক্য-জনক, সেই শত্রু কেশিধ্বজের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, আপনার যাহা জিজ্ঞাস্য আছে, সমস্ত জিজ্ঞাসা করুন, আমি তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি। পরাশর কহিলেন,—হে দ্বিজ! তৎপরে সেই কেশিধ্বজ নৃপতি যেরূপ ধর্ম্মধেনু বধ হইয়াছে, তাহা কহিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্বিজ! তৎপরে সেই খাণ্ডিক্যজনক, কেশিধ্বজকে সেই গোবধের যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত কহিয়াছিলেন। মহাত্মা খাণ্ডিক্যের নিকট প্রায়শ্চিত্তের বিধান জানিয়া এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া কেশিধ্বজ নৃপতি যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইয়া ক্রমশঃ সমস্ত ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। কালক্রমে যজ্ঞ সমাপ্তির পর অবভৃথ স্নানে কৃতকৃত্য হইয়া সেই নৃপতি ভাবিতে লাগিলেন, আমি সমস্ত ঋত্বিক্‌গণের যথাবিধি পূজা ও সদস্যগণকে যথাবিধি সম্মান করিয়াছি এবং অর্থিগণও আমার নিকট, যাহার যাহা অভিরুচি, তাহা পাইয়াছে। ইহ-

যথার্হমস্য লোকস্য ময়া সর্ব্বং বিচেষ্টিতম্।
অনিষ্পন্নক্রিয়ং চেতস্তথাপি মম কিং যথা॥ ৩৭
ইতি সঞ্চিন্ত্য যত্নেন সস্মার স মহীপতিঃ।
খাণ্ডিক্যায় ন দত্তেতি ময়া বৈ গুরুদক্ষিণা॥ ৩৮
জগাম চ ততো ভূয়ো রথমারুহ্য পার্থিবঃ।
মৈত্রেয় দুর্গগহনং খাণ্ডিক্যো যত্র সংস্থিতঃ॥ ৩৯
খাণ্ডিক্যোঽপি তথায়ান্তং পুনর্দৃষ্ট্বা ধৃতায়ুধঃ।
তস্থৌ হন্তুং কৃতমতিস্তথাহ স পুনর্নৃপঃ॥ ৪০
ভো নাহং তেঽপকারায় প্রাপ্তঃ খাণ্ডিক্য মা ক্রুধঃ
গুরোর্নিষ্ক্রয়দানায় মামবেহি ত্বমাগতম্॥ ৪১
নিষ্পাদিতো ময়া যাগঃ সম্যক্ ত্বদুপদেশতঃ।
সোঽহং তে দাতুমিচ্ছামি বৃণুষ গুরুদক্ষিণাম্॥৪২

পরাশর উবাচ।

ভূয়ঃ স মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং মন্ত্রয়ামাস পার্থিবঃ।
গুরুনিষ্কৃতিকামোঽত্র কিময়ং প্রার্থ্যতামিতি॥ ৪৩
তমূচুর্মন্ত্রিণো রাজ্যমশেষং প্রার্থ্যতামিতি।
কৃতিভিঃ প্রার্থ্যতে রাজ্যমনায়াসিতসৈনিকৈঃ॥ ৪৪
প্রহস্য তানাহ নৃপঃ স খাণ্ডিক্যো মহামতিম্।
স্বল্পকালং মহীরাজ্যং মাদৃশৈঃ প্রার্থ্যতে কথম্॥৪৫
এবমেতদ্ভবন্তোঽত্র সর্ব্বসাধনমন্ত্রিণঃ।
পরমার্থঃ কথং কোঽত্র যূয়ং নাত্র বিচক্ষণাঃ॥ ৪৬

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সমুপেত্যৈনং স তু কেশিধ্বজং নৃপম্
উবাচ কিমবশ্যন্ত্বং দদাসি গুরুদক্ষিণাম্॥ ৪৭

পরাশর উবাচ।

বাঢ়মিত্যেব তেনোক্তঃ খাণ্ডিক্যস্তমথাব্রবীৎ।
ভবানধ্যাত্মবিজ্ঞান-পরমার্থবিচক্ষণঃ॥ ৪৮
যদি চেদ্দীয়তে মহ্যং ভবতা গুরুনিষ্ক্রিয়ঃ
তৎ ক্লেশপ্রশমায়ালং যৎ কর্ম্ম তদুদীরয়॥ ৪৯

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠেঽংশে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

লোকের যাহা কর্ত্তব্য, সে সমস্তই আমার নিষ্পন্ন হইয়াছে, তথাপি আমার চিত্ত অপ্রসন্ন অবস্থায় কেন রহিয়াছে? এইরূপ অনেক ভাবিতে ভাবিতে সেই মহীপতি স্মরণ করিলেন যে, আমি এখনও খাণ্ডিক্যকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করি নাই। হে মৈত্রেয়! তৎপরে সেই নৃপতি পুনরায় রথে আরোহণ করিয়া যেখানে খাণ্ডিক্য ছিলেন, সেই দুর্গম গহনে গমন করিলেন। খাণ্ডিক্যও পুনরায় তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া বধ করিবার অভিলাষে সশস্ত্র হইয়া রহিলেন। তখন কেশিধ্বজ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন। হে খাণ্ডিক্য! আমি তোমার কোন অপকার করিতে এখানে আসি নাই, সুতরাং তুমি ক্রোধ করিও না, গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবার জন্যই তোমার নিকট আসিয়াছি। তোমার উপদেশে আমার যজ্ঞ সম্যক্‌রূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহাতেই তোমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছি, যাহা ইচ্ছা চাহিতে পার। ৩৭—৪২। পরাশর কহিলেন, তৎপরে খাণ্ডিক্য আপন মন্ত্রিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কেশিধ্বজ আমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে আসিয়াছে, ইহার নিকট কি প্রার্থনা করা যাইবে? মন্ত্রিগণ উত্তর করিলেন, হে রাজন্! আপনি ইহার নিকট সমস্ত রাজ্য প্রার্থনা করুন, সৈন্যগণকে ক্লেশ স্বীকার না করাইয়া কৃতী ব্যক্তিরা রাজ্যই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তখন মহামতি খাণ্ডিক্য তাঁহাদের বাক্যে হাস্য করিয়া কহিলেন, মাদৃশ ব্যক্তিগণ কি প্রকারে স্বল্পকাল-ভোগ্য মহীরাজ্য প্রার্থনা করিবে? আপনারা সমস্ত সাধনেই আমাকে পরামর্শ দিয়া থাকেন, সত্য, কিন্তু পরমার্থ কি এবং তাহা কি প্রকারে সাধিত হয়, তাহা আপনারা বিশেষরূপে জানেন না। পরাশর কহিলেন,—মন্ত্রিগণকে এই কথা বলিয়া খাণ্ডিক্য, কেশিধ্বজ নৃপতির নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি নিশ্চয়ই কি আমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবে? পরাশর কহিলেন—কেশিধ্বজ উত্তর করিলেন, আমি নিশ্চয়ই দিব; তখন খাণ্ডিক্য বলিলেন— অধ্যাত্ম বিজ্ঞানরূপ পরমার্থ বিষয়ে আপনি অতি বিচক্ষণ। যদি আপনি গুরুদক্ষিণা দিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন, তবে যে কর্ম্ম

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

কেশিধ্বজ উবাচ।

ন প্রার্থিতং ত্বয়া কস্মাৎ মম রাজ্যমকণ্টকম্।
রাজ্যলাভাদ্বিনা নান্যৎ ক্ষত্রিয়াণামতিপ্রিয়ম্ ॥ ১

খাণ্ডিক্য উবাচ।

কেশিধ্বজ নিবোধ ত্বং ময়া ন প্রার্থিতং যতঃ।
রাজ্যমেতদশেষং তে যত্র গৃধ্যন্ত্যপণ্ডিতাঃ ॥ ২
ক্ষত্রিয়াণাময়ং ধর্ম্মো যৎ প্রজাপরিপালনম্।
বধশ্চ ধর্ম্মযুদ্ধেন স্বরাজ্যপরিপন্থিনাম্ ॥ ৩
তত্রাশক্তস্য মে দোষো নৈবাস্ত্যপহৃতে ত্বয়া।
বন্ধায়ৈব ভবত্যেষা অবিদ্যাপ্যক্রমোজ্ঝিতা ॥ ৪
জন্মোপভোগলিপ্সার্থমিয়ং রাজ্যস্পৃহা মম।
অন্যেষাং দোষজা নৈষা ধর্ম্মমেবানুরুধ্যতে ॥ ৫

করিলে সমস্ত ক্লেশের শান্তি হয়, তাহা আমাকে বলুন। ৯৩—৯৯।

ষষ্ঠাংশে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

কেশিধ্বজ কহিলেন,—আমার নিকট আপনি কেন নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রার্থনা করিলেন না? কারণ ক্ষত্রিয়সন্তানের রাজ্যলাভ ব্যতীত আর কোন পদার্থ ত অতিপ্রিয় নহে। খাণ্ডিক্য কহিলেন,—হে কেশিধ্বজ! মূর্খগণ যাহার জন্য সর্ব্বদা লোলুপ, এমত বিশাল সাম্রাজ্য কেন প্রার্থনা করি নাই, তাহা শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয়গণের প্রজাপালন ও ধর্ম্মযুদ্ধে রাজ্যের শত্রুসমূহকে বধ করাই ধর্ম্ম। আমার রাজ্য ত তুমি অপহরণ করিয়াছ, সুতরাং তাহার অপালন জন্য দোষ আমাতে কিছুই নাই; কিন্তু রাজ্য গ্রহণ করিয়া তাহা ন্যায়মার্গে পালন না করিতে পারিলে, পাপেরই ভাগী হইতে হইবে। রাজোচিত ছত্র চামরাদি ভোগের জন্য আমার এই দুষ্ট রাজ্য-স্পৃহা কেবল অধর্ম্মেরই অনুগমন করিতেছে না, ইহা অর্থ শাস্ত্রেরও অনুসরণ

ন যাচ্ঞা ক্ষত্রবন্ধূনাং ধর্ম্মো হ্যেতৎ সতাং মতম্
অতো ন যাচিতং রাজ্যমবিদ্যান্তর্গতং তব ॥ ৬
রাজ্যে গৃধ্যন্ত্যবিদ্বাংসো মমত্বাহৃতচেতসঃ।
অহংমানমহাপান-মদমত্তা ন মাদৃশঃ ॥ ৭

পরাশর উবাচ।

ততঃ প্রহৃষ্টঃ সাধ্বিতি প্রাহ কেশিধ্বজো নৃপঃ।
খাণ্ডিক্যজনকং প্রীত্যা শ্রূয়তাং বচনং মম ॥ ৮
অহন্ত্ববিদ্যামৃত্যুং চ তর্ত্তুকামঃ করোমি বৈ।
রাজ্যং যাগাংশ্চ বিবিধান্ ভোগৈঃ পুণ্যক্ষয়ং তথা
তদিদং তে মনো দিষ্ট্যা বিবেকৈশ্বর্য্যতাং গতম্।
শ্রূয়তাং চাপ্যবিদ্যায়াঃ স্বরূপং কুলনন্দন ॥ ১০
অনাত্মন্যাত্মবুদ্ধির্যা অস্বে স্বমিতি যা মতিঃ।
অবিদ্যাতরুসম্ভূতেবীজমেতদ্দ্বিধা স্থিতম্ ॥ ১১
পঞ্চভূতাত্মকে দেহে দেহী মোহতমোবৃতঃ।
অহমেতদিতীত্যুচ্চৈঃ কুরুতে কুমতির্ম্মতিম্ ॥ ১২
আকাশবায়ুগি[illegible]-পৃথিবীভ্যঃ পৃথক্ স্থিতে।

করিতেছে। যাচ্ঞা ক্ষত্রিয়বান্ধবের ধর্ম্ম নহে, ইহাই সাধুলোকের মত; এই নিমিত্ত আমি অবিদ্যার অন্তর্গত রাজ্য প্রার্থনা করি নাই। অহঙ্কাররূপ মদিরাপানে উন্মত্ত এবং মমত্বাকৃষ্টচিত্ত মূঢ় ব্যক্তিগণই রাজ্যে লুব্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু মাদৃশ ব্যক্তি ইহা প্রার্থনা করে না। পরাশর কহিলেন,—কেশিধ্বজ নৃপতি, খাণ্ডিক্যের বাক্যে প্রহৃষ্ট হইয়া সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে খাণ্ডিক্য-জনক! আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমি প্রজাপালনাদি অবিদ্যার ক্রিয়া দ্বারা কাম ক্রোধাদি হইতে বিমুক্তি পাইবার আশায় রাজ্য-পালন ও বহুতর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি এবং ভোগ দ্বারা পুণ্যসমূহেরও ক্ষয় করিতেছি। হে কুলনন্দন! ভাগ্যক্রমে আপনার মন বিবেকসম্পন্ন হইয়াছে, আপনি অবিদ্যার স্বরূপ কিঞ্চিৎ শ্রবণ করুন। ১—১০। অনাত্মে আত্মবুদ্ধি এবং যাহা আপনার নহে, তাহা আপনার বলিয়া বোধ করা, এই দুইটীই অবিদ্যাতরুর বীজ। কুমতি জীব মোহরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া, পঞ্চভূতাত্মক দেহেই

আত্মন্যাত্মনস্তু ভাবং কঃ করোতি কলেবরে ॥ ১৩
কলেবরোপভোগ্যং হি গৃহক্ষেত্রাদিকঞ্চ কঃ।
অদেহে হ্যাত্মনি প্রাজ্ঞো মমেদমিতি মন্যতে ॥১৪
ইত্থঞ্চ পুত্রপৌত্রেষু তদ্দেহোৎপাদিতেষু কঃ।
করোতি পণ্ডিতঃ স্বাম্যমনাত্মনি কলেবরে ॥ ১৫
সর্ব্বং দেহোপভোগায় কুরুতে কর্ম্ম মানবঃ।
দেহশ্চান্যো যদা পুংসস্তদা বন্ধায় তৎপরম্ ॥১৬
মৃন্ময়ঞ্চ যথা গেহং লিপ্যতে চ মৃদম্ভসা।
পার্থিবোঽয়ং তথা দেহো মৃদম্বালেপনস্থিতঃ ॥ ১৭
পঞ্চভূতাত্মকৈর্ভোগৈঃ পঞ্চভূতাত্মকং বপুঃ।
আপ্যায়তে যদি ততঃ পুংসো গর্ব্বোঽত্র কিং ততঃ
অনেকজন্মসাহস্রীং সংসারপদবীং ব্রজন্।
মোহশ্রমং প্রয়াতোঽসৌ বাসনারেণু গুণ্ঠিতঃ ॥
প্রক্ষাল্যতে যদা সোঽস্য রেণুর্জ্ঞানোষ্ণবারিণা।
তদা সংসারপান্থস্য যাতি মোহশ্রমঃ শমম্ ॥ ২০
মোহশ্রমে শমং যাতে স্বস্থান্তঃকরণঃ পুমান্।
অনন্যাতিশয়াবাধং পরং নির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ২১
নির্ব্বাণময় এবায়মাত্মা জ্ঞানময়োঽমলঃ।
দুঃখাজ্ঞানমলা ধর্ম্মাঃ প্রকৃতেস্তে তু নাত্মনঃ ॥ ২২
জলস্য নাগ্নিসংসর্গঃ স্থালীসঙ্গাত্তথাপি হি।
শব্দোদ্রেকাদিকান্ ধর্ম্মান্ তৎকরোতি যথামুনে ॥২৩
তথাত্মা প্রকৃতেঃ সঙ্গাদহংমানাদদূষিতঃ।
ভজতে প্রাকৃতান্ ধর্ম্মমন্যস্তেভ্যো হি সোঽব্যয়ঃ
তদেতৎ কথিতং বীজমবিদ্যায়াস্তব প্রভো।
ক্লেশানাঞ্চ ক্ষয়করং যোগদন্যন্ন বিদ্যতে ॥ ২৫

খাণ্ডিক্য উবাচ।

তত্তু ব্রূহি মহাভাগ যোগং যোগবিদুত্তম।
বিজ্ঞাতযোগশাস্ত্রার্থস্ত্বমস্যাং নিমিসন্ততৌ ॥ ২৬

কেশিধ্বজ উবাচ।

যোগস্বরূপং খাণ্ডিক্য শ্রূয়তাং গদতো মম।

আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী হইতে আত্মা যখন পৃথক্-রূপে অবস্থান করিতেছেন, তখন কোন্ বুদ্ধিমান্ এই পঞ্চভূতাত্মক কলেবরকে আত্মা বলিয়া ভাবনা করে এবং কোন্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেই শরীর দ্বারা উপভোগ্য গৃহ ক্ষেত্র প্রভৃতিকে আপনার বলিয়া বিবেচনা করে? নিজের দেহ যখন আপনার নহে, তখন তাহা দ্বারা উৎপাদিত পুত্র পৌত্রাদিতেই বা কোন্ পণ্ডিতব্যক্তি মুগ্ধ হইয়া থাকেন? মনুষ্য দেহের উপভোগের জন্যই সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকে, সেই দেহ যখন আত্মা হইতে ভিন্ন, তখন তাহাতে জীবের আত্ম-বুদ্ধি কেবল সংসারে আবদ্ধ হইবার জন্য। যেমন মৃত্তিকা ও জললেপন দ্বারা মৃন্ময় গৃহকে রক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ এই পার্থিবদেহ অন্ন ও জলের বলে রক্ষিত হইয়া থাকে। যখন পঞ্চভূতাত্মক ভোগ দ্বারা পঞ্চভূতময় এই শরীরই আপ্যায়িত হইতেছে, তখন জীবের ইহাতে গর্ব্ব নিরর্থক। জন্ম জন্ম সংসার-পদবীতে ভ্রমণ করত বাসনারূপ ধূলি দ্বারা ধূসরিত হইয়া জীব কেবল মোহরূপ পরি-শ্রমই প্রাপ্ত হইতেছে। জ্ঞানরূপ উষ্ণ বারি দ্বারা যখন তাহার সেই ধূলি প্রক্ষা-লিত হয়, তখন সংসারপথিক জীবের মোহ-শ্রম নিবৃত্তি হয়। ১১—২০। মোহশ্রম অপগত হইলে জীবের অন্তঃকরণ সুস্থ হয় এবং নিরতি-শয় সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞানময় এই বিমল আত্মা সর্ব্বদাই মুক্তরূপে অবস্থান করিতেছেন; দুঃখ অজ্ঞান প্রভৃতি মলসমূহ প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, কিন্তু আত্মার নহে। হে মুনে! যেমন স্থালীস্থিত জলের অগ্নির সহিত সম্বন্ধ না থাকিলেও, স্থালীসম্পর্ক নিবন্ধন উষ্ণতা প্রভৃতি গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রকৃ-তির সংসর্গেই সেই অব্যয় আত্মা অভিমানাদি দ্বারা দূষিত হইয়া প্রাকৃতিক ধর্ম্মসমূহকে ভোগ করিয়া থাকেন। হে প্রভো! অবিদ্যার বীজ এই আপনার নিকট কীর্ত্তিত হইল, এই ক্লেশ-সমূহকে ক্ষয় করিতে যোগ ব্যতিরিক্ত আর অন্য কোন উপায় নাই। খাণ্ডিক্য কহিলেন,—হে যোগবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ মহাভাগ কেশিধ্বজ! আপনি সেই যোগের স্বরূপ আমাকে বলুন, এই বিস্তৃত নিমিবংশে আপনিই বিশেষরূপে যোগ-শাস্ত্রের অর্থ জানিয়াছেন। কেশিধ্বজ কহি-লেন,—যে যোগ অবলম্বন করিয়া মুনিজন

যত্র স্থিতো ন চ্যবতে প্রাপ্য ব্রহ্মলয়ং মুনিঃ ॥২৭
মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধস্য বিষয়াসঙ্গি মুক্তের্নির্ব্বিষয়ং তথা ॥ ২৮
বিষয়েভ্যঃ সমাহৃত্য বিজ্ঞানাত্মা মনো মুনিঃ।
চিন্তয়েন্মুক্তয়ে তেন ব্রহ্মভূতং পরেশ্বরম্ ॥ ২৯
আত্মভাবং নয়ত্যেবং তদ্‌ব্রহ্মধ্যায়িনং মুনে।
বিকার্য্যমাত্মনঃ শক্ত্যা লোহমাকর্ষকো যথা ॥৩০
আত্মপ্রযত্নসাপেক্ষা বিশিষ্টা যা মনোগতিঃ।
তস্যা ব্রহ্মণি সংযোগো যোগ ইত্যভিধীয়তে ॥৩১
এবমত্যন্তবৈশিষ্ট্য-যুক্তকর্ম্মোপলক্ষণঃ।
যস্য যোগঃ স বৈ যোগী মুমুক্ষুরভিধীয়তে ॥ ৩২
যোগযুক্ প্রথমং যোগী যুঞ্জমানো বিধীয়তে।
বিনিষ্পন্নসমাধিস্তু পরং ব্রহ্মোপলব্ধিমান্ ॥ ৩৩
যদ্যন্তরায়দোষেণ দূষ্যতে নাস্য মানসম্।
জন্মান্তরৈরভ্যসতো মুক্তিঃ পূর্ব্বস্য জায়তে ॥ ৩৪
বিনিষ্পন্নসমাধিস্তু মুক্তিং তত্রৈব জন্মনি।
প্রাপ্নোতি যোগী যোগাগ্নিদগ্ধকর্ম্মচয়োঽচিরাৎ ॥৩৫
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ সত্যাস্তেয়াপরিগ্রহান্।
সেবেত যোগী নিষ্কামো যোগ্যতাং স্বমনোনয়ন্ ॥
স্বাধ্যায়শৌচসন্তোষতপাংসি নিয়তাত্মবান্।
কুর্ব্বীত ব্রহ্মণি তথা পরস্মিন্ প্রবণং মনঃ ॥ ৩৭
এতে যমাঃ সনিয়মাঃ পঞ্চ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বিশিষ্টফলদাঃ কাম্যা নিষ্কামাণাং বিমুক্তিদাঃ ॥৩৮
একং ভদ্রাসনাদীনাং সমাস্থায় গুণৈর্যুতঃ।
যমাখ্যৈর্নিয়মাখ্যৈশ্চ যুঞ্জীত নিয়তো যতিঃ ॥ ৩৯
প্রাণাখ্যমনিলং বশ্যমভ্যাসাৎ কুরুতে তু যৎ।
প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সবীজোঽবীজ এব চ ॥ ৪০
পরস্পরেণাভিভবং প্রাণাপানৌ যদানিলৌ।
কুরুতঃ সদ্বিধানেন তৃতীয়ঃ সংযমাত্তয়োঃ ॥ ৪১

ব্রহ্মলয় প্রাপ্ত হইয়া, সংসারে আর পুনরাবৃত্ত হন না, হে খাণ্ডিক্য! আমি সেই যোগের স্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মনই মনুষ্যগণের বন্ধ, ও মুক্তির কারণ; মন যখন বিষয়ে আসক্ত হয়, তখন বন্ধের এবং যখন বিষয় পরিত্যাগ করে, তখন মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। জ্ঞানী মুনিজন বিষয় হইতে মনকে সমাহৃত করিয়া মুক্তির জন্য ব্রহ্মস্বরূপ পরমেশ্বরের চিন্তা করিবেন। হে মুনে! যেমন চুম্বক প্রস্তর দ্বারা লৌহ আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্মও এই ভাবে চিন্তিত হইলে, স্বভাবতই যোগীকে আত্মভাবে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন। ২১—৩০। মনের এই প্রকার গতি আপনারই যত্নসাপেক্ষ; ব্রহ্মে সেই মনোগতির সংযোগের নামই যোগ। যাহার যোগ এতাদৃশ ধর্ম্ম দ্বারা আক্রান্ত, সেই ব্যক্তিকেই যোগী ও মুমুক্ষু বলা যায়। প্রথমতঃ যোগী যখন যোগযুক্ত হন, তখন তাঁহাকে যুঞ্জান বলা গিয়া থাকে, ক্রমশঃ সমাধিসম্পন্ন হইলে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত যুঞ্জান যোগীর মন যদি বিঘ্নদোষে দূষিত না হয়, তাহা হইলে অভ্যাসবলে জন্মান্তরে তাঁহার মুক্তি হইয়া থাকে। কিন্তু সমাধিসম্পন্ন যোগী সেই জন্মেই মুক্তি পাইয়া থাকেন, যেহেতু যোগাগ্নি দ্বারা তাঁহার সমস্ত অদৃষ্ট অচিরেই দগ্ধ হইয়া যায়। যোগী স্বীয় মনকে তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগী করিবার জন্য নিষ্কাম হইয়া ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ প্রভৃতি নিয়ম অবলম্বন করিবেন, আর সংযতচিত্ত হইয়া স্বাধ্যায়, শৌচ, সন্তোষ ও তপস্যা করিবেন এবং মনকে সতত পরব্রহ্মচিন্তায় নিযুক্ত রাখিবেন। পাঁচ প্রকার সংযমের সহিত এই পাঁচ প্রকার নিয়ম কথিত হইল; সকাম হইয়া ইহাদের সেবা করিলে বিশেষ ফল লাভ হয় এবং নিষ্কাম ভাবে সেবা করিলে ইহারা মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে। ভদ্রাসনাদির কোন একটী আসন অবলম্বনপূর্ব্বক গুণবান্ যতি ব্যক্তি, যম ও নিয়ম সম্পন্ন হইয়া সংযতচিত্তে যোগ অভ্যাস করিবেন। অভ্যাস-বলে প্রাণ নামক বায়ুকে যাহা বশীভূত করে, তাহার নাম প্রাণায়াম। সবীজ ও নির্বীজ ভেদে প্রাণায়াম দুই প্রকার জানিবে। ৩১—৪০। যখন প্রাণ ও অপান বায়ু, সদ্বিধান দ্বারা পরস্পরকে অভিভব করে, তখন উভয়ের সংযমহেতু কুম্ভক-নামে তৃতীয় প্রাণায়াম হইয়া থাকে। হে

তস্য চালম্বনবতঃ স্থূলং রূপং দ্বিজোত্তম।
আলম্বনমনন্তস্য যোগিনোঽভ্যসতঃ স্মৃতম্ ॥ ৪২
শব্দাদিষনুরক্তানি নিগৃহ্যাক্ষাণি যোগবিৎ।
কুর্য্যাং চিত্তানুচারীণি প্রত্যাহারপরায়ণঃ ॥ ৪৩
বশ্যতা পরমা তেন জায়তেঽতিচলাত্মনাম্।
ইন্দ্রিয়াণামবশ্যৈস্তৈর্ন যোগী যোগসাধকঃ ॥ ৪৪
প্রাণায়ামেন পবনৈঃ প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ৈঃ।
বশীকৃতৈস্ততঃ কুর্য্যাং স্থিরক্তেতঃ শুভাশ্রয়ে ॥ ৪৫
খাণ্ডিক্য উবাচ।
কথ্যতাং মে মহাভাগ চেতসো যঃ শুভাশ্রয়ঃ।
যদাধারমশেষন্তং হন্তি দোষসমুদ্ভবম্ ॥ ৪৬
কেশিধ্বজ উবাচ।
আশ্রয়শ্চেতসো ব্রহ্ম দ্বিধা তচ্চ স্বভাবতঃ
ভূপ মূর্ত্তমমূর্ত্তঞ্চ পরঞ্চাপরমেব চ ॥ ৪৭
ত্রিবিধা ভাবনা ভূপ বিশ্বমেতন্নিবোধ মে
ব্রহ্মাখ্যা কর্ম্মসংজ্ঞা চ তথা চৈবোভয়াত্মিকা ॥ ৪৮
ব্রহ্মভাবাত্মিকা হ্যেকা কর্ম্মভাবাত্মিকা পরা।
উভয়াত্মিকা তথৈবান্যা ত্রিবিধা ভাবভাবনা ॥ ৪৯
সনন্দনাদয়ো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মভাবনয়া যুতাঃ।
কর্ম্মভাবনয়া চান্যে দেবাদ্যাঃ স্থাবরাশ্চরাঃ ॥ ৫০
হিরণ্যগর্ভাদিষু চ ব্রহ্মকর্ম্মাত্মিকা দ্বিধা।
বোধাধিকারযুক্তেষু বিদ্যতে ভাবভাবনা ॥ ৫১
অক্ষীণেষু সমস্তেষু বিশেষজ্ঞানকর্ম্মসু।
বিশ্বমেতৎ পরং চান্যদ্ভেদভিন্নদৃশাং নৃপ ॥ ৫২
প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ সত্তামাত্রমগোচরম্।
বচসামাত্মসংবেদ্যং তজ্‌জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥৫৩
তচ্চ বিষ্ণোঃ পরং রূপমরূপস্যাজমক্ষরম্।
বিশ্বরূপাচ্চ বৈরূপ্যলক্ষণং পরমাত্মনঃ ॥ ৫৪
ন তদ্‌যোগযুজা শক্যং নৃপ চিন্তয়িতুং যতঃ।
ততঃ স্থূলং হরেরূপং চিন্তয়েদ্বিশ্বগোচরম্ ॥ ৫৫
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ বাসবোঽথ প্রজাপতিঃ।
মারুতো বসবো রুদ্রা ভাস্করাস্তারকা গ্রহাঃ ॥ ৫৬
গন্ধর্ব্বযক্ষা দৈত্যাদ্যাঃ সকলা দেবযোনয়ঃ।

দ্বিজোত্তম! যোগী যখন প্রথম প্রাণায়াম অভ্যাস করেন তখন ভগবানের স্থূলরূপ তাঁহার চিত্তের আলম্বন হয়। ক্রমশঃ যোগী প্রত্যাহারপরায়ণ হইয়া শব্দাদি বিষয়নিবহে অনুরক্ত ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহপূর্ব্বক চিত্তের অনুচারী করিবেন। তাহাতে অতি-চঞ্চল-স্বভাব ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইয়া থাকে; তাহারা অবশ থাকিলে যোগী যোগসাধনে সমর্থ হন না। প্রাণায়াম দ্বারা বায়ুকে ও প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া শুভ-অবলম্বনে চিত্তকে সুস্থির করিবে। খাণ্ডিক্য কহিলেন, হে মহাভাগ! যাহাকে অবলম্বন করিয়া চিত্তদোষসমূহকে নষ্ট করা যায়, চিত্তের সেই শুভ আশ্রয় কি, তাহা আমাকে বলুন। কেশিধ্বজ কহিলেন—হে রাজন্! ব্রহ্মই চিত্তের সেই শুভ আশ্রয় এবং তাহা স্বভাবতঃ দুইপ্রকার; মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত,—যাহাকে পর ও অপর বলা যায়। হে রাজন্! এই জগতে তিন প্রকার ভাবনা হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ করুন,—এক ব্রহ্ম প্রথম ভাবনা, দ্বিতীয় কর্ম্মভাবনা এবং তৃতীয় ব্রহ্মকর্ম্ম উভয় ভাবনা। হে ব্রহ্মন্! সনন্দন প্রভৃতি ঋষিগণ ব্রহ্ম-ভাবনা-যুক্ত হইয়া থাকেন এবং দেবতা হইতে স্থাবর ও চর সমস্তই কর্ম্মভাবনা করিয়া থাকে। ৪১—৫০। হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিতে কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয়বিধই ভাবনা আছে। যাহার যেমন বোধ ও অধিকার, তাহার সেইরূপই ভাবনা হইয়া থাকে। হে রাজন্! ভেদজ্ঞানের হেতু কর্ম্মসমূহ যখন অক্ষীণ অবস্থায় থাকে, তখনই জীবগণের বিশ্ব ও পরমাত্মায় ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে। যে জ্ঞানে সমস্ত ভেদ বিলয় প্রাপ্ত হয়, যাহা সত্তামাত্র ও বাক্যের অগোচর এবং যাহাকে কেবল আত্মাই জানিতে পারে, সেই জ্ঞানের নামই ব্রহ্মজ্ঞান। রূপহীন বিষ্ণুর সেই নিত্য ও পরমরূপ এবং তাহা সমস্ত বিশ্বরূপ হইতে বিভিন্নরূপ। প্রথমতঃ যোগী ব্যক্তি সেই পরমরূপ চিন্তা করিতে সমর্থ হন না বলিয়াই পরমাত্মার বিশ্বগোচর স্থূল রূপই চিন্তা করিবেন। হে রাজন্! হিরণ্যগর্ভ, ইন্দ্র, প্রজাপতি, বায়ু, বসু, রুদ্র, ভাস্কর, নক্ষত্র, গ্রহ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, এবং দৈত্য প্রভৃতি সমস্ত দেব-

মনুষ্যাঃ পশবঃ শৈলাঃ সমুদ্রাঃ সরিতো দ্রুমাঃ ॥৫৭
ভূপ ভূতান্যশেষাণি ভূতানাং যে চ হেতবঃ।
প্রধানাদিবিশেষান্তং চেতনাচেতনাত্মকম্ ॥ ৫৮
একপাদং দ্বিপাদঞ্চ বহুপাদমপাদকম্।
মূর্ত্তমেতৎ হরেরূপং ভাবনাত্রিতয়াত্মকম্ ॥ ৫৯
এতৎ সর্ব্বমিদং বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
পরব্রহ্মস্বরূপস্য বিষ্ণোঃ শক্তিসমন্বিতম্ ॥ ৬০
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ৬১
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যনুসন্ততান্ ॥ ৬২
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন লক্ষ্যতে ॥ ৬৩
অপ্রাণবৎসু স্বল্পাল্পা স্থাবরেষু ততোঽধিকা।
সরীসৃপেষু তেভ্যোঽন্যাপ্যতিশক্ত্যা পতত্রিষু ॥৬৪
পতত্রিভ্যো মৃগাস্তেভ্যঃ স্বশক্ত্যা পশবোঽধিকাঃ।
পশুভ্যো মনুজাশ্চাতি শক্ত্যা পুংসঃ প্রভাবিতাঃ॥

যোনি,—মনুষ্য, পশু, শৈল, সমুদ্র, নদী ও বৃক্ষ প্রভৃতি অশেষ ভূতনিবহ ও তাহাদের কারণসমূহ এবং প্রধান আদি বিশেষ পর্য্যন্ত একপাদ, দ্বিপাদ, বহুপাদ অথবা অপাদ চেতন অথবা অচেতন স্বরূপ এই সমস্তই,—ভাবনাত্রিতয়াত্মক পরমাত্মার মূর্ত্তরূপ। ৫১—৫৯। এই চরাচর সমস্ত বিশ্বই পরব্রহ্ম স্বরূপ বিষ্ণুর শক্তিসমন্বিত। শক্তি তিন প্রকার, পরা বিষ্ণুশক্তি, অপরা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি এবং তদন্যকর্ম্ম নামে অবিদ্যাশক্তি, যাহা দ্বারা আবৃত হইয়া সর্ব্বব্যাপী ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি ও সংসারের তাপসমূহকে ভোগ করিয়া থাকে। হে রাজন্! সেই অবিদ্যাশক্তি দ্বারা তিরোহিত বলিয়াই ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি সমস্ত ভূতেই তারতম্যভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রাণহীন পদার্থসমূহ অত্যন্ত অল্প পরিমাণে, স্থাবর পদার্থে তাহা হইতে কিছু অধিক পরিমাণে, ততোধিক সরীসৃপে, ততোধিক পক্ষিকুলে, পক্ষী হইতে অধিক মৃগসমূহে, মৃগ হইতে অধিক পশুকুলে, পশুগণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে মনুষ্যে, মনুষ্য

তেভ্যোঽপি নাগগন্ধর্ব্বযক্ষাদ্যা দেবতা নৃপ।
শক্রঃ সমস্তদেবেভ্যস্ততশ্চাতি প্রজাপতিঃ ॥ ৬৬
হিরণ্যগর্ভোঽপি ততঃ পুংসঃ শক্ত্যুপলক্ষিতঃ।
এতান্যশেষরূপস্য তস্য রূপাণি পার্থিব ॥ ৬৭
যতস্তচ্ছক্তিযোগেন ব্যাপ্তানি নভসা যথা।
দ্বিতীয়ং বিষ্ণুসংজ্ঞস্য যোগিধ্যেয়ং মহামতে ॥ ৬৮
অমূর্ত্তং ব্রহ্মণো রূপং যৎ সদিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতা নৃপ যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৬৯
তদ্বিশ্বরূপরূপং বৈ রূপমন্যদ্ধরের্মহৎ।
সমস্তশক্তিরূপাণি তৎ করোতি জনেশ্বর ॥ ৭০
দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদি চেষ্টাবন্তি স্বলীলয়া।
জগতামুপকারায় ন সা কর্ম্মনিমিত্তজা।
চেষ্টা তস্যাপ্রমেয়স্য ব্যাপিন্যব্যাহতাত্মিকা ॥ ৭১
তদ্রূপং বিশ্বরূপস্য তস্য যোগযুজা নৃপ।
চিন্ত্যমাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং সর্ব্বকিল্বিষনাশনম্ ॥ ৭২

অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নাগ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ প্রভৃতি দেবতাসমূহে, দেবগণ হইতে অধিক পরিমাণে ইন্দ্রে, ইন্দ্র হইতে অধিক পরিমাণে প্রজাপতিতে এবং প্রজাপতি হইতেও অধিক পরিমাণে হিরণ্যগর্ভে সেই ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে। হে রাজন্! এই সমস্তই সেই অশেষরূপ ভগবানের রূপ, যেহেতু এ সমস্তই আকাশের ন্যায় তাঁহার শক্তি দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। হে মহামতে! অতঃপর যোগিগণ সেই বিষ্ণুর যেরূপ ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই দ্বিতীয়রূপের বিষয় শ্রবণ করুন। বুধগণ ব্রহ্মের সেই রূপকে সৎ ও অমূর্ত্ত বলিয়া থাকেন; যে রূপে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত শক্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এই রূপই বিশ্বরূপের স্বরূপ। এতদ্ব্যতিরিক্ত আরও অনেক রূপ আছে। হে জনেশ্বর! দেবতা, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদির চেষ্টাবিশিষ্ট যে সমস্ত রূপ, ভগবান্ জগতের উপকারের জন্য আপন ইচ্ছায় পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, এই সমস্ত রূপে তাঁহার যে অব্যাহত চেষ্টা, তাহা কর্ম্মাধীন নহে। ৬০—৭১। হে রাজন্! যোগযুক্ত ব্যক্তি, চিত্তের বিশুদ্ধির জন্য সমস্ত পাপবিনাশন বিশ্বরূপের সেই রূপ

যথাগ্নিরুদ্ধতশিখঃ কক্ষং দহতি সানিলঃ।
তথা চিত্তস্থিতো বিষ্ণুর্যোগিনাং সর্ব্বকিল্বিষম্ ॥৭৩
তস্মাৎ সমস্তশক্তীনামাধারে তত্র চেতসঃ।
কুর্ব্বীত সংস্থিতং সা তু বিজ্ঞেয়া শুদ্ধধারণা ॥৭৪
শুভাশ্রয়ঃ স্বচিত্তস্য সর্ব্বগস্য তথাত্মনঃ।
ত্রিভাবভাবনাতীতো মুক্তয়ে যোগিনাং নৃপ ॥ ৭৫
অন্যে চ পুরুষব্যাঘ্র চেতসো যে ব্যপাশ্রয়াঃ।
অশুদ্ধাস্তে সমস্তাস্তু দেবাদ্যাঃ কর্ম্মযোনয়ঃ ॥ ৭৬
মূর্ত্তং ভগবতো রূপং সর্ব্বাপাশ্রয়নিস্পৃহম্।
এষাং বৈ ধারণা জ্ঞেয়া যচ্চিত্তং তত্র ধার্য্যতে ॥৭৭
তচ্চ মূর্ত্তং হরেরূপং যাদৃক্ চিন্ত্যং নরাধিপ।
তৎশ্রুয়তামনাধারে ধারণা নোপপদ্যতে ॥ ৭৮
প্রসন্নচারুবদনং পদ্মপত্রোপমেক্ষণম্।
সুকপোলং সুবিস্তীর্ণললাটফলকোজ্জ্বলম্ ॥ ৭৯
সমকর্ণান্তবিন্যস্তচারুকর্ণবিভূষণম্।
কম্বুগ্রীবং সুবিস্তীর্ণ-শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসম্ ॥ ৮০
বলীত্রিভঙ্গিনা মগ্ননাভিনা চোদরেণ বৈ।
প্রলম্বাষ্টভুজং বিষ্ণুমথবাপি চতুর্ভুজম্ ॥ ৮১
সমস্থিতোরুজঙ্ঘঞ্চ সুস্থিরাঙ্ঘ্রি করাম্বুজম্
চিন্তয়েদ্ব্রহ্মমূর্ত্তঞ্চ পীতনির্ম্মলবাসসম্ ৮২
কিরীটচারুকেয়ূর-কটকাদিবিভূষিতম্।
শার্ঙ্গ-শঙ্খগদাখড়্গচক্রাক্ষবলয়ান্বিতম্ ॥ ৮৩
চিন্তয়েত্তন্মনা যোগী সমাধায়াত্মমানসম্
তাবদ্যাবদ্দৃঢ়ীভূতা তত্রৈব নৃপধারণা ॥ ৮৪
ব্রজতস্তিষ্ঠতোঽন্যদ্বা স্বেচ্ছয়া কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ।
নাপযাতি যদা চিত্তাৎ সিদ্ধাং মন্যেত তাং তদা ॥
ততঃ শঙ্খগদাচক্রশার্ঙ্গাদিরহিতং বুধঃ।
চিন্তয়েদ্ভগবদ্রূপং প্রশান্তং সাক্ষসূত্রকম্ ॥ ৮৬
সা যদা ধারণা তদ্বদবস্থানবতী ততঃ।
কিরীটকেয়ূরমুখৈর্ভূষণৈ রহিতং স্মরেৎ ॥ ৮৭
তদেকাবয়বং দেবং চেতসাহি পুনর্ব্বুধঃ।
কুর্য্যাত্ততোঽবয়বিনি প্রণিধানপরো ভবেৎ ॥ ৮৮

চিন্তা করিবেন। যেমন বায়ু-সংবর্দ্ধিত উর্দ্ধ-শিখ অগ্নি, শুষ্ক তৃণকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ চিত্তস্থিত ভগবান্ বিষ্ণু যোগি গণের পাপ-রাশি ভস্ম করিয়া থাকেন; অতএব সমস্ত শক্তির আধার সেই পরমেশ্বরে চিত্ত-সংস্থান করিবেন, তাঁহারই নাম বিশুদ্ধ ধারণা। হে রাজন্! সর্ব্বব্যাপী আত্মারও আশ্রয়, ভাবনাত্রয়ের অতীত, সেই পরমাত্মাই যোগি-গণের মুক্তির জন্য চিত্তের শুভ অবলম্বন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! অন্যান্য যে সকল কর্ম্ম-যোনি দেবতাগণ চিত্তের আশ্রয় হন, তাঁহারা সকলেই অবিশুদ্ধ। ভগবানের এই মূর্ত্তরূপ, চিত্তকে অন্যান্য বিষয় হইতে নিস্পৃহ করিয়া থাকে; চিত্ত যেহেতু সেইরূপে ধাবিত হয়, এইজন্যই ইহার নাম ধারনা। হে নরাধিপ! সেই অনাধার বিষ্ণুতে চিত্তধারণ করিতে পারে না, সুতরাং তাঁহার যে মূর্ত্ত রূপ চিন্তা করা উচিত, তাহা শ্রবণ করুন। সুন্দর ও প্রসন্ন বদন, পদ্মপত্র সদৃশ নয়ন, শোভন কপোলদেশ, ললাট সুবিশাল ও উজ্জ্বল, সমকর্ণের অন্তভাগ পর্য্যন্ত বিন্যস্ত সুন্দর কর্ণ-ভূষণ, সুন্দর গ্রীবা, সুবিস্তীর্ণ ও শ্রীবৎস চিহ্নাঙ্কিত বক্ষঃস্থল, ত্রিবলীর ভঙ্গী দ্বারা নতনাভি উদর দ্বারা বিশোভিত আজানুলম্বিত, অষ্টভুজ অথবা চতুর্ভুজ, সমভাবে অবস্থিত উরু ও জঙ্ঘা, সুস্থির পদ ও করকমল, নির্ম্মল পীতবসনধারী, সুন্দর কিরীট ও কটকাদি অলঙ্কারে বিভূষিত এবং শার্ঙ্গ, শঙ্খ, গদা, খড়্গ, চক্র, অক্ষ ও বলয়যুক্ত ভগবানের পবিত্র বিষ্ণুমূর্ত্তিকে যোগী মনঃসংযমপূর্ব্বক তদগতচিত্ত হইয়া যে পর্য্যন্ত দৃঢ় ধারণা না হয়, তাবৎ চিন্তা করিবেন। ৭২—৮৪। কোন স্থানে গমন বা অবস্থান বা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোন কর্ম্ম করিবার সময়েও যখন যোগীর চিত্ত হইতে সেই রূপ অপগত না হইবে, তখন ধারণা সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে তার পরে জ্ঞানী ব্যক্তি শঙ্খ, গদা, চক্র ও শার্ঙ্গাদিবিরহিত, অক্ষসূত্র-বিশিষ্ট ভগবানের প্রশান্তমূর্ত্তি ধ্যান করিবে। সেই মূর্ত্তিতেও ধারণা স্থির হইলে, কিরীট কেয়ূর প্রভৃতি ভূষণরহিত ভগবানের মূর্ত্তি ধ্যান করিবে। তৎপরে সেই ভগবন্মূর্ত্তির এক একটী অবয়ব চিন্তা করিবে; তাহাতে ধারণা পরিপক্ব হইলে

তদ্রূপপ্রত্যয়ৈকা সন্ততিশ্চান্যনিস্পৃহা।
তদ্ধ্যানং প্রথমৈরঙ্গৈঃ ষড়্ভির্নিষ্পাদ্যতে নৃপ ॥৮৯
তস্যৈব কল্পনাহীনং স্বরূপগ্রহণং হি যৎ।
মনসা ধ্যাননিষ্পাদ্যঃ সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে ॥৯০
বিজ্ঞানং প্রাপকং প্রাপ্যে পরে ব্রহ্মণি পার্থিব।
প্রাপণীয়স্তথৈবাত্মা প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ ॥ ৯১
ক্ষেত্রজ্ঞঃ কারণং জ্ঞানং করণং তেন তস্য তৎ।
নিষ্পাদ্যং মুক্তিকার্য্যং বৈ কৃতকৃত্যো নিবর্ত্ততে ॥
তদ্ভাবভাবনাপন্নস্ততোঽসৌ পরমাত্মনা।
ভবত্যভেদী ভেদশ্চ তস্যাজ্ঞানকৃতো ভবেৎ ॥ ৯৩
বিভেদজনকে জ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে।
আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি ॥ ৯৪
ইত্যুক্তস্তে মহাযোগঃ খাণ্ডিক্য পরিপৃচ্ছতঃ।
সংক্ষেপবিস্তরাভ্যান্তু কিমন্যৎ ক্রিয়তাং তব ॥৯৫

খাণ্ডিক্য উবাচ।

কথিতে যোগসদ্ভাবে সর্ব্বমেব কৃতং মম।
তবোপদেশেনাশেষো নষ্টশ্চিত্তমলো যতঃ ॥ ৯৬
মমেতি যন্ময়া প্রোক্তমসদেতন্ন চান্যথা।
নরেন্দ্র গদিতুং শক্যমপি বিজ্ঞেয়বেদিভিঃ ॥ ৯৭
অহং মমেত্যবিদ্যেয়ং ব্যবহারস্তথানয়া।
পরমার্থস্ত্বসংলাপ্যো গোচরো বচসাং ন সঃ ॥৯৮
তদ্গচ্ছ শ্রেয়সে সর্ব্বং মমৈতদ্ভবতা কৃতম্।
যদ্বিমুক্তিপ্রদো যোগঃ প্রোক্তঃ কেশিধ্বজাব্যয়ঃ ॥

পরাশর উবাচ।

যথার্হপূজয়া তেন খাণ্ডিক্যেন স পূজিতঃ।
আজগাম পুরং ব্রহ্মংস্ততঃ কেশিধ্বজো নৃপঃ।
খাণ্ডিক্যোঽপি সুতং কৃত্বা রাজানং যোগসিদ্ধয়ে।
বনং জগাম গোবিন্দে বিনিবেশিতমানসঃ ॥ ২০১
তত্রৈকান্তরতির্ভূত্বা যমাদিগুণশোধিতঃ।

যোগী অবরবীতে প্রণিধানপর হইবেন। বিষয়ান্তরে স্পৃহাশূন্য এবং পরমাত্মার রূপমাত্রাবভাসিনী অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানধারার নাম ধ্যান। হে রাজন্! এই ধ্যান, যম প্রভৃতি ছয় প্রকার অঙ্গ দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। ধ্যেয় পদার্থের সমস্ত কাল্পনিক অংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক মন দ্বারা স্বরূপমাত্রের যে জ্ঞান, তাহার নাম সমাধি এবং এই সমাধি, ধ্যান দ্বারা নিষ্পাদ্য। হে রাজন্! সমাধির উত্তরকালে ভগবৎস্বরূপ সাক্ষাৎকাররূপ একমাত্র বিজ্ঞান, পরব্রহ্মরূপ প্রাপ্যবিষয়ের প্রাপক এবং পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ভাবনাবিহীন আত্মাই প্রাপণীয়। মুক্তির প্রতি জীব কারণ এবং জ্ঞান কারণ; এই উভয় দ্বারাই মুক্তিরূপ কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। মুক্ত হইলে সেই জীব কৃতকৃত্য হয় এবং সংসারের যাতায়াত হইতে নিবৃত্তি পায়। সেই পরমাত্মার ভাবনায় নিমগ্ন জীব পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হয়, তাহার অজ্ঞান-নিবন্ধনই ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে। সমস্ত পদার্থের ভেদজনক জ্ঞান আত্যন্তিক বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, বস্তুতঃ অসৎ আত্মা ও ব্রহ্মের যে ভেদ, তাহা আর কে ভাবিয়া থাকে? হে খাণ্ডিক্য! এই আপনাকে সংক্ষেপ ও বিস্তাররূপে মহাযোগ বলিলাম, আপনার আর কি করিব, বলুন। ৮৫—৯৫। খাণ্ডিক্য কহিলেন,—যখন মহাযোগ আমার নিকট প্রকাশ করিলেন, তখন আপনি আমার সকলই করিয়াছেন; যেহেতু আপনার উপদেশে আমার চিত্তের সমস্ত মল বিনষ্ট হইয়াছে। "আমার" বলিয়া আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সমস্তই মিথ্যা, তাহার সন্দেহ নাই; হে নরেন্দ্র! অজ্ঞানী ব্যক্তিরা একথা বলিতেও পারে না। "আমি" "আমার" এ সমস্তই অবিদ্যা, অথচ ইহা দ্বারা ব্যবহার হইয়া থাকে। পরমার্থ আলাপের বিষয় নহে, কারণ তাহা বাক্যের অগোচর। হে কেশিধ্বজ! আপনি যখন আমাকে মুক্তিপ্রদ যোগ বলিলেন, তখন ইহাতে আমার সমস্ত উপকার করিলেন, এক্ষণে আপনার কল্যাণের নিমিত্ত আপনি গমন করুন। পরাশর কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তারপর কেশিধ্বজ নৃপতি, খাণ্ডিক্য কর্তৃক যথাযোগ্য পূজা দ্বারা পূজিত হইয়া আপনার পুরে আগমন করিয়াছিলেন। খাণ্ডিক্যও আপন পুত্রকে রাজা করিয়া, ভগবানে চিত্ত নিবেশপূর্ব্বক যোগসিদ্ধির নিমিত্ত গহনবনে গমন করিয়াছিলেন। পরে খাণ্ডিক্যরাজা যমাদিসাধন দ্বারা পরমেশ্বর-

বিষ্ণ্বাখ্যে নির্ম্মলে ব্রহ্মণ্যবাপ নৃপতির্লয়ম্ ॥ ১০২
কেশিধ্বজোঽপি মুক্ত্যর্থং স্বকর্ম্মক্ষয়ণোন্মুখঃ।
বুভুজে বিষয়ান্ কর্ম্ম চক্রে চানভিসন্ধিতম্ ॥১০৩
স কল্যাণোপভোগৈশ্চ ক্ষীণপাপোঽমলস্ততঃ।
অবাপ সিদ্ধিমত্যন্তং তাপক্ষয়ফলাং দ্বিজ ॥ ১০৪

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠেঽংশে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ
ইত্যেষ কথিতঃ সম্যক্ তৃতীয়ঃ প্রতিসঞ্চরঃ।
আত্যন্তিকো বিমুক্তির্যা লয়ো ব্রহ্মণি শাশ্বতে ॥ ১
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব ভবতো গদিতং ময়া ॥ ২
পুরাণং বৈষ্ণবঞ্চৈতং সর্ব্বকিল্বিষনাশনম্।
বিশিষ্টং সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ পুরুষার্থোপপাদকম্ ॥ ৩

চিন্তায় রত থাকিয়া নির্ম্মল ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেশিধ্বজ নৃপতিও মুক্তির জন্য আপন অদৃষ্টক্ষয়ে উন্মুখ হইয়া বহুতর বিষয়-ভোগ ও নিষ্কামভাবে কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং অভিলষিত ভোগসমূহ দ্বারা ক্ষীণপাপ, সুতরাং নির্ম্মলচিত্ত হইয়া আত্যন্তিক-তাপক্ষয়-ফলা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৯৬—১০৪।

ষষ্ঠাংশে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

পরাশর কহিলেন,—তৃতীয় প্রলয়ের বিষয় এই সম্যক্‌রূপে কথিত হইল, ইহারই নাম বিমুক্তি; ইহাতেই জীবগণ শাশ্বত ব্রহ্মস্বরূপে আত্যন্তিকরূপে লয় প্রাপ্ত হয়। তোমাকে আমি সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত প্রভৃতির বিষয় বলিলাম। এই বিষ্ণুপুরাণ সমস্ত পাপ বিনাশ করে এবং সকল শাস্ত্র হইতে

তুভ্যং যথাবন্মৈত্রেয় প্রোক্তং শুশ্রূষবেঽব্যয়ম্।
যদন্যদপি বক্তব্যং তৎ পৃচ্ছাদ্য বদামি তে ॥ ৪
মৈত্রেয় উবাচ।
ভগবন্ কথিতং সর্ব্বং যৎ পৃষ্টোঽসি ময়া মুনে।
শ্রুতঞ্চৈতন্ময়া ভক্ত্যা নান্যৎ প্রষ্টব্যমস্তি তে ॥৫
বিচ্ছিন্নাঃ সর্ব্বসন্দেহা বৈমল্যং মনসঃ কৃতম্।
ত্বৎপ্রসাদাৎ ময়া জ্ঞাতা উৎপত্তিস্থিতিসংযমাঃ ॥ ৬
জ্ঞাতশ্চতুর্ব্বিধো রাশিঃ শক্তিশ্চ ত্রিবিধা গুরো।
বিজ্ঞাতা চাপি কার্ৎস্নেন ত্রিবিধা ভাবভাবনা ॥ ৭
ত্বৎপ্রসাদান্ময়া জ্ঞাতং জ্ঞেয়ৈরন্যৈরলং দ্বিজ।
যথৈতদখিলং বিষ্ণোর্জগন্ন ব্যতিরিচ্যতে ॥ ৮
কৃতার্থোঽস্ম্যপসন্দেহস্ত্বৎপ্রসাদান্মহামুনে।
বর্ণধর্ম্মাদয়ো ধর্ম্মা বিদিতা যদশেষতঃ ॥ ৯
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ জ্ঞাতং ধর্ম্মং ময়াখিলম্।
প্রসীদ বিপ্রপ্রবর নান্যৎ প্রষ্টব্যমস্তি মে ॥ ১০

ইহা বিশিষ্ট ও মোক্ষের সাধক। তোমাকে শ্রবণে উৎসুক দেখিয়া যথাবৎ বর্ণন করিলাম, আর কি বলিতে হইবে, জিজ্ঞাসা কর, বলিতেছি। মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ভগবন! যাহা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সে সমস্তই আপনি বলিলেন। আমি ইহা ভক্তির সহিতই শ্রবণ করিয়াছি, আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নাই। আমার সমস্ত সন্দেহ মিটিয়াছে। হে মুনে! আপনার প্রসাদে আমার মন নির্ম্মল হইয়াছে ও আমি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় জানিতে পারিতেছি। হে গুরো! চারিপ্রকার রাশি ও ত্রিবিধ শক্তি আমি জানিয়াছি; তিনপ্রকার ভাবভাবনাও সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াছি। হে দ্বিজ! আপনার কৃপায় জানিয়াছি যে, এই সমস্ত জগৎ বিষ্ণু হইতে ভিন্ন নয়; অতএব আমার আর জনিবার বিষয় কিছুই নাই। হে মহামুনে! আপনার কৃপায় আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আমার সন্দেহ সকল অপগত হইয়াছে, বর্ণ-ধর্ম্ম প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম আছে, সে সমস্তও বিদিত হইয়াছি। প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত ভেদে সমস্ত কর্ম্মই আমি জানিয়াছি, হে বিপ্রপ্রবর! আপনি প্রসন্ন থাকুন, আমার আর কোন জিজ্ঞাস্য নাই।

যদস্ত কথনায়াসৈর্যোজ্জিতোঽসি ময়া গুরো।
তৎক্ষম্যতাং বিশেষোঽস্তি নসতাং পুত্রশিষ্যয়োঃ॥
পরাশর উবাচ।
এতত্তে যন্ময়াখ্যাতং পুরাণং বেদসম্মিতম্।
শ্রুতেঽস্মিন্‌সর্ব্বদোষোত্থপাপরাশিঃপ্রশাম্যতি॥ ১২
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং কৃৎস্নং ময়াত্র তব কীর্ত্তিতম্॥ ১৩
অত্র দেবাস্তথা দৈত্যা গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসাঃ।
যক্ষা বিদ্যাধরাঃ সিদ্ধাঃ কথ্যন্তেঽপ্সরসস্তথা॥ ১৪
মুনয়ো ভাবিতাত্মানঃ কথ্যন্তে তপসান্বিতাঃ।
চাতুর্ব্বর্ণ্যং যথা পুংসাং বিশিষ্টচরিতা নরাঃ॥ ১৫
পুণ্যাঃ প্রদেশা মেদিন্যাঃ পুণ্যা নদ্যোঽথ সাগরাঃ
পর্ব্বতাশ্চ মহাপুণ্যাশ্চরিতানি চ ধীমতাম্॥ ১৬
বর্ণধর্ম্মাদয়ো ধর্ম্মা বেদধর্ম্মাশ্চ কৃৎস্নশঃ।
যেষাং সংশ্রবণাৎ সদ্যঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥১৭
উৎপত্তিস্থিতিনাশানাং হেতুর্যো জগতোঽব্যয়ঃ।
স সর্ব্বভূতঃ সর্ব্বাত্মা কথ্যতে ভগবান্ হরিঃ॥১৮

অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্বৃকৈরিব॥ ১৯
যন্নাম কীর্ত্তিতং ভক্ত্যা বিলাপনমনুত্তমম্।
মৈত্রেয়াশেষপাপানাং ধাতূনামিব পাবকঃ॥ ২০
কলিকল্মষমত্যুগ্রনরকার্ত্তিপ্রদং নৃণাম্।
প্রয়াতি বিলয়ং সদ্যঃ সকৃদ্যত্রানুসংস্মৃতে॥ ২১
হিরণ্যগর্ভদেবেন্দ্ররুদ্রাদিত্যাশ্বিবায়ুভিঃ।
কিন্নরৈর্বসুভিঃ সাধ্যৈর্বিশ্বেদেবাদিভিঃ সুরৈঃ॥২২
যক্ষরক্ষোগণৈঃ সিদ্ধৈর্দৈত্যগন্ধর্ব্বদানবৈঃ।
অপ্সরোভিস্তথা তারানক্ষত্রৈঃ সকলৈর্গ্রহৈঃ॥২৩
সপ্তর্ষিভিস্তথা ধিষ্ণ্যৈর্ধিষ্ণ্যাধিপতিভিস্তথা।
ব্রাহ্মণাদ্যৈর্মনুষ্যৈশ্চ তথৈব পশুভির্মৃগৈঃ॥২৪
সরীসৃপৈর্বিহঙ্গৈশ্চ প্রেতাদ্যৈঃ সমহীরুহৈঃ।
বনাদ্রিসাগরসরিৎপাতালৈঃ সধরাদিভিঃ॥ ২৫
শব্দাদিভিশ্চ সহিতং ব্রহ্মাণ্ডমখিলং দ্বিজ।
মেরোরিবাণুর্যস্যৈতদ্যন্ময়ঞ্চ দ্বিজোত্তম॥ ২৬
স সর্ব্বঃ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বস্বরূপো রূপবর্জ্জিতঃ।
কীর্ত্ত্যতে ভগবান্ বিষ্ণুরত্র পাপপ্রনাশনঃ॥ ২৭

হে গুরো! এই সমস্ত পুরাণ-কথনে আমা দ্বারা আপনি যে ক্লেশ পাইলেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা ক্ষমা করুন; সাধুলোকের পুত্র ও শিষ্যে কিছু বিশেষ নাই। ১—১১। পরাশর কহিলেন,—এই যে তোমাকে বেদার্থসম্মত পুরাণ বলিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে সমস্ত দোষ-জন্য পাপরাশি প্রশান্ত হয়। ইহাতে আমি তোমাকে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিতের বিষয় বিস্তাররূপে বলিয়াছি। ইহাতে দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, যক্ষ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, অপ্সরোগণ ও ভাবিতাত্মা তপস্যানিরত মুনিগণ কীর্ত্তিত হইয়াছেন এবং পুরুষগণের চারি-বর্ণের আচার-ব্যবহার, বিশুদ্ধ-চরিত্র মনুষ্যগণ, পৃথিবীর পুণ্য-প্রদেশ, পবিত্র নদী, সমুদ্র, পুণ্য-জনক পর্ব্বতসমূহ, জ্ঞানিগণের চরিত্র, বর্ণধর্ম্ম ও বেদধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, যে সমস্ত শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। জগতের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের হেতু, অব্যয়, সর্ব্বভূতময় ও সকলের আত্মস্বরূপ ভগবান্ হরির বিষয় কথিত হইয়াছে; মনুষ্য যদৃচ্ছাক্রমে যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করে। হে মৈত্রেয়! অগ্নি যেমন ধাতুসমূহের মল বিনাশ করে, তদ্রূপ যাঁহার নাম কীর্ত্তিত হইয়া পাপসমূহকে নিঃশেষরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে, একবার মাত্র যাঁহার নাম স্মরণ করিলে মানবগণের অতি উগ্রনরক-যন্ত্রণাপ্রদ কলিকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিলয় প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! হিরণ্যগর্ভ, দেবরাজ ইন্দ্র, রুদ্র, আদিত্য, অশ্বী, বায়ু, কিন্নর, বসু, সাধ্য, বৈশ্বদেব প্রভৃতি দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, সিদ্ধ, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, দানব, অপ্সরা, তারা, নক্ষত্র, গ্রহ, সপ্তর্ষি, ধিষ্ণ্য, ধিষ্ণ্যাধিপতি, ব্রাহ্মণাদি মনুষ্য, পশু, মৃগ, সরীসৃপ, বিহঙ্গ, প্রেত প্রভৃতি, বৃক্ষ, বন, পর্ব্বত, সাগর, সরিৎ, পাতাল, পৃথিবী প্রভৃতি এবং শব্দাদি বিষয়সমূহের সহিত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড, মেরুতুল্য যে ভগবানের রেণু সদৃশ এবং যাঁহার স্বরূপে প্রকাশ পাইতেছে, সর্ব্ব, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বস্বরূপ অথচ রূপ-বর্জ্জিত ও পাপ-

যদশ্বমেধাবভৃথে স্নাতঃ প্রাপ্নোতি বৈ ফলম্।
সকলং তদবাপ্নোতি শ্রুত্বৈতন্মুনিসত্তম ॥ ২৮
প্রয়াগে পুষ্করে চৈব কুরুক্ষেত্রে তথার্ব্বুদে।
কৃতোপবাসঃ প্রাপ্নোতি তদস্য শ্রবণান্নরঃ ॥ ২৯
যদগ্নিহোত্রে সুহুতে বর্ষেণাপ্নোতি বৈ ফলম্।
সকলং সমবাপ্নোতি তদস্য শ্রবণাৎ সকৃৎ ॥ ৩০
যজ্জ্যৈষ্ঠশুক্লদ্বাদশ্যাং স্নাত্বা বৈ নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
মথুরায়াং হরিং দৃষ্ট্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥৩১
তদাপ্নোতি ফলং সম্যক্ সমাধানেন কীর্ত্তনাৎ।
পুরাণস্যাস্য বিপ্রর্ষে কেশবার্পিতমানসঃ ॥ ৩২
যমুনাসলিলে স্নাতঃ পুরুষো মুনিসত্তম।
জ্যৈষ্ঠামূলেঽমলে পক্ষে দ্বাদশ্যামুপবাসকৃৎ ॥ ৩৩
সমভ্যর্চ্চ্যাচ্যুতং সম্যক্ মথুরায়াং সমাহিতঃ।
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য প্রাপ্নোত্যবিকলং ফলম্ ॥ ৩৪
আলোক্যর্দ্ধিমাথান্যেষামুন্নীতানাং স্ববংশজৈঃ।
এতৎ কিলোচুরন্যেষাং পিতরঃ সপিতামহাঃ ॥ ৩৫
কশ্চিদস্মৎকুলে জাতঃ কালিন্দীসলিলাপ্লুতঃ।
অর্চ্চয়িষ্যতি গোবিন্দং মথুরায়ামুপোষিতঃ ॥ ৩৬
জ্যৈষ্ঠামূলে সিতে পক্ষে যেনৈবং বয়মপ্যুত।
পরামৃদ্ধিমবাপ্স্যামস্তারিতাঃ স্বকুলোদ্ভবৈঃ ॥ ৩৭
জ্যৈষ্ঠে মূলে সিতে পক্ষে সমভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্।
ধন্যানাং কুলজঃ পিণ্ডান্ যমুনায়াং প্রদাস্যতি ॥ ৩৮
তস্মিন্ কালে সমভ্যর্চ্চ্য তত্র কৃষ্ণং সমাহিতঃ।
দত্ত্বা পিণ্ডান্ পিতৃভ্যশ্চ যমুনাসলিলাপ্লুতঃ ॥ ৩৯
যদাপ্নোতি নরঃ পুণ্যং তারয়ন্ স পিতামহান্।
শ্রুত্বাধ্যায়ং তদাপ্নোতি পুরাণস্যাস্য ভক্তিমান্ ॥৪০
এতৎ সংসারভীরূণাং পরিত্রাণমনুত্তমম্
দুঃস্বপ্ননাশনং নৃণাং সর্ব্বদুষ্টনিবর্হণম্ ॥ ৪১
ইদমার্ষং পুরা প্রাহ ঋভবে কমলোদ্ভবঃ।
ঋভুঃ প্রিয়ব্রতায়াহ স চ ভাগুরয়েঽব্রবীৎ ॥ ৪২
ভাগুরিঃ স্তবমিত্রায় দধীচায় স চোক্তবান্।

প্রণাশন সেই ভগবান্ বিষ্ণু ইহাতে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ১২—২৭। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! অশ্বমেধযজ্ঞান্তে অবভৃথ স্নান করিলে যে ফল লাভ হয়, এই পুরাণ সমস্ত শ্রবণ করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রয়াগ, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র ও অর্ব্বুদে উপবাস করিলে যে ফল লাভ হয়, এই পুরাণ সমস্ত শ্রবণ করিলে মনুষ্য সেই ফল পাইয়া থাকে। সম্যক্-প্রকারে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিলে এক বৎসরে যে ফল লাভ হয়, একবার মাত্র ইহা শ্রবণ করিলে সেই ফল পাওয়া যায়। মানব নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে স্নান এবং মথুরায় শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া যে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়, হে বিপ্রর্ষে! ভগবানে মন অর্পণ করত যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত এই পুরাণ কীর্ত্তন করে, সেও সেই পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। হে মুনিসত্তম! জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া মথুরায় যমুনাসলিলে স্নান করত মানব, সমাহিত হইয়া সম্যক্ প্রকারে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিলে, অবিকল অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অন্যান্য উন্নতিশীল পুরুষগণের সম্পদ্ অবলোকন করিয়া পিতৃগণ স্বীয় বংশধরগণকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়া থাকেন যে, আমাদের কুলে কি এমন কোন ব্যক্তি উৎপন্ন হইবে, যে মথুরাক্ষেত্রে জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে উপবাসপূর্ব্বক যমুনাসলিলে স্নান করত ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে; যাহাতে আমরাও এই প্রকার সম্পদ্ ও সংসার হইতে নিস্তার পাইব। ২৮—৩৭। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে ভাগ্যবানের বংশধরগণই বিষ্ণুর পূজা করিয়া যমুনায় পিণ্ড প্রদান করিয়া থাকে! সেইদিনে মথুরায় সমাহিত হইয়া বিষ্ণুর অর্চ্চনাপূর্ব্বক যমুনাসলিলে স্নান করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করত পিতৃগণকে উদ্ধার করিয়া মনুষ্য যে ফল লাভ করে, এই পুরাণের একটীমাত্র অধ্যায় ভক্তির সহিত শ্রবণ করিলে তাদৃশ ফল লাভ হয়। এই পুরাণ, সংসারভীত ব্যক্তিগণের পরিত্রাণের অতি উৎকৃষ্ট উপায় এবং ইহা মনুষ্যগণের দুঃস্বপ্ন বিনাশ ও সমস্ত দোষের শান্তি করিয়া থাকে পুরাকালে ব্রহ্মা ঋভুকে এই আর্ষ পুরাণ বলিয়াছিলেন। ঋভু প্রিয়ব্রতকে, প্রিয়ব্রত ভাগুরিকে, ভাগুরি স্তবমিত্রকে এবং স্তবমিত্র দধীচিকে

স বৈ সারস্বতে প্রাদাদ্‌ভৃগুঃ সারস্বতাদপি। ৪৩
ভৃগুণা পুরুকুৎসায় নর্ম্মদায়ৈ স চোক্তবান্
নর্ম্মদা ধৃতরাষ্ট্রায় নাগায় পূরণায় চ॥ ৪৪
তাভ্যাঞ্চ নাগরাজায় প্রোক্তং বাসুকয়ে দ্বিজ।
বাসুকিঃ প্রাহ বৎসায় বৎসশ্চাশ্বতরায় বৈ॥ ৪৫
কম্বলায় চ তেনোক্তমেলাপত্রায় তেন চ।
পাতালং সমনুপ্রাপ্তস্ততো বেদশিরা মুনিঃ॥ ৪৬
প্রাপ্তবানেতদখিলং স বৈ প্রমতয়ে দদৌ।
দত্তং প্রমতিনা চৈব জাতুকর্ণায় ধীমতে॥ ৪৭
জাতুকর্ণেন চৈবোক্তমন্যেষাং পুণ্যশালিনাম্।
বসিষ্ঠবরদানেন মমাপ্যেতৎ স্মৃতিং গতম্॥ ৪৮
ময়াপি তুভ্যং মৈত্রেয় যথাবৎ কথিতন্ত্বিদম্।
ত্বমপ্যেতৎ শমীকায় কলেরন্তে গদিষ্যসি॥ ৪৯
ইত্যেতৎ পরমং গুহ্যং কলিকল্মষনাশনম্।
যঃ শৃণোতি নরঃ পাপৈঃ স সর্ব্বৈর্দ্বিজ মুচ্যতে॥৫০
পিতৃপক্ষমনুষ্যেভ্যঃ সমস্তামরসংস্তুতিঃ।
কৃতা তেন ভবেদেতদ্ যঃ শৃণোতি দিনে দিনে॥৫১
কপিলাদানজনিতং পুণ্যমত্যন্তদুর্লভম্।
শ্রুত্বৈতস্য দশাধ্যায়ানবাপ্নোতি ন সংশয়ঃ॥ ৫২
যস্ত্বেতৎ সকলং শৃণোতি পুরুষঃ
কৃত্বা মনস্যচ্যুতং
সর্ব্বং সর্ব্বময়ং সমস্তজগতা-
মাধারমাত্মাশ্রয়ম্।
জ্ঞানং জ্ঞেয়মনন্তমাদ্যরহিতং
সর্ব্বামরাণাং হিতং
স প্রাপ্নোতি ন সংশয়োঽস্ত্যবিকলং
যদ্বাজিমেধে ফলম্॥ ৫৩
যত্রাদৌ ভগবাংশ্চরাচরগুরু-
র্ম্মধ্যে তথান্তে চ স
ব্রহ্মজ্ঞানময়োঽচ্যুতোঽখিলজগ-
ন্মধ্যান্তসর্গপ্রভুঃ।
তং শৃণ্বন্ পুরুষঃ পবিত্রপরমং
ভক্ত্যা পঠন্ ধারয়ন্
প্রাপ্নোত্যস্তি ন তৎসমস্তভুবনে-
ষ্বেকান্তসিদ্ধির্হরিঃ॥ ৫৪

বলিয়াছিলেন; দধীচি সারস্বতকে, সারস্বত ভৃগুকে, ভৃগু পুরুকুৎসকে, পুরুকুৎস নর্ম্মদাকে, নর্ম্মদা ধৃতরাষ্ট্র, নাগ ও পূরণকে, তাঁহারা দুই-জনে নাগরাজ বাসুকিকে, বাসুকি বৎসকে, বৎস অশ্বতরকে অশ্বতর কম্বলকে ও কম্বল এলাপত্রকে বলিয়াছিলেন। তৎপরে দেবশিরাঃ মুনি পাতালে আগমন করিয়া এই পুরাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি প্রমতিকে, প্রমতি বুদ্ধিমান্ জাতুকর্ণকে, জাতুকর্ণ অন্যান্য পুণ্যশীল মহাত্মগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। বসিষ্ঠের বরদানে আমারও ইহা স্মৃতিপথারূঢ় হইয়াছে। হে মৈত্রেয়! আমিও তোমাকে ইহা যথাবৎ বলিলাম, তুমিও কলির শেষে শমীককে এই পুরাণ বলিবে। ৩৮—৪৯। হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি কলিকল্মষ-নাশন ও পরম গুহ্য এই পুরাণ শ্রবণ করে, সে সমস্ত দোষ হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি প্রত্যহ এই পুরাণ শ্রবণ করিবে,—পিতৃপক্ষ, মনুষ্য ও সমস্ত দেবগণের স্তব করিলে যে ফল হয়, সে তাহা প্রাপ্ত হইবে। কপিলা-গোদান-জনিত পুণ্য অত্যন্ত দুর্লভ, কিন্তু যে ব্যক্তি এই পুরাণের দশ অধ্যায় শ্রবণ করিবে, সে নিঃসন্দেহ সেই ফল প্রাপ্ত হইবে। সমস্ত জগতের আধার, আত্মার আশ্রয়, সর্ব্বময়, জ্ঞান ও জ্ঞেয়স্বরূপ, আদি ও অন্ত রহিত, অমর-গণের হিতকর বিষ্ণুকে মনে চিন্তা করত যে পুরুষ এই পুরাণ সম্পূর্ণ শ্রবণ করিবে, সে অবিকল অশ্বমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবে তাহার সন্দেহ নাই। যে পুরাণে আদি ও মধ্যে চরাচর-গুরু ভগবান্, অন্তে ব্রহ্ম জ্ঞানময় অচ্যুত এবং অখিল জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা, পরমসিদ্ধি-স্বরূপ সেই হরি কীর্ত্তিত হইয়াছেন, মনুষ্য, ভক্তি সহিত পরম পবিত্র সেই পুরাণ শ্রবণ, পাঠ ব ধারণ করিলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, সমস্ত ভুবনে

যস্মিন্ন্যস্তমতির্ন যাতি নরকং
স্বর্গোঽপি যচ্চিন্তনে
বিঘ্নো যত্র নিবেশিতাত্মমনসো
ব্রাহ্মোঽপি লোকোঽল্পকঃ
মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোঽমলধিয়াং
পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ
কিং চিত্রং যদঘং প্রয়াতি বিলয়ং
তত্রাচ্যুতে কীর্ত্তিতে ॥ ৫৫
যজ্ঞৈর্যজ্ঞবিদো যজন্তি সততং
যজ্ঞেশ্বরং কর্ম্মিণো
যং যং ব্রহ্মময়ং পরাপরময়ং
ধ্যায়ন্তি চ জ্ঞানিনঃ।
যঞ্চ প্রাপ্য ন জায়তে ন ম্রিয়তে
নো বর্দ্ধতে হীয়তে
নৈবাসন্ন চ সম্ভবত্যতি ততঃ
কিংবা হরেঃ শ্রূয়তাম্ ॥ ৫৬
কব্যং যঃ পিতৃরূপধৃগ্বিধিহুতং
হব্যঞ্চ ভুংক্তে প্রভুঃ
দৈবত্বে ভগবাননাদিনিধনঃ
স্বাহাস্বধাসংজ্ঞিতম্।

যস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্ব্বশক্তিনিলয়ে
মানানি নো মানিনাং
নিষ্ঠায়ৈ প্রভবন্তি হন্তি কলুষং
শ্রোত্রং স যাতো হরিঃ ॥ ৫৭
নান্তোঽস্তি যস্য ন চ যস্য সমুদ্ভবোঽস্তি
বৃদ্ধির্ন যস্য পরিণামবিবর্জ্জিতস্য।
নাপক্ষয়ঞ্চ সমুপৈত্যবিকল্পবস্তু
যস্তং নতোঽস্মি পুরুষোত্তমমাদ্যমীশম্ ॥ ৫৮
তস্যৈব যোঽনুগুণভুগ্বহুধৈক এব
শুদ্ধোঽপ্যশুদ্ধ ইব মূর্ত্তিবিভাগভেদৈঃ।
জ্ঞানান্বিতঃ সকলসত্ত্ববিভূতিকর্ত্তা
তস্মৈ নতোঽস্মি পুরুষায় সদাব্যয়ায় ॥ ৫৯
জ্ঞানপ্রবৃত্তিনিয়মৈকময়ায় পুংসো
ভোগপ্রদানপটবে ত্রিগুণাত্মকায়
অব্যাকৃতায় ভবভাবনকারণায়
বন্দে স্বরূপমভবায় সদাজরায় ॥ ৬০
ব্যোমানিলাগ্নিজলভূরচনাময়ায়
শব্দাদিভোগবিষয়োপনয়ক্ষমায়

কিছুতেই সে ফল নাই। যাঁহাতে মতি স্থির রাখিতে পারিলে নরকে যাইতে হয় না ও যাঁহার চিন্তায় স্বর্গপ্রাপ্তিও বিঘ্নতুল্য বোধ হয়, যাঁহাতে আত্মা ও মন সমর্পণ করিলে ব্রহ্মলোকও তুচ্ছ বোধ হয় এবং যিনি নির্ম্মলচিত্ত পুরুষগণের চিত্তে অধিষ্ঠিত হইয়া মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন সেই ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিলে পাপরাশি বিলয় প্রাপ্ত হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? যজ্ঞবিৎ কর্ম্মিগণ নিরন্তর যজ্ঞ দ্বারা যাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন, জ্ঞানিগণ পরাপর ব্রহ্মরূপে যাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জীবের জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধি হ্রাস প্রভৃতি কিছুই থাকে না এবং যিনি সদসৎস্বরূপ নহেন অর্থাৎ পিতৃপুত্রাদিরূপ কার্য্যকারণভাবে মায়াবন্ধনে বদ্ধ নহেন, সেই বিষ্ণুর নাম ব্যতিরেকে মানবগণ আর কি শ্রবণ করিবে? যে অনাদি-নিধন ভগবান্ পিতৃরূপে কব্য ও দেবরূপে বিধিপূর্ব্বক হব্য গ্রহণ করিতেছেন এবং মানিগণের মান যে ব্রহ্ম স্বরূপ সর্ব্বশক্তিনিলয়ের পরিচ্ছেদ করিতে সমর্থ হয় না, সেই ভগবান্ হরি শ্রোত্রপথগত হইয়া সমস্ত পাপ ধ্বংস করিয়া থাকেন। যাঁহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ নাই, ব্রহ্মস্বরূপ ও সকলের আদি পুরুষ সেই পরমেশকে আমি প্রণাম করি। যিনি এক হইয়াও স্বীয় গুণ পরিণামে বহুতর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নানারূপ এবং শুদ্ধ হইয়াও অশুদ্ধের ন্যায়; সমস্ত ভূতগণের বিভূতি-কর্ত্তা জ্ঞানময় সেই অব্যয় পুরুষকে আমি প্রণাম করি। অপুনরাবৃত্তির জন্য আমি জ্ঞান প্রবৃত্তি ও নিয়মরূপ ত্রিগুণাত্মক, ভোগপ্রদান পটু, অব্যাকৃত, ভবসৃষ্টির কারণ ও অজর সেই পরমাত্মার স্বরূপের নিরন্তর বন্দনা করি। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী স্বরূপে

পুংসঃ নমস্তকরবৈরুপকারকায়
ব্যক্তায় সূক্ষ্মবিমলায় সদা নতোঽস্মি ॥ ৬১
ইতি বিবিধমজস্য যস্য রূপং
প্রকৃতিপরাত্মময়ং সনাতনস্য।

শব্দাদি বিষয়সমূহের উপস্থিতিপূর্ব্বক সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা জীবের উপকারক ব্যক্তস্বরূপ এবং সূক্ষ্ম ও বিমলস্বরূপ সেই পরমাত্মাকে আমি সর্ব্বদা প্রণাম করি। যে নিত্য সনাতনের এবংবিধ প্রকৃতি-পরাত্মময় নানাবিধ রূপ,

প্রদিশতু ভগবানশেষপুংসাং
হরিরপজন্মজরাদিকাং স সিদ্ধিম্ ॥ ৬২

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডবিস্তারে
পরাশর-সংহিতায়াং ষষ্ঠেংংশে
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

সেই ভগবান্ হরি, জীবগণের জন্ম ও জরাদি-রহিত সিদ্ধি প্রদান করুন। ৫০—৬২।

ষষ্ঠাংশে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

ষষ্ঠাংশ সমাপ্ত।

॥ বিষ্ণুপুরাণ সম্পূর্ণ ॥